

রাবেতায়ে আলামে ইসলামী আয়োজিত
বিশ্বব্যাপী সীরাতুন্নবী সং প্রতিযোগিতায়
১১৮২টি পান্তুলিপির মধ্যে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী

আবৃ রাথীকুল মাখতুম

অনন্য সাধারণ সীরাত গ্রন্থ



আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী

আন্তর্জাতিক সীরাত প্রতিযোগীতায়

প্রথম পুরস্কার বিজয়ী

আর রাহীকুল মাখতূম

রসূলুল্লাহ (স.)-এর মহান জীবনী গ্রন্থ

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

অধ্যাপক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মোনাওয়ারা

অনুবাদ ও প্রকাশনা
খাদিজা আখতার রেজায়ী

পরিবেশনা

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
বাংলাদেশ সেন্টার

আর রাহীকুল মাখতুম

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

অনুবাদ ও প্রকাশনা
খাদিজা আখতার রেজায়ী
১৯ বেকটিভ রোড, ফরেস্ট গেইট
লন্ডন ইংওডি পি

পরিবেশনা
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
বাংলাদেশ সেন্টার

বাড়ি ১৬ রোড ৭ বারিধারা কুটনীতিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৯ ৩৬১৪, ৯৩৩ ৯৬১৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৯ ৩৬১৪

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৯

৯ম সংস্করণ
রবিউস সানি ১৪২৪
জুন ২০০৩
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০

কল্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার
বিনিময়
১৮০ টাকা মাত্র
অনুবাদ স্বতঃ প্রকাশক

AR RAHEEQUL MAKHTOOM

Life of Mohammed (Sm)

ALLAMA SAFIUR RAHMAN MOBARAKPURI
PROFESSOR ISLAMIC UNIVERSITY MEDINA MONAWARA

TRANSLATION & PUBLICATION
KHADIJA AKHTER REZAYEE
19 BECTIVE ROAD, FOREST GATE
LONDON E 7 O D P

DISTRIBUTION
AL QURAN ACADEMY LONDON
BANGLADESH CENTRE
HOUSE 16 ROAD 7 BARIDHARA DIPLOMATIC ZONE, DHAKA-1212
PHONE & FAX: 9893 614, 9339 615

FIRST EDITION
1999

9TH EDITION
RABIUS SANI 1424
JUNE 2003

PRICE
Tk. 180.00

E-mail: info@alquranacademylondon.com
website: www.alquranacademylondon.com www.quransharif.com www.readthequran.org.

ମିନଟି ଆମାର ରାତ୍ରୋ —

ବିଶ୍ଵମିଳାହିର ରାହମାନିର ରାହୀମ

‘ହୃଦ୍ରମକାଣନା ମିର ରାହିକିମ ମାଖତୁମ
ଧେରାମୁହଁ ମେମକୁନ ଘୟା ଫୀ ଯାଲେକା
ଫାଲ ହିତାନା’ଫାମିଲ ମୋତାନାଫେମୁନ’

ଛିପି ଅଁଟା (ବୋତଳ) ଥେକେ ତାଦେର ସେଦିନ
ବିଶୁଦ୍ଧତମ ପାନୀୟ ପାନ କରାନୋ ହବେ,
(ପାତ୍ରଜାତ କରାର ସମୟରେ) କୁନ୍ତୁରିର ମୁଗଙ୍କି
ଦିଯେ ଯାର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରେ ଦେଯା ହେବେ।
(ମୂଲତ ଏହି ହଚ୍ଛେ ସେଇ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରାପ୍ୟ) ଯାର
ପ୍ରତିଯୋଗିତାଯ ବିଜ୍ୟୀ ହବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଟି
ପ୍ରତିଯୋଗୀରିଇ ଏଗିଯେ ଆସା ଉଚିତ ।
(ସୁରା ମୋତାଫଫେଫିନ, ଆଯାତ ୨୫-୨୬)

‘ଆର ରାହିକୁଳ ମାଖତୁମ’—ଛିପି ଅଁଟା
ମୂଲ୍ୟବାନ ପାନୀୟ ଦିଯେ ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଲା
ସେଦିନ ତାର ଆରଶେ ଆୟିମେ ଯାର ଜନ୍ୟ ଏହି
ଦ୍ୱତ୍ତରଖାନ ସାଜବେନ, ତିନି ହଚ୍ଛେ କୁଳ
ମାଖକୁକାତେର ନୟନମନି ହୟରତ ମୋହାମ୍ବଦ
ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହେ ଓୟା ସାନ୍ନାମ ।

ହେ ନୀବୀ, ଦୁନିଯାୟ ସେଇ ଦୂର୍ଲଭ କୁତୁ ପାଓୟାର
ପ୍ରତିଯୋଗିତାଯ ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଲା ସମ୍ମାନିତ
ପ୍ରତିଯୋଗୀଦେର ତାଲିକାଯ ଆମାର ନାମ ଆଦୌ
ଶାମିଲ କରେଛେ କିନା—ଆମି ଜାନିନା, ତାଇ
ସେଦିନେର ସାଜାନୋ ଦ୍ୱତ୍ତରଖାନେ ତୋମାର
କାହେ ଠାଇ ପାଓୟାର ଆଶା ଆମାର ଜନ୍ୟ
ଦୁରାଶା ବଟେ ।

ହେ ଆଜ୍ଞାହ ‘ଆର ରାହିକୁଳ ମାଖତୁମ’-ଏର
ବାଲୋ ଅନୁବାଦେର ଏହି ମେହନତୁକୁ ତୁମି
ଆମାର କାହୁ ଥେକେ ପ୍ରହଗ୍ନ କରୋ ।
ଏଇ ବିନିମୟେ କୋନୋ ଜୀବାତ ନୟ, ଜୀବାତେର
ବାଲାଖାନାର ସାଜାନୋ ସେଇ ଦ୍ୱତ୍ତରଖାନେ ନୟ,
‘ଆମି ଯେ ତୋମାର ରସୁଲେରଇ ଲୋକ’ ଏହି
ସ୍ଵିକୃତିଟୁକୁଇ ତୁମି ସେଦିନ ତାକେ ଦିତେ ବଲୋ!

— ଧ୍ୟାନିଜ୍ଞା ଆଖିତାର ମେଜାନୀ

ବିଜୟମିଳାତିର ମାତ୍ରାନିଧି ମାତ୍ରିମ
 ଜଗନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପା ଆଜ୍ଞାହ ତମାଲାର, ଯିନି ଜଗନ୍ନ ଦୁଲିଯା ଜାହ୍ୟନେର
 ମାର୍ଜିକା ତିନି ଅଜୀଗର ଦୟାଜ୍ଞୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନବାନ। ତିନି ବିଚାର
 ଦ୍ଵୀନେର ମାର୍ଜିକା (ହେଆଜ୍ଞାହ) ଆଗରା ତୋଗାରୁଇ ବନ୍ଦଜୀ
 କରି ଏବଂ ତୋଗାରୁଇ ଜାହ୍ୟ ଚାହିଁ ଆମାଦର ଜରଳ
 ଅଟିକ ପଥ ଦ୍ୱାରା ତାଦର ପଥେ, ଯାଦର
 ଉପର ତୁମ୍ହି ଅନୁଗ୍ରହ କରେଛୋ ତାଦର
 ପଥେ ନମ, ଯାଦର ଉପର ତୁମ୍ହି ଅନ୍ତିକାପ
 ଦିଯେଛୋ, ଏବଂ ଯାରା ପଥପ୍ରକ୍ଷଟ
 ହୟ ଶୈତ
 (ସୂରା ଫାତହ୍ୟ)

୧

ସଂକଷିପ୍ତ ପଟ୍ଟଭୂମିକା

କିଛୁ ନିଜେରେ କଥା କିଛୁ ଅନ୍ୟେର କଥା

ଅପଞ୍ଜାହ ଆଗ୍ନାହ ତାଯାଳ
 ଲୀଜା ଓ ତାର ଧର୍ମକୁରା
 ଜପାହ ନରୀ ଛାହାଙ୍ଗାଦେ
 ଉପର ଦୃଢ଼ନ ପାଠାଳ,
 ଆଶ୍ରମ ହ ମାନୁଷ,
 ତାମରା ଯାହା ଆଗ୍ନାହୟ
 ଉପର ତୁମାଳ ଆଗାଛା—
 ତାମରାତ୍ର ତାର ଉପର
 ଏଫଳିଷ୍ଟ ଦର୍ଢନ ଓ
 ଜାଳାଯା ପାଠାତ୍ର ।
 (ଜୟା ଆହୟାପ ଡ୍ୟୁ)

ହୟାତ ଛାହାଙ୍ଗାଦ ଛାକ୍ରିଯା
 ଜାଗ୍ରାଗ୍ରାହୁ ଆଗାହାହ
 ତାର ଜାଗ୍ରାଯ

গ্রন্থটির পরিচয়

১৯৭৬ সালের মার্চ মাস। ১৩৯৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল।

করাচীতে প্রথম বিশ্ব মুসলিম সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মকার রাবেতায়ে আলামে ইসলামী এ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বিশ্বের সকল লেখকের প্রতি এক অভিনব আহবান জানানো হয়। রাবেতার পক্ষ থেকে প্রচারিত এই আহ্বানে বিশ্বের জীবন্ত ভাষাসমূহে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী রচনার কথা বলা হয়। এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কার দেয়া হবে বলেও জানানো হয়। পুরস্কারের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০, ৪০, ৩০, ২০ ও ১০ হাজার সড়ী রিয়াল। রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সরকারী মুখ্যপত্র ‘আখবার আল আলামুল’ ‘ইসলামী’ পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রতিযোগিতার ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। আমি অবশ্য এ ঘোষণার কথা তখনো জানতে পারিনি।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। বেনারস থেকে গ্রামের বাড়ী মোবারকপুর গেলাম। সেখানে শায়খুল হাদীস মওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেবের পুত্র আমার ফুফাত ভাই মাওলানা আব্দুর রহমান ঘোবারকপুরী আমাকে কথাটি জানালেন। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করি। কিন্তু মাওলানা আব্দুর রহমান নাহোড়বান্দা। তিনি বিনয়ের সাথে বারবার বলছিলেন যে, প্রতিযোগিতায় আপনি পুরস্কার পাবেন এ জন্য নয়; বরং আমি চাই যে এই ওছিলায় একটা ভালো কাজ হয়ে যাক। ফুফাত ভাইয়ের বারবার অনুরোধের পরও আমি চূপ করে থাকলাম। মনে মনে ভাবছিলাম যে, প্রতিযোগিতায় আমি অবশ্য অংশগ্রহণ করব না।

কয়েকদিন পর জমিয়াতে আহলে হাদীস হিন্দ এর পাঞ্চিক মুখ্যপত্রেও এ খবর প্রকাশ করা হয়। এ খবর প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে জামেয়া সালাফিয়ার সর্বস্তরের ছাত্রদের এক বিরাট অংশ আমাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাতে শুরু করে। মনে মনে ভাবলাম, এতো কঠের প্রতিক্রিয়া সম্ভবত আল্লাহ পাকের ইচ্ছারই প্রতিফলন। তবুও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে মনে মনে আমি প্রায় অটল থাকলাম। কিছুদিন পর অনুরোধ পরামর্শের তাকিদ করে গেল। তবে কয়েকজন ছাত্র তাদের তাকিদ তখনো অব্যাহত রাখলেন। কেউ কেউ বিষয়ভিত্তিক নানা পরামর্শও দিতে লাগলেন। প্রিয়ভাজন কয়েকজন ছাত্রের অনুনয় বিনয় এবং তাকিদে কান এক সময় আমার ঝালাপালা হয়ে উঠলো।

কাজ শুরু করলাম, কিন্তু খুবই ধীরগতিতে। কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে এসে গেল রম্যানের ছুটি। এদিকে রাবেতার ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, পরবর্তী মহরমের প্রথম তারিখ হবে পাঞ্জিলিপি গ্রহণের শেষ তারিখ। সাড়ে পাঁচ মাস কেটে গেছে। হাতে সময় আছে মাত্র সাড়ে তিনমাস। এ সময়ের মধ্যেই পাঞ্জিলিপি তৈরী করে ডাকে দিতে হবে,

তবেই সময়মতো তা পৌছুবে। এদিকে সব কাজ বাকি পড়ে আছে। বিশ্বাস ছিল না যে এতো কম সময়ে পাঞ্জলিপি তৈরী পুনরায় দেখে দেয়া এবং কপি করানোর কাজ শেষ করা যাবে। কিন্তু তাকিদ যারা দিচ্ছিলেন তারা বলছিলেন যে, কোন প্রকার দ্বিদা঵ন্দ্ব ছাড়াই যেন আমি কাজ চালিয়ে যাই। প্রয়োজনে যেন ছুটি নেই। ছুটির সময়কে আমি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। পুরো ছুটি স্বপ্নের মতো কেটে গেল। অনুরোধকারীরা ফিরে এসে দেখিলেন যে, পাঞ্জলিপির দুই তৃতীয়াংশ তৈরী হয়ে গেছে। রিভাইজ দেয়ার সময় না থাকায় কপি করার জন্য দিয়ে দিলাম। অবশিষ্ট অংশের মাল মসলা যোগানোর কাজে তারা সহযোগিতা করলেন। জামেয়া খোলার পর কর্মব্যৱস্থা শুরু হলো। একারণে ছুটির সময়ের মতো দ্রুত লেখার কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভব হলো না। সেদুল আয়ার সময় দিনরাত লিখছিলাম এবং মহররম মাস শুরু হওয়ার বারো তেরোদিন আগেই পাঞ্জলিপি রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিলাম।

কয়েক মাস পরের কথা। রাবেতার পক্ষ থেকে এক রেজিস্ট্রি চিঠিতে পাঞ্জলিপির প্রাপ্তিষ্ঠাকার করা হয় এবং জানানো হয় যে, আমার পাঞ্জলিপি তাদের শর্তানুযায়ী হওয়ায় প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। আমি স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেললাম।

দিন কাটতে লাগলো। ইতিমধ্যে দেড়বছর কেটে গেল। রাবেতার কোন সাড়া নেই। দুটি চিঠি পাঠলাম। কি হচ্ছে জানতে চাইলাম। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেলো না। এরপর তুবে গেলাম নিজের কাজে। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে, সীরাতুন্নবী বিষয়ক একটি প্রতিযোগিতায় আমি অংশ নিয়েছিলাম। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসের ৬, ৭ ও ৮ তারিখে অর্থাৎ ১৩৯৮ হিজরীর শাবান মাসে করাচীতে হয় প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ মনোযোগের সাথে পড়ছিলাম। ‘ভাদুহি’ স্টেশনে একদিন ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলাম। ট্রেন একটু লেট ছিল। সেদিনের কাগজ কিনে পড়তে লাগলাম। ছোট একটি খবরে চোখ পড়লো। করাচীতে অনুষ্ঠানরত ইসলামী সম্মেলনের এক অধিবেশন সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ী পাঁচজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ভারতীয় প্রতিযোগী রয়েছেন। এ খবর পড়ে মনে মনে চক্ষু হয়ে উঠলাম। বেনারসে এসে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেও ব্যথ হলাম।

১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাই সকাল বেলা। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। গভীর রাত পর্যন্ত জামেয়ার এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিষয়াবলী নির্ধারণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। ফজরের নামায পড়ে পুনরায় বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। হঠাৎ একদল ছাত্র শোরগোল করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করলো। তাদের চোখ মুখে খুশীর ঝিলিক। তারা আমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছিল। ‘কি ব্যাপার? প্রতিপক্ষ কি বিতর্কে অবতীর্ণ হতে অবীকৃতি জানিয়েছে?’ ‘না সে কথা নয়?’ ‘তবে কি?’ ‘সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।’

হে আগ্নাহ তায়ালা, তোমার শোকর। কোথায় খবর পেলেন আপনারা? আমি শায়িতাবস্থা থেকে এবার উঠে বসলাম।

মাওলানা ওয়ায়ের শামস এ খবর নিয়ে এসেছেন। কিছুক্ষণ পর সম্মেলন থেকে আগত মাওলানা শামস নিজেই আমাকে বিস্তারিত খবর শোনালেন।

১৯৭৮ সালের ২৯শে জুলাই, ১৩৯৮ হিজরীর ২২শে শাবান তারিখে রাবেতার পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রি একটি চিঠি পেলাম। বিজয়ী হওয়ার খবরের সাথে সাথে ১৩৯৯ হিজরীর মহররম সালে মকায় অনুষ্ঠিত রাবেতার অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণও জানানো হলো। পরে অবশ্য এ অনুষ্ঠান মহররমের পরিবর্তে রবিউস সানিতে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ওছিলায় আমি এই প্রথমবার প্রিয় নবীর দেশ হারামাইন শরীফাইন যেয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করি। ১০ই রবিউস সানি মকায় পৌছুলাম। এরপর অনুষ্ঠানে হায়ির হলাম। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রায় সকাল দশটায় তেলাওতে কোরআনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। সউদী আরবের প্রধান বিচারপতি শেখ আবদুল্লাহ ইবনে হোমায়েদ ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদের পৌত্র মকার সহকারী গর্ভর আমীর সউদ ইবনে আবদুল মোহসিন পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রধান অতিথি হিসাবে আগমন করেন। তিনি পরে কিছু বক্তৃতাও দেন। এরপর রাবেতায় আলামে ইসলামীর নায়েবে সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আলী আল মোখতার ভাষণ দেন। তিনি কিছুটা বিস্তারিতভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বিজয়ীদের কিভাবে বাছাই করা হয়েছে সে সব কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, রাবেতার ঘোষণার পর ১১৮২টি পাঞ্জলিপি জমা পড়ে। প্রাথমিক বিবেচনায় নির্বাচন কর্মসূচি ১৮৩টি পাঞ্জলিপি প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য সুনির্বাচিত একটি কর্মসূচি ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কর্মসূচির চেয়ারম্যান ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল শেখ। কর্মসূচির সদস্যরা ছিলেন জেন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত বিভাগের শিক্ষক সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তাদের নাম নিম্নরূপ, ডষ্টের ইবরাহীম আলী সউদ, ডষ্টের আবদুর রহমান ফাহমি মোহাম্মদ, ডষ্টের মোহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী, ডষ্টের ফিকরি আহমদ ওকায়, ডষ্টের আহমদ সাইয়েদ দারাজ, ডষ্টের ফায়েক বকর সওয়াফ, ডষ্টের শাকের মাহমুদ আবদুল মোনয়েম, ডষ্টের আবদুল ফাতেহ মনসুর।

এ কর্মসূচির বিশেষজ্ঞরা পর্যায়ক্রমিক বাছাইয়ের পর এই ৫টি পাঞ্জলিপির জন্য পাঁচজনকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত ঘোষণা করেন। ১. আর রাহীকুল মাখতুম, (আরবী) ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, ভারত প্রথম, ২. খাতামুন নবীইস্টেন (ইংরেজী) ডষ্টের মাজেদ আলী খান, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লী, ভারত দ্বিতীয়, ৩. পয়গাম্বরে আয়ম ওয়া আখের (উর্দু) ডষ্টের নাসির আহমদ নাসের, ভাইস চ্যাপ্সেল জামেয়া ইসলামিয়া, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান তৃতীয়, ৪. মোনতাকাউন নকুল ফী সিরাতে আযামির রসূল (আরবী) শেখ হামেদ মাহমুদ ইবনে মোহাম্মদ মনসুর লেন্দুন, জিজাহ মিসর, চতুর্থ, ৫. সীরাতুন নবীইল হাদীইর রহমত (আরবী) ওস্তাদ আবদুস সালাম হাসেম হাফেজ, মদীনা মোনাওয়ারা সউদী আরব পঞ্চম।

নায়েবে সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আলী আল মোখতার এ বিবরণের পর

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর আমাকে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমি আমার বক্তব্যে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য রাবেতাকে কিছু কৌশল ও কর্মপদ্ধা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করি। এর ফলাফল কি হবে পরে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করি। রাবেতার পক্ষ থেকে পরামর্শ গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হয়। এরপর আমীর সউদ ইবনে আবদুল মোহসেন পর্যায়ক্রমে পাঁচজনকে পুরস্কারের অর্থ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৭ই রবিউসসানি মদীনায় গেলাম। পথে বদর প্রান্তর প্রত্যক্ষ করলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওয়া মোবারক যেয়ারত করলাম। কয়েকদিন পর এক সকালে খায়বরে গেলাম। ঐতিহাসিক দুর্গসমূহ ভেতর ও বাইরে থেকে দেখলাম। এদিক সেদিক বেড়িয়ে বিকেলে ফিরে এলাম মদীনায়। দু' সঙ্গাহ মদীনায় কাটিয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলাম। তওয়াফ ও সাঁই করলাম। এক সঙ্গাহ মক্কায় কাটালাম। মক্কা ও মদীনায় পরিচিত অপরিচিত সর্বস্তরের গুণী জ্ঞানীদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে ভাব বিনিময় করলাম। স্বপ্নের দেশ সউদী আরবে একমাস অতিবাহিত পরে পুনরায় জন্মভূমি ভারতে ফিরে এলাম।

সউদী আরব থেকে ফিরে আসার পর ভারত ও পাকিস্তানের উর্দু ভাষা-ভাষীদের পক্ষ থেকে অনেকেই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদের অনুরোধ জানালেন। ইতিমধ্যে কয়েকদিন কেটেও গেছে। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছিলাম না। অনুরোধকারীদের অনেকের ক্রমাগত অনুরোধে এক সময় কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই অনুবাদে হাত দিলাম। এক সময় আল্লাহর রহমতে অনুবাদের কাজ শেষ হলো।

পরিশেষে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে উৎসাহ প্রদানকারী সহায়তাকারী বৃষ্টিগানে দ্বীন, বন্দুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী মনে করি। বিশেষ করে ওস্তাদ মোহতারাম মওলানা আবদুর রহমান রহমানী, শেখ ওয়ায়ের সাহেব, হাফেজ মোহাম্মদ ইলিয়াসের আন্তরিক সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি। তাদের পরামর্শ ও উৎসাহ যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে সহায়তা করেছে। আল্লাহ রববুল আলামীন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ পাক এ গ্রন্থ কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নাজাতের ব্যবস্থা করুন।

ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

১৮ই রম্যানুল মোবারক

১৪০৪ হিজরী

রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা

সুন্নতে নববী হচ্ছে এক জীবন্ত আদর্শ। এর আবেদন থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। এই আদর্শের বর্ণনা, এই আদর্শ সম্পর্কে গ্রহ রচনা আল্লাহর রসূলের আবির্ভাবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। প্রিয় নবীর আদর্শ মুসলমানদের জন্যে এক বাস্তব নমুনা ও ঘটনাবহুল কর্মসূচী। এর আলোকে মুসলমানদের কথা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ বরুল আলামীনের সাথে মানুষের সম্পর্ক, আঞ্চলিক স্বজন, ভাইবন্ধুদের সাথে মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর রসূলের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক বলেন, ‘নিশ্চয়ই প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের রহমত আশা করে এবং আখেরাত কামনা করে আল্লাহকে বেশী বেশী শ্রদ্ধ করে।’

হ্যরত আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেছিলেন, পবিত্র কোরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।

কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কাজে আল্লাহ পাকের পথের পথিক দুনিয়া থেকে মুক্তি পেতে চায়, তার জন্য আল্লাহর রসূলের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এ ধরনের মানুষকে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে বুঝে-গুনে অবিচল বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর রসূলের সীরাতের অনুসরণ করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে যে, এটাই হচ্ছে পরওয়ারদেগারের সোজা পথ। আমাদের নেতা আমাদের পথ প্রদর্শক আল্লাহর রসূল জীবনের সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণযোগ্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর আদর্শের মধ্যেই নেতা, কর্মী, শাসক শাসিত, পথ প্রদর্শক ও মোজাহেদদের জন্য হেদায়াতের আলো রয়েছে। প্রিয় নবীর আদর্শ মানুষের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পারম্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম আদর্শ।

মুসলমানরা বর্তমানে আল্লাহর রসূলের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে মূর্খতা ও অধঃপতনের অতল গভীরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। তাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন সমাবেশে আলোচনা অনুষ্ঠানে সীরাতুল্লবীকে সরকিছুর শীর্ষে রাখতে হবে। বুঝতে হবে যে, এটা শুধু চিন্তার খোরাকই নয় বরং এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ। এই আদর্শের মধ্যেই রয়েছে মানুষের সংশোধন ও কল্যাণের উৎস। কেননা আল্লাহর রসূলের চরিত্র ও কাজই হচ্ছে আল্লাহ

পাকের কেতাব কোরআনে করিমের বাস্তব রূপ। এই আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মোমেন বান্দা আল্লাহ রববুল আলামীন শরীয়তের অনুসারী হতে পারে। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআনকে দিক নির্দেশকরূপে গ্রহণ করতে পারে।

‘আর রাহীকুল মাখতুম’ নামের এই গ্রন্থ আল্লামা শেখ ছফিউর রহমানের পরিশ্রমের চমৎকার ফসল। ১৩৯৬ হিজরীতে তিনি রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সীরাতুন্নবী রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং এই গ্রন্থ প্রথম স্থান অধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রাবেতার সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল শেখ মোহাম্মদ আলী আল হারাকানের লিখিত ভূমিকায় মজুদ রয়েছে।

এই গ্রন্থ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং প্রশংসা ধন্য হয়েছিল। প্রথম সংক্রণ ১০ হাজার কপি অল্লদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রকাশক হাসান হামুবি হেফজুল্লাহ দ্বিতীয় সংক্রণেও ১০ হাজার কপি প্রকাশ করেন।

তৃতীয় সংক্রণের প্রকাশকালে প্রকাশক কিছু কথা লিখে দেয়ার জন্য আমার কাছে আবেদন জানান। একারণে আমি সামান্য কিছু কথা লিখছি। আল্লাহ পাক এই লেখাকে তার রহমত লাভের ওছিলা করুন। তিনি এই গ্রন্থের ওছিলায় মুসলমানদের যাবতীয় দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করুন। উম্মতে মোহাম্মদী পুনরায় বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণের উচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা বাস্তব রূপ লাভ করুক, ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। তোমারা সৎ কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে সর্বোপরি তোমরা আল্লাহ পাকের ওপর ঈমান আনবে।’

আল্লাহর প্রিয় রসূলের প্রতি দরবুদ ও সালাম।

ডষ্ট্র আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ
সেক্রেটারী জেনারেল
রাবেতায়ে আলমে ইসলামী
মক্কা মোকারামা

অভিমত প্রকাশ করেছেন—

আল্লাহ রববুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূলকে মাকামে শাফায়াত এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁকে ভালোবাসার জন্যে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ পাককে ভালোবাসার প্রমাণ দেয়া হবে বলে আমাদের জানিয়েছেন।

আল্লাহ রববুল আলামীন বলেন, ‘হে নবী, তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ পাককে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার আনুগত্য করো, আল্লাহ পাক তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহসমূহ ক্ষমা করবেন।’

আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অন্তরে একটা আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই মুসলমানরা আল্লাহর রসূলের প্রশংসা করে চলেছে এবং তাঁর পবিত্র সীরাতের প্রচার প্রসারে রীতিমত প্রতিযোগিতাসূলভ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহর প্রিয় রসূলের লেখা, কাজ ও চরিত্রই হচ্ছে তাঁর সীরাত। হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, পবিত্র কোরআনই হচ্ছে তাঁর চরিত্র।

কোরআনে করিম হচ্ছে আল্লাহ পাকের কেতাব এবং আল্লাহ পাকের বাণীসমষ্টি। কাজেই যে মহান ব্যক্তিত্ব কোরআনের প্রতিচ্ছবি, তিনি অবশ্যই সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র মাখলুকের ভালোবাসা পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত।

আল্লাহর রসূলের প্রতি মুসলমানরা সব সময়েই ভালোবাসার প্রমাণ দিয়ে এসেছে। সেই প্রমাণের অংশ হিসাবেই ১৩৯৬ হিজরীতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম সীরাত সম্মেলনটি হয়েছে। এই সম্মেলনে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ঘোষণা করেছে যে, কয়েকটি শর্তাদ্বীনে সীরাতুন্নবী সম্পর্কিত এই রচনায় ৫টি পুরক্ষার প্রদান করা হবে। পুরক্ষার হিসাবে দেড় লাখ সউদী রিয়াল নগদ অর্থ বিজয়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

শর্তসমূহ হচ্ছে,

এক, সীরাতুন্নবী পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। এতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঘটনাকাল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করতে হবে।

দুই, রচনা উন্নতমানের হতে হবে, এমন হতে হবে যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

তিনি, রচনায় সহায়ক গ্রন্থাবলীর যথাযথ বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

চার, লেখকের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করে নিজের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে এবং কোন প্রকার সাহিত্য কর্ম থেকে থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

পাঁচ, লেখা পরিক্ষার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। টাইপ করে দিলে ভালো হবে।

ছয়, রচনা আরবী এবং অন্যান্য সচল ও আধুনিক ভাষায় লেখা যাবে।

সাত, ১৩৯৬ হিজরীর ১লা রবিউস সানি থেকে পাঞ্জালিপি এহণ করা হবে এবং পাঞ্জালিপি এহণের শেষ তারিখ হবে ১৩৯৭ হিজরীর ১লা মহররম।

আট, পাঞ্জালিপি মক্কার রাবেতা আলমে ইসলামী সচিবালয়ে মুখ বন্ধ খামে করে পাঠাতে হবে। রাবেতা সেই পাঞ্জালিপিতে একটি ক্রমিক নাম্বার লিখে রাখবে।

নয়, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি পাঞ্জুলিপি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর এই ঘোষণার ফলে জ্ঞানপিপাসু রসূলপ্রেমিক লেখকদের মনে আগ্রহের অতিশয় লক্ষ্য করা যায়। বহসংখ্যক লেখক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীও আরবী, ইংরেজী, উর্দু অন্যান্য ভাষায় পাঞ্জুলিপি গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান ছিল।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা বিভিন্ন ভাষায় পাঞ্জুলিপি পাঠাতে শুরু করেন। আরবী, উর্দু, ইংরেজী, ফরাসী এবং হিন্দু ভাষায় পাঞ্জুলিপি জমা পড়ে।

সংগৃহীত পাঞ্জুলিপি পরীক্ষার জন্য রাবেতায়ে আলমে ইসলামী বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। পুরক্ষার প্রাণ্ডের বিবরণ নিম্নরূপ।

(১) প্রথম পুরক্ষার, শেখ ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, ভারত, ৫০ হাজার সউদী রিয়াল।

(২) দ্বিতীয় পুরক্ষার, ডষ্টর মাজেদ আলী খান, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লী, ভারত, ৪০ হাজার রিয়াল।

(৩) তৃতীয় পুরক্ষার, ডষ্টর নাসির আহমদ নাসের পাকিস্তান, ৩০ হাজার রিয়াল।

(৪) চতুর্থ পুরক্ষার, ওস্তাদ হামেদ মাহমুদ মোহাম্মদ মনসুর লেমুদ মিসর, ২০ হাজার রিয়াল।

(৫) পঞ্চম পুরক্ষার ওস্তাদ আবদুস সালাম হাশেম হাফেজ, মদীনা মোনাওয়ারা, সউদী আরব, ১০ হাজার রিয়াল।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ১৩৯৮ হিজরীতে করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে। সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় এ খবর পাঠানো হয়।

পুরক্ষার বিতরণের জন্য রাবেতা ১৩৯৯ হিজরীর ১২ ই রবিউস সানি সকালে মকায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মকার গর্ভর্ণ আমীর ফাওয়ায় ইবনে আবদুল আজিজের সেক্রেটারী আমীর সউদ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পুরক্ষার বিতরণ করেন।

পুরক্ষার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় যে, পুরক্ষারপ্রাপ্ত পাঞ্জুলিপি সমূহ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভাষায় ছেপে বিতরণ করা হবে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী শেখ ছফিউর রহমান মোবারকপুরীর আরবী পাঞ্জুলিপি প্রথমে প্রকাশ করে পাঠকদের কাছে পেশ করা হয়েছে। তিনি প্রথম পুরক্ষার পেয়েছিলেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পুরক্ষারপ্রাপ্ত পাঞ্জুলিপি ও প্রকাশ করা হবে।

আগ্নাহ রক্তবুল আলামীনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের আমলসমূহ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিবেদন করার তওফিক দেন এবং নেক আমল তিনি যেন কবুল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের উত্তম অভিভাবক উত্তম সাহায্যকারী।

শায়খ মোহাম্মদ আলী আল হারাকান

সেক্রেটারী জেনারেল

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী

মক্কা মোকারারামা।

নিজের পরিচয়

রাবেতা আয়োজিত প্রতিযোগিতার শর্তাবলীর মধ্যে প্রতিযোগীদের পরিচিতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে বলা হয়েছিল। এ কারণে নীচে আমার সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি তুলে ধরছি।

ছফিউর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ আকবর ইবনে মোহাম্মদ আলী ইবনে আবদুল মোমেন ইবনে যাকিব উল্লাহ মোবারকপুরী আয়োজী। জন্ম তারিখ সার্টিফিকেটে ৬ই জুন ১৯৪৩ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখে গেছে যে, প্রকৃত জন্ম তারিখ ১৯৪২ সালের মার্চামাবি। জন্মস্থান আয়মগড় জেলায় হোসাইনাবাদের মোবারকপুরে।

কোরআন পাঠ করেছিলাম ১৯৪৮ সালে। মোবারকপুরেই ৬ বছর পড়াশোনা করি। আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করি। এরপর দু'বছর মোবারকপুর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের মউনাথ ভজনে লেখাপড়া শিখেছি। ১৯৫৬ সালে ভর্তি হই ফয়েয়ে আম মদ্রাসায়। সেখানে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ সাহিত্য ফেকাহ, উচ্চুলে ফেকাহ তাফসীর হাদীস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি।

১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে আমাকে শিক্ষা সমাপনী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। 'ফিলিত ফিশ শরীয়ত ফিলিত ফিল উলুম' বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা করা এবং ফতোয়া প্রদানের ছাড়পত্র দেয়া হয়।

সকল পরীক্ষায় আমি ভালো ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হই। এলাহাবাদ বোর্ডের পরীক্ষায়ও আমি অংশ নিয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মৌলবী এবং ১৯৬০ সালে আলেম পরীক্ষা দিয়েছিলাম। উভয় পরীক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। দীর্ঘকাল পর ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে শিক্ষকতার সাথে সম্পর্কিত ফাযেল আদব পরীক্ষায় এবং ফাযেল দীনিয়াত পরীক্ষায় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে অংশগ্রহণ করি। উভয় পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগ পেয়েছিলাম।

১৯৬১ সালে ফয়েয়ে আম মদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে এলাহাবাদে পরে নাগপুরে শিক্ষকতা করি। ১৯৬৩ সালে ফয়েয়ে আম মদ্রাসার অধ্যক্ষ আমাকে ডেকে পাঠান। সেখানে দু'বছর শিক্ষকতা করি। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমাকে সেখান থেকে বিদায় নিতে হয়। পরের বছর আয়মগড়ের জামেয়াতুর রাসাদে এবং ১৯৬৬ সালে মহিলা মদ্রাসা দারুল হাদীসে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করি। সেখানে কাটিয়েছি তিন বছর। সেখানে ভাইস প্রিসিপাল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছি। এরপরে ইন্ফল দিয়ে মদ্রাসা ফয়েলু উলুমে শিক্ষকতা শুরু করি। এ মদ্রাসা মউনাথ ভজন থেকে ৭শ' কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষকতা ছাড়াও মদ্রাসার প্রশাসনিক কাজের সাথে নিয়োজিত ছিলাম। দূর দূরাতে তাবলীগে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক ছিলাম। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে জন্মস্থান মোবারকপুরে দারত তালিম মদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করি। ১৯৭৪ সালে বেনারসের জামেয়া সালাফিয়ার শিক্ষকতা শুরু করি এবং এখনো এ প্রতিষ্ঠানে দ্বিনী শিক্ষা দান কাজে নিয়োজিত রয়েছি।

আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নীচে উল্লেখ করছি,

এক) তায়কেরায়ে শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (আরবী) ১৯৭২ সাল। এ গ্রন্থের চারটি সংক্ষরণ প্রকাশিত হয়েছে। দুই) তারিখে আলে সউদ (উর্দু) ১৯৭২, এ গ্রন্থের দু'টি সংক্ষরণ প্রকাশিত হয়েছে। তিন) ইতহাফুল কেরাম তালিকু বুলুগিল মারাম লে ইঃ হাজার আসকালানী (আরবী) ১৯৭৪। চার) কাদিয়ানিয়াত আপনে আয়নে মে (উর্দু) ১৯৭৬। পাঁচ) ফেতনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মওলানা ছানাউল্লাহ অম্বতসরী (উর্দু) ১৯৭৬। ছয়) আর রাহীকুল মাখতুম, (আরবী)। সাত) ইনকারে হাদীস হক ইয়া বাতেল (উর্দু) ১৯৭৭। আট) রজমে হক ও বাতেল, (উর্দু) ১৯৭৮। নয়) আবরাজুল হক ওয়াস সওয়াব ফি মাসআলাতে ছহফুর আল হেজাৰ (আরবী) ১৯৭৮। দশ) তাতাউরুস শুবু আদ দীনিয়াত ফিল হিন্দ ওয়া মাজলুত দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফিহা (আরবী) ১৯৭৯। এগারো) আল ফেরকাতুন নাজিয়া আল ফেরাকুল ইসলামিয়াতুল উখরা (আরবী) ১৯৮৮। বারো) ইসলাম আওর আদমে তাশাহদ (উর্দু) ১৯৮৪, ইংরেজী ও হিন্দীতেও প্রকাশিত হয়েছে। তেরো) আহলে তাছাউরফ ফি কারছতানিয়া (উর্দু) ১৯৮৬। চৌদ্দ) আল আহ্যাবুচ সিয়াসিয়া ফিল ইসলাম (আরবী) ১৯৮৬। বেনারসের মাসিক 'মোহাদ্দেস' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করছি।

লেখকের ভূমিকা

১৩৯৬ হিজরী সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলনে রাবেতা আলামে ইসলামী সীরাত বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা আহবান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল লেখকদের মধ্যে চিন্তা চেতনার এক্য এবং তাদের সাধনার সুবিন্যস্তকরণ। আমার মতে এটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কেননা গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সীরাতুন্নবী এবং ওসওয়ায়ে মোহাম্মদীই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে মুসলিম জাহানের জীবন এবং মানব সমাজের সৌভাগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হাজার হাজার দরুণ ও সালাম।

এ মোবারক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ ছিল আমার জন্য এক বিরাট সৌভাগ্য। কিন্তু সাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখেরিনের সুমহান জীবনের প্রতি আলোকপাত করার মতো শক্তি কি আমার ছিল? প্রকৃতপক্ষে আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবের পুণ্যের কিছু অংশ লাভ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেন? কারণ, আমি চেয়েছিলাম যে, অঙ্ককারে পথ খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে নবী (স.) একজন উচ্চত হিসাবে তাঁর উজ্জল সুন্দর রাজপথের পথিক হয়ে জীবন যাপন করতে। এরপর একদিন সে পথের পথিক হয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো। পরলোকের জীবনে আল্লাহর রসূলের শাফায়াতের বরকতে আল্লাহ পাক আমার গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন।

এ গ্রন্থের রচনাশৈলী সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। গ্রন্থ রচনার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এটি অস্থাভাবিক দীর্ঘও করব না যাতে পাঠকের দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটে, আবার খুব সংক্ষিপ্তও করব না বরং মাঝামাঝি সাইজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। কিন্তু সীরাতুন্নবীর ওপর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে দেখা গেল যে কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সবদিক সামনে রেখে পর্যালোচনা করে যা নির্বুল মনে হবে সেটাই উল্লেখ করব। বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ, তথ্য দলিলের উল্লেখ থেকে বিরত থাকব। যদি সব উল্লেখ করি তবে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। সেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দেবে যে, আমার পর্যালোচনামূলক বক্তব্য যথেষ্ট নয়, পাঠক বিস্মিত হবেন বা যেসব ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্য আমার বিবেচনায় সঠিক নয় সেসব ক্ষেত্রে শুধু যুক্তিপ্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত দেব। কার্যত তাই করেছি।

হে আল্লাহ পাক, তুমি আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নির্ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, করণাময়। তুমি আরশে আয়িমের মালিক, তুমি সুমহান তুমি সর্বশক্তিমান।

ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

২৪ শে জুন, ১৩৯৬ হিজরী

২৩ শে জুলাই, ১৯৭৬ সাল

অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পর্কে

আল হামদুল্লাহ,

এক সুনীর প্রচেষ্টার ফলে আমরা মহানবীর বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত জীবনী গ্রন্থ ‘আর রাহীকুল মাখতূম’ বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম।

□ ‘আর রাহীকুল মাখতূম’ কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালার ব্যবহৃত একটি বাক্যাংশ, যার অর্থ ছিপি আঁটা উত্তম পানীয়। সূরা ‘আল মোতাফফেফীন’-এ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেক বান্দাহদের পুরস্কার হিসেবে জান্মাতে এই পানীয় সরবরাহের ওয়াদা করেছেন। প্রিয়জনদের জন্যে এই পানীয় শুধু ছিপি আঁটা বোতলেই তিনি ভরে রাখেননি—পাত্রজাত করার সময় এতে কস্তুরীর সুগন্ধিও তিনি মেখে রেখেছেন।

□ কোরআনে বর্ণিত ‘আর রাহীকুল মাখতূম’ মোমেনদের জন্যে সত্যিই এক শ্রেষ্ঠ পাওনা, যাদের জন্যে এই মহা আয়োজন তাদের সর্দারের জীবনী গ্রন্থ ‘আর রাহীকুল মাখতূম’ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ভিন্ন স্বাদের সীরাত গ্রন্থ। এমন একটি গ্রন্থ রচনা করে সীরাতের মহান পভিত আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী একটি অসামান্য কাজ সম্পাদন করেছেন সন্দেহ নেই, মূলত এর মাধ্যমে তিনি যদীনের ‘রাহীক’-এর সাথে আসমানের ‘রাহীক’-এর এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়ে গেলেন।

□ ‘আর রাহীকুল মাখতূম’ বইটির বিশ্বব্যাপী আবেদন ও অস্থাভাবিক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমি আমার নিজের থেকে আর কিছুই বলতে চাই না, মূল বইয়ের শুরুতে লেখকের মূল্যবান গ্রন্থ পরিচিতি, রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর মতো বিশ্ব মুসলিমের একটি আন্তর্জাতিক সংস্কার দু’ দু’জন মহাসচিবের প্রতিবেদনের পর এ বিষয়ে আসলেই আর কিছু বলার থাকে না। মূল পুস্তকের গভীরে যাওয়ার আগে একবার এই পটভূমিকার কথাগুলো পড়ে নিলে সহজেই আপনি একথাটা বুঝতে পারবেন যে, বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২০০ শত পুস্তকের মধ্যে এই বইটিকে কেন এই বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, কোন্ সে বৈশিষ্ট যে কারণে বইটি যুগের ‘সেরা সীরাত গ্রন্থের’ মর্যাদা পেয়েছে। সারা দুনিয়ার নবী প্রেমিকরা মনে হয় এমন একটি সীরাত গ্রন্থের জন্যে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলো—যাকে এই বিষয়ের ওপর রচিত অতীতের সব কয়টির নির্ভরযোগ্য উপাদানের সমন্বয়ে তৈরী করা হবে, অপর কথায় যা হবে সীরাত সংক্রান্ত বিশাল পাঠাগারের একটি নির্যাস। সেদিক থেকে বিচার করলে আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরীর এই ‘মোবারক’ উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় দাবীদার। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর বইটিকে প্রথম পুরস্কার প্রদান করার মাধ্যমে এ প্রশংসনীয় সীরুতি মিলেছে।

□ বিদ্যমান গবেষক মূল বইটি রচনা করেছেন আরবী ভাষায়, জানা কথাই সীরাতের ওপর রচিত হাজার হাজার বইয়ের বিশাল মৌলিক উপাদানগুলোও রয়েছে এই আরবীতে। মূল আরবী গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় যথন এর অনুবাদ বেরিয়েছে তাতে যোগ্য অনুবাদকরা মূল গ্রন্থের ভাষা ও ভাবধারার মান বজায় রাখার যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা আমি যথার্থই অনুভব করতে পারি, বিশেষ করে এই বইতে ব্যবহৃত সাহাবীদের নাম, তাদের গোত্র কবিলার নাম, নবী আগমনের আগে পরে আরবের সমাজ রাষ্ট্র, যুদ্ধ কলহ ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের সাথে জড়িত অসংখ্য ব্যক্তি ও স্থানের নামগুলোকে নিজ নিজ ভাষায় লিখতে গিয়ে তারা কি সমস্যায় পড়েছেন, তাও আমি কিঞ্চিত অনুভব করি। এই

হাজার হাজার নামের যথোর্থ উচ্চারণ সত্ত্বেই একটা দুর্কহ ব্যাপার বলে আমার কাছে মনে হয়েছে, তদুপুরি আরবী বর্গমালায় বাংলা উচ্চারণ নিয়ে আমাদের আলেম ওলামা ও ভাষাবিদ গবেষকদের মাঝেও নানা এখতেলাফ রয়েছে, একজন যে বানানকে শুন্দ বলেন আরেকজন তাকে সম্পূর্ণ অশুন্দ বলে উড়িয়ে দেন। এক্ষেত্রে 'সহজ' পদ্ধতি হিসেবে যে নামের যে উচ্চারণকে আমার কাছে মূল শব্দের কাছাকাছি মনে হয়েছে আমি তাকেই ব্যবহার করেছি। যথা সম্ভব গোটা বইতে নাম ও জায়গার ব্যাপারে একটা অভিন্ন পদ্ধতি আমি ফলো করার চেষ্টা করেছি। তারপরও একথা বলবো না যে, আমি সব ঠিক করে লিখতে পেরেছি। আল্লাহ তায়ালা আমার ভুল ক্রটি ক্ষমা করুন।

□ 'আর রাহীকুল মাখতূম' বইটিতে যে অসংখ্য গ্রন্থের নাম ও তার পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া আছে সে ব্যাপারেও মনে হয় একটা কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। যেসব পৃষ্ঠার নম্বর এখানে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আরবী ও উর্দু গ্রন্থের পৃষ্ঠা। এর ভেতরে এমন অনেক বইর তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন যা এখনো বাংলায় অনুদিত হয়নি, যেগুলোর অনুবাদ হয়েছে সেখানেও এই পৃষ্ঠার নম্বর দিয়ে মূল তথ্যের কোনো সঙ্কান্প পাওয়া যাবে না। যেমন মূল লেখক তার বই-এর বহু জায়গায় সাইয়েদ কুতুব শহীদের বিখ্যাত তাফসীর 'ফৌ যিলালিল কোরআন'-এর উকুত্তি দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে তিনি যে খন্দ ও পৃষ্ঠা নম্বর দিয়েছেন তা শুধু আরবী সংক্রণের বেলায় প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় তাফসীর 'ফৌ যিলালিল কোরআন'-এর যে অনুবাদ বেরিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই তার খন্দ ও পৃষ্ঠার কোনোটাই এর সাথে মিলবে না। এ সমস্যা জেনেও একান্ত আমানতদারির খাতিরে আমরা মূল লেখকের দেয়া কোনো 'তথ্য সূত্র' পরিবর্তন করিনি।

□ আপনারা জানেন, বিশ্ববাজারে এ অমূল্য সীরাতগ্রন্থটির আরবী সংক্রণগুলো প্রথম প্রকাশ করেছেন রাবেতায়ে আলামে ইসলামী স্বয়ং নিজে, রাবেতার তদারকিতেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বইটি প্রকাশ করেন, পরে অবশ্য নানা প্রতিষ্ঠান নানা ভাষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি প্রকাশের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ ভাষাভাষী মানুষের সাথে এই মহান পুস্তকটির পরিচয় করানোই ছিলো এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে মহামানবের জীবনী গ্রন্থ আজ আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তিনি ছিলেন এমন এক কাফেলার সর্দার যারা নিজ নিজ জাতিকে বলেছেন, 'ওয়া মা আসআল্কুম আলাইহে মিন আজরিন ইন আজরিয়া ইল্লা আ লা'রাখিল আলামীন' আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্যে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পরিশ্রমিক তো আমার মালিকের কাছেই রয়েছে।

সর্বশেষে 'আল কোরআন একাডেমী লভন' বাংলাদেশ কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই, তারা বইটির পরিবেশনার দায়িত্ব না নিলে আমি লভনে বসে শুধু ব্যপ্তি দেখে যেতাম, বইটি বহুদিনেও হয়তো আলোর মুখ দেখতো না। বিশেষ করে শামীম ভাইয়ের সহযোগিতার কথা ভোলার নয়। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে এই বিশাল পাত্তুলিপিটি এতো দ্রুত লেখা সম্ভব হতো না। এর সাথে আরো যারা বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে স্ব-স্ব জায়গায় পুরস্কৃত করুন। আমীন।

আমার প্রিয়নবীর নামে অসংখ্য দরজ অসংখ্য সালাম।

খাদিজা আখতার রেজায়ী

রবিউল আওয়াল, ১৪১৯ হিজরী, জুলাই ১৯৯৮

লভন

পরিবেশকের নিবেদন

● ১৯৯৯ সালে সীরাতুন্বীর মাস ছিলো ইংরেজী জুন-জুলাই। সে হিসেবে আমরা চিন্তা করেছিলাম, নবীর সৃতি বিজড়িত মাসেই আমরা প্রিয় নবীর এ যুগ শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ পরিবেশন করবো। এই মহান গ্রন্থের যিনি অনুবাদক ও প্রকাশক তার এই ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের আলোকে আমরা একাজের জন্যে আমাদের সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে রেখেছিলাম, কিন্তু একটা বিশাল বইকে হস্তাক্ষর থেকে পাঠকের হাতে পৌছানো পর্যন্ত আরো যতোগুলো পর্যায় অতিক্রম করতে হয় তার সব কয়টির ওপর আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আমরা সীরাতুন্বীর মাস তথা রবিউল আওয়ালের ভেতর বইটি পরিবেশন করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মূদ্রণ শিল্পের সব কয়টি ঘাট পেরিয়ে বইটি যখন আলোর মুখ দেখলো তখন নবীর দুনিয়ায় আগমনের মাসটি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সভ্যত এ গুনাহগার বান্দাহদের নিয়তের প্রতি তাকিয়ে তাদের নিরাশ করেননি—তাই অনন্য সাধারণ এই গ্রন্থটি তার প্রথম পরিবেশনার সুনির্দিষ্ট টার্গেট হিসেবে প্রিয় নবীর আবির্ভাবের সময়টি ‘মিস’ করলেও অল্প কয়েক দিনের ব্যাবধানেই তিনি আমাদের তার মদীনায় পদার্পণের সৃতিময় সুযোগটি এনে দিলেন।

● একই বছরের ২৪শে সেপ্টেম্বর, প্রিয় নবীর ইয়াসরাব তথা মদীনায় পদার্পণের দিন। ১৪২০টি বছরের সিড়ি পার হয়ে এই বরকতপূর্ণ দিনে আমরা তারই একনিষ্ঠ প্রেমীর ভালোবাসার সিদ্ধন এই অনুবাদ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংক্রণ পরিবেশন করেছিলাম। এই মোবারক গ্রন্থটির যখন আমরা তৃতীয় সংক্রণ প্রকাশ করেছি তখন আমাদের সামনে ইয়াওমুল আরাফার মুহূর্তটি উপস্থিত ছিলো। এই আরাফার উপকর্ত্তে দাঁড়িয়ে এই দিনেই তিনি তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ জাঁ-বায় সাহাবীর সামনে সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ তথা মানবাধিকারের মহাসনদটি পেশ করেছিলেন, যার ওপর বলতে গেলে আজ গোটা মানব জাতির সভ্যতা সংক্রিতির বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে।

● আজ আবার যখন আমরা এর সংশোধিত অষ্টম সংক্রণ ছাপতে শুরু করেছি তখন কোরআন নায়িলের মাস রমযানুল মোবারক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। আল্লাহ তায়ালা এই পৰিব্রত মাসে কোরআনের বাহকের এই অমূল্য জীবনী গ্রন্থটিকে কুরু করুন!

● ‘আর রাহীকুল মাখতুম’ যেমন বিশ্বসভায় যুগের সব রেকর্ড ভংগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ সীরাত গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে, তেমনি এই বইটির বাংলা অনুবাদও আমাদের দেশের সাহিত্য জগতের সব রেকর্ড ভংগ করে আপন মহিমায় মহিমাবিত হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ দিনের মাধ্যায় আমরা বইটির দ্বিতীয় সংক্রণ প্রকাশ করেছি, আল হামদু লিল্লাহ তিনি বছর শেষ হবার আগেই বইটির অষ্টম সংক্রণের প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বিষয়টি সাম্প্রতিক কালে শুধু ইসলামী সাহিত্যেই নয় গোটা বাংলা ভাষার ইতিহাসে নিসদেহে এক দুর্লভ সম্মান। এই দুর্লভ সম্মানের পুরোটাই আসলে নবী (সঃ)-এর প্রাপ্য—কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের এতে কৃতিত্ব নেই। এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পরিবেশক কারোই এই কৃতিত্বে বিন্দুমাত্র পাওনা আছে বলে আমরা মনে করি না। এই গ্রন্থটির অভুতপূর্ব জনপ্রিয়তার সবচূকু তারিফ শুধু তার জন্যে—যিনি স্বয়ং নিজে তার ফেরেস্তাদের নিয়ে নবীর নামে সালাম পাঠান।

● তিনি বছর আগে বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর দেশের বেশ কয়টি শৈর্ষস্থানীয় দৈনিকের সাহিত্য পাতায় কয়েকজন বিদক্ষ সুধী চিন্তাবিদ যেভাবে এর উচ্চসিত

প্রশংসা সম্বলিত পর্যালোচনা করেছেন তাতেই আমরা এই মহান গ্রন্থটির প্রতি মানুষের ভালোবাসা টের পেয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমাদের শুভানুধূয়ায়ীরা বইটির একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানের কথাও বলেছিলেন, তাই আমরা আধীর আগ্রহে এর অনুবাদক প্রকাশক মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ীর ঢাকায় আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহ তায়ালার শোকর, সে বছর ১৪ সেপ্টেম্বর পবিত্র ওমরা হজ্জ পালনের পথে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে তিনি ঢাকায় এলে সে মাসের ১৮ তারিখে আমরা জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বইটির এক শান্দার প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করি।

● প্রিয় নবীর শানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যের মনীয়ী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আলী আহসান তার লিখিত প্রবন্ধে বলেন, খাদিজা অনুবাদে মাত্তাধার দীপ্তি অহংকর ও অংগীকার দুটোই রয়েছে, খাদিজা অস্বাধারণ নৈপুণ্যের সাথে এবং অনুপম বাক্য বিন্যাসে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন, তার অনুবাদটি যেন অনুবাদ নয়—এ এক নতুন সৃষ্টি। তার এ বিরল সাফল্যের উল্লেখ করে তিনি এই মহান গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করেন। দেশের সর্বজন শুক্রবৰ্ষ আলেম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক ‘আর রাহীকুল মাখতূম’-এর বাংলা অনুবাদকে সীরাত সাহিত্যে অনুবাদকের একটি বড়ো ধরনের কৃতিত্ব বলে উল্লেখ করেন এবং এই অনুবাদ যেন আমাদের জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করে সে জন্যে আল্লাহর রহমত কামনা করেন। আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ জেড এম শামসুল আলম এই দুর্লভ কাজের জন্যে এই প্রবাসী লেখকের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে যে, মাত্র এক মাসে তার এ বিশাল অনুবাদ গ্রন্থের যতো পরিমাণ পর্যালোচনা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে দেশের অন্য কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি।

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বিশিষ্ট সাংবাদিক দৈনিক দিনকাল সম্পাদক আখতার-উল-আলম কালের এই সেরা সীরাত গ্রন্থটির অনুবাদের ভূমসী প্রশংসা করতে গিয়ে অনুবাদ শিল্পকে কাশমিরী শালের উল্টো পিঠের সাথে তুলনা করে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘আর রাহীকুল মাখতূম’ বইটিতে কাশমিরী শালের আসল পিঠ নকল পিঠ যেন চিহ্নিতই করা যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করেন। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা রুহুল আয়মীন খান এ কালজয়ী গ্রন্থের অনুবাদ কাজটি সঠিক হাতে সম্পাদিত হয়েছে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন, তার মতে মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী পাঠকদের একথা ভুলিয়ে দিয়েছেন যে, বইটি আসলেই একটি অনুবাদ গ্রন্থ। বিশিষ্ট নাট্যকার আরিফুল হক বইটিকে আল্লাহর রসূলের জীবনের একটি পূর্ণাংশ পর্যায়ক্রমিক ও ঐতিহাসিক ধারা বলে অভিহিত করেন। তিনি অনুবাদকের অনুবাদ কর্মে সৃজনের সাথে অনুসৃজনেরও যে দক্ষতা রয়েছে সেকথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকার মাওলানা আকরাম ঝাঁর ‘মোস্তফা চরিত’, কবি গোলাম মোস্তফার ‘বিশ্বনবী’ ও অনুদিত ‘সীরাতুল্লবী’ সহ আরো শত শত সীরাত গ্রন্থের পাশাপাশি ‘আর রাহীকুল মাখতূম’কে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সীরাত গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইন্ডেফাকের সাহিত্য সম্পাদক কবি আল মুজাহিদী উপমহাদেশের কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের হাতে এমনি একটি বিরল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ তুলে দেয়ার জন্য অনুবাদক ও পরিবেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এর ব্যাপক প্রসার কামনা করেন। এছাড়াও বইটির ওপর লিখিত প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সাহসী লেখিকা ও কথাশিল্পী মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ীর সাম্প্রতিক অনুবাদ গ্রন্থটিকে একটি নতুন নির্মাণ বলে অভিহিত করেন, পরিশেষে বিশিষ্ট লেখিকা ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য হাফেজা আসমা

খাতুন এই গ্রন্থটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বইটিকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক প্রধান ও ইসলামী ব্যাংক লি. এর চেয়ারম্যান সচিব শাহ আবদুল হান্নান বাংলা ভাষায় বিশ্ব জোড়া খ্যাতির অধিকারী এই মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ উপহার দেয়ার জন্যে অনুবাদক ও প্রকাশকের শোকরিয়া আদায় করেন। তিনি এর পরিবেশক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘আল কোরআন একাডেমী লন্ডন’ বাংলাদেশ কার্যালয়কেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গ্রন্থটির অনুবাদক প্রকাশক মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আগত সুধীমঙ্গলীর উদ্দেশ্যে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি এই গ্রন্থের সারিক সাফল্যের জন্যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই শোকর আদায় করেন। যেসব বিদ্যু সুধী বইটির ওপর পত্র-পত্রিকায় মূল্যবান পর্যালোচনা লিখেছেন, যারা এই মোবারক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে সফল করেছেন—তিনি তাদের সবার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। তার লিখিত বক্তব্য ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

আমাদের এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ মেহমান হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসিসেরে কোরআন হ্যারত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবেরও উপস্থিত হওয়ার কথা ছিলো। তিনি লন্ডনে অবস্থান কালে মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ীর কাছে নিজেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে তার আন্তরিক আগ্রহের কথা ব্যাক্ত করেছিলেন। বিশেষ কারণে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করেছেন। তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে আমাদের প্রকাশিত তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’ ও ‘তাফসীরে ওসমানী’-কে যেভাবে তিনি পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে পরিচিত করেছেন, সেজন্যেও আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্যে দোয়া করি। হাশরের কঠিন প্রাত্নে যখন আদম সন্তানরা এক ফোটা পানির জন্যে হাহাকার করতে থাকবে তখন মহান আল্লাহ তায়ালা ‘আর রাহীকুল মাখতূম ও খেতামুহ মেসকুন’ তথা ছিপি আঁটা বোতলের কস্তুরির সুগন্ধি যুক্ত পানীয় দ্বারা তাকে পরিতৃপ্ত করুন!

আমরা সত্যিই আনন্দিত যে, যখন আমরা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবেশন করছিলাম তখন অনুবাদক প্রকাশক স্বয়ং ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তাই তার স্বত তত্ত্বাবধানে গোটা বইটিকে আমরা বলতে গেলে নতুন করে সাজিয়ে দিতে পেরেছি। এবারও আমরা তার মূল্যবান তাফসীরকে সামনে রেখেই বইটির অষ্টম সংস্করণ পেশ করছি। এখানে সেখানে যা কিছু ভুল-ভাস্তি ছিলো, যথাসম্ভব আমরা তাও পরিষেবক করে দিতে পেরেছি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মোহতারামার ইচ্ছা অনুযায়ী বেশী থেকে বেশী মানুষকে প্রিয় নবীর এ মূল্যবান জীবনীগ্রন্থের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে আমরা বইটির দাম প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছি।

আসমান যমীনের সর্বত্র যার প্রশংসা সেই প্রিয় মানুষের নামে আমাদের লক্ষ সালাম।

‘আল কোরআন একাডেমী লন্ডন’
বাংলাদেশ সেন্টার

ମେ ହୃଦୟେ ଆମରା ବଇଟିକେ ମାଜିମେଛି

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଥମିତ୍ର ଶୋବହେ ସାଦେକେର ପ୍ରତୀକ୍ଷାୟ

ଆରବେର ଭୌଗୋଲିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଅବସ୍ଥାନ	୩୩
ଆରବ ଜାତିମୁହଁ	୩୪
ଆରବେର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥା	୪୦
ଇଯେମେନେର ବାଦଶାହୀ	୪୦
ଶିରିଆର ବାଦଶାହୀ	୪୨
ହେଜାୟେର ନେତୃତ୍ୱ	୪୩
ଆରବେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶେର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥା	୪୯
ରାଜନୈତିକ ପରିହିତି	୫୧
ଆରବେର ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱାସ ଓ ଧର୍ମୀୟ ମତବାଦ	୫୫
ଦ୍ଵିନେ ଇବରାହିମୀତେ କୋରାଯଶଦେର ବିବାଦ	୫୮
ସାଧାରଣ ଧର୍ମୀୟ ଅବସ୍ଥା	୫୯
ଜାହେଲୀ ସମାଜେର କିଛୁ ଖତ ଚିତ୍ର	୫୯
ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା	୬୧
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା	୬୧
ଚାରିତ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା	୬୧
କୋନ ବଂଶେ ସେଇ ସୋନାର ମାନୁଷ : ଆଲ ଆମୀନ ଥେକେ ଆର ରାସୁଳ	
ନବୀ ପରିବାରେର ପରିଚୟ	୬୫
ସମୟମ କୁପେର ଘନନ କାଜ	୬୭
ହତୀ ଯୁଦ୍ଧେର ଘଟନା	୬୮
ଆଶ୍ରାହର ରସ୍ତ୍ରେର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନେର ଚଟ୍ଟିଶ ବହର	୭୧
ତାଁ ଜନ୍ମ ମୋବାରକ ଓ ବନି ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ	୭୧
ସିନା ଚାକେର ଘଟନା	୭୩
ମାୟେର ମେହ ଓ ଦାଦାର ଆଦରେ ଏବଂ ଚାଚାର ମେହବାଦିସଲ୍ୟ	୭୪
ଆଶ୍ରାହର ରହମତେର ସନ୍ଧାନେ	୭୪
ପଦ୍ମି ବୁହାଇରା ଓ ଫୁଜାରେର ଯୁଦ୍ଧ	୭୫
ହେଲ୍‌ମୁଲ ଫୁମୁଲ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ଯାପନ	୭୬
ବିବି ଖାଦିଜାର ସାଥେ ବିଯେ	୭୭
କାବାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ହାଜରେ ଆସଓଯାଦେର ବିରୋଧ ମୀମାଂସା	୭୮
ନୃଯୁତେର ଆଗେର ଜୀବନ	୭୯
ନିଜ ଘରେ ତିନି ପରଦେଶୀ : ଯୁଲୁମ ନିପିଡ଼ନେର ତେରୋ ବହର	
ଦାଓଯାତ୍ରେର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାନ	୮୩
ରେସାଲାତେର ଛାଯାଯ ହେରାଣ୍ହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ	୮୩
ଓହି ନିଯେ ଜିବରାଙ୍ଗିଲେର ଆଗମନ	୮୩
ଓହି ନାଯିଲେର ସମୟେ ତାଁ ବସ	୮୪
ସାମ୍ରାଜ୍ୟକାବେ ଓହିର ଆଗମନ ହୁଗିତ	୮୬
ଓହି ନିଯେ ପୁନରାୟ ଜିବରାଙ୍ଗିଲେର ଆଗମନ	୮୭
ଓହିର ବିଭିନ୍ନ ରକମ	୮୭
ତାବଲୀଗେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	୮୮
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟୋଗ	୯୦
ଗୋପନୀୟ ଦାଓଯାତ୍ରେ ତିନ ବହର	୯୦
ଇସଲାମେର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟର କିଛୁ ସୈନିକ	୯୦
ନାମାୟେର ଆଦେଶ	୯୧
କୋରାଯଶଦେର ସଂବାଦ ପ୍ରଦାନ	୯୨

বিত্তীয় পর্যায় ৪ প্রকাশ্য তাবলীগ	৯৩
দাওয়াতের প্রথম নির্দেশ	৯৩
নিকটাঞ্চীয়দের মধ্যে তাবলীগ	৯৩
সাফা পাহাড়ের ওপর তাবলীগ	৯৪
দাওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা	৯৫
আবু তালেবে সমাপ্তে কোরায়েশ প্রতিনিধি দল	৯৬
হাজীদের বাধা দেয়ার জন্য জরুরী বৈঠক	৯৭
সাম্পর্কিত প্রতিরোধ ও প্রতিরোধের প্রথম	৯৮
প্রতিরোধের দ্বিতীয় ধরন ও তৃতীয় ধরন	৯৯
প্রতিরোধের চতুর্থ ধরন	১০০
ফুলুম নির্যাতন	১০১
দারে আরকাম	১০৯
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত	১১০
আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত	১১২
আবিসিনিয়ায় কোরায়শদের ষড়যজ্ঞ	১১২
আবু তালেবের প্রতি ছয়কি	১১৫
আবু তালেবের কাছে পুনরায় কোরায়েশ প্রতিনিধি দল	১১৬
আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার হীন প্রস্তাৱ	১১৬
হ্যরত হাময়ার ইসলাম গ্রহণ	১১৯
হ্যরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ	১২০
বনু হাশেম ও বনু মোতালেবের সাথে আবু তালেবের বৈঠক	১২৭
সর্বাঞ্চক বয়কট	১২৭
শা'বে আবু তালেবে তিন বছর	১২৮
দলিল ছিল করার ঘটনা	১২৯
আবু তালেব সকাশে কোরায়েশদের শেষ প্রতিনিধি দল	১৩১
দুঃখ বেদনার বছর	১৩৩
আবু তালেবের ইস্তেকাল	১৩৩
হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর ইস্তেকাল	১৩৪
দুঃখ, দুঃখিতা ও মনোবেদনা	১৩৪
হ্যরত সাওদার সাথে বিয়ে	১৩৫
প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা	১৩৬
ঈমানের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় নেতৃত্ব	১৩৬
দায়িত্ব সচেতনা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস	১৩৯
কঠিন থেকে কঠিনতর সে অবস্থা	১৩৯
কঠোর ধৈর্য	১৪০
তৃতীয় পর্যায় ৪ মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত	১৪৩
তায়েকে আল্লাহর রসূল	১৪৩
বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির কাছে ইসলামের দাওয়াত	১৪৭
মক্কার বাইরে ইসলামের আলো	১৪৮
মদীনার ছয়জন পুণ্যশীল মানুষ	১৫২
হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিয়ে ও মেরাজের ঘটনা	১৫৪
প্রথম বাইয়াতে আকাবা	১৫৮
মদীনায় রসূলের দৃত ও তাঁর কিছু ঈর্ষণীয় সাফল্য	১৫৯
দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা	১৬১
পরিস্থিতির নাজুকতার ব্যাখ্যা ও বাইয়াতের দফাসমূহ	১৬২
বাইয়াতেবিপদজ্ঞনক অবস্থার বিবরণ	১৬৩

বাইয়াতের পূর্ণতা	১৬৪
বারোজন নকীব ও তাদের নাম	১৬৫
শয়তান কর্তৃক চুক্তির তথ্য ফাঁস	১৬৫
মদিনার নেতাদের সাথে কোরায়েশদের কথা কাটাকাটি	১৬৬
বাইয়াতকারীদের ধাওয়া	১৬৬
হিজরতকারী মুসলমানদের শংকিত প্রতিনিধি দল	১৬৭
দারুন নোদওয়ায় কোরায়েশদের বৈঠক	১৬৯
আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার নীল-নকশা	১৭১
আল্লাহর রসূলের হিজরত	১৭২
আল্লাহর রসূলের বাসভবন ঘেরাও	১৭৩
আল্লাহর রসূলের গৃহত্যাগ	১৭৩
ঘর থেকে গারে ছুরে	১৭৪
ছুর পর্বতের গুহায়	১৭৫
কোরায়েশদের অভিযান	১৭৬
মদিনার পথে	১৭৭
পথের কয়েকটি ঘটনা	১৭৮
কোবায় অবস্থান	১৮১
রসূলুল্লাহর মদিনায় প্রবেশ	১৮৩
ইয়াসরাবের দশ বছর ৪ ফকিরের বেশে বাদশাহ	
মাদানী জীবনের বিভিন্ন ভাগ	১৮৭
হিজরতের সময় মদীনার সারিক অবস্থা	১৮৭
মদীনার প্রধান তিনটি ইহুদী গোত্র	১৯০
প্রথম পর্যায় ৪ নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ন	১৯৩
মসজিদে নবীর নির্মাণ	১৯৩
মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন	১৯৪
ইসলামের প্রতি সহযোগিতার অঙ্গীকার	১৯৬
সমাজ ব্যবস্থার নয়া কাঠামো	১৯৭
ইহুদীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন	২০০
সশ্রান্ত সংঘাত	২০১
মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরায়েশদের ষড়যন্ত্র	২০১
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে পত্র বিনিময়	২০১
মুসলমানদের জন্য মসজিদে হারাম বক্ষ ঘোষণা	২০২
মোহাজেরদের প্রতি কোরায়েশদের হৃষকি	২০২
যুদ্ধের অনুমতি	২০৩
ছারিয়া ও গোয়ওয়াহ এবং ছারিয়া সিফুল বাহার	২০৪
ছারিয়া খারারাও ও গোয়ওয়াহ আবওয়া এবং গোয়ওয়ায়ে বুয়াত	২০৫
গোয়ওয়া সফওয়ান ও গোয়ওয়া যিল উশাইরা	২০৬
ছারিয়া নাখলাহ	২০৭
বদরের যুদ্ধ	২১১
ইসলামের প্রথম সিদ্ধান্তকর সামরিক অভিযান	২১১
ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা ও দায়িত্বাত্মা	২১১
বদর অভিযুক্তে অগ্রযাত্রা	২১২
মকায় বিপজ্জনক অবস্থার খবর প্রেরণ	২১২
যুদ্ধের জন্যে মকাবাসীদের প্রস্তুতি	২১২
শক্ত বাহিনীর সংখ্যা ও অগ্রযাত্রা	২১৩

বাণিজ্য কাফেলার অন্তর্ধান	২১৩
শক্র বাহিনীর অনৈক্য ও মতবিরোধ এবং মুসলিম বাহিনীর নাযুক পরিষ্ঠিতি	২১৪
মজলিসে শুরার বৈঠক	২১৫
গোপনে সংবাদ সংগ্রহের উদ্যোগ	২১৬
মঙ্কার বাহিনী সম্পর্কে শুরুত্ব পূর্ণ তথ্য	২১৭
রহমতের বৃষ্টিপাত ও মুসলমানদের অগ্রাভিযান	২১৭
নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল ও যুদ্ধের জন্যে সেনাবিন্যাস	২১৮
শক্রদের পারম্পরিক মতবিরোধ	২১৯
উভয় বাহিনী একে অপরের মুখ্যমুখ্য	২২১
যুদ্ধের প্রথম ইঙ্কন ও সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু	২২২
বদর প্রান্তরে নবী (স.)-এর দোয়া	২২৩
ফেরেশতাদের অবতরণ	২২৩
জবাবী হামলা	২২৪
রণক্ষেত্র ইবলিসের পলায়ন ও কাফেরদের পরাজয়	২২৫
আরু জেহেলের হত্যাকাণ্ড	২২৬
দ্বিমানের কিছু বিশ্যাকর নির্দর্শন	২২৮
উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা	২৩০
মঙ্কায় পরাজয়ের খবর	২৩১
মদীনায় বিজয়ের সুসংবাদ	২৩৩
গনিমত (যুদ্ধলক্ষ সম্পদ) প্রসঙ্গ	২৩৩
মদীনার পথে মুসলিম বাহিনী	২৩৪
অভ্যর্থনাকারী প্রতিনিধিদল ও যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ	২৩৫
পরিত্র কোরআনের পর্যালোচনা	২৩৭
আরো ঘটনা	২৩৮
বদর যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক তৎপরতা	২৩৯
বনু সালিমের সাথে যুদ্ধ	২৪০
রসূল (স.)-কে হত্যার ঘড়্যন্ত	২৪০
বনু কাইনুকার যুদ্ধ ও ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা	২৪২
বনু কাইনুকার অঙ্গীকার ভঙ্গ	২৪৪
অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও বহিকার	২৪৫
ছাতিকের যুদ্ধ	২৪৬
যি-আমরের যুদ্ধ	২৪৭
কা'ব ইবনে আশরাফের পরিণাম	২৪৮
বাহরানের যুদ্ধ ও ছারিয়া যায়েদ ইবনে হারেছা	২৫১
ওহদের যুদ্ধ	২৫৩
প্রতিশোধের জন্যে কোরায়শদের প্রস্তুতি	২৫৩
মদীনা অভিযুক্তে অমুসলিমদের যাত্রা	২৫৪
পরিষ্ঠিতি মোকাবেলায় জরুরী ব্যবস্থা	২৫৪
মদীনার সন্নিকটে কাফেরদের উপস্থিতি ও মজলিসে শুরার বৈঠক	২৫৫
ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধ যাত্রা	২৫৬
সেন্যদল পরিদর্শন	২৫৭
ওহদ ও মদীনার মাঝামাঝি স্থানে রাত্রিযাপন	২৫৮
মোনাফেকদের বিশ্বাসঘাতকতা	২৫৮
ওহদের পাদদেশে ও প্রতিরোধ পরিকল্পনা	২৫৯

দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহর বাণী	২৬০
মক্কা থেকে আগত সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ	২৬১
কোরায়েশদের রাজনৈতিক চালবাজি	২৬২
অমুসলিম নারীদের ত্রুটিকা	২৬২
যুদ্ধের প্রথম ইকন	২৬৩
সাধারণ যুদ্ধ শুরু ও কাফেরদের বিপর্যয়	২৬৩
শেরে খোদা হয়রত হাম্যা (রা.)-এর শাহাদাত	২৬৫
মুসলমানদের সাফল্য	২৬৬
বাসর শয্যা থেকে জেহাদের ময়দানে	২৬৬
তীরন্দাজদের কৃতিত্ব ও মোশারেকদের পরাজয়	২৬৭
তীরন্দাজদের আঘাতী ভুল	২৬৭
শক্রদের নিয়ন্ত্রণে মুসলিম সেনাদল	২৬৮
আল্লাহর রসূলের কঠোর সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপ	২৬৮
মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বজ্ঞলা	২৬৯
রসূলুল্লাহ (স.)-এর চারপাশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ	২৭১
নবীর পাশে সাহাবাদের সমবেত হওয়া	২৭৫
মুসলমানদের ওপর শক্রদের প্রচন্ড আঘাত	২৭৬
অভূতপূর্ব আঘাত্যাগ ও সাহসিকতা	২৭৬
নবীর শাহাদতের খবর ও প্রতিক্রিয়া	২৭৮
মুসলমানদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ	২৭৮
উবাই ইবনে খালফের হত্যাকাণ্ড	২৭৯
হয়রত তালহার আন্তরিকতা ও শক্রদের সর্বশেষ হামলা	২৮০
শহীদদের অঙ্গছেদন	২৮১
সর্বশেষ যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের উদ্যোগ	২৮১
ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করার পর	২৮২
আবু সুফিয়ানের দণ্ড	২৮৩
আরেকটি বদরের সংকল্প ও শক্রদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ	২৮৪
শহীদ এবং গাজীদের দেখাওনা	২৮৪
আল্লাহর দরবারে রসূল (স.)-এর দোয়া	২৮৭
মদীনায় প্রত্যাবর্তন	২৮৮
মদীনায় আল্লাহর রসূল ও মদীনায় জরুরী অবস্থা	২৮৯
হামরাউল আসাদের যুদ্ধ	২৮৯
ওহদের যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্পর্কিত পর্যালোচনা	২৯২
এ যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআনের মূল্যায়ন	২৯৩
এই যুদ্ধে আল্লাহর সন্নিহিত হেকমত	২৯৪
ওহদের পরবর্তী সামরিক অভিযান ও ছারিয়া'য়ে আবু সালমা	২৯৫
বা'জীর দুর্ঘটনা ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের অভিযান	২৯৬
বীরে মাউন্ট মর্স্টন ঘটনা	২৯৮
বনু নাযিরের যুদ্ধ	৩০০
নজদের যুদ্ধ	৩০৩
বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ	৩০৫
দওমাতুল জন্দলের যুদ্ধ	৩০৬
খন্দকের যুদ্ধ	৩০৮
বনু কোরায়েবার যুদ্ধ	৩১৮
খন্দক ও কোরায়েবার যুদ্ধের পরে সামরিক অভিযান	৩২৫

সালাম ইবনে আবুল হাকিকের হত্যাকাণ্ড	৩২৫
ছারিয়া মোহাম্মদ ইবনে মোসলামা	৩২৭
গোয়ওয়ায়ে বনু লেহইয়ান	৩২৮
ছারিয়া গামর ও ছারিয়া যুল কেস্সা (১)	৩২৮
ছারিয়া যুল কেস্সা (২)	৩২৯
ছারিয়া জামুম ও ছারিয়া গাইছ	৩২৯
ছারিয়া তরফ ও ছারিয়া ওয়াদিউল কোরা	৩৩০
ছারিয়া খাবাত	৩৩০
গোয়ওয়া বনি মোস্তালেক	৩৩১
বনি মোস্তালেকের যুদ্ধের আগে মোনাফেকদের ভূমিকা	৩৩৩
বনু মোস্তালেকের গোয়ওয়া ও মোনাফেকদের কর্মকাণ্ড	৩৩৬
নিকৃষ্টতম ব্যক্তির বহিকারের কথা	৩৩৬
ইফ্কের ঘটনা	৩৩৮
মোরিসিস্ট যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক অভিযান	৩৪২
ছারিয়া দিয়ারে বনি কেলাব ও ছারিয়া দিয়ারে বনি সা'দ	৩৪২
ছারিয়া ওয়াদিল কোরা	৩৪২
ছ্যারিয়া উরনাইয়াইন	৩৪৩
হোদায়বিয়ার সঙ্কি	৩৪৫
ওমরাহর প্রস্তুতি	৩৪৫
মুসলমানদের রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা	৩৪৫
বাযতুল্লাহ থেকে মুসলমানদের ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা	৩৪৬
রক্তাক্ত সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা	৩৪৬
বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার আগমন	৩৪৭
কোরায়শদের দ্রুত প্রেরণ	৩৪৮
হ্যরত ওসমান (রা.)-এর মকায় গমন	৩৪৯
হ্যরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের গুজব ও বাইয়াতে রেজোয়ান	৩৫০
গ্র্যাহিসিক সন্ধির শর্তসমূহ	৩৫০
আবু জান্দালের প্রত্যাবর্তন	৩৫১
ওমরাহ শৈব মনে করে কোরবানী করা এবং চুল কাটা	৩৫২
মোহাজের মহিলাদের ফেরত দিতে কাফেরদের অবীকৃতি	৩৫৩
সন্ধির শর্তাবলীর মোদাকথা	৩৫৩
হ্যরত ওমর (রা.)-এর সংশয়	৩৫৫
দুর্বল মুসলমানদের সমস্যার সমাধান	৩৫৬
কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ	৩৫৭
বাদশাহ এবং আমীরদের নামে চিঠি	৩৫৯
হাবশার বাদশাহ নাজারীর নামে	৩৫৯
মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের নামে	৩৬২
পারস্য স্মার্ট খসর পারভেজের নামে	৩৬৩
রোমক স্মার্ট কায়সারের নামে	৩৬৫
মুনয়ের ইবনে ছাদির নামে	৩৬৮
ইয়ামামার শাসনকর্তার নামে	৩৬৯
দামেশকের শাসনকর্তা গাসমানির নামে	৩৭০
আম্বানের বাদশাহর নামে	৩৭০

হোদায়রিয়ার সন্ধির পর অন্যান্য সামরিক তৎপরতা	৩৭৪
গোয়ওয়ায়ে যী কারাদ	৩৭৪
খয়বর এবং ওয়াদিউল কোরার যুদ্ধ	৩৭৫
খয়বরের পথে যাত্রা ও ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা	৩৭৬
ইহুদীদের জন্যে মোনাফেকদের তৎপরতা	৩৭৭
পথের অবস্থার বিবরণ	৩৭৭
পথের কতিপয় ঘটনা	৩৭৮
খয়বরের উপকচ্ছে ইসলামী বাহিনী	৩৭৯
যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং খয়বরের দুর্গ	৩৮০
সংযাতের সূচনা এবং নায়েম দুর্গ বিজয়	৩৮১
সায়ার ইবনে মোয়ায় দুর্গ জয়	৩৮২
যোবায়ের দুর্গ জয়, উবাই দুর্গ জয় ও নেয়ার দুর্গ জয়	৩৮৩
খয়বরের দ্বিতীয় ভাগ জয় ও সন্ধির আলোচনা	৩৮৪
বিশ্বাসযাতকতা ও তার শান্তি	৩৮৫
গৌমতের সম্পদ বট্টন	৩৮৫
কতিপয় সাহাবার আগমন	৩৮৬
হযরত সফিয়ার সাথে বিয়ে	৩৮৭
বিষ মিশ্রিত গোশতের ঘটনা	৩৮৭
খয়বরের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবা	৩৮৮
ফেদেক ও ওয়াদিউল কোরা	৩৮৮
তায়মা ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৩৮৯
ছারিয়া আবান ইবনে সাইদ	৩৯০
যাতুর রেকা অভিযান	৩৯১
সঙ্গম হিজরীর কয়েকটি ছারিয়া	৩৯৩
ছারিয়া কোদাইদ ও ছারিয়া হাছমি	৩৯৪
ছারিয়া তোরবা ও ফেদেক অঞ্চলে ছারিয়া	৩৯৪
ছারিয়া মাইফাতা	৩৯৪
ছারিয়া খ্যাবর ও ছারিয়া ইয়ামান অজাবান	৩৯৫
ছারিয়া গাবা ও কাজা ওমরাহ পালন	৩৯৫
আরো কয়েকটি ছারিয়া	৩৯৮
ছারিয়া আবুল আওজা ও ছারিয়া গালেব ইবনে আবদুল্লাহ	৩৯৮
ছারিয়া যাতে আতলাহ ও ছারিয়া যাতে এরক	৩৯৮
মুতাব যুদ্ধ	৩৯৯
যুদ্ধের কারণ ও সেনানায়কদের প্রতি আল্লাহর রসূল (স.)-এর নির্দেশ	৩৯৯
ইসলামী বাহিনীর রওয়ানা	৪০০
মুসলিম বাহিনী সক্ষট ও মজলিসে শূরার বৈঠক	৪০০
মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা ও সেনানায়কের শাহাদাত	৪০১
আল্লাহর তলোয়ার	৪০২
যুদ্ধের সমাপ্তি ও হতাহতের সংখ্যা	৪০৩
মুতাব যুদ্ধের প্রভাব	৪০৪
ছ্যারিয়া যাতে ছালাছেন	৪০৪
ছ্যারিয়া খাজারাহ	৪০৫

মহাবিজয়ের ছার প্রাণ্তে : আজ কোনো প্রতিশোধ নয়

মক্কা বিজয়	৮০৯
অভিযানের কারণ	৮০৯
সর্কি নবায়নের চেষ্টা	৮১০
মক্কা অভিযুক্তে মুসলিম বাহিনী	৮১৪
মাররঞ্জ যাহরানে মুসলিম সেনাদল	৮১৫
আল্লাহর রসূলের সমীপে আবু সুফিয়ান	৮১৫
মক্কা অভিযুক্তে ইসলামী বাহিনী	৮১৭
কোরায়শদের দোরগোড়ায়	৮১৮
যি তুবায় ও ইসলামী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ	৮১৯
বায়তুল্লায় প্রবেশ এবং মৃত্যু অপসারণ	৮২০
কাবাঘরে নামায আদায় এবং কোরায়শদের উদ্দেশ্যে ভাষণ	৮২০
আজ কোন অভিযোগ নেই	৮২১
কাবাঘরের চাবি ও কাবার ছাদে বেলালের আধান	৮২১
বিজয় বা শোকরানার নামায	৮২২
চিহ্নিত কয়েকজন শক্র	৮২২
মক্কা বিজয়ের পরদিন রসূল (স.)-এর ভাষণ	৮২৪
আনসারদের সংশয়	৮২৪
বাইয়াত	৮২৫
মক্কায় নবী (স.)-এর অবস্থান	৮২৬
সেনাদল এবং প্রতিনিধি প্রেরণ	৮২৬
তৃতীয় পর্যায় : হোনায়েনের যুদ্ধ	৮২৯
হোনায়েনের যুদ্ধ	৮২৯
শক্রদের রওয়ানা এবং আওতাস-এ উপস্থিতি	৮২৯
শক্রদের সৈন্য সমাবেশ ও শক্রদের গুপ্তচর	৮৩০
মক্কা থেকে হোনায়েনের পথে যাত্রা	৮৩০
মুসলমানদের আকস্মিক হামলা	৮৩১
শক্রদের পরাজয় ও গমন পথে ধাওয়া	৮৩৩
গনীমত ও তায়েফের যুদ্ধ	৮৩৩
যেরানায় গনীমতের মালবন্টন	৮৩৫
আনসারদের মানসিক অবস্থা	৮৩৬
হাওয়ায়েন প্রতিনিধিদলের আগমন	৮৩৭
ওমরাহ এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৮৩৯
মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ছারিয়াসমূহ	৮৩৯
যাকাতের জন্যে তহশিলদার প্রেরণ	৮৩৯
এ সময়কার কয়েকটি ছারিয়া	৮৪০
ছারিয়া উয়াইনা ইবনে হাসান ফাজারি	৮৪০
ছারিয়া কৃতবাহ ইবনে আমের	৮৪১
ছারিয়া যাহহাক ইবনে সুফিয়ান বেলাবী	৮৪১
ছারিয়া আলকামা ইবনে মুজবের মাদলায়ি	৮৪১
ছারিয়া আলী ইবনে আবু তালেব	৮৪২
ত্বুকের যুদ্ধ	৮৪৪
যুদ্ধের কারণ এবং রোম ও গাসসানের প্রস্তুতির সাধারণ খবর	৮৪৪

রোম ও গাসসানের প্রস্তুতির বিশেষ খবর	৮৮৬
পরিষ্ঠিতির নাযুকতা ও তৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত	৮৮৬
রোমকদের সাথে যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা	৮৮৭
যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে মুসলমানদের প্রচেষ্টা	৮৮৭
তবুকের পথে মুসলিম সেনাদল	৮৮৮
তবুকে ইসলামী বাহিনী	৮৮৯
মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৮৫০
বিরোধীদের বিবরণ	৮৫১
এ যুদ্ধের প্রভাব ও এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত	৮৫৩
এই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা	৮৫৩
হযরত আবু বকরের (রা.) নেতৃত্বে হজ্জ পালন	৮৫৪
যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	৮৫৫
দলে দলে মানুষের আল্লাহর ধীনে প্রবেশ	৮৫৮
প্রতিনিধি দলের আগমন	৮৫৯
রসূলের দাওয়াতের বিরাট সফলতা	৮৭১
বিদায় হজ্জ	৮৭৪
সর্বশেষ সামরিক অভিযান	৮৭৯
বিদায় হে আমার বক্তুঃ অন্তিম যাত্রার পথে মহানবী	
বিদায় ইয়া রসূলুল্লাহ (স.)	৮৮৩
অসুখের শুরু ও জীবনের শেষ সপ্তাহ	৮৮৪
মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে	৮৮৮
মৃত্যুর চার দিন আগে	৮৮৬
মৃত্যুর দু'দিন আগে	৮৮৭
মৃত্যুর আর মাত্র একদিন আগে	৮৮৭
মহা জীবনের শেষ দিন	৮৮৮
মৃত্যুকালীন অবস্থা	৮৮৯
চার দিকে শোকের ছায়া	৮৯০
হযরত ওমর ও হযরত আবু বকরের প্রতিক্রিয়া	৮৯০
দাফনের প্রস্তুতি	৮৯১
নবী পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৮৯৩
হযরত খাদিজা (রা.) ও হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.)	৮৯৩
হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)	৮৯৩
হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা.)	৮৯৪
হযরত যয়নব বিনতে খোয়ায়মা (রা.)	৮৯৪
উল্লে সালমা হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (রা.)	৮৯৪
যয়নব বিনতে জাহাশ ইবনে রিয়াব (রা.)	৮৯৪
যুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রা.)	৮৯৪
উল্লে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)	৮৯৪
হযরত সাফিয়া বিনতে হয়াই (রা.)	৮৯৫
হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.)	৮৯৫
তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য	৫০০
প্রিয় নবীর দৈহিক গঠনপ্রকৃতি	৫০৮
চারিত্রিক বৈশিষ্ট	
সহায়ক প্রস্তুসমূহঃ যে ফুল দিয়ে গেথেছি মালা	

হেওমাদের শালিক, এই বহুন্নর ঘন্থ্য তাদের নিজেদের মাঝ
 অকেষ্টুমি অঘন একজন রঞ্জুল পাঠান্ত, যে
 তাদের তোমার আয়তঙ্গমুহ পড়ে শোনাবে,
 তাদের তোমার কেতুব স্ত তার জ্ঞান
 কিঞ্চা দেবে, তাদের পরিশুন্দ করবে
 (এই দেব্য তুমি করুল করো,
 কেনন্য) তুমি শক্তিশালী স্ত
 সর্বজ্ঞনে বিজ্ঞ
 (সূর্য বাকারা ১২৯)



—————— অধোর ঘেরা এই পৃথিবী ——————
 সোবহে সাদেকের প্রতীক্ষায়

আরবের ভৌগোলিক পরিচয় এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান

সীরাতে নববী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শেষ পয়গস্থরের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির সামনে তা উপস্থাপন করেছিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অঙ্গকার থেকে বের করে আলোয় এবং বান্দাদের বন্দেগী থেকে বের করে আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর পয়গাম তথা পয়গামে রকানী অবর্তীণ হওয়ার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া সীরাতুন্নবীর পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই মূল বিষয়ের আলোচনা শুরুর আগে ইসলামপূর্ব আরবের বিভিন্ন সম্পদায় এবং তাদের জীবনযাপনের অবস্থা বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালের অবস্থা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

‘আরব’ শব্দের আভিধানিক অর্থ সাহারা, বিশুষ্ট প্রান্তর বা অনুর্বর যমীন। তবে প্রাচীনকাল থেকে এ শব্দটি জাফিরাতুল আরব এবং তার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর এবং সায়না উপদ্বীপ, পূর্বদিকে আরব উপসাগর, দক্ষিণে ইরাকের বিরাট অংশ এবং আরো দক্ষিণে আরব সাগর। এটি প্রকৃতপক্ষে ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ। উত্তরে সিরিয়া এবং উত্তর ইরাকের একাংশ। এর মধ্যে কিছু বিতর্কিত সীমানাও রয়েছে। মোট এলাকা দশ থেকে তেরো লাখ বর্গ মাইল।

দ্বিপসদ্বশ এই আরব দেশটি প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বহির্দিক থেকে এটি বহু প্রান্তর এবং মরুভূমিতে ঘেরা। এ কারণেই এ অঞ্চলটি এমন সংরক্ষিত। অন্যরা এ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব সহজে বিস্তার করতে পারে না। তাই লক্ষ্য করা গেছে যে, জাফিরাতুল আরবের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই নিজেদের সকল কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথচ আরবের এসব অধিবাসী ছিলো তদানীন্তন বিশ্বের দুটি বৃহৎ শক্তির প্রতিবেশী। এই প্রাকৃতিক বাধা না থাকলে সেই দুটি শক্তির হামলা প্রতিহত করার সাধ্য আরবদের কোনদিনই হতো না।

বাইরের দিক থেকে জাফিরাতুল আরব ছিলো প্রাচীনকালের সকল মহাদেশের মাঝখানে। স্থলপথ এবং জলপথ উভয় দিক থেকেই বহির্বিশ্বের সাথে আরবের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো সহজ। জাফিরাতুল আরবের উত্তরে পশ্চিম অংশ হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশ বা তোরণদ্বার। উত্তর পূর্ব অংশে ইউরোপ জাতি। পূর্বদিকে ইরান, মধ্য এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের প্রবেশ পথ। এ পথে চীন এবং ভারত পর্যন্ত যাওয়া যায়। এমনিভাবে প্রতিটি মহাদেশই আরব দেশের সাথে সম্পৃক্ত। এসকল মহাদেশগামী জাহাজ আরবের বন্দরে সরাসরি নোঙ্র করে।

এ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জাফিরাতুল আরবের উত্তর ও পশ্চিম অংশ বিভিন্ন জাতির মিলনস্থল এবং ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় প্রান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিলো।

আরব জাতিসমূহ

ঐতিহাসিকরা আরব জাতিসমূহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

এক. আরব বারেবা

আরব বারেবা বলতে আরবের সেইসব প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায়ের কথা বোঝানো হয়েছে যারা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। এসব গোত্র ও সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য এখন আর জানা যায় না। যেমন আদ, সামুদ, তাছাম, জাদিছ আমালেকা প্রভৃতি জাতি।

দুই. আরব আবেরা

এ দ্বারা সেসব গোত্রের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা ছিলো ইয়ারুব ইবনে ইয়াশজুব ইবনে কাহতানের বংশধর। এদেরকে কাহতানি আরবও বলা হয়।

তিনি. আরবে মোস্তারেবা

এরা সেসব গোত্র, যারা হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর। এদেরকে আদনানী আরবও বলা হয়।

আরবে আরেবা অর্থাৎ কাহতানি আরবদের প্রকৃত বাসস্থান ছিলো ইয়েমেন। এখানেই এদের পরিবার ও গোত্রের বিভিন্ন শাখা প্রসার লাভ করে। এদের মধ্যে দু'টি গোত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। যথা:

(ক) হেমইয়ার: এদের বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে যাইদুল যমছুর কোজাআহ এবং যাকাসেক।

(খ) কাহতান: এদের বিখ্যাত বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে হামদান, আনমার, তাঙ, মাযহিজ, কেন্দাহ, লাখম, জুয়াম আযদ, আওস, খাজরায এবং জাফনার বংশধর। নিজস্ব এলাকা ছেড়ে এরা সিরিয়ার আশে পাশে বাদশাহী কায়েম করেছিলো। পরে এরা গাস্সান নামে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণ কাহতানি গোত্রসমূহ পরবর্তীকালে ইয়েমেন ছেড়ে দেয় এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এরা সেই সময় দেশত্যাগ করেছিলো, যখন রোমকরা মিসর ও সিরিয়া অধিকার করার পর ইয়েমেনবাসীদের জলপথের বাণিজ্যের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো এবং স্থলপথের বাণিজ্য ও নিজেদের অধিকারে এনেছিলো। এর ফলে কাহতানিদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

এমনও হতে পারে, কাহতানি এবং হেমইয়ারি গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়ায় কাহতানিরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলো। এরপ মনে করার এটাই কারণ যে, কাহতানি গোত্রসমূহ দেশত্যাগ করেছিলো, কিন্তু হেমইয়ারী গোত্রসমূহ তাদের জায়গায় আটল ছিলো।

যেসব কাহতানি গোত্র দেশ ত্যাগ করেছিলো, তাদের চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

এক) আযাদ : এরা তাদের সর্দার এমরান ইবনে আমর মুয়াইকিয়ার পরামর্শে দেশত্যাগ করে। প্রথমে এরা ইয়েমেনে এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এবং অবস্থা সম্পর্কে খৌজ খবর নেয়ার জন্যে বিভিন্ন দল পাঠাতে থাকে। এরপর উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বসতি স্থাপন করে। এদের বিস্তারিত বিরবণ নিম্নরূপ:

ছালাবা ইবনে আমর : এই ব্যক্তি প্রথমে হেজায অভিমুখে রওয়ানা হয়ে ছালাবা এবং জিকার এর মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তার সন্তানরা বড় হলে এবং খান্দান শক্তিশালী হলে তখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং মদীনাতেই বসবাস করেন। এই ছালাবার বংশ থেকেই আওস এবং খায়রাজের জন্ম। আওস এবং খায়রাজ ছিলো ছালাবার পুত্র হারেছার সন্তান।

হারেছ ইবনে আমর : তিনি ছিলেন খোজাআর সন্তান। এই বংশধারার লোকেরা হেজায ভূমির বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরার পর মাররায যাহরানে অবস্থান নিয়ে পরে মদীনায় হামলা করে। মক্কা থেকে বনি জুরহুম গোত্রের লোকদের বের করে দিয়ে নিজেরা মক্কায় বসতি গড়ে।

এমরান ইবনে আমর : এই ব্যক্তি এবং তার সন্তানরা আশ্মানে বসবাস করতে থাকেন। এ কারণে এদেরকে আয়দে আশ্মান বলা হয়ে থাকে।

নাসর ইবনে আয়দ : এই ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ষ গোত্রসমূহ তোহামায় অবস্থান করে। এদের আয়দে শানুয়াত বলা হয়ে থাকে।

জাফনা ইবনে আমর : এই ব্যক্তি সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানে সপরিবারে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন গাস্সানী বাদশাহদের প্রপিতামহ। সিরিয়ায় যাওয়ার আগে এরা হেজায়ে গাস্সান নামক একটি জলাশয়ের কাছে কিছুদিন অবস্থান করেন।

দুই) লাখম জুয়াম গোত্র, লাখমের বংশধরদের মধ্যে নসর ইবনে রবিয়া ছিলেন অন্যতম। তিনি হীরার শাসনকর্তাদের (যাদের বলা হতো আলে মোনয়ের) পূর্বপুরুষ ছিলেন।

(তিনি) বনু তাউ গোত্র, এই গোত্র বনু আয়দের দেশত্যাগের পর উত্তর দিকে রওয়ানা হয় এবং আজা ও সালমা নামে দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে বসবাস করতে শুরু করে। তাউ গোত্রের কারণে এই দু'টি পাহাড় বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

চার) কিন্দা গোত্র, এ গোত্রের লোকেরা প্রথমে বাহরাইনের বর্তমান আল আহমা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। কিছুকাল পর তারা হাদরামাউতে যায়। কিন্তু সেখানেও তারা টিকতে পারেনি। অবশেষে নাজদে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সে সরকারও স্থায়ী হয়নি। কিছুকালের মধ্যেই তাদের নাম নিশানাও মুছে যায়।

কাহতান ছাড়া হেমইয়ারের আর একটি গোত্র ছিলো, তার নাম ছিলো কাজাআ। এ গোত্রের নাম হেমিরি হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এরা ইয়েমেন থেকে চলে গিয়ে ইরাকের বাদিয়াতুস সামাওয়াতে বসবাস করতে থাকে।^১

আরবে মোসারেবা এদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন সাইয়েদেনা হ্যরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইরাকের উৎ শহরের অধিবাসী। এ শহর ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল কুফার কাছে অবস্থিত ছিলো। ফোরাত নদী খননের সময়ে পাওয়া নির্দশনসমূহ থেকে এ শহর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার এবং উৎ শহরের অধিবাসী ও তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও অনেক তথ্য এতে উদঘাটিত হয়েছে।

হ্যরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিনের তাবলীগের জন্যে দেশের ভেতর ও বাইরে ছুটোছুটি করেন। একবার তিনি মিসরে যান। হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী সারার কথা শোনার পর ফেরাউনের মনে মন্দ ইচ্ছা জাগে। অসৎ উদ্দেশ্যে সে হ্যরত সারাকে নিজের দরবারে ডেকে নেয়। তারপর তা চরিতার্থ করতে চায়। হ্যরত সারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। তার দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে। এতে সে বুঝতে পারে যে, হ্যরত সারা আল্লাহর খুবই প্রিয়পাত্রী এবং পুণ্যশীলা রমনী। হ্যরত সারার এ বৈশিষ্ট্যে মুঝ হয়ে ফেরাউন তার কন্যা হাজেরাকে^২ হ্যরত সারার হাতে তুলে দেন। হ্যরত সারা হ্যরত হাজেরাকে তাঁর স্বামী হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বিবাহ দেন।^৩

১. এ সকল গোত্র এবং তাদের দেশত্যাগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, তারিখুল ইমামিল ইসলামিয়া ১ম খন্দ, পৃঃ ১১-১৩ আল জাফিরাতুল আরব পৃঃ ২৩১-২৩৫। দেশ ত্যাগের ঘটনাবলীর ব্যাপারে সময় নির্ণয়ের মতভেদ রয়েছে। আমরা নানা দিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য তথ্য উল্লেখ করেছি।

২. হ্যরত হাজেরা দাসী ছিলেন বলে ভিন্ন গ্রহণ করে বলা হয়, আসলে তিনি ছিলেন ফেরাউনের কন্যা। রহমাতুল্লিল আলামিন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৩৭ দেখুন।

৩. ঐ হ্যরত খণ্ড, পৃঃ ৩৪, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য সহীহ বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮৪ দেখুন।

হয়রত ইবরাহীম (আ.) হয়রত সারা এবং হয়রত হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তিন ফিরে যান। এরপর আল্লাহ রববুল আলামীন হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে হয়রত হাজেরার গর্ভ থেকে একটি সন্তান দান করেন। উল্লেখ্য, হয়রত সারা ছিলেন নিঃসন্তান। ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাম রাখা হয় ইসমাইল। আস্তে আস্তে হয়রত সারা হয়রত হাজেরার প্রতি ঈর্ষাবিত হয়ে ওঠেন এবং নবজাত শিশুসহ হয়রত হাজেরাকে নির্বাসনে দিতে হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে বাধ্য করেন। পরিস্থিতি এমন হয়েছিলো যে, হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে একথা মানতে হয় এবং তিনি হয়রত হাজেরা এবং হয়রত ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে মকায় গমন করেন। বর্তমানে যেখানে কাবা ঘর রয়েছে, সেই ঘরের কাছে হয়রত ইবরাহীম (আ.) স্তু পুত্রকে রেখে আসেন। সে সময় কাবাঘর ছিলো না। একটি টিলার মতো কাবা ঘরের স্থানটি উঁচু ছিলো। প্লাবন এলে সেই টিলার দু'পাশ দিয়ে পানি চলে যেতো। সেখানে মসজিদুল হারামের উপরিভাগে— পাশেই যমযমের কাছে একটি বড় বৃক্ষ ছিলো। হয়রত ইবরাহীম (আ.) সেই গাছের পাশে স্তু হাজেরা এবং পুত্র ইসমাইলকে রেখে আসেন। সে সময় মকায় পানি এবং মানব বসতি কিছুই ছিলো না। একারণে হয়রত ইবরাহীম (আ.) একটি পাত্রে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পানি রেখে আসেন। এরপর তিনি ফিলিস্তিন ফিরে যান। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে খেজুর ও পানি শেষ হয়ে যায়। কঠিন দুঃসময় দেখা দেয়। সেই করুণ দুঃসময়ে আল্লাহর রহমতের বর্ণাধারা যমযমকুপে প্রকাশ লাভ করে এবং দীর্ঘদিন যাবত বহু মানুষের জীবন ধারণের উপকরণকুপে ব্যবহৃত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ মোটামুটি সবার জানা।^৪ কিছুকাল পরে ইয়েমেন থেকে একটি গোত্র মকায় আসে। ইতিহাসে এ গোত্র জুরহুমে সানি বা দ্বিতীয় জুরহুম নামে পরিচিত। এ গোত্র ইসমাইল (আ.)-এর মায়ের অনুমতি নিয়ে মকায় বসবাস শুরু করে। বলা হয়ে থাকে যে, এ গোত্র আগে মকায় আশেপাশের এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলো। উল্লেখ রয়েছে যে, এই গোত্রের লোকেরা হয়রত ইসমাইল (আ.)-এর আগমনের পরে এবং তাঁর যুবক হওয়ার আগে যমযমের জন্যে মকায় আসে। এ পথে তারা আগেও যাতায়াত করেছিলো।^৫

হয়রত ইবরাহীম (আ.) স্তু-পুত্রের দেখাশোনার জন্যে মাঝে মাঝে মকায় যেতেন। এভাবে কতোবার যাতায়াত করেছিলেন, সেটা জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে কমপক্ষে চারবার যাওয়া আসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক) পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে স্বপ্ন দেখান যে, তিনি তাঁর পুত্র হয়রত ইসমাইলকে যবাই করছেন। এ স্বপ্ন ছিলো আল্লাহর এক ধরনের নির্দেশ। পিতা পুত্র উভয়েই এ নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হন। উভয়ে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার পর পিতা তার পুত্রকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যবাই করতে উদ্যত হলেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইবরাহীম, তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছো। আমি পুণ্যশীলদেরকে এভাবে বিনিময় দিয়ে থাকি। নিশ্চিতই এটা ছিলো একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পুরুষার্থকৃপ হয়রত ইবরাহীম -(আ.)-কে কোরবানীর মহান গৌরব দান করেন।^৬

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যে, হয়রত ইসমাইল (আ.) হয়রত ইসহাক (আ.)-এর চেয়ে তেরো বছরের বড় ছিলেন। কোরআনের বর্ণনা রীতি থেকে বোঝা যায় যে, এ ঘটনা ঘটেছিলো হয়রত

৪. সহীহ বোখারী, কিতাবুল আরিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫,

৫. এই গ্রন্থ ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৫

ଇସହାକ (ଆ.)-ଏର ଜନ୍ମେର ଆଗେ । କେନନା ସମୟ ଘଟନା ବର୍ଣନା କରାର ପର ଏଥାନେ ହ୍ୟରତ ଇସହାକେର ଜନ୍ମେର ସୁସଂବାଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଁଛେ ।

ଏ ଘଟନା ଥେକେ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.)-ଏର ଯୁବକ ହ୍ୟାଯାର ଆଗେ ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) କମପକ୍ଷେ ଏକବାର ମକ୍କାଯ ସଫର କରେଛିଲେନ । ବାକି ତିନ ବାରେର ସଫରେର ବିବରଣ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେର ଏକଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣନାୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ।^୭

ଦୁଇ) ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.) ଯୁବକ ହେଲେନ । ଜୁରହାମ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର କାହେ ଆରବୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେନ । ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲେର ସାଥେ ତାଦେର ଏକ କନ୍ୟାକେ ବିବାହ ଦେନ । ଏ ସମୟେ ହ୍ୟରତ ହାଜେରା ଇନ୍ତେକାଳ କରେନ । ଏଦିକେ ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ତାଁ ଦ୍ଵୀ ପୁତ୍ରକେ ଦେଖିତେ ମକ୍କାଯ ଆସେନ । କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲେର ସାଥେ ଦେଖା ହୟନି । ପୁତ୍ରବଧୂର ସାଥେ ଦେଖା ହଲେ ତିନି ଅଭାବ ଅନଟେନେର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରେନ । ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ପୁତ୍ରବଧୂକେ ବଲେ ଏଲେନ ଯେ, ଇସମାଇଲ ଏଲେ ତାକେ ବଲବେ, ସେ ଯେନ ଘରେର ଚୌକାଠ ପାଲେ ଫେଲେ । ପିତାର ଏ ଉପଦେଶେର ତାଃପର୍ୟ ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ ବୁଝେ ଫେଲଲେନ । ତିନି ଦ୍ଵୀକେ ତାଲାକ ଦେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକଜନ ମହିଳାର ସାଥେ ବିବାହ ବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ । ତାଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦ୍ଵୀ ଛିଲେନ ଜୁରହାମ ଗୋତ୍ରେର ସରଦାର ମାଜାୟ ଇବନେ ଆମରେର କନ୍ୟା ।^୮

ତିନ) ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.)-ଏର ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଯେର ପର ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ପୁନରାୟ ମକ୍କାଯ ଆଗମନ କରେନ । କିନ୍ତୁ ଏବାରଓ ପୁତ୍ରେର ସାଥେ ତାର ଦେଖା ହୟନି । ପୁତ୍ରବଧୂର କାହେ ଘର ସଂସାରେର ଅବହ୍ଲାସିଙ୍ଗାସା କରାର ପର ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରଶଂସା କରେନ । ପୁତ୍ରବଧୂର ମୁଖେ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରଶଂସା ଶୋନାର ପର ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ଏବାରେ ପୁତ୍ରବଧୂକେ ବଲେନ ଯେ, ଇସମାଇଲ ଏଲେ ତାକେ ବଲବେ ସେ ଯେନ ତାର ଘରେର ଚୌକାଠ ଠିକ ରାଖେ । ଏରପର ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ଫିଲିଷିନ ଫିରେ ଯାନ ।

ଚାର) ଚତୁର୍ଥବାର ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ମକ୍କାଯ ଏସେ ଦେଖିତେ ପାନ, ତାଁ ପୁତ୍ର ଇସମାଇଲ (ଆ.) ଯମୟମେର କାହେ ବସେ ତୀର ତୈରି କରଛେନ । ପରମ୍ପରକେ ଦେଖା ମାତ୍ର ଉଭୟେ ଆବେଗେ ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରଲେନ । ଦୀର୍ଘକାଳ ପର କୋମଲ ହଦୟ ପିତା ଏବଂ ଅନୁଗତ ପୁତ୍ରେର ସାକ୍ଷାତ ହେଁଛିଲୋ । ଏହି ସମୟେଇ ପିତାପୁତ୍ର ମିଲିତଭାବେ କାବାଘର ନିର୍ମାଣ କରେନ । ମାତ୍ରି ଥୁଡେ ଦେଯାଲ ତୋଲେନ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ସମୟ ବିଶ୍ଵେର ମାନୁଷକେ ହଜୁ ପାଲନେର ଆହବାନ ଜାନାନ ।

ଆଲ୍ଲାହ ରାବୁଲ ଆଲାମୀନ ମାଜାୟ ଇବନେ ଆମରେର କନ୍ୟାର ଗର୍ଭେ ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.)-କେ ବାରୋଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦାନ କରେନ ।^୯ ତାଁଦେର ନାମ ଛିଲୋ (୧) ନାବେତ ବା ନିୟାବୁତ (୨) କାଯଦାର (୩) ଆଦବାଇଲ (୪) ମୋବଶାମ (୫) ମେଶମା (୬) ଦୁଉମା (୭) ମାଇଶା (୮) ହାଦଦ (୯) ତାଇମା (୧୦) ଇଯାତୁର (୧୧) ନାଫିସ ଓ (୧୨) କାଇଦମାନ ।

ଏଇ ବାରୋଜନ ପୁତ୍ରେର ମାଧ୍ୟମେ ବାରୋଟି ଗୋତ୍ର ତୈରି ହୁଏ । ଏଇ ବାରୋଜନ ମକ୍କାତେଇ ବସବାସ କରେନ । ଇଯେମେନ, ମିସର ଏବଂ ସିରିଯାଯ ବ୍ୟବସା କରେ ତାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରତୋ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଏସବେଳେ ଜୀବିରାତୁଳ ଆରବେର ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକା ଏବଂ ଆରବେର ବାଇରେ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଏଦେର ଅବହ୍ଲାସିଙ୍ଗାସା ମହାକାଳେର ଗଭିର ଅନ୍ଧକାରେ ହାରିଯେ ଗେଛେ । ଶୁଦ୍ଧ ନାବେତ ଏବଂ କାଇଦାର ବଂଶଧରଦେର ସମ୍ପର୍କେ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଜାନା ଯାଏ ।

ନାବେତିଦେର ସଂକ୍ରତି ହେଜାୟେର ଉତ୍ତରାଂଶେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ । ତାରା ଏକଟି ଶକ୍ତିଶାଲୀ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଏବଂ ଆଶେପାଶେର ଲୋକଦେର ଓପର ଆଧିପତ୍ୟ ବିଭାଗ କରେ । ବାତ୍ରା ଛିଲୋ ତାଦେର

୭. ସହିହ ବୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୪୭୫-୪୭୬

୮. କଲବେ ଜୀଯିରାତୁଳ ଆରବ, ପୃଃ ୨୩୦

୯. କଲବେ ଜୀଯିରାତୁଳ ଆରବ, ପୃଃ ୨୩୦

ରାଜଧାନୀ । ତାଦେର ମୋକାବେଲା କରାର ମତେ ଶକ୍ତି କାରୋ ଛିଲୋ ନା । ଏରପର ଆସେ ରୋମକଦେର ଯୁଗ । ରୋମକରା ନାବେତିଦେର ପରାଜିତ କରେ । ମଓଲାନା ସାଇରେଦ ସୋଲାଯମାନ ନଦ୍ଦୀ (ର.) ଦୀର୍ଘ ଗବେଷଣା ଓ ଆଲୋଚନାର ପର ପ୍ରମାଣ କରେଛେ ଯେ, ଗାସସାନ ବଂଶେର ଲୋକେରା ଏବଂ ଆନ୍ୟାରନି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସସ ଓ ଖ୍ୟାରାଜ କାହାତାନିରା ଆରବ ଛିଲେନ ନା । ବରଂ ଏ ଏଲାକାଯ ଇସମାଇଲେର ପୁତ୍ର ନାବେତେର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧର ବସବାସ କରତୋ । ୧୦

ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲେର ପୁତ୍ର କାଇଦାରେର ବଂଶେର ଲୋକେରା ମକ୍କାୟ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରତେ ଥାକେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଏଦେର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆଦନାନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାୟାଦ-ଏର ଯମାନା ଆସେ । ଆଦନାନୀ ଆରବଦେର ବଂଶଧାରା ସଠିକଭାବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଆଛେ ।

ଆଦନାନ ଛିଲେନ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ଉନିଶତମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ । କୋନ କୋନ ବର୍ଣନାଯ ରଯେଛେ ଯେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ତାଁର ବଂଶଧାରା ବର୍ଣନା କରାର ସମୟ ଆଦନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେ ଥେମେ ଯେତେନ । ତିନି ବଲତେନ, ବଂଶଧାରା ବିଶେଷଜ୍ଞରା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଶନ କରେ ଥାକେ । ୧୧ ତବେ ଏସବ ପୂର୍ବ-ପୁରୁଷଦେର ସବ ବଂଶଧାରାଓ ବର୍ଣନା କରା ସନ୍ତ୍ଵନ । ଅନେକେ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣନାକେ ଯଙ୍ଗଫ ବଲେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରେଛେ । ମତେ ଆଦନାନ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଇବରାହୀମ (ଆ.)-ଏର ମଧ୍ୟେ ଚଲିଶ ପୁରୁଷର ବ୍ୟବଧାନ ରଯେଛେ ।

ମୋଟକଥା ମାୟାଦ-ଏର ପୁତ୍ର ନାଥାର ଥେକେ କହେକଟି ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେଇ । ଏଦେର ସମ୍ପର୍କେ ବଲା ହୟ ଯେ, ଉତ୍ସାହିତ ମାୟାଦ ଏର ପୁତ୍ର ଛିଲୋ ମାତ୍ର ଏକଜନ, ତାର ନାମ ନାଥାର । ନାଥାର ଏର ପୁତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ଚାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ରର ବଂଶଧର ଥେକେ ଏକଟି କରେ ଗୋତ୍ର ଗଡ଼େ ଓଠେ । ସେଇ ଚାର ପୁତ୍ରର ନାମ ଛିଲୋ ଇଯାଦ, ଆନମାର, ରବିଯା ଏବଂ ମୋଦାର । ଶେଷୋକ୍ତ ଦୁ'ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିଯା ଓ ମୋଦାର ଗୋତ୍ରେର ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଭାଗ ଲାଭ କରେଛେ । ରବିଯା ଥେକେ ଆସାଦ ଇବନେ ରବିଯା, ଆନମାହ, ଆବଦୁଲ କାଯସ ଓ ଯାଯେଲ, ବକର, ତାଗଲାବ ଏବଂ ବନୁ ହାନିଫାସହ ବହୁ ଗୋତ୍ର ବିଭାଗ ଲାଭ କରେ ।

ମୋଦାର ଏର ବଂଶଧରରା ଦୁ'ଟି ବଡ଼ ଗୋତ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହୟେଛିଲୋ । (ଏକ) କାଯସ ଆଇନାମ ଇବନେ ମୋଦାର ଏବଂ (୨) ଇଲିଯାସ ଇବନେ ମୋଦାର ।

କାଯସ ଆଇନାମ ଥେକେ ବନୁ ସୁଲାଇମ ବନୁ ହାଓୟାଜେନ, ବନୁ ଗାତଫାନ, ଗାତଫାନ ଥେକେ ଆରାସ, ଜୁରିଯାନ, ଆଶଜା ଏବଂ ଗାନି ବିନ ଆସ୍ତୁର ଏର ଗୋତ୍ରସମୂହ ବିଭାଗ ଲାଭ କରେ ।

ଇଲିଯାସ ଇବନେ ମୋଦାର ଥେକେ ତାମିମ ଇବନେ ମାରାରା, ବୁଦାଇନ ଇବନେ ମାଦରେକା, ବନୁ ଆସାଦ ଇବନେ ଖୋଯାଯମା ଏବଂ କେନାନା ଇବନେ ଖୋଯାଯମାର ଗୋତ୍ରସମୂହ ବିଭାଗ ଲାଭ କରେ । କେନାନା ଥେକେ କୋରାଯଶ ଗୋତ୍ର ଅନ୍ତିତ୍ର ଲାଭ କରେ । ଏ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଛିଲୋ ଦେହେର ଇବନେ ମାଲେକ, ଇବନେ ନୟର ଓ ଇବନେ କେନାନାର ବଂଶଧର ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ କୋରାଯଶରାଓ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାଯ ବିଭକ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲୋ । କୋରାଯଶ ବଂଶେର ବିଖ୍ୟାତ ଶାଖାଗୁଲେ ହଲୋ: ଜମେହ, ଛାହମା, ଆଦୀ, ମାଖଜୁମ, ତାଇମ, କୋହରା । କୁସାଇ ଇବନେ କେଲାବେର ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଦୁଲ ଦାର, ଆସାଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓୟା ଏବଂ ଆବଦେ ମାନାଫ । ଏ ତିନଙ୍କିନ ଛିଲେନ କୁସାଇଯେର ପୁତ୍ର । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଆବଦେ ମାନାଫରେ ପୁତ୍ର ଛିଲୋ ଚାରଜନ । ସେଇ ଚାର ପୁତ୍ର ଥେକେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚାରଟି ଗୋତ୍ରେର ଉତ୍ସପତ୍ତି ହୟ । ଆବଦେ ଶାମସ, ନ୍ତଓଫେଲ, ମୋତାଲେବ ଏବଂ ହାଶେମ । ହାଶେମେର ବଂଶଧର ଥେକେ ଆଲାହ୍ବ ତାୟାଲା ଆଖ୍ୟାରୀ ନବୀ ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ବାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ମନୋନୀତ କରେନ । ୧୨

୧୦. ତାରିଖେ ଆରଦୁଲ କୋରାଯଶ ୨ୟ ଖତ; ପୃଃ ୭୭-୮୬

୧୧. ତିବରି, ଉତ୍ତାମ ଅଲ ମୁଲୁକ, ୨ୟ ଖତ, ପୃଃ ୧୯୧-୧୯୪ ଆଲ-ଆ'ଲାମ ପୃଃ ୫-୬

୧୨. ମୋହାଦେରାତେ ଖ୍ୟାରାମି ୧ୟ ଖତ, ପୃଃ ୧୪-୧୫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে ইসমাইল (আ.)-কে মনোনীত করেন। এরপর ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেনানাকে মনোনীত করেন। কেনানার বংশধরদের থেকে কোরায়শকে মনোনীত করেন। পরে কোরায়শ বংশধরদের মধ্য থেকে বনু হাশেমকে মনোনীত করেন এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।^{১৩}

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মাখলুক সৃষ্টি করার পর আমাকে সর্বোত্তম দলের মধ্যে সৃষ্টি করেন। এরপর সেই দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং আমাকে দুই দলের মধ্যে উৎকৃষ্ট দলের মধ্যে রাখেন। এরপর গোত্রসমূহ বাছাই করেন এবং আমাকে সবচেয়ে ভালো গোত্রের মধ্যে সৃষ্টি করেন। সবশেষে পরিবার বাছাই করেন এবং আমাকে সবচেয়ে ভালো পরিবারে সৃষ্টি করেন। কাজেই আমি গোত্রের দিক থেকে উৎকৃষ্ট গোত্রজাত এবং পরিবার বা খান্দানের দিক থেকেও সর্বোত্তম।^{১৪}

মোটকথা, আদনানের বংশ যখন বিস্তার লাভ করে, তখন তারা খাদ্য পানীয়ের সন্ধানে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আবদে কায়স গোত্র, বকর ইবনে ওয়ায়েলের কয়েকটি শাখা এবং বনু তামিমের পরিবারসমূহ বাহরাইন অভিযুক্তে রওয়ানা হয় এবং সেই এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। বনু হানিফা ইবনে স'ব ইবনে আলী ইবনে বকর ইয়ামামা গমন করে এবং ইয়ামামার কেন্দ্রস্থল হেজর নামক জায়গায় বসবাস শুরু করে।

বকর ইবনে ওয়ায়েলের অবশিষ্ট শাখাসমূহ ইয়ামামা থেকে বাহরাইন, কাজেমার উপকূল ইরাক উপদ্বিপের আশেপাশে, ইবলা এবং হিয়াত পর্যন্ত এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

বনু তাগলাব ফোরাত উপদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে তাদের কয়েকটি শাখা বনু বকরের সাথে বসবাস করতে থাকে।

বনু সালিম মদীনার কাছে বসতি গড়ে তোলে। ওয়াদিউল কোরা থেকে শুরু করে তারা খয়বর মদীনার পূর্বাঞ্চল হয়ে হাররায়ে বনু সোলাইমের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি পাহাড় পর্যন্ত ছিলো তাদের বসতি এলাকা।

বনু ছাকিফ গোত্র তায়েফে বসতি স্থাপন করে। বনু হাওয়াজেন মক্কার পূর্বদিকে আওতাস প্রান্তরের আশেপাশে বসতি গড়ে। তাদের বাসস্থান ছিলো মক্কা-বসরা রাজপথের দুই পাশে।

বনু আসাদ তাইমার পূর্বে এবং কুফার পশ্চিমে বসবাস করতে থাকে। এদের এবং তাইমার মধ্যে বনু তাঈ গোত্রের একটি পরিবার বসবাস করতো। এ পরিবারের লোকদের বলা হতো বোহতার। বনু আসাদের বাসস্থান এবং কুফার মধ্যেকার দূরত্ব ছিলো পাঁচ দিনের পথ।

বনু জুবিয়ান তাইমার কাছে হাওয়ান এলাকার আশেপাশে বসবাস করতো।

বনু কেনান পরিবার তোহামায় বসবাস করতে থাকে। এদের মধ্যে কোরায়শী পরিবারসমূহ মক্কা ও তার আশেপাশে বসবাস করতো। এরা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতো। পরবর্তীকালে কুসাই ইবনে কেলাব আবির্ভূত হন এবং তিনি কোরায়শদের এক্যবন্ধ করে মর্যাদা, গৌরব এবং শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেন।^{১৫}

১৩. সহীহ মুসলিম, ২য় খন্দ, পৃঃ ২৪৫, জামে তিরমিয়ি

১৪. তিরমিয়ি ২য় খন্দ, পৃঃ ২৩১

১৫. মোহাদ্দেরাতে খায়রামি, ১ম খন্দ পৃঃ ১৫-১৬

আরবের প্রশাসনিক অবস্থা

ইসলাম পূর্বকালের আরবের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে আরবের প্রশাসনিক অবস্থা, সর্দারী এবং ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। এতে ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবের অবস্থা সহজে বোঝা যাবে।

জায়িরাতুল আরবে যে সময় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো, সে সময় আরবে দু'ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিলো। প্রথমত মুকুটধারী বাদশাহ, এরাও আবার পরিপূর্ণ স্বাধীন ছিলো না। দ্বিতীয়ত ছিলো গোত্রীয় সর্দার ব্যবস্থা। এরা মুকুটধারী বাদশাহদের মতোই ক্ষমতা প্রয়োগ করতো এবং এরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলো। প্রকৃত বাদশাহ ছিলো ইয়েমেনের বাদশাহ, সিরিয়ার গাস্সান বংশের বাদশাহরা ও ইরাকের হীরার বাদশাহরা। এছাড়া আরবে অন্য কোন মুকুটধারী বাদশাহ ছিলো না।

ইয়েমেনের বাদশাহী

'আরবে আরেবার' মধ্যে প্রাচীন ইয়েমেনী গোত্রের নাম ছিলো কওমে সাবা। ইরাকে আবিস্তৃত প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে সাবা জাতির এখানে বসতি ছিলো। তবে এ জাতির উন্নতি অগ্রগতির সূচনা হয়েছিলো খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে। উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সময়কাল নিম্নরূপ,

(এক) খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ সালের পূর্বেকার সময়। সেই সময়ে সাবার বাদশাহদের উপাধি ছিলো মাকরাবে সাবা। এদের রাজধানী ছিলো সরওয়াহ নামক জায়গায়। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ মা-আবের থেকে পশ্চিমে একদিনের পথের দূরত্বে পাওয়া যায়। সেই জায়গার বর্তমান নাম খারিবা। সেই যুগে মা-আরেবের বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। ইয়েমেনের ইতিহাসে এটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই সময়ে সাবার বাদশাহদের শাসনামলে বছলোক আরবের ভেতর এবং বাইরে বিভিন্ন স্থানে নতুন বসতি স্থাপন করেছিলো।

দুই) খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১১৫ সাল। এ সময়ে সাবার বাদশাহরা মাকরাব উপাধি পরিত্যাগ করে বাদশাহ উপাধি ধারণ করে এবং সরওয়াহ এর পরিবর্তে মায়ারেবকে রাজধানী মনোনীত করে। এই শহরের ধ্বংসাবশেষ সান-য়া' থেকে ৬০ মাইল পূর্বে পাওয়া যায়।

তিনি) খৃষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১১৫ সাল। এ সময়ে সাবার বাদশাহদের ওপর হেমইয়ার গোত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং তারা মায়া'রবের পরিবর্তে রাইদানকে নিজেদের রাজধানী মনোনীত করে। পরবর্তী সময়ে রাইদানের নাম পরিবর্তন করে জেফার রাখা হয়। এর ধ্বংসাবশেষ ইয়েমেনের কাছাকাছি একটি পাহাড়ে পাওয়া যায়।

এই যুগে সাবা জাতির পতন শুরু হয়। প্রথমে নাবেতিরা হেজায়ের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে এবং সাবার নতুন জনবসতি উৎখাত করতে শুরু করে। এরপর রোমকরা মিসর, সিরিয়া এবং হেজায়ের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে এতে তাদের স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে কাহতানি গোত্রসমূহ নিজেরাও ছিলো আর্থিক দিক থেকে দুর্দশাপ্রাপ্ত। এমন পরিস্থিতিতে কাহতানি গোত্রসমূহ নিজেদের দেশ ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

চার) খৃষ্টপূর্ব ১১৫ থেকে ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত। এ সময়ে ইয়েমেনে ক্রমাগত বিভেদে বিশ্বজ্ঞান চলতে থাকে। বিশ্ব, গৃহযুক্ত এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ চলতে থাকে। এমনি করে এক পর্যায়ে ইয়েমেনের স্বাধীনতাও কেড়ে নেয়া হয়। এই সময়ে রোমকরা আদনের ওপর সামরিক হস্তক্ষেপ করে এবং তাদের সাহায্যে হাবশী অর্থাৎ আবিসিনীয়রা হেমইয়ার ও হামদান

ଗୋଟିର ପାରମ୍ପରିକ ସଂଘାତ ଥେକେ ଲାଭବାନ ହେଁ ୩୪୦ ସାଲେ ପ୍ରଥମବାର ଇଯେମେନ ଦଖଲ କରେ ନେୟ । ଏହି ଦଖଲ ୩୭୮ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାକେ । ଏରପର ଇଯେମେନ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କରେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ମା-ଯା'ରେବେର ବିଖ୍ୟାତ ବାଁଧେ ଭାଙ୍ଗନ ଦେଖା ଦେଯ । ୪୫୦ ବା ୪୫୧ ସାଲେ ଏହି ବାଁଧ ଭେଜେ ଯାଇ । ପବିତ୍ର କୋରଆମେ ଏହି ଭାଙ୍ଗନକେ ବାଁଧଭାଙ୍ଗା ବନ୍ଦ୍ୟ ବଲେ ଅଭିହିତ କରା ହେୟଛିଲୋ । ସୂରା ସାବାଯ ଏର ଉତ୍ସେଖ ରହେଛେ । ଏଟା ଛିଲୋ ବଡ଼ ଧରନେର ଏକଟା ଦୂର୍ଘଟନା । ଏ ବନ୍ଦ୍ୟାଯ ବହୁ ଜନପଦ ବିରାନ ଓ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଁ ପଡ଼େଛିଲୋ ଏବଂ ବହୁ ଗୋତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ହାନି ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛିଲୋ ।

୫୨୦ ଈସାଯୀ ସାଲେ ଆରେକଟି ବଡ଼ ରକମେର ଦୂର୍ଘଟନା ଘଟେ । ବାଦଶାହ ଜୁନ୍‌ୟାସ ଇଯେମେନେର ଈସାଯୀଦେର ଓପର ହାମଲା କରେ ତାଦେର ଖୁଟ୍ଟଧର୍ମ ତ୍ୟାଗେ ବାଧ୍ୟ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ତାରା ରାଧି ନା ହେୟାଇ ତାଦେରକେ ପରିଖା ଖନନ କରେ ପ୍ରଜଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିକ୍ଷେପ କରା ହେଁ । ପବିତ୍ର କୋରଆମେର ସୂରା ବୁଲଙ୍ଜେ ‘ଧର୍ମ ହେୟଛିଲୋ କୁଣ୍ଡର ଅଧିପତିର’ ବଲେ ଏହି ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟନାର କଥା ଉତ୍ସେଖ କରା ହେୟଛେ । ଏତେ ରୋମକ ବାଦଶାହଦେର ନେତୃତ୍ୱ ଈସାଯୀ ଧର୍ମର ଉଜ୍ଜୀବନକାରୀରା ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାଯନ ହେଁ ଓଠେ । ଆବିସିନ୍ନୀଯାରା ରୋମକଦେର ସମର୍ଥନ ପେଯେ ୫୧୫ ସାଲେ ଆରିଯାତେର ନେତୃତ୍ୱେ ୭୦ ହାଜାର ସୈନ୍ୟସହ ପୁନରାୟ ଇଯେମେନ ହାମଲା ଚାଲିଯେ ଇଯେମେନ ଅଧିକାର କରେ ନେୟ । ଅଧିକାରେର ପର ଆବିସିନ୍ନୀଯାର ସନ୍ତ୍ରାଟର ଗଭର୍ନର ହିସାବେ ଆରିଯାତ ଇଯେମେନ ଶାସନ କରତେ ଥାକେନ । କିନ୍ତୁ କାଳ ପର ଆରିଯାତେର ସେନାବାହିନୀର ଏକ ଅଧିନାୟକ ଆରିଯାତକେ ହତ୍ୟା କରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏ ଅଧିନାୟକରେର ନାମ ଛିଲୋ ଆବରାହା । କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣେର ପର ଆବରାହା ଶକ୍ତିଶାଲୀ ହେଁ ଓଠେ ଏବଂ ଆବିସିନ୍ନୀଯାର ସନ୍ତ୍ରାଟକେବେଳେ ତାର ବଶ୍ୟତା ସ୍ଥିକାରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯ ।

ଏହି ଆବରାହାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ କାବାଘର ଧର୍ମ କରତେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲୋ । ଦୁର୍ଧର୍ଷ ଏକଦଳ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ କମେକଟି ହାତୀ ନିଯେ ଆବରାହା ମଙ୍କା ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରେଛିଲୋ । ଏହି ଅଭିଯାନକେ ‘ଆସହାବେ ଫିଲ’ ନାମେ ସୂରା ଫିଲେ ଉତ୍ସେଖ କରା ହେୟଛେ ।

ଆସହାବେ ଫିଲେର ଘଟନାଯ ଆବିସିନ୍ନୀଯଦେର ଯେ କ୍ଷତି ହେୟଛିଲୋ, ତାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଇଯେମେନେର ଅଧିବାସୀରା ପାରସ୍ୟ ସରକାରେର କାହେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଯ । ତାରା ଆବିସିନ୍ନୀଯଦେର ବିରମଦ୍ଵେ ବିଦ୍ରାହ କରେ ଏବଂ ସାଇଫେ ସୀ ଇଯାଧାନ ଇମ୍ଯାରୀର ପୁଅ ମାଦି କାରାବେର ନେତୃତ୍ୱେ ଆବିସିନ୍ନୀଯଦେର ଦେଶ ଥେକେ ବେର କରେ ଦେଯ । ଏରପର ତାରା ଏକଟି ସ୍ଵାଧୀନ ଓ ସ୍ଵର୍ଗମୂର୍ତ୍ତ ଜାତି ହିସାବେ ମାଦିକାରାବକେ ଇଯେମେନେର ବାଦଶାହ ବଲେ ଘୋଷଣା କରେ । ଏଟା ଛିଲୋ ୫୦୫ ସାଲେର ଘଟନା ।

ସ୍ଵାଧୀନତାର ପର ମାଦିକାରାବ ତାର ସେବା ଏବଂ ରାଜକୀୟ ବାହିନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ୟେ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟକ ହାବଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବିସିନ୍ନୀଯକେ ରେଖେ ଦେଯ । ତାର ଏ ଶଖ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ବିପଞ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଁ । କର୍ମରତ ହାବଶୀରା ଏକଦିନ ଧୋକା ଦିଯେ ବାଦଶାହ ମାଦିକାରାବକେ ହତ୍ୟା କରେ । ଏର ଫଳେ ସୀ ଇଯାଧାନ ପରିବାରେର ରାଜତ୍ୱ ଚିରତରେ ଶେଷ ହେଁ ଯାଇ । ଏ ପରିଷ୍ଠିତି ଥେକେ ସୁବିଧା ଆଦାୟରେ ଜନ୍ୟେ ଏଗିଯେ ଆସେନ ପାରସ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରାଟ କିସରା । ତିନି ସନ୍ଯାସୀ ପାରସ୍ୟ ବଂଶୋଦ୍ଧୂତ ଏକଜନ ଗଭର୍ନର ନିଯୋଗ କରେ ଇଯେମେନକେ ପାରସ୍ୟେର ଏକଟି ପ୍ରଦେଶେ ପରିଣତ କରେନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଇଯେମେନେ ଏକେର ପର ଏକ ଫରାସୀ ଗଭର୍ନର ନିଯୁକ୍ତ ହତେ ଥାକେନ । ସରଶେଷ ଗଭର୍ନର ବାୟାନ ୬୨୮ ସାଲେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏର ଫଳେ ଇଯେମେନେ ପାରସ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ଏବଂ ଇଯେମେନ ଇସଲାମୀ ଏକଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଣତ ହେଁ ।

୧. ମଓଲାନା ସାଇୟେଦ ସୋଲାଯମାନ ନଦଭୀ ତାରୀଖେ ଆରଦୁଲ କୋରଆନ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଖତେର ୧୩୬ ପୃଷ୍ଠା ଥେକେ ଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣେର ଆଲୋକେ ସାବା ଜାତି ସମ୍ପର୍କେ ବିଭାଗିତ ଉତ୍ସେଖ କରେଛେ । ମଓଲାନା ସାଇୟେଦ

ଇରାର ବାଦଶାହୀ

ଇରାକ ଏବଂ ତାର ଆଶେପାଶେର ଏଲାକାଯ କୋରୋଶ କାବିର ଅଥବା ସାଯରାମ ଯୁଲ କାରନାଇନେର (ଖୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫୭୫ ଥିକେ ୫୨୯ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସମୟ ଥେକେଇ ପାରସ୍ୟଦେର ରାଜତ୍ତ ଚଲେ ଆସଛିଲୋ । ଫରାସୀଦେର ମୋକାବେଲା କରାର ମତୋ ଶକ୍ତି କାରୋ ଛିଲୋ ନା । ଖୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୨୬ ସାଲେ ସିକାନ୍ଦାର ମାକଦୁନି ପ୍ରଥମ ପରାଜିତ କରେ ପାରସ୍ୟ ଶକ୍ତି ନମ୍ୟାଇ କରେନ । ଏଇ ଫଲେ ପାରସ୍ୟ ସାତ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଁ ହେଁ ଯାଇ । ଏ ବିଶ୍ଵଭୂଲ ଅବହ୍ଲାସ ୨୩୦ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ଥାକେ । ଏ ସମୟେ କାହାତାନୀ ଗୋତ୍ରସୁମ୍ଭବ ଦେଶତ୍ୟାଗ କରେ । ଇରାକେର ଏକ ବିତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ସୀମାନ୍ତ ଥିକେ ସେବ ଆଦନାନୀ ଦେଶତ୍ୟାଗ କରେ ଗିଯ଼େଛିଲୋ, ତାରା ଏ ସମୟ କାରିଲାଯ ଫିରେ ଏସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରେ ଫୋରାତ ନଦୀର ଉପକୂଳ ଭାଗେର ଏକାଂଶେ ବସନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରେ ।

ଏଦିକେ ୨୨୬ ସାଲେ ଆର୍ଦେଶିର ଶାସନ ରାଜତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର ପର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରସ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୁନରାୟ ସଂହତ ହେଁ ହେଁ ଶୁରୁ କରେ । ଆର୍ଦେଶିର ପାରସ୍ୟଦେର ପୃଷ୍ଠାପୋଷକତା ଏବଂ ତାର ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ବସବାସକାରୀ ଆରବଦେର ପ୍ରତିହତ କରେନ । ଏଇ ଫଲେ କୋଯାଯା ଗୋତ୍ର ସିରିଯାର ପଥେ ରଓୟାନା ହେଁ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଇରାର ଏବଂ ଆନବାରେର ଆରବ ଅଧିବାସିରା ବଶ୍ୟତା ସ୍ଥିକାରେ ସମ୍ଭବ ଜ୍ଞାପନ କରେ ।

ଆର୍ଦେଶିରେର ଶାସନମଲେ ଇରା, ବାଦିଯାତୁଲ ଇରାକ ଏବଂ ଉପଦ୍ଵିପବାସିର ଓପର ରବିଯୀ ଗୋତ୍ରେର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛିଲୋ । ମୋଦାରୀ ଗୋତ୍ରସୁମ୍ଭବେର ଓପର ଜାୟିମାତୁଲ ଓୟାଯାହଦେର ଶାସନ ଛିଲୋ । ମନେ ହେଁ, ଆର୍ଦେଶିଯରା ବୁଝାତେ ପେରେଛିଲୋ ଯେ, ଆରବ ଅଧିବାସିଦେର ଓପର ସରାସରି ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରା ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ତାଦେରକେ ଲୁଟ୍ଟରାଜ ଥିକେ ବିରାତ ରାଖା ସମ୍ଭବ ନ ଯ । ବରଂ ବ୍ୟାପକ ଜନସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଯେଛେ ଏମନ କୋନ ଆରବ ନେତାକେ ଶାସକ ହିସାବେ ନିୟୁକ୍ତ କରାଇ ହବେ ବୁନ୍ଦିମତ୍ତାର କାଜ । ଏଇ ଫଲେ ଏକଟୋ ଲାଭ ଏହି ହବେ ଯେ, ପ୍ରୋଜନେର ସମୟ ରୋମକଦେର ବିରଳଙ୍କେ ଏସବ ଆରବରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇୟ ଯାବେ ଏବଂ ସିରିଯାର ରୋମକପଞ୍ଚି ଆରବ ଶାସକଦେର ମୋକାବେଲାଯ ଇରାକେର ଏସବ ଆରବ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକେ ଦାଁଡ଼ କରାନୋ ଯାବେ । ଇରାର ବାଦଶାହଦେର ଅଧିନେ ପାରସ୍ୟ ସୈନ୍ୟଦେର ଏକଟି ଇଉନିଟ ଆବିସିନ୍ୟାଯ ଥାକତେ । ଏଦେର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନେ ଆରବ ବିଦ୍ରୋହିଦେର ଦମନ କରା ହେଁ ।

୨୬୮ ସାଲେ ଜାୟିମା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେନ ଏବଂ ଆମର ଇବନେ ଆଦୀ ଇବନେ ନସର ଲାଖାମୀ ହାଦରାମି ତାର ହୃଦୟଭିଷିତ ହନ । ତିନି ଛିଲେନ ଲାଖାମ ଗୋତ୍ରେର ପ୍ରଥମ ଶାସନକର୍ତ୍ତା । ଶାପୁଲ କୋବାଜ ଇବନେ ଫିରୋଜେର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧାରେ ଇରାର ଓପର ଲାଖମିଦେର ଶାସନ ଚଲତେ ଥାକେ । କୋବାଜେର ସମସାମ୍ୟିକକାଳେ ମୋଜଦକେର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ଘଟେ । ତିନି ଛିଲେନ ସଂକାରବାଦେର ପ୍ରବତ୍ତା । କୋବାଜ ଏବଂ ତାର ବହସଂଖ୍ୟକ ଅନୁସାରୀ ବାଦଶାହ ମୋନ୍ୟାର ଇବନେ ମାଉସସାମାକେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଠାଲେନ ଯେ, ତୁମିଓ ଏ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୋ । ମୋନ୍ୟାର ଛିଲେ ବଡ଼ିଇ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମାନୁଷ, ତିନି ଅସୀକାର କରେ ବସଲେନ । ଫଲେ କୋବାଜ ତାକେ ବରଖାନ୍ତ କରେ ତାର ହୃଦୟେ ମୋଜଦାକି ମତବାଦେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବତ୍ତା ହାରେସ ଇବନେ ଆମର ଇବନେ ହାଯାର ଫିନ୍ଦୀର ହାତେ ଇରାର ଶାସନଭାର ନ୍ୟାନ୍ତ କରଲେନ ।

କୋବାଜେର ପରେ ପାରସ୍ୟେର ଶାସନକ୍ଷମତା କେସରୀ ନେନ୍ଦ୍ରାରେ ହାତେ ଆମେ । ତିନି ଏ ଧର୍ମକେ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଘୃଣା କରତେନ । ତିନି ମୋଜଦାକ ଏବଂ ତାର ବହସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧକେ ହତ୍ୟା କରେନ । ମୋନ୍ୟାରକେ ପୁନରାୟ ଇରାର ଶାସନଭାର ନ୍ୟାନ୍ତ କରେନ ଏବଂ ହାରେସ ଇବନେ ଆମରକେ ଡେକେ ପାଠାନ । କିନ୍ତୁ ହାରେସ ବନ୍ଦୁ କେନାଯେର ଏଲାକାଯ ପାଲିଯେ ଗେଲେ ତିନି ସେଖାନେଇ ବାକି ଜୀବନ କାଟିଯେ ଦେନ ।

ମୋନ୍ୟାର ଇବନେ ମାଉସସାମାର ପରେ ନୋ'ମାନ ଇବନେ ମୋନ୍ୟାରେର କାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାର ଶାସନକ୍ଷମତା ତାର ବଂଶଧରଦେର ମଧ୍ୟେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଁ । ଏରପର ଯାଯେନ ଇବନେ ଆଦୀ ଏବାଦୀ କିସ୍ରାର କାହେ ନୋ'ମାନ

ইবনে মোনয়ারের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। কেস্রা নওশেরওয়াঁ এতে ক্ষেপে যান এবং নো'মানকে ডেকে পাঠান। নো'মান প্রথমেই হায়ির না হয়ে চুপিসারে বনু শায়বানের সর্দার হানি ইবনে মাসুদের কাছে যান এবং পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ সবকিছু তার কাছে রেখে কেসরার দরবারে হায়ির হন। কিস্রা তাকে বন্দী করেন এবং ঐ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

এদিকে কেস্রা নো'মানকে বন্দী করার পর তার স্ত্রী ইয়াস ইবনে কোবায়সা তাঙ্গে হীরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং হানি ইবনে মাসুদের কাছে নো'মানের জামানত চাওয়ার জন্যে ইয়াসকে নির্দেশ দেন। আত্মর্যাদাসম্পন্ন হানি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইয়াস কেসরার সৈন্যদের নিয়ে এবং মুরযবানদের দল নিয়ে রওয়ানা হন। জিকার ময়দানে তুমুল যুদ্ধে বনু শায়বান জয়লাভ করে এবং ফরাসীরা লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়। এই প্রথম আরবরা অনারবদের ওপর জয়লাভ করেন। এ ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের কিছুকাল পরে ঘটেছিলো। হীরায় ইয়াস-এর শাসন পরিচালনার অষ্টম মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন।

ইয়াস-এর পরে কেসরা হীরায় একজন ফরাসী গবর্ণর নিয়োগ করেন। কিন্তু ৬৩২ সালে লাখমিদের ক্ষমতা পুনর্বহাল হয় এবং মোনয়ের ইবনে মারুর নামে এক ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা দখল করেন। শাসনকার্য পরিচালনার আট মাস পরেই হ্যরত খালেদ (রা.) ইসলামী শক্তির পতাকা নিয়ে হীরায় প্রবেশ করেন।

সিরিয়ার বাদশাহী

আরব গোক্রসমূহের হিজরত যে সময় চলছিলো, সে সময় কোজায়া গোত্রের কয়েকটি শাখা সিরিয়া সীমান্তে এসে বসবাস শুরু করে। বনু সোলাইম ইবনে হ্লওয়ানের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো। এদের একটি শাখা ছিলো বনু জাজানান ইবনে সোলাইম। এরা জাজায়েমা নামে খ্যাত ছিলো। কোজায়ার এই শাখাকে রোমানরা আরবের মরু বেন্দুইনদের লুটতরাজ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং পারস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কাছে টেনে নিয়েছিলো। এই গোত্রের একজনের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়েছিলো। এরপর দীর্ঘদিন যাবত তাদের শাসন চলতে থাকে। এদের বিখ্যাত বাদশাহ ছিলেন যিয়াদ ইবনে হিউলা। ধারণা করা হয়ে যে, জায়ায়েমার শাসনকাল দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকের পুরো সময় ব্যাপ্ত ছিলো। পরে গাসসান বংশের আবির্ভাব ঘটে এবং জায়ায়েমাদের শাসনামলের অবসান ঘটে। গাসসান বংশের লোকেরা বনু জায়া'মাদের পরাজিত করে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এ অবস্থা দেখে রোমকরা গাসসানী বংশের শাসককে সিরিয়ার আরব অধিবাসীদের শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেয়। গাস্সান বংশের রাজধানী ছিলো দওমাতুল জন্দল। রোমক শক্তির ঝীড়নাক হিসেবে সিরিয়ায় দীর্ঘকাল তাদের শাসন ক্ষমতা আটুট থাকে। ফারুকী খেলাফতের সময় ত্রয়োদশ হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় গাস্সান বংশের সর্বশেষ শাসনকর্তা জাবলা ইবনে আইহাম ইসলাম গ্রহণ করে।^২ কিন্তু অহংকারের কারণে এই লোকটি বেশীদিন ইসলামের ওপর ঢিকে থাকতে পারেনি। পরে সে ধর্মান্তরিত বা মোরতাদ হয়ে যায়।

হেজায়ের নেতৃত্ব

হ্যরত ইসমাইল (আ.) থেকেই মক্কায় মানব বসতি গড়ে ওঠে। তিনি ১৩৭ বছর বেঁচে ছিলেন।^৩ যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন তিনিই ছিলেন মক্কার নেতা এবং কাবাঘরের

২. মোহাদেরাতে খায়রামি ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৪, তারীখে আরদুল কোরআন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮০-৮২

৩. বাইবেল, জন্ম শীর্ষক অধ্যায় পৃঃ ১৭-২৫

ମୋତାଓୟାନ୍ତି ।⁴ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତା'ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନାବେତ ଏବଂ କାଇଦାର ମକ୍କାଯ ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେନ ।

ଏଇ ଦୁଜନେର ମଧ୍ୟେ କେ ଆଗେ ଏବଂ କେ ପରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଛିଲେନ— ଏ ବ୍ୟାପାରେ ମତଭେଦ ରଯେଛେ । ଏଦେର ପରେ ଏଦେର ନାନା ମାଜାଜ ଇବନେ ଜୋରହାମି କ୍ଷମତା ଏହଣ କରେନ । ଏମନି କରେ ମକ୍କାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜୋରହାମିଦେର ହାତେ ଚଲେ ଯାଯ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଏ କ୍ଷମତା ତାଦେର କାହେ ଥାକେ । ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.) ତା'ର ପିତାର ସାଥେ କାବାଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯ ଯଦିଓ ତା'ର ବଂଶଧରଦେର ଏକଟି ସମ୍ମାନଜନକ ଅବସ୍ଥାନ ଛିଲୋ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଓ ନେତ୍ରତ୍ୱେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ତାଦେର କୋନୋ ଅଂଶ ଛିଲୋ ନା ।⁵

ବର୍ଚରେ ପର ବର୍ଚର କେଟେ ଯାଯ । କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.)-ଏର ବଂଶଧରରା ଅଞ୍ଜାତ ପରିଚୟ ଅବସ୍ଥା ଥିକେ ବାଇରେ ଆସତେ ପାରେନନି । ବଖତେ ନସରେର ଆବିର୍ଭାବେର କିଛୁକାଳ ଆଗେ ବନୁ ଜୋରହାମେର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଲ ହେଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମକ୍କାର ରାଜନୈତିକ ଗଗନେ ଆଦନାନୀଦେର ରାଜନୈତିକ ନଷ୍ଟତା ଚମକାତେ ଶୁରୁ କରେ । ଏର ପ୍ରମାଣ ଏହି ଯେ, ଇରକ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ବଖତେ ନସର ଆବଦେର ସାଥେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରେନ, ମେଇ ଯୁଦ୍ଧେ ଆରବ ସେନାଦଲେର ଅଧିନାୟକଦେର ମଧ୍ୟେ ଜୋରହାମ ଗୋତ୍ରେର କେଉଁ ଛିଲେନ ନା ।⁶

ଖୁଣ୍ଟପୂର୍ବ ୫୮୭ ସାଲେ ବଖତେ ନସରେର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଭିଯାନେର ସମୟେ ବନୁ ଆଦନାନ ଇଯେମେନେ ପାଲିଯେ ଯାଯ । ସେ ସମୟେ ବନି ଇସରାଇଲେର ନବୀ ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ଇୟାରମ୍ଭିଆହ (ଆ.) । ତିନି ଆଦନାନେର ପୁତ୍ର ମାୟା'ଦକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ସିରିଯାୟ ଯାନ । ବଖତେ ନସରେର ଦାପଟ୍ଟହାସ ପାଓ୍ୟାର ପର ମାୟା'ଦ ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଆସେନ । ଏ ସମୟ ତିନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେନ ଯେ, ମକ୍କାଯ ଜୋରହାମ ଗୋତ୍ରେର ଜୋରଶାମ ନାମେ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଜନ ଲୋକ ରଯେଛେନ । ଜୋରଶାମ ଛିଲେନ ଜୁଲହାମାର ପୁତ୍ର । ମାୟା'ଦ ତଥନ ଜୋରଶାମେର କନ୍ୟା ମାୟା'ନାର ସାଥେ ବିବାହ ବନ୍ଦନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ । ତାର ଗର୍ଭ ଥିକେ ନାୟାର ଜନ୍ମହତ୍ତମ କରେନ ।⁷

ସେ ସମୟ ମକ୍କାଯ ଜୋରହାମେର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ ଖାରାପ ହେଁ ଗିଯେଛିଲୋ । ଦାରିଦ୍ରେର ନିଷ୍ପେଷଣେ ତାରା ଛିଲୋ ଜର୍ଜିରିତ । ଏର ଫଳେ ତାରା କାବାଘର ତତ୍ୟାଫ କରାତେ ଆସା ଲୋକଦେର ଓପର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଶୁରୁ କରେ ଦେଇ ଏମନିକି କାବାଘରର ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦ ଆପ୍ତସାଂ କରାତେ ଉଦ୍ଧାବୋଧ କରେନି ।⁸ ବନୁ ଆଦନାନ ବନୁ ଜୋରହାମେର ଏସବ କାଜେ ଡେତରେ ଡେତରେ ଛିଲୋ ଦାରଳନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ । ଫଳେ ବନୁ ଖୋଜାଯା ମାରରାଜ ଜାହରାନେ ଅଭିଯାନେର ସମୟ ଆଦନାନ ବଂଶେର ଲୋକଦେର ଲୋଭକେ କାଜେ ଲାଗାଯ । ବନୁ ଖୋଜାଯା ଆଦନାନ ଗୋତ୍ରେର ବନୁ ବକର ଇବନେ ଆବଦେ ମାନ୍ଦାଫ ଇବନେ କେନାନାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ବନୁ ଜୋରହାମେର ବିରକ୍ତକେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ । ଯୁଦ୍ଧେ ବନୁ ଜୋରହାମ ପରାଜିତ ହେଁ ମକ୍କା ଥିକେ ବିତାଢ଼ିତ ହେଁ । ଏ ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ ଖୃଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ମାଝାମାଝି ସମୟେ ।

ମକ୍କା ଛେଡେ ଯାଓ୍ୟାର ସମୟ ବନୁ ଜୋରହାମ ଯମୟମ କୂପ ଭରାଟ କରେ ଦେଇ । ଏ ସମୟ ତାରା ଯମୟମ କରେକଟି ଐତିହାସିକ ନିଦର୍ଶନ ନିଷ୍କେପ କରେ ତା ପ୍ରାୟ ଭରାଟ କରେ ଫେଲେ । ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ଇସହାକ

୪. କଲ୍ପବେ ଜୟିରାତୁଳ ଆରବ, ପୃଃ ୨୩୦-୨୩୭

୫. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଃ ୧୧୧-୧୧୩, ଇବନେ ହିଶାମ, ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲେର ବଂଶଧରଦେର ମଧ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ନାବେତେର କ୍ଷମତାସୀନ ଥାକାର କଥା ଉତ୍ତ୍ରେଖ କରେଛେ ।

୬. କଲ୍ପବେ ଜୟିରାତୁଳ ଆରବ, ପୃଃ ୨୩୦

୭. ରହମତୁନ ଲିଲ ଆଲାମିନ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃଃ ୪୮

୮. କଲ୍ପବେ ଜୟିରାତୁଳ ଆରବ ପୃଃ ୨୩୧

ଲିଖେଛେ, ଆମର ଇବନେ ହାରେସ ମାୟାଯ ଜୋରହାମିଙ୍ କାବାଘରେ ଦୁଟି ସୋନାର ହରିଣ୍ ୧୦ ଏବଂ କାବାର କୋଣେ ସ୍ଥାପିତ ହାଜରେ ଆସଓଯାଦକେ ବେର କରେ ଯମୟମ କୁପେ ପ୍ରୋଥିତ କରେ । ଏରପର ତାରା ଜୋରହାମ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁଇକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଇଯେମେନେ ଚଲେ ଯାଯ । ବୁନୁ ଜୋରହାମ ମଙ୍କା ଥେକେ ବହିତୃତ ହେଉଥା ଏବଂ କ୍ଷମତା ହାରାନୋର ବ୍ୟଥା ଭୁଲତେ ପାରଛିଲୋ ନା । ଜୋରହାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆମର ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କେ ରଚିତ କବିତାଯ ବଲେଛେ, ‘ଆଜୁନ ଥେକେ ସାଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିତ୍ର କେଉ ନେଇ, ରାତରେ ମହିଫିଲେ ନେଇ ଗନ୍ଧ ବଲାର କେଉ । ନେଇ କେନ୍ ଆମରା ତୋ ଏଥାନେର ଅଧିବାସୀ, ସମୟେର ଆବର୍ତ୍ତନେ ଭାଙ୍ଗା କପାଳ, ହାୟରେ, ହାୟ ଆଜ ଆମଦେର କରେ ଦିଯେହେ ସର୍ବହାରା !’ ୧୧

হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর সময়কাল ছিলো খৃষ্টপূর্ব প্রায় দু'হাজার বছর আগে। এ হিসেব অনুযায়ী মক্কায় জোরহাম গ্রোত্রের অন্তিম ছিলো দুই হাজার একশত বছর। প্রায় দু'হাজার বছর তারা রাজত্ব করেছিলো।

ବନୁ ଖୋଜାଯା ମକ୍କାଯ ତାଦେର ଅଧିପତ୍ୟ ବିନ୍ଦାରେ ପର ବନୁ ବକରକେ ବାଦ ଦିଯେଇ ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରତେ ଥାକେ । ତବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପନ୍ନ ତିନଟି ପଦେ ମୋଦାରୀ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ଅଧିଷ୍ଠିତ କରା ହୁଏ । ପଦ ତିନଟି ନିମ୍ନରୂପ :

এক) হাজীদের আরাফাত থেকে মোয়দালেফায় নিয়ে যাওয়া এবং ইয়াওমুন নাহারে হাজীদের মিনা থেকে রওয়ানা হওয়ার পরোয়ানা প্রদান। ১৩ই জিলহজ্জ হচ্ছে ইয়াওমুন নাহার, এই দিন হচ্ছে হজ্জের শেষদিন। এই মর্যাদা ইলিয়াস ইবনে মোদায়ের পরিবার বন্ধু সাওম ইবনে মাররার অধিকারে ছিলো। এদেরকে সোফা বলা হতো। সোফার একজন লোক পাথর নিষ্কেপ না করা পর্যন্ত ১৩ই জিলহজ্জ হাজীরা পাথর নিষ্কেপ করতে পারতেন না। হাজীদের পাথর নিষ্কেপ এবং মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় সোফার লোকেরা মিনার একমাত্র পথ আকাবার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। তাদের যাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন হাজী সে পথ অতিক্রম করতে পারত না। তাদের যাওয়ার পর অন্য লোকদের যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো। সোফাদের পর এই বিরল সম্মান বন্ধ তামিমের একটি পরিবার বন্ধু 'দ ইবনে যায়েদ মানাত লাভ করে।

দুই) ১০ই জিলহজ্জ সকালে মোয়দালেফা থেকে মিনা যাওয়ার সম্মান বনু আদনানের অধিকারে ছিলো।

তিন) হারাম মাসসমূহ এগিয়ে নেয়া ও পিছিয়ে দেয়া। বনু কেনানাহ গোত্রের একটি শাখা বনু তামিম টুবনে আদী এটি মর্যাদাবর অধিকারী ছিলো। ১২

ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓପର ବନ୍ଦ ଖୋଜାଯା ଗୋଡ଼େର ଆଧିପତ୍ର ତିନଶତ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟୀ ଛିଲୋ । ୧୩

এই সময়ে আদনন্দী গোত্রসমূহ মক্কা এবং হেজায় থেকে বের হয়ে নজদ, ইরাকের বিভিন্ন এলাকা, বাহরাইন এবং অন্যত্র প্রসারিত হয়। মক্কার আশেপাশে কোরায়শদের কয়েকটি শাখা অবশিষ্ট থাকে। এরা ছিলো বেদইন। এদের পথক পথক দল ছিলো এবং বল কেনান্বয় এদের

୯. ହ୍ୟରତ ଇସମାଈଲର ଘଟନାଯ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମାୟା ଜୋରହାମି ଏବଂ ଏହି ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନନ୍ଦ

১০. মাসুদ লিখেছেন, পারস্যবাসী কাবাঘরের জন্য মূল্যবান সম্পদ এবং উপটোকন পাঠাতেন। যাযান ইবনে বাক সোনার তেজী দুটি হরিগ, মণিমুক্তা, তলোয়ার এবং বহু সোনা প্রেরণ করেছিলেন। আমর এসব কিছু যমযম কৃপে নিয়েছেন কর্তব্য। যারও অন্যান্য কাবাঘরে এই প্রকৃতি পাওয়া গুরুতর।

୧୮ ପାତା ଲିଖିତ ଦିନ ୧୯୫୩ ମସି ପରିଚୟ

୧୧. କ୍ଷେତ୍ରିକ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ଵ, ଫୁଲୋପାଇଁ ୨୨୮ - ୨୨୯

୧୭ ଇତ୍ୟାକ୍ଷମ ମାର୍ଗ ସକା

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পরিবার বসবাস করছিলো। মক্কার শাসন পরিচালনা এবং কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণে এদের কোন ভূমিকা ছিলো না। এরপর কুসাই ইবনে কেলাবের আবির্ভাব ঘটে।^{১৪}

কুসাই সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে মায়ের কোলে থাকতেই তার পিতার মৃত্যু হয়। এরপর তার মা বনু ওজরা গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর গোত্র সিরিয়ায় থাকায় কুসাইয়ের মা সিরিয়ায় চলে যান। কুসাইকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। যুবক হওয়ার পর কুসাই মক্কায় ফিরে আসেন। সে সময় মক্কার গভর্নর ছিলেন হোলাইল ইবনে হাবশিয়া খোয়ায়ী। কুসাই হোলাইলের কন্যা হোবাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। হোলাইল সে প্রস্তাব গ্রহণ করে হোবাকে বিবাহ দেন।^{১৫} হোলাইলের মৃত্যুর পর মক্কা ও কাবাঘরের ওপর আধিপত্যের বিষয় নিয়ে খোয়ায়ী এবং কোরায়শদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে কুসাই মক্কায় শাসন ক্ষমতা এবং কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করেন।

এ যুদ্ধের কারণ কি ছিলো?^{১৬} এ সম্পর্কে তিনটি বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথমত, কুসাইয়ের বৎসরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য আসার পর কুসাইয়ের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এদিকে হোলাইলের মৃত্যু হলে কুসাই চিন্তা করলেন যে, বনু খোয়ায়া এবং বনু বকরের পরিবর্তে কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মক্কার শাসন পরিচালনার জন্যে আমিই উপযুক্ত। তিনি একথাও চিন্তা করেছিলেন যে, কোরায়শরা নির্ভেজাল ইসমাইলী বংশোদ্ধৃত আবর এবং অন্যান্য ইসমাইলীদের সর্দার। কাজেই নেতৃত্ব কর্তৃত্বের অধিকার শুধু তাদেরই রয়েছে। এসব কথা চিন্তা করে কুসাই কোরায়শ এবং বনু খোয়াআ গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে আলোচনা করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বনু খোয়ায়া এবং বনু বকরকে মক্কা থেকে বের করে না দেয়ার কোন চ্যুতি আছে কি? সবাই তার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ এবং সমর্থন জানালো।^{১৭}

দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর সময়ে কুসাইয়ের শৃঙ্খল হোলাইল অসিয়ত করেছিলেন যে, কুসাই কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মক্কা শাসন করবেন।^{১৮}

তৃতীয়ত, হোলাইল তার কন্যা হোবাকে কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আবু গিবশান খোয়ায়ীকে উকিল নিযুক্ত করা হয়।

হোবার প্রতিনিধি হিসাবে আবু গিবশান কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। হোলাইলের মৃত্যুর পর কুসাই এক মশক মদের বিনিময়ে আবু গিবশানের কাছ থেকে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা ক্রয় করেন। কিন্তু খোয়ায়া গোত্র এ ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করেনি। তারা কুসাইকে কাবাঘরে যেতে বাধা দেয়। এর ফলে কুসাই বনু খোয়ায়াদের মক্কা থেকে বের করে দেয়ার জন্যে কোরায়শ এবং বনু কেলানাদের একত্রিত করে। কুসাইয়ের ডাকে সবাই সাড়া দেয় এবং বনু খোয়ায়াদের মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয়।^{১৯}

১৪. মোহাদ্দেরাতে খায়রামি, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫ ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃঃ ১১৭

১৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৭-১১৮ ১৬. এ ১৭ এ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৮

১৮. রহমতুল লিল আলামিন, ২য় খন্ড পৃঃ ৫৫

১৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৭

ମୋଟକଥା, କାରଣ ଯାଇ ହୋକ ନା କେନ ସଟନାଧାରୀ ଛିଲୋ ଏକଥି ଯେ, ହୋଲାଇଲେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ସୋଫା ଗୋଡ଼ରେ ଲୋକେରା ଇତିପୂର୍ବେ ଯା କରତୋ ତାରା ତାଇ କରତେ ଚାଇଲୋ । ଏ ସମୟ କୁସାଇ କୋରାଯଶ ଏବଂ କେନାନା ଗୋଡ଼ରେ ଲୋକଦେର ଏକତ୍ରିତ କରେନ । ଆକାବାର ପଥେର ଧାରେ ସମବେତ ଲୋକଦେର କୁସାଇ ବଲଲେନ, ତୋମାର ଚେଯେ ଆମରା ଏ ସମ୍ମାନେର ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ।¹⁹ ଏକଥାର ପର ଉତ୍ତର ପକ୍ଷେ ତୁମୁଳ ସଂଘର୍ଷ ଶୁରୁ ହୁଯ ଏବଂ କୁସାଇ ସୋଫାଦେର କାହିଁ ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଛିଲିଯେ ନେନ । ଏ ସମୟେ ବନ୍ଦ ଖୋଜାଯା ଏବଂ ବନ୍ଦ ବକର ଗୋଡ଼ରେ ଲୋକେରା କୁସାଇଯେର ସାଥେ ଏକାଉତା ପ୍ରକାଶ କରାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ବିରୋଧିତା କରେ । ଏତେ କୁସାଇ ତାଦେର ହମକି ଦେନ । ଫଳେ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷେ ମୁଦ୍ର ବେଧେ ଯାଯ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ମାରା ଯାଯ ।²⁰ ଯୁଦ୍ଧର ପର ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କୁସାଇ ମକାଯ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରେନ । ମକାର ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକା ଥିଲେ କୋରାଯଶଦେର ଡେକେ ଏନେ ତାଦେରକେ ପ୍ରଶାସନେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରେନ । ଏହାଡ଼ା ତିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋରାଯଶ ପରିବାରେର ବସବାସେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବରାଦ୍ଦ କରେନ । ମାସେର ହିସାବ ଗଣନାକାରୀ, ଆଲେ ସଫଓର୍ସନଦେର ବନ୍ଦ ଆଦ୍ୱୟାନ ଏବଂ ବନ୍ଦ ମାରରା ଇବନେ ଆଓଫକେ ତାଦେର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ ଟିକିଯେ ରାଖେନ । କୁସାଇ ମନେ କରତେନ ଏଟାଓ ଧର୍ମର ଅଂଶ, ଏତେ ରଦଦଲେର ଅଧିକାର କାରୋ ନେଇ ।²¹

କାବା ଘରେର ଉତ୍ତର ଦିକେ 'ଦାରମ୍ ନୋଦ୍ୱୟା' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା କୁସାଇଯେର ଅନ୍ୟତମ କୀର୍ତ୍ତି । ଏର ଦରୋଜା ଛିଲୋ ମସଜିଦେର ଦିକେ । ଦାରମ୍ ନୋଦ୍ୱୟା ଛିଲୋ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୋରାଯଶଦେର ସଂସଦ ଭବନ । କୋରାଯଶଦେର ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ଦାରମ୍ ନୋଦ୍ୱୟାର ଶୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ ଛିଲୋ ଅସାମାନ୍ୟ । ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଛିଲୋ କୋରାଯଶଦେର ଐକ୍ୟେର ପ୍ରତୀକ । ସମାଜେର ବହୁ ଜଟିଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଥାନେ ହତୋ ।²²

କୁସାଇ ନିମୋନ୍ତିଖିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଛିଲେନ ।

(ଏକ) ଦାରମ୍ ନୋଦ୍ୱୟାର ସଭାପତି । ଏଥାନେ ବହୁ ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟେ ପରାମର୍ଶ ହତୋ । ଯୁବକ-ଯୁବତୀଦେର ବିଯେଓ ଏଥାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହତୋ ।

(ଦୁଇ) ଲେଓଯା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପତାକା କୁସାଇଯେର ହାତେ ବେଂଧେ ରାଖା ହତୋ ।

(ତିନି) ହେଜାବାତ ବା କାବାଘରେର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ । ଏର ମାନେ ହଞ୍ଚେ କାବାଘରେର ଦରୋଜା କୁସାଇ ଖୁଲିଲେନ ଏବଂ କାବା ଘରେର ଯାବତୀୟ ଖେଦମତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାର ତଦାରକିତେଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହତୋ ।

(ଚାର) ସେକାଯା ବା ପାନି ପାନ କରାନୋ । କରେକଟି ହାଉମେ ହାଜୀଦେର ଜନ୍ୟ ପାନି ଭରେ ରାଖା ହତୋ । ଏରପର ସେଇ ପାନିତେ ଖେଜୁର ଏବଂ କିସମିସ ମିଶିଯେ ତା ମିଠା କରା ହତୋ । ହଜ୍ରୟାତ୍ରୀର ମକାଯ ଏଲେ ସେଇ ପାନି ପାନ କରିଲେ ।²³

(ପାଁଚ) ରେଫାଦା ବା ହାଜୀଦେର ମେହମାନଦାରୀ । ଏର ଅର୍ଥ ହଞ୍ଚେ ହାଜୀଦେର ମେହମାନଦାରୀର ଜନ୍ୟ ଖାବାର ତୈରୀ କରା । ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋରାଯଶଦେର ଓପର କୁସାଇ ନିର୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ଚାଁଦା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଦିଲେ । ସେଇ ଅର୍ଥ ହଜ୍ଜ ମୌସୁମେ କୁସାଇଯେର କାହିଁ ଜମା ଦିଲେ ହତୋ । କୁସାଇ ଜମାକୃତ ଅର୍ଥେ ହାଜୀଦେର ଜନ୍ୟ

୨୦. କାଲାରେ ଜାଯିଯାତୁଳ ଆରବ ପୃଃ ୨୩୨

୨୧ ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ ପୃଃ ୧୨୪-୧୨୫

୨୨ ଏ ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୧୨୫, ମୋହାଦେରାତେ ଖାଯରାମି ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୩୬, ଆଖବାର୍ମଣ କେରାମ, ପୃଃ ୧୫୨

୨୩. ମୋହାଦେରାତେ ଖାଯରାମି, ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୩୬

ଖାବାର ତୈରୀ କରାତେନ । ଦରିଦ୍ର ଓ ନିଃସ୍ଵ ହାଜୀଦେରକେ ସେସବ ଖାବାର ପରିବେଶନ କରା ହତୋ । ଯେବେ ହାଜୀର କାହେ ବାଡ଼ି ଫିରେ ଯାଓଯାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବଲ ଥାକତୋ ନା ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରା ହତୋ । ୨୪

କୁସାଇ ଉତ୍ସିଥିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ ଛିଲେନ । କୁସାଇ-ଏର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରେର ନାମ ଛିଲେ ଆବଦୁଦ ଦାର । ଦିତୀୟ ପୁତ୍ରେର ନାମ ଛିଲେ ଆବଦେ ମାନ୍ନାଫ । ଦିତୀୟ ପୁତ୍ର କୁସାଇଯେର ଜୀବନଦଶାତେଇ ନେତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତ୍ବେର ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହନ । ଏ କାରଣେ କୁସାଇ ତା'ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ଆବଦୁଦ ଦାରକେ ବଲେଛିଲେନ, ଓରା ଯଦିଓ ତୋମାକେ ଛାଡ଼ିଯେ ଗେଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମି ତୋମାକେ ତାଦେର ସମମର୍ଯ୍ୟାଦାୟ ଉନ୍ନାତ କରବୋ । ଏରପର କୁସାଇ ସକଳ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବ୍ୟାପାରେ ଆବଦୁଦ ଦାରକେ ଉତ୍ସରସୂରୀ କରେ ଓସିଯତ କରେ ଯାନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରଳନ ନୋଦଓଯାର ସଭାପତି, କାବାଘରେର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଯୁଦ୍ଧର ପତାକା ବହନ, ହାଜୀଦେର ପାନି ପାନ ଏବଂ ମେହମାନଦାରୀ ଏ ସବ କିଛୁରଇ ଦାଯିତ୍ୱ ତିନି ଆବଦୁଦ ଦାରକେ ନ୍ୟନ୍ତ କରେନ । ଜୀବନଦଶାଯ କୁସାଇ-ଏର କୋମୋ କଥା ଏବଂ କାଜେର କେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରତୋ ନା । ବରଂ ସବ କିଛୁ ସବାଇ ବିନା ପ୍ରତିବାଦେ ମେନେ ନିତୋ । ଏ କାରଣେ ମୃତ୍ୟୁର ପରେଓ ତାର ସବ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ସବାଇ ବିନା ସମାଲୋଚନାୟ ମେନେ ନିଯେଛିଲୋ । କୁସାଇଯେର ସନ୍ତାନରା ପିତାର ଓସିଯତେର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ । ଆବଦେ ମାନ୍ନାଫେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତାର ସନ୍ତାନେରା ଚାଚାତୋ ଭାଇଦେର ସାଥେ ଉତ୍ସିଥିତ ବିସ୍ୟଙ୍ଗଲୋତେ ଦରକାରକଷି ଶୁରୁ କରେ । ଚାଚାତୋ ଭାଇଦେର ଏକକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସମାଲୋଚନା କରେ ତାରା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରତେ ଥାକେ । ଏର ଫଳେ କୋରାଯଶରା ଦୁଇ ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ ହେଁ ଯାଏ । ଉତ୍ସଯ ଦଲେର ମଧ୍ୟେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଧେ ଯାଓଯାର ଉପକ୍ରମ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏକପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଉତ୍ସଯ ପକ୍ଷ ଆପୋସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ସାଧନ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଭାଗ ବାଟୋଯାରା କରେ ନେଇ । ଏରପର ହାଜୀଦେର ପାନି ପାନ କରାନୋ ଏବଂ ଆତିଥେତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁ ଆବଦେ ମାନ୍ନାଫେର ଓପର ନ୍ୟନ୍ତ କରା ହୁଏ । ଦାରଳନ ନୋଦଓଯାର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କାବା ଘରେର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଆବଦୁଦ ଦାରେର ସନ୍ତାନଦେର ହାତେ ଥାକେ । ଅର୍ଜିତ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବ୍ୟାପାରେ ଆବଦେ ମାନ୍ନାଫେର ସନ୍ତାନେରା କୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଟାରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ । କୋରାଯ ଆବଦେ ମାନ୍ନାଫେର ପୁତ୍ର ହାଶେମେର ନାମ ଓଠେ । ଏର ଫଳେ ହାଶେମ ସାରା ଜୀବନ ହାଜୀଦେର ପାନି ପାନ କରାନୋ ଏବଂ ହାଜୀଦେର ମେହମାନଦାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନ କରେନ । ହାଶେମେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତାର ଭାଇ ମୋତାଲେବେର ଏର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ମୋତାଲେବେର ପର ତା'ର ଭାତୁଚୁପୁତ୍ର ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ଓପର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ । ତିନି ଛିଲେନ ରମ୍ଭଲୁଲାହ ସାନ୍ତ୍ରାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ତ୍ରାମେର ଦାଦା । ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ପର ତାର ସନ୍ତାନରା ଏଇ ପବିତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଭ କରେନ । ଇସଲାମେର ଆବିର୍ଭାବେର ପର ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ପୁତ୍ର ଆବରାସ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଭ କରେନ । ୨୫

ଏବେ ଛାଡ଼ା ଆରୋ କିଛୁ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଛିଲେ, ଯେବେ କୋରାଯଶରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଭାଗ କରେ ନେଇ । ଏବେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମାଧ୍ୟମେ କୋରାଯଶରା ଏକଟି ଛୋଟଖାଟ ସରକାର ଗଠନ କରେ ରେଖେଛିଲେନ । ସେ ସରକାରେର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଛିଲେ ଅନେକଟା ବର୍ତମାନେ ସଂସଦୀୟ ପଞ୍ଜିତିର ମତୋ । ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର କୁପରେଖା ଛିଲେ ନିମ୍ନରକ୍ଷଣ ।

(ଏକ) ଈସାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲଗିରି । ଭାଗ୍ୟ ଜାନାର ଜନ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁଦେର କାହେ ଯେ ତୀର ରାଖା ହତୋ, ସେ ତୀରେର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ । ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଛିଲେ ବନୁ ଜମହେର କାହେ ।

(দুই) অর্থ ব্যবস্থাপনা, মূর্তিদের নেকট্য লাভের জন্যে যেসব উপটোকন, নয়রানা এবং কোরবানী পেশ করা হতো তার ব্যবস্থাপনা। এছাড়া ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করার দায়িত্বও বনু সাহাম দেয়া হয়েছিলো।

(তিনি) শূরা, এ সম্মান বনু আসাদের কাছে ছিলো।

(চার) আশনাক, ক্ষতিপূরণ এবং জরিমানার অর্থ আদায় ও বন্টন। বনু তাঙ্গিম গোত্র এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো।

(পাঁচ) উকাব, জাতীয় পতাকা বহন। এ দায়িত্ব বনু উমাহিয়া গোত্রের ওপর ন্যস্ত ছিলো।

(ছয়) কুবুা, সামরিক ছাউনির ব্যবস্থাপনা এবং সৈন্যদের অধিনায়কত্ব। এ সম্মান বনু মাখযুমের অধিকারে ছিলো।

(সাত) সাফায়াত, সফর সম্পর্কিত বিষয় তত্ত্বাবধান। এ দায়িত্ব বনু আদী গোত্র পালন করতো। ২৬

আরবের অন্যান্য অংশের প্রশাসনিক অবস্থা

ইতিপূর্বে কাহাতানি এবং আদনানী আরবদের দেশ ত্যাগের কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র দেশ আরবের এসব গোত্রের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে।

এরপর তাদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, কাবার আশেপাশে যেসব গোত্র বসবাস করতো, তাদেরকে হীরার অধীনস্থ মনে করা হতো। যেসব গোত্র সিরীয় এলাকায় বসবাস করতো, তাদেরকে আসমানী শাসকদের অধীনস্থ মনে করা হতো। কিন্তু এটা ছিলো নামকাওয়াস্তে, বাস্তবে না। উল্লিখিত দু'টি জায়গা বাদে অন্যান্য এলাকার আরবরা ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এ সকল গোত্রের মধ্যে সর্দার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। গোত্রের লোকেরাই নিজেদের সর্দার নিযুক্ত করতো। এ সকল সর্দারদের জন্যে গোত্র হতো একটি ছোট খাট সরকার। রাজনৈতিক অঙ্গভূতের নিরাপত্তার ভিত্তি, গোত্রীয় বিবাদ বিশৃঙ্খলা নিরসন এবং নিজেদের ভূখণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিরক্ষার সম্পর্কিত স্বার্থ এর দ্বারা রক্ষা করা হতো।

সর্দারদের মর্যাদা ছিলো তাদের সমাজে বাদশার মতো। যুদ্ধ সন্ধির ব্যাপারে সর্দারদের ফয়সালাই হতো চূড়ান্ত। এ অবস্থায় কোন পরিবর্তন কোন অবস্থায়ই হতো না। একজন একনায়কের যেরূপ ক্ষমতা থাকা দরকার, সর্দারের ক্ষমতা তার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলো না, কোন কোন সর্দারের অবস্থা এমন ছিলো যে, তারা সব দিক থেকে স্বাতন্ত্রের অধিকারী হতেন। একজন কবি একথা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ‘আমাদের মধ্যে তোমার জন্যে গণিমতের মালের এক চতুর্থাংশ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে নির্বাচিত ধন-সম্পদ। তুমি ফয়সালা করে দেবে, সে সম্পদেও রয়েছে তোমার মালিকানা। পথে যা কুড়িয়ে পাওয়া যাবে এবং যা বন্টন না হয়ে উঞ্চ থাকবে, সে সম্পদের মালিকও তুমি।’

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

জায়িরাতুল আরবের সরকার পদ্ধতি এবং শাসনকর্তাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করাই সমীচীন হবে।

জায়িরাতুল আরবের তিনটি সীমান্ত এলাকার জনগণ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিবেশী। এ তিনটি দেশে অশাস্তি বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীরতা বিদ্যমান ছিলো। মানুষরা দাস এবং

ପ୍ରତ୍ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ ଛିଲୋ । ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସ୍ଵବିଧା, ନେତା, ବିଶେଷତ ବିଦେଶୀ ଶାସକଦେର କରତଳଗତ ଛିଲୋ । ସକଳ ବୋର୍ଡା ଛିଲୋ ଦାସଦେର ମାଥାଯ । ସୁମ୍ପଟ ଭାଷାଯ ବଲଲେ ବଲା ଯାଯ ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ଛିଲୋ ଖେତ-ଖାମାରେର ମତୋ । ତାରା ସରକାରେର ଆୟେର ଉଂସ ହିସାବେ ପରିଗଣିତ ହତୋ । ଶାସକବର୍ଗ ମେହି ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ନିଜେର ସୁଖ-ସାଙ୍ଘନ୍ଦ, ଆରାମ-ଆୟେଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଲାସିତ୍ୟ ବ୍ୟଯ କରତୋ । ଆର ଜନଗଣ ଅନ୍ଧକାରେ ହାତ ପା ଛୁଡ଼ିତୋ । ଶାସକରା ଜନଗଣେର ଓପର ସକଳ ପ୍ରକାର ଯୁଲୁମ-ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଯେ ଯେତୋ, ଜନଗଣ ସେମର ମୁଖ ବୁଁଜେ ନିର୍ବିଚାରେ ସହ୍ୟ କରତୋ । କୋନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରାର ତାଦେର ଉପାୟ ଛିଲୋ ନା । ଅସ୍ଥାନ ଅବମାନନା ଅତ୍ୟାଚାର ତାଦେର ସହ୍ୟ କରତେ ହତୋ । ଶାସନ କ୍ଷମତାଯ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିରା ଡିଷ୍ଟେଟରେର ମତୋ ଆଚରଣ କରତୋ । ମାନୁଷେର ଅଧିକାର ବଲତେ କୋନ କିଛୁଇ ତଥନ ଛିଲୋ ନା ।

ଏ ସକଳ ଏଲାକାର ପାଶେ ବସତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ପ୍ରତିବେଶୀରା ସିନ୍ଦ୍ରାନ୍ତହୀନତାୟ ଭୁଗତୋ । ଏସବ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରୋଜନେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଖେ ସିନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତୋ । ତାରା କଥନେ ଇରାକୀ, ଆବାର କଥନେ ସିରୀୟଦେର ସୁରେ ସୁର ମେଳାତୋ ।

ଆରବେର ଭେତରେ ବସବାସକାରୀ ଗୋତ୍ରସମୂହ ଛିଲୋ ଶତଧାବିଚିତ୍ରି । ଚାରିଦିକେ ଝଗଡା ବିବାଦ, କଲହ କୋନ୍ଦଳ ଏବଂ ବଂଶଗତ ଓ ଧର୍ମୀୟ ବିଭେଦ ବିଶ୍ଵାସାଳ୍ବ ଚଲାଇଲୋ ।

ଏସବ ଅଶାନ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକେରା ପ୍ରୋଜନେ ନିଜେର ଗୋତ୍ରେର ପ୍ରତିଇ ସମର୍ଥନ ଦିତୋ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟର ଧାର ଧାରତୋ ନା । ଏକଟି ଗୋତ୍ରେର ମୁଖ୍ୟାତ୍ମ ଏକଜନ କବି ବଲେନ,

‘ଆମି ତୋ ଗାୟିଯା ଗୋତ୍ରେର ଏକଜନ ମାନୁଷ । ଓରା ଯଦି ଭୁଲ ପଥେ ଚଲେ, ତବେ ଆମିଓ ଭୁଲ ପଥେ ଚଲବୋ, ଓରା ଯଦି ସଠିକ ପଥେ ଚଲେ, ତବେ ଆମିଓ ସଠିକ ପଥେ ଚଲବୋ ।’

ଆରବେର ଭେତର ଏମନ କୋନ ବାଦଶାହ ଛିଲୋ ନା, ଯେ ଜନଗଣେର ସାଥେ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରକାଶ କରତୋ । ପ୍ରଜାଦେର କାରୋ କୋନ ଆଶ୍ରଯହୁଲ ଛିଲୋ ନା । ଦୁଃଖ କଟ, ସମସ୍ୟା ସଂକଟ ଏବଂ ଆପଦ ବିପଦେ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ନିର୍ଭର କରାର ମତୋ କେଉଁଇ ଛିଲୋ ନା ।

ହେଜାୟେର ଶାସକକେ ସମ୍ମାନେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେଖା ହତୋ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସକ ହିସାବେ ତାକେ ସମ୍ମାନ କରା ହତୋ । ହେଜାୟେର ଶାସକ ଛିଲୋ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଦୁନିଯାବୀ ଏବଂ ଦୀନୀ ନେତା । ଧର୍ମୀୟ ନେତା ହିସାବେ ଆରବଦେର ଓପର ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଛିଲୋ । କାବାଘର ଏବଂ ଆଶେପାଶେର ଏଲାକାଯ ତାର ଶାସନ ବିନା ଅତିବାଦେ ମେନେ ନେଯା ହତୋ । କାବାଘର ଯେଯାରତେର ଜନ୍ୟେ ଧାରା ଆସତୋ, ତାଦେର ଦେଖାଶୋନା, ପ୍ରୋଜନ ପୂରଣ, ଶରୀୟତେର ବାନ୍ଧବାୟନ, ସଂସ୍କ୍ରିତ ପଦ୍ଧତିର ଲାଲନ, ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି କାଜ ମେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ଓପର ନ୍ୟାୟ ଥାକତୋ । କିନ୍ତୁ ସେ ଏମନ ଦୂର୍ବଲ ହତୋ ଯେ, ଆରବେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାର ବୋର୍ଡା ମାଥାଯ ନେଯା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାର ଶକ୍ତି ତାର ଥାକତୋ ନା । ଆବିସିନ୍ନୀୟଦେର ହାମଲାର ସମୟ ଏହି ଦୂର୍ବଲତାର ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଗିଯାଇଲେ ।

ଆରବଦେର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧର୍ମୀୟ ମତବାଦ

ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.)-ଏର ଦାଓୟାତ ଓ ତାବଳୀଗେର କାରଣେ ଆରବେର ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ଦୀନେ ଇବରାହୀମୀର ଅନୁସାରୀ ଛିଲୋ । ତାରା ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ଵାହର ଏବାଦାତ କରତ ଏବଂ ତାଓହୀଦ ବା ଏକତ୍ରବାଦ ବିଶ୍ୱାସୀ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯତୋଇ ଯେତେ ଲାଗଲୋ ତାରା ଦୀନେର ଶିକ୍ଷା ତତୋଇ ଭୁଲେ ଯେତେ ଥାକଲୋ । ତରୁଂ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ତାଓହୀଦେର ଆଲୋ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଇବରାହୀମୀ (ଆ.)-ଏର ଶିକ୍ଷା କିଛୁ କିଛୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛିଲୋ । ଇତିମଧ୍ୟେ ବନୁ ଖୋଜାଆ ଗୋତ୍ରେର ସର୍ଦାର ଆମର ଇବନେ ଲୋହାଇ ନେତ୍ରତ୍ୱ ଦେୟାର ମତୋ ଅବସ୍ଥାନେ ଚଲେ ଏଲୋ । ଛୋଟବେଳା ଥେକେ ଏ ଲୋକଟି ଧର୍ମୀୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ପରିବେଶେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେୟଛିଲୋ । ଧର୍ମୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟେ ତାର ଅଗ୍ରହ ଛିଲୋ ଅସାମାନ୍ୟ । ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ତାକେ ଭାଲୋବାସାର ଚୋଖେ ଦେଖତୋ ଏବଂ ନେତ୍ରସ୍ଥାନୀୟ ଧର୍ମୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସେବେ ମନେ କରେ ତାର ଅନୁସରଣ କରତୋ । ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଏହି ଲୋକଟି ସିରିଯା ସଫର କରେ । ସେଥାନେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା କରା ହଜ୍ଜେ, ସେ ମନେ କରଲୋ ଏଟାଓ ବୁଝି ଆସଲେଇ ଏକଟା ଭାଲୋ କାଜ । ସିରିଯାଯ ଅନେକ ନବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେୟଛେ ଏବଂ ଆସାମାନୀ କେତାବ ନାଯିଲ ହେୟଛେ । କାଜେଇ ସିରିଯାର ଜନଗଣ ଯା କରଛେ, ସେଟା ନିଶ୍ଚଯିତା ଭାଲୋ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର କାଜ । ଏରପର ଚିନ୍ତା କରେ ସିରିଯା ଥେକେ ଫେରାର ପଥେ ସେ ହୋବାଲ ନାମେର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଯେ ଏସେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାବାଘରେର ଭେତର ସ୍ଥାପନ କରଲୋ । ଏରପର ସେ ମଙ୍କାବାସୀଦେର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଆଶ୍ଵାହର ସାଥେ ଶେରେକ କରାର ଆହାନ ଜାନାଲୋ । ମଙ୍କାର ଲୋକେରା ବ୍ୟାପକଭାବେ ତାର ଡାକେ ସାଡ଼ା ଦିଲୋ । ମଙ୍କାର ଜନଗଣକେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା କରତେ ଦେଖେ ଆରବେର ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକାର ଲୋକ ତାଦେର ଅନୁସରଣ କରଲୋ । କାବାଘରେର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀଦେର ବୃହତ୍ତର ଆରବେର ଲୋକେରା ମନେ କରତୋ ଧର୍ମଗୁରୁ¹ । ଏ କାରଣେ ତାରାଓ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାଯ ମଙ୍କାର ଲୋକଦେର ଅନୁସରଣ କରଲୋ । ଏମନି କରେ ଆରବେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ହଲୋ ।

‘ହୋବାଲ’ ଛାଡ଼ାଓ ଆରବେର ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଲୋ ‘ମାନାତ’ । ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋହିତ ସାଗରେର ଉପକୂଳେ କୋଦାଇଦ ଏଲାକାର ମୁସାଲ୍ଲାଲ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ସ୍ଥାପନ କରା ହେୟଛିଲୋ ।² ଏରପର ତାମେଫେ ଲାତ ନାମେ ଏକଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରା ହୁଏ । ନାଥଲା ନାମକ ସ୍ଥାନେ ‘ଓୟା’ ନାମେ ଏକଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରେଖେ ତାର ପୂଜା କରା ହୁଏ । ଏ ତିନଟି ଛିଲୋ ଆରବେର ସବଚେଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ।

ଏସବ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁସରଣେ ଅଳ୍ପକାଳେର ମଧ୍ୟେ ହେଜାଯେର ସର୍ବତ୍ର ଶେରକେର ଆଧିକ୍ୟ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନେର ହିଡ଼ିକ ପଡ଼େ ଯାଏ । ବଲା ହୁୟେ ଥାକେ ଯେ, ଏକଟି ଜିନ ଆମର ଇବନେ ଲୋହାଇଯେର ଅନୁସାରୀ ଛିଲୋ । ସେ ଆମରକେ ଜାନାଲୋ ଯେ, ନୂହେର ଜାତିର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଓୟାନ୍ଦା, ସୂଯା, ଇୟାଶୁ, ଇୟାଟୁକ ଏବଂ ନାସର ଜେନ୍ଦାଯ ପ୍ରୋଥିତ ରଯେଛେ ।

ଏ ଖବର ଜାନାର ପର ଆମର ଇବନେ ଲୋହାଇ ଜେନ୍ଦାଯ ଗେଲୋ ଏବଂ ଏ ସକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୁଡେ ବେର କରଲୋ । ଏରପର ସେବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଙ୍କାଯ ନିଯେ ଏଲୋ । ହଜ୍ ମୌସୁମେ ସେବ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ହାତେ

1. ମୁଖଭାକୁମ୍ବ ସୀରାତ ଶେଖ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓୟାହାବ ନଜଦୀ, ପୃଃ ୧୨

2. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୨୨

তুলে দেয়া হলো। গোত্রগুলো নিজ নিজ এলাকায় সেসব মূর্তি নিয়ে গেলো। এমনিভাবে প্রত্যেক গোত্র এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক ঘরে ঘরে মূর্তি স্থাপিত হলো।

পালাক্রমে পৌত্রিকরা কাবাঘরকে মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করলো। মক্কা বিজয়ের সময় কাবাঘরে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে সেসব মূর্তি ভাসেন। তিনি একটি ছড়ি দিয়ে গুঁতো দিতেন, সাথে সাথে সে মূর্তি নীচে পড়ে যেতো। এরপর তাঁর নির্দেশে সব মূর্তি কাবাঘর থেকে বাইরে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো।^৩ মোটকথা শেরেক এবং মূর্তিপূজা ছিলো আইয়ামে জাহেলিয়াতে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় কাজ। মূর্তিপূজা করে মনে করতো যে, তারা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের ওপরই রয়েছে।

পৌত্রিকদের মধ্যে মূর্তিপূজার কিছু বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিলো। এর অধিকাংশই ছিলো আমর ইবনে লোহাই-এর আবিক্ষার। আমরের এ সকল কাজকে মক্কার লোকেরা প্রশংসার চোখে দেখতো। ইবরাহীমী দ্বীনে পরিবর্তন নয় বরং এসবকে তারা মনে করতো ‘বেদাতে হাসানা।’ নিচে পৌত্রিকদের মূর্তি পূজার কয়েকটি প্রচলিত রেওয়াজ তুলে ধরা হচ্ছে।

এক) আইয়ামে জাহেলিয়াতে পৌত্রিকরা মূর্তির সামনে নিবেদিত চিঠে বসে থাকতো এবং তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো। তাদের জোরে জোরে ডাকতো এবং প্রয়োজন পূরণ, মুশকিল আসান বা সমস্যা সমাধানের জন্যে তাদের কাছে সাহায্য চাইতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, মূর্তিরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করিয়ে দেবে।

দুই) মূর্তিগুলোর উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং তওয়াফ করা হতো। তাদের সামনে অনুনয় বিনয় করা হতো তাদের সেজদা করা হতো।

তিনি) মূর্তিগুলোর জন্যে উপচোকন এবং নয়রানা পেশ করা হতো। কোরবানীর পশু অনেক সময় মূর্তির আস্তানায় নিয়ে যবাই করা হতো। তবে সেটা করা হতো মূর্তির নামে। যবাইয়ের এই উভয় রকমের কথা কোরআনে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। ‘সেই পশুও হারাম করা হয়েছে, যা মূর্তি-পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়।’^(৩, ৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, ‘ওসব পশুর গোশত খেয়ো না, যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। অর্থাৎ গায়রল্লাহর নামে যবাই করা হয়েছে এমন কিছুই আহার করো না।’^(১২১, ৬)

চার) মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের একটা উপায় এটাও ছিলো যে, পৌত্রিকরা তাদের পানাহারের জিনিস, উৎপাদিত ফসল এবং চতুর্পদ জন্তুর একাংশ মূর্তির জন্যে পৃথক করে রাখতো। মজার বিষয় হচ্ছে তারা আল্লাহর জন্যেও একটা অংশ রাখতো। পরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্যে রাখা অংশ মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু মূর্তির জন্যে রাখা অংশ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে পেশ করতো না।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আল্লাহ যেসব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর জন্যে একাংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, এটা আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে। যা তাদের দেবতাদের অংশ, তা আল্লাহর কাছে পৌছে না কিন্তু যা আল্লাহর অংশ, তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছায়। তারা যা মীমাংসা করে, তা বড়ই নির্কষ্ট।^(১৩৬, ৬)

পাঁচ) মূর্তিদের সন্তুষ্টি পাওয়ার একটা উপায় তারা এটা নির্ধারণ করেছিলো যে, পৌত্রিকরা উৎপাদিত ফসল এবং চতুর্পদ পশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানত করতো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে

ଇଚ୍ଛା କରି, ସେ ଛାଡ଼ା କେଉ ଏସବ ଆହାର କରତେ ପାରବେ ନା ଏବଂ କତକ ଗବାଦିପଣ୍ଡର ପିଠେ ଆରୋହଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାର ସମୟ ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ନାମ ନେଯ ନା ।’ (୧୩୮,୬)

ଛୟ) ଏସବ ପଣ୍ଡର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ ବାହିରା, ସାଯେବା, ଓୟାସିଲା ଏବଂ ହାମୀ । ଇବନେ ଇସହାକ ବଲେଛେନ, ଆର ବାହିରା ସାଯେବାର କନ୍ୟା ଶାବକକେ ବଲା ହ୍ୟ । ସାଯେବା ସେଇ ଉଟନୀକେ ବଲା ହ୍ୟ ଯାର ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ଦଶବାର ମାଦୀ ବାଚ୍ଚା ହ୍ୟ । ଏର ମଧ୍ୟେ କୋନ ନର ବାଚ୍ଚା ହ୍ୟ ନା । ଏ ଧରନେର ଉଟନୀକେ ସ୍ଵାଧୀନଭାବେ ଛେଡେ ଦେଯା ହ୍ୟ । ସେଇ ଉଟନୀର ପିଠେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାର କରା ହ୍ୟ ନା । ତାର ପଶମ କାଟା ହ୍ୟ ନା । ମେହମାନ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉ ତାର ଦୁଧ ପାନ କରେ ନା । ଏଗାରବାରେର ସମୟ ଏଇ ଉଟନୀ ଯେ ବାଚ୍ଚା ଦେଯ ସେଇ ବାଚ୍ଚାକେ ମାଯେର ସାଥେ ସ୍ଵାଧୀନଭାବେ ଛେଡେ ଦେଯା ହ୍ୟ । ତାର ପିଠେଓ ଆରୋହଣ କରା ହ୍ୟ ନା । ତାର ପଶମ କାଟା ହ୍ୟ ନା । ମେହମାନ ବାଦେ କେଉ ତାର ଦୁଧ ପାନ କରେ ନା । ଏଇ ଉଟନୀ ହଞ୍ଚେ ବାହିରା । ତାର ବାଚ୍ଚା ହଞ୍ଚେ ସାଯେବା ।

ଓୟାସିଲା ସେଇ ବକରିକେ ବଲା ହ୍ୟ ଯେ ବକରି ଦୁଃଟି କରେ ପାଂଚବାର ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ମାଦୀ ବାଚ୍ଚା ପ୍ରସବ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପାଂଚବାରେ ଦଶଟି ମାଦୀ ବାଚ୍ଚା ଦେଯ ଏବଂ ଏର ମଧ୍ୟେ କୋନ ନର ବାଚ୍ଚା ଦେଯ ନା । ଏଇ ବକରିକେ ଓୟାସିଲା ବଲା ହ୍ୟ, ଯେହେତୁ ତାରା ସବ ବାଚ୍ଚାକେ ପରମ୍ପରେର ସାଥେ ଜୁଡ଼େ ଦେଯ । ଏରପର ଏସବ ବକରି ଘଟିବାରେ ଯେ ବାଚ୍ଚା ପ୍ରସବ କରେ, ସେ ବାଚ୍ଚାର ଗୋଶତ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷେରୀ ଖେତେ ପାରେ, ମହିଳାଦେର ଜନ୍ୟେ ତାର ଗୋଶତ ନିଷିଦ୍ଧ । ତବେ କୋନ ବାଚ୍ଚା ବା ଶାବକ ମୃତ ପ୍ରସବ କରଲେ ସେଇ ବାଚ୍ଚାକେ ନାରୀ-ପୁରୁଷ ସବାଇ ଖେତେ ପାରେ ।

‘ହାମୀ’ ସେଇ ପୁରୁଷ ଉଟକେ ବଲା ହ୍ୟ, ଯାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥେକେ ପରପର ଦଶଟି ମାଦୀ ବାଚ୍ଚା ଜନ୍ୟ ନେଯ । ଏର ମାବେ କୋନ ନର ବାଚ୍ଚା ଜନ୍ୟ ନା ନେଯ । ଏ ଧରନେର ଉଟଟେ ପିଠେ ସଂରକ୍ଷିତ ରାଖା ହ୍ୟ । ଏଦେର ପିଠେ କାଟିକେ ଆରୋହନ କରତେ ଦେଯା ହ୍ୟ ନା, ଗାୟେର ପଶମ କାଟା ହ୍ୟ ନା । ଉଟଟେ ପାଲେର ମଧ୍ୟେ ଏ ଉଟକେ ସ୍ଵାଧୀନଭାବେ ବିଚରଣେର ଜନ୍ୟେ ଛେଡେ ଦେଯା ହ୍ୟ । ଏଛାଡ଼ା ଏଦେର ଦିଯେ ଅନ୍ୟ କୋନ ପ୍ରକାର କାଜ ଓ ନେଯା ହ୍ୟ ନା । ଆଇଯାମେ ଜାହେଲିଆତେ ପ୍ରଚଲିତ ଏସବ ପ୍ରକାରେର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏବଂ ରୀତିନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା କୋରାଆନେ ବଲେନ, ‘ବାହିରା, ସାଯେବା, ଓୟାସିଲା ଏବଂ ହାମୀ ଆଲ୍ଲାହ ସ୍ତ୍ରି କରେନନି କିନ୍ତୁ କାହେରା ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟ ଆରୋପ କରେ ଏବଂ ତାଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ତା ଉପଲଦ୍ଧି କରେ ନା ।’ (୧୦୩, ୫)

ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା କୋରାଆନେ ଆରୋ ବଲେନ, ‘ଓରା ଆରୋ ବଲେ, ଏସବ ଗବାଦି ପଣ୍ଡର ଗର୍ଭେ ଯା ରଯେଛେ ତା ଆମାଦେର ପୁରୁଷଦେର ଜନ୍ୟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଟା ଆମାଦେର ଶ୍ରୀଦେର ଜନ୍ୟେ ଅବୈଧ ଆର ସେଟି ଯଦି ମୃତ ହ୍ୟ, ତବେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସବାଇ ଓତେ ଅଂଶୀଦାର । ତାଦେର ଏକପ ବଲାର ପ୍ରତିଫଳ ତିନି ତାଦେର ଦେବେନ ।’ ତିନି ପ୍ରଜାମୟ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ । (୧୩୯, ୬)

ଚତୁର୍ଦ୍ଦେଶ ପଣ୍ଡଦେର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଶ୍ରୀବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହିରା, ସାଯେବା ପ୍ରଭୃତିର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବର୍ଣନା କରା ହେଯେ ।^୪ ଇବନେ ଇସହାକେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ସାଥେ ଏର କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଯେଛେ ।^୫

ହ୍ୟରତ ସାଈଦ ଇବନେ ମୋସାଯେବ (ର.) ବଲେନ, ଏସବ ପଣ୍ଡ ହଞ୍ଚେ ଓଦେର ତାଗୁତଦେର ଜନ୍ୟେ ।^୬ ସହିହ ବୋଖାରୀତେ ବର୍ଣିତ ହେଯେ ଯେ, ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମେ ପଣ୍ଡ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମର ଇବନେ ଲୋହାଇ ଛେଡେଛିଲୋ ।^୭

ଆରବେର ଲୋକେରା ଏ ବିଶ୍ୱାସେର ସାଥେ ଏସବ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲନ କରତେ ଯେ, ମୂର୍ତ୍ତି ତାଦେରକେ ଆଲ୍ଲାହର କାହାକାହି ପୌଛେ ଦେବେ ଏବଂ ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ସୁପାରିଶ କରବେ ।

୪. ସୀରାତେ ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ୮୯-୯୦

୫. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୯୯

୬. ଏ

ପବିତ୍ର କୋରଆନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ପୌତ୍ରିକରା ବଲତୋ, ଆମରାତୋ ଏଦେର ପୂଜା ଏଜନ୍ୟେ କରି ଯେ, ଏରା ଆମାଦେରକେ ଆଲ୍ଲାହର ସାନ୍ନିଧ୍ୟେ ଏମେ ଦେବେ ।’

ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା କୋରଆନେ ଆରୋ ବଲେନ, ‘ଓରା ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା ଯାର ଇବାଦତ କରେ ତା ଓଦେର କ୍ଷତିଓ କରେ ନା, ଉପକାରଓ କରେ ନା । ଓରା ବଲେ, ଏଗୁଲୋ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ସୁପାରିଶକାରୀ ।’ (୧୮,୧୦)

ମଙ୍କାର ପୌତ୍ରିକରା ‘ଆୟଲାମ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲ-ଏର ତୀର ବ୍ୟବହାର କରତୋ । ‘ଆୟଲାମ’ ହଚ୍ଛେ ‘ଯାଲାମୁନ’ ଶବ୍ଦେର ବହୁବଚନ । ଯାଲାମ ସେଇ ତୀରକେ ବଲା ହ୍ୟ, ଯେ ତୀରେ ପାଲକ ଲାଗାନେ ଥାକେ ନା । ଫାଲଗିରିର ଜନ୍ୟେ ବ୍ୟବହାର କରା ଏହି ତୀର ତିନ ପ୍ରକାରେର ହୟେ ଥାକେ । ଏକ ପ୍ରକାରର ତୀରେ ହା ଏବଂ ନା ଲେଖା ଥାକେ । ଏ ଧରନେର ତୀର ସଫର, ବିଯେ ଇତ୍ୟାଦି କାଜେ ବ୍ୟବହାର କରା ହ୍ୟ । ଫାଲେ ଯଦି ହା ପ୍ରକାଶ ପାଯ, ତବେ ପରିକଳ୍ପିତ କାଜ କରା ହ୍ୟ । ଯଦି ନା ଲେଖା ଥାକେ, ତବେ ଏକ ବଚରେର ଜନ୍ୟେ ସ୍ଥଗିତ ରାଖା ହ୍ୟ । ପରେର ବଚର ପୁନରାୟ ସେ କାଜ କରତେ ଫାଲ ଏର ତୀର ବ୍ୟବହାର କରା ହ୍ୟ । ଫାଲଗିରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ତୀରେର ମଧ୍ୟେ ପାନି, ଦୀଯତ ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଉତ୍କିର୍ଣ୍ଣ ଥାକତୋ ।

ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରେର ତୀରେର ମଧ୍ୟେ ଲେଖା ଥାକତୋ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଅଥବା ତୋମାଦେର ବାଇରେ ଥେକେ । ଏ ଧରନେର ତୀରେର କାଜ ଛିଲୋ ଯେ, କାରୋ ବଂଶ ପରିଚୟେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ଥାକଲେ ତାକେ ଏକଶତ ଉଟସହ ହୋବାଲ ମୂର୍ତ୍ତିର ସାମନେ ହାଯିର କରା ହତୋ । ସେବ ଉଟ ତୀରେର ମାଲିକ ସେବାଯେତକେ ଦେଯା ହତୋ । ସେ ଏସବ ତୀର ଏକସାଥେ ମିଲିଯେ ଘୋରାତୋ । ଏଲୋମେଲୋ କରତୋ । ଏରପର ଏକଟି ତୀର ବେର କରତୋ । ଯଦି ସେଇ ତୀରେ ଲେଖା ଥାକତୋ ଯେ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ, ତବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋତ୍ରେର ଏକଜନ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବେ ପରିଗଣିତ ହତୋ । ଯଦି ସେଇ ତୀରେ ଲେଖା ଥାକତୋ ଯେ, ତୋମାଦେର ବାଇରେର ଲୋକ । ତବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଶକ୍ତିପକ୍ଷେର ଲୋକ ମନେ କରା ହତୋ । ଯଦି ତୀରେର ଗାୟେ ଲେଖା ଥାକତୋ ମିଶ୍ର, ତବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର କୋନ ଉନ୍ନତି ଅବନତି ହତୋ ନା । ତାକେ ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ବେର ମତୋଇ ସାଧାରଣଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନେର ଅଧିକାର ଦେଯା ହତୋ ।^୭

ପୌତ୍ରିକଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାୟ ଏକଇ ଧରନେର ଆରୋ ଏକଟି ରେଓୟାଜ ଚାଲୁ ଛିଲୋ । ସେଠା ହଚ୍ଛେ ଜୁଯା ଖେଲା ଏବଂ ଜୁଯାର ତୀର । ଏ ତୀରେର ଚିହ୍ନିତକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଉଟ ଯବାଇ କରେ ସେଇ ଉଟଟର ଗୋଶତ ବନ୍ଦନ କରା ହତୋ ।^୮

ଆରବ ପୌତ୍ରିକରା ଯାଦୁକର ଓ ଜ୍ୟୋତିଷୀଦେର କଥାର ଓପରା ବିଶ୍ୱାସ ରାଖତୋ । ଏରା ଭବିଷ୍ୟତେର ଭାଲୋଗନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କେ କଥା ବଲତୋ । କେଉଁ ଦାବୀ କରତୋ ଯେ, ତାର ଅନୁଗତ ଏକଟି ଜ୍ୱାନ ରଯେଛେ, ସେଇ ଜ୍ୱାନ ତାକେ ଥିବା ଏନେ ଦିଚ୍ଛେ । କେଉଁ ଦାବୀ କରତୋ ଯେ, ତାର ମଧ୍ୟେ ଖୋଦାପ୍ରଦତ୍ତ ମେଧା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ରଯେଛେ । ଏହି ମେଧା ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶିତାର କାରଣେ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟତ୍ବାଣୀ କରତେ ପାରେ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଆରରାଫ ନାମେ ଏକଟା ଶ୍ରେଣୀ ଛିଲୋ । ଏରା ଚୁରିର ଘଟନା ସମ୍ପର୍କେ କଥା ବଲତୋ । ଚୋରାଇ ମାଲ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଚୁରିର ଜାୟଗା ଏରା ସନାକ୍ତ କରତୋ । ଜ୍ୟୋତିଷୀ ସେବର ଲୋକକେ ବଲା ହତୋ, ଯାରା ନକ୍ଷତ୍ରେ ଗତି ସମ୍ପର୍କେ ଗବେଷଣା କରତୋ ଏବଂ ହିସାବ-ନିକାଶ କରେ ବିଶ୍ୱେର ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟନା ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କେ ଭବିଷ୍ୟତ୍ବାଣୀ କରତୋ ।^୯

୭. ମୋହଦେରାତେ ଧ୍ୟାନାମି, ୧ୟ ଖତ, ପୃଃ ୫୬, ଇବନେ ହିଶାମ ୧ୟ ଖତ, ପୃଃ ୧୦୨, ୧୦୩

୮. ଏହି ନିୟମ ହିସାବ ଏବଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଯା ଖେଲତୋ, ସେ ଏକଟି ଉଟ ଯବାଇ କରେ ଦଶ ବା ଆଟାଶ ତାଗ କରତୋ । ପରେ ତୀର ଦିଯେ ଲଟାରୀ କରା ହତୋ । କୋନ ତୀରେ ଜୟେଷ୍ଠ ଥାକତୋ, କୋନ ତୀରେ କୋନ ଚିହ୍ନିତ ଥାକତ ନା । ଯାର ନାମେର ଓପର ଜୟ ସୂଚକ ତୀର ବେର ହତୋ, ତାକେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରା ହତୋ ଏବଂ ଉଟଟର ଗୋଶତ ସେ ବିନାମୂଲ୍ୟେ ପେତୋ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମେ ଚିହ୍ନ ବିହିନ ତୀର ଉଠିଲୋ, ତାକେ ଗୋଶତର ମୂଲ୍ୟ ଦିତେ ହତୋ ।

୯. ମେରାତୁଳ ମାଧ୍ୟାତିତି, ଶରହେ ମେଶକାତୁଳ ମାଛାବିହ ୨ୟ ଖତ, ପୃଃ ୨, ଓ ଲାଙ୍କୋର ସଂକର ।

ଜ୍ୟୋତିଷୀର କଥାର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକ୍ଷେ ନକ୍ଷତ୍ରେ ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନେର ଶାମିଲ । ମଙ୍କାର ପୌତ୍ରିକରା ନକ୍ଷତ୍ରେ ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ରାଖତୋ ଏବଂ ବଲତୋ, ଅମୁକ ଅମୁକ ନକ୍ଷତ୍ର ଥେକେ ଆମାଦେର ଓପର ବୃଣ୍ଟି ବର୍ଷିତ ହୁଏ ।¹⁰

ଏକଇ ଧରନେର ଆରୋ ଅନେକ କାଜ ତାରା ଭାଲୋମନ୍ଦ ନିର୍ମଳଗେର ଜନ୍ୟେ କରତୋ । ସେଟା ହଞ୍ଚେ ଖରଗୋଶେର ହାଁଟୁର ଏକଥାନି ହାଡ଼ ଝୁଲିଯେ ଦିତୋ । କିଛୁ ଦିନ ଓ ମାସ, କିଛୁ ପଣ୍ଡ, କିଛୁ ନର ଏବଂ କିଛୁ ନାରୀକେ ତାରା ଅଶୁଭ ମନେ କରତୋ । ଅସୁନ୍ଦ ଲୋକଦେର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥେକେ ତାରା ଦୂରେ ଥାକତୋ ଏବଂ ତାର ଦେଖାକେ କ୍ଷତିକର ମନେ କରତୋ । ରହୁ ବେରିଯେ ଯାଓଯାର ପର ଉତ୍ସୁକେ ପରିଣତ ହୟ ବଲେ ତାରା ଧାରଣା କରତୋ । ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତତାୟୀର କାହିଁ ଥେକେ ବେଦଲା ନେଯା ନା ହଲେ ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହୁ ଶାନ୍ତି ପାଇ ନା ବଲେ ତାରା ବିଶ୍ୱାସ କରତୋ । ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆସ୍ତା ପାହାଡ଼େ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଯ ଏବଂ ପିପାସା, ପିପାସା, ଆମାକେ ପାନ କରାଓ, ପାନ କରାଓ ବଲେ ଚିକାର କରତେ ଥାକେ ବଲେ ତାରା ବିଶ୍ୱାସ କରତୋ । ହତ୍ୟାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଯା ହଲେ ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହୁ ଶାନ୍ତି ପାଇ ବଲେ ତାରା ବିଶ୍ୱାସ କରତୋ ।¹¹

ଦ୍ଵୀନେ ଇବରାହିମୀତେ କୋରାଯଶଦେର ବିବାଦ

ଆଇଯାମେ ଜାହେଲିଯାତେ ଲୋକଦେର ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ କାଜ ସମ୍ପର୍କେ ମୋଟାମୁଠି ଆଲୋକପାତ କରା ହଲୋ । ଏସବ କିଛୁର ପାଶାପାଶି ଦ୍ଵୀନେ ଇବରାହିମୀ ଓ ତାରା ଆଂଶିକଭାବେ ପାଲନ କରତୋ । ଅର୍ଥାଂ ଇବରାହିମୀ ଦ୍ଵୀନ ତାରା ପୁରୋପୁରି ପରିତ୍ୟାଗ କରେନି । ତାରା କାବାଘର ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ୟାକ ଏବଂ ମଙ୍କାର ବାସିନ୍ଦା, ଆମାଦେର ସମର୍ଥ୍ୟାଦାର କେଉଁ ନେଇ । ଆମାଦେର ସମତୁଳ୍ୟ ଅଧିକାର କାରୋ ନେଇ । ଏ କାରଣେ ତାରା ନିଜେଦେର ନାମକରଣ କରତେ ହସ୍ତ । ଅର୍ଥାଂ ବାହାଦୁର ଏବଂ ଗରମଜୋଶ । ତାରା ବଲତୋ, ଆମାଦେର ଅତି ଅସାଧାରଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଯେଛେ । କାଜେଇ କାବାଘରର ସୀମାନାର ବାଇରେ ଯାଓଯା ଆମାଦେର ଶୋଭନୀୟ ନୟ । ହଜ୍ଜେର ସମୟେ ତାରା ଆରାଫାତେ ଯେତୋ ନା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେଖାନ ଥେକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରତୋ ନା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରା ମୋଯଦାଲେଫାଯ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ସେଖାନ ଥେକେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରତୋ । ଆଶ୍ଵାହ ତାଯାଳୀ ଏହି ବେଦଯା'ତକେ ସଂଶୋଧନ କରେ ବଲେନ, 'ଅତପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଥାନ ଥେକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତୋମରାଓ ମେହି ସ୍ଥାନ ଥେକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ।'¹² (୧୯୯, ୨)

ପୌତ୍ରିକଦେର ଏକଟି ବେଦଯା'ତ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ତାରା ବଲତୋ, ହୃଦୟ ଅର୍ଥାଂ କୋରାଯଶଦେର ଜନ୍ୟେ ଏହରାମ ବାଁଧା ଅବସ୍ଥାଯ ପନିର ଏବଂ ଧି ତୈତୀ କରା ବୈଧ ନୟ । ପଶମଓଯାଳା ଘରେ ଅର୍ଥାଂ କହିଲେର ତାଁବୁତେ ପ୍ରବେଶ ହେଯାଓ ବୈଧ ନୟ । ଏଟାଓ ବୈଧ ନୟ ଯେ, ଛାଯା ପେତେ ହୁଲେ ଚାମଡ଼ାର ତାଁବୁ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ଛାଯା ଲାଭ କରିବେ ।¹³

ତାଦେର ଏକଟି ବେଦଯା'ତ ଏଟାଓ ଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ବଲତୋ, ମଙ୍କାର ବାଇରେ ଥେକେ ଯାରା ହଜ୍ଜ ବା ଓମରାହ କରତେ ଆସିବେ, ତାଦେର ନିଯେ ଆସା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଖାଓଯା ବୈଧ ନୟ ।¹⁴

10. ସହିହ ମୋସଲେମ, ଶରହେ ନବବୀ, କିତାବୁଲ ଇମାନ । (୧ମ ଖତ ପୃଃ ୯୫)

11. ସହିହ ମୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ. ପୃଃ ୮୫୧, ୮୫୭

12. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୧୯୯, ସହିହ ମୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ. ପୃଃ ୨୨୬

13. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୦୨

14. ଏ

ଏକଟି ବେଦ୍ୟାତ ଏହି ଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ମଙ୍କାର ବାଇରେ ଅଧିବାସୀଦେର ଆଦେଶ ଦିଯେ ରେଖେଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ହରମେ ଆସାର ପର ପ୍ରଥମ ଯେ ତଓୟାଫ କରବେ, ସେଇ ତଓୟାଫ ହମ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କୋରାଯଶଦେର କାହିଁ ଥେକେ ନେଯା କାପଡ଼େ କରତେ ହବେ । ଯଦି କାପଡ଼ ନା ପେତୋ, ତବେ ପୁରସ୍ତେରା ଉଲଙ୍ଘ ହେଁ ତଓୟାଫ କରତୋ ଏବଂ ମହିଳାରା ସବ ପୋଶାକ ଖୁଲେ ଫେଲେ ଏକଟି ଛୋଟ ଖୋଲା ଜାମା ପରିଧାନ କରେ ତଓୟାଫ କରତୋ । ତଓୟାଫେର ସମୟ ତାରା ଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରତୋ,

‘ଲଜ୍ଜାସ୍ଥାନେର କିଛୁଟା ବା ସବୁଟକୁ ଖୁଲେ ଯାବେ ଆଜ । ଯେଟୁକୁ ଯାବେ ଦେଖା ଭାବବ ନା ଅବୈଧ କାଜ ।’

ଏ ଅଶ୍ଵିଲ ଆଚରଣ ବନ୍ଧ କରତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଏହି ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେନ, ‘ହେ ବନି ଆଦମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମାଧେର ସମୟ ସୁନ୍ଦର ପରିଚନ ପରିଧାନ କରବେ ।’ (୩୧, ୭)

ଯଦି ମଙ୍କାର ବାଇରେ ଥେକେ ଆସା କୋନ ପୁରସ୍ତ ବା ନାରୀ ମଙ୍କାର ବାଇରେ ଥେକେ ନିଯେ ଆସା ପୋଶାକେ ତଓୟାଫ କରତୋ, ତବେ ତଓୟାଫ ଶେଷେ ସେଇ ପୋଶାକ ଛୁଡ଼େ ଫେଲେ ଦେଯା ହତୋ । ସେ ପୋଶାକ ନିଜେକେ ବ୍ୟବହାର କରତୋ ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରତୋ ନା । ୧୫

କୋରାଯଶଦେର ଏକଟି ବେଦ୍ୟାତ ଏହି ଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ଏହରାମ ବାଁଧା ଅବସ୍ଥା ଘରେର ଦରୋଜା ଦିଯେ ପ୍ରବେଶ କରତୋ ନା ବରଂ ଘରେର ପେଛନେର ଦିକେ ଏକଟା ଛିଦ୍ର କରେ ନିତୋ, ସେଇ ଛିଦ୍ର ଦିଯେ ପ୍ରବେଶ କରତୋ ଏବଂ ବାଇରେ ବେର ହତୋ ।

ଏ ଧରନେର ଉତ୍ପତ୍ତ କାଜକେ ତାରା ପୁଣ୍ୟର କାଜ ମନେ କରତୋ । ପରିବ୍ରଜକେ କୋରାମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାଦେରକେ ଏରପ କରତେ ନିଷେଧ କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ବଲେନ, ‘ପେଛନ ଦିକ ଦିଯେ ତୋମାଦେର ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ କରାତେ କୋନ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଆହେ କେଉଁ ଯଦି ତାକାଯା ଅବଲମ୍ବନ କରେ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ଦରଜା ଦିଯେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୋ । ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରୋ ଯାତେ, ତୋମରା ସଫଳକାମ ହତେ ପାରୋ ।’ (୧୮୯, ୨)

ଏହି ଛିଲୋ ପୌତ୍ତିଲିକଦେର ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନେର ଝପରେଥା ।

ଏହାହା ଜ୍ଞାନିରାତ୍ମଳ ଆରବେର ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକାଯ ଇହୁଦୀ, ଖୃଷ୍ଟାନ, ମାଜୁସିୟତ ବା ଅଗ୍ନିପୂଜକ ଏବଂ ସାବେହି ମତବାଦେର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଛିଲୋ । ନିଚେ ଏଦେର ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁ ଆଲୋକପାତ କରା ଯାଚେ:

ଜ୍ଞାନିରାତ୍ମଳ ଆରବେ ଇହୁଦୀଦେର ଛିଲୋ ଦୁଇ ଯୁଗ ଛିଲୋ ସେଇ ସମୟ ଯଥନ ବାବେଲ ଓ ଆଶ୍ରମ ସରକାର ଫିଲିସ୍ତିନ ଜୟ କରେଛିଲୋ । ଏ ସମୟ ଇହୁଦୀରା ସ୍ଵଦେଶ ତ୍ୟଗ କରତେ ବାଧ୍ୟ ହେଁ । ସେଇ ସରକାରେର କଠୋର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ନିଷ୍ପେଣ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ଜନବସତିର ଧର୍ବସ ସାଧନେର ଫଳେ ବହସଂଖ୍ୟକ ଇହୁଦୀ ହେଜାଯ ଛେଡ଼ ଫିଲିସ୍ତିନେର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରେଛିଲୋ । ୧୬

ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଛିଲୋ ସେଇ ସମୟ ଯଥନ ୭୦ ଈସାଯୀ ସାଲେ ଟାଇଟାସ ନମୀର ନେତୃତ୍ବେ ରୋମକରା ଫିଲିସ୍ତିନ ଅଧିକାର କରେ । ସେଇ ସମୟ ରୋମକଦେର ଇହୁଦୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଧର୍ବସଯଜ୍ଞେର ଫଳେ ବହ ଇହୁଦୀ ଗୋତ୍ର ହେଜାଯେ ପାଲିଯେ ଆସେ । ଏରା ଇରାନେର ଖୟବର ଓ ତାଯମାସେ ବସତି ଗଡ଼େ ତୋଳେ ଏବଂ ଦୂର ନିର୍ମାଣ କରେ । ଏସବ ଦେଶତ୍ୟାଗୀ ଇହୁଦୀଦେର ସାଥେ ମେଲାମେଶାର ଫଳେ ଆରବ ଅଧିବାସୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ-ଚିନ୍ତାର ପ୍ରସାର ଘଟେ । ଏର ଫଳେ ଇସଲାମେର ଆବିର୍ଭାବେର ଆଗେ ଏବଂ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ଇହୁଦୀରାଓ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିତେ ପରିଗତ ହେଁ । ଇସଲାମେର ଆବିର୍ଭାବେର ସମୟ ଯେସବ ଇହୁଦୀ ଗୋତ୍ର ବିଖ୍ୟାତ ଛିଲୋ, ସେଗୁଲେ ହଚେ ଖୟବର, ନାଯିର, ମୋତ୍ତାଲେକ, କୋରାଯା, କାଯନ୍ତୁକା ସାମହୁଦୀ । ‘ଅଫା ଓୟା ଅଫା’ ଏହେବେ ୧୧୬ ପୃଷ୍ଠାଯ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ଯେ, ଏସମୟ ଇହୁଦୀ ଗୋତ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ବିଶ-ଏର ବେଶ । ୧୭

୧୫. ଏ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୦୨, ୨୦୩, ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୨୬

୧୬. କଲ୍ପବେ ଜମିରାତ୍ମଳ ଅରବ ପୃ. ୨୫୧

୧୭. ଏ

ଇଯେମେନେ ଇହନ୍ଦୀ ଛିଲୋ ଶକ୍ତିଶାଲୀ । ତାବାନ ଆସାଦ ଆବୁ କାରାବ ନାମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ଇଯେମେନେ ଇହନ୍ଦୀ ମତବାଦ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ । ଯୁଦ୍ଧ କରତେ କରତେ ସେ ଇଯାସରେବ ପୌଛେ ।

ଇଯାସରେବ ଯାଓୟାର ପର ସେ ଇହନ୍ଦୀ ମତବାଦେର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏବଂ ବନୁ କୋରାଯାର ଦୁ'ଜନ ଇହନ୍ଦୀ ଧର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଇଯେମେନେ ପୌଛେ । ଏଦେର ମାଧ୍ୟମେ ଇଯେମେନେ ଇହନ୍ଦୀ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ । ଆବୁ କାରାବେର ପର ତାର ପୁତ୍ର ଇଉସୁଫ ଜୁନୁଯାସ ଇଯେମେନେର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରେ । ଇହନ୍ଦୀ ମତବାଦେର ଜୋଶେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାୟରାନେର ଖୃଷ୍ଟାନଦେର ଓପର ହାମଲା ଚାଲାଯ ଏବଂ ଜୋର କରେ ତାଦେରକେ ଇହନ୍ଦୀ ଧର୍ମେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାରା ଅସ୍ତ୍ରୀକୃତି ଜାନାଯ । ତୁନ୍ଦ ଜୁନୁଯାସ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଖନନ କରିଯେ ସେ ଗର୍ତ୍ତେ ଆଶ୍ଵଳ ଜୁଲିଯେ ଦେଇ । ତାରପର ଦାଉ ଦାଉ କରେ ପ୍ରଜାଲିତ ଆଶ୍ଵଳେ ନାରୀ-ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ-ବୃଦ୍ଧ ସବ ଶ୍ରେଣୀର ମାନୁଷଙ୍କେ ସେଇ ଗର୍ତ୍ତେ ଫେଲେ ଦେଇ । ଏ ଘଟନାଯ ବିଶ ଥେକେ ଚବିଶ ହଜାର-ମାନୁଷଙ୍କେ ହତ୍ୟା କରା ହୁଏ । ୫୨୩ ଟେସାଯୀ ସାଲେ ଅଷ୍ଟୋବର ମାସେ ଏ ଘଟନା ଘଟେ । ପବିତ୍ର କୋରାଆନେର ସୂରା ବୁରଙ୍ଗେ ଏ ଘଟନାର ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ ।¹⁸

ଆରବ ଦେଶମୁହଁ ଟେସାଯୀ ବା ଖୃଷ୍ଟଧର୍ମ ଆବିସିନୀୟ ଏବଂ ରୋମକ ବିଜୟାଦେର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଯେଛିଲୋ । ଇତିପୂର୍ବେଇ ଉତ୍ସେଖ କରା ହୁଯେଛେ ଯେ, ଇଯେମେନେର ଓପର ଆବିସିନୀୟରା ପ୍ରଥମବାର ୩୪୦ ସାଲେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାର କରେ । ୩୭୮ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅବହ୍ଲା ବଜାଯ ଛିଲୋ । ଏ ସମୟେ ଇଯେମେନେ ଖୃଷ୍ଟାନ ମିଶନାରୀ କାଜ କରତେ ଥାକେ । ସେଇ ସମୟେ ଫେରିଟିଉନ ନାମେ ଏକଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ନାୟରାନ ପୌଛେ । ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କରେ ମଧ୍ୟେ ଟେସାଯୀ ବା ଖୃଷ୍ଟାନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେନ । ନାୟରାନେର ଅଧିବାସୀରା ଖୃଷ୍ଟାନ ଧର୍ମର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପାଓୟାର ପର ଖୃଷ୍ଟାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ।¹⁹

ଜୁନୁଯାସେର ହତ୍ୟାକାନ୍ଦେର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ତଥନୋ ମୁଛେ ଯାଇନି । ଏ ମର୍ମାଣିକ ଘଟନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିସାବେ ହାବିଶୀର ପୁନରାୟ ଇଯେମେନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ଆବରାହା କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରେ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହେର ସାଥେ ଖୃଷ୍ଟାନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରେର ଉଦ୍ୟୋଗ ନେଇ । ଉତ୍ସାହେର ଆତିଶ୍ୟେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଯେମେନେ ଏକଟି ମନ୍ଦିର ତୈରି କରେ । ସେ ଚାହିଁଲୋ ଯେ, ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମାନୁଷରା ମକ୍କାର କାବାଘରେ ନା ଗିଯେ ତାର କୈନ୍ତିରୀ ମନ୍ଦିରେ ଯାବେ । ଏ ଦୁରାଚାର ଏ ଉଦ୍ୟୋଗେ ମକ୍କାଯ କାବାଘର ଧର୍ମ କରେ ଦେଇର ଉଦ୍ୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏ ଘୟ ଦୁଃଖାହସ ଦେଖାନୋର ଫଳେ ଆହ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାକେ ଏମନ ଶାସ୍ତି ଦିଲେନ ଯେ, ସେ ଘଟନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକଳେ ଜନ୍ୟ ଶିକ୍ଷନୀୟ ହୁୟେ ରହିଲ ।

ଅନ୍ୟଦିକେ ରୋମକରା ଅଧିକୃତ ଏଲାକାର ପ୍ରତିବେଶୀ ହେଉଥାଇ ଆଲେ ଗାସସାନ, ବନୁ ତାଗଲାବ, ବନୁ ତାଇ ପ୍ରଭୃତି ଆରବ ଗୋଟେର ମଧ୍ୟେ ଖୃଷ୍ଟାନ ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାର ଲାଭ କରେ । ହୀରାର କୁଣ୍ଡକଜନ ଆରବ ଶାସକ ଓ ଖୃଷ୍ଟାନ ଧର୍ମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହନ ।

ମାଜୁସୀ ଧର୍ମ ବା ଅଗ୍ନିପ୍ରଜକଦେର ଅଧିକାଂଶ ବସବାସ କରତେ ପାରସ୍ୟେର ପ୍ରତିବେଶୀ ଆରବ ଦେଶମୁହଁ । ଯେମନ ଇରାକ, ବାହରାଇନ ଓ ଆରବ ଉପସାଗରେର ଉପକୂଳୀୟ ଏଲାକା । ଏହା ଛିଲୋ ହ୍ୟରତ ଇତ୍ରାହିମ (ଆ.)-ଏର ବଂଶଧର । ପ୍ରାଚୀନକାଳେ ସିରିଆ ଏବଂ ଇଯେମେନେର ବହୁ ଅଧିବାସୀ ଏ ଧର୍ମର ଅନୁସାରୀ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଇହନ୍ଦୀ ଏବଂ ଖୃଷ୍ଟାନ ଧର୍ମର ଜୟ ଜୟକାର ଶୁରୁ ହଲେ ଏ ଧର୍ମର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ ।

18. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ ପୃ. ୨୦, ୨୧, ୨୨, ୨୭, ୩୧, ୩୫, ୩୬ ଏ ଛାଡାଓ ତାଫ୍ସିର ସମ୍ମହଁ ।

19. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ ପୃ. ୩୧, ୩୨, ୩୩, ୩୪

তবুও মাজুসিদের সাথে মিশ্রিতভাবে বা তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে ইরাক এবং আরব উপসাগারীয় এলাকায় এ ধর্মের কিছু অনুসারী অবশিষ্ট ছিলো।^{২০}

সাধারণ ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের সময় উল্লেখিত কয়েকটি ধর্ম আরবে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু এ সকল ধর্মমত ছিলো ভাঙ্গনের মুখে। পৌত্রলিকরা যদিও নিজেদেরকে দ্বীনে ইবরাহীমীর অনুসারী মনে করতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বীনে ইবরাহীমীর আদেশ নিষেধ থেকে বহু দূরে অবস্থান করতো।

দ্বীনে ইবরাহীমী উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে যেসব শিক্ষা দিয়েছিলো, তার সাথে পৌত্রলিকদের দূরতম সম্পর্কও ছিলো না। তারা পাপের পাঁকে ছিলো নিমজ্জিত। দীর্ঘকাল থেকে তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার মাধ্যমে সৃষ্টি পাপাচার অনাচার কুন্দাচার বিদ্যমান ছিলো। এসব কারণে তাদের সশ্মিলিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো।

ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের ছিলো আকাশছোয়া অহংকার। ইহুদী পুরোহিতরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই প্রভু হয়ে বসেছিলো। তারা মানুষের ওপর নিজেদের ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দিতো। তারা মানুষের চিঞ্চা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা এবং মুখের কথা নিজেদের মর্জির অধীন করে দিয়েছিলো। তারা সর্বতোভাবে ক্ষমতা এবং অর্থ সম্পদ উপার্জনে নিয়োজিত ছিলো। যে কোন মূল্যে এসব কিছু করায়ত করতেই তারা ছিলো সতত উদগ্রীব। ধর্ম নষ্ট করে হলেও ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ তারা পেতে চাইতো। পৌত্রলিকরা কুফুরী ও খোদাদোহিতায় লিঙ্গ ছিলো। এসব অপকর্ম তাদের ইচ্ছা পূরণের সঙ্গী ছিলো। আল্লাহর নির্দেশ তারা উপেক্ষা করতে এতটুকু ইতস্তত করতো না।

খৃষ্টধর্ম ছিলো এক উন্নত মূর্তিপূজার ধর্ম। তারা আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষকে বিশ্বাসকরভাবে একাকার করে দিয়েছিলো। আরবের যেসব লোক এ ধর্মের অনুসারী ছিলো, তাদের ওপর এ ধর্মের প্রকৃত কোন প্রভাব ছিলো না। কেননা দ্বীনের শিক্ষার সাথে তাদের ব্যক্তি জীবনের কোন মিল ছিলো না। কোন অবস্থায়ই তারা নিজেদের ভোগ সর্বো জীবন-যাপন পরিত্যাগ করতে রায় ছিলো না। পাপের পক্ষে নিমজ্জিত ছিলো তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন।

আরবের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জীবনও ছিলো পৌত্রলিকদের মতো। কেননা তাদের ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও মনের দিক থেকে তারা ছিলো একই রকম। শুধু মনের দিক থেকেই নয়, জীবনাচার এবং রূসম রেওয়াজের ক্ষেত্রেও তারা ছিলো এক ও অভিন্ন।

জাহেলী সমাজের কিছু খন্দ চিত্র

জায়িরাতুল আরবের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করার পর এবার সেখানকার সামগ্রিক, অর্থনৈতিক এবং চারিত্রিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে

সামগ্রিক অবস্থা

আরবের জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো। প্রতিটি শ্রেণীর অবস্থা ছিলো অন্য শ্রেণীর চেয়ে আলাদা। অভিজাত শ্রেণীতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিলো যথেষ্ট উন্নত। এ শ্রেণীর মহিলাদের স্বাধীনতা ছিলো অনেক। এদের কথার মূল্য দেয়া হতো। তাদের এতেটা সম্মান করা হতো এবং নিরাপত্তা দেয়া হতো যে, এরা পথে বেরোলে এদের রক্ষের জন্যে তলোয়ার বেরিয়ে পড়তো এবং রক্ষপাত হতো। কেউ যখন নিজের দানশীলতা এবং বীরত্ব প্রসঙ্গে নিজের প্রশংসা করতো, তখন সাধারণত মহিলাদেরই সঙ্গেধন করতো। মহিলারা ইচ্ছে করলে কয়েকটি গোত্রকে সঙ্গি-সমর্থোত্তর জন্যে একত্রিত করতো, আবার তাদের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্ষপাতের আগুনও জ্বালিয়ে দিতো। এসব কিছু সঙ্গেও পুরুষদেরই মনে করা হতো পরিবারের প্রধান এবং তাদের কথা গুরুত্বের সাথে মান্য করা হতো। এ শ্রেণীর মধ্যে নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে নির্মিত হতো এবং মহিলাদের অভিভাবকদের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন হতো। অভিভাবক ছাড়া নিজে বিয়ে করার মতো কোনো অধিকার নারীদের ছিলো না।

অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা এরকম হলো অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা ছিলো ভিন্নরূপ। সেসব শ্রেণীর মধ্যে নারী পুরুষের যে সম্পর্ক ছিলো সেটাকে পাপাচার, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, অশীলতা এবং ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। হ্যারত আয়েশা (রা.) বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতে বিয়ে ছিলো চার প্রকার।

প্রথমটা ছিলো বর্তমানকালের অনুরূপ। যেমন, একজন মানুষ অন্যকে তার অধীনস্থ মেয়ের জন্যে পয়গাম পাঠাতো। সে তা মঙ্গুর হওয়ার পর মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে বিবাহ হতো।

দ্বিতীয়টা ছিলো এমন, বিবাহিত মহিলা রজস্তাব থেকে পাক সাফ হওয়ার পর তার স্বামী তাকে বলতো, অমুক লোকের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে তার কাছ থেকে তার লজ্জাহান অধিকার করো। অর্থাৎ তার সাথে ব্যভিচার করো, এ সময় স্বামী নিজ স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতো, কাছে যেতো না। যে লোকটাকে দিয়ে ব্যভিচার করানো হচ্ছিলো, তার দ্বারা নিজ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যেতো না। গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীর কাছে যেতো। এরূপ করার কারণ ছিলো যাতে, সন্তান অভিজাত এবং পরিপূর্ণ হতে পারে। একে বলা হয় ‘এসতেবজা’ বিবাহ। ভারতেও এ বিয়ে প্রচলিত আছে।

তৃতীয়ত, দশজন মানুষের চেয়ে কম সংখ্যক মানুষ কোন এক জায়গায় একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করতো। গর্ভবতী এবং সন্তান প্রসবের পর সেই মহিলা সেসব পুরুষকে কাছে ডেকে আনতো। এ সময় কারো অনুপস্থিত থাকার উপায় ছিলো না। সকলে উপস্থিত হলে সেই মহিলা বলতো, তোমরা যা করেছো সে তো তোমরা জানো, এখন আমার গর্ভ থেকে এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে হে অমুক, এ সন্তান তোমার। সেই মহিলা ইচ্ছেমতো যে কারো নাম নিতে পারতো এবং যার নাম নেয়া হতো, নবজাত শিশুকে তার সন্তান হিসাবে সবাই মেনে নিতো।

চতুর্থত, বহুলোক একত্রিত হয়ে একজন মহিলার কাছে যেতো। সেই মহিলা যে কোন ইচ্ছুক পুরুষকেই বিমুখ করতো না বা ফিরিয়ে দিতো না। এরা ছিলো পতিতা। এরা নিজেদের ঘরের সামনে একটা পতাকা টানিয়ে রাখতো। ফলে ইচ্ছে মতো যে কেউ বিনা বাধায় তাদের কাছে যেতে পারতো। এ ধরনের মহিলা গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব করলে যারা তার সাথে মিলিত

ହେଯେଛିଲୋ ତାରା ସବାଇ ହାଧିର ହତୋ ଏବଂ ଏକଜନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କେ ଡାକା ହତୋ । ସେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାର ଅଭିମତ ଅନୁୟାୟୀ ସନ୍ତାନଟିକେ କାରୋ ନାମେ ଘୋଷଣା କରତୋ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ସେଇ ଶିଶୁ ଘୋଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ହିସାବେ ବଡ଼ ହତୋ ଏବଂ କଥିନେ ମେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନଟିକେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରତେ ପାରନ୍ତ ନା । ରସ୍ତୁଳ୍ଲାହ ସାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଆବିର୍ଭାବେର ପର ଆନ୍ତ୍ରାହ ତାମାଳା ଜାହେଲି ସମାଜେର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରଥା ବାତିଲ କରେ ଇସଲାମୀ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଲେ ।

ଆରବେ ନାରୀ ପୁରୁଷେର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ସମୟ ତଳୋଯାରେର ଧାରେର ମାଧ୍ୟମେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହତୋ । ଗୋତ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧେ ବିଜ୍ୟୀରୀ ପରାଜିତ ଗୋତ୍ରେର ମହିଳାଦେର ବନ୍ଦୀ କରେ ନିୟେ ନିଜେଦେର ହାରେମେ ଅନ୍ତରୀଗ ରାଖତୋ । ଏ ଧରନେର ବନ୍ଦିନୀର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନେରା ସମାଜେ କଥିନୋଇ ମାଥା ଉଚ୍ଚ କରେ ଦାଁଢାତେ ପାରନ୍ତ ନା । ତାରା ସବ ସମୟ ଆସ୍ତରିଚ୍ୟ ଦିତେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରତୋ ।

ଜାହେଲି ଯୁଗେ ଏକାଧିକ ଜ୍ଞାନ ରାଖା କୋନ ଦୋଷଗୀଯ ବ୍ୟାପାର ଛିଲୋ ନା । ସହୋଦର ଦୂଇ ବୋନକେଓ ଅନେକେ ଏକଇ ସମୟେ ଜ୍ଞାନ ହିସାବେ ଘରେ ରାଖତୋ । ପିତାର ତାଲାକ ଦେୟା ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ପିତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ସନ୍ତାନ ତାର ସଂସ୍ଥ ମାଯେର ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦେ ଆବନ୍ଦ ହତୋ । ତାଲାକେର ଅଧିକାର ଛିଲୋ ଶୁଭମାତ୍ର ପୁରୁଷେର ଏଥିତ୍ୟାରେ । ତାଲାକେର କୋନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛିଲୋ ନା ।

ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଜେର ସର୍ବତ୍ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଛିଲୋ । କୋନ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀ-ପୁରୁଷଇ ବ୍ୟକ୍ତିରେର କଦର୍ଯ୍ୟତା ଓ ପକ୍ଷିଲତା ଥେକେ ମୁକ୍ତ ଛିଲୋ ନା । ଅବଶ୍ୟ କିଛିସଂଖ୍ୟକ ନାରୀ-ପୁରୁଷ ଏମନ ଛିଲୋ ଯାରା ନିଜେଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵେର ଅହମିକାର କାରଣେ ଏ ଥେକେ ବିରତ ଥାକତୋ । ଏହାଡା ସାଧୀନ ମହିଳାଦେର ଅବହ୍ଲାଦିତ ତୁଳନାମୂଳକଭାବେ ଦାସୀଦେର ଚେଯେ ତାଲୋ ଛିଲୋ । ଦାସୀଦେର ଅବହ୍ଲାଦିତ ଛିଲୋ ସବଚେଯେ ଖାରାପ । ଜାହେଲି ଯୁଗେର ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ଦାସୀଦେର ସାଥେ ମେଲାମେଶାଯ ଦୋଷ ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ମନେ କରନ୍ତ ନା । ସୁନାନେ ଆବୁ ଦାଉଦେ ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ଏକଜନ ଲୋକ ଦାଁଢିଯେ ଏକଦା ବଲଲୋ, ହେ ଆନ୍ତ୍ରାହର ରସ୍ତ୍ର, ଅମୁକ ଆମାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ । ଜାହେଲି ଯୁଗେ ଆମି ତାର ମାଯେର ସାଥେ ମିଳିତ ହେଯେଛିଲାମ । ରସ୍ତୁଲ୍ଲାହ ସାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବଲଲେ, ଇସଲାମେ ଏ ଧରନେର ଦାସୀର କୋନ ସୁହୋଗ ନେଇ । ଏଥିନ ତୋ ସନ୍ତାନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଲିକାନାଧୀନ, ଯାର ଜ୍ଞାନ ବା ଶାରୀ ହିସାବେ ସେଇ ମହିଳା ପରିଚିତ । ଆର ବ୍ୟକ୍ତିରୀର ଜନ୍ୟେ ରଯେଛେ ପାଥର ନିକ୍ଷେପେ ମୃତ୍ୟୁର ଶାନ୍ତି । ହୟରତ ସାଦ ଇବନେ ଆବି ଓହାକାସ (ରା.) ଏବଂ ଆବଦ ଇବନେ ଜାମ୍ୟାର ମଧ୍ୟେ ଜାମ୍ୟାର ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଆବଦର ରହମାନ ଇବନେ ଜାମ୍ୟାର ବିଷୟେ ଯେ ଝଙ୍ଗଡା ହେଯେଛିଲୋ, ସେଟା ତୋ ସର୍ବଜନବିଦିତ । ତାହେଲି ଯୁଗେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କରେ ଛିଲୋ ବିଭିନ୍ନ ରକମେର । କିଛି ଲୋକ ଛିଲୋ ଏମନ ଯାରା ବଲତୋ, ଆମାଦେର ସନ୍ତାନ ଆମାଦେର କଲିଜାର ମତୋ ଯାରା ମାଟିତେ ଚଳାଫେରା କରେ ।

ଅନ୍ୟଦିକେ କିଛି ଲୋକ ଏମନ ଛିଲୋ, ଯାରା ଅପମାନ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଭୟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକେ ଜୀବିତ ମାଟିତେ ପ୍ରୋଥିତ କରତୋ । ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଦେର ଶୈଶବେଇ ମେରେ ଫେଲତୋ ।

ପବିତ୍ର କୋରାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ । ଏ ଅବହ୍ଲାଦ ବ୍ୟାପକଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଛିଲୋ କିନା ତା ବଲା ମୁଶକିଲ । କେବଳ ଆରବେର ଲୋକେରା ଶତ୍ରୁଦେର ମୋକାବେଲା ଏବଂ ଆସ୍ତରକାର ଜନ୍ୟେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଜାତିର ଚେଯେ ବେଶିସଂଖ୍ୟକ ଜନଶକ୍ତିର ପ୍ରୋଜନୀୟତା ଅନୁଭବ କରତୋ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ତାରା ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ଛିଲୋ ବଲା ଯାଏ ।

ସହୋଦର ଭାଇୟେର ମଧ୍ୟେକାର ସମ୍ପର୍କ, ଚାଚାତେ ଭାଇୟେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଗୋତ୍ରେର ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଲୋକଦେର ସାଥେ ପାରିପ୍ରାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥେଷ୍ଟେ ମୟବୁତ ଛିଲୋ । କେବଳ ଆରବେର ଲୋକେରା ଗୋତ୍ରୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ଏବଂ ଅହମିକାର ଜୋରେଇ ବାଁଚତୋ ଏବଂ ମରତୋ । ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ପାରିପ୍ରାରିକ ସହ୍ୟୋଗିତା ଏବଂ ସହମର୍ମିତା ପୂର୍ବମାତ୍ରା ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲୋ । ଗୋତ୍ରୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତି ହୁପିତ ଛିଲୋ ।

ତାରା ଏ ଦୃଷ୍ଟିଭକ୍ଷି ଲାଲନ କରତୋ ଯେ, ଭାଇୟେର ସାହାଯ୍ୟ କରୋ, ମେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଯା କିଛୁଇ ହୋକ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଇସଲାମ ଅତ୍ୟାଚାରୀକେ ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଥେକେ ବିରତ ରାଖାର ମାଧ୍ୟମେ ସୁବିଚାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛିଲୋ । ପ୍ରତ୍ୱତ୍ୱ ଓ ସର୍ଦ୍ଦାରୀର ଚଟୋଯ କୋନେ ଗୋତ୍ରେର ଏକଜନ ଲୋକେର ସମର୍ଥନେ

୧. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, କେତାବୁନ ନେକାହ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୭୬୯ ଆବୁ ଦାଉଦ 'ବାବେ ଓଜ୍ଜନ ନେକାହ' (ବିଭାଗିତ ବିବରଣେ ଜନ୍ୟେ ତାଫଶୀର ଫୀ ଯିଲାଲିଲ କୋରାନ ୧୪ ନେ ଖଣ୍ଡ ଦେଖୁନ)

୨. ଆବୁ ଦାଉଦ, ତାଫଶୀର ଏହାବୀରୀ, 'ଆତ ତାଲାକ ମାରରାତାନ' ମୁଦ୍ରିତ

୩. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୯୯୯, ୧୦୬୫, ଆବୁ ଦାଉଦ ।

୪. ସୂରା ଆନାମ, ଆଯାତ ୧୦୧, ସୂରା ନାହଲ ଆଯାତ ୫୮-୫୯, ସୂରା ବନି ଇସରାଇଲ, ଆଯାତ ୩୧, ୮୧, ସୂରା ଆନହାଲ ।

ଗୋତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ସବ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧେର ଜ୍ଞୟେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିତୋ । ଉଦାହରଣସଙ୍କରଣ ଆଓସ-ଖାଜରାୟ ଆବସ-ଜୁବ୍ୟାନ, ବକର-ତାଗଲାବ ପ୍ରଭୃତି ଗୋତ୍ରେର ଘଟନା ଉପ୍ଲେଖ କରା ଯାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତୋ ଅବନତି ହେଲେଛିଲୋ ଯେ, ଗୋତ୍ରସମୂହର ସମ୍ମତ ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରର ବିରଳଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧେ ବ୍ୟାପିତ ହତୋ । ଦୀନୀ ଶିକ୍ଷାର କିଛୁଟା ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଲେଶ-ରେ ଓୟାଜେର କାରଣେ ଅନେକ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧେର ବିଭିନ୍ନିକା ଓ ଭୟାବହତା କମ ହତୋ । ଅନେକ ସମୟ ସମାଜେ ପ୍ରଚଲିତ କିଛୁ ନିୟମ କାନୁନେର ଅଧୀନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନେତେ ଆବନ୍ଦ ହତୋ । ଏହାହୁଁ ନିଷିଦ୍ଧ ମାସସମୂହ ପୌତ୍ରିକଦେର ଜୀବନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଦେର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହତୋ ।

ମୋଟକଥା ସମ୍ପାଦିକ ଅବସ୍ଥା ଛିଲୋ ଚରମ ଅବନିତିଶିଳ । ମୂର୍ଖତା ଛିଲୋ ସର୍ବୟାପୀ । ନୋଂରାମୀ ଓ ପାପାଚାର ଛିଲୋ ଚରମେ । ମାନୁଷ ପଞ୍ଚର ମତୋ ଜୀବନ ଯାପନ କରତୋ । ମହିଳାଦେର ବେଚାକେନାର ନିୟମ ପ୍ରଚଲିତ ଛିଲୋ । ମହିଳାଦେର ସାଥେ ଅନେକ ସମୟ ଏମନ ଆଚରଣ କରା ହତୋ ଯେନ ତାରା ମାଟି ବା ପାଥର । ପାରଶ୍ରାମିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିଲୋ ଦୂର୍ବଳ ଏବଂ ଭତ୍ତର । ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ନାମେ ଯା କିଛୁ ଛିଲୋ ତା ପ୍ରଜାଦେର କାହିଁ ଥିଲେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ସଂପ୍ରଦାୟ କରେ କୋଷାଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ବିରଳଙ୍କେ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶେର କାଜେ ନିଯୋଜିତ ଥାକତୋ ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା

ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଛିଲୋ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଅଧୀନ । ଆରବଦେର ଜୀବିକାର ଉତ୍ସେର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଦେଖା ଯାଏ ଯେ, ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟଇ ଛିଲୋ ତାଦେର ଜୀବନେର ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହେର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟମ । ବାଣିଜ୍ୟକ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ସଂକଳନ ଛିଲୋ ନା । ଜୟିରାତୁଳ ଆରବେର ଅବସ୍ଥା ଏମନ ଛିଲୋ ଯେ, ନିଷିଦ୍ଧ ମାସସମୂହ ଛାଡ଼ା ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତାର ପରିବେଶ ଅନ୍ୟ କୋନ ସମୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲୋ ନା । ଏକାରଣେଇ ଜାନା ଯାଏ ଯେ, ନିଷିଦ୍ଧ ମାସସମୂହେଇ ଆରବେର ବିଦ୍ୟାତ ବାଜାର ଓକାଯ, ଯିଲ ମାଯାଯ, ମାଧ୍ୟମା ପ୍ରଭୃତି ମେଳାଶ୍ଳୋ ବସତୋ ।

ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରେ ଆରବରା ଛିଲୋ ବିଶେଷ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଦେଶେର ପେଛନେ । କାପଡ ବୁନନ, ଚାମଡା ପାକା କରା ଇତ୍ୟାଦି ଯେସବ ଶିଳ୍ପର ଖବର ଜାନା ଯାଏ, ତାର ଅଧିକାଂଶଇ ହତୋ ପ୍ରତିବେଳୀ ଦେଶ ଇମ୍ବେମେନେ । ସିରିଆ ଓ ହିରା ବା ଇରାକେ । ଆରବେର ଭେତରେ ଖେତ-ଖାଦ୍ୟର ଏବଂ ଫୁଲ ଉତ୍୍ପାଦନେର କାଜ ଚଲତୋ । ସମ୍ପଦ ଆରବେ ମହିଳାରା ସୂତା କାଟାର କାଜ କରତୋ । କିନ୍ତୁ ମୁଶକିଲ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ସୂତା କାଟାର ଉପକରଣ ଥାକତୋ ଯୁଦ୍ଧେର ବିଭିନ୍ନିକାଯ ଦୁର୍ଲଭ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଛିଲୋ ଏକଟି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଖାଦ୍ୟବ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ଥିଲୋ ଯେ ମାନୁଷ ପ୍ରାୟଇ ବସିଥିଲୁ ଥାକତୋ ।

ଚାରିତ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା

ଏଟା ଶୀକୃତ ସତ୍ୟ ଯେ, ଆରବେର ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଘ୍ରଣ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଭ୍ୟାସସମୂହ ପାଓଯା ଯେତୋ ଏବଂ ଏମନ ସବ କାଜ ତାରା କରତୋ, ଯା ବିବେକ ବୁଝି ମୋଟେଇ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତ ନା । ତବେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ କିଛୁ ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଣେ ଛିଲୋ, ଯା ରୀତିମତ ବିଶ୍ୱାସକର । ନୀତେ ସେବର ଶୁଗାବଳୀର କିଛୁ ବିବରଣ ଉପ୍ଲେଖ କରା ଯାଛେ ।

(ଏକ) ଦୟା ଓ ଦାନଶୀଳତା । ଏଟା ଛିଲୋ ତାଦେର ଏକଟା ବିଶେଷ ଶୁଣ । ଏକେତେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ରୀତିମତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯେତୋ । ଏ ଶୁଣେର ଓପର ତାରା ଏତୋ ଗର୍ବ କରନ୍ତ ଯେ, ଆରବେର ଅର୍ଥକ ମାନୁଷଙ୍କ କବି ହେଲେ ଗିଯେଛିଲୋ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ କେଉ ନିଜେର ଏବଂ କେଉ ଅନ୍ୟ କାରୋ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏମନ ହତୋ ଯେ, ପ୍ରଚନ୍ଦ ଶୀତ ଏବଂ ଅଭାବେର ସମୟେତେ ହେଲେ କାରୋ ବାଢିତେ ମେହମାନ ଏଲୋ । ସେଇ ସମୟ ଗୃହସାମିର କାହେ ଏକଟା ମାତ୍ର ଉଟଇ ଛିଲୋ ସବ୍ଲ । ଗୃହସାମି ଆତିଥେଯତା କରନ୍ତେ ସେଇ ଉଟଇ ଯବାଇ କରେ ଦିଲୋ । ଦୟା ଏବଂ ଉଦାରତାର କାରଣେଇ ତାରା ମୋଟା ଅଂକେର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଶୀକାର କରେ ନିତୋ ଏବଂ ସେ କ୍ଷତି ଯଥାରୀତି ଆଦାୟ କରନ୍ତେ । ଏମନିଭାବେ ମାନୁଷକେ ଖଂସ ଏବଂ ରଙ୍ଗପାତ ଥିଲେ ରଙ୍ଗକ କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନୀ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓପର ନିଜେର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ପ୍ରମାଣ କରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୋ ।

ଏ ଧରନେର ଦାନଶୀଳତାର କାରଣେଇ ଦେଖା ଯେତୋ ଯେ, ତାରା ମଦ ପାନ କରାଯ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ । ମଦ ପାନ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୋନ ଭାଲ କାଜ ଛିଲୋ ନା; କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାରା ଉଦାର ହେଲେ ପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଦାନ-ଖର୍ଚୁରାତ କରା ତାଦେର ଜ୍ଞାନ୍ୟେ ସହଜ ହେଲେ । କେନାଳ ନେଶନାର ମୋରେ ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାଯ କରା ମାନୁଷେର ଜ୍ଞାନ୍ୟେ କଟକର ହେଲୁ ନା । ଏ କାରଣେ ଆରବେର ଲୋକେରା ମଦ ତୈରୀର ଉପକରଣ ଆଶ୍ୱରେ ଗାଛକେ ‘କରମ’ ଏବଂ ମଦକେ ‘ବିନ୍ତୁଳ କରମ’ ବଲେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତେ । ଜାହେଲି ଯୁଗେର କବିଦେର କବିତାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ ଦେଖା ଯାଏ, ତାରା ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋହରୀଗୀ ଛିଲୋ ।

ଆନତାରା ଇବେନ୍ ଶାନ୍ଦାଦ ଆମ୍ବସୀ ତାର ରଚିତ ମୋଯାଲ୍ଲାକାୟ ଲିଖେଛେ, ‘ଦୁପୁରେର ପ୍ରଥର ରୋଦ କମେ ଯାଓଯାର ପର ଆମି ଏକଟି କାର୍କକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ପୀତ ରଙ୍ଗେ ପାତ୍ର ଥେକେ ମଦ ପାନ କରିଲାମ । ସଥିନ ଆମି ମଦ ପାନ କରି, ତଥିନ ଆମାର ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦ ଦାନ କରେ ଫେଲି । କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମି ନିଜେର ଇହ୍ୟତ ଆକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କେ ସଚେତନ ଥାକି । ଓତେ କୋନ ଦାଗ ରାଖିତେ ଦେଇ ନା । ଜ୍ଞାନ ଫିରେ ଆସାର ପରର ଆମି ଦାନଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରେ କୋନ କାର୍ପଣ୍ୟ କରି ନା । ଆମାର ଚାରିତ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୟା ସମ୍ପର୍କେ ତୋମାଦେର କି ଆର ବଲବୋ, ସେଟାତେ ତୋମାଦେର ଅଜାନା ନୟ ।’

ଦୟାଶୀଳତାର କାରଣେଇ ଆରବେର ଲୋକେରା ଢାଳାଓଡ଼ାବେ ଜୁଯା ଖେଲତୋ । ତାରା ମନେ କରତୋ ଯେ, ଏଟା ଦାନଶୀଳତାର ଏକଟା ପଥ । କେନନା ଜୁଯା ଖେଲର ପର ଜୁଯାଡ଼ିଯା ଯା ଲାଭ କରତୋ ଅଥବା ଲାଭ ଥେକେ ଖରଚେର ପର ଯା ବେଁଚେ ଯେତୋ, ସେବ ତାରା ଗରୀବ ଦୁଃଖୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଦାନ କରେ ଦିତୋ । ଏ କାରଣେଇ ପରିତ୍ର କୋରଆନେ ମଦ ଏବଂ ଜୁଯାର ଉପକାରେର କଥା ଅନ୍ତିକାର କରା ହେଯିନି । ବରଂ ବଲ ହେଁଯେଛେ ଯେ, ଏ ଦୁ'ଟୋର ଉପକାରେର ଚେଯେ ଅପକାର ବେଶ । ଆହ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ଲୋକେ ତୋମାକେ ମଦ ଓ ଜୁଯା ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ବଲ, ଉଭୟର ମଧ୍ୟେ ମହାପାପ ଏବଂ ମାନୁମେର ଜନ୍ୟେ ଉପକାରଓ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ଏଦେର ପାପ ଉପକାରେର ଚାଇତେ ବେଶୀ । (୨୧୯, ୬)

ଦୁ(ଈ) ଅଂଗୀକାର ପାଲନ । ଆରବେର ଲୋକେରା ଅଂଗୀକାର ପାଲନକେ ଧର୍ମେର ଅଂଶ ବଲେ ମନେ କରତୋ । ଅଂଗୀକାର ପାଲନ ବା କଥା ରାଖିତେ ଗିଯେ ତାରା ଜାନମାଲେର କ୍ଷତିକେଣେ ତୁଳ୍ବ ମନେ କରତୋ । ଏଟା ବୋଝାର ଜନ୍ୟେ ହନି ଇବନେ ମାସୁଦ ଶାୟବାନି, ସାମୋଯାଳ ଇବନେ ଆଦୀଯା ଏବଂ ହାଜେର ଇବନେ ଜାରାରାର ଘଟନାଗୁଲୋଇ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ତିନ) ଆଉମର୍ଦ୍ଦୀନା ସଚେତନତା । ଯୁଲୁମ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରେଣ ନିଜେର ମର୍ଦ୍ଦା ବଜାୟ ରାଖା ଛିଲୋ ଜାହେଲି ଯୁଗେର ପରିଚିତ ଏକଟି ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଣ । ଏର ଫଳେ ତାରା ବୀରତ୍ତ ବାହାଦୁରି ପ୍ରକାଶ କରତୋ । ତାଦେର କ୍ରୋଧ ଛିଲୋ ଅସାମାନ୍ୟ, ହଠାତେ ତାରା କ୍ଷେପେ ଯେତୋ । ଅବମାନନାର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଓଯା ଗେଲେଇ ତାରା ଅନ୍ତର ନିଯେ ବୈରିଯେ ଏବଂ ରଙ୍ଗପାତ ଘଟାତୋ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ତାରା ନିଜେର ଜୀବନକେ ତୁଳ୍ବ ମନେ କରତୋ ।

ଚା(ର) ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଲନେ ଜାହେଲୀ ଯୁଗେର ଲୋକଦେର ଏକଟା ବୈଶିଷ୍ଟ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, କୋନ କାଜ କରତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରଲେ ସେ କାଜ ଥେକେ ତାରା କିଛୁତେଇ ଦୂରେ ଥାକତୋ ନା । କୋନ ବାଧାଇ ତାରା ମାନତ ନା । ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହଲେଓ ସେ କାଜ ତାରା ସମ୍ପାଦନ କରତୋ ।

ପା(ଚ) ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଦୂରଦୀର୍ଘତାମୂଳକ ପ୍ରତ୍ୟା । ଏଟାଓ ଛିଲୋ ଆରବଦେର ଏକଟା ମହା ଶୁଣ । କିନ୍ତୁ ବୀରତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜନ୍ୟେ ସବ ସମୟ ତୈରୀ ଥାକାର କାରଣେ ଏ ଶୁଣ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ ଦୂର୍ଲଭ ।

ଛ(ଯ) ବେଦୁଇନ ସୁଲଭ ସରଲତା । ତାରା ସଭ୍ୟତାର ଉପକରଣ ଥେକେ ଦୂରେ ଅବସ୍ଥାନ କରତୋ ଏବଂ ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ତାଦେର ଅନୀହା ଛିଲୋ । ଏହି ଧରନେର ସହଜ ସରଲ ଜୀବନ ଯାପନେର କାରଣେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ସତ୍ୟବାଦିତା ଏବଂ ଆମାନତଦାରୀ ପାଓଯା ଯେତୋ । ପ୍ରତାରଣା, ଅଂଗୀକାର ଭଙ୍ଗ ଏସବକେ ତାରା ଘ୍ରା କରତୋ ।

ଆମରା ମନେ କରି ଯେ, ଜାୟିରାତୁଳ ଆରବେର ସାଥେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱେର ଯେ ଧରନେର ଭୌଗୋଲିକ ଅବସ୍ଥା ଛିଲୋ, ସେଟା ଛାଡ଼ା ଉଲ୍ଲିଖିତ ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଣାବଲୀର କାରଣେଇ ତାଦେରକେ ମାନବ ଜାତିର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନବ୍ୟତାରେ ଜନ୍ୟେ ମନୋନୀତ କରା ହେଁଯିଲୋ । ଏସବ ଶୁଣାବଲୀ ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ା ବିଶ୍ଵଜ୍ଞାଳା, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅକଳ୍ୟାନ ଦୂର କରେ ନୟାବନୀତି ଓ ସୁବିଚାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାନ୍ଧବାୟନ ଅସଂଭବ ।

ଜାହେଲୀ ଯୁଗେ ଆରବେର ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଆରୋ କିଛୁ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଣ ଛିଲୋ କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ସବଙ୍ଗୁଲୋ ଆଲୋଚନା କରାର ପ୍ରୋଜେନ ନେଇ ।

তিনিই সেই গ্রন্থের সত্ত্বা, যিনি তাদুর সাধারণ জনগোষ্ঠী
 থেকে তাদুরেই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। সে
 তাদুর আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদুর
 জীবনকে (জাহেলিয়াত থেকে) পরিত্র করবে,
 সর্বাপর্ণি তাদুর (দ্বীনের) কৌশল কিঞ্চিত দ্বে,
 অস্ত এই জ্ঞানকঙ্গলাই (সে আজ্ঞার) আগে
 (পর্যন্ত) এক ঝুঁসট গ্রাহনাছিল
 নিষ্পত্তি ছিল।
 (জুরা ঝুঁয়া ২)



কোনূবংশে সেই সোনার মানুষ

আল আমীন থেকে আর রাসূল

নবী পরিবারের পরিচয়

নবী সাল্লাহুব্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশের নির্ভুলতার ব্যাপারে সীরাত রচয়িতা এবং বংশধারা বিশেষজ্ঞরা একমত। দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মাঝে কিছু মতভেদ রয়েছে। কেউ সমর্থন, কেউ বিরোধিতা আবার কেউ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। এটি আদনান থেকে ওপরের দিকে হ্যরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত। তৃতীয় অংশে নিশ্চিত কিছু তুল রয়েছে, এটি হ্যরত ইবরাহীম (আ.) থেকে হ্যরত আদম (আ.) পর্যন্ত। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিচে তিনটি অংশ সম্পর্কে মোটমুটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাচ্ছে।

প্রথম অংশ

মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে কুসাই (যায়েদ) ইবনে হাশেম (আমর) ইবনে আবদ মাননাফ (মুগীরা) ইবনে কেলাব ইবনে মাররা, ইবনে কা'ব ইবনে লোয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফাহার, (এর উপাধিই ছিলো কোরায়শ এবং কোরায়শ গোত্র নামেই পরিচিত) ইবনে মালেক ইবনে ন্যর কায়েস ইবনে কেনানা ইবনে খোযায়মা ইবনে মাদরেকা (আমের) ইবনে ইলিয়াস ইবনে মোদার ইবনে নায়ার ইবনে মায়া'দ ইবনে আদনান।^১

দ্বিতীয় অংশ

আদনান থেকে ওপরের দিকে। অর্থাৎ আদনান ইবনে আওফ ইবনে হামিছা ইবনে ছালামান ইবনে আওছ ইবনে পোজ, ইবনে কামোয়াল ইবনে উবাই ইবনে আওয়াম ইবনে নাশেদ ইবনে হাজা ইবনে বালদাস ইবনে ইয়াদলাফ ইবনে তারেখ ইবনে জাহেম ইবনে নাহেশ, ইবনে মাখি, ইবনে আয়েয, ইবনে আবকার, ইবনে ওবায়েদ, ইবনে আদদায়া, ইবনে হামদান, ইবনে সুনবর, ইবনে ইয়াসরেবী, ইবনে ইয়াহাজান, ইবনে ইয়ালহান ইবনে আরউই ইবনে আই ইবনে যায়শান ইবনে আইশার ইবনে আফনাদ ইবনে আইহাম ইবনে মাকছার ইবনে নাহেছ ইবনে জারাহ ইবনে সুমাই ইবনে মাযি ইবনে আওয়া ইবনে আরাম ইবনে কায়দার ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম।^২

তৃতীয় অংশ

হ্যরত ইবরাহীম (আ.) থেকে ওপরের দিকে। ইবরাহীম ইবনে তারাহ (আয়র) ইবনে নাহুব ইবনে ছারদা (সারংগ) ইবনে রাউ ইবনে ফালেজ ইবনে আবের ইবনে শালেখ ইবনে আরফাথশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.) ইবনে লামেক ইবনে মাতুশালাখ ইবনে আখনুখ (মতান্তরে হ্যরত ইদরিস (আ.) ইবনে ইয়াদ ইবনে মাহলায়েল ইবনে কায়নান ইবনে আনুশা, ইবনে শীশ ইবনে আদম (আ.)।^৩

১. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ২০. তালকীহে ফুহমে আহলুল আছার পৃ. ৫, ৬, রহমাতুললিল আলামিন ২য় খন্ড, পৃ. ১১, ১৪, ৫২

২. আঘামা মনুসরপুরী দীর্ঘ গবেষণার পর এ অংশ ঐতিহাসিক কালাবি এবং ইবনে সাদ এর বর্ণনা থেকে সংযোগিত করেছেন। রহমাতুললিল আলামিন, ২য় খন্ড পৃ. ১৪-১৭। এ অংশের ঐতিহাসিক তথ্যে বেশ পার্থক্য আছে।

৩. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ২, ৮, তালকীহল ফুহম প. ৬ খোলাছাতুছ সীয়ার, পৃ. ৬, রহমাতুল লিল আলামিন ২য় খন্ড, ১৪

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরদাদা হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফের পরিচয়ে হাশেমী বংশোদ্ধৃত হিসাবে পরিচিত। কাজেই হাশেম এবং তাঁর পরবর্তী কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা জরুরী।

(এক) হাশেম, ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বনু আবদে মান্নাফ এবং বনু আবদুল দারের মধ্যে পদমর্যাদা বটেনে সমরোতা হয়েছিলো। এর প্রেক্ষিতে আবদে মান্নাফের বংশধররা হাজীদের পানি পান করানো এবং মেহমানদের আতিথেয়তার মেয়বানি লাভ করেন। হাশেম বিশিষ্ট সম্মানিত এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মকার হাজীদের সুরুয়া রুটি খাওয়ানোর প্রথা চালু করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো আমর। কিন্তু রুটি ছিড়ে সুরুয়ায় ভেজানোর কারণে তাঁকে বলা হতো হাশেম। হাশেম অর্থ হচ্ছে যিনি ভাসেন। হাশেমই প্রথম মানুষ, যিনি কোরায়শদের গ্রীষ্ম এবং শীতে দু'বার বাণিজ্যিক সফরের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রশংসা করে কবি লিখেছেন, ‘তিনি সেই আমর, যিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুর্বল স্বজাতিকে মকায় রুটি ভেঙে ছিড়ে সুরুয়ায় ভিজিয়ে খাইয়েছিলেন এবং শীত ও গ্রীষ্মে দু'বারের সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন।

হাশেম বা আমরের একটি শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, তিনি ব্যবসার জন্যে সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে মদীনায় পৌছে বনি নাজার গোত্রের সালমা বিনতে আমরের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। গর্ভবতী হওয়ার পর স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে তিনি সিরিয়ায় রওয়ানা হন। ফিলিস্তিনের গায়া শহরে গিয়ে তিনি ইস্তেকাল করেন। এদিকে সালমা একটি স্তোন ভূমিট হয়। এটা ৪৯৭ ঈসায়ী সালের ঘটনা। শিশুর মাথার চুলে ছিলো শুভ্রতার ছাপ, এ কারণে সালমা তার নাম রাখেন শায়বা। ৪ ইয়াসরের বা মদীনায় সালমা তার পিত্রালয়েই স্তোন প্রতিপালন করেন। পরবর্তীকালে এই শিশুই আবদুল মোত্তালেব নামে পরিচিত হন। দীর্ঘকাল যাবত হাশেমী বংশের লোকেরা এ শিশুর সন্ধান পায়নি। হাশেমের মোট চার পুত্র পাঁচ কল্যাণ ছিলো। পুত্রদের নাম নিম্নরূপ: আসাদ, আবু সায়ফি, নাফলা, আবদুল মোত্তালেব। আর কন্যাদের নাম হলো: শাফা, খালেদা, যদ্দিফা, রোকাইয়া এবং যিন্নাত।

(দুই) আবদুল মোত্তালেব, ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাজীদের পানি পান করানো এবং মেহমানদারী করার দায়িত্ব হাশেমের পর তাঁর ভাই মোত্তালেব পেয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন তাঁর পরিবার ও কওমের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি কোন কথা বললে সে কথা কেউ উপেক্ষা করতো না। দানশীলতার কারণে কোরায়শরা তাঁকে ‘ফাইয়া’ উপাধি দিয়েছিলো। শায়বা অর্থাৎ আবদুল মোত্তালেব-এর বয়স যখন দশ বারো বছর হয়েছিলো, তখন মোত্তালেব তার খবর পেয়েছিলেন। তিনি শায়বাকে নিয়ে আসার জন্যে মদীনায় গিয়েছিলেন। মদীনা অর্থাৎ ইয়াসরের কাছাকাছি পৌছার পর শায়বার প্রতি তাকালে তাঁর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর নিজের উটের পেছনে বসিয়ে মকার পথে রওয়ানা হলেন। কিন্তু শায়বা তার মায়ের অনুমতি না নিয়ে মকায় যেতে অসীকার করলেন। মোত্তালেব যখন শায়বার মায়ের কাছে অনুমতি চাইলেন, তখন শায়বার মা সালমা অনুমতি দিতে অসীকার করলেন। মোত্তালেব বললেন, ওতো তার পিতার হৃকুমত এবং আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে। একথা বলার পর সালমা অনুমতি দিলেন। মোত্তালেব তাকে নিজের উটের পেছনে বসিয়ে মকায় নিয়ে এলেন। মকায় নিয়ে আসার পর প্রথমে যারা দেখলো, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, ওতো আবদুল মোত্তালেব অর্থাৎ মোত্তালেবের দাস। মোত্তালেব বললেন, না, না, ওতো আমার ভাতুস্পুত্র, হাশেমের ছেলে। এরপর থেকে শায়বা মোত্তালেবের কাছে বড় হতে থাকেন এবং এক সময় মুৰক হন। পরবর্তীকালে মোত্তালেব ইয়েমেনে মারা যান। তাঁর পরিত্যক্ত

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্দ, পৃ. ১৩৭, রহমাতুল লিল আলামিন; ১ম খন্দ পৃ. ২৬, ২য় খন্দ, পৃ. ২৪

৫. এই ১ম খন্দ, পৃ. ১০৭

ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶାୟବା ଲାଭ କରେନ । ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ତା'ର ସ୍ଵଜାତୀୟଦେର ମଧ୍ୟେ ଏତେ ବେଶି ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେଛିଲେନ ଯେ, ଇତିପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ କେଉ ଏତୋଟା ଲାଭେ ସକ୍ଷମ ହୟନି । ସ୍ଵଜାତିର ଶୋକେରା ତା'କେ ପ୍ରାଣ ଦିଯେ ଭାଲୋବାସତୋ ଏବଂ ତା'କେ ଅଭୃତପୂର୍ବ ସମ୍ମାନ ଦିତୋ ।^୬

ମୋତାଲେବେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ନେଫେଲ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର କିଛୁ ଜମି ଜୋର କରେ ଦଖଲ କରେ ନେଇ । ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ କୋରାଯଶ ବଂଶେର କମେକଜନ ଲୋକେର କାହିଁ ସାହାୟ ଚାନ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଏହି ବଲେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରେନ ଯେ, ଆପନାର ଚାଚାର ବିରଳଦେ ଆମରା ଆପନାର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ାତେ ପାରବ ନା । ଅବସ୍ଥେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ବନି ନାଜାର ଗୋତ୍ରେ ତା'ର ମାମାର କାହେ କମେକଟି କବିତା ଲିଖେ ପାଠନ । ସେଇ କବିତାଯ ସାହାୟ୍ୟର ଆବେଦନ ଜାନାନୋ ହୟେଛିଲୋ । ଜବାବେ ତା'ର ମାମା ଆବୁ ସା'ଦ ଇବନେ ଆଦୀ ଆଶି ଜନ ସଓଯାର ନିଯେ ରଙ୍ଗାନା ହୟେ ମଙ୍କାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆବତାହ ନାମକ ଜାଯଗାୟ ଅବତରଣ କରେନ । ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ତା'କେ ସରେ ଯାଓ୍ୟାର ଆମତ୍ରଣ ଜାନାନ । କିନ୍ତୁ ଆବୁ ସା'ଦ ବଲଲେନ, ନା, ଆମି ଆଗେ ନେଫେଲେର ସାଥେ ଦେଖା କରତେ ଚାଇ । ଏରପର ଆବୁ ସା'ଦ ନେଫେଲେର ସାମନେ ଏମେ ଦାଁଡ଼ାଲେନ । ନେଫେଲ ସେ ସମୟ ମଙ୍କାର କମେକଜନ ବିଶିଷ୍ଟ କୋରାଯଶ ଏର ସାଥେ ବସେ କଥା ବଲଛିଲେ । ଆବୁ ସା'ଦ ତଲୋଯାର କୋସମ୍ମକ୍ତ କରେ ବଲଲେନ, ଏହି ସରେର ପ୍ରଭୁର ଶପଥ, ଯଦି ତୁମି ଆମାର ଭାଗ୍ନେର ଜମି ଫିରିଯେ ନା ଦାଓ ତବେ ଏହି ତଲୋଯାର ତୋମାର ଦେହେ ଢୁକିଯେ ଦେବ । ନେଫେଲ ବଲଲେନ, ଆଛା ନାଓ, ଆମି ଫିରିଯେ ଦିଛି । ଆବୁ ସା'ଦ କୋରାଯଶ ନେତ୍ରବ୍ଲକ୍କେ ସାକ୍ଷି ରେଖେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବକେ ତା'ର ଜମି ଫିରିଯେ ଦିଲେନ । ଏରପର ଆବୁ ସା'ଦ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ସରେ ଗେଲେନ । ଏବଂ ମେଥାନେ ତିନଦିନ ଅବସ୍ଥାନେର ପର ଓମରାଇ ପାଲନ କରେ ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଗେଲେନ ।

ଏରପର ନେଫେଲ ବନି ହାଶମେର ବିରଳଦେ ବନି ଆବଦେ ଶାମସେର ସାଥେ ସହାୟତାର ଅଂଗୀକାର କରିଲୋ ।

ଏଦିକେ ବନୁ ଖୋଜାଯା ଗୋତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲୋ ଯେ, ବନୁ ନାଜାର ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବକେ ଏଭାବେ ସାହାୟ କରିଲୋ । ତଥନ ତାରା ବଲଲୋ, ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ତୋମାଦେର ଯେମନ ତେମନି ସେ ଆମାଦେରେ ଓ ସନ୍ତାନ । କାଜେଇ ଆମାଦେର ଓପର ତାର ସାହାୟ କରାର ଅଧିକ ଅଧିକାର ରଯେଛେ । ଏର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ଆବଦେ ମାନ୍ଦାଫେର ମା ବନୁ ଖୋଜାଯା ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ ଛିଲୋ । ଏ କାରଣେ ବନୁ ଖୋଜାଯା ‘ଦାରୁନ ନାଦ୍ୟାଯ’ ଗିରେ ବନୁ ଆବଦେ ଶାମସ ଏବଂ ବନୁ ନେଫେଲେର ବିରଳଦେ ବନୁ ହାଶମେର କାହିଁ ସାହାୟ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲୋ । ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଇସଲାମୀ ଯୁଗେ ମଙ୍କା ବିଜ୍ଯେର କାରଣ ହୟେଛିଲୋ । ଏମପରେ ବିସ୍ତାରିତ ବିବରଣ ପରେ ଉପ୍ରେକ୍ଷ କରିବା ହେବେ ।^୭

କାବାଘରେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାକାର କାରଣେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ସାଥେ ଦୁ'ଟି ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ବ ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ । ଏକଟି ହଞ୍ଚେ ଯମୟମ କୃପ ଖନନ, ଅନ୍ୟଟି ହାତୀ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟନା ।

ସମୟମ କୃପେର ଅନନ୍ତ କାଜ

ଏହି ଘଟନାର ସାରମର୍ମ ଏହି ଯେ, ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ହସ୍ତେ ଦେଖିଲେନ ଯେ, ତା'କେ ସମୟମ କୃପ ଖନନେର ଆଦେଶ ଦେଯା ହଞ୍ଚେ । ହସ୍ତେର ମଧ୍ୟେଇ ତାକେ ଜାଯଗାଓ ଦେଖିଯେ ଦେଯା ହଲୋ । ମୁମ୍ବ ଥିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେୟାର ପର ତିନି ସମୟମ କୃପ ଖନନ ଶୁରୁ କରିଲେନ । ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ଦୁ'ଟି ଜିନିସ ଆବିଷ୍କୃତ ହଲୋ । ଏଗୁଲୋ ବନୁ ଜୋରହାମ ଗୋତ୍ର ମଙ୍କା ଥିକେ ଚଲେ ଯାଓ୍ୟାର ସମୟ ସମୟମେର ଭେତର ଫେଲେ ଦିଯେଛିଲୋ । ଏଗୁଲୋ ହଞ୍ଚେ ତଲୋଯାର, ଅଲଂକାର ଏବଂ ସୋନାର ଦୁ'ଟି ହରିଗ । ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ଉଦ୍ଧାରକୃତ ତଲୋଯାର ଦିଯେ କାବାର ଦରୋଜା ଲାଗାଲେନ । ସୋନାର ଦୁ'ଟି ହରିଗ ଓ ଦରୋଜାଯ ଫିଟ କରିଲେନ ଏବଂ ହାଜୀଦେର ସମୟମ କୃପେର ପାନ କରାନୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେନ ।

୬. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୩୭, ୧୩୮

୭. ମୁଖତାଛାର ସୀରାତେ ରାସ୍ତା, ଶାୟଖୁଲ ଇସଲାମ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓ୍ୟାହାବ ନଜଦୀ, ପୃ. ୪୧-୪୨

যমযম কৃপ আবিস্তৃত হওয়ার পর কোরায়শরা আবদুল মোতালেবের সাথে ঝগড়া শুরু করলো। তারা দাবী করলো যে, আমাদেরও খনন কাজে যুক্ত করা হোক। আবদুল মোতালেব বললেন, আমি সেটা করতে পারি না। আমাকেই এ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু কোরায়শরা মানতে চাইলো না। অবশ্যে ফয়সালার জন্যে সবাই বনু সাদ গোত্রের একজন জ্যোতিষী মহিলার কাছ গেলে। কিন্তু যাওয়ার পথে তারা কিছু বিশ্বয়কর নির্দশন দেখলো। এতে তারা বুঝতে পারলো যে, কুদরতীভাবেই যমযম কৃপ খননের দায়িত্ব আবদুল মোতালেবকে দেয়া হয়েছে। তাই বিবাদকারী কোরাশ্যরা পথ থেকেই ফিরে এলো। এই সময়েই আবদুল মোতালেব মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাকে দশটি পুত্র দেন এবং তারা নিজেদের রক্ষার মতো বয়সে উন্নীত হয়, তবে একজনকে কাবার পাশে আল্লাহর নামে কোরবানী করবেন।

ହତ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଘଟନା

ହିତୀୟ ସଟନାର ସାରମର୍ମ ଏହି ଯେ, ଆବିସିନିଆର ବାଦଶାହ ନାଜାଶୀର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଆବରାହା ସାବାହ ହାବଶୀ ଇଯେମେନେର ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଜେନାରେଲ ଛିଲୋ । ଆବରାହା ଦୁଃଖ କରିଲୋ ଯେ, ଆରବେର ଲୋକେରା କାବାଘରେ ହଜ୍ ପାଲନେର ଜନ୍ୟ ଯାଛେ । ଏଟା ଦେଖେ ସେ ସନ୍ୟାୟ ଏକଟି ଗୀର୍ଜା ତୈରି କରିଲୋ । ସେ ଚାହିଲୋ ଯେ, ଆରବେର ଲୋକେରା ହଜ୍ ପାଲନେର ଜନ୍ୟ ମଙ୍କାୟ ନା ଗିଯେ ସନ୍ୟାୟ ଯାବେ । ଏ ଖବର ଜାନାର ପର ବନ୍ଦ କେନାନା ଗୋଡ଼ରେ ଏକଜନ ଲୋକ ଆବରାହାର ନିର୍ମିତ ଗୀର୍ଜାର ଡେତର ପ୍ରବେଶ କରେ ଗୀର୍ଜାର ମେହରାବେ ପାୟଥାନା କରେ ଏଲୋ । ଆବରାହା ଏ ଖବର ପେଯେ ଭୀଷଣ ତୁନ୍ଦ ହେଁ ସ୍ଟାଟ ହାଜାର ଦୂର୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟ ନିଯେ କାବାଘର ଧର୍ବସ କରତେ ଅନ୍ଧସର ହଲୋ । ନିଜେର ଜନ୍ୟେ ସେ ଏକଟି ବିଶାଳ ହାତୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲୋ । ତାର ବାହିନୀତେ ମୋଟ ନୟ ବା ତେରୋଟି ହାତୀ ଛିଲୋ । ଆବରାହା ଇଯେମେନ ଥେକେ ମୋଗାନ୍ଧୀ ନାମକ ଜ୍ଞାଯାଗ୍ୟ ପୌଛେ ସୈନ୍ୟଦେର ବିନ୍ୟାସ କରିଲୋ । ମଙ୍କାୟ ପ୍ରବେଶେର ପର ମୋଯଦାଲେଫା ଏବଂ ମିନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୋହାସ୍‌ସେର ପ୍ରାନ୍ତରେ ପୌଛୁଲେ ସବ ହାତୀ ବସେ ପଡ଼ିଲୋ । ଅନେକ ଚେଷ୍ଟାର ପରା କାବାର ଦିକେ ଯାଓଯାଇ ଜନ୍ୟେ ହାତୀକେ ଉଠାନୋ ସନ୍ତ୍ଵନ ହଲୋ ନା । ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ହାତୀ ଉଠେ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ବା ପୂର୍ବ ଦିକେ ଦୌଡ଼ାତେ ଶୁରୁ କରିତୋ । କିନ୍ତୁ କାବାର ଦିକେ ନେଯାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେଇ ବସେ ପଡ଼ିତୋ । ଏ ସମୟ ଆହ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଏକ ପାଲ ଚଢ଼ି ପାଖି ପ୍ରେରଣ କରିଲେନ । ପାଖିରୀ ମୁଖେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଥର ବହନ କରିଛିଲୋ । ଏସବ ପାଥର ତାରା ସୈନ୍ୟଦେର ଓପର ନିକ୍ଷେପ କରିଲୋ । ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଆବରାହାର ସେନାଦଳ ଭୂଷିର ମତୋ ନାତ୍ତାନାବୁଦ୍ଧ ହେଁ ଗେଲୋ । ଚଢ଼ି ପାଖିଗୁଲୋ ଛିଲୋ ଆବାବିଲେର ମତୋ । ପ୍ରତିଟି ପାଖି ତିନଟି ପାଥର ବହନ କରିଛିଲୋ । ଏକଟି ମୁଖେ, ଅନ୍ୟ ଦୁ'ଟି ଦୁଇ ପାଖାର ନୀଚେ । ପାଥରଗୁଲୋ ଛିଲୋ ମଟରଙ୍ଗୁଟିର ମତ । ଯାର ଗାୟେ ସେ ପାଥର ପଡ଼ିତୋ, ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖୁବ୍ ପଡ଼ିତେ ଶୁରୁ କରିତୋ ଏବଂ ସେ ମରେ ଯେତୋ । ପ୍ରତ୍ୟକେର ଗାୟେ ଏ ପାଥର ପଡ଼ିନି । କିନ୍ତୁ ସେନାଦଳେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଆତକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନିକା ସୃଷ୍ଟି ହଲୋ ଯେ, ସବାଇ ଏଲୋପାତାଡ଼ି ପାଲାତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ । ଏପରି ତାରା ଏଖାନେ ସେଥାନେ ପଡ଼େ ମରିତେ ଲାଗିଲୋ । ଏଦିକେ ଆବରାହାର ଓପର ଆହ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଏମନ ଗମ୍ବ ନାଯିଲ କରିଲେନ ଯେ, ତାର ହାତେର ଆଶ୍ରୁ ଖୁବ୍ ପଡ଼ିତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ । ସନ୍ୟାୟ ପୌଛୁତେ ପୌଛୁତେ ତାର ମୃତ୍ୟ ଘନିଯେ ଏଲୋ । କଲିଜା ଫେଟେ ବାଇରେ ଏମେ ମର୍ମାନ୍ତିକଭାବେ ସେ ମୃତ୍ୟବରଣ କରିଲୋ ।

ଆବରାହାର ଏ ହାମଲାର ସମୟ ମକ୍କାର ଅଧିବାସୀରା ପ୍ରାଣଭୟେ ପାହାଡ଼େ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ଏବଂ ପାହାଡ଼େ ଶୁଦ୍ଧ ଗିଯେ ଆଅଗୋପନ କରିଲୋ । ସେନାଦଲେର ଓପର ଆଜ୍ଞାହାର ଆୟାବ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାରା ନିଶ୍ଚିଷ୍ଟେ ନିଜ ନିଜ ବାଡିଘରେ ଫିରେ ଗେଲୋ ।

উল্লিখিত ঘটনা অধিকাংশ সীরাত রচয়িতার অভিমত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন দিন আগে ঘটে। সেতি ছিলো মহরম মাস। ৫৭১ ঈস্যী সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ বা মার্চের শুরুতে এ ঘটনা ঘটেছিলো। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর

নবী এবং তাঁর পরিদ্রে ঘর কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে এর ভূমিকাস্থানট এ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। যেমন ৫৮৭ সালে বখতে নসর বায়তুল মাকদেস দখল করেছিলো। এর আগে ৭০ সালে রোমকরা বায়তুল মাকদেস অধিকার করেছিলো। পক্ষান্তরে কাবার ওপর খৃষ্টানরা কখনোই আধিগত্য বিস্তার করতে পারেনি। অথচ সে সময় ইসলামী বা খৃষ্টানরা ছিলো আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমান এবং কাবার অধিকারী। ছিলো পৌরুণিক।

হস্তীযুক্তের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরপরই অল্প সময়ের মধ্যেই তদনীন্তন উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত রোম এবং পারস্যে এ খবর পৌছে গিয়েছিলো। কেননা মঙ্গার সাথে রোমকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। অন্যদিকে রোমকদের ওপর পারসিকদের সব সময় ন্যয় ধাকতো। রোমক এবং তাদের শক্তিদের যাবতীয় ঘটনা পারস্য বা পারসিকরা পর্যবেক্ষণ করতো। তাই দেখা যায় যে, আবরাহার পতনের পর পরই পারস্যবাসীরা ইয়েমেন দখল করে নেয়। সে সময়কার বিশেষ পারস্য এবং রোম উন্নত ও সভ্য দেশ হিসাবে পরিচিত ধাকায় বিশ্ব মানবের দৃষ্টি কাবার প্রতি নিবন্ধ হলো। কাবাঘরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ করলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এই ঘরকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ঘর হিসাবে মনোনীত করেছেন। কাজেই মঙ্গার জনপদ থেকে নবুয়াতের দাবীসহ কারো উথান অবশ্য সমীচীন। এদের বিরুদ্ধে মুসলিমানদের বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী পৌত্রলিকদের আল্লাহ তায়ালা কেন সাহায্য করেছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা চিন্তা করলে তা বুঝতে মোটেও অসুবিধা হয় না।

ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ପୁତ୍ର ଛିଲୋ ଦଶଜନ । ତାରା ହଲୋ: ହାରେସ, ଯୋବାୟେର, ଆବୁ ତାଲେବ, ଆବଦୁଲ୍ଲାହ, ହାମ୍ୟା, ଆବୁ ଲାହାବ, ଗାଇଦାକ, ମାକହୂମ, ସାଫାର ଏବଂ ଆବାସ । କେଉ କେଉ ବଲେଛେନ, ଏଗାରୋଜନ । ଏକଜନେର ଛିଲୋ କାହାମ । କେଉ ବଲେଛେନ, ତେରୋଜନ । ଏକଜନେର ନାମ ଛିଲୋ ଆବଦୁଲ କାବା, ଅନ୍ୟଜନ ଛିଲୋ ହୋଜାଲ' । ଯାରା ଦଶଜନ ପୁତ୍ର ବଲେ ଉତ୍ତ୍ରେଖ କରେଛେ ତାରା ବଲେନ, ମୁକାଓଡ଼୍ୟାମେର ଆରେକ ନାମ ଛିଲୋ ଆବଦୁଲ କାବା ଆର ଗାଇଦାକେର ଆରେକ ନାମ ଛିଲୋ ହୋଜାଲ । କାହାମ ନାମେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର କୋନ ପୁତ୍ର ଛିଲୋ ନା । ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର କନ୍ୟା ଛିଲୋ ଛୟଜନ । ତାଦେର ନାମ ଉତ୍ତଳ ହାକିମ (ଏର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାୟଜା) । ବାରରା, ଆତେକା, ସାଫିୟା, ଆରୋହା ଓ ଉମାଇମା । ୧୦

(তিনি) আবদুল্লাহ ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা। আবদুল্লাহর মায়ের নাম ছিলো ফাতেমা। তিনি ছিলেন আমর ইবনে আবেদ ইবনে এমরান ইবনে মাখ্যুম ইবনে ইবনে ইয়াকজা ইবনে মাররার কন্যা। আবদুল মোতালেবের সন্তানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন, সক্ষরিত্ব এবং মেহভাজন। তাঁকে বলা হতো যবীহ বা যবাইকৃত। এরপ বলার কারণ ছিলো এই যে, আবদুল মোতালেবের পুত্রদের সংখ্যা দশ হয়ে যাওয়ার পর এবং তারা নিজেদের রক্ষায় সমর্থ হওয়ার মতো বয়সে উন্নীত হওয়ার পর আবদুল মোতালেব তাদেরকে নিজের মানতের কথা জানান। সবাই মেনে নেন। এরপর আবদুল মোতালেব ভাগ্য পরীক্ষার তীরের গায়ে তাদের সকলের নাম লিখলেন। লেখার পর হোবাল মূর্তির তত্ত্বাবধায়কের হাতে দিলেন। তত্ত্বাবধায়ক লটারি করার পর আবদুল্লাহর নাম উঠলো। আবদুল মোতালেব আবদুল্লাহর হাত ধরলেন, ছুরি নিয়ে যবাই করতে কাবাঘরের পাশে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সকল কোরায়শ বিশেষত আবদুল্লাহর ভাই আবু তালেব বাধা দিলেন। আবদুল মোতালেব বললেন, তোমরা যদি বাধা দাও তবে আমি মানত পূর্ণ করব কিভাবে? তারা পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কোন মহিলা সাধকের কাছে গিয়ে এর সমাধান চান। আবদুল মোতালেব এক মহিলা সাধকের কাছে গেলেন। সেই সাধক আবদুল্লাহ এবং দশটি উটের নাম লিখে লটারি করার পরামর্শ দিলেন। তবে বললেন,

ଯଦି ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍�ହାର ନାମ ନା ଉଠେ ତବେ ଦଶଟି କରେ ଉଟ ବାଡ଼ାତେ ଥାକବେନ, ଯତୋକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍‌ଗ୍ହାହ ଖୁଶି ନା ହୁନ । ଏରପର ଯତୋଟି ଉଟେର ନାମ ଲଟାରିତେ ଉଠିବେ ତତୋଟି ଯବାଇ କରବେନ । ଆବଦୁଲ୍ ମୋତାଲେବ ଫିରେ ଗିଯେ କୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଟାରି କରତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । ପ୍ରଥମ ଦଶଟିତେ ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍�ହାର ନାମ ଏଳୋ ନା । ଏରପର ଦଶଟି କରେ ବାଡ଼ାତେ ଲାଗଲେନ । ଏକଶତ ଉଟ ହେଁଯାର ପର ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍ହାର ନାମ ଉଠିଲୋ । ଏରପର ଆବଦୁଲ୍ ମୋତାଲେବ ଏକଶତ ଉଟ ଯବାଇ କରେ ସେଥାମେଇ ଫେଲେ ରାଖଲେନ । ମାନୁଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚ କାରୋ ଜନ୍ୟ ତା ନିତେ ବାଧା ଛିଲୋ ନା । ଏ ଘଟନାର ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାଯଶ ଏବଂ ଆରବଦେର ମଧ୍ୟେ ରଙ୍ଗ ଝାଗେର ପରିମାଣ ଛିଲୋ ଦଶଟି ଉଟ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର ପରିମାଣ ବାଡ଼ିଯେ ଏକଶତ ଉଟ କରା ହଲୋ । ଇସଲାମ୍‌ଓ ଏଇ ପରିମାଣ ଅବ୍ୟାହତ ରାଖେ । ନବୀ ସାଲ୍‌ଗ୍ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍‌ଗ୍ହାମ ବଲେଛେନ, ଆମି ଦୁଇଜନ ଯବାହେର ସନ୍ତାନ । ଏକଜନ ହ୍ୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.) ଅନ୍ୟଜନ ଆମାର ପିତା ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍ହାହ ।¹¹

ଆବଦୁଲ୍ ମୋତାଲେବ ତାର ପୃତ୍ର ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍ହାହ ବିଯେର ଜନ୍ୟ ଆମେନାକେ ମନୋନୀତ କରେନ । ଆମେନା ଛିଲେନ ଓୟାହାବ ଇବନେ ଆବଦେ ମାଲ୍‌ଫିକ ଇବନେ ଯୋହରା ଇବନେ କେଲାବେର କନ୍ୟା । ଏଇ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ କୋରାଯଶଦେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଲେ ବିବେଚିତ ହତୋ । ଆମେନାର ପିତା ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଅଭିଜାତ୍ୟେ ବନ୍ମ ଯୋହରା ଗୋତ୍ରେର ସର୍ଦାର ଛିଲେନ । ବିବି ଆମେନା ବିଯେର ପର ପିତାଲୟ ଥେକେ ବିଦୟା ନିଯେ ସାମୀଗ୍ରେ ଆଗମନ କରେନ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର ଆବଦୁଲ୍ ମୋତାଲେବ ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍ହାହକେ ଖେଜୁର ଆନତେ ମଦୀନାଯ ପାଠାନ । ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍ହାହ ସେଥାନେ ଇଣ୍ଡେକାଲ କରେନ ।

କୋନ କୋନ ସୀରାତ ରଚିଯିତା ଲିଖେଛେ ଯେ, ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍ହାହ ବ୍ୟବସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିରିଯା ଗିଯେଛିଲେନ । କୋରାଯଶଦେର ଏକଟି ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲାର ସାଥେ ମଙ୍କାଯ ଫିରେ ଆସାର ସମୟ ଅସୁନ୍ଦର ହେଁ ଯେ ମଦୀନାଯ ଅବତରଣ କରେ ସେଥାମେ ଇଣ୍ଡେକାଲ କରେନ । ନାବେଗୀ ଯାଆଦୀର ବାଡ଼ିତେ ତାକେ ଦାଫନ କରା ହେଁ । ସେ ସମୟ ତାର ବସ ଛିଲୋ ପଞ୍ଚଶ ବହର । ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଐତିହାସିକେର ମତେ ରସ୍ତଳ ତଥିନେ ଜନ୍ୟଗ୍ରହଣ କରେନନି । କାରୋ କାରୋ ମତେ ରସ୍ତଳୁଲ୍‌ଗ୍ହାହ ସାଲ୍‌ଗ୍ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍‌ଗ୍ହାମେର ଜନ୍ୟ ତାର ପିତାର ଇଣ୍ଡେକାଲେର ଦୁଃମାସ ଆଗେ ହେଁଲେ ।¹²

ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ସଂବାଦ ପାଓୟାର ପର ଆମେନା ବେଦନା ମଥିତ କରେ ଆବୃତ୍ତି କରଲେନ, ‘ବାତହାର ଯମୀନ ହାଶେମେର ବଂଶଧର ଥେକେ ଖାଲି ହେଁ ଗେଛେ । ମୃତ୍ୟୁ ତାକେ ଏକ ଡାକ ଦିଯେଛେ ଏବଂ ତିନି ‘ଆମି ହାୟିର’ ବଲେଛେ । ତିନି ରାଜ ଓ ଖୁରୁଶେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଜାୟଗାୟ ଶାୟିତ ରହେଛେ । ମୃତ୍ୟୁ ଏଖନ ଇବନେ ହାଶେମେର ମତୋ କୋନ ଲୋକ ରେଖେ ଯାଇନି । ସେଇ ବିକଳେର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସଥିନ ତାକେ ଲୋକେରା ଖାଟିଯାଯ ତୁଲେ ନିଯେ ଗିଯେଛିଲୋ । ମୃତ୍ୟୁ ଯଦିଓ ତାର ଅନ୍ତିତ୍ବ ମୁହଁ ଦିଯେଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ତ୍ତି ମୁହଁ ଦିତେ ପାରବେ ନା । ତିନି ଛିଲେନ ବଡ଼ ଦାତା ଏବଂ ଦୟାଲୁ ।¹³

ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ତିନି ଯେସବ ଜିନିସ ରେଖେ ଗିଯେଛିଲେନ ସେବ ହଙ୍ଗେ ପାଂଚଟି ଉଟ, ଏକ ପାଲ ବକରି, ଏକଟି ହାବଶୀ ଦାସୀ । ସେଇ ଦାସୀର ନାମ ଛିଲୋ ବରକତ, କୁନିଯତ ଛିଲୋ ଉମ୍ମେ ଆୟମନ । ତିନି ରସ୍ତଳୁଲ୍‌ଗ୍ହାହ ସାଲ୍‌ଗ୍ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍‌ଗ୍ହାମକେ ଦୁଖ ଖାଇଯେଛିଲେନ ।¹⁴

୧୧. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୫୧-୧୫୫, ରହମାତୁଲଲିଲ ଆଲାମିନ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୮୯, ୯୦, ମୁଖତାହାର ସୀରାତେ ରାହୁଳ ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍ ଓୟାହାର ନଜନୀ, ପୃ. ୨୨, ୨୩

୧୨ ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୫୬, ୧୫୮, ଫେକହସ ସିଯାର, ମୋହାମ୍ମଦ ଗାୟାଶୀ, ପୃ.. ୪୫, ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ, ୨ୟ ଖତ ପୃ. ୧୧,

୧୩. ତାବାକାତେ ଇବନେ ସାଦ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୬୨

୧୪. ମୁଖତାହାର ସୀରାତ, ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍ହାହ, ପୃ. ୧୨ ତାଲାକିଛିଲ ଫୁହମ, ପୃ. ୧୪, ସହିହ ମୁସଲିମ ୨ୟ ଖତ ପୃ. ୧୬

আল্লাহর রসূলের আবির্ভাব

পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর

তাঁর জন্ম মোবারক

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মকায় বনি হাশেম বংশে ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। সেই বছরেই হাতী যুদ্ধের ঘটনাটি ঘটেছিলো। সে সময় স্ত্রাট নওশেরওয়ার সিংহাসনে আরোহণের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো। জন্ম তারিখ ছিলো ২০ বা ২২ শে এপ্রিল। ৫৭১ ঈসায়ী সাল। সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, সালমান মনসুরপুরী এবং মোহাম্মদ পাশা ফালাকি গবেষণা করে এ তথ্য উদ্বাটন করেছেন।^১

ইবনে সাদ-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা বলেছেন, যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন তখন দেহ থেকে একটি নূর বের হলো, সেই নূর দ্বারা শামদেশের মহল উজ্জ্বল হয়ে গেলো। ইমাম আহমদ হ্যরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া থেকে প্রায় একই ধরনের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।^২

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নবুয়াতের পটভূমি হিসেবে আল্লাহর রসূলের জন্মের সময় কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিলো। কেসরার রাজ প্রাসাদের চৌকুটি পিলার ধসে পড়েছিলো। অগ্নি উপাসকদের অগ্নিকুণ্ড নিতে গিয়েছিলো। বহিরার শীর্জা ধৰ্মস হয়ে গিয়েছিলো। এটি ছিলো বায়হাকির বর্ণনা। কিন্তু মোহাম্মদ গায়যালী এ বর্ণনা সমর্থন করেননি।^৩

জন্মের পর তাঁর মা তাঁর দাদা আবদুল মোতালেবের কাছে পৌত্রের জন্মের সুসংবাদ দিলেন। তিনি খুব খুশি হলেন এবং সান্দভাবে তাঁকে কাবাঘরে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া এবং শোকরেয়া আদায় করলেন। এ সময় তিনি তাঁর নাম রাখলেন মোহাম্মদ। এ নাম আরবে পরিচিত ছিলো না। এরপর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গম দিনে খন্না করালৈন।^৪

মায়ের পর তাঁকে আবু লাহাবের দাসী ছাওবিয়া দুধ পান করান। সে সময় ছাওবিয়ার কোলের শিশুর নাম ছিলো মাহরুম। ছাওবিয়া তাঁর আগে হাম্যা ইবনে আবদুল মোতালেব এবং তাঁর পরে আবু সালমা সামা ইবনে আবদুল আছাদ মাঝুমিকেও দুধ পান করিয়েছিলেন।^৫

বনি সাদ গোত্রে অবস্থান

আরবের শহরে নাগরিকদের স্থানে ছিলো যে, তারা নিজেদের শিশুদের শহরের অসুখ বিসুখ থেকে ভালো রাখার জন্যে দুধ পান করানোর কাজে নিয়োজিত বেদুইন নারীদের কাছে পাঠাতেন।

১. তারিখে খায়রাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬২, রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩, পৃ. ৩৯

২. মুখতাহারুচ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১২, ইবনে, সাদ ১ম খন্ড, পৃ. ৬৩

৩. মুখতাহারুচ সীরাত, পৃ. ১২

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৯, ১৬০, তারিখে খায়রামি ১ম খন্ড, পৃ. ৬২, একটি বর্ণনায় এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি খন্দাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। (তালকিল ফুহুম, পৃ. ৪) ইবনে কাহিয়েম বলেছেন, এ সম্পর্কে কোম প্রয়াণিত হাদীস দেখা যায়নি। যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮

৫. তালকিল ফুহুম, পৃ. ৪, মুখতাহারুচ সীরাত শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১৩

ଏତେ ଶିଶୁଦେର ଦେହ ମଜବୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ହୟେ ଗଡ଼େ ଉଠିତୋ । ଏହାଡ଼ା ଏର ଆରେକ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ହଲୋ, ସେଇ ଦୁଧ ପାନେର ସମୟେଇ ଯେନ ତାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ଆରବୀ ଭାଷା ଶିଖିତେ ପାରେ । ଏଇ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ଧାତୀର ଖୋଜ କରେ ତାର ଦୌହିତ୍ରକେ ହାଲିମା ବିନତେ ଆବୁ ଜୁଯାଇବେର ହାତେ ଦିଲେନ । ଏଇ ମହିଳା ଛିଲେନ ବନି ସା'ଦ ଇବନେ ବକରେର ଅଭିରୁକ୍ତ । ତାର ସ୍ଵାମୀ ଛିଲୋ ହାରେସ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓସା, ଡାକ ନାମ ଆବୁ କାବଶା । ତିନିଓ ଛିଲେନ ବନି ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେରଇ ମାନୁଷ ।

ହାରେସେର ସନ୍ତାନର ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସମ୍ପର୍କେର କାରଣେ ତାର ଦୁଧ ଭାଇ ଓ ବୋନ ଛିଲୋ । ତାଦେର ନାମ ହଲୋ । ଆବଦୁଲୁହାହ, ଆନିସା, ହୋଯାଫା ବା ଜୋଯାମା । ହାଲିମାର ଉପାଧି ଛିଲୋ ଶାଯମା ଏବଂ ଏଇ ନାମେଇ ତିନି ବେଶ ପରିଚିତ ଛିଲେନ । ତିନି ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବୁକେର ଦୁଧ ଖାଓୟାତେନ । ଏବଂ ତିନି ଛାଡ଼ା ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇବନେ ହାରେସ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ, ଯିନି ରସ୍ତୁଲୁହାହର ଚାଚାତୋ ଭାଇ ଛିଲେନ, ତିନିଓ ହାଲିମାର ମାଧ୍ୟମେ ତାର ଦୁଧ ଭାଇ ଛିଲେନ । ତାର ଚାଚା ହାମ୍ୟା ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବର ଦୁଧ ପାନେର ଜନ୍ୟେ ବନୁ ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେର ଏକଜନ ମହିଳାର କାହେ ନୃତ୍ୟ ହେଁଲେନ । ବିବି ହାଲିମାର କାହେ ଥାକାର ସମୟେ ଏଇ ମହିଳାଓ ଏକଦିନ ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦୁଧ ପାନ କରିଯେଲେନ । ଏଇ ହିସାବେ ତିନି ଏବଂ ହାମ୍ୟା ଉଭୟେ ଦୁଇ ସୂତ୍ରେ ରେଯାଯା ଭାଇ ବା ଦୁଧ ଭାଇ ଛିଲେନ । (ଏକଦିକେ ଛାଓରିଯାର ସୂତ୍ରେ, ଅନ୍ୟଦିକେ ବନୁ ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେର ଏଇ ମହିଳାର ସୂତ୍ରେ) ।^୧

ଦୁଧ ପାନ କରାନୋର ସମୟ ହସରତ ହାଲିମା ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବରକତେର ଏମନ ଘଟନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେଛିଲେନ ଯେ, ବିଶ୍ୱଯେ ହତବାକ ହୟେ ଗିଯେଇଲେନ । ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ ତାର ମୁଖେଇ ଶୋନା ଯାକ । ଇବନେ ଇସହାକେର ବର୍ଣନାମତେ ହସରତ ହାଲିମା ବଲେନ, ଆମି ଆମାର ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ ଆମାଦେର ଦୁଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁସହ ବନି ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେର କରେକଜନ ମହିଳାର ସଙ୍ଗେ ନିଜେଦେର ଶହର ଛେଡ଼େ ବେର ହାଲାମ । ସେଠା ଛିଲୋ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବର୍ଷର; ଚାରିଦିକେ ଅଭାବ ଅନଟନ । ଆମି ଏକଟି ମାଦୀ ଗାଧାର ପିଠେ ସଓଯାର ଛିଲାମ । ଆମାଦେର କାହେ ଏକଟି ଉଟନିଓ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଟନି ଏକ ଫୋଟାଓ ଦୁଧ ଦିତ ନା । କୁଧାର ଜ୍ଞାଲାଯ ଦୁଧରେ ଶିଶୁ ଛଟଫଟ କରତୋ । ରାତେ ଘୁମାତେ ପାରତାମ ନା । ଆମାର ବୁକେଓ ଦୁଧ ଛିଲୋ ନା, ଉଟନିଓ ଦୁଧ ଦିତ ନା । ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦେର ଅପେକ୍ଷାଯ ଆମରା ଦିନ କଟାଇଲାମ । ମାଦୀ ଗାଧାର ପିଠେ ସଓଯାର ହୟେ ବାଡ଼ି ଥେକେ ଯାଓୟାର ସମୟ ଗାଧା ଏତୋ ଧୀରେ ଚଲତେ ଲାଗଲୋ ଯେ, କାଫେଲାର ସବାଇ ବିରକ୍ତ ହୟେ ଗେଲୋ । ଦୁଧ ପାନ କରାନୋର ଜନ୍ୟେ ଶିଶୁର ସନ୍ଧାନେ ମଙ୍କାଯ ଗେଲାମ । ଆମାଦେର କାଫେଲାର ଯତୋ ମହିଳା ଛିଲୋ, ସକଳେର କାହେଇ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲକେ ଗ୍ରହଣ କରତେ ପେଶ କରା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ପିତୃତ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିମ ହେଁଲେନ ସବାଇ ତାକେ ଗ୍ରହଣ କରତେ ଅସ୍ଥିକାର କରଲୋ । କେନନା ସବାଇ ସନ୍ତାନର ପରିବାର ଥେକେ ଭାଲୋ ପାରିଶ୍ରମିକେର ଆଶା କରିଛିଲୋ । ଏକଜନ ବିଧବୀ ମାକି ଆର ଦିତେ ପାରବେବେ ଏ କାରଣେଇ ଆମରା କେଉ ତାକେ ନିତେ ରାଯି ହଇନି ।

ଏଦିକେ ଆମାଦେର କାଫେଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଇ କୋନ ନା କୋନ ଶିଶୁ ପେଶେ ଗେଲୋ । ଆମି କୋନ ଶିଶୁଇ ପେଲାମ ନା । ଫେରାର ସମୟ ସ୍ଵାମୀକେ ବଲଲାମ, ଖାଲି ହାତେ ଫିରେ ଯେତେ ଭାଲୋ ଲାଗଛେ ନା । ଆମି ବରଂ ସେଇ ଏତିମ ଶିଶୁକେଇ ନିଯେ ଯାଇ । ସ୍ଵାମୀ ରାଯି ହଲେନ । ବଲଲେନ, ହସତୋ ଓର ଓଛିଲାଯ କୁଧାର ଜ୍ଞାଲାଯ ଘୁମାତେ ପାରତ ନା । ଏଦିକେ ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ଉଟନି ଦୋହନ କରତେ ଗିଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲୋ

ତାର ତନ ଦୁଧେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତିନି ଏତୋ ଦୁଧ ଦୋହନ କରଲେନ ଯେ, ଆମରା ତୃତୀୟ ସାଥେ ପାନ କରଲାମ । ବଡ଼ ଆରାମେ ଆମରା ରାତ କାଟାଲାମ । ସକାଳେ ଆମର ସ୍ଵାମୀ ବଲଲେନ, ଖୋଦାର କସମ, ହାଲିମା, ତୁମି ଏକଟି ବରକତସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରେଛୋ । ଆମି ବଲଲାମ, ଆମାରେ ତାଇ ମନେ ହୁଁ ।

ହାଲିମା ବଲଲେନ, ଏରପର ଆମାଦେର କାଫେଲା ରାଓୟାନା ହଲୋ । ଆମି ଦୁର୍ବଲ ଗାଧାର ପିଠେ ସେବାର ହଲାମ । ଶିଶୁଟି ଛିଲୋ ଆମାର କୋଳେ । ଗାଧା ଏତୋ ଦ୍ରତ ପଥ ଚଲଲୋ ଯେ, ସବ ଗାଧାକେ ସେ ଛାଡ଼ିଯେ ଗେଲୋ । ସଙ୍ଗନୀ ମହିଳାରା ଅବାକ ହେଁ ବଲଲୋ, ଓ ଆବୁ ଯୋବାଯେବେର କନ୍ୟା, ଏଟା କି ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟାପାର, ଆମାଦେର ଦିକେ ଏକଟୁ ତାକାଓ । ଯେ ଗାଧାୟ ସେବାର ହେଁ ତୁମି ଏସେଛିଲେ, ଏଟା କି ମେହି ଗାଧା? ଆମି ବଲଲାମ, ହାଁ, ସେଟିଇ । ତାରା ବଲଲୋ, ଏର ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ବିଶେଷ କୋନ ବ୍ୟାପାର ରହେଛେ ।

ଏରପର ଆମରା ବନୁ ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେ ନିଜେଦେର ଘରେ ଚଲେ ଏଲାମ । ଆମାଦେର ଏଲାକାର ଚେଯେ ବେଶି ଅଭାବହତ୍ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଲିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଏଲାକା ଛିଲୋ କିନା ଆମି ଜାନତାମ ନା । ଆମାଦେର ଫିରେ ଆସାର ପର ବକରିଶୁଲୋ ଚାରଗଭୁମିତେ ଗେଲେ ଭରା ପେଟ ଓ ଭରା ତୁନେ ଫିରେ ଆସତୋ । ଆମରା ଦୁଧ ଦୋହନ କରେ ପାନ କରତାମ । ଅର୍ଥଚ ସେ ସମୟ ଅନ୍ୟ କେଉ ଦୁଧଇ ପେତୋ ନା । ତାଦେର ପଞ୍ଚଦେର ତୁନେ କୋନ ଦୁଧଇ ଥାକତ ନା । ଆମାଦେର କୁମେର ଲୋକେରା ରାଖାଲଦେର ବଲତୋ, ହତଭାଗ୍ୟର ଦଲ ତୋମରା ତୋମାଦେର ବକରି ସେଇ ଏଲାକାଯ ଚରାଓ ସେଥାନେ ଆବୁ ଯୋବାଯେବେର କନ୍ୟା ବକରି ଚରାଯ । କିନ୍ତୁ ତରୁଣ ତାଦେର ବକରି ଥାଲି ପେଟେଇ ଫିରେ ଆସତୋ । ଏକଫୋଟା ଦୁଧଓ ତାଦେର ତୁନେ ପାଓୟା ଯେତୋ ନା । ଅର୍ଥଚ ଆମରା ବକରିଶୁଲୋ ଭରାପେଟ ଏବଂ ଭରା ତୁନେ ଫିରେ ଆସତୋ । ଏମନି କରେ ଆମରା ଆଲ୍ଲାହର ରହମତ ଓ ବରକତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରତେ ଲାଗଲାମ । ଶିଶୁ ବସ୍ସ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଁ ବସିଲା ପର ଆମରା ତାକେ ଦୁଧ ଛାଡ଼ାଲାମ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଶୁଦେର ଚେଯେ ଏଇ ଶିଶୁ ଛିଲୋ ଅଧିକ ହାଟପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟା । ଏରପର ଆମରା ଶିଶୁଟିକେ ତାର ମାଯେର କାହେ ନିଯେ ଗେଲାମ । ଆମରା ତାର କାରଣେ ବରକତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେଛିଲାମ । ତାଇ ଚାହିଲାମ ଯେ, ଶିଶୁଟି ଆମାଦେର କାହେଇ ଆରା କିଛୁଦିନ ଥାକୁକ । ଶିଶୁର ମାକେ ଆମି ଏ ଇଚ୍ଛାର କଥା ଜାନାଲାମ । ବାର ବାର ଆବେଦନ ନିବେଦନ ଜାନାତେ ବିବି ଆମେନା ପୁନରାୟ ଶିଶୁକେ ଆମାର କାହେଇ ଫିରିଯେ ଦିଲେନ ।⁸

ସିନା ଚାକେର ଘଟନା

ଦୁଧ ଛାଡ଼ାନୋର ପରା ଶିଶୁ ମୋହାମ୍ବଦ ବନୁ ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେଇ ଛିଲେନ । ତାର ବସ୍ସ ସର୍ବନ ଚାର ଅର୍ଥବା ପାଂଚ ବର୍ଷ ତଥା 'ସିନା ଚାକ'-ଏର ଘଟନାଟି ଘଟେ ।⁹

ଏ ଘଟନାର ବିବ୍ରାତି ବିବରଣ ସହିହ ମୁସଲିମ ଶରୀଫେ ହୟରତ ଆନାସ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହେଛେ । ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ ଯେ, ରସୂଲୁହ ସାନ୍ନାତ୍ତାହ ସ୍ତ୍ରୀଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର କାହେ ହୟରତ ଜିବରାଇଲ (ଆ.) ଆଗମନ କରଲେନ । ଏ ସମୟ ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଦେର ସାଥେ ଖେଲା କରିଛିଲେନ । ଜିବରାଇଲ (ଆ.) ତାକେ ଶୁଇୟେ ବୁକ ଚିରେ ଦିଲ ବେର କରଲେନ । ତାରପର ଦିଲ ଥେକେ ଏକଟି ଅଂଶ ବେର କରେ ବଲଲେନ, ଏଟା ତୋମାର ମଧ୍ୟ ଶୟତାନେର ଅଂଶ । ଏରପର ଦିଲ ଏକଟି ତଶ୍ତରିତେ ରେଖେ ଯମୟମ କୁପେର ପାନି ଦିଯେ ଧୁୟେ ନିଲେନ । ତାରପର ଯଥାଯଥ ଥାନେ ତା ଥାପନ କରଲେନ । ଅନ୍ୟ ଶିଶୁର ଛୁଟେ ଗିଯେ ବିବି ହାଲିମାର କାହେ ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ବଦକେ ମେରେ ଫେଲା ହେଁବେ ।¹⁰

8. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୬୨, ୧୬୩, ୧୬୪

9. ଅଧିକାଂଶ ସୀରାତ ରଚିଯିଲା ଏଇ ଅଭିମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ଇବନେ ଇସହାକେର ବର୍ଣ୍ଣା ଥେକେ ଜାନା ଯାଇ ଯେ, ତିନି ବର୍ଷ ବସିଲା ଏ ଘଟନା ଘଟେଇଲା । (ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୬୪, ୧୬୫)

10. ସହିହ ମୁସଲିମ, ଆଲ ଆସରା ଅଧ୍ୟାୟ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୨

ମାୟେର ସେହ ଓ ଦାଦାର ଆଦରେ

ଏ ଘଟନାର ପର ବିବି ହାଲିମା ଭାଇ ହେଁ ପଡ଼ିଲେନ । ତିନି ଶିଖକେ ତାର ମାୟେର କାହେ ଫିରିଯେ ଦିଯି ଏଲେନ । ହୁଯ ବହର ବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ମାୟେର ସେହହାୟାଯ କଟାଲେନ । ୧୧

ଏହିକେ ହୟରତ ଆମେନାର ଇଛେ ହଲୋ ଯେ, ତିନି ପରଲୋକଗତ ହାମୀର କବର ଯେଯାରତ କରବେନ । ପୁତ୍ର ମୋହାମ୍ମଦ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ସେ ଆୟମନ ଏବଂ ଶୁଭ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବକେ ସଙ୍ଗେ ମିଯେ ତିନି ଧ୍ୟା ପାଁଚ ଶତ କିଲୋମିଟିର ପଥ ପାଡ଼ି ଦିଯେ ମଦିନାଯ ପୌଛିଲେନ । ଏକମାତ୍ର ମେଧାନେ ଅବହାନେର ପର ମଙ୍କାର ପଥେ ରୋଧାନା ହଲେନ । ମଙ୍କା ଓ ମଦିନାର ମାବାମାବି ଆବଗୋଯା ନାମକ ଜ୍ଞାଯଗାୟ ଏସେ ବିବି ଆମେନା ଗୁରୁତର ଅସୁର୍କ ହେଁ ପଡ଼ିଲେନ । କହେ ଏହି ଅସୁର୍କ ବେଡ଼େ ଚଲିଲୋ । ଅବଶେଷେ ତିନି ଆବଗୋଯା ଇତ୍ତେକାଳ କରେନ । ୧୨

ବୃଦ୍ଧ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ପୌତ୍ରକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ମଙ୍କାଯ ପୌଛିଲେନ । ପିତୃମାତୃହୀନ ପୌତ୍ରେର ଜନ୍ୟେ ତାର ମନେ ଛିଲୋ ଭାଲୋବାସାର ଉତ୍ସାପ । ଅତୀତେ ଶ୍ରୁତିତେ ତାର ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଁ ଉଠିଲୋ । ପିତୃମାତୃହୀନ ପୌତ୍ରକେ ତିନି ଯତୋଟି ଭାଲୋବାସତେନ, ଏତୋ ଭାଲୋବାସା ତାର ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କାରୋ ଜନ୍ୟେଇ ଛିଲୋ ନା । ଭାଗ୍ୟେର ଲିଖନ, ବାଲକ ମୋହାମ୍ମଦ ମେ ଅବହାୟ ଛିଲେନ ଏକାତ୍ମ ନିଃସମ୍ଭ; କିନ୍ତୁ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ତାଙ୍କେ ନିଃସମ୍ଭ ଥାକତେ ଦିତେନ ନା, ତିନି ପୌତ୍ରକେ ଅନ୍ୟ ସକଳେର ଚେଯେ ବୈଶି ଭାଲୋବାସତେନ ଏବଂ ସେହ କରତେନ । ଇବନେ ହିଶାମ ଲିଖେଛେ, ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ଜନ୍ୟେ କାବାଘରେର ଛାୟାଯ ବିଛାନା ପେତେ ଦେଇ ହତେ । ତାର ସବ ସତ୍ତାନ ସେଇ ବିଛାନାର ଚାରିଦିକେ ବସତୋ । କିନ୍ତୁ ମୋହାମ୍ମଦ ଗେଲେ ବିଛାନାଯଇ ବସତେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଅଞ୍ଚ ବସକ ଶିଖ । ତାର ଚାଚାରା ତାଙ୍କେ ବିଛାନା ଥେକେ ସରିଯେ ଦିତେନ । କିନ୍ତୁ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ବଳତେନ, ଓକେ ସରିଯେ ଦିଯୋ ନା । ଓର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅସାଧାରଣ । ବରଂ ତାଙ୍କେ ନିଜେର ପାଶେ ବସାତେନ । ଶୁଦ୍ଧ ବସାନୋଇ ନୟ, ତିନି ପ୍ରିୟ ଦୌହିତ୍ୟକେ ସବ ସମୟ ନିଜେର ସାଥେ ରାଖତେନ । ବାଲକ ମୋହାମ୍ମଦେର କାଜକର୍ମ ତାଙ୍କେ ଆନନ୍ଦ ଦିତେ । ୧୩

ବସ ଆଟ ବହର ଦୁଇ ମାସ ଦଶଦିନ ହୁଏଇର ପର ତାର ଦାଦାର ସେହରେ ଛାୟାଓ ଉଠେ ଗେଲୋ । ତିନି ଇତ୍ତେକାଳ କରଲେନ । ମୃତ୍ୟୁର ଆଗେ ତିନି ତାର ପୁତ୍ର ଆବୁ ତାଲେବକେ ଓସିଯତ କରେ ଗେଲେନ, ତିନି ଯେନ ଭାତୁଷ୍ପୁତ୍ରେର ବିଶେଷଭାବେ ଯତ୍ନ ନେନ । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଆବୁ ତାଲେବ ଏବଂ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଛିଲେନ ଏକଇ ମାୟେର ସତ୍ତାନ । ୧୪

ଚାଚାର ସେହବାବୁସଙ୍ଗେ

ଆବୁ ତାଲେବ ଭାତୁଷ୍ପୁତ୍ରକେ ଗଭିର ସେହ-ମମତାର ସାଥେ ପ୍ରତିପାଳନ କରେନ । ତାଙ୍କେ ନିଜ ସତ୍ତାନଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ କରେ ନେନ । ବରଂ ନିଜ ସତ୍ତାନଦେର ଚେଯେ ବୈଶି ସେହ କରତେନ, ଚାଲିଶ ବହରେର କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ ଆବୁ ତାଲେବରେ କାହେ ଆବେଦନ ଜାନାଲୋ । ଆବୁ ତାଲେବ ଏକଟି ବାଲକକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ବେର ହଲେନ । ବାଲକଟିକେ ଦେଖେ ମେଘେ ଢାକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହଛିଲୋ । ଆଶେ ପାଶେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଲକଙ୍କ

୧୧. ତାଲକିଛଳ ଫୁହମ, ପୃ. ୭, ଇବନେ ହିଶାମ ୧ୟ ଖତ ପୃ. ୧୬୮

୧୨. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୬୮, ତାଲକିଛଳ ଫୁହମ ପୃ. ୭ ତାରିଖେ ଖାଜରାମି, ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୩ ଫେବ୍ରାରୀ ମୀରାତ, ଗାଜାଯାଯଲୀ, ପୃ. ୫୦

୧୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୬୮

୧୪. ତାଲକିଛଳ ଫୁହମ, ପୃ. ୭, ଇବନେ ହିଶାମ ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୪୯

ଛିଲୋ । ଆବୁ ତାଳେବ ସେଇ ବାଲକକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ କାବାଘରେର ସାମନେ ଗେଲେନ । ବାଲକେର ପିଠ କାବାର ଦେଯାଲେର ସାଥେ ଲାଗିଯେ ଦିଲେନ । ବାଲକ ତାର ହାତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ରାଖିଲୋ । ଆକାଶେ ଏକ ଟୁକରୋ ମେଘ ଓ ଛିଲୋ ନା । କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳଶ୍ରଣେ ମଧ୍ୟେଇ ସମୟ ଆକାଶ ମେଘେ ଛେଯେ ମୁଖଲଧାରେ ବୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହଲୋ । ଶହର ପ୍ରାନ୍ତର ସଜୀବ ଉର୍ବର ହେଁ ଗେଲୋ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆବୁ ତାଳେବ ଏହି ଘଟନାର ପ୍ରତି ଇରିତ କରେ ବଲେଛିଲେନ, ‘ତିନି ସୁଦର୍ଶନ, ତାର ଚେହାରା ଥେକେ ବୃଷ୍ଟିର କରଣୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରା ହୁଏ । ତିନି ଏତିମଦେର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୱବୀଦେର ରକ୍ଷାକାରୀ ।’^{୧୫}

ପାତ୍ରୀ ବୁହାଇରା

ନବୀ ମୋହମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହୁଅ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଲ୍ଲାମେର ବୟସ ଯଥନ ବାରୋ ବହର, ମତାନ୍ତରେ ବାରୋ ବହର ଦୁଇ ମାସ ଦଶଦିନ ହଲୋ^{୧୬} ତଥନ ଆବୁ ତାଳେବ ତାଙ୍କେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ବ୍ୟବସାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ସିରିଆୟ ରୁଗ୍ଯାନା ହଲେନ । ବସରାଯ ପୌଛାର ପର ଏକ ଜାଗାଗାୟ ତାବୁ ସ୍ଥାପନ କରଲେନ । ସେ ସମୟ ଆରବ ଉପଧୀପେର ରୋମ ଅଧିକୃତ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ସେରା ଛିଲୋ । ସେଇ ଶହରେ ଜାରଜିସ ନାମେ ଏକଜନ ପାତ୍ରୀ ଛିଲେନ । ତିନି ବୁହାଇରା ନାମେ ପରିଚିତ ଛିଲେନ । କାଫେଲା ତାବୁ ସ୍ଥାପନରେ ପର ବୁହାଇରା ଗୀର୍ଜା ଥେକେ ବେର ହେଁ କାଫେଲାର ଲୋକଦେର କାହେ ଏଲେନ ଏବଂ ତାଦେର ମେହମାନଦାରୀ କରଲେନ । ଅର୍ଥଚ ପାତ୍ରୀ ବୁହାଇରା କଥନେ ତାର ଗୀର୍ଜା ଥେକେ ବେର ହତେନ ନା । ତିନି ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହୁଅ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଲ୍ଲାମକେ ଚିନେ ଫେଲିଲେନ ଏବଂ ତାର ହାତ ଧରେ ବଲେନ, ତିନି ସାଇୟେଦୁଲ ଆଲାମିନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ଏଁକେ ରହମାତୁଲଲିଲ ଆଲାମିନ ହିସେବେ ପ୍ରେରଣ କରେଛେ । ଆବୁ ତାଳେବ ବୁହାଇରାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ଆପଣି ଏଟା କିଭାବେ ବୁଝାଲେନ? ତିନି ବଲେନ, ଆପଣାରା ଏହି ଏଲାକାଯ ଆସାର ପର ଏହି ବାଲକେର ସମ୍ମାନେ ଏଖାନକାର ସବ ଗାହପାଳା ଏବଂ ପାଥର ସେଜଦାୟ ନତ ହେଁଥେ । ଏବା ନବୀ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାଉକେ ସେଜଦା କରେ ନା । ତାଛାଡ଼ା ମୋହରେ ନୁଯାତେର ଦ୍ୱାରା ଆମି ତାଙ୍କେ ଚିନିତେ ପେରେଛି । ତାର କାନ୍ଧେର ନୀଚେ ନରମ ହାଡ଼ର ପାଶେ ଏହି ‘ଦେବ’ ଫଳେର ମତୋ ମଜୁନ ରଯେଛେ । ଆମରା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମରା ଆମାଦେର ଧର୍ମୀୟ ପାହେ ଦେଖେଛି ।

ଏରପର ପାତ୍ରୀ ବୁହାଇରା ଆବୁ ତାଳେବକେ ବଲେନ, ଓକେ ମକ୍କାଯ ଫେରତ ପାଠିଯେ ଦିନ । ସିରିଆୟ ନେବେନ ନା । ଇନ୍ଦ୍ରୀରା ଓର କ୍ଷତି କରତେ ପାରେ । ଏ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆବୁ ତାଳେବ କଯେକଜଳ ଭୃତ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟ ଭାତୁପୁଅକେ ମକ୍କାଯ ପାଠିଯେ ଦିଲେନ ।^{୧୭}

ଫୁଜ୍ଜାରେର ଯୁଦ୍ଧ

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁଅ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଲ୍ଲାମେର ବୟସ ଯଥନ ପନେର ବହର, ତଥନ ଫୁଜ୍ଜାରେର ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହେଁ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ଏକଦିକେ କୋରାଯଶ ଏବଂ ତାଦେର ସାଥେ ଛିଲୋ ବନୁ କେନାନା ଅନ୍ୟଦିକେ ଛିଲୋ କଯସେ ଆୟନାଲ । କୋରାଯଶ ଏବଂ କେନାନାର ପ୍ରଧାନ ଛିଲୋ ହାରବ ଇବନେ ଉମାଇ୍ୟା । ବୟସ ଏବଂ ବନ୍ଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କାରଣେ କୋରାଯଶେର କାହେ ସେ ସମ୍ମାନେର ପାତ୍ର ଛିଲୋ । ବନୁ କେନାନାଓ ତାକେ ସମ୍ମାନ କରତୋ । ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ କେନାନାର ଓପର କଯେସେର ପାଦ୍ମା ଭାରି ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଦୁପୁର ହତେ ନା ହତେଇ କଯେସେର ଓପର କେନାନାର ପାଦ୍ମା ଭାରି ହେଁ ଗେଲୋ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧକେ ଫୁଜ୍ଜାରେର ଯୁଦ୍ଧ ବଳା ହୁଏ । କାରଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ହରମ ଏବଂ ହାରାମ ମାସ ଉଭୟର ନିଷେଧାଜ୍ଞ ତୁଳେ ନେଯା ହେଁଥିଲୋ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହୁଅ

୧୫. ମୁଖତାହାର୍ମ ସୀରାତ, ଶେଖ ଆବସୁଲ୍ଲାହ, ପୃ. ୧୫, ୧୬

୧୬. ତାଲକିହୁଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଇବନେ ହିଶାମ, ୧୨ ଖତ, ପୃ. ୧୮୦, ୧୮୩, ତିରମିଯି ସହ ଅନ୍ୟ

ଗାନ୍ଧି ଉତ୍ତେଶ ରମ୍ୟରେ ଯେ, ତିନି ହସ୍ତରତ ବେଲାଲେର ସାଥେ ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଯାନ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭୁଲ । ବେଲାଲେର ତଥନୋ ଜନ୍ମୁଇ ହୟାନି । ଆର ଜନ୍ମ ହେଁ ଥାକଲେଓ ତିନି ଆବୁ ତାଳେବ ବା ଆବୁ ବକରେର ସାଥେ ପରିଚିତ ଛିଲେନ ନା । ଯାଦୁଳ ମାଯାଦ, ୧୨ ଖତ, ପୃ. ୧୭

ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମାର ସଂଶୋଧଣା କରେଛିଲେନ । ତିନି ତାର ଚାଚାଦେର ହାତେ ତୀର ତୁଲେ ଦିତେନ ।^{୧୮}

ହେଲଫୁଲ ଫୁଲୁଳ

ଫୁଜାରେର ଯୁଦ୍ଧର ପର ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ଯିଲକଦ ମାସେ ହେଲଫୁଲ ଫୁଲୁଳ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । କରେକଟି ଗୋତ୍ର ସେମନ କୋରାଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବନି ହାଶେମ, ବନି ମୋତାଲେବ, ବନି ଆସାଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓସ୍ତା, ବନି ଯୋହରା ଇବନେ କେଲାବ ଏବଂ ବନୁ ତାଇମ ଇବନେ ମୋରରା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ । ଏରା ସବାଇ ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ଜୁଦାନାନ ତାଇମିର ସରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ । ଏରା ବ୍ୟବସ ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟେ ଛିଲେନ ସର୍ବଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ । ଏରା ପରମପରା ଏ ମର୍ମେ ଅଂଶୀକାର କରଲେନ ଯେ, ମଙ୍କାଯ ସଂଘଟିତ ଯେ କୋନ ପ୍ରକାର ଯୁଲୁମ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିରୋଧ କରବେନ ।

ହେଲଫୁଲ ଅଧିବାସୀ ବା ବାଇରେର କେଉ—ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲ ପ୍ରକାର କରେ ତାର ଅଧିକାର ଫିରିଯେ ଦେଇବା ହେବ । ଏ ସମାବେଶେ ରସ୍ତୁଲାହ ସାନ୍ତ୍ବାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ-ଓ ଉପହିତ ଛିଲେନ । ନବୁଯାତ ପାଓଯାର ପର ଏ ଘଟନାର ଉତ୍ସେଖ କରେ ତିନି ବଲତେନ, ଆମି ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ଜୁଦାନାନର ସରେ ଏହନ ଚୁକ୍ତିତେ ଶରିକ ଛିଲାମ, ଯାର ବିନିମୟେ ଲାଲ ଉଟ୍ଟା ଆମାର ପଛଦ ନନ୍ଦ । ଇସଲାମୀ ଯୁଗେ ସେଇ ଚୁକ୍ତିର ଜନ୍ୟେ ଯଦି ଆମାକେ ଡାକା ହତୋ, ତବେ ଆମି ଅବଶ୍ୟାଇ ହାଫିର ହତାମ ।^{୧୯}

ଏ ଚୁକ୍ତିର ମୂଳ ଛିଲୋ ଜାହେଲୀ ଯୁଗେର ଯାବତୀୟ ବେ-ଇନସାଫୀ ଦୂରୀକରଣ । ଏ ଚୁକ୍ତିର କାରଣ ଏଟାଇ ବଲା ହେଯେଛେ ଯେ, ଯୋବାଯୋରେର ଏକଜନ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଜିନିସ ନିୟେ ମଙ୍କାଯ ଏସେଛିଲୋ । ଆସ ଇବନେ ଓୟାଯୋଲ ତାର କାହା ଥେକେ ସେଇ ଜିନିସ କର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରେନ । ଆସ ଇବନେ ଓୟାଯୋଲେର କାହେ ଜିନିସ ବିକ୍ରେତା ଆବଦୁଦ ଦାର, ମାଖଜୁମ, ଜାମିହ, ଛାହାମ ଏବଂ ଆଦୀର କାହେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବେଦନ ଜାନାଯ । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଶୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି । ଏରପର ସେଇ ଲୋକଟି ଆବୁ କୁରାଇସ ପାହାଡ଼େ ଉଠେ ଉଚ୍ଚବସରେ କରେକଟି କବିତା ଆବୃତ୍ତ କରଲୋ । ସେ କବିତାଯ ତାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରେର କଥା ବର୍ଣନ କରା ହେଯେଛିଲୋ ।

ଏତେ ଯୋବାଯୋର ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ଛୁଟୋଛୁଟି ଶୁରୁ କରେ ବଲେନ, ଏଇ ଲୋକଟିର କୋନ ସାହ୍ୟକରୀ ନେଇ କେନ୍ତା ତାର ଚଷ୍ଟୋ ଉତ୍ସେଖିତ କରେକଟି ଗୋତ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହେଲୋ । ପ୍ରଥମେ ତାରା ଚୁକ୍ତି କରଲୋ ପରେ ଆସ ଇବନେ ଓୟାଯୋଲେର କାହା ଥେକେ ବିକ୍ରୀତ ପଣ୍ଡେର ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରେ ଦିଲ ।^{୨୦}

ସଂଘାମୀ ଜୀବନ ଯାପନ

ତରଣ ବ୍ୟବସେ ରସ୍ତୁଲାହ ସାନ୍ତ୍ବାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋନ କାଜ ଛିଲୋ ନା । ତବେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣନା ଥେକେ ଜାନା ଯାଇ ଯେ, ତିନି ବକରି ଚାରାତେନ । ସେଗୁଲୋ ଛିଲୋ ବନି ସା'ଦ ଗୋତ୍ରେର ।^{୨୧}

କରେକ କିରାତ ପାରିଶ୍ରମିକେର ବିନିମୟେ ମଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେର ବକରିଓ ତିନି ଚାରାତେନ ।^{୨୨} ପଞ୍ଚଶ ବହୁ ବ୍ୟବସେ ତିନି ହ୍ୟରତ ଖାଦିଜା (ରା.) ବାଣିଜ୍ୟକ ପଣ୍ଡ ନିୟେ ସିରିଆୟ ସଫର କରେନ । ଇବନେ ଇସହାକ ବର୍ଣନା କରେଛେ, ଖାଦିଜା ବିନତେ ଖୋଯାଇଲେଦ ଏକଜନ ଅଭିଜାତ ଓ ଧନବତୀ ମହିଳା ଛିଲେନ । ତିନି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକେ ଦିଯେ ପଣ୍ଡ କିନତେନ ଏବଂ ସେସବ ପଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରାତେନ । ଲାଭେର ଏକଟା ଅଂଶ ତିନି ପ୍ରହଳିତ କରାତେନ । ସମୟ କୋରାଯଶ ଗୋତ୍ରୀ ବ୍ୟବସା କରାତେ । ବିବି ଖାଦିଜା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ସତତା, ସଚ୍ଚରିତ୍ରତା ଏବଂ ନୟତାର କଥା ଶୁଣେ ତାକେ ବ୍ୟବସାୟ

୧୮. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୮୪-୧୮୬ କଲବେ ଜାମିରାତୁଲ ଆରବ, ପୃ. ୩୬୦, ତାରୀଖେ ଖାଦିଜା, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୬୩

୧୯. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୩୩, ୧୩୫, ମୁଖତାହାରମ୍ ସୀରାତ, ଶେଷ ଆବଦୁଲାହ, ପୃ. ୩୦, ୩୧ ।

୨୦. ମୁଖତାହାରମ୍ ସୀରାତ, ପୃ. ୩୦-୩୧

୨୧. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୬୨, ୧୬୬

୨୨. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୩୦୧

ନିଯ়ୋଗେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ତାବ ପାଠାଲେନ । ତିନି ତାର ତ୍ରୀତଦାସ ମାୟଛାରାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯାଓଯାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ତାବ ଦିଲେନ । ବିବି ଖାଦିଜା ଏକଥାଓ ବଲଲେନ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର ତିନି ଯେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଯେ ଥାକେନ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ତାର ଚେଯେ ବେଶ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବେନ । ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଏ ପ୍ରତ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ ଏବଂ ବିବି ଖାଦିଜାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପଣ୍ୟ (ତଥା ମସଲାଦୀ) ତାର ତ୍ରୀତଦାସ ମାୟଛାରାକେ ସାଥେ କରେ ନିଯେ ସିରିଆ ଗେଲେନ ।^{୨୩}

ବିବି ଖାଦିଜାର ସାଥେ ବିଯେ

ରସୂଳାହୁ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫର ଥେକେ ଫିରେ ଆସାର ପର ବିବି ଖାଦିଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ, ଅତୀତେର ଚେଯେ ଏବାର ତାର ଅନେକ ବେଶ ଲାଭ ହେଁଥେ । ଏହାଡ଼ା ତିନି ଭ୍ରତ୍ୟ ମାୟଛାରାର କାହେ ଆଜ୍ଞାହର ରସୂଲେର ଉତ୍ସନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ସତତା, ନ୍ୟାୟପରାଯଣତା ଇତ୍ୟାଦିର ଭୂଯ୍ସୀ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେନ । ଏସବ ଶୁଣେ ମନେ ମନେ ତିନି ଆଜ୍ଞାହର ରସୂଲକେ ଭାଲୋବେସେ ଫେଲିଲେନ । ଏଇ ଆଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍ଦୀର ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ଲୋକ ବିବି ଖାଦିଜାକେ ବିଯେର ପ୍ରତ୍ତାବ ଦିଯେଇଲେନ । କିନ୍ତୁ କୋନ ପ୍ରତ୍ତାବଇ ତିନି ଗ୍ରହଣ କରେନନି । ମନେର ଗୋପନ ଇଚ୍ଛାର କଥା ବିବି ଖାଦିଜା ତାର ବାନ୍ଧ୍ୟୀ ନାଫିସା ବିନତେ ମୁନବିହର କାହେ ବ୍ୟକ୍ତ କରଲେନ । ନାଫିସା ଗିଯେ ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ସାଥେ କଥା ବଲିଲେନ । ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ରାଧି ହେଲେନ ଏବଂ ତାର ଚାଚଦେର ସାଥେ ପରାମର୍ଶ କରଲେନ । ତାର ଚାଚାରା ଖାଦିଜାର ଚାଚାର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରଲେନ ଏବଂ ବିଯେର ପରାମର୍ଶ ପାଠାଲେନ । ଏରପର ବିଯେ ହେଁ ଗେଲୋ । ଏ ବିଯେତେ ବନି ହାଶେମ ଏବଂ ମୁୟାର ଗୋତ୍ରେ ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିରା ଉପରୁତ୍ତ ଛିଲେନ ।

ସିରିଆ ଥେକେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫର ଶେଷ କରେ ଫିରେ ଆସାର ଦୁଇ ମାସ ପର ଏ ବିଯେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବିଯେର ମୋହରାନା ହିସାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଟ ଦିଯେଇଲେନ । ବିବି ଖାଦିଜାର ବୟସ ସେ ସମୟ ଛିଲୋ ଚଲିଶ ବର୍ଷ । ତିନି ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି, ସୌନ୍ଦର୍ୟ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ, ବନ୍ଧୁମର୍ଯ୍ୟାଦାୟ ଛିଲେନ ସେକାଲେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ । ବିବି ଖାଦିଜାର ସାଥେ ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ଏଟା ଛିଲୋ ପ୍ରଥମ ବିବାହ । ତିନି ବେଳେ ଥାକୁ ଅବହ୍ୟ ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଅନ୍ୟ କାରୋ ସାଥେ ବିବାହ ବନ୍ଧନେ ଆବଶ୍ୟକ ହନନି ।^{୨୪}

ଇବରାହୀମ ବ୍ୟାତୀତ ରସୂଳାହୁ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ସକଳ ସନ୍ତାନ ଛିଲେନ ବିବି ଖାଦିଜାର ଗର୍ଭଜାତ । ସର୍ବପ୍ରଥମ କାସେମ ଜନ୍ୟଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏ କାରଣେ ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ବଲା ହତୋ ଆବୁଲ କାସେମ ବା କାସେମେର ପିତା । କାସେମେର ପର ଯଯନବ, ରୋକାଇୟା, ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ, ଫାତେମା ଏବଂ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଜନ୍ୟଗ୍ରହଣ କରେନ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହର ଉପାଧି ଛିଲୋ ତାଇୟେବ ଏବଂ ତାହେର । ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସକଳେଇ ଶୈଶବେ ଇନ୍ଦ୍ରେକାଳ କରେନ । କନ୍ୟାରା ଇସଲାମେର ଯୁଗ ପେଯେଇଲେନ । ତାରା ସକଳେଇ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ହିଜରତେର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରେନ । ହସରତ ଫାତେମା (ରା.) ଅନ୍ୟ ସକଳେଇ ରସୂଳାହୁ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ଜୀବନ୍ଦଶାୟଇ ଇନ୍ଦ୍ରେକାଳ କରେନ । ହସରତ ଫାତେମା (ରା.) ତାର ଆବବା ରସୂଳାହୁ (ସ)-ଏର ଇନ୍ଦ୍ରେକାଳେର ମାତ୍ର ଛୟ ମାସ ପର ଇନ୍ଦ୍ରେକାଳ କରେନ ।^{୨୫}

୨୩. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୮୭, ୧୮୮

୨୪. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୮୯, ୧୯୦, ଫେରହତ ପୃ. ୫୯, ତାଲକିଛୁଲ ଫୁହମ, ପୃ. ୭

୨୫. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୯୦, ୧୯୧, ଫେରହତ ପୃ. ୬୦, ଫତହଲ ବାରୀ, ସନ୍ତମ ଖତ, ପୃ. ୧୦୫,

ଏତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କିଛଟା ମତଭେଦ ରଯେଇଛେ । ଯେ ତଥ୍ୟ ନିର୍ମୂଳ ମନେ ହେଁଥେ ମେ ତଥ୍ୟଇ ଉପ୍ରେସ କରେଇଛି ।

କାବାଘ ପୂନନିର୍ମାଣ ଏବଂ ହାଜରେ ଆସୁଥାଦେର ବିରୋଧ ମୀମାଂସା

ନବୀ କରିମ ସାହୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହୁମେର ବୟସ ସଖନ ପେଯାତ୍ରିଶ ବହର, ସେ ସମୟ କୋରାଯଶରା ନତୁନ କରେ କାବାଘର ନିର୍ମାଣେର କାଜ ଶୁରୁ କରେନ । ଏ ଉଦ୍ୟୋଗେର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, କାବାଘର ମାନୁଷେର ଉଚ୍ଚତାର ଚେଯେ ସାମାନ୍ୟ ବେଶ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାର ଦେୟାଲେ ଘେରା ଛିଲୋ । ହୟରତ ଇସମାଇଲ (ଆ.)-ଏର ଯମାନାଇହି ଏସବ ଦେୟାଲେର ଉଚ୍ଚତା ଛିଲୋ ନମ୍ବ ହାତ ଏବଂ ଉପରେ କୋନ ଛାଦ ଛିଲୋ ନା । ଏ ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନିଯେ କିଛି ଦୂର୍ବୁତ ଚୋର ଭେତରେର ସମ୍ପଦ ଚାରି କରେ । ତାହାଡ଼ା ନିର୍ମାଣେର ପର ଦୀର୍ଘକାଳ କେଟେ ଗେଛେ । ଇମାରତ ପୁରନେ ହେଁଯାଇ ଦେୟାଲେ ଫାଟିଲ ଧରେଛିଲୋ । ଏଦିକେ ସେ ବହର ପ୍ରବଳ ପ୍ଲାବନ୍‌ତ ହେଁଯାଇଲୋ, ମେହି ପ୍ଲାବନେର ତୋଡ଼ ଛିଲୋ କାବାଘରେର ଦିକେ । ଏ ସବ କାରଣେ କାବାଘର ଯେ କୋନୋ ସମୟ ଧରେ ପଡ଼ାର ଆଶଙ୍କା ଛିଲୋ । ତାଇ କୋରାଯଶରା କାବାଘର ନତୁନ କରେ ନିର୍ମାଣେର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାରେ ଅନୁଭବ କରିଲୋ ।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ କୋରାଯଶରା ସିନ୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଲୋ ଯେ, କାବାଘରେର ନିର୍ମାଣ କାଜେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଧ ଉପାୟେ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର କରା ହବେ । ଏସବେର ମଧ୍ୟେ ପତିତାର ଉପାର୍ଜନ, ସୁଦେର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାଯଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରା କୋନୋ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ ନା ।

କାବାଘର ନତୁନ କରେ ନିର୍ମାଣେର ଜନ୍ୟେ ପୁରନେ ଇମାରତ ଭେଜେ ଫେଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ କେଉ ଘର ଭାଙ୍ଗର ସାହସ ପାଛିଲୋ ନା । ଅବଶେଷେ ଓଲିଦୀ ଇବନେ ମୁଗିରା ମାଖ୍ୟମି ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ । ସବାଇ ସଖନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲୋ ଯେ, ଓଲିଦୀର ଉପର କୋନ ବିପଦ ଆପତିତ ହୟାନି, ତଥନ ସବାଇ ଭାଙ୍ଗାର କାଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଲୋ । ହୟରତ ଇତ୍ରାହିମ (ଆ.) ନିର୍ମିତ ଅଂଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗାର ପର ନତୁନ କରେ ନିର୍ମାଣ ଶୁରୁ କରା ହଲୋ । ନିର୍ମାଣ କାଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋତ୍ରେର ଅଂଶ ନିର୍ଧାରିତ ଛିଲୋ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋତ୍ର କାଜ ଶୁରୁ କରିଲୋ । ବାକୁମ ନାମେ ଏକ ରୋମକ ସ୍ଥାପନି ନିର୍ମାଣ କାଜ ତଦାରକ କରିଲୋ । ଇମାରତ ଯଥନ ହାଜରେ ଆସୁଥାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ହଲୋ ତଥନ ବିପଦ ଦେଖା ଦିଲୋ ଯେ, ଏ ପବିତ୍ର ପାଥର କେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଏଟା ଛିଲୋ ଏକଟା ପବିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମନ୍ତିତ କାଜ । ଚାର ପୌତ ଦିନ ଯାବତ ଏ ଝଗଡ଼ା ଚଲାତେ ଥାକିଲୋ । ଏ ଝଗଡ଼ା ଏମନ ମାରାଞ୍ଚକ କ୍ଲପ ଧାରଣ କରିଲୋ ଯେ, ଖୁଲୁ ଖାରାବି ହୟେ ଯାଓଯାଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦିଲ । ଆବୁ ଉମାଇଯା ମାଖଜୁମି ଏ ବିବାଦ ଫୟସାଲାର ଏକଟା ଉପାୟ ଏଭାବେ ନିର୍ଧାରଣ କରିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେ ମସଜିଦେ ହାରାମେ ଦରୋଜା ଦିଯେ ଯିନି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାର ଫୟସାଲା ସବାଇ ମେନେ ନେବେ । ଏ ପ୍ରତ୍ୟାବ ସବାଇ ଗ୍ରହଣ କରିଲୋ । ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାହୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହୁମ ଏକଥାନି ଚାଦର ମାଟିତେ ବିଛିଯେ ନିଜ ହାତେ ସେ ଚାଦରେର ଉପର ପାଥର ରାଖିଲେ, ତାରପର ବିବାଦମାନ ଗୋତ୍ରସମ୍ମହେର ନେତାଦେର ସେ ଚାଦରେର ଅଂଶ ଧରେ ପାଥର ଯଥାହାନେ ନିଯେ ଯେତେ ବଲାଲେ । ତାରା ତାଇ କରିଲୋ । ନିର୍ଧାରିତ ଜାଯଗାୟ ଚାଦର ନିଯେ ଯାଓଯାଇ ପର ରସୁଲ ସାହୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହୁମ ନିଜ ହାତେ ପାଥର ଯଥାହାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ । ଏ ଫୟସାଲା ଛିଲୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବେକସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ । ବିବାଦମାନ ଗୋତ୍ରେର ସକଳେଇ ଏତେ ସମ୍ମୁଦ୍ର ହଲୋ, କାରୋ କୋନୋ ଅଭିଯୋଗ ରଇଲୋ ନା ।

ଏଦିକେ କୋରାଯଶଦେର କାହେ ବୈଧ ଅର୍ଥେ ଅଭାବ ଦେଖା ଦିଲୋ । ଏ କାରଣେ ତାରା ଉତ୍ତର ଦିକେ କାବାଘ ଦୈର୍ଘ ପ୍ରାୟ ହାତ କମିଯେ ଦିଲ । ଏହି ଅଂଶକେ ହେଜର ଏବଂ ହାତୀମ ବଲା ହୟ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ କୋରାଯଶରା କାବାଘ ଦରୋଜା ବେଶ ଉଚ୍ଚ କରେ ଦିଲୋ, ଯାତେ ଏକମାତ୍ର ତାଦେର ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଢ଼ କରିଯେ ଉପର ଥେକେ ଛାଦ ଢାଲାଇ କରା ହଲୋ । ନିର୍ମାଣ ଶେଷେ କାବାଘର ଚତୁର୍ଭୁକ୍ଷେଣ ଆକୃତି ଲାଭ କରିଲୋ । ବର୍ତ୍ତମାନେ କାବାଘରେର ଉଚ୍ଚତା ପନେର ମିଟାର । ଯେ ଅଂଶେ ହାଜରେ ଆସୁଥାଦ ରଯେଛେ, ସେ ଅଂଶେର

দেয়াল এবং তার সামনের অর্ধাং উত্তর ও দক্ষিণ অংশের দেয়াল দশ দশ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন : হাজের আসওয়াদ মাটি থেকে দেড় মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। যে দিকে দরোজা রয়েছে, সেদিকের দেয়াল এবং সামনের দিকের অংশ পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়াল থেকে বারো মিটার উচ্চ। দরোজা মাটি থেকে দুই মিটার উচু। দেয়ালের ঘেরাও এর নীচে চারিদিক থেকে ঢেয়ারের আকৃতিবিশিষ্ট ঘেরাও রয়েছে। এর উচ্চতা পঁচিশ সেটিমিটার এবং দৈর্ঘ্য ত্রিশ সেটিমিটার। এটাকে শাজরাওয়ান বলা হয়। এটাও প্রকৃতপক্ষে কাবাঘরের অংশ, কিন্তু কোরায়শরা এ অংশের নির্মাণ কাজও স্থগিত রাখে।^{২৬}

বন্দুয়ত্তের আগের জীবন

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যেসব গুণবৈশিষ্ট বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এককভাবেই বিদ্যমান ছিলো। তিনি ছিলেন সেগুলো দূরদর্শিতা, সত্যপ্রিয়তা এবং চিন্তাশীলতার এক সুউচ্চ মিনার। চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, পরিপক্ষতা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিচ্ছন্নতা তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। দীর্ঘ সময়ের নীরবতায় তিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য পেতেন। পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুন্দর বিবেক বুদ্ধি, উন্নত স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মানুষের জীবন, বিশেষত জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে ধ্যান করেছিলেন। এ ধ্যানের মাধ্যমে মানুষকে যে সকল পক্ষিলতায় নিমজ্জিত দেখেন, এতে তাঁর মন ঘৃণায় ভরে উঠলো। তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। পক্ষিলতার আবর্তে নিমজ্জিত মানুষ থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখলেন। মানুষের জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়ার পর মানবকল্যাণে যতোটা স্তুতি অংশগ্রহণ করতেন। বাকি সময় নিজের প্রিয় নির্জনতার ভূবনে ফিরে যেতেন। তিনি কখনো মদ স্পর্শ করেন নি, আস্তানায় যবাই করা পশুর গোশত খাননি, মৃত্তির জন্যে আয়োজিত উৎসব, মেলা ইত্যাদিতেও কখনোই অংশগ্রহণ করেননি।

শুরু থেকে মৃতি নামের বাতিল উপাস্যদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এতো বেশি ঘৃণা অন্য কিছুর প্রতি ছিলো না। এছাড়া লাত এবং ওয়ারার নামে শপথও সহ্য করতে পারতেন না।^{২৭}

তকদীর তাঁর ওপর হেফায়তের ছায়া ফেলে রেখেছিলো এতে কোন সন্দেহ নেই। পার্থিব কোন কিছু পাওয়ার জন্যে যখন মন ব্যাকুল হয়েছে, অথবা অপছন্দনীয় রুস্ম-রেওয়াজের অনুসরণের জন্যে মনে ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সেসব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

ইবনে আছিরের এক বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাহেলি যুগের লোকেরা যেসব কাজ করতো, দু'বারের বেশি কখনোই সেসব কাজ করার ইচ্ছা আমার হয়নি। সেই দু'টি কাজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর সে ধরনের কাজের ইচ্ছা কখনোই আমার মনে জাগেনি। ইতিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নবুয়তের গৌরবে গৌরবাভিত করেছেন। মক্কার উপকর্ত্তে যে বালক আমার সাথে বকরি চরাতো, একদিন তাকে বললাম, তুমি আমার বকরিগুলোর দিকে যদি লক্ষ্য রাখতে, তবে আমি মক্কায় গিয়ে অন্য যুবকদের মতো রাত্রিকালের গল্ল-গুজবের আসরে অংশ নিতাম। রাখাল রাস্তায় হলো। আমি মক্কার দিকে রওয়ানা দিলাম। প্রথম ঘরের কাছে গিয়ে বাজনার আওয়ায় শুনলাম। জিজ্ঞাসা করায় একজন বললো, অমুকের সাথে অমুকের বিবাহ হচ্ছে। আমি শোনার জন্যে বসে

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ১৯২, ১৯৭ ফেকহস সীরাত ৬২, সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১, ২, ১৫ তারিখে খাজরামি ১ম খন্ড, পৃ. ৬৪, ৬৫ দেখুন,

২৭. বুহাইরার ঘটনায় এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে (ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৮),

পড়লাম। আস্ত্রাহ তায়ালা আমার কান বন্ধ করে দিলেন, আমি ঘূমিয়ে পড়লাম। রোদের আঁচ গায়ে লাগার পর আমার ঘূম ভাঙলো। আমি তখন মঞ্চার উপকর্ত্তে সেই রাখালের কাছে ফিরে গেলাম। সে জিজ্ঞাসা করার পর সব কথা খুলে বললাম। আরো একদিন একই রকমের কথা বলে রাখালের কাছ থেকে মঞ্চায় পৌছুলাম এবং প্রথমোক্ত রাতের মতই ঘটনাও সেদিন ঘটলো: এরপর কখনো ওই ধরনের ভুল ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত হয়নি।²⁸

সহীহ বোখারী শরীফে হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাবাঘর যখন নির্মাণ করা হয়েছিলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হ্যরত আব্বাস পাথর ভাঙছিলেন। হ্যরত আব্বাস (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, তহবন্দ খুলে কাঁধে রাখো, পাথরের ধুলোবলি থেকে রক্ষা পাবে। তহবন্দ খোলার সাথে সাথে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর আকাশের প্রতি তাকালেন এবং বেহেশ হয়ে গেলেন। খানিক পরেই হেঁশ ফিরে এলে বললেন, আমার তহবন্দ, আমার তহবন্দ। এরপর তাঁর তহবন্দ তাঁকে পরিয়ে দেয়া হয়। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এ ঘটনার পর আর কখনো তাঁর লজ্জাস্থান দেখা যায়নি।²⁹

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশংসনীয় কাজ, উন্নত সুন্দর চরিত্র এবং মাধৃত্য মন্তিত স্বভাবের কারণে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অধিক ব্যক্তিসম্পন্ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সম্মানিত প্রতিবেশী, সর্বাধিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন, সকলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী, সকলের চেয়ে কোমলপ্রাণ ও সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী। ভালো কাজে ভালো কথায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রসর এবং প্রশংসিত। অংগীকার পালনে ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রণী, আমানতদারির ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়। স্বজাতির লোকেরা তার নাম রেখেছিলো আল-আমিন। তার মধ্যে ছিলো প্রশংসনীয় শুণ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। হ্যরত খাদিজা (রা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি বিপদগ্রস্তদের বোৰা বহন করতেন, দৃঢ়ী দরিদ্র লোকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতেন, মেহমানদারি করতেন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতেন।³⁰

২৮. হাকেম যাহাবি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর ইবনে কাছির তাঁর ‘আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া’ গচ্ছের হিতীয় খত্তের ২৮৭ পৃষ্ঠায় এই হাদীসকে যাইক (দুর্বল) বলে উল্লেখ করেছেন।

২৯. সহীহ বোখারী, বাবে বুনিয়ামুল কাবা, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪০

৩০. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩

(ପୋଲାହୁତ ତାମଳା ତୀର ରଜୁଲକେ ଉଚ୍ଚୀ ପାଠ୍ୟ
ବଜୁଲେନ)ରେ କଥିଲ ଆବୃତ (ଗୋହ୍ୟାଦ),
ଟୁଟ୍ଟା (ତୋଗାର କ୍ୟାନ୍ ଛଢ଼େ), ଦୁନିଆର
ମାନୁଷଦୂର (ଶୈଳାନ ନା ଆନାର ପରିନାମ
ଅମ୍ପର୍କ) ଆବଧାନ କର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ତୁମି
ନିଜେ ତୋଗାର ମାଲିକର ମାହ୍ୟତ୍ୟ
ବର୍ଣନା କର୍ଣ୍ଣା

(ସୂର୍ଯ୍ୟାଦ୍ୟାସତ୍ୱେ ୧-୩)

8

— ନିଜ ସରେ ତିନି ପରଦେଶୀ —
ଯୁଲୁମ ନିପୀଡ଼ନେର ତେରୋ ବଚର

দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়

রেসালাতের ছাইয়ায় হেরাগুহার অভ্যন্তরে

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স চল্লিশ বছরের কাছাকাছি হলো। তাঁর পরিচ্ছন্ন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে স্বজাতীয়দের সাথে তাঁর মানসিক ও চিন্তার দূরত্ব অনেক বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসঙ্গপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ছাত এবং পানি নিয়ে তিনি মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। এটি একটি ছোট গুহা, এর দৈর্ঘ্য চার গজ এবং প্রস্ত পৌনে দুই গজ। নীচ দিক গভীর নয়। ছোট একটি পথের পাশে ওপরের প্রান্তের সঙ্গমস্থলে এ গুহা অবস্থিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গুহায় যাওয়ার পর বিবি খাদিজাও সঙ্গে যেতেন এবং নিকটবর্তী কোন জায়গায় অবস্থান করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো রময়ান মাস এই গুহায় কাটাতেন। পথচারী মিসকিনদের খাবার খাওয়াতেন এবং বাকি সময় আল্লাহর এবাদাতে কাটাতেন। জগতের দৃশ্যমান এবং এর পেছনে কার্যকর কুরআনের কারিশমা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। স্বজাতির লোকদের মূর্তি পূজা এবং নোংরা জীবন যাপন দেখে তিনি শাস্তি পেতেন না। কিন্তু তাঁর সামনে সুস্পষ্ট কোন পথ, পদ্ধতি অথবা প্রচলিত অবস্থার বিপরীত কোন কর্মসূচীও ছিলো না, যার ওপর জীবন কাটিয়ে তিনি মানসিক স্বত্ত্ব ও শাস্তি পেতে পারেন।^১

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নিঃসঙ্গপ্রিয়তা ছিলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হেকমতের একটি অংশবিশেষ। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভবিষ্যতের গুরুদায়িত্বের জন্যে তৈরী করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান দিয়ে যিনি জীবনধারায় বৈপ্লাবিক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবেন, তিনি পারিপার্শ্বিক হৈ চৈ হটগোল থেকে দূরে নির্জনতায় কোলাহলমুক্ত পরিবেশে কিছুকাল থাকবেন এটাইতো স্বাভাবিক।

এই বিষয় অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে তাঁর প্রিয় রসূলকে আমানতের বিরাট বোঝা বহন এবং বিশ্ব মানবের জীবনধারায় পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী করছিলেন। তাঁকে আমানতের জিস্মাদারী অর্পণের তিন বছর আগে নির্জনে ধ্যান করা তাঁর জন্যে আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এই নির্জনতায় কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আধ্যাত্মিক জীবনে সফরে তিনি সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতেন যাতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলে যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।^২

ওই নিয়ে জিবরাইলের আগমন

চল্লিশ বছর বয়স হচ্ছে মানুষের পূর্ণতা ওপরিপক্ষতার বয়স। পয়গম্বররা এই বয়সেই ওই লাভ করে থাকেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স চল্লিশ হওয়ার পর তাঁর জীবনের দিগন্তে নবৃত্যতের নির্দর্শন চমকাতে লাগলো। এই নির্দর্শন প্রকাশ পাছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্বপ্নই দেখতেন, সেই স্বপ্ন শুভ সকালের মতো প্রকাশ পেতো। এ অবস্থায় ছয়মাস কেটে গেলো। এ সময়টাকু নবৃত্যতের সময়ের ৪৬তম অংশ এবং নবৃত্যতের মোট মেয়াদ হচ্ছে তেইশ বছর। হেরা গুহার নির্জনবাসের তৃতীয় বছরে আল্লাহ তায়ালা জগতবাসীকে তাঁর করুণাধারায় সিদ্ধিত করতে চাইলেন। আল্লাহ তায়ালা

১. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃ. ২৩৫, ২৩৬ তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন—সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পারা, ২৯, পৃ. ৬৬

২. তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন, পারা ২৯, পৃ. ১৬৬-১৬৭ (স্বরূপ রাখা প্রয়োজন যে, এটা হচ্ছে এই তাফসীরের আরবী সংস্করণের পৃষ্ঠা। বাংলাদেশে আল কোরআন একাডেমী ল্যান্ড-এর যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, তার পৃষ্ঠা এর সাথে নাও মিলতে পারে।)

তখন তাঁর রসূলকে নবৃত্যত দান করলেন। হ্যরত জিবরাইল (আ.) কয়েকটি আয়াত নিয়ে হাযির হলেন।^৩

ইতিহাসের যুক্তি-প্রমাণ এবং কোরআনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পাওয়া তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, প্রথম ওই এসেছিলো রম্যান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। চান্দ মাসের হিসাব মোতাবেক সে সময় রসূলে করিম হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের বয়স হয়েছিলো ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

ওই নাযিলের সময়ে তাঁর বয়স

প্রিয় নবী কি মাসে নবৃত্যত লাভ করেছিলেন, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ সীরাত রচয়িতার মতে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে নবৃত্যত লাভ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন রম্যান মাসে, আবার কেউ কেউ বলেছেন রজব মাসে। (দেখুন মুখ্যতাছারুন্ত সিরাত, রচনা শেখ আবদুল্লাহ ১ম খন্ড, পৃ. ৭৫।) আমার বিবেচনায় রম্যান মাসে ওই নাযিল হওয়া অর্ধাং নবৃত্যত লাভ করার কথাই ঠিক। কেননা কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, রম্যান মাসেই কোরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন, শবে কদরে কোরআন নাযিল করা হয়েছে। শবে কদর তো রম্যান মাসেই হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, আমি একটি বরকতময় রাতে কোরআন নাযিল করেছি এবং আমি লোকদের আয়াবের আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করি। রম্যানে কোরআন নাযিল হওয়ার পক্ষে এ যুক্তি রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরার শুহায় রম্যানে ধ্যান করতেন। হ্যরত জিবরাইল (আ.) হেরার শুহাতেই এসেছিলেন।

যারা রম্যান মাসে কোরআন নাযিল হওয়ার উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে রম্যানের কতো তারিখে কোরআন নাযিল হয়েছিলো, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন সাত, আবার কেউ বলেন আঠারো তারিখ। (মুখ্যতাছারুস ছিরাত ১ম খন্ড পৃ. ৭৫, রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড পৃ. ৪৯ দেখুন,) আল্লামা হায়রামি লিখেছেন, সততের তারিখই নির্ভুল।

(তারিখে হায়রামি ১ম খন্ড পৃ. ৬৯, এবং তারিখে আত্তাশারিহ আল ইসলামী পৃ. ৫, ৬, ৭ দেখুন।) আমি এ ব্যাপারে ২১শে রম্যান তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছি। অর্থ অন্য কেউই ২১ শে রম্যান কোরআন নাযিলের শুরু বলে উল্লেখ করেননি। আমার যুক্তি হচ্ছে, অধিকাংশ সীরাত রচয়িতার মতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছিলো সোমবার দিনে। হ্যরত কাতাদা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেন, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এই দিনে আমাকে নবৃত্যত দেয়া হয়েছে। (সহী মুসলিম ১ম খন্ড পৃ. ৩৬৮ মোসানাদে আহমদ ৫ম খন্ড, পৃ. ২৯৭, ২৯৯, বায়হাকী ৪ৰ্থ খন্ড, পৃ. ২৮৬, ৩০০ হাকেম ২য় খন্ড, পৃ. ২, ৬।) সেই বছর রম্যান মাস সোমবার পড়েছিলো ৭, ১৪, ২১ এবং ৮ তারিখে। সহীহ বর্ণনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শবে কদর রম্যান মাসের বেজোড় রাতে হয়ে থাকে এবং বেজোড় রাতেই আবর্তিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, শবে কদরে কোরআন নাযিল হয়েছে। যে বছর তিনি নবৃত্যত পেয়েছেন, সে বছরের সোমবারসমূহ পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, তিনি ২১শে রম্যান সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং এই তারিখেই নবৃত্যতও লাভ করেন।

আসুন, হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর যবানীতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনা যাক। কোরআন নাযিল ছিলো এক অলৌকিক আলোক শিখার আবির্ভাব, সেই আলোক শিখায় সকল গোমরাহী ও পথঅষ্টতার অঙ্ককার তিরোহিত হয়ে গিয়েছিলো। ইতিহাসের গতিধারা এই ঘটনায় বদলে গিয়েছিলো।

হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওই নাযিলের সূচনা স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছিলো। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা স্বপ্ন শুন্দ সকালের মতো প্রকাশ পেতো। এরপর তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা শুহায় এবাদাত বন্দেগীতে

৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, বায়হাকী উল্লেখ করেছেন যে, স্বপ্ন দেখার মেয়াদ ছিল হ্য মাস।

অর্ধাং হ্য মাস যাবত বিভিন্ন সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। কাজেই স্বপ্নের মাধ্যমে নবৃত্যতের সূচনা চাট্টিশ বছর পূর্তির পর রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। এ মাস ছিল প্রিয় রসূলের জন্মের মাস। জাগতাবস্থায় তাঁর কাছে প্রথম ওই এসেছিল রম্যান মাসে। (ফতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭)

କାଟାତେ ଥାକେନ ଏବଂ ଏ ସମୟ ଏକଧାରେ କର୍ଯ୍ୟକରିଦିନ ଘରେ ଫିରିତେନ ନା । ପାନାହାର ସାମାଜିକ ଶେଷ ହେୟ । ଗେଲେ ସେସବ ନେଯାର ଜନ୍ୟ ପୁନରାୟ ବାଡ଼ିତେ ଫିରିତେନ । ଏମନି କରେ ଏକ ପର୍ମାୟେ ହୟରତ ଜିବରାଇଲ୍ (ଆ.) ତାର କାହେ ଆସେନ ଏବଂ ତାକେ ବଲେନ, ପଡ଼ୋ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ତୋ ପଡ଼ତେ ଜାନି ନା । ଫେରେଶତା ତାକେ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ସଜୋରେ ଚାପ ଦିଲେନ । ତିନି ବଲେନ, ଆମାର ସବ ଶକ୍ତି ଯେନ ନିଂଢେ ନେଯା ହଲୋ । ଏରପର ଫେରେଶତା ତାକେ ଛେଡେ ଦିଯେ ବଲେନ, ପଡ଼ୋ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ତୋ ପଡ଼ତେ ଜାନି ନା । ପୁନରାୟ ଫେରେଶତା ଆମାକେ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଚାପ ଦିଲେନ ।

ଏରପର ଛେଡେ ଦିଯେ ବଲେନ, ପଡ଼ୋ । ତୃତୀୟବାର ତାକେ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ସଜୋରେ ଚାପ ଦିଲେନ ଏବଂ ବଲେନ, 'ଇକରା ବେ-ଇସମେ ରାବିକାଳ୍ୟ ଖାଲା' ।^୫ ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋ ସେଇ ପ୍ରଭୁର ନାମେ ଯିନି ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ।

ଏଇ ଆୟାତଗୁଲୋ ନାଯିଲ ହେୟାର ପର ପ୍ରିୟ ନବୀ ଘରେ ଏଲେନ । ତାଁର ବୁକ ଧୁକଧୁକ କରିଛିଲୋ । କ୍ରୀ ହୟରତ ଖାଦିଜା ବିନତେ ଖୋଯାଇଲେଦକେ ବଲେନ, ଆମାକେ ଚାଦର ଦିଯେ ଢେକେ ଦାଓ, ଆମାକେ ଚାଦର ଦିଯେ ଢେକେ ଦାଓ । ବିବି ଖାଦିଜା ପ୍ରିୟ ନବୀକେ ଚାଦର ଜଡ଼ିଯେ ଶୁଇଯେ ଦିଲେନ । ତାର ଭୟ କେଟେ ଗେଲୋ ।

ଏରପର ବିବି ଖାଦିଜାକେ ସବ କଥା ଖୁଲେ ବଲେ ପ୍ରିୟ ରସ୍ତ୍ର ବଲେନ, ଆମାର କୀ ହେୟଛେ ନିଜେର ଜୀବନେର ଆମି ଆଶଙ୍କା କରାଛି । ବିବି ଖାଦିଜା ତାକେ ଅଭୟ ଦିଯେ ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆପନାକେ ଅପମାନ କରିବେନ ନା । ଆପନି ଆସୀୟ ସ୍ଵଜନେର ହକ ଆଦାୟ କରେନ, ବିପଦହଞ୍ଚିତ ଲୋକଦେର ସାହାୟ କରେନ, ମେହମାନଦାରୀ କରେନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସହାୟତା କରେନ ।

ବିବି ଖାଦିଜା ଏରପର ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଆପନ ଚାଚାତୋ ଭାଇ ଓୟାରାକା ଇବନେ ନେଫେଲ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓୟାର କାହେ ନିଯେ ଗେଲେନ । ଓୟାରାକା ଆଇୟାମେ ଜାହେଲିଯତେ ଈସାୟୀ ଧର୍ମେ ବିଶ୍වାସୀ ଛିଲେନ । ତିନି ହିତ୍ର ଭାଷାୟ ଲିଖିତେ ଜାନିଲେନ । ସତୋଟା ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦିତେନ, ହିତ୍ର ଭାଷାୟ ତତୋଟା ଇଞ୍ଜିଲ ତିନି ଲିଖିଲେନ । ସେ ସମୟ ତିନି ଛିଲେନ ବୟସେର ଭାରେ ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ । ବିବି ଖାଦିଜା ବଲେନ, ଭାଇଜାନ, ଆପନି ଆପନାର ଭାତିଜାର କଥା ଶୁଣୁଣ । ଓୟାରାକା ବଲେନ, ଭାତିଜା ତୁମି କି ଦେଖେଛୋ?

ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯା ଯା ଦେଖେଛେ ତାକେ ସବ ଖୁଲେ ବଲେନ । ସବ ଶୁଣେ ଓୟାରାକା ବଲେନ, ତିନି ସେଇ ଦୃତ, ଯିନି ହୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର କାହେ ଏସେଛିଲେନ । ହାୟ, ଯଦି ଆମି ସେଇ ସମୟ ବେଚେ ଥାକତାମ, ଯଥନ ତୋମାର କତ୍ତମ ତୋମାକେ ବେର କରେ ଦେବେ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅବାକ ହେୟ ବଲେନ, ତବେ କି ଆମାର କତ୍ତମ ଆମାକେ ସତ୍ୟ ସତିଇ ବେର କରେ ଦେବେ? ଓୟାରାକା ବଲେନ, ହାଁ, ତୁମି ଯେ ଧରନେର ବାଣୀ ଲାଭ କରେଛୋ, ଏ ଧରନେର ବାଣୀ ସଖନଇ କେଉ ପେଯେଛେ, ତାର ସାଥେଇ ଶକ୍ରତା କରା ହେୟଛେ । ଯଦି ଆମି ବେଚେ ଥାକି, ତବେ ଅବଶ୍ୟାଇ ତୋମାକେ ସାହାୟ କରବୋ । ଏର କିଛୁକାଳ ପରଇ ଓୟାରାକା ଇନ୍ଦ୍ରକାଳ କରେନ । ଏରପର ହଠାତ୍ ଓୟାର ଆଗମନ ବନ୍ଦ ହେୟ ଯାଯ ।^୬

ତାବାରୀ ଏବଂ ଇବନେ ହିଶାମେର ବର୍ଣନା ଥେକେ ଜାନା ଯାଯ ଯେ, ଓୟା ନାଯିଲ ବନ୍ଦ ହେୟାର ସମୟେ ତିନି ହେରାର ଶୁହାୟ ଆରେ କିଛୁକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ନିର୍ଧାରିତ ମେୟାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେନ । ପରେ ମଙ୍କାଯ ଫିରେ ଯାନ । ତାବାରୀର ବର୍ଣନାଯ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଘର ଥେକେ ବେର ହେୟାର ଓପରାର ଆଲୋକପାତ କରା ହେୟଛେ । ସେ ବର୍ଣନା ନିମ୍ନରପ ।

ଓୟା ଆସାର ପରେର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କରତେ ଗିଯେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେ, ଆଲ୍ଲାହର ମଥଲୁକେର ମଧ୍ୟେ କବି ଏବଂ ପାଗଲ ଛିଲୋ ଆମାର କାହେ ସବଚେଯେ ଘୃଣିତ । ପ୍ରଚନ୍ଦ ଘୃଣାର କାରଣେ ଏଦେର ପ୍ରତି ଚୋଥ ତୁଲେ ତାକାତେଓ ଆମାର ଇଚ୍ଛା ହତେ ନା । ଓୟା ଆସାର ପର ଆମି ମନେ ମନେ ବଲଲାମ, କୋରାଯଶରା ଆମାକେ କବି ବା ପାଗଲ ବଲବେ ନା ତୋ? ଏରପ ଚିନ୍ତାର ପର ଆମି ପାହାଡୁଚୁଡ଼ାଯ ଉଠେ ଝାପ ଦିଯେ ନିଜେକେ ଶେଷ କରେ ଦେୟାର ଚିନ୍ତା କରଲାମ । ଏକଦିନ ଏକ ପାହାଡେ ଉଠିଲାମତ । ପାହାଡ଼ର ମାଝାମାବି ଓଠାର ପର ହଠାତ୍ ଆସମାନ ଥେକେ ଆସିଯାଇ ଏଲୋ,

୫. 'ଆଲ୍ଲାହମ ଇନ୍‌ସାନ ମା ଲାମ ଇଯାଲାମ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଯିଲ ହେୟିଲେ ।

୬. ସହିହ ବୋଖାରୀତେ 'କିଭାବେ ଓୟା ନାଯିଲ ହେୟିଲେ' (୧ମ ଖତ ପୃ. ୨, ୩) ଅଧ୍ୟାୟେ ଈଷଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତଭାବେ ଏଇ ବର୍ଣନା ଉତ୍ତରେ କରା ହେୟଛେ ।

ମୋହାମ୍ଦ ଆପନି ଆଗ୍ରାହର ରସୂଲ । ଆମି ଜିବରାଇସିଲ । ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲେନ, ଏହି ଆୟାୟ ଶୋନାର ପର ଆକାଶେର ପ୍ରତି ତାକାଳାମ । ଦେଖିଲାମ ଜିବରାଇସିଲ ମାନୁଷେର ଆକୃତି ଧରେ ଦିଗନ୍ତେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆଛେନ । ତିନି ବଲଛେନ, ହେ ମୋହାମ୍ଦ, ଆପନି ଆଗ୍ରାହର ରସୂଲ, ଆମି ଜିବରାଇସିଲ ବଲଛି । ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲେନ, ଆମି ଥମକେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ସେଖାନେ ଜିବରାଇସିଲକେ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲାମ । ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏସେହିଲାମ ସେ ଇଚ୍ଛାର କଥା ଭୁଲେ ଗେଲାମ । ଆମି ତଥନ ସାମନେଓ ଯେତେ ପାରିଛିଲାମ ନା, ପେଛନେଓ ନା । ଆକାଶେର ଯେଦିକେଇ ତାକାଛିଲାମ, ସେଦିକେଇ ଜିବରାଇସିଲକେ ଦେଖିତେ ପାଛିଲାମ । ଆମି ସେଖାନେଇ ଦାଁଡ଼ିଯେ ରଇଲାମ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଖାଦିଜା ଆମାର ଖୌଜେ ଲୋକ ପାଠାଲେନ । ଆମାକେ ଝୁଁଜେ ନା ପେଯେ ତାରା ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଏଲୋ ।

ଜିବରାଇସିଲ ଚଲେ ଯାଓଯାର ପର ଆମି ନିଜେର ଘରେ ଫିରେ ଏଲାମ । ଖାଦିଜାର ଉର୍ଦ୍ଦ୍ରର ପାଶେ ହେଲାନ ଦିଯେ ବସିଲାମ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆବୁଲ କାଶେମ, ଆପନି କୋଥାଯ ଛିଲେନ? ଆପନାର ଖୌଜେ ଆମି ଏକଜନ ଲୋକ ପାଠିଯେଛି, ସେ ମକ୍କାଯ ଗିଯେ ଝୁଁଜେ ଏସେହେ, କିନ୍ତୁ ଆପନାକେ ପାଯାନି । ଆମି ତଥନ ଯା କିଛୁ ଦେଖେଛି, ଖାଦିଜାକେ ତା ବଲିଲାମ । ତିନି ବଲଲେନ, ହେ ଆମାର ଚାଚାତୋ ଭାଇ, ଆପନି ଖୁଣି ହୋନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ପଦ ଥାକୁନ, ଆମାର ଆଶା, ଆପନି ଏହି ଉପ୍ରତେର ନବୀ ହବେନ । ଏରପର ତିନି ଓୟାରାକା ଇବନେ ନନ୍ଦଫେଲେର କାହେ ଗେଲେନ । ତାଙ୍କେ ସବ କଥା ଶୋନାଲେନ । ତିନି ସବ ଶୁଣେ ବଲଲେନ, ସେଇ ସନ୍ତାର ଶପଥ, ଯାଁର ହାତେ ଓୟାରାକାର ପ୍ରାଣ ରଯେଛେ, ତାଁର କାହେ ସେଇ ଫେରେଶତା ଏସେହେନ, ଯିନି ହୟରତ ମୁସା (ଆ.)-ଏର କାହେ ଏସେହିଲେନ । ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏହି ଉପ୍ରତେର ନବୀ । ତାଙ୍କେ ବଲବେ, ତିନି ଯେବେ ଦୃଢ଼ପଦ ଥାକେନ ।

ଏରପର ହୟରତ ଖାଦିଜା ଫିରେ ଏସେ ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଓୟାରାକାର କଥା ଶୋନାଲେନ! ପ୍ରିୟ ନବୀ ହେରା ଗୁହ୍ୟା ତାଁର ଅବସ୍ଥାନେର ମେଯାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ମକ୍କାଯ ଆସେନ । ଏ ସମୟ ଓୟାରାକା ଇବନେ ନନ୍ଦଫେଲ ତାଁର ସାଥେ ଦେଖା କରେ ସବ କଥା ବିଜ୍ଞାନିତ ଶୋନାର ପର ବଲଲେନ, ସେଇ ସନ୍ତାର ଶପଥ, ଯାଁର ହାତେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ରଯେଛେ, ଆପନି ହଜେନ ଏହି ଉପ୍ରତେର ନବୀ । ଆପନାର କାହେ ସେଇ ବଡ଼ ଫେରେଶତା ଏସେହେନ, ଯିନି ହୟରତ ମୁସା (ଆ.)-ଏର କାହେ ଏସେହିଲେନ ।^୧

ସାମୟିକଭାବେ ଓହୀର ଆଗମନ ହୃଦ୍ଗିତ

ଏ ସମୟେ ଓହୀର ଆଗମନ କତୋଦିନ ଯାବତ ହୃଦ୍ଗିତ ଛିଲୋ^୨ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଇବନେ ସାଦ ହୟରତ ଇବନେ ଆବାସେର ଏକଟି ବର୍ଣନା ଉଦ୍ଭୂତ କରେଛେନ । ଏତେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ଓହୀ କରେକଦିନେର ଜନ୍ୟ ହୃଦ୍ଗିତ ଛିଲୋ । ସବଦିକ ବିବେଚନା କରଲେ ଏ ବର୍ଣନାଇ ସ୍ଥାର୍ଥ ମମେ ହୟ । ଏକଟା କଥା ବିଖ୍ୟାତ ରଯେଛେ ଯେ, ଆଡ଼ାଇ ବା ତିନି ବହର ଓହୀ ହୃଦ୍ଗିତ ଛିଲୋ, ଏହି ବିବରଣ ସତ୍ୟ ନୟ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପର୍କେ ଏଖାନେ ଆଲୋଚନାର ଦରକାର ନେଇ ।^୩

ଓହୀ ହୃଦ୍ଗିତ ଥାକାର ସମୟେ ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବିଷଣୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ଥାକତେନ । ତିନି ମାନସିକ ଅନ୍ତିରତା ଏବଂ ଉଦେଗେର ମଧ୍ୟ ଛିଲେନ । ସହିତୀ ବୋଥାରୀ ଶରୀଫେର କିତାବୁତ ତାବିର-ଏର ଏକଟି ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ଓହୀର ଆଗମନ ହୃଦ୍ଗିତ ହୋଇଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଛିଲେନ ଯେ, କରେକବାର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼େର ଚାନ୍ଦାଯ ଉଠେଛିଲେନ ଯେଥାନ ଥେକେ ଲାଫିଯେ ନୀଚେ ପଡ଼ିବେନ । କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼େ ଓଠାର ପର ଜିବରାଇସିଲ ଆସତେନ ଏବଂ ବଲତେନ ହେ ମୋହାମ୍ଦ, ଆପନି ଆଗ୍ରାହର ରସୂଲ । ଏ କଥା ଶୋନାର ପର ତିନି ଥମକେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆସତେନ । ତାଁର ଉଦେଗ ଅନ୍ତିରତା କେଟେ ଯେତୋ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନେ ତିନି ଘରେ ଫିରେ ଆସତେନ । ପୁନରାୟ ଓହୀ ନା ଆସାର କାରଣେ ତିନି ଅନ୍ତିର ହୟେ ଉଠିବେନ ଏବଂ ପାହାଡ଼େ ଗିଯେ ଉଠିବେନ । ସେଥାନେ ଜିବରାଇସିଲ ଏସେ ହାଯିର ହତେନ ଏବଂ ବଲତେନ, ହେ ମୋହାମ୍ଦ, ଆପନି ଆଗ୍ରାହର ରସୂଲ ।^୪

୧. ହିଯାବ, ପୃ. ୨୦୭, ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ୨୩୭-୨୩୮, ଏ ବର୍ଣନାର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କେ ଆମି ଅବଶ୍ୟ ଧିଧାରିତ । ଓୟାରାକାର ସାଥେ ଆଲୋଚନାର ଘଟନା ଓହୀ ଆସାର ପରାଇ ଘଟେଛି । ବୋଥାରୀ ବର୍ଣିତ ହାଦୀସ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପର ଏ ସିନ୍ଧାନେ ପୋଷୁତେ ହୟ ଯେ, ଓୟାରାକାର ସାଥେ ଆଲୋଚନା ମକ୍କାଯ ଓହୀ ପ୍ରାକ୍ତିର ପରେଇ ହୟେଛି ।

୨. ୧୧ ନଂ ଟୀକାଯ ଏ ସମ୍ପର୍କେ କିଛିତା ଆଲୋକପାତ କରା ହୟେଛେ ।

୩. ସହିତ ବୋଥାରୀ କିତାବୁତ ତାବିର, ଓହୀଯ ସାଲେହାର ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୦୩୪ ।

ଓହି ନିଯ়ে ପୁନରାୟ ଜିବରାଇସ୍‌ଲେର ଆଗମନ

ହାଫେଜ ଇବନେ ହାଜାର ଲିଖେଛେ, ଓହି କିଛୁକାଳ ହୁଗିତ ଥାକାର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ତିନି ଯେ ଭୟ ପେଯେଛିଲେନ ସେଇ ଭୟ ଯେନ କେଟେ ଯାଯ ଏବଂ ପୁନରାୟ ଓହି ପ୍ରାଣିର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଯେନ ତାଁର ମନେ ଜାଗେ । ୧୦

ବିଶ୍ୱଯେର ଘୋର କେଟେ ଯାଓଯାର ପର, ବାସ୍ତବ ଅବହ୍ଵା ତାର ସାମନେ ପ୍ରକାଶ ପେଲୋ । ତିନି ସୁମ୍ପଟଭାବେ ବୁଝାତେ ପାରଲେନ ଯେ, ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ ହେଯେଛେ । ତିନି ଆରୋ ବୁଝାତେ ସକ୍ଷମ ହଲେନ ଯେ, କାହେ ଯିନି ଏସେଛିଲେନ ତିନି ଓହିର ବାଣୀ ବହନକାରୀ, ଆସମାନୀ ସଂବାଦବାହକ । ଏଇରୁପ ବିଶ୍ୱାସ ତାଁର ମନେ ଦୃଢ଼ ହେଯାର ପର ତିନି ଆଗ୍ରହେର ସାଥେ ଓହିର ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷା କରାତେ ଲାଗଲେନ । ତିନି ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଲେନ ଯେ, ତାଁକେ ଦୃଢ଼ ହେଯ ଥାକତେ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରାତେ ହେବେ । ମାନସିକ ଅବହ୍ଵାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଇସ୍‌ଲ (ଆ.) ପୁନରାୟ ଏସେ ହାଥିର ହଲେନ । ସହିହ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଜାବେର ଇବନେ ଆବଦୁହ୍ରାହ (ରା.) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ ଯେ, ତିନି ପ୍ରିୟ ନବୀର ମୁଖେ ଓହି ହୁଗିତ ହେଯାର ବିବରଣ ଶୁଣେଛେ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ, ଆମି ପଥ ଚଲାଇଲାମ । ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଥିକେ ଏକଟି ଆଓଯାଯ ଶୋନା ଗେଲୋ । ଆକାଶେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖି ସେଇ ଫେରେଶତା ଯିନି ହେରା ଶୁହାଯ ଆମାର କାହେ ଏସେଛିଲେନ । ତିନି ଆସମାନ ଯମୀନେର ମାଧ୍ୟମେ ଏକଥାନି କୁରସୀତେ ବସେ ଆହେ । ଆମି ଭୟ ପେଯେ ଚୋଖ ଫିରିଯେ ନିଲାମ । ଏରପର ବାଢ଼ିତେ ଏସେ ଆମାର ଦ୍ରୀର କାହେ ବଲାଇମ, ଆମାକେ ଚାଦର ଜଡ଼ିଯେ ଦାଓ, ଆମାକେ ଚାଦର ଜଡ଼ିଯେ ଦାଓ । ଦ୍ରୀ ଆମାକେ ଚାଦର ଜଡ଼ିଯେ ଶୁହିୟେ ଦିଲେନ । ଏରପର ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ସୂରା ମୋଦଦାସସେର-ଏର 'ଓୟାରରଙ୍ଗ୍ୟା ଫାହଜୁର' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଯିଲ କରେନ । ଏ ଘଟନାର ପର ଥିକେ ଘନ ଘନ ଓହି ନାଯିଲ ହତେ ଥାକେ । ୧୧

ଓହିର ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ

ପ୍ରିୟ ନବୀର ଓହି ନାଯିଲ ହେଯାର ପର ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ନବୁଯତ ପାଓଯାର ପର ତାଁର ଯେ ଜୀବନ ଶୁରୁ ହୁଯ, ସେ ଆଲୋଚନାୟ ଯାଓଯାର ଆଗେ ଓହିର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋକପାତ କରା ଦରକାର । ଏତେ ରେସାଲାତ ଓ ନବୁଯତ ସମ୍ପର୍କେ ସୁମ୍ପଟ ଧାରଣା ପାଓଯା ଯାବେ । ଆଲ୍ଲାମା ଇବନେ କାଇୟେମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କଥେକ ପ୍ରକାରର ଓହିର କଥା ଉପରେ ଥିବା କରେଛେ:

ଏକ. ସତ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନ-ସ୍ଵନ୍ଦେଶରେ ମାଧ୍ୟମେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ଓହି ନାଯିଲ । ଦୁଇ. ଫେରେଶତା ତାଁକେ ଦେଖା ନା ଦିଯେ ତାଁର ମନେ କଥା ବସିଯେ ଦିତ । ଯେମନ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ ଯେ, ଝତ୍ତଳ କୁଦୁସ ଆମାର ମନେ ଏକଥା ବସିଯେ ଦିଲେନ ଯେ, କୋନ ମାନୁଷ ତାର ଜନ୍ୟେ ନିର୍ଧାରିତ ରେଯେକ ପାଓଯାର ଆଗେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ ନା । କାଜେଇ ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରୋ ଏବଂ ତାଲୋ ଜିନିସ ତାଲାଶ କରୋ । ରେଯେକ ପେତେ ବିଲବ୍ଦ ହଲେ ଆଲ୍ଲାହର ନାଫରମାନୀର ମାଧ୍ୟମେ ରେଯେକ ତାଲାଶ କରୋ ନା । କେନନା ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ଯା କିଛୁ ରଯେଛେ, ସେଟା ତାଁର ଆନୁଗତ୍ୟ ଛାଡ଼ା ପାଓଯା ଯାଯ ନା ।

ତିନ. ଫେରେଶତା ମାନୁଷେର ଆକୃତି ଧରେ ତାକେ ସମ୍ମୋଦ୍ଧନ କରାତେନ । ତିନି ଯା କିଛୁ ବଲାନ୍ତେ, ପ୍ରିୟ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତା ମୁଖ୍ୟ କରେ ନିତେନ । ଏ ସମୟ କଥିନୋ କଥିନୋ ସାହାବାରାଓ ଫେରେଶତାଦେର ଦେଖିତେ ପେତେନ ।

ଚାର. ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଓହି ଘଟାଖଣିର ମତୋ ଟନ ଟନ ଶଦେ ଆସତୋ । ଏହି ଛିଲୋ ଓହିର ସବଚେଯେ କଠୋର ଅବହ୍ଵା । ଏ ଅବହ୍ଵା ଫେରେଶତା ତାଁର ସାଥେ ଦେଖା କରାତେନ ଏବଂ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଶୀତେର ମନ୍ଦସ୍ମ ହଲେବ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଘେମେ ଯେତେନ । ତାଁର କପାଳ ଥିକେ ଘାମ ବରେ ପଡ଼ତୋ । ତିନି ଉଟୋର ଓପର ସଓୟାର ଥାକଲେ ମାଟିତେ ବସେ ପଡ଼ତେନ । ଏକବାର ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ସାବେତେର ଉର୍ମର ଓପର ତାଁର ଉର୍ମ ଥାକା ଅବହ୍ଵା ଓହି

୧୦. ଫତହଲ ବାରୀ, ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୭

୧୧. ସହିହ ବୋଖାରୀ 'କିତାବୁତ ତାଫ୍ସିର' ଅଧ୍ୟାତ୍ 'ଓୟାର ରଙ୍ଗ୍ୟା ଫାହଜୁର' ୨ୟ ଖତ ପୃ. ୭୩୩ । ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଯା ଏକଥାଓ ଉପରେ ଥିଲେ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର (ସ.) ବଲେଛେ, ଆମି ହେରା ଶୁହାଯ ଏତେକାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାର ପର ନିଚେ ନେମେ ଏଲାମ । ଏରପର ଆମି ସବୁ ପ୍ରାତିର ଧରେ ଅହରର ହଞ୍ଚିଲାମ, ତଥବ ଆମାକେ ଡାକା ହଲେ । ଡାନେ ବାଯେ ସାମନେ ପେଛନେ ତାକିଯେ କିଛୁଇ ଦେଖିତେ ପେଲାମ ନା । ଓପରେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖି ସେଇ ଫେରେଶତା । । ଶୀରାତ ରଚ୍ୟିତାଦେର ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣା ଥିକେ ଜାନା ଯାଯ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ତିନି ବରହ ରମ୍ୟାନ ମାସେ ହେରା ଶୁହାଯ ଏତେକାକି କରେନ । ତୃତୀୟ ରମ୍ୟାନେ ତାଁର କାହେ ଜିବରାଇସ୍‌ଲ (ଆ.) ଓହି ନିଯେ ଆସନେ । ତିନି ରମ୍ୟାନେ ପୁରୋ ମାସ ଏତେକାକି କରି ୧ମ ଶ୍ୟାମେ ଖୁବ ଭୋରେ ମକ୍କା ଫିରେ ଆସନେ । ଉପ୍ରିଯିତ ରେଯାଯେତର ସାଥେ ଏ ବିବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରଲେ ଏ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଶୈଛା ଯାଯ ଯେ, ସୂରା ମୋଦଦାସସେର ପ୍ରଥମ ଅଂଶେର ଓହି—ପ୍ରଥମ ଓହି ଦଶଦିନ ପର ନାଯିଲ ହେଯେଇଲ । ଅର୍ଥାତ୍ ଓହି ହୁଗିତ ଥାକାର ମେଯାଦ ଛିଲ ଦଶଦିନ ।

ଏଲୋ, ହସରତ ଯାଯେଦ ଏତେ ଭାବି ବୋଧ କରଲେନ ଯେ, ତା'ର ଉଠ ଥେତିଲେ ଯାଓଯାର ମତୋ ଅବସ୍ଥା ହେଲୋ ।

ପାଚ. ତିନି ଫେରେଶତାକେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଚେହରାଯ ଦେଖିତେଣ । ସେଇ ଅବସ୍ଥାଯିଇ ଆଲ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛା ତା'ର ଓପର ଓହୀ ନାଫିଲ ହେତୋ । ଦୁଇବାର ଏକପ ହେଯେଛିଲୋ । ପାକ କୋରାନାମେ ସୂରା ନାଜମ-ଏ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ମେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ।

ଛୁଟ. ମେରାଜେର ରାତେ ନାମ୍ୟ ଫର୍ଯ୍ୟ ହେଯା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକ ଓହୀ ଆକାଶେ ନାଫିଲ ହେଯେଛିଲୋ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ତଥିନ ଆକାଶେ ଛିଲେନ ।

ସାତ. ଫେରେଶତାର ମାଧ୍ୟମ ଛାଡ଼ା ଆଲ୍ଲାହର ସରାସରି କଥା ବଲା । ହସରତ ମୁସା (ଆ.)-ଏର ସାଥେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଯେମନ କଥା ବଲେଛିଲେନ । ହସରତ ମୁସା (ଆ.)-ଏର ସାଥେ ଆଲ୍ଲାହର କଥା ବଲାର ପ୍ରମାଣ କୋରାନାମ ରଯେଛେ । ପ୍ରିୟ ନବୀର ସାଥେ ଆଲ୍ଲାହର କଥା ବଲାର ପ୍ରମାଣ ମେରାଜେର ହାଦୀସେ ରଯେଛେ ।

ଆଟ. ଆର ଏକ ପ୍ରକାର କେଉ କେଉ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ । ଏହି ହଚେ ଆଲ୍ଲାହର ମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ ପର୍ଦା ବିହିନ ଅବସ୍ଥା କଥା ବଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟେର ଅବକାଶ ରଯେଛେ । ୧୨

ତାବଣୀଗେର ନିର୍ଦେଶ

ସୂରା ମୋଦଦାସସେର-ଏର ପ୍ରଥମ ଦିକେର କଯେକଟି ଆଯାତେ ପ୍ରିୟ ନବୀକେ ଯେବା ନିର୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରା ହେଯେଛେ, ଏବା ନିର୍ଦେଶ ଦୃଶ୍ୟ ସଂକଷିତ ଏବଂ ସହଜ ସରଲ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏବା ନିର୍ଦେଶ ଖୁବଇ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଏବଂ ଗଭୀର ତାଂପର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ବାନ୍ତବ ଜୀବନେ ଏବା ନିର୍ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ପ୍ରଭାବ ଅସାମାନ୍ୟ । ଯଥା-

ଏକ. ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରତେ ଯେ ନିର୍ଦେଶ ଦେଯା ହେଯେଛେ ଏହି ନିର୍ଦେଶର ଶେଷ ମନ୍ୟିଲ ହଚେ ଏହି ଯେ, ବିଶେ ଆଲ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛାର ବିରଦ୍ଧେ ଯେବା କାଜ ହଚେ, ତା'ର ମାରାଞ୍ଚକ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କେ ଜୀନିଯେ ଦେଯା । ସେଇ ଭୟ ଏମନଭାବେ ଦେଖାତେ ହବେ ଯାତେ, ଆଲ୍ଲାହର ଆୟାବେର ଭୟେ ମାନୁଷେର ମନେ ମଗଜେ ଭୀତିକର ଅବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ହୁଏ ।

ଦୁଇ. ରବ ଏର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ବର୍ଣନାର ଶେଷ ମନ୍ୟିଲ ହଚେ ଆଲ୍ଲାହର ଯମୀନେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ତାରଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଟୁଟ ଥାକବେ, ଅନ୍ୟ କାରୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ବହାଲ ଥାକତେ ଦେଯା ଯାବେ ନା ବରଂ ଅନ୍ୟ ସବ କିଛିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ନସ୍ୟାଏ କରେ ଦିତେ ହବେ । ଫଳେ ଆଲ୍ଲାହର ଯମୀନେ ଏକମାତ୍ର ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ମହିମାଇ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାବେ ଏବଂ ସ୍ଥିକୃତ ହବେ ।

ତିନ. ପୋଶାକେର ପରିଚନାର ଶେଷ ମନ୍ୟିଲ ହଚେ ଏହି ଯେ, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଞ୍ଚକାଶ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ପାକ ସାଫ ରାଖତେ ହବେ । ଏ ଅବସ୍ଥା ଏମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉନ୍ନିତ ହତେ ହବେ ଯାତେ କରେ, ଆଲ୍ଲାହର ରହମତେର ଛାଯାଯ ଆଶ୍ରୟ ପାଓୟା ଯାଏ । ଏଟା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ତାରଇ ହେଦ୍ୟାତ ଓ ନୂରେର ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତ୍ଵନ ହତେ ପାରେ । ଉଲ୍ଲେଖିତ ପବିତ୍ରତା ଓ ପରିଚନାତା ଅର୍ଜନେର ପର ଅତର ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ଆକଟ୍ ଏବଂ ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ଓ ମହିମାଇ ଅନ୍ତରେ ଜାଗାତ ହବେ । ଏର ଫଳେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେର ମାନୁଷ ବିରୋଧିତା ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ତା'ର କାହାକାହି ଥାକବେ । ତିନିଇ ହେବେ ସବ କିଛିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ।

ଚାର. କାରୋ ପ୍ରତି ଦୟା ବା ଅନୁଭବ କରାର ପର ଅଧିକ ବିନିମୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନା କରାର ଶେଷ ମନ୍ୟିଲ ଏହି ଯେ, ନିଜେର କାଜକର୍ମକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରା ଯାବେ ନା, ବୈଶୀ ଶୁରୁତ୍ୱ ଦେଯା ଯାବେ ନା । ବରଂ ଏକଟିର ପର ଅନ୍ୟ କାଜେର ଜନ୍ୟେ ଚେଷ୍ଟା ସାଧନା ଚାଲିଯେ ଯେତେ ହବେ । ବଡ଼ ରକମେର ତ୍ୟାଗ ଓ କୋରବାନୀ କରେଓ ସେଟାକେ ତୁଳ୍ବ ମନେ କରତେ ହବେ । ଅର୍ଥାଏ ଆଲ୍ଲାହର ଅରଣ ଏବଂ ତା'ର ସାମନେ ଜୀବାବଦିହିର ଭୟେର ଅନୁଭୂତିର ସାମନେ ନିଜେର ଚେଷ୍ଟାସାଧନାକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ ମନେ କରତେ ହବେ ।

ପାଚ. ଶେଷ ଆୟାତେ ଇଙ୍ଗିତ ରଯେଛେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଦାଓଯାତେର କାଜ ଶୁରୁ ହେଯାର ପର ଶକ୍ତରା ବିରୋଧିତା, ହାସିଟାଟା, ଉପହାସ ବିଦ୍ୟପ ଇତ୍ୟାଦିର ମାଧ୍ୟମେ କଟି ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏବଂ ତା'ର ସଙ୍ଗୀଦେର ହତ୍ୟା କରାର ସର୍ବାଞ୍ଚକ ଚେଷ୍ଟା କରବେ । ତା'କେ ଏବା କିଛିର ସାଥେ ମୋକାବେଲା କରତେ ହବେ । ଏମତାବସ୍ଥାଯ ତା'କେ ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ଧୈର୍ୟଧାରଣ କରତେ ହବେ । ଏହି ଧୈର୍ୟ ମନେର ଶାନ୍ତିର ଜନ୍ୟେ ନୟ ବରଂ ଆଲ୍ଲାହର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ତା'ର ଦୀନେର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରେର ଜନ୍ୟେ । କେନା ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେଛେ, ‘ଓୟା ଲିରାବେକା ଫାହବେର’ ଅର୍ଥାଏ ତୋମାର ପ୍ରତିପାଲକେର ଜନ୍ୟେ ଧୈର୍ୟଧାରଣ କରବେ ।

କୀ ଚମ୍ଭକାର! ଏ ସକଳ ନିର୍ଦେଶ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାଷାଯ କତେ ସହଜ ସରଲ ଏବଂ ସଂକଷିତ । ଶବ୍ଦ ଚଯନ କତୋ ହାଲକା ଏବଂ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ତା କତୋ ବ୍ୟାପକ ଓ ତାଂପର୍ୟମିତି । ଏହି କଯେକଟି ଶବ୍ଦେର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗେର ଫଳ ଚାରିଦିନିକେ ହୈ ତୈ ପଡ଼େ ଯାବେ ଏବଂ ବିଶେର ଦିକଦିଗନ୍ତେର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଓ ସମ୍ପ୍ରତିର ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ସ୍ଥାପିତ ହବେ ।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের উপাদানও বিদ্যমান রয়েছে। বনি আদমের কিছু আমল এমন রয়েছে, যার পরিগাম মন্দ। এ কথা সবাই জানে যে, মানুষ যা কিছু করে, তার সব কিছুর বিনিময় এ পৃথিবীতে তাকে দেয়া হয় না এবং দেয়া সম্ভবও না। স্বাভাবিকভাবেই এমন একটা দিন থাকা দরকার, যেদিন সব কাজের পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে। সেই দিনের নাম হচ্ছে কেয়ামত। সেদিন বিনিময় দেয়ার একটা অনিবার্য প্রয়োজন এই যে, আমরা এ পৃথিবীতে যে জীবন যাপন করছি, এর চেয়ে একটা পৃথক জীবন থাকা দরকার।

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছে নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী হওয়ার দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বান্দা যেন তার সব ইচ্ছা-আকাঞ্চা আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত করে। প্রবৃত্তির খায়েশ এবং মানুষের অন্যান্য ইচ্ছার ওপর সে যেন আল্লাহর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়। এমনি করে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব সম্পন্ন হতে পারে। এসব শর্ত নিম্নরূপ।
ক, তাওহীদ। খ, পরকালের প্রতি বিশ্বাস। গ, তাফকিয়ায়ে নফস এর ওপর গুরুত্বারোপ। অর্থাৎ সকল প্রকার অশ্লীলতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। পুণ্য কাজ বেশী করে করা এবং তার ওপর অটল থাকার চেষ্টা। ঘ, নিজের সকল কাজ আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা। ঙ, এসব কিছু প্রিয় নবীর নবুয়ত ও রেসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং অসাধারণ নেতৃত্বের অনুসরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

এসব আয়াতে আসমানী নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ রববুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবীকে এক মহান কাজের জন্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘুমের আরাম পরিত্যাগ করে জেহাদের কষ্টকর যয়দানে অবর্তীণ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা মোদদাসসেরের প্রথম কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যেমন বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্যে বঁচবে, শুধু সেইটো আরামের জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু যার ওপর বিশাল মানবগোষ্ঠীর পথনির্দেশের দায়িত্বের বোৰা সে কি করে নিশ্চিতে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? উষ্ণ বিছানার সাথে আরামদায়ক জীবনের সাথে তার কি সম্পর্ক? তুমি সেই মহান কাজের জন্যে বেরিয়ে পড়ো, যে কাজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমার জন্যে প্রস্তুতকৃত বিরাট দায়িত্বের বোৰা তোলার জন্যে এগিয়ে এসো। সংগ্রাম করতে এগিয়ে এসো। কষ্ট করো। ঘুম এবং আরামের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন সময় বিনিন্দ্র রজনী কাটানোর, সময় দীর্ঘ পরিশ্রমের। তুমি একাজ করতে তৈরী হও।

এ নির্দেশ বিরাট তাৎপর্য মতিত। এই নির্দেশ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরামের জীবন থেকে বের করে তরঙ্গস্কুল অংশে সমন্বয়ে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। মানুষের বিবেকের সামনে এবং জীবনের বাস্তবতার সামনে এনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এরপর আল্লাহর রসূল উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং সুনীর্ধ বিশ বছরের বেশী সময় যাবত দাঁড়িয়েই থেকেছেন। এই সময়ে তিনি ছিলেন জীবন সংগ্রামে অটল অবিচল। আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করেছেন, নিজ এবং পরিবার পরিজনের সুখ-শান্তি আরাম বিসর্জন দিয়েছেন। উঠে দাঁড়ানোর পর তিনি সেই অবস্থাতেই ছিলেন। তাঁর কাজ ছিলো আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া। কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি ছাড়াই এ দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এই দায়িত্ব ছিলো পৃথিবীতে ‘আমানতে কোবরা’ অর্থাৎ বিরাট আমানতের বোৰা। সমগ্র মানবতার বোৰা, সমগ্র আকীদা বিশ্বাসের বোৰা। বিভিন্ন যয়দানে জেহাদের বোৰা। বিশ বছরেরও বেশী সময় তিনি এই সংগ্রামমুখ্য জীবন যাপন করেছেন। আসমানী নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে কখনোই তিনি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা সম্পর্কে অমনোযোগী বা উদাসীন ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির পক্ষ থেকে উন্নত পুরস্কার দান করুন।¹³

১৩. তাফসীর ফি খিলালিল কোরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ সূরা মোয়াদ্দেল, সূরা মোদদাসসের, পারা ২৯, পৃ. ১৬৮, ১৭৬, ১৭২ (মূল আরবী খন্দ)

প্রথম পর্যায় ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যগ

গোপনীয় দাওয়াতের তিনি বছর

মুক্তা ছিলো আরব দ্বীপের কেন্দ্রস্থল। এখানে কাবাঘরের পাসবান বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। আরবরা মূর্তির মেগাহাবানও ছিলো, যাদেরকে সমগ্র আরবের লোকেরা মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতো। এ কারণে অন্য সব স্থানের চেয়ে মুক্তায় মূর্তির বিরুদ্ধে সংস্কার প্রচেষ্টা সফল হওয়া ছিলো অধিক কষ্টকর। এখানে এমন দৃঢ়চিত্ততার প্রয়োজন ছিলো যাতে, কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট এবং বিপদ বাধা বিন্দুমাত্র সরাতে না পারে বরং বিপদ বাধায় অটল অবিচল থাকা যায়। কাজেই কৌশল হচ্ছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রথমে গোপনীয়ভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে, মুক্তাবাসীদের মধ্যে হঠাতে কোন কোলাহল সৃষ্টি না হয়।

ইসলামের প্রথম পর্যায়ের কিছু সৈনিক

রসূল সর্বপ্রথম তাদের কাছেই দ্বীনের দাওয়াত দেবেন, যারা তাঁর নিকটাঞ্চীয়, যাদের সাথে রয়েছে তাঁর গভীর সম্পর্ক, এটাই স্বাভাবিক। নিজের পরিবার পরিজন, আঞ্চীয় স্বজন এবং বন্ধুবন্ধুর্বদের আগে দাওয়াত দেবেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে তাই এসব লোককে দাওয়াত দেন। চেনা পরিচিত লোকদের মধ্যে তাদেরকেই তিনি দাওয়াত দিয়েছেন, যাদের চেহারায় সরলতা এবং নমনীয়তার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি যাদের সম্পর্কে জানতেন যে, তারা তাঁকে সত্যবাদী, ন্যায়নীতিপরায়ণ ও সৎ মানুষ হিসাবে জানে এবং শুধু করে তাঁদেরকেও।

আল্লাহর রসূলের দাওয়াতে তাদের কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা প্রিয় রসূলের সততা, সত্যবাদিতা ও মহানুভবতা সম্পর্কে কখনোই কোন প্রকার সন্দেহ করতেন না। ইসলামের ইতিহাসে এরা 'সাবেকীনে আউয়ালীন' নামে পরিচিত। এদের মধ্যে শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন রসূলের সহধর্মীনি উস্মুল মোমেনীন খাদিজা বিনতে খোয়াইলেদ, তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে শরাহবিল কালবি।^১ তাঁর চাচাতো ভাই হ্যরত আলী ইবনে আবু তালেব, যিনি সে সময় তাঁর পরিবারে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সুজন্দ হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আজমাইন। এরা সবাই প্রথম দিনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।^২

১. তিনি এসেছিলেন যুদ্ধে বন্দী দাস হয়ে। পরে হ্যরত খাদিজা তাঁর মালিক হন এবং স্বামীর জন্যে তাকে দান করে দেন। এরপর তাঁর পিতা ও চাচা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন কিন্তু পিতা ও চাচাকে ছেড়ে তিনি প্রিয় রসূল (স.)-এর সাথে থাকতে পছন্দ করেন। এরপর রসূল তাঁর ভূত্য যায়েদকে আরব দেশীয় রীতি অনুযায়ী পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এ ঘটনার পর তিনি যায়েদ ইবনে মোহাম্মদ নামে পরিচিত হন। ইসলামের আগমনে পালক পুত্রের আরবদেশীয় প্রাচীন রীতির অবসান ঘটে।

২. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ত পৃ. ৫০।

ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ଇସଲାମ ପ୍ରଚାରେ ଆଉସିନ୍ଦ୍ୟୋଗ କରେନ । ତିନି ଛିଲେନ ସର୍ବଜନପରିୟ ନରମ ମେଜାଯ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଉଦାର ମନେର ମାନୁଷ । ଚମ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରେର କାରଣେ ସବ ସମୟ ତାଁର କାହେ ମାନୁଷ ଯାଓୟା ଆସା କରତୋ । ଏ ସମୟ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଓ ନିର୍ଭର୍ଯ୍ୟୋଗ୍ୟ ଲୋକଦେର କାହେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଦୀନେର ଦାଓୟାତ ଦିତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । ତାର ଚେଷ୍ଟୀଯ ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.), ହ୍ୟରତ ଯୋବାଯେର (ରା.), ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ ଇବନେ ଆଓଫ, ହ୍ୟରତ ସାଁଦ ଇବନେ ଆବୁ ଓୟାକ୍ଷାସ ଓ, ହ୍ୟରତ ତାଲହା ଇବନେ ଓବାୟଦୁଲ୍ଲାହ (ରା.) ପ୍ରମୁଖ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏରା ଛିଲେନ ଇସଲାମେର ପ୍ରଥମ ସାରିର ସୈନିକ ।

ପ୍ରଥମ ଦିକେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣକାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ବେଲାଲ (ରା.) ଓ ଛିଲେନ ଏକଜନ । ତାଁର ପରେ ଆମୀନେ ଉପ୍ରତି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଓୟାଦା, ଆମେର ଇବନେ ଜାରରାହ, ଆବୁ ସାଲମା ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଆଛାଦ, ଆରକାମ ଇବନେ ଆବୁଲ ଆରକାମ, ଓସମାନ ଇବନେ ମାଜିଉନ, ଏବଂ ତାଁର ଦୁଇ ଭାଇ, କୋଦାମା ଓ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଏବଂ ଓୟାଦା ଇବନେ ହାରେସ, ମୋତାଲେବ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମାନ୍ନାଫ, ସାଁଦ ଇବନେ ଯାଯେଦ ଏବଂ ତାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଓମରେର ବୋନ ଫାତେମା ବିନତେ ଖାତାବ, ଖାକାବ ଇବନେ ଆରତ, ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ମାସଉଦ (ରା.) ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଯେକଜନ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏରା ସମ୍ମିଳିତଭାବେ କୋରାଯଶ ବଂଶେର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ ଛିଲେନ । ଇବନେ ହିଶାମ ଲିଖେଛେ, ଏଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ଚଞ୍ଚିଶେର ବେଶୀ । (ଦେଖୁନ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୪୫-୨୬୨) । ଏଦେର ମଧ୍ୟେର କଯେକଜନକେଓ 'ସାବେକୀନେ ଆଉୟାଲୀନେ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରା ହୟ ।

ଇବନେ ଇସଥକ ବର୍ଣନ କରେଛେ ଯେ, ଉତ୍ୱିଥିତ ଭାଗ୍ୟବାନଦେର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ଦଲେ ଦଲେ ଲୋକ ଇସଲାମେର ଶୀତଳ ଛାଯାଯ ଆଶ୍ରମଗ୍ରହଣ କରେନ । ମକ୍କାର ସର୍ବତ୍ର ଇସଲାମେର ଆଲୋଚନା ଚଲତେ ଥାକେ ଏବଂ ଇସଲାମ ବ୍ୟାପକତା ଲାଭ କରେ ।^୩

ଏରା ଗୋପନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ପ୍ରିୟ ନରୀ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତୁଦେରକେ ଇସଲାମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେୟାର ଜନ୍ୟେ ଗୋପନେ ଗୋପନେ ଦେଖା କରତେନ । କେନନା ତାବଲୀଗେର କାଜ ତଥନୋ ବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଏବଂ ଗୋପନେ ଚଲିଛିଲୋ । ସୂରା ମୋଦଦାସସେର-ଏର ପ୍ରଥମ କଯେକଟି ଆୟାତ ନାଯିଲ ହେଁଯାର ପର ଘନ ଘନ ଓହି ନାଯିଲ ହତେ ଥାକେ । ଏ ସମୟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆୟାତ ନାଯିଲ ହିଲିଛିଲୋ । ଏସବ ଆୟାତ ପ୍ରାୟ ଏକଇ ଧରନେର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହତୋ । ଏସବ ଆୟାତେ ଥାକତୋ ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ଗୌତିଥର୍ମିତା ଏବଂ କାବ୍ୟମୟତା । ପରିବେଶେର ସାଥେ ସେଇସବ ଆୟାତ ପୁରୋପୁରି ଥାପ ଥେଯେ ଯେତୋ । ଏସବ ଆୟାତେ ତାଯକିଯାଯେ ନଫସ ବା ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଏବଂ ଦୁନିଆର ମାଯାଜାଲେ ଜଡ଼ିଯେ ଯାଓୟାର କୁଫଳ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋକପାତ କରା ହେଁଯେ । ଏହାଡ଼ା ବେହେଶତ ଓ ଦୋୟଥେର ବିବରଣ ଏମନଭାବେ ଉତ୍ସୁକ କରା ହେଁଯେ ଯେନ ଚୋକେର ସାମନେ ଦେଖା ଯାଛେ । ଏ ସକଳ ଆୟାତ ଏମନ ସବ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଯେ ଆନହିଲୋ, ଯା ଛିଲୋ ପ୍ରଚଲିତ ପରିବେଶେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନତୁନ ।

ନାମାୟେର ଆଦେଶ

ପ୍ରଥମେ ଯା କିଛୁ ନାଯିଲ ହେଁଯିଲୋ ଏରମଧ୍ୟେ ନାମାୟେର ଆଦେଶଓ ଛିଲୋ । ମୋକାତେଲ ଇବନେ ସୋଲାଯମାନ ବଲେନ, ଇସଲାମେର ଶୁରୁତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଦୁର୍ରାକାତ ନାମାୟ ସକାଳେ ଏବଂ ଦୁର୍ରାକାତ ନାମାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜନ୍ୟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେଛିଲେନ । କେନନା ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ବଲେନ, 'ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ତୋମର ପ୍ରତିପାଲକେର ପ୍ରଶଂସାର ସାଥେ ତାଁର ସେଜଦା କରୋ ।'

ଇବନେ ହାଜାର ବଲେନ, ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ଏବଂ ତାଁର ସାହାବାୟେ କେରାମ ମେରାଜେର ଘଟନାର ଆଗେଇ ନାମାୟ ଆଦ୍ୟ କରତେନ । ତବେ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ମତଭେଦ ରଯେଛେ ଯେ, ପ୍ରାଚୀ ଓୟାକ୍ତ ନାମାୟେର ଆଗେ ଅନ୍ୟ

কোন নামায ফরয ছিলো কিনা। কেউ কেউ বলেন, সূর্য উদয় হওয়ার আগে এবং অন্ত যাওয়ার আগে এক এক নামায ফরয ছিলো।

হারেস ইবনে ওসামা হ্যারত যায়েদ ইবনে হারেছা থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবীর কাছে প্রথম যখন ওহী এসেছিলো, সেই সময় জিবরাঈল এসে তাঁকে প্রথমে ওয়ুর নিয়ম শিক্ষা দেন। ওয়ু শেষ করার পর এক আঁজলা পানি লজ্জাস্থানে ছুঁড়ে মারেন। ইবনে মাজাও এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। বারা' ইবনে আয়েব এবং ইবনে আববাস (রা.) থেকেও এ ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আববাসের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, এই নামায ছিলো প্রথম দিকের ফরযের অন্তর্ভুক্ত।^৪

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম নামাযের সময়ে পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে নামায আদায় করতেন। একবার আবু তালেব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হ্যারত আলী (রা.)-কে নামায আদায় করতে দেখে ফেলেন। তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি বলেন, এই অভ্যাস অব্যাহত রেখো।^৫

কোরায়শদের সংবাদ প্রদান

বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সময়ে তাবলীগের কাজ যদিও গোপনভাবে করা হচ্ছিলো, কিন্তু কোরায়শরা কিছু কিছু বুঝতে পারছিলো। তবে তারা ব্যাপারটিকে কোন গুরুত্ব দেয়নি।

ইমাম গাজালী লিখেছেন যে, কোরায়শরা মুসলমানদের তৎপরতার খবর পাচ্ছিলো। কিন্তু তারা এর প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়নি। সম্ভবত তারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মনে করেছিলো, যারা বৈরাগ্যবাদ এবং সংসার বিবাগী হওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা বলে থাকেন। আরব সমাজে এ ধরনের লোক ছিলো। যেমন, উমাইয়া ইবনে আবু ছালত, কুস ইবনে সাদাহ, আমর ইবনে তোফায়েল প্রমুখ। তবে কোরায়শরা এটা লক্ষ্য করেছিলো যে, তাঁর তৎপরতা যেন একটু বেশী এবং ভিন্ন ধরনের। সময়ের গতিধারার সাথে সাথে কোরায়শরা প্রিয় নবীর ধর্মীয় তৎপরতা এবং তাবলীগের প্রতি ত্রুট্যে দৃষ্টি বাঢ়িয়ে দিচ্ছিলো।^৬

তিনি বছর যাবত দ্বীনের কাজ গোপনভাবে চললো। এ সময়ে ঈমানদারদের একটি দল তৈরী হয়ে গেলো। এরা ভ্রাতৃ এবং সহায়তার ওপর কায়েম ছিলো। তারা আল্লাহর পয়গাম পৌছাচ্ছিলো এবং এ পয়গামকে একটা পর্যায়ে উন্নীত করতে চেষ্টা করছিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা ওহী নায়িল করেন এবং তাঁর কওমকে নির্দেশ প্রদান করেন। দ্বীনের দাওয়াতের সাথে সাথে কোরায়শদের বাতিল শক্তির সাথে সংঘাত এবং তাদের মূর্তির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরারও নির্দেশ দেয়া হয়।

৪. মুখতাছারক্ষ ছিরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ৮৮

৫. ইবনে হিশাম ১ম খন্দ, পৃ. ১৪৭

৬. ফেকহস সিরাত পৃ. ৭৬

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রকাশ্য তাৰলীগ

দাওয়াতেৱ প্ৰথম নিৰ্দেশ

এ সম্পর্কে সৰ্বপ্ৰথম আল্লাহৰ তায়ালা এ নিৰ্দেশ নাযিল কৱেছিলেন যে, ‘হে নবী, তুমি তোমাৱ
নিকটাঞ্চীয়দেৱ আল্লাহৰ আয়াৰ সম্পর্কে ভয় প্ৰদান কৱো।’ এটি হচ্ছে সূৱা শোয়াৱাৰ একটি
আয়াত। এ সূৱায় সৰ্বপ্ৰথম হয়ৱত মুসা (আ.)-এৱং ঘটনা ব্যক্ত কৱা হয়। অৰ্থাৎ বলা হয়,
কিভাৱে হয়ৱত মুসা (আ.) নবুয়াত পেয়েছিলেন এবং বনি ইসরাইলসহ হিজৱত কৱে ফেৱাউন
এবং ফেৱাউনেৱ জাতি এবং তাৱ সঙ্গী সাথীদেৱ নীল নদে ডুবিয়ে মাৰা হয়েছিলো। অন্যকথায় এ
সূৱায় হয়ৱত মুসা (আ.) ফেৱাউন এবং বনি ইসরাইলদেৱ কাছে যেভাৱে দাওয়াত দিয়েছিলেন,
সেই দাওয়াতেৱ বিভিন্ন পৰ্যায় তুলে ধৰা হয়েছে।

আমাৱ ধৰণা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁৱ কওমেৱ মধ্যে প্ৰকাশ্য
তাৰলীগেৱ নিৰ্দেশ বলে দেয়াৱ পৱ হয়ৱত মুসা (আ.)-এৱং ঘটনা এ কাৱণেই বলা হয়েছে যাতে,
একটা উদাহৱণ তাৱ সামনে থাকে। প্ৰকাশ্যে দ্বীনেৱ দাওয়াত দেয়াৱ পৱ হয়ৱত মুসা (আ.)-কে
যেভাৱে প্ৰতিকূল পৱিষ্ঠিতিৱ মোকাবেলা কৱতে হয়েছিলো এবং যে ধৰনেৱ বাড়াবাঢ়ি তাঁৱ সাথে
কৱা হয়েছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেৱামেৱ সামনে যেন
তাৱ একটা নয়না সব সময় বিদ্যমান থাকে।

অন্যদিকে এ সূৱায় যেসব সম্প্ৰদায় নবীদেৱ মিথ্যাবাদী বলেছিলো, যেমন ফেৱাউন ও তাৱ
সম্প্ৰদায়, নূহেৱ সম্প্ৰদায়, আদ, সামুদ, ইবৰাহীমেৱ সম্প্ৰদায়, লুতেৱ সম্প্ৰদায়, আইকাৱ
অধিবাসীসহ এদেৱ সবাৱ পৱিষ্ঠাম কিৱৰপ হয়েছিলো, সে সম্পর্কেও আলোচনা কৱা হয়েছে।
সম্ভবত এৱং উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, যেসব লোক আল্লাহৰ রসূলকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাৱা যেন
বুৰতে পাৱে যে, এ ধৰনেৱ আচৰণেৱ ওপৱ অবিচল থাকলে তাৰেৱ পৱিষ্ঠাম এবং আল্লাহৰ
কিৱৰপ পাকড়াও এৱং সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া ঈমানদারৱাও বুৰতে পাৱবেন যে, উত্তম
পৱিষ্ঠাম তাৰেই জন্যে রয়েছে। পক্ষান্তৰে যারা নবীকে মিথ্যাবাদী বলে, তাৰেৱ পৱিষ্ঠাম মোটেই
ভালো হবে না।

নিকটাঞ্চীয়দেৱ মধ্যে তাৰলীগ

এই আয়াত নাযিল হওয়াৱ পৱ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্ৰথম পদক্ষেপ হিসাবে
বনু হাশেমদেৱ সমবেত কৱলেন। তাৰেৱ সাথে বনু মোআলেৱ ইবনে আবদে মাৰাফেৱ একটি
দলও ছিলো। তাৱা ছিলো মোট পঁয়তালিশ জন। আবু লাহাব কথা লুক্ষে নিয়ে বিৱোধিতাৱ সুৱে
বললো, দেখো, এৱা তোমাৱ চাচা এবং চাচাতো ভাই। কথা বলো তবে মুৰ্খতাৱ পৱিচয় দিয়ো না
এবং মনে রেখো, তোমাৱ খান্দান সমগ্ৰ আৱবেৱ সাথে মোকাবেলা কৱতে পাৱবে না। আমিই

ତୋମାକେ ପାକଡ଼ାଓ କରାର ବେଶୀ ହକଦାର । ତୋମାର ଜନ୍ୟେ ତୋମାର ପିତ୍କୁଲେର ଲୋକେରାଇ ଥିଲେ । ସମ୍ମି ତୁମି ତୋମାର କଥାର ଓପର ଅଟଲ ଥାକୋ, ତାହଲେ କୋରାଯଶଦେର ସମୟ ଗୋତ୍ର ତୋମାର ଓପର ଝାପିଯେ ପଡ଼ିବେ । ଆରବେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋତ୍ର ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟ ଏଗିଯେ ଆସିବେ । ଏରପର କି ହବେ? ତୋମାର ପିତ୍କୁଲେର ମଧ୍ୟେ ତୁମିଇ ହବେ ସବଚେଯେ ବେଶୀ ଧଂସାୟକ କାଜେର ମାନୁଷ । ଏସବ କଥା ଶୁଣେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଚୁପ କରେ ରାଇଲେନ, ସେଇ ମଜଲିସେ କୋନ କଥା ବଲଲେନ ନା ।

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏରପର ପୁନରାୟ ତାଦେର ସମବେତ କରଲେନ ଏବଂ ବଲଲେନ, ‘ଆଲାହର ଜନ୍ୟେଇ ସକଳ ପ୍ରଶଂସା । ଆମି ତାଁର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଏବଂ ତାଁର କାହେଇ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଇଛି । ତାଁର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ତାଁର ଓପର ଭରସା କରିଛି । ଆମି ଏ ସାଙ୍କ୍ୟ ଦିଛି ଯେ, ଆଲାହ ବ୍ୟତୀତ ଏବାଦାତେର ଉପଯୁକ୍ତ କେଉଁ ନେଇ । ତିନି ଏକ ଓ ଅନ୍ତିମୀୟ, ତାଁର କୋନ ଶରିକ ନେଇ । ଏରପର ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତାର ପରିବାରେର ଲୋକଦେର କାହେ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲିତେ ପାରେ ନା । ସେଇ ଆଲାହର ଶପଥ, ଯିନି ଛାଡ଼ା କୋନ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ, ଆମି ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ବିଶେଷଭାବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବ ମାନୁଷେର ପ୍ରତି ସାଧାରଣଭାବେ ଆଲାହର ରସୂଲ । ଆଲାହର ଶପଥ, ତୋମରା ଯେତାବେ ଘୁମିଯେ ଥାକୋ, ସେଭାବେଇ ଏକଦିନ ମୃତ୍ୟୁମୁଖେ ପତିତ ହବେ । ଘୁମ ଥେକେ ଯେତାବେ ତୋମରା ଜାଗ୍ରତ ହୋ, ସେଭାବେଇ ଏକଦିନ ତୋମାଦେର ଉଠାନୋ ହବେ । ଏରପର ତୋମାଦେର ଥେକେ ତୋମାଦେର କୃତକର୍ମର ହିସାବ ନେଯା ହବେ । ତାରପର ରଯେଛେ ଚିରକାଳେର ଜନ୍ୟେ ହୟତୋ ଜାଗ୍ରାତ ନତୁବା ଜାହାନ୍ନାମ ।’

ଏକଥା ଶୁଣେ ଆବୁ ତାଲେବ ବଲଲେନ, ତୋମାକେ ସହାୟତା କରା ଆମାର କତୋ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଟା ବଲାର ଅପେକ୍ଷା ରାଖେ ନା । ତୋମାର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ । ତୋମାର କଥା ଆମି ସତ୍ୟ ବଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି । ଏଥାନେ ତୋମାର ପିତ୍କୁଲେର ସକଳେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତ୍ତ ରଯେଛେ, ଆମିଓ ତାଦେର ଏକଜନ । କାଜେଇ ତୁମି ଯେ କାଜେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପେଯେଛୋ, ଆମି ଅବ୍ୟାହତଭାବେ ତୋମାର ହେଫାୟତ ଏବଂ ସହାୟତା କରେ ଯାବୋ । ତବେ ଆମାର ମନ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ଦୀନ ଛାଡ଼ାର ପଞ୍ଚପାତି ନୟ । ଆବୁ ଲାହାବ ବଲଲୋ, ଆଲାହର ଶପଥ ଏଟା ମନ୍ଦ କାଜ । ଅନ୍ୟଦେର ଆଗେ ତୁମି ତାର ହାତ ଧରେଛୋ! ଆବୁ ତାଲେବ ବଲଲେନ, ଆଲାହର ଶପଥ, ଯତୋଦିନ ବେଁଚେ ଥାକି, ତତୋଦିନ ଆମି ତାର ହେଫାୟତ କରତେ ଥାକବୋ ।

ସାଫା ପାହାଡ଼େର ଓପର ତାବଲୀଗ

ନବୀ ଆକରାମ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସିଖନ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ବୁଝଲେନ ଯେ, ଆଲାହର ଦୀନେର ତାବଲୀଗେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆବୁ ତାଲେବ ତାଁକେ ସହାୟତା କରବେନ, ତଥନ ତିନି ଏକଦିନ ସାଫା ପାହାଡ଼ ଉଠେ ଆସିଯାଇ ଦିଲେନ, ଇଯା ସାବାହାହ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଯ ସକାଲ ।^୧ ଏଇ ଆସିଯାଇ ଶୁଣେ କୋରାଯଶ ଗୋତ୍ରମୂହ୍ୟ ତାଁର କାହେ ସମବେତ ହଲେ । ତିନି ତାଦେରକେ ଆଲାହର ତାଓହିଦ, ତାଁର ରେସାଲତ ଏବଂ ରୋଯ କେରାମତେର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନେର ଦାଓଯାତ ଦିଲେନ । ଏ ଘଟନାର ଏକଟି ଅଂଶ ସହିତ ବୋଖାରୀତେ ହୟରତ ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ଆବବାସ (ରା.) ଥେକେ ଏତାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୟଇଛେ:

‘ହେ ନବୀ, ତୋମାର ନିକଟାଞ୍ଚୀଯଦେରକେ ଆଲାହର ଆସାବ ସମ୍ପର୍କେ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୋ ।’ ଏଇ ଆସାବ ନାଯିଲ ହେତୁ ପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସାଫା ପାହାଡ଼େର ଓପର ଆରୋହନ କରେ ଆସିଯାଇ ଦିଲେନ, ହେ ବନି ଫେହର, ହେ ବନି ଆଦି । ଏଇ ଆସିଯାଇ ଶୁଣେ କୋରାଯଶଦେର

୧. ଫେବୃଚୁ ସୀରାତ ପୃ. ୭୭, ୮୮, ଇବନୁଲ ଆଛିର ରଚିତ ।

୨. ତଥନକାର ଦିନେ କୋନୋ ଭୟାବହ ସଂବାଦ ଦେଯାର ଦରକାର ହଲେ ମାନୁଷରା ପାହାଡ଼େର ଚୂଡ଼ାଯ ଉଠେ

‘ଇଯା ସାବାହ’ ଇଯା ସାବାହ’ ହାଯ ସକାଲ, ହାଯ ସକାଲ ବଲେ ଚିତ୍କାର କରତେ ଥାକତୋ ।

ନେତ୍ରସ୍ଥାନୀୟ ସକଳ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହଲୋ । ଯିନି ଯେତେ ପାରେନନ୍ତି, ତିନି ଏକଜନ ପ୍ରତିନିଧି ପାଠିଯେଛେନ କି ବ୍ୟାପାର ସେଟା ଜାନାର ଜନ୍ୟ । କୋରାଯଶରା ଏସେ ହାଧିର ହଲ, ଆବୁ ଲାହାବାଦ ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲୋ । ଏରପର ତିନି ବଲଲେନ, ତୋମରା ବଲୋ, ଯଦି ଆମି ତୋମାଦେର ବଲି ଯେ, ପାହଡ଼େର ଓଦିକେର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକଦଲ ଘୋଡ଼ ସଂସାର ଆଉଗୋପନ କରେ ଆଛେ, ଓରା ତୋମାଦେର ଓପର ହାମଲା କରତେ ଚାଯ, ତୋମରା କି ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରବେ? ସବାଇ ବଲଲୋ, ହା ବିଶ୍ୱାସ କରବୋ, କାରଣ ଆପନାକେ ଆମରା କଥନେ ମିଥ୍ୟା ବଲତେ ଶୁଣିନି । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ତବେ ଶୋନୋ, ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଏକ ଭୟବାହ ଆୟାବେର ବ୍ୟାପାରେ ସାବଧାନ କରତେ ପ୍ରେରିତ ହେଁଛି । ଆବୁ ଲାହାବ ବଲଲୋ, ତୁମି ଧଂସ ହୋ । ତୁମି ଆମାଦେରକେ ଏକଥା ବଲାର ଜନ୍ୟ ଏଥାନେ ଡେକେଛୁ ।

ଆବୁ ଲାହାବ ଏକଥା ବଲାର ପର ଆଲାହ ତାଯାଲା ସୂରା ଲାହାବ ନାୟିଲ କରେନ । ଏତେ ବଲା ହୟ ଆବୁ ଲାହାବେର ଦୁଃଖ ହାତ ଧଂସ ହୋକ ଏବଂ ସେ ନିଜେଓ ଧଂସ ହୋକ ।^୩

ଏହି ଘଟନାର ଆରେକ ଅଂଶ ଇମାମ ମୁସଲିମ ତାଁର ସହିହ ପ୍ରାତ୍ରେ ଉତ୍ସେଖ କରେଛେ । ହୟରତ ଆବୁ ହୋରାଯରା (ରା.) ଏ ହାଦୀସ ବର୍ଣନ କରେଛେ । ତିନି ବଲେନ, ‘ନିକଟାସ୍ତୀୟଦେର ଆଲାହାର ଆୟାବ ସମ୍ପର୍କେ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୋ’ ଏହି ଆୟାତ ନାୟିଲ ହୋଯାର ପର ରୁଷୁଲାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆୟାମ ଦିଲେନ ସାଧାରଣ ଓ ବିଶେଷଭାବେ । ତିନି ବଲେନ, ‘ହେ କୋରାଯଶ ଦଲ, ତୋମରା ନିଜେଦେର ଜାହାନାମ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରୋ । ହେ ବନି କା’ବ, ନିଜେଦେର ଜାହାନାମ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରୋ । ହେ ମୋହାମ୍ଦଦେର ମେଯେ ଫାତେମା, ନିଜେକେ ଜାହାନାମ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରୋ । ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଆଲାହାର ପାକଡ଼ାଓ ଥେକେ ରକ୍ଷାର ବ୍ୟାପାରେ ଆଦିଷ୍ଟ ହେଁଛି । ସେହେତୁ ତୋମାଦେର ସାଥେ ଆମାର ଆସ୍ତିଯତା ରଯେଛେ, କାଜେଇ ଏହି ସମ୍ପର୍କେ ଆମି ତୋମାଦେରକେ ସଥାସନ୍ଧ ସଜାଗ କରବୋ ।’^୪

ଦାତ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଘୋଷଣା

ଏହି ଆୟାମ୍ୟେର ସ୍ପନ୍ଦନ ତଥନେ ମଙ୍କାର ଆଶେ ପାଶେ ଶୋନା ଯାଇଲୋ, ଏମନ ସମୟ ଆଲାହ ତାଯାଲା ଏହି ଆୟାତ ନାୟିଲ କରେନ, ‘ତୋମାକେ ଯେ ଆଦେଶ ଦେଯା ହେଁଛେ, ସେଟା ଖୋଲାଖୁଲି ତୁମି ଘୋଷଣା କରୋ ଏବଂ ମୋଶରେକଦେର ଦିକ ଥେକେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନାଓ ।’ (୧୫, ୯୪)

ଏରପର ରସୁଲେ ଆକରାମ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ପୌତଲିକତାର ନୋଂରାମି ଓ ଅକଲ୍ୟାଣସମୂହ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ତୁଲେ ଧରେ ମିଥ୍ୟାର ପର୍ଦା ଉନ୍ନୋଚିତ କରେନ । ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିସମୂହେର ଅନ୍ତ୍ସାରଧୂନ୍ୟତା ଓ ମୂଳ୍ୟହିନ୍ୟତା ତୁଲେ ଧରେ ତାଦେର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଉଦୟାଟନ କରେନ । ତିନି ଉଦାହରଣ ଦିଯେ ଦିଯେ ବୋଝାତେ ଥାକେନ ଯେ, ମୂର୍ତ୍ତିସମୂହ ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ଶକ୍ତିହିନ । ତିନି ଆରୋ ଜାନାନ ଯେ, ଯାରା ଏସବ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା କରେ ଏବଂ ନିଜେର ଓ ଆଲାହାର ମଧ୍ୟେ ଏଦେରକେ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବେ ସ୍ଥିର କରେ, ତାରା ସୁନ୍ଦର ପଥଭ୍ରତାର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ।

ପୌତଲିକ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାସକଦେର ପଥଭ୍ରତ ବଲା ହେଁଛେ ଏକଥା ଶୋନାର ପର ମଙ୍କାର ଅଧିବାସୀରୀ କ୍ରୋଧେ ଦିଶେହାରା ହେଁ ପଡ଼ିଲୋ । ତାଦେର ଓପର ଯେନ ବଞ୍ଚିପାତ ହଲୋ, ତାଦେର ନିରଦେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନେ ଯେନ ଝିଡ଼େର ତାତ୍ତ୍ଵ ଦେଖିତେ ପେଲୋ । ଏ କାରଣେଇ କୋରାଯଶରା ଅକ୍ସାଂ ଉତ୍ସାରିତ

୩. ସହିହ ବୋଖାରୀ ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୭୦୬, ୭୪୩ ସହିହ ମୁସଲିମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୧୪

୪. ସହିହ ମୁସଲିମ ୧ମ ଖତ ପୃ. ୩୮୫

ଏ ବିପ୍ଲବେର ଶେକଡ଼ ଉଂପାଟନେର ଜନ୍ୟ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ । କେନନା ଏ ବିପ୍ଲବେର ମାଧ୍ୟମେ ତାଦେର ପୌତ୍ରିକ ରୁସମ ରେଓଯାଜ ନିର୍ମଳ ହେୟାର ଉପକ୍ରମ ହେବେ ।

କୋରାଯଶରା କୋମର ବେଁଧେ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ । କାରଣ ତାରା ଜାନତୋ ଯେ, ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସକଳକେ ମାବୁଦ ହିସାବେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରା ଏବଂ ରେସାଲାତ ଓ ଆଖେରାତେର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରେ ଅର୍ଥ ହେବେ ନିଜେକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ରେସାଲାତେର ହାତେ ନୟନ୍ତ ଏବଂ ତାର କାହେ ନିଃଶର୍ତ୍ତଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରା । ଏତେ କରେ ଅନ୍ୟଦେର ତୋ ପ୍ରଶ୍ନାଇ ଆସେ ନା, ନିଜେର ଜାନମାଲ ସମ୍ପର୍କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେର କୋନ ସ୍ଵାଧୀନ ଅଧିକାର ଥାକେ ନା । ଏଇ ଅର୍ଥ ହେବେ ଯେ, ଆରବେର ଲୋକଦେର ଓପର ମଙ୍କାର ଲୋକଦେର ଧର୍ମୀୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵ ଛିଲୋ, ସେଟା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବେ ଯାବେ । ଏଇ ଫଳେ ଆଜ୍ଞାହ ଏବଂ ତାର ରସ୍ତେର ଇଚ୍ଛା ଓ ମର୍ଜିଇ ହବେ ଚଢ଼ାନ୍ତ, ନିଜେଦେର ଇଚ୍ଛାମତୋ ତାରା କିଛୁଇ କରତେ ପାରବେ ନା । ନୀତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଦେର ଓପର ତାରା ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଚାଲିଯେ ଆସିଲୋ, ସକଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଯେସବ ଘ୍ୟ କାଜେ ଲିଙ୍ଗ ଛିଲୋ ସେବ ଥେକେ ତାଦେର ଦୂରେ ଥାକତେ ହେବେ । କୋରାଯଶରା ଏଇ ଅର୍ଥ ଭାଲୋଇ ବୁଝିବା ପାରିଛିଲୋ । ତାଇ ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଅବମାନନାକର ଏକପ ଅବସ୍ଥା ତାରା ମେନେ ନିତେ ପାରିଛିଲୋ ନା । କିନ୍ତୁ ଏଟା କୋନ କଲ୍ୟାଣ ବା ମଙ୍ଗଲେର ପ୍ରତ୍ୟାଶାୟ ନାୟ, ବରଂ ଆରୋ ବେଶୀ ମନ୍ଦ କାଜେ ନିଜେଦେର ଜଡ଼ିତ କରାଇ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ବରଂ ଏ ଜନ୍ୟ ଯେ, ମାନୁଷ ଚାଯ ଭବିଷ୍ୟତେତେ ତାରା ମନ୍ଦ କାଜେ ଲିଙ୍ଗ ହେବେ ।’ (୫, ୭୫)

କୋରାଯଶରା ଏବର କିଛୁଇ ବୁଝିବା ପାରିଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ମୁଶକିଲ ହେବେ ଯେ, ତାଦେର ସାମନେ ଏମନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଲେନ ଯିନି ଛିଲେନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ । ତିନି ଛିଲେନ ଆଦର୍ଶେର ଉତ୍ସମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାବତ ମଙ୍କାର ଅଧିବାସୀରା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଦେର ମଧ୍ୟେ ଏ ଧରନେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖେନି, ଶୋନେନି । ଏମନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତେର ସାଥେ ତାରା କିଭାବେ ମୋକାବେଳା କରିବେ, ସେଟାଓ ଭେବେ ଠିକ କରତେ ପାରିଛିଲୋ ନା । ତାରା ଛିଲୋ ଅବାକ ଓ ବିଶ୍ଵିତ । ଅବଶ୍ୟ ଏତାବେ ବିଶିତ ହେୟାର ପେଛନେ କିଛୁ କାରଣ୍ଣ ଛିଲୋ ।

କୋରାଯଶରା ଅନେକ ଚିନ୍ତା-ଭାବନାର ପର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଲୋ ଯେ, ତାରା ଶ୍ରୀ ନବୀର ଚାଚା ଆବୁ ତାଲେବେର କାହେ ଯାବେ ଏବଂ ତାକେ ଏକ ମାସ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ, ତିନିଇ ଯେନ ନିଜେର ଭାତୁଷ୍ପୁତ୍ରକେ ତାର ଏହି କାଜ ଥେକେ ବିରତ ରାଖେନ । ନିଜେଦେର ଦାବୀକେ ଯୁକ୍ତିହାୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରତେ ତାରା ଏ ଦଲିଲ ତୈରି କରିଲୋ ଯେ, ତାଦେର ଉପାସ୍ୟଦେର ପରିତ୍ୟାଗ କରାର ଦାଓୟାତ ଦେଯା ଏବଂ ତାରା ଯେ ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ କୋନ କିଛୁ କରାର ଶକ୍ତି ରାଖେ ନା ଏ କଥା ବଲା ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତାଦେର ଉପାସ୍ୟଦେର ପ୍ରତି ଅବମାନନାକର ଏବଂ ମାରାଅକ ଗାଲିବୁରକପ ।

ତାଛାଡ଼ା ଏଟା ହେବେ ଆମାଦେର ପିତା ଓ ପିତାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାଦେର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଦେର ନିର୍ବୋଧ ଏବଂ ପଥଭର୍ତ୍ତ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାର ଶାମିଲ । କେନନା ବର୍ତମାନେ ଆମରା ଯେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସେର ଓପର ରମେଛି, ତାରା ଏ ଏକଇ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସେର ଓପର ଜୀବନ ଯାପନ କରେଛିଲେନ । ଅପରାପର କୋରାଯଶଦେର ଏବର କଥା ବୋବାନୋର ପର ତାରା ମହଜେଇ ବୁଝାତେ ପାରିଲୋ ଏବଂ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ସାଡ଼ା ଦିଲୋ ।

ଆବୁ ତାଲେବ ସମୀକ୍ଷା କୋରାଯଶ ପ୍ରତିନିଧିଦଙ୍କ

ଇବନେ ଇସହାକ ଲିଖେଛେ, କୋରାଯଶଦେର ମଧ୍ୟେ ନେତ୍ରହାନୀୟ କ'ଜନ ଲୋକ ଆବୁ ତାଲେବେର କାହେ ଗିଯେ ବଲିଲୋ ଯେ ଆବୁ ତାଲେବ, ଆପନାର ଭାତୁଷ୍ପୁତ୍ର ଆମାଦେର ଉପାସ୍ୟଦେର ଗାଲାଗାଲ କରିବେ ଆମାଦେର ଦୀନକେ ପଥଭର୍ତ୍ତତା ବଲିବେ ଏବଂ ବିବେକକେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା ବଲେ ଅଭିହିତ କରିବେ । ଏମନକି ଆମାଦେର ପିତା ଓ ପିତାମହଦେର ପଥଭର୍ତ୍ତ ବଲେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିବେ । କାଜେଇ ହ୍ୟତୋ ଆପନି ତାକେ ବାଧା ଦିଲି

অথবা তাঁর এবং আমাদের মাঝখান থেকে আপনি সরে দাঁড়ান। কেননা আপনিও আমাদের একই ধর্মের বিশ্বসী। তাঁর সাথে বোঝাপড়ার জন্যে আমরা নিজেদেরই যথেষ্ট মনে করি।

এ আবেদনের জবাবে আবু তালের নরম ভাষায় কথা বললেন এবং মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করলেন। ফলে তাঁরা ফিরে গেলো। অন্যদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই নিয়মে অব্যাহতভাবে দীনের তাবলীগ করতে লাগলেন এবং দীনের প্রচার প্রসারে মনোনিবেশ করলেন।^৫

হাজীদের বাধা দেয়ার জন্যে জরুরী বৈঠক

সেই সময়ে কোরায়শদের সামনে আরো একটি সমস্যা এসে উপস্থিত হলো। প্রকাশে ইসলাম প্রচারের কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এসে পড়লো হজের মৌসুম। কোরায়শের জানতো যে, আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধিদল এ সময় মকায় আসবে। তাই তাঁরা দরকার মনে করলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন সব কথা বলবে যাতে তাদের মনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগের কোন প্রভাব না পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে তাঁরা ওলীদ ইবনে মুগীরার কাছে একত্রিত হলো। ওলীদ বললো, প্রথমে তোমরা সবাই একমত হবে, একজনের কথা অন্যজন মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে এমন অবস্থা যেন না হয়। তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্য থাকতে পারবে না। আগস্তুকরা বললো, আপনিই আমাদের বলে দিন, আমরা কি বলব। ওলীদ বললো, তোমরা বলো, আমি শুনব। এরপর কয়েকজন বললো, আমরা বলব যে, তিনি একজন জ্যোতিষী। ওলীদ বললো, না তিনি জ্যোতিষী নন, আমি জ্যোতিষীদের দেখেছি, তাঁর মধ্যে জ্যোতিষীদের মতো বৈশিষ্ট্য নেই। জ্যোতিষীরা যেভাবে আন্তসারশৃঙ্গ কথা বলে থাকে তিনি সেভাবে বলেন না। এ কথা শুনে আগস্তুকরা বললো, তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন পাগল। ওলীদ বললো, না তিনি পাগলও নন। আমি পাগলও দেখেছি, পাগলের প্রকৃতিও দেখেছি। তিনি পাগলের মতো আচরণও করেন না। পাগলের মতো উল্টাপাণ্টা কথাও বলেন না। লোকেরা বললো, তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন কবি। ওলীদ বললো, তিনি কবিও নন। কবিত্বের বিভিন্ন রকম আমার জানা আছে। তাঁর কথা কবিতা নয়। লোকরা বললো, তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন যাদুকর। ওলীদ বললো, না তিনি যাদুকরও নন। আমি যাদুকর এবং তাদের যাদু দেখেছি। তিনি বাড়ফুঁক করেন না এবং যাদুটোনাও করেন না। আগস্তুকরা বললো, তাহলে আমরা কি বলব? ওলীদ বললো, আল্লাহর শপথ তাঁর কথা বড় মিষ্টি। তাঁর কথার তাৎপর্য অনেক গভীরতাপূর্ণ। তোমরা যে কথাই বলবে, শ্রোতারা সবাই মিথ্যা মনে করবে। তবে তাঁর সম্পর্কে একথা বলতে পারো যে, তিনি একজন যাদুকর। তিনি যেসব কথা পেশ করেছেন সেসব কথা স্বেচ্ছ যাদু। তাঁর কথা শোনার পর পিতা পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়। পরিশেষে কোরায়শ প্রতিনিধিদল একথার ওপরেই একমত হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলো।^৬

কোন কোন বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, ওলীদ যখন আগস্তুকদের সব কথা প্রত্যাখ্যান করলো তখন তাঁরা বললো, তাহলে আপনিই সুচিহ্নিত মতামত পেশ করুন।

৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্দ, পৃ. ২৬৫

৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্দ, পৃ. ২৭১

ଏକଥା ଶୁଣେ ଓଲୀଦ ବଲଲୋ, ଆମାକେ ଏକଟୁଖାନି ଚିନ୍ତା କରାର ସମୟ ଦାଓ । କିଛୁକଣ ଚିନ୍ତା କରାର ପର ଓଲୀଦ ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରେଛିଲୋ ।^୭

ଉଲ୍ଲିଖିତ ସ୍ଟଟନାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଓଲୀଦ ସମ୍ପର୍କେ ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଲା ସୂରା ମୋଦଦାସସେରେର ଘୋଲଟି ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେନ । ଏବେ ଆୟାତେ ଓଲୀଦେର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଇ । ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଲା ବଲେନ, ‘ମେ ତୋ ଚିନ୍ତା କରଲୋ ଏବଂ ସିନ୍ଧାନ୍ତ କରଲୋ । ଅଭିଶଷ୍ଟ ହୋଇ ମେ, କେମନ କରେ ମେ ଏ ସିନ୍ଧାନ୍ତ କରଲୋ । ଆରୋ ଅଭିଶଷ୍ଟ ହୋଇ ମେ, କେମନ କରେ ମେ ଏ ସିନ୍ଧାନ୍ତେ ଉପନୀତ ହଲୋ । ମେ ଆଗେ ଚେଯେ ଦେଖଲୋ । ଅତପର ମେ ଅଭିଶଷ୍ଟ କରଲୋ ଏବଂ ମୁଖ ବିକୃତ କରଲୋ । ଅତପର ମେ ପେଛନ ଫିରଲୋ, ଦୱତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରଲୋ ଏବଂ ଯୋଷଣା କରଲୋ, ଏଟାତୋ ଲୋକ ପରମ୍ପରାଯ ପ୍ରାଣ ଯାଦୁ ଭିନ୍ନ ଆର କିଛୁ ନୟ, ଏଟାତୋ ମାନୁମେରଇ କଥା ।’ (ଆୟାତ ୧୮-୨୫)

ଉଲ୍ଲିଖିତ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଗୃହୀତ ହେୟାର ପର ତା ବାସ୍ତବାୟନେର ଉଦ୍‌ଦ୍ୟୋଗ ନେଯାଇ ହୟ । କ'ଜନ ପୌତ୍ରିକ ହଙ୍ଜ ଯାତ୍ରୀଦେର ଆସାର ବିଭିନ୍ନ ପଥେ ଅବହାନ ନେଯ ଏବଂ ନବୀ ମୋହାମ୍ମଦ ସାନ୍ତ୍ଵାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସମ୍ପର୍କେ ତାଦେର ସତର୍କ କରେ ।^୮

ଏ କାଜେ ସବାର ଆଗେ ଛିଲୋ ଆବୁ ଲାହାବ । ହଙ୍ଜର ସମୟେ ମେ ହଙ୍ଜଯାତ୍ରୀଦେର ଡେରାୟ, ଓକାୟ, ମାଜନା ଏବଂ ଯୁଲ ଯାଯାଯେର ବାଜାରେ ରସଲୁଲାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ପେଛନେ ଲେଗେ ଥାକେ । ନବୀ (ସଃ) ଆଜ୍ଞାହର ଦୀନେର ତାବଳୀଗେ କରିଛିଲେନ, ଆର ଆବୁ ଲାହାବ ପେଛନେ ଥେକେ ବଲାଇଲୋ, ତୋମରା ଓର କଥା ଶୁଣବେ ନା, ମେ ହଞ୍ଜେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏବଂ ବୈଦୀନ ।^୯

ଏ ଧରନେର ଛୁଟୋଛୁଟିର ଫଳ ଏହି ଛିଲୋ ଯେ, ହଙ୍ଜଯାତ୍ରୀର ଘରେ ଫିରେ ଯାଓୟାର ସମୟ ଜାନତେ ପାରଲୋ ଯେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ନବୁଯତ ଦାରୀ କରେଛେ । ମୋଟକଥା, ହଙ୍ଜଯାତ୍ରୀଦେର ମଧ୍ୟମେ ମମତ ଆରବ ଜାହାନେ ଆଜ୍ଞାହର ରସ୍ତ୍ରେର ଆଲୋଚନା ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ।

ମଧ୍ୟଲିଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ

କୋରାଯଶର ସଥନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲୋ ଯେ, ମୋହାମ୍ମଦ ସାନ୍ତ୍ଵାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ତାବଳୀଗେ ଦୀନ ଥେକେ ଫିରିଯେ ରାଖାର କୌଶଳ କାଜେ ଆସଛେ ନା ତଥନ ତାରା ନୃତ୍ୟ କରେ ଚିନ୍ତା କରଲୋ । ଦୀନେର ନାହାତ ଚିରତରେ ବନ୍ଦ କରେ ଦେଯାର ଜନ୍ୟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ୍ର ଅବଲହନ କରଲୋ । ମେ ପଥ୍ର ଓ ପଦ୍ଧତିର ସାରମର୍ମ ନିମନ୍ତକପ,

ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରଥମ ଧରନ

ଏହି ଛିଲୋ ହାସି-ଠାଟା, ବିନ୍ଦୁପ-ଉପହାସ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଲେ ତାକେ ଅଭିହିତ କରା । ଏଇ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛିଲୋ ମୁସଲମାନଦେର ମନୋବଳ ନଷ୍ଟ କରା । ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପୌତ୍ରିକରା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଅହେତୁକ ଅପବାଦ ଗାଲାଗାଲ ଦିତେ ଶୁରୁ କରେ । କଥିଲୋ କଥିଲୋ ତାରା ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ପାଗଳ ବଲାତୋ । ଯେମନ ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଲା ବଲେନ, ‘ଓସବ କାଫେରରା ବଲଲୋ, ଯାର ଓପର କୋରାମ ନାଯିଲ ହସ୍ତେ, ନିଶ୍ଚଯିଇ ମେ ଏକଟା ପାଗଳ ।’ (୬-୧୫)

୭. ତାଫ୍ତାର ଫି ଯିଲାଯିଲ କୋରାମ, ସାଇଯେଦ କୁତୁବ ଶହୀଦ, ପାରା ୨୯, ପୃ ୧୮୮

୮. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ୟ ଖତ ୨୭୧ ପୃୟ

୯. ତିରମିଯୀ ମୋସନାଦେ ଆହମଦ ତୃତୀୟ ଖତ ୪୯୨

କଥନୋ କଥନୋ ତା'ର ଓପର ସାଦୁକର ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଉଥାର ଅପବାଦ ଦେଯା ହତୋ । ଯେମନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ଓରା ବିଶ୍ୟ ବୋଧ କରଛେ ଯେ, ଓଦେର କାହେ ଓଦେରଇ ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଏକଜନ ସତର୍କକାରୀ ଏଲେନ ଏବଂ କାଫେରରା ବଲେ, ଏତେ ଏକ ସାଦୁକର, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ।’ (୪-୩୮)

କାଫେରରା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ସାମନେ ଦିଯେ ପେଛନ ଦିଯେ ତ୍ରୁଦ୍ଧଭାବେ ଚଲାଚଲ କରତୋ ଏବଂ ରୋଷ କଷାଯିତ ଚୋଖେ ତା'ର ପ୍ରତି ତାକାତୋ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘କାଫେରରା ଯଥନ କୋରାଆନ ଶ୍ରେଣୀ କରେ ତଥନ ତାରା ଯେନ ତାଦେର ତୌଳ୍ଯଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତୋମାକେ ଆହୁଡ଼ିଯେ ଫେଲେ ଦେବେ ଏବଂ ବଲେ, ଏତେ ପାଗଳ ।’ (୫୧-୬୮)

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯଥନ କୋଥାଓ ଯେତେନ ଏବଂ ତା'ର ସାମନେ ପେଛନେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସାହାବାୟେ କୋରାମ ଥାକତେନ, ତଥନ ପୌତ୍ରିକରା ଠାଟ୍ଟା କରେ ବଲତୋ, ‘ଆଲ୍ଲାହ କି ତୋମାଦେର ଓପର ଅନୁଯ୍ୟ କରଲେନା? ’ (୫୩, ୬)

‘ତାଦେର ଏ ଉତ୍ତିର ଜବାବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ କି କୃତଞ୍ଜ ଲୋକଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସବିଶେଷ ଅବହିତ ନନ୍ଦନ? ’ (୫୩, ୬)

କୋରାଆନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା କାଫେରଦେର ଅବହ୍ଵାର ଚିତ୍ର ଏତାବେ ଅଙ୍ଗନ କରେଛେନ, ‘ଯାରା ଅପରାଦୀ, ତାରା ତୋ ମୋମେନଦେର ଉପହାସ କରତୋ ଏବଂ ଓରା ଯଥନ ମୋମେନଦେର କାହେ ଦିଯେ ଯେତୋ, ତଥନ ଚୋଖ ଟିପେ ଇଶାରା କରତୋ ଏବଂ ଯଥନ ଓଦେର ଆପନଜନେର କାହେ ଫିରେ ଆସତୋ, ତଥନ ଓରା ଫିରତୋ ଉତ୍ସୁଳ୍ଲାହ ହେଁ ଏବଂ ଯଥନ ଓଦେରକେ ଦେଖତୋ, ତଥନ ବଲତୋ, ଏରା ତୋ ପଥଭର୍ତ୍ତ । ଏଦେରକେ ତୋ ତାଦେର ତତ୍ତ୍ଵବଧାୟକ କରେ ପାଠାନୋ ହେଁନି । ’ (୨୯, ୩୩, ୮୩)

ପ୍ରତିରୋଧେର ତୃତୀୟ ଧରନ

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶିକ୍ଷାକେ ବିକୃତ କରା, ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରା, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୋପାଗାଭୀ କରା, ଦୀନେର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଚାରକାରୀଦେର ସୃଣ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରା ଛିଲୋ ତାଦେର ନୈମିତ୍ତିକ କାଜ । ଏସବ କାଜ ତାରା ଏତୋ ବେଶୀ କରତୋ ଯାତେ ଜନସାଧାରଣ ରସୂଲୁହ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରାର ସୁଯୋଗ ନା ପାଇଁ । ପୌତ୍ରିକଦେର ସମ୍ପର୍କେ ପବିତ୍ର କୋରାଆନ ବଲତୋ, ‘ଓରା ବଲେଛେ, ଏଗୁଲୋତୋ ସେ କାଲେର ଉପକଥା, ଯା ସେ ‘ଲଖିଯେ ନିଯେଛେ, ଏଗୁଲୋ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାର କାହେ ପାଠ କରା ହେଁ । ’ (୫, ୨୫)

କାଫେରରା ବଲେ, ‘ଏଟା ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନନ୍ଦନ, ସେ ଏଟା ଉତ୍ସାହ କରେଛେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପଦାୟେର ଲୋକ ତାକେ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛେ । ’ (୪, ୨୫)

ପୌତ୍ରିକରା ଏ କଥାଓ ବଲେ ଯେ, ‘ତାକେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏକ ମାନୁଷ । ’ (୧୦୩, ୧୬)

ରସୂଲୁହ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ତାଦେର ଅଭିଯୋଗ ଛିଲୋ ଏଇ, ‘ଓରା ବଲେ, ଏ କେମେନ ରସୂଲ, ଯେ ଆହାର କରେ ଏବଂ ହାଟେ ବାଜାରେ ଚଲାଫେରା କରେ । ’ (୭, ୨୫)

କୋରାଆନ ଶରୀକେର ବଳ ଜାଯଗାୟ ପୌତ୍ରିକଦେର ଅଭିଯୋଗସମ୍ବୂହ ଖତନ କରା ହେଁଛେ, କୋଥାଓ କୋଥାଓ ତାଦେର ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ସେଖ କରା ହେଁଛେ, କୋଥାଓ କୋଥାଓ ହେଁନି ।

ପ୍ରତିରୋଧେର ତୃତୀୟ ଧରନ

ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଦେର ଘଟନାବଳୀ ଏବଂ କାହିନୀ ଉତ୍ସେଖ କରେ କୋରାଆନ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେର ମୋକାବେଳା କରେଛେ । ନୟିର ଇବନେ ହାରେସେର ଘଟନା ଏଇ ଯେ, ଏକବାର ସେ କୋରାଯଶଦେର ବଲଲୋ, ହେ

କୋରାଯଶରା, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ତୋମାଦେର ଓପର ଏମନ ଆପଦ ଏସେ ପଡ଼େଛେ ଯେ, ତୋମରା ଏଥିମେ ତା ଥେକେ ନିଷ୍ଠତି ପାଓଯାର କୋନ ଉପାୟ ବେର କରତେ ପାରୋମି । ମୋହାମ୍ବଦ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ବଡ଼ ହେଁଛେ, ତୋମାଦେର ସବଚେଯେ ପଞ୍ଚନନ୍ଦୀଯ ମାନୁଷ ଛିଲେନ, ସବାର ଚେଯେ ବେଶୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସବଚେଯେ ବଡ଼ ଆମାନତଦାର ଓ ଛିଲେନ । ଆଜ ତାଁର କାନେର କାହେ ଚୁଲ ସଖନ ସାଦା ହେଁଯେ, ତଥନ ତିନି ତୋମାଦେର କାହେ କିଛୁ କଥା ନିଯେ ଏସେଛେ । ଅର୍ଥଚ ତୋମରା ବଲଛୋ, ତିନି ଯାଦୁକର । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ତିନି ଯାଦୁକର ନନ । ଆମି ଯାଦୁକର ଦେଖେଛି ଏବଂ ତାଦେର ଯାଦୁଟୋନା ଓ ଦେଖେଛି । ତୋମରା ବଲଛୋ ଯେ, ତିନି ଜ୍ୟୋତିଷୀ, ନା ତିନି ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଓ ନନ । ଆମି ଜ୍ୟୋତିଷୀଓ ଦେଖେଛି । ତାଦେର ଉଲ୍ଲଟାପାନ୍ତା କଥାଓ ଶୁଣେଛି । ତୋମରା ବଲଛୋ, ତିନି କବି, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ତିନି କବିଓ ନନ । ଆମି କବିଦେର ଦେଖେଛି ଏବଂ ତାଦେର କବିତା ଶୁଣେଛି । ତୋମରା ବଲଛୋ, ତିନି ପାଗଲ, ନା, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ତିନି ପାଗଲ ଓ ନନ । ଆମି ପାଗଲ ଦେଖେଛି, ପାଗଲେର ପାଗଲାମି ଓ ଦେଖେଛି । ତାଁର ମଧ୍ୟେ ପାଗଲାମିର କୋନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ନେଇ । କୋରାଯଶରାର ଲୋକେରା, ତୋମରା ଗଭୀରଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୋ, ତୋମାଦେର ଓପର ବିରାଟ ଆପଦ ଏସେ ପଡ଼େଛେ ।'

ଏରପର ନୟର ଇବନେ ହାରେସ ହୀରାୟ ଗିଯେ ମେଥାନେ ବାଦଶାହଦେର ବିଭିନ୍ନ ଘଟନା ବିଶେଷତ ରୁକ୍ଷତମ ଏବଂ ଆଲେକଜାନ୍ଦାରେର କାହିନୀ ଶିଖିଲୋ । ଏରପର ମେ ମକାଯ ଫିରେ ଏଲୋ । ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ବାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସଖନ କୋନ ମଜଲିମେ ବସେ ଆଲ୍ଲାହର କଥା ବଲତେନ ଏବଂ ତାଁର ଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ଲୋକଦେର ଭୟ ଦେଖାତେନ, ତଥନ ମେ ମେଥାନେ ଗିଯେ ବଲତୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ମୋହାମ୍ବଦେର କଥା ଆମାର କଥାର ଚେଯେ ଭାଲୋ ନୟ । ଏରପର ମେ ପାରସ୍ୟର ବାଦଶାହ ଏବଂ ରୁକ୍ଷତମ ଓ ଆଲେକଜାନ୍ଦାରେର କାହିନୀ ଶୋନାତୋ । ଏରପର ବଲତୋ, ମୋହାମ୍ବଦେର କଥା ଆମାର କଥାର ଚେଯେ କି କାରଣେ ଭାଲୋ ହବେ ।¹⁰

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବାସେର ବର୍ଣନା ଥେକେ ଏ କଥାଓ ଜାନା ଯାଇ ଯେ, ନୟର ଇବନେ ହାରେସ କମେକଜନ ଦାସୀ ତ୍ରୟ କରେ ରେଖେଛିଲୋ । ସଖନ ମେ ଶୁଣତୋ ଯେ, କୋନ ମାନୁଷ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ବାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଁଛେ, ତଥନ ତାର ଓପର ଏକଜନ ଦାସୀକେ ଲୋଲିଯେ ଦିତୋ । ମେଇ ଦାସୀ ମେଇ ଲୋକକେ ପାନାହାର କରାତୋ, ତାକେ ଗାନ ଶୋନାତୋ । ଏକପର୍ଯ୍ୟାମେ ମେଇ ଲୋକର ଇସଲାମେର ପ୍ରତି କୋନ ଆକର୍ଷଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକତୋ ନା । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଏଇ ଆୟାତ ନାଥିଲ କରେନ, ‘କିଛୁ ଲୋକ ଏମନ ରଯେଛେ, ଯାରା ତ୍ରୀଡାର କଥାବାର୍ତ୍ତ ତ୍ରୟ କରେ, ଯାତେ ଆଲ୍ଲାହର ପଥ ଥେକେ ଦୂରେ ସରାନୋ ଯାଇ ।’¹¹

ଅତିରୋଧେର ଚତୁର୍ଥ ଧରନ

କୋରାଯଶରା ଏକପର୍ଯ୍ୟାମେ ଏ ରକମ ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲୋ ଯେ, ଇସଲାମ ଏବଂ ଜାହେଲିଆତେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ସେତୁବନ୍ଧ ରଚନା କରବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରକେ କିଛୁ ଛାଡ଼ ଦେବେ । ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ପୌତ୍ତଲିକଦେର କିଛୁ ଗ୍ରହଣ କରବେନ ଏବଂ ପୌତ୍ତଲିକରା ଓ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର କିଛୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା କୋରାନି ଏ ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ, ‘ଓରା ଚାଯ ଯେ, ଆପନି ନମନୀୟ ହବେନ, ତାହଲେ ତାରାଓ ନମନୀୟ ହବେ ।’ (୯, ୬୮)

ଇବନେ ଜରୀର ଏବଂ ତିବରାନିର ଏକଟି ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ପୌତ୍ତଲିକରା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର କାହେ ଏ ମର୍ମେ ପ୍ରତାବ ଦିଲ ଯେ, ଏକ ବହୁ ଆପନି ଆମାଦେର ଉପାସ୍ୟଦେର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆର ଏକ ବହୁ

10. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୯୯, ୩୦୦, ୩୫୮, ମୁଖତାଚୁଛ ଛିଯାର, ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ, ପୃ. ୧୧୭, ୧୧୮

11. ଫାତହଲ କାନ୍ଦିର, ୪ର୍ଥ ଖତ, ପୃ. ୨୩୬

আমরা আপনার প্রভুর উপাসনা করবো। আবদ ইবনে হোমায়েদের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, পৌত্রিকরা বললো, আপনি যদি আমাদের উপাস্যদের মেনে নেন, তবে আমরাও আপনার খোদার এবাদাত করবো।^{১২}

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের তওয়াফ করছিলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইবনে মোতালেব ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওয়ায়া, ওলীদ ইবনে মুগীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ ও আসা ইবনে ওয়ায়েল ছাহমি তাঁর কাছে এলো। এরা ছিলো নিজ নিজ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি। এরা বললো, এসো মোহাম্মদ, তুমি যার পূজা করছো, আমরা তার পূজা করবো। আর আমরা যাকে পূজা করছি, তুমিও তাকে পূজা করবে। এতে আমরা উভয়ে সমপর্যায়ে উন্নীত হবো। যদি তোমার মারুদ আমাদের মারুদের চেয়ে ভালো হন তবে আমরা তার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করবো আর যদি আমাদের মারুদ তোমার মারুদের চেয়ে ভালো হন তবে তোমরা তার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করবে। তাদের এ হাস্যকর কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ‘সূরা কাফেরুন’ নাফিল করেন। এতে ঘোষণা করা হয় যে, ‘তোমরা যাদের উপাসনা করো, আমি তাদের উপাসনা করতে পারি না।’^{১৩}

এ সিদ্ধান্তমূলক জবাবের মাধ্যমে পৌত্রিকদের হাস্যকর বক্তব্যের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার সম্ভাব্য কারণ এই যে, এ ধরনের চেষ্টা সম্ভবত বারবার করা হয়েছে।

যুক্তি নির্যাতন

নবুয়তের চতুর্থ বছরে ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত বন্ধ করতে পৌত্রিকরা যেসব কাজ করেছে তার বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব অপতৎপরতা পৌত্রিকরা পর্যায়ক্রমে এবং ধীরে ধীরে চালিয়েছে। সঙ্গাহের পর সঙ্গাহ, এমনকি মাসের পর মাস অতিরিক্ত কিছু করেনি এবং যুক্তি অত্যাচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করেনি। কিন্তু তারা যখন লক্ষ্য করলো যে, তাদের তৎপরতা ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে তখন তারা পুনরায় সমবেত হয়ে পঁচিশজন কাফেরের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করলো। এরা ছিলো কোরায়শ বংশের নেতৃসন্তানীয় ব্যক্তি। এ কমিটির প্রধান ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা পারম্পরিক পরামর্শ এবং চিন্তা-ভাবনার পর কমিটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব অনুমোদন করলো। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের নির্যাতন করার ব্যাপারে কোন প্রকার শিখিলতার পরিচয় দেয়া হবে না।^{১৪}

পৌত্রিকরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সর্বাত্মকভাবে তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলো। মুসলমান বিশেষত দুর্বল মুসলমানদের ক্ষেত্রে পৌত্রিকদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজ ছিলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে ছিলো কঠিন। কেননা তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক অসাধারণ মানুষ। সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখতো। তাঁর কাছে সম্মানজনকভাবেই যাওয়া সহজ এবং স্বাভাবিক ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর

১২. ফাতহুল কদির, শাওকানি রচিত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫০৮

১৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬২

১৪. রহমতুল্লাহ আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৯-৬০

ଏବଂ ସ୍ଥଣ୍ଡ ତଥଗତତା ବର୍ବର ଏବଂ ନିରୋଧଦେର ଜନ୍ୟେଇ ଛିଲୋ ମାନାନସଇ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବେର ଏ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥରତା ଛାଡ଼ା ଆବୁ ତାଲେବେର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ତିନି ପାଞ୍ଚିଲେନ । ମଙ୍ଗାଯ ଆବୁ ତାଲେବେର ପ୍ରଭାବ ଛିଲୋ ଅନିତକ୍ରମ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସମ୍ପିଲିତଭାବେ ଏ ପ୍ରଭାବ ଅତିକ୍ରମ କରା ଏବଂ ତାର ସାଥେ କୃତ ଅଙ୍ଗୀକାର ଭଙ୍ଗ କରାର ସାହସ କାରୋ ଛିଲୋ ନା । ଏ ପରିଷ୍ଠିତିତେ କୋରାଯଶରା ନିଦାରଣ ମର୍ମପୀଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ ଦିନ ଯାପନ କରିଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଛେ, ଯେ ଦୀନେର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାଦେର ଧର୍ମୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ନେତ୍ର କର୍ତ୍ତ୍ବେର ଶେକଡ଼ କେଟେ ଦିଜିଲୋ, ସେ ଦୀନେର ବ୍ୟାପାରେ ଆର କତୋକାଳ ତାର ଧୈର୍ୟଧାରଣ କରିବେ? ପରିଶେଷ ପୌତ୍ରିକରା ଆବୁ ଲାହାବେର ନେତ୍ରତ୍ବେ ନବୀ ମୋହାମ୍ବଦ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଚାଲାତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତ୍ରିଯ ନବୀର ସାଥେ ଆବୁ ଲାହାବେର ଶକ୍ତିତାମୂଳକ ଆଚରଣ ଆଗେ ଥେକେଇ ଛିଲୋ । କୋରାଯଶରା ଆଲାହାର ରସ୍ମୀର ଓପର ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର କଥା ଚିନ୍ତା କରାର ଆଗେ ଆବୁ ଲାହାବ ଚିନ୍ତା କରେଛିଲୋ । ବନି ହାଶମେର ମଜଲିସ ଏବଂ ସାଫା ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେ ଏହି ଦୂର୍ବ୍ଲିକ୍ଷଣ ଯା ବଲେଛିଲୋ, ଇତିପୂର୍ବେ ସେବର କଥା ଉପ୍ଲେଖ କରା ହେଯେ । କୋନ କୋନ ବର୍ଣନାୟ ଉପ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ସାଫା ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେ ଦୀନେର ଦାଓୟାତ ଦେୟାର ପର ନବୀ ମୋହାମ୍ବଦ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ମାରାର ଜନ୍ୟେ ଆବୁ ଲାହାବ ଏକଟି ପାଥରଓ ତୁଲେଛିଲୋ ।¹⁵

ରସ୍ମୀର ନବ୍ୟାତ ପାଓୟାର ଆଗେ ଆବୁ ଲାହାବ ତାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓତବା ଏବଂ ଓତାଇବାକେ ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦୁଇ କନ୍ୟା ରୋକାଇଯା ଏବଂ ଉମ୍ମେ କୁଲମୁମେର ସାଥେ ବିଯେ ଦିଯେଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ନବ୍ୟାତ ପାଓୟାର ପର ଏବଂ ଦୀନେର ଦାଓୟାତ ପ୍ରଚାରେର ଶୁରୁତେ ଆବୁ ଲାହାବ ନବୀର ଦୁଇ କନ୍ୟାକେଇ ତାଲାକ ଦିତେ ତାର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକେ ବାଧ୍ୟ କରେଛିଲୋ ।¹⁶

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆବଦୁଲ୍ଲାହର ଇତ୍ତେକାଲେର ପର ଆବୁ ଲାହାବ ଏତେ ଖୁଶି ହେଯେଛିଲୋ ଯେ, ତାର ବନ୍ଦୁଦେର କାହେ ଦୌଡ଼େ ଗିଯେ ଗଦଗଦ କରେ ବଲେଛିଲୋ ଯେ, ମୋହାମ୍ବଦ ଅପୁତ୍ର ହେଯେ ଗେଛେ ।¹⁷

ଇତିପୂର୍ବେ ଏଟାଓ ଉପ୍ଲେଖ କରା ହେଯେ ଯେ, ହଜ୍ ମୌସୁମେ ଆବୁ ଲାହାବ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସାବ୍ୟନ୍ତ କରତେ ବାଜାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନସାମାବେଶେ ତାର ପେଛନେ ଲେଗେ ଥାକତୋ । ତାରେକ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ମୁହାବେରୀର ବର୍ଣନା ଥେକେ ଜାନା ଯାଯ, ଆବୁ ଲାହାବ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କଥା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ କରତେଇ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକତ ନା ବରଂ ତାକେ ପାଥରଓ ନିକ୍ଷେପ କରତୋ । ଏତେ ତାର ପାଯେର ଗୋଡ଼ାଲି ରଙ୍ଜାଙ୍କ ହେଯେ ଯେତୋ ।¹⁸

ଆବୁ ଲାହାବେର ଶ୍ରୀ ଉମ୍ମେ ଜାମିଲେର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଛିଲୋ ଆବଓୟା । ସେ ଛିଲୋ ହାରବ ଇବନେ ଉମାଇୟାର କନ୍ୟା ଏବଂ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ବୋନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରତି ଶକ୍ତିତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ତାର ଶ୍ଵାମୀର ଚେଯେ କୋନ ଅଂଶେ କମ ଛିଲୋ ନା । ନବୀ (ସଃ) ଯେ ପଥେ ଚଲାଫେରା କରତେନ, ଏହି ପଥେ ଏବଂ ତାର ଦରଜାଯ ସେ କାଁଟା ବିଛିଯେ ରାଖତୋ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ଵିନ ଭାଷୀ ଏବଂ

୧୫. ତିରମିଯି

୧୬. ତାଫ୍ସୀର ଫୀ ଯିଲାଲିଲ କୋରାଅନ, ସାଇଯେଦ କୁତୁବ ଶହୀଦ ଥନ୍ ଖନ୍, ପୃ. ୨୪୨ ତାଫ୍ସୀର ତାଫ୍ହିମୁଲ କୋରାଅନ, ମାଓଲାନା ସାଇଯେଦ ଆବୁ ଲାଲ ମଓଦୁନୀ ସଂତ ଖନ୍, ୫୨୨ (ଉର୍ଦ୍ ସଂକରଣ)

୧୭. ତାଫ୍ସୀର ତାଫ୍ହିମୁଲ କୋରାଅନ, ସଂତ ଖନ୍, ପୃ. ୪୯୦ (ଉର୍ଦ୍ ସଂକରଣ)

୧୮. ଜାମେ ତିରମିଯି

ବଗଡ଼ାଟେ ଛିଲୋ ଏ ନୋଂରା ମହିଳା । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଗାଲାଗାଲ ଦେଯା ଏବଂ କୁଟନାର୍ଥ, ନାନା ଚୁତୋଯ ବଗଡ଼ା, ଫେତନା-ଫାସାଦ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂଶାତମୟ ପରିହିତର ସୃଷ୍ଟି କରା ଛିଲୋ ତାର କାଜ । ଏ କାରଣେ କୋରାଅନେ ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ବଲେଛେନ, ‘ଏବଂ ତାର ଜ୍ଞାନ ସେ ଇଙ୍କଳ ବହନ କରେ ।’

ଆବୁ ଲାହାବେର ଶ୍ରୀ ସଖନ ଜାନତେ ପାରଲୋ ଯେ, ତାର ଏବଂ ତାର ସ୍ଵାମୀର ନିନ୍ଦା କରେ ଆଯାତ ନାଯିଲ ହେଁବେ, ତଥନ ସେ ରସୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଖୁଜେ ଖୁଜେ କାବା ଶରୀକେର କାହେ ଏଲୋ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସେ ସମୟ କାବାଘରେ ପାଶେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛିଲେନ । ତାର ସାଥେ ହସରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.)-ଓ ଛିଲେନ । ଆବୁ ଲାହାବେର ଜ୍ଞାନ ହାତେ ଛିଲୋ ଏକ ମୁଠି ପାଥର । ଆନ୍ତାହର ରସୁଲେର କାହାକାହି ଗିଯେ ପୌଛୁଲେ ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ତାର ଦୃଷ୍ଟି କେଡ଼େ ନେନ, ସେ ଆନ୍ତାହର ରସୁଲକେ ଦେଖିତେ ପାଇନି, ହସରତ ଆବୁ ବକରକେ ଦେଖିତେ ପାଇଛିଲୋ । ହସରତ ଆବୁ ବକରର ସାମନେ ଗିଯେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲୋ ଯେ, ତୋମାର ସାଥୀ କୋଥାଯ? ଆମି ଶୁଣେଛି ତିନି ଆମାର ନାମେ ନିଙ୍କା କରିଛେ । ଆନ୍ତାହର ଶପଥ, ଯଦି ଆମି ତାକେ ପେଯେ ଯାଇ ତବେ ତାର ମୁଖେ ଏ ପାଥର ହୁଁଡ଼େ ମାରବ । ଦେଖୋ ଆନ୍ତାହର ଶପଥ, ଆମିଓ ଏକଜନ କବି । ଏରପର ସେ ଏ କବିତା ଶୋନାଲୋ, ‘ମୋହାନ୍ତାମ୍^{୧୯} ଆହାଇନା ଓୟା ଆମରାହ ଆବାଇନା ଓୟା ଦୀନାହୁ କାଳାଇନା’ । ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହାନ୍ତାମ୍ରେ ଅବାଧ୍ୟତା କରେଛି, ତାର କାଜକେ ସମର୍ଥନ କରିନି ଏବଂ ତାର ଦୀନକେ ଶ୍ରୀ ଓ ଅବଜ୍ଞାତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେଛି । ଏରପର ସେ ଚଲେ ଗେଲୋ ।

ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ବଲିଲେନ, ହେ ଆନ୍ତାହର ରସୁଲ ସେ କି ଆପନାକେ ଦେଖିତେ ପାଇନି! ତିନି ବଲିଲେନ, ନା ଦେଖିତେ ପାଇନି, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ଆମାର ବ୍ୟାପରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି କେଡ଼େ ନିଯେଛିଲେନ ।^{୨୦}

ଆବୁ ବକର ରାଯଥାରେ ଏ ଘଟନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ତିନି ଏଟୁକୁ ସଂଯୋଜନ କରେଛେ ଯେ, ଆବୁ ଲାହାବେର ଶ୍ରୀ ହସରତ ଆବୁ ବକରର ସାମନେ ଗିଯେ ଏକଥାଓ ବଲେଛିଲୋ ଯେ, ଆବୁ ବକର, ଆପନାର ସଙ୍ଗୀ ଆମାର ନିନ୍ଦା କରେଛେ । ଆବୁ ବକର ବଲିଲେନ, ଏକଥା ଠିକ ନଯ । ଏଇ ସରେର ପ୍ରଭୁର ଶପଥ, ତିନି କବିତା ରଚନା କରେନ ନା ଏବଂ କବିତା ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେନ ନା । ଆବୁ ଲାହାବେର ଶ୍ରୀ ବଲିଲୋ, ଆପନି ଠିକଇ ବଲେଛେ ।

ଆବୁ ଲାହାବ ଛିଲୋ ରସୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଘରେର ମଧ୍ୟେ କଟି ଦିଲୋ ତାଦେର ନାମ ହଲୋ ଆବୁ ଲାହାବ, ହାକାମ ଇବନେ ଆବୁଲ ଆସ ଇବନେ ଉମାଇୟା, ଶୁକବା ଇବନେ ଆବୁ ମୁହିତ, ଆଦି ଇବନେ ହାମରା, ହାକାକି ଇବନୁଲ ଆଛଦା ଛଜାଲି ପ୍ରମୁଖ । ଏରା ସବାଇ ଛିଲୋ ତାର ପ୍ରତିବେଶୀ ।

ଇବନେ ଇସହାକ ବଲେନ, ସେବ ଲୋକ ରସୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ସରେର ମଧ୍ୟେ କଟି ଦିଲୋ ତାଦେର ନାମ ହଲୋ ଆବୁ ଲାହାବ, ହାକାମ ଇବନେ ଆବୁଲ ଆସ ଇବନେ ଉମାଇୟା, ଶୁକବା ଇବନେ ଆବୁ ମୁହିତ, ଆଦି ଇବନେ ହାମରା, ହାକାକି ଇବନୁଲ ଆଛଦା ଛଜାଲି ପ୍ରମୁଖ । ଏରା ସବାଇ ଛିଲୋ ତାର ପ୍ରତିବେଶୀ ।

୧୯. ପୌତ୍ରିକରା ନବୀ କରିମ (ସ.)-କେ ମୋହାନ୍ତଦ ନା ବଲେ ‘ମୋହାନ୍ତମ’ ବଲିଲୋ । ମୋହାନ୍ତଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନିତ । ଅର୍ଥକୁ ମୋହାନ୍ତମ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ଏଇ ବିପରୀତ । ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ।

୨୦. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୩୩୫-୩୩୬

এদের মধ্যে হাকাম ইবনে আবুল আস ২১ ব্যক্তিত অন্য কেউ মুসলমান হয়নি। এদের কষ্ট দেয়ার পদ্ধতি ছিলো এ রকম যে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করতেন তখন এদের কেউ বকরির নাড়িভুড়ি এমনভাবে ছুঁড়ে মারতো যে সেসব গিয়ে তাঁর গায়ে পড়তো। আবার উনুনের ওপর হাঁড়ি চাপানো হলে বকরির নাড়ি ভুড়ি এমনভাবে নিষ্কেপ করতো যে, সেগুলো গিয়ে সেই হাঁড়িতে পড়তো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে নিরাপদে নামায আদায়ের জন্যে ধরের ভেতর একটি জায়গা করে নিয়েছিলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এসব নাড়িভুড়ি নিষ্কেপের পর তিনি সেগুলো একটি কাঠির মাথায় নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, ‘হে বনি আবদে মানাফ, এটা কেমন ধরনের প্রতিবেশী সুলভ ব্যবহার? এরপর সেসব নাড়িভুড়ি ফেলে দিতেন।’^{২২}

ওকবা ইবনে আবু মুস্তৈত ছিলো জঘন্য দুর্বত্ত ও দুর্ক্ষতিতে ওস্তাদ। সহীহ বোখারীতে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের পাশে নামায আদায় করছিলেন। আবু জেহেল এবং তার কয়েকজন বন্ধু সেখানে বসেছিলো। এমন সময় একজন অন্যজনকে বললো, কে আছো অমুকের উটের নাড়িভুড়ি এনে মোহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে, তখন তার পিঠে চাপিয়ে দিতে পারবে? এরপর ওকবা ইবনে আবু মুস্তৈত।^{২৩} উটের নাড়িভুড়ি এনে অপেক্ষা করতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় যাওয়ার পর সেই নাড়িভুড়ি তাঁর উভয় কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিল। আমি সব কিছু দেখেছিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না। কি যে ভালো হতো হায় যদি আমার মধ্যে তাঁকে রক্ষা করার শক্তি থাকতো।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এরপর দুর্বত্তরা হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের গায়ে ঢলে পড়ছিলো। এদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় পড়ে রইলেন, মাথা তুললেন না। হ্যরত ফাতেমা (রা.) খবর পেয়ে ছুটে এসে নাড়িভুড়ি সরিয়ে ফেললেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা থেকে মাথা তুললেন। এরপর তিনবার বললেন, ‘আল্লাহর আলাইকা বে-কোরাইশ’। অর্থাৎ হে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শদের দায়িত্ব তোমার ওপর। এই বদদোয়া শুনে তারা নাখোশ হলো। কেননা তারা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে, এই শহরে তার দোয়া করুল হয়ে থাকে। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম ধরে ধরে বদদোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আবু জেহেলকে পাকড়াও করো। ওতো ইবনে রবিয়া, শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওলীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওকবা ইবনে আবু মুস্তৈতকেও পাকড়াও করো।’

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বৰত আরো কয়েকজনের নাম বলেছিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সেই নাম ভুলে গেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু

২১. তিনি ছিলেন উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকামের পিতা।

২২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১৬

২৩. বোখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৩ দেখুন,

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কাফেরের নাম উচ্চারণ করে বদদোয়া করেছিলেন, আমি দেখেছি বদরের কূয়োয় তাদের স্বার লাশ পড়ে আছে।^{২৪}

উমাইয়া ইবনে খালফ-এর অভ্যাস ছিলো যে, সে যখনই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতো তখনই নানা কটুভিত্তি করতো এবং অভিশাপ দিতো। আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন, ‘ওয়ায়লুল লেকুন্নি হুমাযাতিল লুমায়াহ। অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেকের জন্যে, যে পেছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে। ইবনে হিশাম বলেন, ‘হুমায়া’ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালাগাল দেয় এবং চোখ বাঁকা করে ইশারা করে। ‘লুমায়া’ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে এবং কষ্ট দেয়।^{২৫}

উমাইয়ার তাই উবাই ইবনে খালফ ছিলো ওকবা ইবনে আবু মুস্তৈরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকবা একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ইসলামের কিছু কথা শুনেছিলো। উবাই একথা শুনে ওকবাকে সমালোচনা করলো এবং নির্দেশ দিলো যে, যাও, তুমি গিয়ে মোহাম্মদের মুখে খুঁতু দিয়ে এসো। ওকবা তাই করলো। উবাই ইবনে খালফ একবার একটি পুরনো হাড় গুঁড়ে করলো। এরপর সেই গুঁড়ে বাতাসে ঝুঁ দিয়ে দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উড়িয়ে দিল।^{২৬}

আখলাস ইবনে শোরাইক ছাকাফি ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার কাজে উৎসাহী ছিলো। কোরআনে করিমে তার নয়টি বদঅভ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই তার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আল্লাহ রববুল আলামীন বলেন, ‘এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, পশ্চাতে নিন্দাকারী, একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা প্রদান করে, সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূচিস্বত্ত্ব এবং তদুপরি কুখ্যাত।’ (১০-১৩, ৬৮)

আবু জেহেল কখনো কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কোরআন শুনতো, কিন্তু শোনা পর্যন্তই। সে ঈমানও আনতো না ইসলামের শিক্ষাও গ্রহণ করতো না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যের পরিচয়ও দিতো না। বরং সে নিজের কথা দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতো। এরপর নিজের এ কাজের জন্যে গর্বের সাথে বুক ঝুলিয়ে নিতো। মনে হতো যে, বড় ধরনের কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ফেলেছে। পরিব্রত কোরআনের নিমোক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে নাযিল করেছেন।^{২৭} আল্লাহ বলেন, ‘যে বিশ্বাস করেনি এবং নামায আদায় করেনি, বরং যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। এরপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছিলো দষ্ট ভরে। দুর্ভোগ, তোমার জন্যে দুর্ভোগ।’ (৩১-৩৫, ৭৫)

আবু জেহেল প্রথম দিনেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখে তাঁকে নামায থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। একবার নবী (সঃ) মাকামে ইবরাহীমের

২৪. সহীহ বোখারী কিতাবুল ওয়ু ১ম খন্ড, পৃ. ৩৭

২৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৫৬, ৩৫৭

২৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬১-৩৬২

২৭. তাফসীর ফাঈলালিল কোরআন, ২৯ খন্ড

କାହେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରିଛିଲେନ । ଆବୁ ଜେହେଲ ମେ ପଥ ଦିଯେ ସାଇଂଚିଲୋ । ସେ ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ବଦ, ଆମି କି ତୋମାକେ ଏ କାଜ କରତେ ନିଷେଧ କରିନି? ସାଥେ ସାଥେ ମେ ହମକିଓ ଦିଲୋ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ-ଓ ହମକି ଦିଯେ ଜୀବାବ ଦିଲେନ । ଏରପର ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ବଦ, ଆମାକେ କେଳ ଧମକ ଦିଚ୍ଛୋ? ଦେଖୋ ଏଇ ମଙ୍କାୟ ଆମାର ମଜଲିସ ହଞ୍ଚେ ସବଚେଯେ ବଡ଼ । ଆବୁ ଜେହେଲର ଏର ଉନ୍ଦତ କଥାଯ ଆଲାହାହ ତାଣୀଲା ଏହି ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେନ, ‘ଆଜ୍ଞା ମେ ଯେନ ମଜଲିସକେ ଡାକେ ।’^{୨୮} ଆମିଓ ଶାନ୍ତି ଦେଯାର ଫେରେଶତାଦେର ଡାକ ଦିଚ୍ଛି ।’

ଏକ ବର୍ଣନାୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ରସ୍ତ୍ରଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆବୁ ଜେହେଲେର ଚାଦର ଗଲାର କାହେ ଧରେ ବଲଲେନ, ‘ଦୁର୍ଭୋଗ, ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଦୁର୍ଭୋଗ । ଆବାର ଦୁର୍ଭୋଗ, ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଦୁର୍ଭୋଗ ।’^{୨୯}

ଏକଥା ଶୁଣେ ଆଲାହାହର ଦୁଶମନ ଆବୁ ଜେହେଲେ ବଲଲୋ, ହେ ମୋହାମ୍ବଦ, ଆମାକେ ହମକି ଦିଚ୍ଛୋ? ଖୋଦାର କସମ, ତୁମ ଏବଂ ତୋମାର ପରଓୟାରଦେଗାର ଆମାର କିଛୁଇ କରତେ ପାରବେ ନା । ମଙ୍କାର ଉତ୍ୟ ପାହାଡ଼ର ମାଝେ ଚଳାଚଳକାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମିଇ ସବଚେଯେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନିତ ମାନୁଷ ।

ପବିତ୍ର କୋରାଅନେ ଘୋଷିତ ହମକି ସନ୍ତୋଷ ଆବୁ ଜେହେଲ ତାର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାମୂଳକ ଆଚରଣ ଥେକେ ବିରତ ଥାକେନି । ବରଂ ତାର ଦୃଢ଼ତି ଆରୋ ବେଡ଼େ ଗିଯେଛିଲୋ । ସହୀହ ମୁସଲିମ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହୋରାଯରା (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣିତ ଆହେ ଯେ, କୋରାଯଶ ସର୍ଦାରଦେର କାହେ ଏକଦିନ ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ବଦ ଆପନାଦେର ସାମନେ ନିଜେର ଚେହାରା ଧୁଲାୟ ଲାଗିଯେ ରାଖେ କି? କୋରାଯଶ ସର୍ଦାରରା ବଲଲୋ, ହାଁ । ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ଲାତ ଏବଂ ଓୟାର ଶପଥ, ଆମି ଯଦି ତାକେ ଏ ଅବହ୍ୟା ଦେଖି, ତବେ ତାର ଘାଡ଼ ଭେଙେ ଦେବୋ, ତାର ଚେହାରା ମାଟିତେ ହେଁଚାବୋ । ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରତେ ଦେଖେ ତାଁର ଘାଡ଼ ମଟକେ ଦେଯାର ଜନ୍ୟ ମେ ଅହସର ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ସବାଇ ଦେଖିଲୋ ଯେ, ଆବୁ ଜେହେଲ ଚିତ୍କାତ ହୟେ ମାଟିତେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଖାଚେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରେ ବଲଛେ, ବାଁଚାଓ, ବାଁଚାଓ । ପରିଚିତ ଲୋକେରା ଜିଜାସା କରିଲୋ, ଆବୁଲ ହାକାମ, ତୋମାର କି ହୟେଛେ? ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ଆମି ଦେଖାମ ଯେ, ଆମାର ଏବଂ ମୋହାମ୍ବଦର ମାଧ୍ୟାନେ ଆଶ୍ଵନେର ଏକଟି ପରିଖା । ଭୟବହ ମେ ଆଶ୍ଵନେର ପରିଖା ଦାଉ ଦାଉ କରେ ଆଶ୍ଵନ ଜୁଲଛେ । ରସ୍ତ୍ରଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଥା ଶୁଣେ ବଲଲେନ, ‘ଯଦି ମେ ଆମାର କାହେ ଆସତୋ, ତବେ ଫେରେଶତା ତାର ଅନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼େ ଫେଲତୋ ।’^{୩୦}

ଏକଦିକେ ରସ୍ତ୍ରଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ ଏ ଧରନେର ଯୁଲୁମ ଅତ୍ୟାଚାରମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କରା ହଞ୍ଚିଲୋ ଅନ୍ୟଦିକେ ତାଁର ପ୍ରତି ମଙ୍କାର ଯେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭାଲୋବାସା ଛିଲୋ, ତାରା ତାଁକେ ତାଁର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵେର କାରଣେ ଅସାଧାରଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମ୍ମାନେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେଖତୋ । ଉପରଭୁ ତାଁର ଚାଚା ଆବୁ ତାଲେବେର ସମୟନ ଓ ସହାୟତା ତାଁର ପ୍ରତି ଛିଲୋ । ତା ସନ୍ତୋଷ ତାଁର ପ୍ରତି ଏସବ ଅତ୍ୟାଚାର କରା ହଞ୍ଚିଲୋ । ଇସଲାମେର ସୁଶୀତଳ ଛାଯାଯ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରହଗକାରୀ ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରତି, ବିଶେଷ ଦୂର୍ବଳ ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରତି ପୌତ୍ତଲିକଦେର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଛିଲୋ ଆରୋ ଭୟବହ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋତ୍ର ତାଦେର ଗୋତ୍ରେ ଇସଲାମ ପ୍ରହଗକାରୀଦେର ଶାନ୍ତି ଦିଚ୍ଛିଲୋ । ଯାରା ମଙ୍କାର ଗୋତ୍ରେ

୨୮. ତାଫ୍ସିର ଫି ଯିଲାଲିଲ କୋରାଅନ, ସାଇୟେଦ କୁତୁବ ଶହୀଦ, ପାରା ୩୦, ପୃ. ୨୦୮

୨୯. ଏ

୩୦. ସହୀହ ମୁସଲିମ

অস্তর্ভূক্ত ছিলো না তাদের ওপর উচ্ছ্বেষণ এবং নেতৃস্থানীয় লোকেরা নানাপ্রকার অত্যাচার নির্যাতন চালাতো। সেসব অত্যাচারের বিবরণ শুনলে শক্ত মনের মানুষও অস্ত্র হয়ে উঠতো।

কোন সন্তুষ্ট ও সম্মানিত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলে আবু জেহেল তাকে গালমন্দ ও অপমান করতো। এছাড়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত করার হমকি দিতো। কোন দুর্বল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ধরে প্রহার করতো এবং অন্যদেরও প্রহার করতে অন্যদের উৎসাহিত করতো।^{৩১}

হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর চাচা তাঁকে খেজুরের চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে ধূয়ো দিতো।^{৩২}

হ্যরত মসয়াব ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর মা তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর শোনার পর পুত্রের পানাহার বক্ষ করে দেয় এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। হ্যরত মসয়াব ছোট বেলা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আরাম-আয়েশ জীবন কাটিয়েছিলেন। পরিস্থিতির কারণে তিনি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, তাঁর গায়ের চামড়া খোলস ছাড়ানো সাপের গায়ের মতো হয়ে গিয়েছিলো।^{৩৩}

হ্যরত বেলাল (রা.) ছিলেন উমাইয়া ইবনে খালফের ক্ষীতদাস। ইসলাম গ্রহণের পর উমাইয়া হ্যরত বেলাল (রা.)-কে গলায় দড়ি বেঁধে উচ্ছ্বেষণ বালকদের হাতে তুলে দিত। বালকেরা তাঁকে মক্কার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতো। এ রকম করায় তাঁর গলায় দড়ির দাগ পড়ে যেতো। উমাইয়া নিজেও তাকে বেঁধে নির্মম প্রহারে জর্জরিত করতো। এরপর উন্তঙ্গ বালির ওপর জোর করে শুইয়ে রাখতো। এ সময়ে তাকে অনাহারে রাখা হতো, পানাহার কিছুই দেয়া হতো না। কখনো কখনো দুপুরের রোদে মরু বালুকার ওপর শুইয়ে বুকের ওপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। এ সময় বলতো, তোমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত এভাবে ফেলে রাখা হবে। তবে বাঁচতে চাইলে মোহাম্মদের পথ ছাড়ো। কিন্তু তিনি এমনি কষ্টকর অবস্থাতেও বলতেন ‘আহাদ, আহাদ’। তার ওপর নির্যাতন চলতে দেখে হ্যরত আবু বকর (রা.) একদিন খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি হ্যরত বেলাল (রা.)-কে একটি কালো ক্ষীতদাসের পরিবর্তে মতান্তরে দুশো দেরহামের পরিবর্তে ক্রয় করে মুক্তি দেন।^{৩৪}

হ্যরত আমার ইবনে ইয়াসের (রা.) ছিলেন বনু মাখযুমের ক্ষীতদাস। তিনি এবং তার পিতামাতা ইসলাম গ্রহণের পর তাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন শুরু করা হলো। আবু জেহেলের নেতৃত্বে পৌর্ণলিঙ্করা তাঁদেরকে উন্তঙ্গ রোদে বালুকাময় প্রান্তরে শুইয়ে কষ্ট দিতো। একবার তাদের এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ‘হে ইয়াসের পরিবার, ধৈর্যধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।’

৩১. ইবনে ইশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩২০

৩২. রহমাতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭

৩৩. এ পৃ. ৫৮

৩৪. রহমতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭, তালাকিহে ফুহম, ইবনে ইশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৮

ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରତେ ନା ପେରେ ହସରତ ଇଯାସେର (ରା.) ଇନ୍ଦ୍ରିକାଳ କରେନ । ତାଁର ଦ୍ଵୀ ହସରତ ଆସାରେ ମା ହସରତ ଛୁମାଇୟା (ରା.)-ଏର ଲଜ୍ଜାହାନେ ଦୂର୍ବଲ ଆବୁ ଜେହେଲ ବର୍ଣ୍ଣ ନିକ୍ଷେପ କରେ । ଏତେ ତିନି ଶାହାଦାତ ବରଣ କରେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଇସଲାମେର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ । ହସରତ ଆସାରେ ଓପର ତଥିନେ ଅବ୍ୟାହତଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲାନୋ ହଞ୍ଚିଲୋ । ତାଁକେ କଥିନୋ ଉତ୍ତଣ୍ଡ ବାଲୁକାର ଓପର ଶୁଇୟେ ରାଖା ହତୋ, କଥିନୋ ବୁକେର ଓପର ଭାରି ପାଥର ଚାପା ଦେୟା ହତୋ, କଥିନୋ ପାନିତେ ଚେପେ ଧରା ହତୋ । ପୌତ୍ରିକରା ତାକେ ବଲତୋ ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମି ମୋହାମଦକେ ଗାଲି ନା ଦେବେ ଏବଂ ଲାତ ଓ ସିଯା ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା ନା ବଲବେ, ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରା ତୋମାକେ ଛାଡ଼ିତେ ପାରବ ନା । ହସରତ ଆସାର (ରା.) ବାଧ୍ୟ ହେଁ ତାଦେର କଥା ମେନେ ମେନ । ଏରପର ରସ୍ତାଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ରାହାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାନ୍ତ୍ରାମେର କାହେ କାନ୍ଦତେ କାନ୍ଦତେ ହାଫିର ହନ । ଆନ୍ତ୍ରାହ ରବ୍ବୁଲ ଆଲାମୀନ ତଥିନ ପବିତ୍ର କୋରାତାନେର ଏଇ ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେନ, ‘କେଉଁ ତାର ଈମାନ ଆନାର ପର ଆନ୍ତ୍ରାହକେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରଲେ ଏବଂ କୁଫରୀର ଜନ୍ୟେ ହଦୟ ଉନ୍ନୃତ ରାଖିଲେ ତାର ଓପର ଆପତିତ ହବେ ଆନ୍ତ୍ରାହର ଗ୍ୟବ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟେ ଆହେ ସହଜ ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଜନ୍ୟେ ନୟ, ଯାକେ କୁଫରୀର ଜନ୍ୟେ ବାଧ୍ୟ କରା ହୟ । କିନ୍ତୁ ତାର ଚିନ୍ତ ଈମାନେ ଅବିଚଲିତ ଥାକେ ।’^{୩୫}

ହସରତ ଖାବାବ ଇବନେ ଆରତ (ରା.) ଖୋଜାଯା ଗୋତ୍ରେର ଉମ୍ମେ ଆନସାର ନାମେ ଏକ ମହିଳାର କ୍ରୀତଦାସ ଛିଲେନ । ପୌତ୍ରିକରା ତାଁର ଓପର ନାନାଭାବେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଚାଲାତୋ । ତାକେ ମାଟିର ଓପର ଟାନତୋ ।^{୩୬} ତାଁର ମାଥାର ଚାଲ ଧରେ ଟାନତୋ ଏବଂ ଘାଡ଼ ମଟକେ ଦିତୋ । କରେକବାର ଜୁଲାଣ୍ଡ କଯଲାର ଓପରେ ତାଁକେ ଶୁଇୟେ ବୁକେ ପାଥର ଚାପା ଦେୟେ ରାଖା ହେଁଲୁଛିଲୋ ଯାତେ, ତିନି ଉଠିତେ ନା ପାରେନ ।^{୩୭}

ଯିନ୍ନିରାହ୩୮ ନାହଦିଯା ଏବଂ ତାଦେର କନ୍ୟା ଏବଂ ଉମ୍ମେ ଉବାଇସ ଛିଲେନ କ୍ରୀତଦାସୀ । ଏରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ପୌତ୍ରିକଦେର ହାତେ କଠୋର ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରେନ । ଶାନ୍ତିର କିଛୁ ଦୃଢ଼ାନ୍ତ ଓପରେ ତୁଳେ ଧରା ହେଁଲେ । ବନୁ ଆଦୀ ଗୋତ୍ରେର ଏକଟି ପରିବାର ବନୁ ମୋଯାମ୍ବେଲେର ଏକଜନ ଦାସୀ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେ । ହସରତ ଓମର ଇବନେ ଖାନ୍ତାବ (ରା.) ତଥିନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନନି । ତିନି ସେଇ ଦାସୀକେ ଅସାଭାବିକ ପ୍ରହାର କରେ ବିରତି ଦିଯେ ବଲତେନ, ତୋମାର ପ୍ରତି ଦୟାର କାରଣେ ନୟ ବରଂ ନିଜେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଁଇ ଛେଡ଼େ ଦିଲାମ ।^{୩୮}

ପରିଶେଷେ ହସରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ହସରତ ବେଲାଲ ଏବଂ ଆମେର ଇବନେ ଫୋହାୟରାର ମତୋଇ ଏସବ ଦାସୀକେବେ ଦୟ କରେ ମୁକ୍ତ କରେ ଦିଯେଛିଲେ ।^{୩୯}

ପୌତ୍ରିକରା ବୀଭତ୍ସ ଉପାୟେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣକାରୀଦେର ଶାନ୍ତି ଦିତୋ । ତାରା କୋମ କୋମ ସାହାବାକେ ଉଟ ଏବଂ ଗାତୀର କାଁଚ ଚାମଡ଼ାର ଭେତର ଜଡ଼ିଯେ ବେଁଧେ ରୋଦେ ଫେଲେ ରାଖତୋ । କାଉକେ ଲୋହାର ବର୍ମ ପରିଯେ ତଣ ପାଥରେର ଓପର ଶୁଇୟେ ରାଖତୋ । କାରୋ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ଖବର ପେଲେ ଦୂର୍ବଲ ପୌତ୍ରିକରା ନାନା ଉପାୟେ ତାର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଚାଲାତୋ । ମୋଟକଥା ଆନ୍ତ୍ରାହର

୩୫. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୩୨୦, ଫେବ୍ରାଇ ଶୀରାତ, ମୋହାମଦ ଗାୟବାଲି, ପୃ. ୮୨ । ଆଓଫି ହସରତ ଇବନେ ଆରାସ ଥେକେ ଏର କିଛୁ ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ଦେଖୁନ ତାଫସିରେ ଇବନେ କାସିର ।

୩୬. ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୭, ଏ'ଜ୍ୟାତୁତ ତାନଯିଲ ପୃ. ୫୦

୩୭. ଏ' ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୭, ତାଲକିଳ୍ଲ ଫହମ ପୃ. ୬୦

୩୮. ଯିନ୍ନିରାହ ମିସକିନାର ଓବନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଇ ଶଦେର ମତୋଇ ହବେ ଏ ଶଦେର ଉଚ୍ଚାରଣ ।

୩୯. ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୭, ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୩୧୯

୪୦. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୩୧୮-୩୧୯

ମନୋନୀତ ଦୀନ ଗ୍ରହଣକାରୀଦେର ଓପର ଯେ ସବ ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କରା ହେଲେ ତାର ତାଲିକା ଖୁବଇ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବଡ଼ୋଇ ବେଦନାଦାୟକ ।^{୪୧}

ଦାରେ ଆରକ୍ଷାମ

ଅତ୍ୟାଚାରେର ଏବଂ ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ଭୟାବହ ଏ ଅବସ୍ଥାର କୌଶଳ ହିସାବେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ଧ୍ଵାହୁହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ମୁସଲମାନଦେର ବଲେଛିଲେନ ଯେ, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର କଥା ନତୁନ ମୁସଲମାନରା ଯେନ ପ୍ରାଚାର ନା କରେନ । ତାହାଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ମେଲାମେଶାର ବ୍ୟାପାରେ ମୁସଲମାନରା ଯେନ ଗୋପନୀୟତାର ଆଶ୍ରୟ ନେନ । କେନନା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତେର ସାଥେ ମୁସଲମାନଦେର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତେର କଥା ଯଦି ଅମୁସଲିମରା ଶୋନେ ତାହଲେ ତାରା ଇସଲାମେର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରବେ । ଫଳେ ଉତ୍ସବ ପକ୍ଷେର ମଧ୍ୟେ ସଂଘର୍ଷେର ଆଶଙ୍କା ତୀର୍ତ୍ତ ହେଯେ ଉଠିବେ । ନବୁୟତେର ଚତୁର୍ଥ ବହରେ ଏ ଧରନେର ଏକଟି ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ । ଘଟନାଟି ହଚ୍ଛେ, ସାହାବାୟେ କେରାମ ଘାଁଟିତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଯେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରନେନ । ଏକବାର ସେ ଅବସ୍ଥାଯ ତାଦେର ଏକଦଳ ପୌତ୍ରିକ ଦେଖେ ଫେଲେ । ଏ ସମୟ ତାରା ମୁସଲମାନଦେର ଗାଲାଗାଲ କରତେ ଶୁରୁ କରେ ଏବଂ ଲଡ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଶୁରୁ କରେ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ହେଯରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଆବୁ ଓୟାକାସ (ରା.) ଏକଜନ ଲୋକକେ ଏମନଭାବେ ପ୍ରହାର କରଲେନ ଯେ ତାତେ, ରଙ୍ଗ ଗଡ଼ିଯେ ଗେଲୋ । ଇସଲାମେ ଏଟା ଛିଲୋ ରଙ୍ଗପାତେର ପ୍ରଥମ ଘଟନା ।^{୪୨}

ଏ ଧରନେର ସଂଘର୍ଷ ବାରବାର ଘଟିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟିତ ହଲେ ମୁସଲମାନଦେର ଅନ୍ତିତ୍ବ ବିଲୁଣ୍ଡ ହେଯାର ସଞ୍ଚାରନା ଛିଲୋ । ଏ କାରଣେ ଗୋପନୀୟତାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରା ଛିଲୋ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏହି କୌଶଳ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ସାହାବାୟେ କେରାମ ତାଦେର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ, ଏବାଦାତ ବନ୍ଦେଗୀ, ତାବଳୀଗ, ପାରମ୍ପରିକ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମେଲାମେଶା ସବହି ଗୋପନଭାବେ କରନେନ । ତବେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ଧ୍ଵାହୁହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ତାବଳୀଗେ ଦୀନ ଏବଂ ଏବାଦାତ ସବ କିଛୁଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ କରନେନ । କୋନ ବାଧାଇ ତାଙ୍କେ ଏ କାଜ ଥେକେ ବିରତ ରାଖତେ ପାରେନି । ତବୁ ଓ ତିନି ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଆଲାପ ଆଲୋଚନାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗୋପନୀୟତା ରଙ୍ଗା କରନେନ । ଆରକାମ ଇବନେ ଆବୁଲ ଆରକାମ ମାଖ୍ୟମୀର ଘର ସାଫା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶେ ଅବସ୍ଥିତ ଛିଲୋ । ଏଥାନେ ପୌତ୍ରିକ ବିଦ୍ରୋହୀରା ଆସତ ନା । ଏ କାରଣେ ନବୀ ସାନ୍ଧ୍ଵାହୁହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ନବୁୟତେର ପଞ୍ଚମ ବହର ଥେକେ 'ଦାରେ ଆରକାମ'କେ ଦୀନେର ଦାଓୟାତ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ମେଲାମେଶାର କେନ୍ଦ୍ର ରଂପେ ନିର୍ଧାରଣ କରେନ ।^{୪୩}

୪୧. ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୮

୪୨. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୬୩ ମୁଖତାଛାରଙ୍କ ସୀରାତ, ଶେଖ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓୟାହାବ

୪୩. ମୁଖତାଛାରଙ୍କ ସୀରାତ, ଶେଖ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓୟାହାବ ନଜାନୀ, ପୃ. ୬୧

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

যুলুম অত্যাচার ও নির্ধারণের এ ধারা নবুয়তের চতুর্থ বছরের মাঝামাঝি বা শেষদিকে শুরু হয়েছিলো। প্রথমদিকে ছিলো মামুলি কিন্তু দিনে দিনে এর মাত্রা বেড়ে চললো। নবুয়তের পক্ষম বছরের মাঝামাঝি সময়ে তা চরমে পৌছলো। একায় অবস্থান করা মুসলমানদের জন্যে অসম্ভব হয়ে উঠলো। সেই সক্ষটময় এবং অঙ্ককার সময়ে সূরা কাহাফ নাযিল হলো। এতে পৌত্রলিঙ্গদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তাতে বর্ণিত তিনটি ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমেন বান্দাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়া হয়েছে। আসহাবে কাহাফের ঘটনায় এ শিক্ষা মজুদ রয়েছে যে, দ্঵িন ঈমান যখন আশক্তার সম্মুখীন হয় তখন কুফুরী এবং যুলুম-অত্যাচারের কেন্দ্র থেকে শর্শীরে হিজরত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা যখন ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদাত করে তাদের কাছ থেকে তখন তোমরা শুভ্য আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।’ (১৬, ১৮)

হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত খিয়ির (আ.)-এর ঘটনা থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পরিণাম সব সময় প্রকাশ্য অবস্থা অনুযায়ী নির্ণিত হয় না। বরং কখনো কখনো প্রকাশ্য অবস্থার সম্পূর্ণ বিরপীতও হয়ে থাকে। কাজেই এ ঘটনায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্তমানে যেসব যুলুম-অত্যাচার হচ্ছে, তার পরিণাম হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। এসব পৌত্রলিঙ্গ ও উদ্বৃত্ত বিদ্রোহী ঈমান না অনেলে একদিন তারা পরাজিত হয়ে বাধ্য হবে মুসলমানদের সামনে মাথা নত করতে এবং তাদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে মুসলমানদের সামনে আত্মসমর্পণ করবে।

যুলকারনাইনের ঘটনায় নীচে উল্লিখিত কয়েকটি শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
 এক. যমিনের মাঞ্চিকানা আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাঁর অংশীদার করেন।
 দুই. সাফল্য একমাত্র ঈমানের পথে রয়েছে, কুফুরীর পথে নেই।
 তিন. আল্লাহ তায়ালা মাঝে মাঝে বান্দাদের মধ্য থেকে এমন মানুষদের উত্থান ঘটান যারা ময়লুম ও উৎপীড়িত মানুষদের সেই কাফের 'ইয়াজুজ মাজুজদের' কবল থেকে মুক্তি দেন।
 চার. আল্লাহর পুণ্যশীল বান্দারা যমিনের অংশীদার হওয়ার সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত।

সূরা কাহাফের পর আল্লাহ তায়ালা সূরা বুমার নাযিল করেন। এতে হিজরতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যমিন সংকীর্ণ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বলো, তুম আমার মোমেন বান্দারা, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্যে আছে কল্যাণ, প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিলো যে, হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশী একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তার রাজ্যে কারো ওপর কোন যুলুম অত্যাচার করা হয় না। এ কারণে আল্লাহর রসূল মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনের হেফায়তের জন্যে হাবশায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। এরপর পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামের প্রথম

ଦଲ ହାବଶାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରେନ । ଏ ଦଲେ ବାରୋ ଜନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଚାରଜନ ମହିଳା ଛିଲେନ । ହସରତ ଓସମାନ (ରା.) ଛିଲେନ ଦଲନେତା । ତା'ର ସଙ୍ଗେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର କନ୍ୟା ହସରତ ରୋକାଇୟା (ରା.)-ଓ ଛିଲେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତାଦେର ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ, 'ହସରତ ଇବରାହିମ (ଆ.) ଏବଂ ହସରତ ଲୁତ (ଆ.)-ଏର ପର ଆନ୍ତାହର ପଥେ ହିଜରତକାରୀ ଏରା ପ୍ରଥମ ଦଲ ।'^{୪୪}

ରାତରେ ଅଞ୍ଚକାରେ ଚୁପିସାରେ ଏରା ଗନ୍ତବ୍ୟଷ୍ଟଲେର ଦିକେ ଅଗସର ହନ । କୋରାଯଶଦେର ଜାନତେ ନା ଦେୟାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେଇ ଏ ଧରନେର ସତର୍କତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହୁଯ । ପ୍ରଥମେ ତାରା ଲୋହିତ ସାଗରେର ଶୁରାଇବା ବନ୍ଦରେର ଦିକେ ଅଗସର ହନ । ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେଥାନେ ଦୁଟି ବାଣିଜ୍ୟକ ନୌକା ପାଓୟା ଗିଯେଛିଲୋ । ସେଇ ନୌକାଯ ଆରୋହଣ କରେ ତାରା ନିରାପଦେ ହାବଶାୟ ଗମନ କରେନ । ତାରା ଚଲେ ଯାଓୟାର ପର କୋରାଯଶରା ତାଦେର ଯାଓୟାର ଖବର ପାଇଁ । ତାରା ଖବର ପାଓୟାର ପରଇ ସମ୍ମଦ୍ର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟେ ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ସାହାବାୟେ କେରାମ (ରା.) ଆଗେଇ ଚଲେ ଗିଯେଛିଲେନ । ଏ କାରଣେ ତାରା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଁ ଫିରେ ଆସେ । ଓଦିକେ ମୁସଲମାନରା ହାବଶାୟ ପୌଛେ ସ୍ଵିଟିର ନିଶ୍ଚାସ ଫେଲେନ ।^{୪୫}

ସେଇ ବହରଇ ରମ୍ୟାନ ମାସେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ହାରମ ଶରୀଫେ ଗମନ କରେନ । ସେଥାନେ ନେତୃଷ୍ଠାନୀୟ କୋରାଯଶରା ସମବେତ ହେଁଯାଇଲୋ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଆକାଶିକଭାବେ ଉପହିତ ହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 'ନାଜମ' ତେଲାଓୟାତ ଶୁରୁ କରେନ । ଏକବ୍ରତେ ଏତୋ ପୌତ୍ରିକ ଏର ଆଗେ କଥନେ କୋରାଆନ ଶୋନେନି । କେବଳ ତାଦେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଛିଲୋ ଏ ରକମ ଯେ, କଥନେ କୋରାଆନ ଶୋନା ଯାବେ ନା, କୋରାଆନେର ଭାଷାୟ, କାଫେରରା ବଲେ, 'ତୋମରା ଏଇ କୋରାଆନ ଶ୍ରବଣ କରୋ ନା, ଏବଂ ତା ଯଥନ ତେଲାଓୟାତ କରା ହୁଯ, ତଥନ ଶୋରଗୋଲ କରୋ ଯାତେ, ତୋମରା ଜୟି ହତେ ପାରୋ ।' (୨୬, ୪୧)

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ହଠାତ୍ କରେ ମଧୁର ସ୍ଵରେ କୋରାଆନ ତେଲାଓୟାତ ଶୁରୁ କରଲେ ପୌତ୍ରିକରା ମୋହିତ ହେଁ ପଡ଼େ । ତାରା କୋରାଆନେର ଲାଲିତ୍ୟେ ଭାଷାର ମାଧ୍ୟରେ ଛିଲୋ ମୁକ୍ତ ଓ ବିମୋହିତ । କାରୋ ମନେ ସେ ସମୟ ଅନ୍ୟ କୋନ ଚିନ୍ତାଇ ଆସେନି, ସବାଇ ଏମନେଇ ଅଭିଭୂତ ହେଁ ପଡ଼େଛିଲୋ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ଦିକେର ଏଇ ଆୟାତ ତିନି ତେଲାଓୟାତ କରଲେନ, 'ଆନ୍ତାହର ଜନ୍ୟେ ସେଜଦା କରୋ ଏବଂ ତା'ର ଏବାଦତ କରୋ ।' ଏଇ ଆୟାତ ପାଠ କରାର ପରଇ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ସେଜଦାଯ ଚଲେ ଗେଲେନ । ସାଥେ ସାଥେ ପୌତ୍ରିକରାଓ ସେଜଦା କରଲୋ । ସତ୍ୟେର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାଧ୍ୟ ଅମୁସଲିମଦେର ଅହଂକାର ଚର୍ଚ କରେ ଦିଯେଛିଲୋ, ତାରା କେଉଁ ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ ନା ଏ କାରଣେ ନିଜେର ଅଜ୍ଞାତେଇ ସେଜଦାଯ ନତ ହେଁଯାଇଲୋ ।^{୪୬}

ସହିଁ ଫିରେ ପେଯେ ତାରା ଅବାକ ହେଁ ଗେଲୋ । ଯେ ଦୀନକେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରତେ ତାରା ସର୍ବତୋଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଯେ ଯାଇଲୋ, ସେଇ କାଜେଇ ତାଦେର ନିଯୋଜିତ ହତେ ଦେଖେ ସେଥାନେ ଅନୁପହିତ ପୌତ୍ରିକରା ତାଦେର ତିରକାରେ କରଲୋ । ତିରକାରେ କବଳ ଥେକେ ରକ୍ଷା ପେତେ ତାରା ତଥନ ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତାଦେର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲୋର କଥା ସମ୍ବାନେର ସାଥେ ଉପ୍ରେକ୍ଷ କରେଛେ । ନିଜେଦେରକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରମାଣ କରତେ ତାରା ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବଲେଛେ, 'ଓରା ସବ ଉଚ୍ଚମାର୍ଗେର ଦେବୀ ଏବଂ ତାଦେର ଶାଫ୍ଯାତେର ଆଶା କରା ଯେତେ ପାରେ ।'

ଅଥଚ ଏଟା ଛିଲୋ ସୁମ୍ପଟ ମିଥ୍ୟ କଥା । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ସାଥେ ସେଜଦା କରେ ତାରା ଯେ ଭୁଲ କରେଛିଲୋ, ତାର ଏକଟା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଓୟର ପେଶ କରତେ ଏ ଗଲ୍ପ ତୈରି କରେଛିଲୋ ।

୪୪. ମୁଖତାଚାରଙ୍ଗ ସୀରାତ, ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍ ହାତ୍ତାହ

୪୫. ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ ୧ୟ ଖତ, ପୃ ୬୧ ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ୧ୟ ଖତ, ପୃ ୨୪

୪୬. ସହିହ ବୋଖାରୀ ଶୀରୀକେ ଆବଦୁଲ୍ ହାତ୍ତାହ ଇବନେ ମାସଉଦ ଏବଂ ଆବଦୁଲ୍ ହାତ୍ତାହ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ ହାତ୍ତାହ ଥେକେ ଏ ଘଟନାର ସଂକଷିପ୍ତ ବିବରଣ ରୁଯେଛେ ।

বলা বাহ্য, যারা রসূল সাল্লাহুাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব সময় মিথ্যাবাদী বলে রটনা করে, তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা কৃৎস্না'রটায় তারা আত্মরক্ষার জন্যে এ ধরনের বানোয়াট কথার আশ্রয় নেবে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।^{৪৭}

কোরায়শদের এই সেজদা করার খবর হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানরাও পেয়েছিলো। কিন্তু তারা ভুল খবর পেয়েছিলো। তারা শুনেছেন যে, কোরায়শ নেতারা মুসলমান হয়ে গেছেন। এ খবর পাওয়ার পর শওয়াল মাসে তারা মকায় ফিরে আসার জন্যে হাবশা ত্যাগ করেন। মক্কা থেকে একদিনের দ্রব্যে থাকার সময় তারা প্রকৃত খবর পেলেন। এরপর কেউ কেউ হাবশায় ফিরে গেলেন, আবার কেউ কেউ চুপিসারে অথবা কোরায়শদের কোন লোকের আশ্রিত হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করেন।^{৪৮}

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

এরপর সেই হিজরতকারী মোহাজেরদের ওপর, বিশেষভাবে মুসলমানদের ওপর সাধারণভাবে পৌত্রিকদের অত্যাচার আরো বেড়ে গেলো। পরিবারের অমুসলিমরা মুসলমানদের নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। কেননা কোরায়শরা খবর পেয়েছিলো যে, নাজুশী মুসলমানদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন এবং হাবশায় মুসলমানরা ভালোভাবেই দিন কাটিয়েছেন। এ খবর তাদের অঙ্গৰ্জালা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কোরায়শদের অত্যাচার নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাহুাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় হাবশায় হিজরত করতে সাহাবাদের পরামর্শ দিলেন। তবে প্রথমবারের হিজরতের চেয়ে এটা ছিলো কঠিন। কারণ কোরায়শ পৌত্রিকরা এবার ছিলো সতর্ক। তাদের ফাঁকি দিয়ে মুসলমানরা অন্যত্র চলে গিয়ে নিরাপদে জীবন ধাপন করবে এটা তারা ভাবতেই পারছিলো না। কিন্তু মুসলমানরা অমুসলিমদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে হাবশায় যাওয়ার পথ সহজ করে দিলেন। ফলে হিজরতকারী মুসলমানরা কোরায়শদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার আগেই হাবশার বাদশাহৰ কাছে পৌছে গেলেন। এবার বিরাশি বা তিরাশি জনের একটি দল হিজরত করেন। হ্যরত আস্মার (রা.)-এর হিজরত এর চেয়ে ভিন্ন ঘটনা, এ হিজরতে আঠার উনিশ জন মহিলা ছিলেন।^{৪৯} আল্লামা মুনসুরপুরী মহিলাদের সংখ্যা আঠারো বলে উল্লেখ করেছেন।^{৫০}

আবিসিনিয়ায় কোরায়শদের বড়বড়

মুসলমানরা নিজেদের জীবন এবং ঈমান নিয়ে নিরাপদ এক জায়গায় চলে গেছে এটা ছিলো কোরায়শদের জন্যে মারাঞ্জক মনোবেদনার কারণ। অনেক আলোচনার পর তারা আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়াকে এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে হাবশায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলো। এই দু'জন তখনে ইসলাম গ্রহণ করেননি। এরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। হাবশার বাদশাহকে দেওয়ার জন্যে কোরায়শরা এই দুজন দৃতের হাতে মূল্যবান উপটোকন পাঠালো। এরা প্রথমে বাদশাহকে উপটোকন দিলেন, এরপর সেসব যুক্তি এবং কারণ ব্যাখ্যা করলেন, যার ভিত্তিতে তারা মুসলমানদের মকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তারা বললো, 'হে বাদশাহ, আপনার দেশে আমাদের কিছু নির্বোধ যুক্ত পালিয়ে এসেছে। তারা স্বজাতির ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনি যে ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করেন সেই ধর্ম বিশ্বাসও তারা গ্রহণ করেনি। বরং তারা এক

৪৭. উল্লিখিত বর্ণনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

৪৮. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৪, হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৪

৪৯. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪০, রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ. ৬০

৫০. রহমাতুল লিল আলামিন

ନବ ଆବିଷ୍କୃତ ଧର୍ମ ବିଶ୍වାସ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । ଏ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କେ ଆମରାଓ କିଛୁ ଜାନି ନା ଆପନିଓ କିଛୁ ଜାନେନ ନା । ଓଦେର ପିତାମାତା ଓ ଆତ୍ମୀୟବ୍ୟଜନ ଆମାଦେରକେ ଓଦେର ଫିରିଯେ ନେଯାର ଜନ୍ୟ ପାଠିଯେଛେ । ତାରା ଚାନ ଯେ, ଆପନାରା ତାଦେର ନିରୋଧ ଲୋକଦେର ଆମାଦେର ସାଥେ ଫିରିଯେ ଦେବେନ । ତାରା ନିଜେଦେର ଲୋକଦେର ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କେ ଭାଲୋଭାବେ ବୋବୋନ ।' ଦରବାରେର ସଭାସଦରାଓ ଚାଞ୍ଚିଲେନ ଯେ, ବାଦଶାହ ଯେନ ମୁସଲମାନଦେର ଫିରିଯେ ଦେନ ।

ନାଜାଶୀ ଭାବଲେନ ଯେ, ଏ ସମସ୍ୟାର ଗଭିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସବ ଦିକ ଭାଲୋଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ଦେଖିବେ । ତିନି ମୁସଲମାନଦେର ତାର ଦରବାରେ ଡେକେ ପାଠାଲେନ । ମୁସଲମାନରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଲୋଚନା କରେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଲେନ ଯେ, ତାରା ନିର୍ଭୟେ ସତ୍ୟ କଥା ବଲିବେ । ଏତେ ପରିଣାମ ଯା ହୁଯ ହବେ । ମୁସଲମାନରା ଦରବାରେ ଆସାର ପର ନାଜାଶୀ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ତୋମରା ଯେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସେର କାରଣେ ନିଜେଦେର ସ୍ଵଜାତୀୟଦେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରେଛେ, ସେଟା କିମ୍ ତୋମରା ତୋ ଆମାର ଅନୁସ୍ତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସେତେ ପ୍ରବେଶ କରୋନି । ମୁସଲମାନଦେର ମୁଖ୍ୟାତ୍ମକ ହ୍ୟରତ ଜାଫର ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ (ରା.) ବଲଲେନ, 'ହେ ବାଦଶାହ, ଆମରା ଛିଲାମ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାୟ ଲିଙ୍ଗ ଏକଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଜାତି । ଆମରା ମୃତ ପଞ୍ଚ ମାଂଶ ଖେତାମ, ପାପ କାଜେ ଲିଙ୍ଗ ଥାକତାମ, ନିକଟାତ୍ମିଯଦେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରତାମ, ପ୍ରତିବେଶୀଦେର ସାଥେ ଖାରାପ ବ୍ୟବହାର କରତାମ, ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତିଶାଲୀରା ଦୂର୍ବଲଦେର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର କରତୋ । ଆମରା ଯଥନ ଏକମ ଅବସ୍ଥା ଛିଲାମ, ତଥନ ଆଲ୍ଲାହକ ତାଯାଳା ଆମାଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଏକଜନକେ ରସୂଲରପେ ପାଠାଲେନ । ତାର ଉଚ୍ଚ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ସଚ୍ଚରିତ୍ରତା, ଆମାନତଦାରି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କେ ଆମରା ଆଗେ ଥେବେଇ ଜାନତାମ । ତିନି ଆମାଦେରକେ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଡେକେ ବୁଝିଯେଛେ ଯେ, ଆମରା ଯେନ ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଆଲ୍ଲାହକେ ମାନି ଏବଂ ତାର ଏବାଦାତ କରି, ସେବର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପାଥରକେ ଆମାଦେର ପିତା ପିତାମହ ପୂଜା କରତେନ ସେବ ଯେନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି । ତିନି ଆମାଦେରକେ ସତ୍ୟ ବଲା, ଆମାନତ ଆଦାୟ କରା, ନିକଟାତ୍ମିଯଦେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ପାପ ନା କରା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ଥେକେ ବିରତ ଥାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେଛେ । ଅଶ୍ଵିନ କାଜେ ଲିଙ୍ଗ ହୋୟା, ମିଥ୍ୟା ବଲା, ଏତିମେର ଧନ-ସମ୍ପଦ ଆର୍ଦ୍ଦସାଂ କରା ଏବଂ ସତ୍ୟ ପୁନ୍ୟଶିଳୀ ମହିଳାର ନାମେ ଅପବାଦ ନା ଦେଯାର ଜନ୍ୟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଛେନ । ତିନି ବଲେଛେ, ଆମରା ଯେନ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲ୍ଲାହର ଏବାଦତ କରି । ତାର ସାଥେ କାଉକେ ଶରିକ ନା କରି । ତିନି ଆମାଦେର ନାମାୟ ଆଦାୟ, ରୋୟା ରାଖା ଏବଂ ଯାକାତ ଦେଯାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେଛେ । ହ୍ୟରତ ଜାଫର (ରା.) ଇସଲାମେର ପରିଚୟ ଏଭାବେ ତୁଳେ ଧରାର ପର ବଲଲେନ, 'ଆମରା ମେଇ ପଯଗାସରକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ମେନେଛି, ତାର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ, ଆନିତ ଦ୍ୱିନେ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ କରେଛି । ଆମରା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହର ଏବାଦତ କରେଛି ଏବଂ ତାର ସାଥେ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଶରିକ କରିନି । ମେଇ ପଯଗାସର ସେବ ଜିନିସକେ ନିଷିଦ୍ଧ ବଲେଛେ, ସେଗୁଲୋକେ ଆମରା ନିଷିଦ୍ଧ ମନେ କରେଛି ଯେଗୁଲୋକେ ହାଲାଲ ବା ବୈଧ ବଲେଛେ, ସେଗୁଲୋକେ ହାଲାଲ ମନେ କରେଛି । ଏ ସବ କାରଣେ ଆମାଦେର ସ୍ଵଜାତୀୟ ଲୋକେରା ଆମାଦେର ଓପର ନାଖୋଶ ହେଯେ । ତାରା ଆମାଦେର ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ମାତ୍ରା ବାଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛେ ଏବଂ ପୂର୍ବବତୀ ଧର୍ମ ଫିରିଯେ ନେଯାର ଜନ୍ୟେ ନାନାଭାବେ ଚେଷ୍ଟାଓ ଚାଲିଯେ ଯାଏ । ତାରା ଚାଯ, ଆମରା ଶୁନ ଆଲ୍ଲାହର ଏବାଦତ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ପ୍ରତି ଫିରେ ଯାଇ । ସେବ ନୋଂରା ଜିନିସକେ ଇତିପୂର୍ବେ ହାରାମ ମନେ କରେଛିଲାମ, ସେବ କିଛୁକେ ଯେନ ହାଲାଲ ମନେ କରି । ଓରା ଯଥନ ଆମାଦେର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ମାତ୍ରା ବାଡ଼ିଯେ, ପୃଥିବୀକେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ସଞ୍ଚିର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦିଯେଛେ ଏବଂ ତାରା ଆମାଦେର ଅନ୍ତରାୟ ହେଯେ ଦାଁଢ଼ିଯେଛେ, ତଥନ ଆମରା ଆପନାର ଦେଶେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ରୋଯାନା ହେଯେଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଦେର ତୁଳନାୟ ଆପନାକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଯେ ଆପନାର ଆଶ୍ରଯେ ଥାକା ପଛନ୍ଦ କରେଛି । ଆମରା ଏ ଆଶା ଓ ପୋଷଣ କରେଛି ଯେ, ଆପନାର ଏକାନେ ଆମାଦେର ଓପର କୋନ ପ୍ରକାର ଯୁଲୁମ ଅତ୍ୟାଚାର କରା ହେବା ନା ।

ନାଜାଶୀ ବଲଲେନ, ଆମାକେ ତୋମାଦେର ରସୂଲେର ଆନିତ ଗ୍ରହ୍ୟ ଥେକେ ଏକଟୁ ପଡ଼େ ଶୋନାଓ ।

ହୟରତ ଜାଫର (ରା.) ସୂର୍ଯ୍ୟ ମରିଯ଼ମେର ପ୍ରଥମ ଅଂଶେର କଯେକଟି ଆୟାତ ପାଠ କରଲେନ । ତା ଶୁଣେ ନାଜ୍ଞଶୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଲୋ, ତିନି ଅବିରାମ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ, ତା'ର ଦାଁଡ଼ି ଅଶ୍ରୁତେ ଭିଜେ ଗେଲୋ । ତା'ର ଧର୍ମୀୟ ଉପଦେଷ୍ଟାରାଓ ଏତୋ ବେଶୀ କାନ୍ଦଲେନ ଯେ, ତାଦେର ସାମନେ ମେଲେ ରାଖା ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରତ୍ଯେର ଓପର ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼ଲୋ । ନାଜ୍ଞଶୀ ଏରପର ବଲଲେନ, ଏହି ବାଣୀ ଏବଂ ହୟରତ ମୁସା (ଆ.) ଆନ୍ତିତ ବାଣୀ ଏକଇ ଉତ୍ସ ଥେକେ ଉତ୍ସାରିତ । ଏରପର ନାଜ୍ଞଶୀ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ ଏବଂ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରବିଯାକେ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଚଲେ ଯାଓ, ଆମି ଓହି ସବ ଲୋକକେ ତୋମାଦେର ହାତେ ତୁଲେ ଦିତେ ପାରବୋ ନା । ଏଥାନେ ତାଦେର ବିରଳଙ୍କେ କୋନ ପ୍ରକାର କାରସାଜି ଆମି ସହ୍ୟ କରବ ନା ।

ବାଦଶାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପର କୋରାଯଶଦେର ଉଭୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦରବାର ଥେକେ ବେରିଯେ ଏଲୋ । ଏରପର ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରବିଯାକେ ବଲଲୋ, ଆଗାମୀକାଳ ଓଦେର ବିରଳଙ୍କେ ଏମନ କଥା ବାଦଶାହକେ ବଲବୋ ଯେ, ଓଦେର ସବ ଚାଲାକି ଛୁଟିଯେ ଦେବୋ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରବିଯା ବଲଲେନ, ନା ତାର ଦରକାର ନେଇ । ଓରା ଯଦିଓ ଆମାଦେର ଧର୍ମ ବିଶ୍වାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରେଛେ, କିନ୍ତୁ ଓରାତୋ ଆମାଦେର ଗୋଟେର ଲୋକ । ତବୁ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ ତାର ସିନ୍ଧାନେ ଅଟଲ ଥାକଲେନ ।

ପରଦିନ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ ବାଦଶାହର ଦରବାରେ ଗିଯେ ବଲଲେନ, ହେ ବାଦଶାହ, ଓରା ଈସା ଇବନେ ମରିଯ଼ମ (ଆ.) ସମ୍ପର୍କେ ଏକ ଅନ୍ତ୍ରୁତ କଥା ବଲେ । ଏ କଥା ଶୁଣେ ନାଜ୍ଞଶୀ ପୁନରାୟ ମୁସଲମାନଦେର ଡେକେ ପାଠାଲେନ । ତିନି ହୟରତ ଈସା (ଆ.) ସମ୍ପର୍କେ ମୁସଲମାନଦେର ମତାମତ ଜାନତେ ଚାଇଲେନ । ମୁସଲମାନରା ଏବାର ତମ ପେଯେ ଗେଲେନ । ତବୁ ତାରା ଭାବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଓପର ଭରସା, ଯା ହବାର ହବେ, ତାରା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥାଇ ବଲବେନ ।

ନାଜ୍ଞଶୀର ପ୍ରତ୍ଯେର ଜବାବେ ହୟରତ ଜାଫର (ରା.) ବଲଲେନ, ଆମରା ହୟରତ ଈସା (ଆ.) ସମ୍ପର୍କେ ମେଇ କଥାଇ ବଲେ ଥାକି, ଯା ଆମାଦେର ନବୀ ମୋହାମ୍ଦ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମାଦେର ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଛେନ । ତିନି ବଲେଛେନ, ‘ହୟରତ ଈସା (ଆ.) ଆଲ୍ଲାହର ବାନ୍ଦ, ତା'ର ରସ୍ତ୍ର, ତା'ର ରହ ଏବଂ ତା'ର କାଳେମା । ତାକେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା କୁମାରୀ ସତୀ ସାର୍କୀ ହୟରତ ମରିଯ଼ମ (ଆ.)-ଏର ଓପର ନୟନ୍ତ କରେଛେ ।’

ଏ କଥା ଶୁଣେ ନାଜ୍ଞଶୀ ମାଟି ଥେକେ ଏକଟି କାଠେର ଟୁକରୋ ତୁଲେ ନିଯେ ବଲଲେନ, ଖୋଦାର କସମ, ତୋମରା ଯା କିଛୁ ବଲେଛ, ହୟରତ ଈସା (ଆ.) ଏହି କାଠେର ଟୁକରୋର ଚାଇତେ ବେଶୀ କିଛୁଇ ଛିଲେନ ନା । ଏ କଥା ଶୁଣେ ଧର୍ମୀୟ ଉପଦେଷ୍ଟାଗଣ ହୁ ହୁ ଶକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରଲେନ । ବାଦଶାହ ବଲଲେନ, ତୋମରା ହୁ ହୁ ବଲଲେନ ଆମି ଯା ବଲେଛି, ଏକଥାଇ ସତ୍ୟ ।

ଏରପର ନାଜ୍ଞଶୀ ମୁସଲମାନଦେର ବଲଲେନ, ଯାଓ, ତୋମରା ଆମାର ଦେଶେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ । ଯାରା ତୋମାଦେର ଗାଲି ଦେବେ, ତାଦେର ଓପର ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ହବେ । ଆମି ଚାଇ ନା କେଉ ତୋମାଦେର କଟ୍ଟ ଦିକ, ଆର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମି ସୋନାର ପାହାଡ଼ ଶାତ କରି ।

ଏରପର ନାଜ୍ଞଶୀ ତା'ର ଭୃତ୍ୟଦେର ବଲଲେନ, ମଙ୍କା ଥେକେ ଆଗତ ପ୍ରତିନିଧିଦେର ଆନ୍ତିତ ଉପଟୋକନ ତାଦେର ଫିରିଯେ ଦାଓ, ଓଞ୍ଚଲୋର କୋନ ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ତିନି ଯଥନ ଆମାକେ ଆମାର ଦେଶ ଫିରିଯେ ଦିଯେଛିଲେନ, ତଥନ ଆମାର କାହିଁ ଥେକେ କୋନ ଘୁଷ ନେନନି । ଆମି କେନ ତା'ର ପଥେ ଘୁଷ ନେବ । ଏହାଡ଼ି ତିନି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆମାର ବ୍ୟାପାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର କଥା ପ୍ରହଳଣ କରେନନି । ଆମି କେନ ଆଲ୍ଲାହର ବ୍ୟାପାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର କଥା ମାନବୋ ॥

ଏ ଘଟନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହୟରତ ଉମ୍ମେ ସାଲମା (ରା.) ବଲଲେନ, କୋରାଯଶଦେର ଉଭୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏରପର ତାଦେର ଆନ୍ତିତ ଉପଟୋକନସହ ଅସମ୍ମାନଜନକଭାବେ ଦେଶେ ଫିରେ ଏଲୋ । ଆମରା ନାଜ୍ଞଶୀର ଦେଶେ ଏକଜନ ଭାଲୋ ପ୍ରତିବେଶୀର ଛତ୍ରଚାଯା ଅବଶ୍ୱନ କରତେ ଲାଗଲାମ ।^୧

ଉଲ୍ଲିଖିତ ଘଟନାର ବର୍ଣନ ଇବନେ ଇସହାକ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେନ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୀରାତ ରଚଯିତାରା ଲିଖେଛେନ, ନାଜ୍ଜାଶୀର ଦରବାରେ ହ୍ୟରତ ଆମର ଇବନୁଳ ଆସ ବଦରେ ଯୁଦ୍ଧର ପର ଗିଯେଛିଲେନ । କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ବର୍ଣନାର ମଧ୍ୟେ ସମସ୍ତଯ ସାଧନେର ଜନ୍ୟେ ଲିଖେଛେନ, ମୁସଲମାନଦେର ଫିରିଯେ ଆନାର ଜନ୍ୟେ ଆମର ଇବନୁଳ ଆସ ନାଜ୍ଜାଶୀର ଦରବାରେ ଦୁଃଖାର ଗିଯେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ବଦରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରେ ନାଜ୍ଜାଶୀ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଜାଫରର ମଧ୍ୟେକାର କଥୋକଥନେର ଯେ ବିବରଣ ଇବନେ ଇସହାକ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ, ସେଟା ହାବଶାୟ ମୁସଲମାନଦେର ହିଜରତେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେର କଥୋକଥନେର ଅନୁକୂଳ । ତାଢାଡା ନାଜ୍ଜାଶୀର ପ୍ରଶ୍ନେର ଧରନ ଦେଖେ ବୋବା ଯାଇ ଯେ, ତାର ସାଥେ ମୁସଲମାନଦେର କଥାବାର୍ତ୍ତ ଏକବାରଇ ହେଁଛିଲୋ ଆର, ସେଟା ହେଁଛିଲୋ ହାବଶାୟ ମୁସଲମାନଦେର ହିଜରତେର ପରପରାଇ ।

ମୋଟକଥା ପୌତ୍ତଲିକଦେର କୌଶଳ ବ୍ୟର୍ଥ ହଲେ । ତାରା ବୁଝାତେ ପେରେଛିଲୋ ଯେ, ଶକ୍ରତାମୂଳକ ଆଚରଣ ଯତୋଟା କରାର, ସେଟା ନିଜେଦେର ସୀମାନାର ମଧ୍ୟେଇ କରତେ ହବେ । ତବେ, ଏ ସମୟେ ତାରା ଏକଟା ମାରାଘକ ବିଷୟ ଭାବତେ ଶୁରୁ କରଲୋ । ତାରା ଭାଲୋଭାବେ ବୁଝାତେ ପେରେଛିଲୋ ଯେ, ଏ ବିପଦ ଥେକେ ରଙ୍ଗ ପେତେ ତାଦେର ସାମନେ ଦୂଟି ପଥ ଖୋଲା ରଯେଛେ । ହୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗେ ଆସ୍ତାହର ରସ୍ତ୍ରେର ଦ୍ଵାନୀ ତାବଲୀଗ ବଞ୍ଚି କରେ ଦିତେ ହବେ ଅଥବା ତାଁର ଅନ୍ତିତ୍ଵରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦିତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ବିତୀଯ ପରିକଳ୍ପନା ବାନ୍ଧବାୟନ କରା ସହଜ ଛିଲୋ ନା କାରଣ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଆବୁ ତାଲେବ ଛିଲେନ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତ୍ବାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ଯିନ୍ଦାଦାର । ତିନି ପୌତ୍ତଲିକଦେର ସଙ୍କଳେର ସାମନେ ଲୌହ ସବନିକାର ମତୋ ଦାଁଡ଼ିଯେଛିଲେନ । ଏମତାବନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାରା ପୁନରାୟ ଆବୁ ତାଲେବେର ସାଥେ କଥା ବଲାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରଲୋ ।

ଆବୁ ତାଲେବେର ପ୍ରତି ହୃଦୟକି

ଏ ପ୍ରତାବରେ ପର କୋରାଯଶ ନେତାରା ଆବୁ ତାଲେବେର କାହେ ଗିଯେ ବଲଲେନ, ହେ ଆବୁ ତାଲେବ, ଆପଣି ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମ୍ମାନେର ଅଧିକାରୀ । ଆମରା ଆପନାକେ ବଲେଛିଲାମ ଯେ, ଆପନାର ଭାତୁଞ୍ଚୁଆକେ ଫିରିଯେ ରାଖୁନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣି ରାଖେନନି । ଆପଣି ମନେ ରାଖିବେନ, ଆମାଦେର ପିତା-ପିତାମହଙ୍କେ ଗାଲାଗାଲ ଦେଯା ହବେ ଏଟା ସହ୍ୟ କରତେ ପାରବ ନା । ଆମାଦେର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଚାର ବିବେଚନାକେ ନିର୍ବିଦ୍ଧିତା ବଲା ହବେ ଏବଂ ଉପାୟଦେର ଦୋଷ ବେର କରା ହବେ, ଏଟାଓ ଆମାଦେର ସହ୍ୟ ହବେ ନା । ଆପଣି ତାକେ ବାଧା ଦିନ ଏବଂ ବିରତ ରାଖୁନ । ଯଦି ଏତେ ବ୍ୟର୍ଥ ହନ, ତବେ ଆପନାର ଏବଂ ଆପନାର ଭାତୁଞ୍ଚୁଆରେ ସାଥେ ଏମନ ଲଡ଼ାଇ ବାଧିଯେ ଦେବୋ ଯେ, ଏତେ ବହୁ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବେ ।

ଏ ହୃଦୟକିତେ ଆବୁ ତାଲେବେର ପ୍ରଭାବିତ ହଲେନ । ତିନି ରସ୍ତ୍ରସ୍ତାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବୁଝାତେ ପାରଲେନ ଯେ, ଏବାର ତାଁର ଚାଚାଓ ତାଁକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରବେ । ତାଁକେ ସାହାଯ୍ୟ କରାର ବ୍ୟାପାରେ ତିନିଓ ଦୂରଳ ହୁଁ ପଡ଼େଛେନ । ଏ କାରଣେ ତିନି ବଲଲେନ, ‘ଚାଚାଜାନ, ଆସ୍ତାହର ଶପଥ, ଯଦି ଆମାର ଡାନ ହାତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାମ ହାତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଣେ ଦିଯେ କେଉଁ ବଲେ ଏକାଜ ଛେଦେ ଦାଓ, ତବୁଓ ଆମି ତା ଛାଡ଼ିପାରିବ ନା । ହୟତେ ଏ କାଜେର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଧାନ କରେ ଆମି ଏକେ ଜୟି କରିବୋ ଅଥବା ଏ କାଜ କରତେ ଗିଯେ ଧର୍ମ ହେଁ ଯାବ ।’

ଏକଥା ବଲେ ଆବେଗେର ଆତିଶ୍ୟେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତ୍ବାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ କେଂଦ୍ରେ ଫେଲଲେନ । ଏରପର ଚଲେ ଯେତେ ଲାଗଲେନ । ଚାଚା ଆବୁ ତାଲେବେର ମନ କେଂଦ୍ରେ ଉଠିଲେ । ତିନି ଭାତିଜାକେ ଡେକେ

বললেন, যাও ভাতিজা, তুমি যা চাও, তাই করো। আল্লাহর শপথ, আমি কোন অবস্থায় কখনো তোমাকে ছাড়তে পারবো না।^{৫২}

‘খোদার শপথ তোমার কাছে যেতে ওরা, পারবে না তো দলে দলে,
যতোদিন না দাফন হবো আমি মাটির তলে।

বলতে থাকো তোমার কথা খোলাখুলি, করো না আর কোনো ভয়’,
দু’চোখ তোমার শীতল হোক আর, খুশী হোক তোমার হৃদয়।^{৫৩}

আবু তালেবের কাছে পুনরায় কোরায়শ প্রতিনিধি দল

মার্বাঞ্চক রকমের হৃষকি সঙ্গেও কোরায়শের যথন দেখলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, আবু তালেব তাঁর আত্মপূজাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। বরং প্রয়োজনে তিনি কোরায়শদের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং শক্তার জন্যেও প্রস্তুত আছেন। এরপ চিন্তা করে কোরায়শ নেতারা ওলীদ ইবনে মুগীরার পুত্র আমারাকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালেবের কাছে হায়ির হয়ে বললো, হে আবু তালেব, আমারাকে নিয়ে এলাম। আমারা কোরায়শ বংশের সুদর্শন যুবক, আপনি ওকে গ্রহণ করুন। সে আপনাকে সর্বাঞ্চক সহযোগিতা করবে। আপনি ওকে নিজের পুত্র সন্তান হিসাবে গ্রহণ করুন। সে আপনার হবে আর আপনি নিজের ভাতিজা মোহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দিন, যে আপনার পিতা-পিতামহের দীনের বিরোধিতা করছে, আপনার জাতিকে ছিন্নভিন্ন করছে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তাকে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করছে। আমরা তাকে হত্যা করবো। ব্যস, এটা একজন লোকের পরিবর্তে একজন লোকের হিসাব হবে।

আবু তালেব বললেন, ‘কি চমৎকার সওদা করতে তোমরা আমার কাছে এসেছো। নিজেদের পুত্রকে তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসেছো, আমি তাকে পানাহার করাবো লালন পালন করে বড় করবো, আর আমি নিজের পুত্রকে তোমাদের হাতে দেবো তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে। আল্লাহর কসম, এটা হতে পারে না।’

একথা শুনে নওফেল ইবনে মাতয়ামের পুত্র আদী বললেন, খোদার কসম, হে আবু তালেব, তোমার সাথে তোমার কওম ইনসাফের কথা বলেছে এবং তুমি কল্যাণকর অবস্থা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছো। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি তাদের কোন কথাই গ্রহণ করতে চাচ্ছ না।

জবাবে আবু তালেব বললেন, খোদার শপথ, তোমরা আমার সাথে ইনসাফের কথা বলোনি, বরং তোমরাও আমার সঙ্গ ছেড়ে আমার বিরুদ্ধে লোকদের সাহায্য করতে উদ্যত হচ্ছ। ঠিক আছে, যা ইচ্ছা করো।^{৫৪}

সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করেও উল্লিখিত উভয় কথোপকথনের সময় জানা যায় না, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ এবং ইঙ্গিত ইশারা থেকে মনে হয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশী নয়। উভয় কথোপকথন ষষ্ঠ হিজরীর মাঘামাবি কোন এক সময়ে হয়েছিলো।

আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার ইন প্রস্তাৱ

কোরায়শ নেতাদের উল্লিখিত উভয় আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের আঞ্চেশ বেড়ে গেলো। অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়লো। সে সময় কোরায়শ নেতাদের ঘৃণ্য ঘড়্যন্ত্রের

৫২. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৫, ২৬৬

৫৩. মোখতাসাকুস সীরাত, শেখ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব নজদী, পৃঃ ৬৮

৫৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, ২৬৬ ২৬৭

মধ্যে আরো নতুন মাত্রা যোগ হলো। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার প্রস্তাব করলো। কিন্তু সেই সময়ে দুই বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা হয়রত হাময়া (রা.) এবং হয়রত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে বরং এই দুই বীর কেশরী আল্লাহর রসূলের কাছে আস্বাসমর্পণ করে ইসলামেরই শক্তি বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহর রসূলের প্রতি পৌত্রিকদের অত্যাচার নির্যাতনের দুটি উদাহরণ পেশ করছি।

একদিন আবু লাহাবের পুত্র ওতাইবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ‘ওয়াননাজমে ইয়া হাওয়া এবং ছুয়া দানা ফাতাদাল্লার’ সাথে আমি কুফর করছি। সূরা নাজম-এর এ দুটি আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ‘শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। অতপর, সে তার নিকটবর্তী হলো অতি নিকটবর্তী।’ এরপর ওতাইবা আল্লাহর রসূলের ওপর অত্যাচার শুরু করলো। তাঁর জামা ছিঁড়ে দিলো এবং পবিত্র চেহারা লক্ষ্য করে থুথু নিক্ষেপ করলো। কিন্তু থুথু তাঁর চেহারায় পড়েনি। সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বদদোয়া দিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহ তায়ালা, ওর ওপর তোমার কুরুরসমূহের মধ্যে থেকে একটি কুরুর লেলিয়ে দাও।’ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বদদোয়া করুল হয়েছিলো। ওতো একবার কোরায়শ বংশের কয়েকজন লোকের সাথে এক সফরে সিরিয়া যাচ্ছিলো। যারকা নামক জায়গায় তারা একদা রাত্রি যাপনের জন্যে তাঁবু স্থাপন করলো। সে সময় একটি বাঘকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলো। ওতাইবা বাঘ দেখে বললো, হায়রে, আমার ধূস অনিবার্য খোদার কসম, এই বাঘ আমাকে খাবে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ওপর বদদোয়া করেছেন। দেখো আমি সিরিয়ায় রয়েছি, অথচ তিনি মৃক্ষায় বসে আমাকে মেরে ফেলছেন। সতর্কতা হিসাবে সফরসঙ্গীরা তখন ওতাইবাকে নিজেদের মাঝখানে রেখে শয়ন করলো। রাত্রিকালে বাঘ এলো, সবাইকে ডিঙিয়ে ওতাইবার কাছে গেলো এবং তার ঘাড় মটকালো।^{৫৫}

ওকবা ইবনে আবু মুস্তাফ ছিলো একজন প্রখ্যাত পৌত্রিক। একবার এই দুর্বৃত্ত নামাযে সেজদা দেয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাড় এতো জোরে পেঁচিয়ে ধরলো, মনে হচ্ছিলো যেন, তাঁর চোখ বেরিয়ে যাবে।^{৫৬}

ইবনে ইসহাকের একটি দীর্ঘ বর্ণনায় কোরায়শদের চক্রান্ত সম্পর্কে জানা যায়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে ক্রমাগত চক্রান্ত করছিলো। উক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, একবার আবু জেহেল বলেছিলো, হে কোরায়শ ভাইয়েরা, আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, মোহাম্মদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা এবং আমাদের উপাস্যদের নিন্দা থেকে বিরত হচ্ছে না। আমাদের পিতা পিতামহকে অবিরাম গালমন্দ দিয়েই চলেছে। এ কারণে আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমি একটি ভারি পাথর নিয়ে বসে থাকবো, মোহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে, তখন সেই পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। এরপর যে কোন পরিস্থিতির জন্যে আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হলে আপনারা আমাকে বাস্তবায়ন অবস্থায় রাখবেন অথবা আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। এরপর বনু আবদে মান্নাফ আমার সাথে যেরপ ইচ্ছা ব্যবহার করবে, এতে আমার কোন পরোয়া নেই। কোরায়শরা এ প্রস্তাব শোনার পর বললো, কোন

৫৫. মুখতাছারুছ সিয়ার, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ১৩৫, ১ম খন্দ, এন্তিয়ার, এছাবা দালায়েলুন নবুয়ত। আর ফওয়ুল আনফ

৫৬. এ, মুখতাছারুছ সিয়ার, পৃ. ১১৩

ଅବଶ୍ୟାଇ ଆମରା ତୋମାକେ ବାନ୍ଧବହୀନ ଅବଶ୍ୟ ଫେଲେ ରାଖବୋ ନା । ତୁମି ଯା କରତେ ଚାଓ, କରତେ ପାରୋ ।

ସକାଳେ ଆବୁ ଜେହେଲ ଏକଟି ଭାରି ପାଥର ନିଯେ ରସୂଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଅପେକ୍ଷାଯ ବସେ ଥାକଲୋ । କୋରାଯଶରା ଏକେ ଏକେ ସମ୍ବେତ ହେଁ ଆବୁ ଜେହେଲେର କର୍ମତ୍ୟପରତା ଦେଖିତେ ଉତ୍ସକ୍ଷିତ ହେଁ ରଇଲୋ । ରସୂଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସଥାରୀତି ହସିର ହେଁ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରତେ ଶୁଣୁ କରଲେ । ତିନି ଯଥିନ ସେଜଦାୟ ଗେଲେନ ତଥିନ ଆବୁ ଜେହେଲ ପାଥର ନିଯେ ଅଗସର ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ପରଙ୍କଣେ ଭୌତ ସତ୍ରନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଫିରେ ଏଲୋ, ଏବଂ ତାର ହାତ ପାଥରେର ସାଥେ ଯେନ ଆଟକେଇ ରଇଲୋ । କୋରାଯଶେର କ୍ୟେକଜନ ଲୋକ ତାର କାହେ ଏସେ ବଲଲୋ, ଆବୁ ହାକାମ ତୋମାର କୀ ହେଁବେଳେ, ଆମି ଯେ କଥା ରାତେ ବଲେଛିଲାମ, ସେଟା କରତେ ଯାଛିଲାମ କିନ୍ତୁ କାହାକାହି ପୌଛୁତେଇ ଦେଖିତେ ପେଲାମ, ଯୋହାନ୍ଦ ଏବଂ ଆମାର ମାଝଥାନେ ଏକଟ ଉଟ ଏସେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛେ । ଖୋଦାର କମମ ଆମି କଥିନୋ ଅତୋ ବଡ଼, ଅତୋ ଲଞ୍ଚା ଘାଡ଼ ଓ ଦାଁତ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଟ ଦେଖିନି । ଉଟଟି ଆମାର ଓପର ହାମଲା କରତେ ଚାହିଲୋ ।

ଇବନେ ଇସହାକ ବଲେନ, ଆମାକେ ଜାନାନୋ ହେଁବେ ଯେ, ରସୂଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲେଛେନ, ଉଟଟିର ଛାପବେଶେ ତିନି ଛିଲେନ ହସିର ଜିବରାଈଲ (ଆ.) । ଆବୁ ଜେହେଲ ଯାଦି କାହେ ଆସତୋ ତବେ ତାକେ ପାକଡ଼ାଓ କରା ହତୋ ।^{୫୭}

ଏରପର ଆବୁ ଜେହେଲ ରସୂଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ ଏମନ ବ୍ୟବହାର କରିଛିଲୋ ଯେ, ସେଟା ଦେଖେ ହସିର ହାମ୍ଯା (ରା.) ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ସେ ସମ୍ପର୍କେ କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତଳ ପରେ ଆଲୋଚନା କରା ହବେ ।

କୋରାଯଶେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ରସୂଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଦୂନିଯା ଥିକେ ସରିଯେ ଦିତେ ଚାହିଲୋ । ହସିର ଆବଦନ୍ତାହ ଇବନେ ଆମର ଇବନ୍‌ଲ ଆସ (ରା.) ଥେକେ ଇବନେ ଇସହାକ ବର୍ଣନ କରେଛେ ଯେ, ଏକବାର ପୌତଲିକରା କାବାର ସାମନେ ବସିଛିଲୋ । ଆମିଓ ସେଥାନେ ଛିଲାମ । ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଥାପନ କରେ ବଲଲୋ, ଏହି ଲୋକଟି ସମ୍ପର୍କେ ଆମରା ଯେନାପ ଧୈର୍ଯେର ପରିଚୟ ଦିଯେଛି ତାର ଉଦାହରଣ ଖୁଜେ ପାଓଯା ଯାବେ ନା । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତାର ବ୍ୟାପାରେ ଆମରା ଅତୁଳନୀୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟଧାରଣ କରେଛି । ଏ ଆଲୋଚନା ଚଲାର ସମଯ ରସୂଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଉପସ୍ଥିତ ହଲେନ । ତିନି ଥିଥିମେ ହାଜରେ ଆସିଯାଦ ଚୁବ୍ନ କରଲେନ ଏରପର କାବାଘର ତଓୟାଫ କରାର ସମୟେ ପୌତଲିକଦେର ପାଶ ଦିଯେ ଗେଲେନ । ତାରା ଖାରାପ କଥା ବଲେ ତାକେ ଅପମାନ କରଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ଚେହାରାଯ ସେ ଅପମାନରେ ଛାପ ଫୁଟେ ଉଠିଲୋ । ତଓୟାଫେର ମଧ୍ୟେ ପୁନରାୟ ତାଦେର ପାଶ ଦିଯେ ଅତିକ୍ରମ କରଲେ ତାରା ପୁନରାୟ ଏକଇଭାବେ ଅପମାନଜନକ କଥା ବଲଲୋ । ସେ ଅପମାନରେ ପ୍ରତାବ ଆମି ତାର ଚେହାରାଯ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲାମ । ତୃତୀୟବାରରେ ଏକଇ ରକମ ଘଟନା ଘଟିଲୋ । ଏବାର ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବାଁଧ ଭେଜେ ଗେଲୋ । ତିନି ଥିଥିମେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ବଲଲେନ, କୋରାଯଶେର ଲୋକେରା ଶୋନୋ, ସେହି ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ତାର ହାତେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ରଯେଛେ, ଆମି ତୋମାଦେର କାହେ କୋରବାନୀର ପଣ ନିଯେ ଏସେହି ।

ରସୂଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଏକଥାଯ କୋରାଯଶରା ଦାର୍ଢଳ ପ୍ରତାବିତ ହଲୋ । ତାରା ସବାଇ ନୀରବ ହେଁ ଗେଲୋ । କଠୋର ପ୍ରାଣେର ଲୋକେରାଓ ତାର ପ୍ରତି ନ୍ତର ନରମ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରତେ ଲାଗଲୋ । ତାରା ବଲାହିଲୋ, ଆବୁ କାସେମ, ଆପନି ଫିରେ ଯାନ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆପନି ତୋ କଥିନୋ ନିର୍ବୋଧ ଛିଲେନ ନା ।

পরদিনও কোরায়শরা একইভাবে সমবেত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলো। এমন সময় তিনি এলেন, তিনি কাছে আসতেই তারা একযোগে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজন তাঁর চাদর গলায় জড়িয়ে শ্বাসরোধ করতে চাইলো। হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে দুর্ভুদের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করছো, যিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহঃ দুর্ভুত্বা এরপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, কোরায়শদের অত্যাচারের ঘটনাসমূহের মধ্যে আমার দেখা এ ঘটনাটি ছিলো সবচেয়ে মারাঞ্চক।^{৫৮}

সহীহ বোখারী শরীফে হ্যরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, পৌত্রলিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবচেয়ে বর্বরোচিত যে ব্যবহার করেছিলো তার বিবরণ আমাকে বলুন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার হাতীমে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে আবু মুইত এসে হায়ির হলো। সে এসেই নিজের চাদর আল্লাহর রসূলের গলায় পেঁচিয়ে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ করতে চাইলো। এমন সময় হ্যরত আবু বকর (রা.) এলেন এবং ওকবার দুই কাঁধ ধরে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, তোমরা এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহঃ^{৫৯}

হ্যরত আসমা (রা.) বলেন, হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এ চিংকার শুনতে পেলেন যে, তোমাদের সঙ্গে বাঁচাও। এ চিংকার শোনা মাত্র তিনি আমাদের কাছ থেকে দৌড়ে গেলেন। তাঁর মাথায় চারটি বেণী ছিলো। তিনি একথা বলতে বলতে ছুটে গেলেন যে, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রভু আল্লাহঃ পৌত্রলিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে হ্যরত আবু বকরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তিনি বাড়ী ফিরে আসার পর আমরা তাঁর মাথার চুলের যেখানেই হাত দিচ্ছিলাম, চুল আমাদের হাতে উঠে আসছিলো।^{৬০}

হ্যরত হামিয়ার ইসলাম গ্রহণ

মক্কার পরিবেশ এমনি ধরনের যুগুম অত্যাচারে আচ্ছন্ন থাকার সময়ে হঠাতে করে আলোর ঘলক দেখা গেলো। হ্যরত হামিয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। আল্লাহর রসূলের নবৃত্যত লাভের ষষ্ঠ বছরের জিলহজ্জ মাসে এ ঘটনা ঘটে।

হ্যরত হামিয়া (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলো এই যে, আবু জেহেল একদিন সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে এবং তাঁকে কষ্ট দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন, কোন কথা বললেন না। দূর্বত আবু জেহেল এরপর আল্লাহর রসূলের মাথায় এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করলো। এতে মাথা ফেটে রক্ত বের হলো। আবু জেহেল এরপর কাবার সামনে কোরায়শদের মজলিসে গিয়ে বসলো। আবদুল্লাহ ইবনে জুদয়ানের একজন দাসী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। হ্যরত হামিয়া শিকার করে ফিরছিলেন। সেই দাসী তাঁকে সব কথা শোনালো। হ্যরত হামিয়া ক্রোধে অধীরে হয়ে উঠলেন।

৫৮. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৮৯-২৯০

৫৯. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৪

৬০. মুখতাছারস সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১১৩

তিনি ছিলেন কোরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক। তিনি দেরী না করে সামনে পা বাড়িয়ে বললেন, আবু জেহেলকে যেখানেই পাব সেখানেই আঘাত করব। এরপর তিনি সোজা কাবাঘরে প্রবেশ করে আবু জেহেলের সামনে গিয়ে বললেন, ওরে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ত্যাগকারী, তুই আমার ভাতিজাকে গালি দিচ্ছিস, অথচ আমি তো তার প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী। একথা বলে হাতের ধনুক দিয়ে আবু জেহেলের মাথায় এতো জোরে আঘাত করলেন যে, মাথায় মারাত্মক ধরনের জখম হয়ে গেলো। এ ঘটনার সাথে সাথে আবু জেহেলের গোত্র বনু মাথখুম এবং হ্যরত হাময়া (রা.)-এর গোত্র বনু হাশেমের লোকেরা পরম্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠলো। আবু জেহেল এই বলে সবাইকে থামিয়ে দিল যে, আবু আমারাকে কিছু বলো না, আমি তার ভাতিজাকে আসলেই খুব খারাপ গালি দিয়েছিলাম।^{৬১}

প্রথমদিকে নিজের আস্তীয়কে গালি দেয়ায় ধৈর্যহারা হয়ে হ্যরত হাময়া (রা.) রসূল (রা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তর খুলে দেন। তিনি ইসলামের বলিষ্ঠ প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। তাঁর কারণে মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তি এবং স্বত্ত্ব অনুভব করেন।^{৬২}

হ্যরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

যুলুম অত্যাচার নির্যাতনের কালোমেঘের সেই গভীর পরিবেশে আলোর আরো একটি ঝলক ছিল হ্যরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। হ্যরত হাময়া (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের তিনিদিন পর নবৃত্যতের ষষ্ঠ বছরের জিলহজ মাসেই এ ঘটনা ঘটেছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করেছিলেন।^{৬৩}

ইমাম তিরমিয়ি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছে এ ঘটনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম তিবরানি হ্যরত ইবনে মাসউদ এবং হ্যরত আনাস (রা.) থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছিলেন, ‘হে আল্লাহ, ওমর ইবনে খাতাব এবং আবু জেহেলের মধ্যে তোমার কাছে যে ব্যক্তি বেশী পছন্দনীয়, তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দাও এবং তার দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।’

আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া করুল করেন এবং হ্যরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লিখিত দু'জনের মধ্যে আল্লাহর কাছে হ্যরত ওমর (রা.) ছিলেন অধিক প্রিয়।^{৬৪}

হ্যরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সকল বর্ণনার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ বিচারে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মনে পর্যায়ক্রমে ইসলাম জায়গা করে নিয়েছিলো। সে বিষয়ে আলোকপাত করার আগে হ্যরত ওমর (রা.)-এর মন মেজায ও ধ্যান-ধারণার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেয়া জরুরী মনে করছি।

হ্যরত ওমর (রা.) তাঁর রুক্ষ মেজায এবং কঠোর স্বভাবের জন্যে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘকাল যাবত মুসলমানরা তাঁর হাতে নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করেন। মনে হয়, তাঁর মধ্যে বিপরীতধর্মী স্বভাবের সমন্বয় সাধিত হয়েছিলো। একদিকে তিনি নিজের পিতা পিতামহের আবিষ্কৃত রূসম-

৬১. মুখ্যাতারুচ্ছ সীরাত, শেখ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, পৃ. ৬৬, রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, ৬৮,

ইবনে হিশাম, ১১ ১ম খন্ড পৃ. ২৯১-২৯২

৬২. মুখ্যাতারুচ্ছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১০১

৬৩. তারীখে ওমর ইবনুল খাতাব, ইবনে জওয়ি, পৃ. ১১

৬৪. তিরমিজি, মানাকবের আবু হাফস ওমর ইবনে খাতাব বয় খন্ড, পৃ. ২০৯

রেওয়াজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, খেলাধূলার প্রতি ও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো, অন্যদিকে ঈমান-আকীদার প্রতি মুসলমানদের দৃঢ়তা এবং অত্যাচার নির্যাতনের মুখেও মুসলমানদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা তিনি আগ্রহের দৃষ্টিতে দেখতেন। বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমে তিনি মাঝে মাঝে ভাবতেন যে, ইসলাম ধর্মে যে বিষয়ে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে সম্ভবত সেটাই সত্য, অধিক পবিত্র ও উন্নত। এ কারণে হঠাৎ ক্ষেপে গেলেও হঠাৎ শান্ত হয়ে যেতেন।^{৬৫}

হ্যরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সকল বর্ণনার মূলকথা নিম্নরূপ,

একবার হ্যরত ওমরকে ঘরের বাইরে দিন কাটাতে হয়েছিলো। তিনি হারম শরীফে গমন করেন এবং কাবাঘরের পর্দার ভেতরে প্রবেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় নামায আদায় করছিলেন। তিনি সূরা আল হাক্কা তেলাওয়াত করছিলেন। হ্যরত ওমর (রা.) কোরআন শুনতে লাগলেন এবং কোরআনের রচনাশৈলীতে মুঞ্চ ও অভিভূত হলেন। মনে মনে বললেন, এই ব্যক্তি দেখছি কবি, কোরায়শদের কথাই ঠিক। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করলেন, ‘নিচয়ই এই কোরআন এক সম্মানিত রসূলের কাছে বহন করে আনা বার্তা, এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অঙ্গই বিশ্বাস করো।’ হ্যরত ওমর বললেন, আমি মনে মনে বললাম, এই ব্যক্তি তো দেখছি জ্যোতিষী। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করলেন, ‘এটা কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা অঙ্গই অনুধাবন কর। এটি জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবর্তীণ।’ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন।^{৬৬}

হ্যরত ওমর (রা.) বলেন, সেই সময়েই আমার মনে ইসলাম রেখাপাত করে।^{৬৭} কিন্তু তখনে তাঁর মনে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিলো অটুট। এ কারণেই হৃদয়ের গোপন গভীরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসার বীজ বোপিত হলেও ইসলামের বিরোধিতার প্রকাশ্য কাজকর্মে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

তাঁর স্বভাবের কঠোরতা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শক্রতার অবস্থা এমন ছিলো যে, একদিন তলোয়ার হাতে নিয়েরসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। পথে নদীম ইবনে আবদুল্লাহ নাহহাম আদবীর^{৬৮} বা বনি যোহরাখ^{৬৯} বনি মানজুমের^{৭০} কোন এক লোকের সাথে তাঁর দেখা হলো। সেই লোক তাঁর রূপক্ষে চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, মোহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। সেই লোক বললেন, মোহাম্মদকে হত্যা করে বনু হাশেম এবং বনু যোহরার হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? তিনি বললেন, মনে হয় তুমিও পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ছেড়ে বেদীন হয়ে পড়েছো? সেই লোক বললেন, ওমর একটা বিশ্বয়কর কথা শোনাচ্ছি। তোমার বোন এবং ভগ্নিপতি ও তোমাদের দ্বিন ছেড়ে বেদীন হয়ে গেছে। একথা শুনে হ্যরত ওমর ক্রোধে দিশেহারা হয়ে সোজা ভগ্নিপতির বাড়ী অভিযুক্ত রওয়ানা হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা হ্যরত

৬৫. হ্যরত ওমর সম্পর্কে এ পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করেছেন ইমাম গায়যালী। ফেকহছ সীরাত, পৃ. ৯২-৯৩ দেখুঃ

৬৬. তারীখে ওমর ইবনে খাতাব, ইবনে জওয়ি, পৃ. ৬, সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খসড়, পৃ. ৩২৬-৩৪৮

৬৭. ইবনে হিশাম, ১ম খসড়, পৃ. ৩৪৪

৬৮. তারীখে ওমর ইবনে খাতাব, আল জওয়ি, পৃ. ১৭

৬৯. মুখ্তাচুরুছ সীরাত, পৃ. ১০২

ଖାବାବ ଇବନେ ଆରତେର କାହେ ସୂରା ତ୍ଵା-ହା ଲେଖା ଏକଟା ସହିଫା ପାଠ କରଛେ । କୋରାଅନ ଶିକ୍ଷା ଦେୟାର ଜନ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଖାବାବ (ରା.) ସେ ବାଡ଼ିତେ ଯେତେନ । ହ୍ୟରତ ଓମରେର ପାଯେର ଆଓୟାଯ ଶୁଣେ ସବାଇ ମୀରବ ହୟେ ଗେଲେନ । ହ୍ୟରତ ଓମରେର ବୋନ ସୂରା ଲେଖା ପାତାଟି ଲୁକିଯେ ଫେଲିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଘରେର ବାଇରେ ଥେକେଇ ହ୍ୟରତ ଓମର ଖାବାବ (ରା.)-ଏର କୋରାଅନ ତେଲାଓୟାତେର ଆଓୟାଯ ଶୁଣେଛିଲେନ । ତିନି ତାଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, କିସେର ଆଓୟାଯ ଶୁଣିଲାମଃ? ତାରା ବଲିଲେନ, କହି କିଛୁ ନାତୋ! ଆମରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ କଥାବାର୍ତ୍ତ ବଲିଲାମ । ହ୍ୟରତ ଓମର ବଲିଲେନ, ସନ୍ତ୍ଵବତ ତୋମରା ଉଭୟେ ବେଦ୍ଧିନ ହୟେ ଗେଛ । ତାର ଭଗ୍ନିପତି ବଲିଲେନ, ଆଜ୍ଞା ଓମର 'ସତ୍ୟ' ଯଦି ତୋମାଦେର ଦୀନ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ ଧର୍ମ ଥାକେ ତଥନ କି ହବେ? ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଏକଥା ଶୋନା ମାତ୍ର ଭଗ୍ନିପତିର ଓପର ଝାପିଯେ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାକେ ମାରାଅକଭାବେ ପ୍ରହାର କରିଲେନ । ତାର ବୋନ ଛୁଟେ ଗିଯେ ସାମୀକେ ଭାଇୟେର ହାତ ଥେକେ ଛାଡ଼ାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେନ, ଏକ ସମୟ ତାକେ ସରିଯେ ଦିଲେନ । ହଠାତ୍ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ତାର ବୋନକେ ଏତୋ ଜୋରେ ଚଡ଼ ଦିଲେନ ଯେ, ତାର ଚେହାରା ରଙ୍ଗାଙ୍କ ହୟେ ଗେଲୋ । ଇବନେ ଇସହାକେର ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ତାର ମାଥାଯ ଆଘାତ ଲେଗେଛିଲୋ । ତାର ବୋନ ତ୍ରୁଦ୍ଧଭାବେ ବଲିଲେନ, ଓମର, ଯଦି ତୋମାଦେର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଥାକେ, ତଥନ କି ହବେ? ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଛି ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା କୋନ ମାବୁଦ ନେଇ ଏବଂ ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର ରସ୍ମୁନ । ଏ କଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ହତାଶ ହୟେ ପଡ଼ିଲେନ, ବୋନେର ଚେହାରାଯ ରଙ୍କ ଦେଖେ ତାର ଲଜ୍ଜାଓ ହଲୋ । ତିନି ବଲିଲେନ, ଆଜ୍ଞା, ତୋମରା ଯା ପାଠ କରିଲେ, ଆମାକେଓ ଏକଟୁ ପଡ଼ିତେ ଦାୟତୋ । ତାର ବୋନ ବଲିଲେନ, ତୁମି ନାପାକ । ଏହି କେତାବ ଶୁଦ୍ଧ ପାକ ପବିତ୍ର ଲୋକଇ ଶ୍ରଦ୍ଧି କରତେ ପାରେ । ଯାଓ ଗୋସଲ କରେ ଏସୋ । ହ୍ୟରତ ଓମର ଗିଯେ ଗୋସଲ କରେ ଏଲେନ । ଏରପର କେତାବେର ସେଇ ଅଂଶବିଶେଷ ହାତେ ନିଯେ ବସିଲେନ ଏବଂ ପଡ଼ିଲେନ, ବିସମିଲ୍ଲାହିର ରାହମାନିର ରାହିମ । ଏରପର ବଲିଲେନ, ଏତୋ ଦେଖି ବଡ଼ୋ ପବିତ୍ର ନାମ!

ହ୍ୟରତ ଖାବାବ (ରା.) ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-ଏର ମୁଖେ ଏକଥା ଶୁଣେ ଭେତର ଥେକେ ବାଇରେ ଏଲେନ ଏବଂ ବଲିଲେନ, ଓମର, ଖୁଶି ହୁଏ, ରସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବୃହିଷ୍ଟିବାର ଦିବାଗତ ରାତେ ଯେ ଦୋଯା କରେଛିଲେନ, ଆମାର ମନେ ହୟ ଏଟା ତାରଇ ଫଳ । ଏ ସମୟେ ରସ୍ମୁନ (ରା.) ସାଫା ପାହାଡ଼େର ନିକଟବାର୍ତ୍ତ ଏକ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛିଲେନ ।

ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ତଳୋଯାର ହାତେ ସେଇ ଘରେର ସାମନେ ଏସେ ଦରୋଜାଯ କରାଗାତ କରିଲେନ । ଏକଜନ ସାହାବୀ ଦରଜାଯ ଡୁକି ଦିଯେ ଦେଖିଲେନ ଯେ, ତଳୋଯାର ହାତେ ହ୍ୟରତ ଓମର । ଆଶେ-ପାଶେଇ ସବାଇ ଏକନ୍ତିତ ହଲେନ । ହ୍ୟରତ ହାମ୍ରା (ରା.) ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ କି ବ୍ୟାପାରଃ? ତାକେ ବଲା ହଲୋ ଯେ, ଓମର ଏସେଛେ । ତିନି ବଲିଲେନ, ଓମର ଏସେହେ ଦରଜା ଖୁଲେ ଦାଓ । ଯଦି ଭାଲୋର ଜନ୍ୟେ ଏସେ ଥାକେ, ତବେ ଭାଲୋଇ ପାବେ । ଆର ଯଦି ଖାରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏସେ ଥାକେ, ତବେ ତାର ତଳୋଯାର ଦିଯେଇ ଆମରା ତାକେ ଶେଷ କରେ ଦେବୋ । ଏଦିକେ ରସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଭେତରେ ଛିଲେନ, ତାର ଓପର ଓହି ନାଯିଲ ହଜ୍ରୟାର ପର ତିନି ଏଦିକେର କାମରାଯ ହ୍ୟରତ ଓମରେର କାହେ ଏଲେନ ଏବଂ ତାର ପରିଧାନେର ପୋଶାକ ଏବଂ ତଳୋଯାରେର ଏକାଂଶ ଧରେ ଝାକୁନି ଦିଯେ ବଲିଲେନ, ଓମର, ତୁମି କି ତତୋକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତ ହବେ ନା, ସତକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାର ଓପରର ଓଳୀଦ ଇବନେ ମୁଗିରାର ମତୋ ଅବମାନନ୍ଦକର ଶାନ୍ତି ନାଯିଲ ନା କରିବେନଃ? ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ଓମର ଇବନେ ଖାତାବେର ଦ୍ୱାରା ଦୀନେର ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଦାନ କରୋ । ଏକଥା ବଲାର ସାଥେ ସାଥେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନିଲେନ, ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଛି ଯେ, ନିଶ୍ଚଯିତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା କୋନ ମାବୁଦ ନେଇ ଏବଂ ଆପନି ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁନ । ଏକଥା ଶୁଣେ ଘରେର ଭେତର ଯାରା ଛିଲେନ ତାରା ଏତୋ ଜୋରେ ଆଲ୍ଲାହ

ଆକବାର ଧନି ଦିଲେନ ଯେ, କାବାଘରେ ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଛିଲେନ, ତାରାଓ ସେଇ ଆଓସାଯ ଶୁଣନ୍ତେ ପେଲେନ ।^{୭୦} ଆରବେ କେଉ ତାର ମୋକାବେଲା କରାର ସାହସ ପେତୋ ନା । ଏ କାରଣେ ତାର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ସଂବାଦେ ପୌତ୍ତିକଦେର ମଧ୍ୟେ ହୈ ଚୈ ପଡ଼େ ଗେଲୋ । ତାରା ମାରାଞ୍ଜକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅବମାନନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୋ । ଅନ୍ୟ ଦିକେ ତାର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ଫଳେ ମୁସଲମାନଦେର ଗୌରବ, ଶକ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସାଫଲ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ବେଡ଼େ ଗେଲୋ । ଇବନେ ଇସହାକ ତାର ସନଦେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-ଏର ବର୍ଣନା ଉତ୍ସୃତ କରେଛେନ ଯେ, ଆମି ସଥିମ ମୁସଲମାନ ହଲାମ, ତଥିମ ଭାବଲାମ, ମକ୍କାଯ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସବଚେଯେ ବଡ଼ ଶକ୍ର କେବେ ଏରପର ମନେ ମନେ ବଲଲାମ, ମେ ହଚ୍ଛେ ଆବୁ ଜେହେଲ । ଏରପର ଆମି ଆବୁ ଜେହେଲେର ବାଡ଼ୀ ଗେଲାମ । ଘରେର ଦରଜାଯ କରାଯାତ କରଲେ ଆବୁ ଜେହେଲ ବେରିଯେ ଏଲୋ । ମେ ଆମାକେ ଦେଖେ ବଲଲୋ, ସ୍ଵାଗତମ ସୁଷ୍ଠାଗତମ । କି କାଜେ ଏସେହ ଓମର? ଆମି ବଲଲାମ, ତୋମାକେ ଏକଥା ଜାନାତେ ଏସେହି ଯେ, ଆମି ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଏବଂ ତାର ରସ୍ତୁଲ ମୋହାମ୍ଦ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ବିଶ୍වାସ ଢାପନ କରେଛି । ତିନି ଯା କିଛୁ ନିଯେ ଏସେହେନ, ତାର ଓପରା ବିଶ୍වାସ ପୋଷଣ କରାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ବଲେ ସ୍ଵିକାର କରାଇ । ଏକଥା ଶୁଣେ ଆବୁ ଜେହେଲ ଦରୋଜା ବନ୍ଧ କରେ ଦିତେ ଦିତେ ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାର ମନ୍ଦ କରନ ଏବଂ ତୁମ ଯା କିଛୁ ନିଯେ ଏସେହ, ତାରାଓ ମନ୍ଦ କରନ ।^{୭୧}

ଇମାମ ଇବନେ ଜାଗାଯି ହ୍ୟରତ ଓମର ଫାରୁକ୍ (ରା.) ଥିକେ ବର୍ଣନା କରେଛେନ ଯେ, କେଉ ସଥିମ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରତୋ । ତଥିମ କୋରାଯଶ କାଫରେରା ତାଦେର ପେଛନେ ଲେଗେ ଯେତୋ । ତାକେ ନିର୍ମିତଭାବେ ପ୍ରହାର କରତୋ । ପ୍ରହତ ବ୍ୟକ୍ତିଓ ପ୍ରହାର କରତେନ । ଆମି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରାର ପର ଆମାର ମାମା ଆଦୀ ଇବନେ ହାଶେମେର କାହେ ଗିଯେ ତାକେ ଜାନାଲାମ । ତିନି କୋନ କଥା ନା ବଲେ ଘରେର ତେତରେ ପ୍ରବେଶ କରଲେନ । ଏରପର କୋରାଯଶେର ଏକଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେର କାହେ ଗେଲେନ । ସମ୍ଭବତ ଆବୁ ଜେହେଲେର ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରେଛେ । ଆମାର ମାମା ଆଦୀ କୋରାଯଶେର ସେଇ ଲୋକକେ ଖବର ଦେଯାର ପର ସେଇ ଘରେର ତେତର ଚୁକେ ଗେଲୋ ।^{୭୨}

ଇବନେ ହିଶାମ ଏବଂ ଇବନେ ଜାଗାଯି ବର୍ଣନା କରେଛେନ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ପର ଜାମିଲ ଇବନେ ମୋଯାମ୍ବାର ମାହମିର କାହେ ଗେଲେନ । କୋନ କଥା ପ୍ରଚାରେର କ୍ଷେତ୍ରେ କୋରାଯଶଦେର ମଧ୍ୟେ ଏ ଲୋକ ଛିଲୋ ବିଖ୍ୟାତ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ତାକେ ଜାନାଲେନ ଯେ, ଆମି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛି । ଏକଥା ଶୋନାର ସାଥେ ସାଥେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରେ ଚିତ୍କାର କରେ ଉଠିଲୋ ଯେ, ଖାତାବେର ପୁତ୍ର ବୈଦ୍ଵିନ ହୟେ ଗେହେ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲଲେନ, ତୁମି ମିଥ୍ୟା ବଲହେ, ଆମି ମୁସଲମାନ ହୟେଛି । ମୋଟକଥା, ଲୋକେରା ହ୍ୟରତ ଓମରେର ଓପର ବାଁପିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ଏବଂ ତାକେ ପ୍ରହାର କରତେ ଲାଗଲୋ । ହ୍ୟରତ ଓମର ପ୍ରହତ ହଜ୍ଜିଲେନ ଆବାର ନିଜେଓ ପ୍ରହାର କରିଛିଲେନ । ଏକ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଥାର ଓପର ଏଲୋ । ଝାନ୍ତ ହୟେ ତିନି ବସେ ପଡ଼ିଲେନ । ଏରପର ବଲଲେନ, ଯା ଖୁଶି କରୋ । ଆଲ୍ଲାହର କସମ, ଯଦି ଆମରା ସଂଖ୍ୟାଯ ତିନିଜନ୍ତ ହତାମ, ତାହେ ମକ୍କାଯ ହ୍ୟ ତୋମରା ଥାକତେ ଅଥବା ଆମରା ଥାକତାମ ।^{୭୩}

ପୌତ୍ତିକରା ଏରପର ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-କେ ଥାଣେ ମେରେ ଫେଲାର ଜନ୍ୟେ ତାର ବାଡ଼ୀତେ ଚଢାଓ ହେଲୋ । ସହିହ ବୋଖାରୀତେ ବର୍ଣିତ ଆହେ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଭୀତ ବିହରିଲ ହୟେ ଘରେର ତେତର ଛିଲେନ । ଏମନ ସମୟ ଆବୁ ଆମର ଆସ ଇବନେ ଓୟାଯେଲ ଛାହମି ଏଲେନ । ତିନି କାରୁକାଜ କରା

୭୦. ତାରୀଖେ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ, ପୃ. ୭, ୧୦, ୧୧, ସୀରାତେ ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମିଥ୍ଯ, ପୃ. ୩୪୩, ୩୪୪

୭୧. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୪୯-୨୫୦

୭୨. ତାରୀଖେ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ, ପୃ. ୮

୭୩. ଏ, ପୃ. ୮ ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୩୪୮-୩୪୯

ଇয়েমেনি ଚାଦର ଏବଂ ରେଶମୀ ପୋଶାକ ପରିହିତ ଛିଲେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଛାହାମ ଗୋଡ଼ରେ ଅଧିବାସୀ । ସେଇକାଳେ ତିନି ଛିଲେନ ଆମାଦେର ମିତ୍ର ଗୋଡ଼ର ଲୋକ । ତିନି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, କି ବ୍ୟାପାର, ଏତୋ ହଙ୍ଗା କିମେରା? ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲଲେନ, ଆମି ମୁସଲମାନ ହୁଯେଛି । ଏକାରଣେ ଓରା ଆମାକେ ମେରେ ଫେଲିତେ ଚାଯ । ଆସ ବଲଲେନ, ଏଟା ସଭବ ନାୟ । ଆସ-ଏର ଏକଥା ଶୁଣେ ଆମି ସ୍ଵନ୍ତିବୋଧ କରଲାମ । ବହୁ ଲୋକ ସେ ସମୟ ଆମାର ବାଡ଼ୀର ଆଶେ-ପାଶେ ଭିଡ଼ କରେ ଆଛେ । ଆସ ଭିଡ଼ ଠେଲେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ତାଦେର ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ତୋମରା ସବାଇ କୋଥାଯ ଚଲେଛି? ସବାଇ ବଲଲୋ, ଓମର ବୈଦ୍ଧିନ ହୁଯେ ଗେଛେ, ତାର କାହେ ଯାଛି । ଆସ ବଲଲେନ, ସେଦିକେ ଯାଓଯାର କୋନ ପଥ ନେଇ । ଏକଥା ଶୁଣେ ସବାଇ ଫିରେ ଚଲେ ଗେଲୋ । ୭୪ ଇବନେ ଇସହାକେର ଏକଟି ବର୍ଣନା ରୁହେ ଯେ, ତାରା ଏମନତାବେ ସମବେତ ହୁଯେଛିଲୋ, ମନେ ହଞ୍ଚିଲୋ ଯେନ, ତାରା ଏକଇ ପୋଶାକେର ମଧ୍ୟେ ସବାଇ ପ୍ରବେଶ କରେଛେ । ୭୫

ହ୍ୟରତ ଓମରେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ପୌତ୍ରିକଦେର ଅବସ୍ଥା ଛିଲୋ ଏରପ, ଯା ଓପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହୁଯେଛେ । ମୁସଲମାନଦେର ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ଏ ଘଟନା ଥିଲେଇ ଅନୁମାନ କରା ଯାଯ । ଯୋଜାହେଦ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବାସ (ରା.) ଥିଲେ ବର୍ଣନା କରେଛେ ଯେ, ଆମି ଓମର ଇବନେ ଖାତାବକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛିଲାମ ଯେ, କି କାରଣେ ଆପନାର ଉପାଧି ଫାରୁକ୍ ହୁଯେଛେ? ତିନି ବଲଲେନ, ଆମାର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ତିନ ଦିନ ଆଗେ ହ୍ୟରତ ହାମ୍ଯା (ରା.) ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏରପର ହ୍ୟରତ ଓମର ହ୍ୟରତ ହାମ୍ଯାର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ଘଟନା ବର୍ଣନା କରାର ପର ବଲେନ, ଏରପର ଆମି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାଲ୍ଲାହକେ ବଲଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ମରେ ଯାଇ ବା ବେଚେ ଥାକି, ଆମରା କି ହକ-ଏର ଓପର ବିଦ୍ୟମାନ ନେଇ? ରସୂଲ୍ଲାହ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାଲ୍ଲାହ ବଲଲେନ, କେନ ନାୟ? ସେଇ ସତ୍ତାର ଶପଥ, ଯାର ହାତେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ରଯେଛେ, ତୋମରା ବେଚେ ଥାକୋ ବା ମରେ ଯାଓ, ନିଶ୍ଚୟାଇ ତୋମରା ହକ-ଏର ଓପର ରଯେଛୋ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲେନ, ଏରପର ଆମି ବଲଲାମ, ତାହାଲେ ଆମରା କେନ ପାଲିଯେ ବେଡ଼ାବୋ? ସେଇ ସତ୍ତାର ଶପଥ, ଯିନି ଆପନାକେ ସତ୍ୟମହ ପ୍ରେରଣ କରେଛେ, ନିଶ୍ଚୟାଇ ଆମରା ବାଇରେ ବେର ହବୋ । ଏରପର ଆମରା ଦୁଇ କାତାରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଯେ ମିଛିଲ କରେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ବାଇରେ ବେର ହଲାମ । ଏକ କାତାରେ ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ହାମ୍ଯା, ଅନ୍ୟ କାତାରେ ଆମି । ଆମାଦେର ଚଲାର ପଥେ ଯାତାର ପେଷା ଆଟାର ମତୋ ଧୂଲୋ ଉଡ଼ିଛିଲୋ । ଆମରା ମସଜିଦେ ହାରାମେ ପ୍ରବେଶ କରଲାମ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲେନ, କୋରାଯଶରା ଆମାଦେର ଦେଖେ ମନେ ଏତୋବଢ଼ କଷ୍ଟ ପେଲୋ, ଯା ଇତିପୂର୍ବେ ପାଇନି । ସେଇ ଦିନ ରସୂଲ୍ଲାହ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆମାକେ ‘ଫାରୁକ’ ଉପାଧି ଦିଲେନ । ୭୬

ହ୍ୟରତ ଇବନେ ମାସଟୁଦ (ରା.) ବଲେନ, ଏର ଆଗେ ଆମରା କାବାଘରେ କାହେ ନାମାୟ ଆଦାୟେ ସନ୍ଧମ ଛିଲାମ ନା । ୭୭

ହ୍ୟରତ ଯୋହାଯେର ଇବନେ ସେନାନ ରନ୍ମୀ (ରା.) ବଲେନ, ହ୍ୟରତ ଓମର ଫାରୁକ (ରା.) ମୁସଲମାନ ହୁଯାର ପର ଇସଲାମ ପର୍ଦାର ବାଇରେ ଏଲୋ ଏବଂ ଇସଲାମେର ଦାଓଯାତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦେଯା ଶୁରୁ ହଲୋ । ଆମରା କାବାଘରେ ସାମନେ ଗୋଲ ହୁଯେ ବସତେ ଲାଗଲାମ ଏବଂ କାବାଘର ତଓୟାଫ କରତେ ଲାଗଲାମ ।

୭୪. ସାଇହ ବୋଖାରୀ, ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ ଅଧ୍ୟାୟ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୪୫

୭୫. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୩୪୯

୭୬. ତାରୀଖେ ଓମର ଇବନୁଲ ଖାତାବ, ଇବନେ ଜ୍ଞାନ୍ୟ, ପୃ. ୬, ୭

୭୭. ମୁଖତାଛାରଙ୍କ ସିରାତ, ଶେଷ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ, ପୃ. ୧୦୩

ଯାରା ଆମାଦେର ଓପର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରେଛିଲୋ, ତାଦେର ଓପର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଲାମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରେର ଜବାବ ଦିଲାମ ।^{୭୮}

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ୍ ଇବନେ ମାସଉଦ (ରା.) ବଲେନ, ହ୍ୟରତ ଓମରେର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ଥେକେ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆମରା ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଛିଲାମ ।^{୭୯}

ହ୍ୟରତ ହାମ୍ୟା ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ (ରା.)-ଏର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ପାଇକାରି ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କମେ ଗେଲୋ, ବୃଦ୍ଧି-ବିବେଚନାର ମାଧ୍ୟମେ ପରିଷ୍ଠିତି ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟ ପୌତ୍ରିକରା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହଲୋ । ତାରା ଚିନ୍ତା କରଲୋ ଯେ, ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦେୟାର ମାଧ୍ୟମେ ମୋହାମ୍ଦ ସାଲ୍ଲାଲ୍‌ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯା ପେତେ ଚାନ, ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ହୟେ ତା ପୂରଣେର ମାଧ୍ୟମେ ତାଙ୍କେ ହୟତୋ ତାଙ୍କ କାଜ ଥେକେ ବିରତ ରାଖା ଯାବେ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଜାନତୋ ନା ରସ୍ତେ ଖୋଦାର ଦ୍ୱିନେର ଦାଓୟାତର ମୋକାବେଲାଯ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଵଜଗତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ । କାଜେଇ, ତାଦେର ଚେଷ୍ଟୀଯ ତାରା ସ୍ବାଭାବିକଭାବେଇ ବ୍ୟର୍ଷ ହଲୋ ।

ଇବନେ ଇସହାକ ଇୟାଜିଦ ଇବନେ ଯିଯାଦେର ମାଧ୍ୟମେ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ କିମ୍ କାରାଯିର ଏଇ ବର୍ଣନା ଉଦ୍ଧବ୍ତ କରେଛେ ଯେ, ଆମାକେ ଜାନାନୋ ହୟେଛେ, କଓମେର ନେତା ଓତବା ଇବନେ ରବିଯା ସ୍ବଜାତୀୟଦେର ସାମନେ ଏକଦିନ ନତୁନ ଏକଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଲ । ସେ ସମୟ ରସ୍ତୁଲ୍‌ଲାହ୍ ସାଲ୍ଲାଲ୍‌ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମସଜିଦେ ହାରାମେର ଏକ ଜାୟଗାୟ ଏକାକୀ ଛିଲେନ । ଓତବା ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ଦଦେର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଓ । ତାର ସାମନେ କରେକଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ପେଶ କରୋ, ହୟତୋ ତିନି କୋନ ଏକଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ମେନେ ନେବେନ । ତିନି ଯେ ଦାବୀ କରବେନ, ସେଇ ଦାବୀ ଆମରା ପୂରଣ କରବୋ । ହାମ୍ୟା (ରା.)-ଏର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ମୁସଲମାନଦେର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖେ ତାରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଏ ପରାମର୍ଶ କରଲୋ ।

କୋରାଯଶରା ବଲଲୋ, ଆବୁଲ ଓଲୀଦ ତୁମି ଯାଓ, ତୁମି ଗିଯେ ତାଙ୍କ ସାଥେ କଥା ବଲୋ । ଏରପର ଓତବା ଉଠେ ରସ୍ତୁଲ୍‌ଲାହ୍ ସାଲ୍ଲାଲ୍‌ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ବସଲୋ । ଓତବା ବଲଲୋ, ଭାତିଜା, ଆମାଦେର କଓମେର ମଧ୍ୟେ ତୋମାର ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଯେଛେ, ସେ କଥା ସବାଇ ଜାନେ । ତୁମି ଉଚ୍ଚ ବଂଶେର ମାନୁଷ । ତୁମି ଏମନ ଏକଟା ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରଛୋ ଯାର କାରଣେ କଓମେର ମଧ୍ୟେ ବିଭେଦ, ବିଶ୍ଵଭୂଲା ଓ ଅନୈକ୍ୟ ଦେଖା ଦିଯେଛେ । ତୁମି କଓମେର ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ଲୋକଦେର ବୃଦ୍ଧିଭାବକେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା ବଲେ ଅଭିହିତ କରାଇଛୋ । ତାଦେର ଉପାସ୍ୟକେ ନାନାଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରାଇଛୋ, ତାଦେର ଧର୍ମ ବିଶ୍ଵାସକେ ବାତିଲ କରେ ଦିଛେ, ତାଦେର ପୂର୍ବ-ପୁରୁଷଦେର କାଫେର ବଲେ ଅଭିହିତ କରାଇଛୋ । ଆମରା କଥା ଶୋନୋ, ଆମି ତୋମାକେ କରେକଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଛି ତୁମି ଏସବ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କେ ଚିନ୍ତା କରୋ । ହୟତୋ ଯେ କୋନ ଏକଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ତୋମାର କାହେ ଗ୍ରହଣ୍ୟମୋଗ୍ୟ ହବେ । ରସ୍ତୁଲ୍‌ଲାହ୍ ସାଲ୍ଲାଲ୍‌ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ବଲୋ ଆବୁଲ ଓଲୀଦ, ଆୟି ଶୁଣବୋ ।

ଓତବା ଓରଫେ ଓଲୀଦ ବଲଲୋ, ଭାତିଜା, ତୁମି ଯା ପ୍ରଚାର କରାଇଛୋ, ଯଦି ଏଇ ବିନିମୟେ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଚାଓ ତବେ ଆମରା ତୋମାକେ ଏତୋ ଏତୋ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଦେବୋ ଯେ, ତୁମି ହେବ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି । ଯଦି ତୁମି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାଓ, ତାଓ ବଲୋ, ଆମରା ତୋମାକେ ଆମାଦେର ନେତା ହିସାବେ ବରଣ କରେ ନେବୋ । ତୋମାକେ ଛାଡ଼ା କୋନ ଫୟାସାଲା କରା ହେବ ନା । ଯଦି ତୁମି ବାଦଶାହ ହେବ ତାଓ ତାଓ ବଲୋ, ଆମରା ତୋମାକେ ବାଦଶାହ ହିସାବେ ମେନେ ନେବୋ । ଯଦି ତୋମାର କାହେ ଆସା ଜିନିସ ଜୀନ ଭୂତ ହୟେ ଥାକେ, ତାଓ ବଲୋ, ତୁମି ଦେଖୋ, ଅର୍ଥ ତାଡାତେ ପାରାଇଁ ନା, ଆମରା ଟିକିଂସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା

୭୮. ତାରୀଖେ ଓମର ଇବନୁଲ ଖାତାବ, ଇବନେ ଜ୍ଞାନୀ ପୃ. ୧୩

୭୯. ସୟାହ ବୋଖାରୀ, ବାବେ ଇସଲାମ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୪୫

କରିବୋ । ଯତୋ ଟାକା ଲାଗେ ଲାଗୁକ, ଆମରା ତୋମାର ଚିକିଂସା କରାବୋ । କଥନୋ କଥନୋ ଏମନ ହୟ ଯେ, ଜିନ ଭୂତେରା ମାନୁଷେର ଓପର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ରାଖେ, ସେ ଅବସ୍ଥାୟ ମାନୁଷେର ଚିକିଂସାର ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖା ଦେଇ ।

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ଓତବାର କଥା ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ଶୋନାର ପର ବଲଲେନ, ଆବୁଲ ଓଲୀଦ, ତୋମାର କଥା କି ଶେଷ ହୟେଛେ? ଆମାର କଥା ଶୋନୋ । ଏରପର ରସ୍ତେ ଖୋଦା ସାହ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ସୂରା ହା-ମୀମ ସାଜଦାର ପ୍ରଥମ ଥେକେ ତେଲାଓୟାତ ଶୁରୁ କରଲେନ । ‘ପରମ କରଣମୟ ଓ ଅତି ଦୟାଲୁ ଆଲାହାର ନାମେ ଶୁରୁ କରାଇ । ହା-ମୀମ । ଏହି କେତାବ ଦୟାମୟ ପରମ ଦୟାଲୁର କାହିଁ ଥେକେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଏକ କେତାବ, ବିଶଦଭାବେ ବିବୃତ ହୟେଛେ ଏର ଆୟାତସମ୍ମହ ଆରବୀ ଭାଷାଯ କୋରାଅନନ୍ତରେ ଜାନୀ ସମ୍ପଦାୟେର ଜନ୍ୟେ । ସୁସଂବାଦଦାତା ଓ ସତର୍କକାରୀ ରାପେ । କିନ୍ତୁ ଓଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ବିମୁଖ ହୟେଛେ । କାଜେଇ ଓରା ଶୁନବେ ନା । ଓରା ବଲେ ତୁମି ଯାର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଆହ୍ଵାନ କରଛୋ । ସେ ବିଷୟେ ଆମାଦେର ଅନ୍ତର ଆବରଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ, କାନେ ଆହେ ବଧିରତା ଏବଂ ତୋମାର ଓ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ କାଜ କରେ ଅନ୍ତରାଳ । ସୁତରାଂ ତୁମି ତୋମାର କାଜ କରୋ ଏବଂ ଆମରା ଆମାଦେର କାଜ କରି ।’

ରସ୍ତୁ ସାହ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ତେଲାଓୟାତ କରେ ଯାଛିଲେନ ଆର ଓତବା ଦୁଃଖାତ ପେହନେର ଦିକେ ମାଟିତେ ରେଖେ ଆରାମ କରେ ବସେ ଶୁନଛିଲୋ । ସେଜଦାର ଆୟାତ ତେଲାଓୟାତ କରାର ପର ରସ୍ତୁ ଉଠେ ସେଜଦା କରଲେନ । ଏରପର ବଲଲେନ, ଆବୁଲ ଓଲୀଦ, ତୁମି କିନ୍ତୁ ଶୁନତେ ଚେଯେଛିଲେ, ଆମି ଶୁନିଯେଛି, ଏବାର ତୁମି ଜାନୋ, ଆର ତୋମାର କାଜ ଜାନେ ।

ଓତବା ଉଠିଲୋ ଏବଂ ନିଜର ସଙ୍ଗୀଦେର କାହେ ଗେଲୋ । ତାକେ ଦେଖେ ତାର ସଙ୍ଗୀରା ବଲାବଲି କରତେ ଲାଗଲୋ ଯେ, ଖୋଦାର କସମ, ଆବୁଲ ଓଲୀଦ ଯେ ଚେହାରା ନିଯେ ଗିଯେଛିଲୋ, ସେ ଚେହାରା ନିଯେ କିନ୍ତୁ ଫିରେ ଆସଛେ ନା । ଓତବା ବସାର ପର ସଙ୍ଗୀରା ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ ଯେ, କି ଖବର ନିଯେ ଏସେହୋ? ସେ ବଲଲୋ, ଖବର ହଞ୍ଚେ, ଆମି ଏମନ କାଲାମ ଶୁନେଛି ଯା ଅତିତେ କୋନଦିନଇ ଶୁନିନି । ଖୋଦାର କସମ ସେଟା କବିତାଓ ନଯ, ଯାଦୁଭନ୍ତ୍ରଓ ନଯ । ତୋମରା ଆମାର କଥା ଶୋନୋ । ଓକେ ତାର ଅବସ୍ଥାର ଓପର ଛେଡ଼େ ଦାଓ । ଯେ କାଲାମ ଆମି ଶୁନେଛି, ଭବିଷ୍ୟତେ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ବଡ଼ ଧରନେର କୋନ ଘଟନା ଘଟିବେ । ଏରପର ଯଦି ଓକେ ଆରବେର ଲୋକେରା ମେରେ ଫେଲେ, ତବେ ତୋମାଦେର କାଜ ଅନ୍ୟ କେଟ କରବେ । ଯଦି ତିନି ଆରବେର ଓପର ଜୟଳାଭ କରେନ, ତବେ ତାର ସମ୍ମାନ ହବେ ତୋମାଦେର ସମ୍ମାନ, ତା'ର ବାଦଶାହୀ ହବେ ତୋମାଦେର ବାଦଶାହୀ । ତା'ର ଅନ୍ତରୁ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେ ସୌଭାଗ୍ୟେର କାରଣ ହବେ ।

କୋରାଯଶରା ବଲଲୋ, ଆବୁଲ ଓଲୀଦ ସେ କାଲାମେର ଯାଦୁ ତୋମାକେଓ ପ୍ରଭାବିତ କରେଛେ । ଓତବା ବଲଲୋ, ତାର ବ୍ୟାପାରେ ଆମି ଯା ବୁଝେଛି, ବଲେଛି । ଏଥିନ ତୋମରା ଯା ଭାଲୋ ମନେ କରୋ, ତା କରୋ । ୧୦

ଅପର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ସିଖନ ଏହି ଆୟାତ ତେଲାଓୟାତ କରଲେନ ଯେ, ତବୁଓ ଯଦି ଓରା ମୁଖ ଫିରିଯେ ନେଯ, ତବେ ବଲ, ଆମି ତୋ ତୋମାଦେରକେ ସତର୍କ କରାଇ ଏକ ଧଂସକର ଶାନ୍ତିର, ଯା ଆଦ ଓ ସାମୁଦ୍ରେର ଶାନ୍ତିର ଅନୁରାପ । ଏହି ଆୟାତ ତେଲାଓୟାତେର ସାଥେ ସାଥେ ଓତବା ଉଠେ ଦାଢ଼ାଲୋ ଏବଂ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମେର ମୁଖେ ହାତ ଚାପା ଦିଯେ ବଲଲୋ, ଆମି ଆପନାକେ ଆଲାହ ଏବଂ ନିକଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୋହାଇ ଦିଯେ ବଲଛି

যে, আপনি এরপ করবেন না। ওতবা আশঙ্কা করছিলো যে, ও রকম শাস্তি তার ওপর এসে আ পড়ে। এরপর সে উঠে তার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে উল্লিখিত কথা বললো।^{৮১}

বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবদের

সাথে আবু তালেবের বৈঠক

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আবু তালেব তখনও ছিলেন শক্তি। পৌত্রিকদের পক্ষ থেকে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছিলেন। তিনি এ্যাবত সংঘটিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করছিলেন। পৌত্রিকরা তাঁকে মোকাবেলার হৃষকি দিয়েছিলো। আম্বারা ইবনে ওলীদের বিনিময়ে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার প্রস্তাব করেছিলো। আবু জেহেল একটা ভারি পাথর দিয়ে তাঁর ভাতিজার মন্তক চূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলো। ওকবা ইবনে আবু মুঈত গলার চাদর পেঁচিয়ে তাঁর ভাতিজাকে খাসরোধ করে হত্যা করতে চেয়েছিলো। খাতাবের পুত্র খোলা তলোয়ার হাতে তাঁকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলো। পর্যায়ক্রমে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে আবু তালেব এমন গুরুতর বিপদের আশঙ্কা করলেন যে, তাঁর বুক কেঁপে উঠলো।

তিনি ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে, পৌত্রিকরা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় কোন কাফের যদি তাঁর ভাতিজার ওপর হঠাতে করে হামলা চালায় তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে হ্যারত হাময়া বা হ্যারত ওমর বা অন্য কেউ কি করে তাঁকে রক্ষা করবে?

আবু তালেবের এ আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। কেননা পৌত্রিকরা ^রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে সক্ষমবন্দ ছিলো। তাদের এ সঙ্কলের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘ওরা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।’ (৯, ৪৩)

প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আবু তালেবের কি করা উচিত? তিনি যখন দেখলেন যে, পৌত্রিকরা চারিদিক থেকে তার ভাতিজাকে নাজেহাল করতে উঠে লেগেছে তখন তিনি তাঁর পিতামহের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাশেম এবং মোত্তালেবের বংশধরদের একত্রিত করলেন। তিনি সেই সমাবেশে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষার ব্যাপারে ঐক্যবন্ধ হওয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি আবেগজড়িত কঠে বললেন, যে দায়িত্ব এতোদিন আমি একা পালন করেছি, এবার এসো, আমরা সবাই মিলে সে দায়িত্ব পালন করি। আবু তালেবের এ আহ্বানে তাঁর দুই পূর্ব পুরুষের বংশধররা সাড়া দিলেন। আবু তালেবের ভাই আবু লাহাব শুধু ভিন্নমত পোষণ করলো। সে অঙ্গীকৃতি জানিয়ে পৌত্রিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো।^{৮২}

সর্বাঙ্ক বয়ক্ট

চার সপ্তাহ বা তার চেয়ে কম সময়ের ভেতর পৌত্রিকরা চারটি বড় ধরনের ধাক্কা খেলো। হ্যারত হাময়া এবং হ্যারত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। সর্বোপরি বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেব একত্রিত হয়ে আল্লাহর রসূলকে রক্ষার ব্যাপারে একমত হলো। পৌত্রিকরা এতে অস্থির হয়ে উঠলো। অস্থির হবে না কেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, এখন যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে তাঁকে

৮১. তাফসীরে ইবনে কাসির, ৬ষ্ঠ খন্দ, পৃ. ১৫-, ১৬০, ১৬১

৮২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্দ, পৃ. ২৬৯, মুখতাছারছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১০৬

রক্ষা করতে যে রক্তপাত হবে, এতে মক্কার প্রান্তর লাল হয়ে যাবে। তাদের নিজেদের ধূস হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিলো। এ কারণে আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে পৌত্রিকরা অত্যাচার নির্যাতনের একটি নতুন পথ আবিষ্কার করলো। এটি ছিলো ইতিপূর্বে গৃহীত সব পদক্ষেপের চেয়ে আরো বেশী মারাত্মক।

ইবনে কাইয়েম লিখেছেন যে, বলা হয়ে থাকে, এই দলিল মনসুর ইবনে একরামা ইবনে আমের ইবনে হাশেম লিখেছিলো। কারো কারো মতে নয়র ইবনে হারেস লিখেছিলো। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, এই দলিল বোগাইজ ইবনে আমের ইবনে হাশেম লিখেছিলো। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্যে বদদোয়া করায় তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিলো।^১

লেখার পর দলিল কাবাঘরে টাঙ্গিয়ে দেয়া হলো। তাতে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশেম এবং বনু মোতালেবের মুসলিম অমুসলিম, নারী-পুরুষ শিশু সবাই শা'বে আবু তালেব নামক স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। এটা ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হিসাবে আবির্ভাবের সগূর্ণ বছরের ঘটনা।

শা'বে আবু তালেবে তিন বছর

এ বয়কটে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলো। খাদ্যসামগ্ৰীৰ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো। যা-ও বা মক্কায় আসতো পৌত্রিকরা তাড়াতাড়ি সেগুলো কিনে নিতো। ফলে অবরুদ্ধ মুসলিম অমুসলিম কারো কাছে কোন কিছু স্বাভাবিক উপায়ে পৌছুতো না। তারা গাছের পাতা এবং চামড়া থেয়ে জীবন ধারণ করতেন। ক্ষুধার কষ্ট এতো মারাত্মক ছিলো যে, ক্ষুধার্ত নারী ও শিশুর কাতর কান্না শাবে আবু তালেব বা আবু তালেব ঘাঁটিৰ বাইরে থেকে শোনা যেতো। তাদের কাছে কোন খাদ্যসামগ্ৰী পৌছার সম্ভাবনা ছিলো ক্ষীণ। যা কিছু পৌছুতো সেসব গোপনীয়ভাবেই পৌছাতো। নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্যে তারা ঘাঁটিৰ বাইরে বেরও হতেন না। বাইরে থেকে মক্কায় আসা জিনিস কেনার চেষ্টা করেও অনেক সময় তারা সক্ষম হতেন না। কারণ পৌত্রিকরা সেসব জিনিসের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতো।

হাকিম ইবনে হাজাম ছিলেন হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। মাঝে মাঝে তিনি ফুফুর জন্যে গম পাঠাতেন। একবার গম পাঠানোৰ উদ্যোগ নিতোই আবু জেহেল বাধা দিলো। কিন্তু আবু বাখতারি হাকিম ইবনে হাজামের পক্ষাবলম্বন করে গম পাঠানোৰ ব্যবস্থা করে দিলেন।

এদিকে আবু তালেব সব সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। রাতে সবাই শুয়ে পড়াৰ পৰ তিনি ভ্রাতুষ্পুত্ৰকে বলতেন, যা ও, তুমি এবাৰ তোমাৰ বিছানায় শুয়ে পড়ো। তিনি একথা এ জন্যেই বলতেন যাতে, কোন গোপন আততায়ী থাকলে বুঝতে পারে যে, তিনি কোথায় শয়ন কৰছেন। এৱপৰ সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আবু তালেব তাঁৰ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্ৰের শোয়াৰ স্থান বদলে দিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্ৰের বিছানায় নিজেৰ পুত্ৰ ভাই বা অন্য কাউকে শয়ন কৰাতেন। রাত্রিকালে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্ৰ আল্লাহৰ রসূল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে উংগে উৎকষ্টার মধ্যে কাটাতেন।

এ ধৰনেৰ কঠিন অবৰোধ সন্তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলমান হজ্জেৰ সময় বাইরে বেৰ হতেন এবং হজ্জেৰ উদ্দেশ্যে আসা লোকদেৱ কাছে ইসলামেৰ

দাওয়াত দিতেন। এ সময় আবু লাহাব রসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের সাথে যেকৃপ আচরণ করতো, ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে।^২

দলিল ছিল করার ঘটনা

এ অবস্থায় পুরো তিনি বছর কেটে যায়। এরপর নবুয়তের দশম বর্ষে মহররম মাসে দলিল ছিল হওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে অত্যাচার নির্যাতনের অবসান ঘটে। কোরায়শদের মধ্যেকার কিছু লোক এ ব্যবস্থার বিরোধী থাকায় তারা অবরোধ বাতিল করারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এই অমানবিক অবরোধ সম্পর্কিত প্রণীত দলিল বিনষ্ট করার প্রধান উদ্যোগ ছিলেন বনু আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের হেশাম ইবনে আমের নামক এক ব্যক্তি। হেশাম রাত্রিকালে তুপিসারে খাদ্য দ্রব্য পাঠিয়ে আবু তালেব ঘাঁটির অসহায় লোকদের সাহায্য করতেন। প্রথমে হেশাম যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া মাখযুমির কাছে যান। যুহাইয়ের মা আতেকা ছিলেন আবদুল মোত্তালেবের কন্যা। অর্থাৎ আবু তালেবের বোন। হেশাম তাকে বললেন, যুহাইর তুমি কি চাও যে, তোমরা মজা করে পানাহার করবে অথচ তোমার মামা এবং অন্যরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যাবে? তারা কি অবস্থায় রয়েছে, সেটা কি তুমি জানো না? যুহাইর বললেন, আফসোস, আমি একা কি করতে পারি? যদি আমার সাথে আরো কেউ এগিয়ে আসে তবে আমি সে দলিল বিনষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। হেশাম বললেন, অন্য একজন রয়েছেন। যুহাইর জিজাসা করলেন, তিনি কে? হেশাম বললেন, আমি। যুহাইর বললেন, আচ্ছা তবে ত্তীয় কাউকে খুঁজে বের করো। একথা শোনার পর হেশাম মোত্তাম ইবনে আদীর কাছে গেলেন এবং বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেবের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তার সাহায্য চাইলেন। ওরা যে তার নিকটাঞ্চীয় সেকথাও বললেন। মোত্তাম বললেন, আমি একা কি করতে পারি? হেশাম বললেন, আরো একজন আছেন। মোত্তাম জিজাসা করলেন তিনি কে? হেশাম বললেন, আমি। মোত্তাম বললেন, আচ্ছা, ত্তীয় একজন লোক খুঁজে নাও। হেশাম বললেল, সেটাও করেছি। মোত্তাম বললেন, তিনি কে? হেশাম বললেন, তিনি হচ্ছেন যুহাইর ইবনে উমাইয়া। মোত্তাম বললেন আচ্ছা চতুর্থ একজন তালাশ করো। এরপর হেশাম আবুল বাথতারির কাছে গেলেন এবং তার সাথেও মোত্তামের কাছে যে ভাবে বলেছেন, সেভাবে কথা বললেন। আবুল বাথতারি জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে সমর্থক কেউ আছে কিনা। হেশাম বললেন, হাঁ আছে। এরপর তিনি যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া মোত্তাম ইবনে আদী এবং নিজের কথা জানালেন। আবুল বাথতারি বললেন, আচ্ছা তবে বিশ্বস্ত একজন লোক খোঁজ করো। এরপর হেশাম জাময়া ইবনে আছোয়াদ ইবনে মোত্তালেব ইবনে আছাদের কাছে গেলেন। তার সাথেও বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেবের দুরবস্থার বিষয়ে আলোচনা করে সাহায্য চাইলেন। তিনি জানতে চাইলেন অন্য কেউ সহায়তাকারী আছে কিনা। হেশাম বললেন, হাঁ, আছে। এরপর সকলের নাম জানালেন। পরে উল্লিখিত সবাই হাজুন নামক জায়গায় একত্রিত হয়ে দলিল বিনষ্ট করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। যুহাইর বললেন, প্রথমে আমি কথা তুলবো।

সকাল বেলা নিয়মানুযায়ী সবাই মজলিসে একত্রিত হলো। যুহাইর দামী পোশাক পরিধান করে সেজে গুজে উপস্থিত হলো। প্রথমে কাবাঘর সাতবার তওয়াফ করে সবাইকে সঙ্গে থাকার সন্দেশ দেন।

২. আবু তালেবের মৃত্যু হয়েছিল দলিল ছিল করার ঘটনার ছয়মাস পরে। সঠিক তথ্য হচ্ছে যে, তাঁর মৃত্যু রজব মাসে হয়েছিল। যারা বলে যে, তাঁর মৃত্যু রমধান মাসে হয়েছিল, তারা এও বলে যে, তাঁর মৃত্যু দলিল ছিল করার ঘটনার আটমাস কয়েকদিন পরে হয়েছিল। উভয় অবস্থায় এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল মহররম মাসে।

বললো, মক্কাবাসীরা শোনো, আমরা পানহার করবো, পোশাক পরিধান করবো, আর বনু হাশেম ধ্রস হয়ে যাবে। তাদের কাছে কিছু বিক্রি করা হচ্ছে না, তাদের কাছ থেকে কেনাও হচ্ছে না। খোদার কসম, এ ধরনের অমানবিক দলিল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি নীরব হয়ে থাকতে পারি না। আমি চাই এ দলিল বিনষ্ট করে ফেলা হোক।

আবু জেহেল এ কথা শুনে বললো, তুমি ভুল বলছো। খোদার কসম, এ দলিল ছিন্ন করা যাবে না।

জাময়া ইবনে আসোয়াদ বললেন, খোদার কসম, তুমি ভুল বলছো। এ দলিল যখন লেখা হয়েছিলো, তখনো আমি রাখি ছিলাম না। আমি এটা মানতে প্রস্তুত নাই। এরপর মোত্যাম ইবনে আদী বললেন, তোমরা দু'জনে ঠিকই বলছো। আমরা এ দলিলে যা কিছু লেখা রয়েছে, তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

হেশাম ইবনে আমরও এ ধরনের কথা বললেন।

এ অবস্থা দেখে আবু জেহেল বললো, হঁহ বুঝেছি, রাত্রিকালেই এ ধরনের ঐকমত্য হয়েছে। এ পরামর্শ এখানে নয়, বরং অন্য কোথাও করা হয়েছে।

সে সময় আবু তালেবও অদূরে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, দলিল বিনষ্ট করতে আল্লাহ তায়ালা এক রকম পোকা পাঠিয়েছেন। তারা যুলুম অত্যাচারের বিবরণসমূহ কেটে ছারখার করে ফেলেছে, শুধু যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম রয়েছে, সেসব অবশিষ্ট রয়েছে।

আবু তালেব কোরায়শদের বললেন, আমার ভাতিজা আমাকে আপনাদের কাছে এ কথা বলতে পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়েছেন যে, আপনাদের অংগীকার পত্রটি আল্লাহ তায়ালা এক রকম পোকা পাঠিয়ে নষ্ট করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার নামটুকু সেখানে অবশিষ্ট আছে। এ কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে আমি তার ও আপনাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াব এবং আপনারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। আর, সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কটের মাধ্যমে আমাদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করছেন, তা থেকে বিরত থাকবেন। এতে কোরায়শরা সম্মত হলো।

এ নিয়ে আবু জেহেল ও অন্যান্যদের মধ্যে তর্ক-বির্তক শেষ হলে মৃত্যা'ম বিন আদী অংগীকারপত্র ছিড়তে গিয়ে দেখলেন যে, আল্লাহর নাম লেখা অংশ বাদে বাকি অংশ সত্য সত্য পোকা খেয়ে ফেলেছে। পরে অংগীকারপত্র ছিঁড়ে ফেলা হলে বয়কটের অবসান হলো এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্য সকলে শাবে আবু তালিব থেকে বেরিয়ে এলেন। কাফেররা এ বিস্ময়কর নির্দর্শনে আশ্চর্য হলো, কিন্তু তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর যদি তারা কোন মোজেয়া দেখে, তখন টালবাহানা করে এবং বলে, এ তো যাদু।

আরবের পৌত্রিকরা নবুয়তের বিস্ময়কর এ নির্দর্শন থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিল এবং নিজেদের কুফুরীর পথে আরো কয়েক কদম অগ্রসর হলো।^৩

৩. বয়কটের বিবরণ নিম্নোক্তিত গ্রন্থগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সহীহ বোখারী, ১ম খন্দ, পৃ. ২১৬, ৫৪৮।

যাদুল মায়াদ ২য় খন্দ, পৃ. ৪৬, ইবনে হিশাম ১ম খন্দ, পৃ. ৩৫০-৩৫১, ৩৪৭, ৩৭৭, রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্দ, পৃ. ৭০ মুখতাছারুজ্জ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ৬, ১০, ১১০, মুখতাছারুজ্জ সীরাত, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, পৃ. ৬৮, ৭৩

ଆବୁ ତାଲେବ ସକାଶେ କୋରାଯଶଦେର ଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ

ଶା'ବେ ଆବୁ ତାଲେବ ଥିକେ ବେରୋବାର ପର ରସୂଲେ ମକବୁଲ ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ପୁନରାୟ ଦାଓୟାତ ଓ ତାବଲୀଗେର କାଜ ଶୁଣୁ କରଲେନ । ବୟକଟ ଶେଷ ହଲେ ଓ ପୌତ୍ରିକ ଦୂର୍ଭରା ଇସଲାମ ପ୍ରଚାରେ ନାନାଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାଛିଲୋ । ଏହିକେ ଆବୁ ତାଲେବ ତାର ଭାତିଜାକେ ରଙ୍ଗା କରାର ଦୀର୍ଘକାଲୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରେଖେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଛିଲେନ ବୟସେର ଭାବେ ନ୍ୟଜ । ତାର ବୟସ ଆଶି ବହର ଛାଡ଼ିଯେ ଗିଯେଛିଲୋ । କ୍ରମାଗତ କମେକ ବହରୀ ଯାବତ ଦୁଃଖ-ଦୁର୍ଦ୍ଵାରା ବିପଦ ମୁସିବତେ ତାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମାରାଞ୍ଚକଭାବେ ଭେଙେ ପଡ଼େଛିଲୋ । ବିଶେଷ କରେ ଗିରିବର୍ତ୍ତେ ଅବୋଧ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚେଷ କରେ ଦିଯେଛିଲୋ । ମେଥାନ ଥିକେ ବେରୋବାର କମେକମାସ ପରଇ ତିନି ଶୁରୁତର ଅସୁନ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େନ । ଏ ସମୟ ପୌତ୍ରିକରା ଚିନ୍ତା କରଲୋ ଯେ, ଆବୁ ତାଲେବ ଦ୍ରୁତ ଅସୁନ୍ତ ହଜେନ । ଯେ କୋନ ସମୟ ତାର ଜୀବନେର ଦିନ ଶେଷ ହତେ ପାରେ । ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଯଦି ଆମରା ତାର ଭାତିଜାର ଓପର କୋନ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି, ତଥନ ଆମାଦେର ଦୁର୍ନାମ ହବେ । ଲୋକେ ବଲାବଲି କରବେ ଯେ, ଅଭିଭାବକ ନେଇ ଦେଖେ ଏଥିନ ସୁଯୋଗ ନିଜେ । ଏ କାରଣେ ତାରା ଆବୁ ତାଲେବେର ଜୀବନ୍ଦଶାତେଇ ନରୀ ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ବ୍ୟାପାରେ ଏକଟି ଫୟସାଲାୟ ଉପନୀତ ହତେ ଚାହିଁଲୋ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଛାଡ଼ ଦିତେ ତାରା ରାଯି ଛିଲୋ ନା । ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଲାପ-ଆଲୋଚନାର ପର ଏକଟି ପ୍ରତିନିଧିଦଳ ଆବୁ ତାଲେବେର କାହେ ହାୟିର ହଲୋ । ଏଠା ଛିଲୋ ତାର କାହେ କୋରାଯଶଦେର ଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ।

ଇବନେ ଇସହାକ ପ୍ରୟୁଷିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ ଯେ, ଆବୁ ତାଲେବ ଅସୁନ୍ତ ହୟେ ପଡ଼ାର ପର କୋରାଯଶରା ଆଶକ୍ତା କରିଛିଲୋ ଯେ, ହଠାତ କରେଇ ଆବୁ ତାଲେବ ଶେଷ ନିଶ୍ଚାସ ତ୍ୟାଗ କରବେନ । ତାରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବଲାବଲି କରିଛିଲୋ ଯେ, ଦେଖୋ ହାମ୍ୟା, ଓମର ମୁସଲମାନ ହୟେ ଗେହେ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦର ଧର୍ମ କୋରାଯଶଦେର ସବ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ଲାଭ କରେଛେ । କାଜେଇ, ଚଲୋ, ଆବୁ ତାଲେବେର କାହେ ଯାଇ । ତିନି ଯେନ ତାର ଭାତିଜାକେ ନିଯନ୍ତ୍ରଣେ ମଧ୍ୟେ ରାଖେନ । ଏତେ ଆମରା ତାର ବ୍ୟାପାରେ ଏକଟା ଚୁକ୍ତିତେ ଉପନୀତ ହତେ ପାରବ । ଆମରା ଆଶକ୍ତା କରାଇ ଯେ, ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ଭବିଷ୍ୟତେ ମୋହାମ୍ମଦ ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ସାଥେ କେନ୍ତା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେରା ଆମାଦେର ସମାଲୋଚନା କରବେ । ତାରା ବଲାବଲି କରିବେ । କିନ୍ତୁ ତାଲେବ ବେଁଚେ ଥାକତେ କୋନ କିନ୍ତୁ କରାର ସାହସ ଛିଲୋ ନା, ଏଥିନ ସୁଯୋଗ ପେଯେଛେ ।

ମୋଟକଥା କୋରାଯଶ ପ୍ରତିନିଧିଦଳ ଆବୁ ତାଲେବେର କାହେ ଗିଯେ ଆଲୋଚନା କରଲୋ । କୋରାଯଶଦେର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିରାଓ ପ୍ରତିନିଧିଦଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଛିଲୋ । ଏରା ହଲୋ ଆବୁ ଜେହେଲ ଇବନେ ହେଶାମ, ଉମାଇଯା ଇବନେ ଖାଲଫ, ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଇବନେ ହାରବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ । ସଂଖ୍ୟାୟ ଏରା ଛିଲୋ ପଂଚିଶ ଜନ । ତାରା ବଲଲୋ, ହେ ଆବୁ ତାଲେବ, ଆମାଦେର କାହେ ଆପନାର ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଯେଛେ, ସେଟା ଆପନାର ଅଜାନା ନଯ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆପନି ଯେ ଅବସ୍ଥା ଦିନ କାଟାଛେ, ସେଟାଓ ଆପନି ଜାନେନ । ଆମରା ଆଶକ୍ତା କରାଇ ଯେ, ଆପନାର ଜୀବନେର ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଶେଷ ହୟେ ଯାଇଁ । ଆପନାର ଭାତିଜାର ସାଥେ ଆମାଦେର ଏକଟା ସମବୋତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବନ । ଆମରା ତାର ସାଥେ କିନ୍ତୁ ଅସୀକାରେ ଆବନ୍ଦ ହତେ ଏବଂ ତାକେଓ କିନ୍ତୁ ଅସୀକାରେ ଆବନ୍ଦ କରତେ ଚାଇ । ଆମରା ତାକେ ତାର ଦ୍ୱୀନେର ଓପର ଛେଡ଼େ ଦେବୋ, ତିନିଓ ଯେନ ଆମାଦେରକେ ଆମାଦେର ଦ୍ୱୀନେର ଓପର ଛେଡ଼େ ଦେବୋ ।

ଏ ସବ କଥା ଶୋନାର ପର ଆବୁ ତାଲେବ ତାର ପ୍ରିୟ ଭାତିଜା ମୋହାମ୍ମଦ ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଡେକେ ଆନାଲେନ । ତିନି ଆସାର ପର ବଲଲେନ, ଦେଖୋ ଭାତିଜା, ଓରା ତୋମାର କଓମେର ସମାନିତ ଲୋକ । ତୋମାର ଜନ୍ୟେଇ ଓରା ଏକତ୍ରିତ ହୟେଛେ । ତୋମାର କାହେ ଥିକେ ଓରା କିନ୍ତୁ ଅସୀକାର

ନିତେ ଚାଯ । ଏରପର ଆବୁ ତାଲେବ ଓଦେର ଉଥାପିତ ପ୍ରତ୍ତାବ ପେଶ କରଲେନ ଯେ, ଓରା ଚାଯ, ତୁମି ତାଦେର ଧର୍ମରେ ବ୍ୟାପାରେ ହଞ୍ଚକ୍ଷେପ କରବେ ନା ଏବଂ ଓରା ତୋମାର ଧର୍ମରେ ବ୍ୟାପାରେ ହଞ୍ଚକ୍ଷେପ କରବେ ନା ।

ଏକଥା ଶୁଣେ ରସ୍ତୁଲ୍‌ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କୋରାଯଶ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲକେ ବଲଲେନ, ଆପନାରା ବଲୁନ, ଆମି ଯଦି ଏମନ କୋନ କଥା ପେଶ କରି, ଯେ କଥା ଗ୍ରହଣ କରଲେ ଆପନାରା ଆରବେର ବାଦଶାହ ହବେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟରାଓ ଆପନାଦେର ନିୟମଙ୍ଗେ ଥାକବେ, ତଥନ ଆପନାରା କି କରବେନ? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣନାଯ ରଯେଛେ ଯେ, ତିନି ଆବୁ ତାଲେବକେ ସମ୍ମୋଦ୍ଧନ କରେ ବଲଲେନ, ଆମି ତାଦେର କାହେ ଏମନ ଏକଟି କଥାର ସ୍ଵିକାରୋକ୍ତି ଚାଇ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଵିକାରୋକ୍ତି କରେ, ତବେ ସମ୍ମଗ୍ର ଆରବ ତାଦେର ଅସୀନଷ୍ଟ ହବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟରାଓ ତାଦେର ଜିଯିଯା ଦେବେ । ବର୍ଣନାଯ ରଯେଛେ ଯେ, ତିନି ବଲେଛେନ, ଚାଚା ଆପନି ଓଦେର ଏକଟା ବିଷୟେର ପ୍ରତି ଡାକୁନ, ଏତେ ଓଦେର ଭାଲୋ ହେବ । ଆବୁ ତାଲେବ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ଓଦେର ତୁମି କୋନ ବିଷୟେର ପ୍ରତି ଡାକତେ ଚାଓ? ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆମି ଓଦେର ଏମନ ଏକଟା ବିଷୟେର ପ୍ରତି ଡାକତେ ଚାଇ, ଯଦି ଓରା ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତବେ ସମ୍ମଗ୍ର ଆରବ ତାଦେର ଅନୁଗତ ହେଁ ଯାବେ ଏବଂ ଅନାରବେର ଓପରାତ ତାଦେର କର୍ତ୍ତୃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବେ । ଇବନେ ଇସହାକେର ଏକଟି ବର୍ଣନାଯ ରଯେଛେ ଯେ, ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ, ଆପନାରା ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟି କଥା ମେନେ ନିନ । ଏର ଫଳେ ଆପନାରା ଆରବେର ବାଦଶାହ ହେଁ ଯାବେନ ଏବଂ ଅନାରବ ଆପନାଦେର ନିୟମଙ୍ଗେ ଚଲେ ଆସବେ ।

ମୋଟକଥା ଏହି ପ୍ରତ୍ତାବ ଶୋନାର ପର କୋରାଯଶ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ ଥମକେ ଗେଲୋ : ତାରା ଅବାକ ହେଁ ଭାବତେ ଲାଗଲୋ ଯେ, ମାତ୍ର ଏକଟି କଥା ମେନେ ନିଲେ ଏତ ବଡ଼ ଲାଭ ଯଦି ହେଁ, ତବେ ସେଟା କିଭାବେ ଉପେକ୍ଷା କରା ଯାଯା? ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ବଲୋ ସେଇ କଥା । ତୋମାର ପିତାର ଶପଥ, ଏ ଧରନେର କଥା ଏକଟି କେନ ଦଶଟି ବଲଲେ ଓ ଆମରା ମାନତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଯେଛି । ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆପନାରା ବଲୁନ ‘ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍‌ଲାହା’ । ଆଲ୍‌ଲାହ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ ଉପାସ୍ୟ ନାଇ, ଅନ୍ୟ ସକଳେର ଆନୁଗତ୍ୟ ଉପାସନା ପରିଭ୍ୟାଗ କରନ୍ତି । ଏକଥା ଶୁଣେ କୋରାଯଶରା ହାତେ ତାଲି ଦିଯେ ବଲଲୋ, ମୋହମ୍ମଦ, ଆମରା ଏକ ଖୋଦା ମାନବ? ଆସଲେଇ ତୋମାର ବ୍ୟାପାର ସ୍ୟାପାର ବଡ଼ୋ ଆନ୍ତୁତ !

ଏରପର ତାରା ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ବଲଲୋ, ଖୋଦାର କସମ, ଏହି ଲୋକ ତୋମାଦେର କୋନ କଥାଇ ମାନତେ ରାଯି ନାଁ । କାଜେଇ ଏସେ ଆମରା ଆମାଦେର ପୂର୍ବ-ପୂର୍ବମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସେର ଓପର ଅଟଲ ଥାକି । ଏରପର ଆଲ୍‌ଲାହ ଓର ଏବଂ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଫ୍ୟସଲା କରେ ଦେବେନ । ଏକଥା ବଲେ ତାରା ଉଠେ ଚଲେ ଗେଲୋ । ଏ ଘଟନାର ପର ଓଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍‌ଲାହ ତାଯାଳା ଏହି ଆଯାତ ନାଯିଲ କରେନ, ‘ଶପଥ ଉପଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣ କୋରାନାରେ । ତୁମି ଅବଶ୍ୟଇ ସତ୍ୟବାଦୀ । କିନ୍ତୁ କାଫେରରା ଉନ୍ନତ୍ୟ ଏବଂ ବିରୋଧିତାଯ ଡୁବେ ଆହେ । ଏଦେର ପୂର୍ବେ ଆମି କତୋ ଜନଗୋଟୀ ଧଂସ କରେଛି, ତଥନ ଓରା ଆର୍ତ୍ତ ଚିକାର କରେଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ତଥନ ପରିଆଶେର କୋନ ଉପାୟ ଛିଲୋ ନା । ଏରା ବିଶ୍ୱଯ ବୋଧ କରଛେ ଯେ, ଏଦେର କାହେ ଏଦେଇ ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଏକଜନ ସତର୍କକାରୀ ଆସଲୋ ଏବଂ କାଫେରରା ବଲଲୋ, ଏତୋ ଏକ ଯାଦୁକର, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ । ସେ କି ବହୁ ଇଲାହେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଇଲାହ ବାନିୟେ ନିଯେଛେ? ଏଟାତୋ ଏକ ଅତ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର! ଓଦେର ପ୍ରଧାନେରେ ସରେ ପଡ଼େ ଏହି ବଲେ, ତୋମରା ଚଲେ ଯାଓ ଏବଂ ତୋମାଦେର ଦେବତାଙ୍ଗଲୋର ପୂଜାଯ ଅବିଚଳ ଥାକୋ । ନିଶ୍ୟଇ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ । ଆମରା ତୋ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାଦର୍ଶେ ଏଇପ କଥା ଶୁଣିନି । ନିଶ୍ୟଇ ଏଟା ଏକଟି ମନଗଡ଼ା ଉତ୍କି ମାତ୍ର ।’ (୧-୭, ୩୮)

দুঃখ-বেদনার বচ্ছ

আবু তালেবের ইস্তেকাল

আবু তালেবের অসুখ বেড়ে গেলো এবং এক সময় তিনি ইস্তেকাল করলেন। আবু তালেব ধাঁচিতে অবরোধ থেকে মুক্ত হওয়ার ছয়মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষে রজব মাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো।^২ অন্য এক বর্ণনায় একথা উল্লেখ রয়েছে যে, বিবি খাদিজার ইস্তেকালের তিনদিন আগে রম্যান মাসে তিনি ইস্তেকাল করেন।

সহীহ বোখারীতে হ্যরত মোসারেব থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেবের ইস্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে যান। সেখানে আবু জেহেলও উপস্থিত ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চাচাজান, আপনি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। এই স্বীকারোক্তি করলেই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্যে সুপরিশ করতে পারব। আবু জেহেল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া বললো, আবু তালেব, আপনি কি আবদুল মোতালেবের মিস্ত্রাত থেকে মৃত্যু ফিরিয়ে নেবেনঃ এরপর এরা দু'জন আবু তালেবের সাথে কথা বলতে লাগলো। আবু তালেব শেষ কথা বলেছিলেন যে, আবদুল মোতালেবের মিস্ত্রাতের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকব। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, ‘আঞ্চীয়স্বজন হলেও মোশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মোমেনদের জন্যে সঙ্গত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা জাহানামী।’ (১১৩, ৯)

আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত ও নাযিল করেন, ‘তুম যাকে ভালোবাসো, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে।’ (৫৬, ২৮)

আবু তালেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিরণ সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতপক্ষে মক্কায় কোরায়শ নেতা এবং নির্বোধ লোকদের ইসলামের ওপর হামলার মুখে তিনি ছিলেন একটি দুর্গের মতো। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর পূর্ব পুরুষদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর অটল অবিচল ছিলেন। এ কারণে বোখারীতে হ্যরত আবরাস ইবনে আবদুল মোতালেব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজাসা করেছিলেন, আপনি আপনার চাচার কি কাজে আসলেনঃ তিনি তো আপনাকে হেফায়ত করতেন, আপনার জন্যে অন্যদের সাথে বাগড়া বিবাদ, শক্রতার ঝুঁকি নিতেন। রসূলুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি জাহানামের একটি সাধারণ জায়গায় রয়েছেন। যদি আমি না থাকতাম, তবে তিনি জাহানামের সবচেয়ে গভীর গহ্বরে থাকতেন।^৩

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একবার তাঁর চাচার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত হয়তো

২. সহীহ বোখারী, আবু তালেবের কিসসা অধ্যায় ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৮

৩. সহীহ বোখারী, আবু তালেবের কিসসা অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৮

ତାର କିଛୁ ଉପକାରେ ଆସବେ । ତାକେ ଜାହାନାମେର ଏକଟି ଉଁ ଜାୟଗାୟ ରାଖା ହବେ ଯା ଶୁଦ୍ଧ ତାର ଉତ୍ୟ ପଞ୍ଚାର ହାଁଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛୁବେ ।^୫

ହ୍ୟରତ ଖାଦିଜା (ରା.)-ଏର ଇନ୍ଦ୍ରକାଳ

ଜନାବ ଆବୁ ତାଲେବେର ଇନ୍ଦ୍ରକାଳେର ଦୁ' ମାସ ଅଥବା ଶୁଦ୍ଧ ତିନିଦିନ ପର ଉଷ୍ଣଲ ମୋମେନୀନ ଖାଦିଜାତୁଳ କୋବର୍ (ରା.) ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରେନ । ନବୁଯତେର ଦଶମ ବର୍ଷେ ରମ୍ୟାନ ମାସେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରକାଳ ହେଁଛିଲୋ । ସେଇ ସମୟ ତାର ବସ ଛିଲୋ ୬୫ ବର୍ଷ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ବସ ମେ ସମୟ ପଞ୍ଚାଶେ ପଡ଼େଛିଲୋ ।^୬

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଜନ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଖାଦିଜା (ରା.) ଛିଲେନ ଆଲାହର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନୈଯାମତ , ଦିକି ଶତାବ୍ଦୀ ଯାବତ ତିନି ରସ୍ତୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଜୀବନସଙ୍ଗିନୀ ଛିଲେନ । ଏ ସମୟ ଦୁଃଖେ କଟ୍ଟ ଓ ବିପଦେର ସମୟ ପ୍ରିୟ ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ୟେ ତାର ପ୍ରାଣ କେଂଦ୍ରେ ଉଠିତେ, ବିପଦେର ସମୟ ତାଙ୍କେ ତିନି ଭରସା ଦିତେନ, ତାବିଲୀଗେ ଦୀନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ସଙ୍ଗୀ ଥାକତେନ । ନିଜେର ଜାନମାଲ ଦିଯେ ଓ ତାର ଦୁଃଖ-କଟ୍ଟ ଦୂର କରତେନ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲେଛେ, 'ଯେ ସମୟ ମାନୁଷ ଆମାର ସାଥେ କୁରୁରୀ କରିଛିଲୋ ମେ ସମୟ ଖାଦିଜା ଆମାର ଓପର ଦ୍ୱିମାନ ଏନ୍ତିଲେନ, ଯେ ସମୟ ଲୋକେରା ଆମାକେ ଅବିଶ୍ଵାସ କରେଛିଲୋ ମେ ସମୟ ଖାଦିଜା ଆମାକେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଲେ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ, ଯେ ସମୟ ଲୋକେରା ଆମାକେ ବନ୍ଧିତ କରେଛିଲୋ, ମେ ସମୟ ତିନି ଆମାକେ ନିଜେର ଧନ-ସମ୍ପଦେର ଅଂଶୀଦାର କରେଛେ । ତାର ଗର୍ଭ ଥିକେ ଆଲାହାହ ଆମାକେ ସନ୍ତାନ ଦିଯେଛେ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେର ଗର୍ଭ ଥିକେ ଆମାକେ କୋନ ସନ୍ତାନ ଦେଯା ହେଯନି ।'^୭

ସହିହ ବୋଖାରୀତେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହୋରାଯରା (ରା.) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଜିବବରାଟିଲ (ରା.) ନବୀ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର କାହେ ଏସେ ବଲିଲେନ, ହେ ଆଲାହର ରସ୍ତୁଲ, ଦେଖୁନ, ଖାଦିଜା ଆସିଲେ । ତାର କାହେ ଏକଟି ବରତନ ରଯେଛେ । ସେଇ ବରତନେ ଆଶ୍ରମ, ଖାବାର ଅଥବା ପାନୀଯ ରଯେଛେ । ତିନି ଆପନାର କାହେ ଏଲେ ଆପନି ତାଙ୍କେ ତାର ପ୍ରତିପାଲକେର ପକ୍ଷ ଥିକେ ସାଲାମ ଜାନାବେନ ଏବଂ ଜାନ୍ମାତେ ଏକଟି ମତିମହିଲେର ସୁସଂବାଦ ଦେବେନ । ସେଇ ମହିଲେ କୋନ ଶୋରଗୋଲ ଥାକବେ ନା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତାଓ କାଉକେ ପ୍ରାସ କରବେ ନା ।^୮

ଦୁଃଖ, ଦୁଃଚିନ୍ତା ଓ ମନୋବେଦନା

ଉଦ୍‌ଧିତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଘଟନା କମେକ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ସଂଘଟିତ ହେଁଛିଲୋ । ଏତେ ରସ୍ତୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଶୋକେ ଦୁଃଖେ କାତର ହେଁ ପଡ଼ିଲେନ । ଏହାଡା ତାର ସ୍ବଜୀତୀଯଦେର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାନ ନିଷ୍ପେଷଣ ନିପୀଡ଼ନ ଚଲିଛିଲୋ । କେନନା ଆବୁ ତାଲେବେର ଓଫାତେର ପର ତାଦେର ସାହସ ବେଡେ ଗିଯେଛିଲୋ । ତାରା ଖୋଲାଖୁଲିଭାବେ ନବୀ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ କଟ୍ଟ ଦିତେ ଲାଗିଲୋ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏକପ ଅବସ୍ଥା ତାଯେଫ ଗେଲେନ । ମନେ ମନେ ଆଶା କରେଛିଲେ ଯେ, ସେଖାନେ ଜନସାଧାରଣ ହେଁତେ ତାର ପ୍ରଚାରିତ ଦୀନେର ଦାୟୋତ କବୁଲ କରବେ, ତାଙ୍କେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ସ୍ବଜୀତୀଯଦେର ବିରୋଧିତା ମୁଖେ ତାଙ୍କେ ସାହାୟ କରବେ ।

କିନ୍ତୁ ସେଖାନେ କୋନ ସାହାୟକରୀ ବା ଆଶ୍ରୟଦାତା ତୋ ପାଓୟାଇ ଗେଲୋ ନା, ବରଂ ଉଲ୍ଲେଖ ତାର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାନ ଚାଲାନୋ ହଲେ । ତାର ସାଥେ ଏମନ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରା ହଲୋ ଯେ, ତାର କଂଓମେର ଲୋକେରାଓ ଏୟାବତ ଓରକମ ବ୍ୟବହାର କରେନି । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାବେ ।

୪. ସହିହ ବୋଖାରୀ ଆବୁ ତାଲେବେର କିସମା ଅଧ୍ୟାୟ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୪୮

୫. ରମ୍ୟାନ ମାସେ ଇନ୍ଦ୍ରକାଳ ସମ୍ପର୍କେ ଇବେନ ଜଗନ୍ମି 'ତାଲକିହଳ ଫୁହମ' ଗ୍ରହେର ସନ୍ତମ ପୃତୀଯ ଏବଂ ଆଲାହାମ ମନସୁରପୁରୀ ତାର ରହମତୁଳ ଲିଲ ଆଲାଅମିନ ଗ୍ରହେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ।

୬. ମୁନସାଦେ ଆହମଦ, ମୟ୍ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୧୮

୭. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ତାଜବିଜୁଲ ନବୀ ଅଧ୍ୟାୟ ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୩୯

ଏଥାନେ ଏକଥା ବଲା ଅପ୍ରାସଦିକ ହବେ ନା ଯେ, ମଙ୍କାର ଅଧିବାସୀରା ଯେତାବେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ନିପିଡ଼ନ ଚାଲିଯେଛିଲୋ, ତା'ର ବନ୍ଦୁଦେର ଓପରରେ ଏକଇ ରକମ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଯେଛିଲୋ । ଆନ୍ତ୍ରାହର ରସ୍ତେର ପ୍ରିୟ ସହଚର ହସରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେୟ ହାବଶା ଅଭିମୂଖେ ରେଣ୍ଡାନା ହଲେନ । ମଙ୍କାର ଏବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଜି ଇବନେ ଦାଗନାର ସାଥେ ପଥେ ଦେଖା ହଲୋ । ତିନି ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ନିଜେର ଆଶ୍ରୟେ ରାଖାର ଦାଯିତ୍ବ ନିଯେ ମଙ୍କାର ଫିରିଯେ ଆନନ୍ଦନ ।^୮

ଇବନେ ଇସହାକ ଉତ୍ତରେ କରେଛେ ଯେ, ଆବୁ ତାଲେବେର ଇତ୍ତେକାଳେର ପର କୋରାଯଶରା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଓପର ଏତୋ ବେଶୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଚାଲିଯେଛିଲୋ ଯା, ତା'ର ଜୀବନ୍ଦଶାୟ ଚିତ୍ତାଓ କରତେ ପାରେନି । କୋରାଯଶରେ ଏକ ବେବୁବ ସାମନେ ଏସେ ଆନ୍ତ୍ରାହର ରସ୍ତେର ମାଥାଯ ମାଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଲୋ । ତା'ର ଏକ ମେଯେ ଛୁଟେ ଏସେ ସେ ମାଟି ପରିଷାର କରିଲୋ ।

ମାଟି ପରିଷାର କରାର ସମୟେ ତିନି ଶୁଦ୍ଧ କାନ୍ଦିଛିଲେନ, ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତା'କେ ସେ ସମୟ, ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦିଚ୍ଛିଲେନ । ତିନି ବଲିଛିଲେନ, ମା, ତୁମି କେବେ ନା । ଆନ୍ତ୍ରାହ ତାମାଲା ତୋମାର ଆବାକେ ହେଫାୟତ କରିବେନ । ଏ ସମୟେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏକଥାଓ ବଲିଛିଲେନ ଯେ, କୋରାଯଶରା ଆମାର ସାଥେ ଏମନ କୋନ ଖାରାପ ବ୍ୟବହାର କରେନ, ଯାତେ ଆମାର ଖାରାପ ଲେଗେଛେ । ଏମନି ପରିଷ୍ଠିତିତେ ଆବୁ ତାଲେବେ ଇତ୍ତେକାଳ କରେନ ।^୯

ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏ ଧରନେର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର କାରଣେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସେଇ ବଚରେ ନାମ ରେଖେଛିଲେନ ‘ଆମୁଲ ହୋଯନ’ ଅର୍ଥାଏ ଦୁଃଖେର ବଚର । ସେଇ ବଚରଟି ଏ ନାମେଇ ଇତିହାସେ ବିଖ୍ୟାତ ।

ହସରତ ସାଓଦାର ସାଥେ ବିବାହ

ସେଇ ବଚର ଅର୍ଥାଏ ନବୁଯତେର ଦଶମ ବର୍ଷେ ଶେଷ୍ୟାଲ ମାସେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହସରତ ସାଓଦା ବିନତେ ଜାମ'ଯା (ରା.)-ଏର ସାଥେ ବିବାହ ବନ୍ଧନେ ଆବନ୍ଦ ହନ । ହସରତ ସାଓଦା ନବୁଯତେର ପ୍ରଥମ ଦିକେଇ ମୁସଲମାନ ହେବିଛିଲେନ । ଦ୍ଵିତୀୟ ହିଜରାତେ ତିନି ହାବଶାୟ ହିଜରତ ଓ କରେଛିଲେନ । ତା'ର ସ୍ଵାମୀର ନାମ ଛିଲୋ ଛାକରାନ ଇବନେ ଆମର । ତିନିଓ ପ୍ରଥମ ଦିକେ ମୁସଲମାନ ହନ । ହସରତ ସାଓଦା ତା'ର ସଙ୍ଗେ ହାବଶାୟ ହିଜରତ କରେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି ହାବଶାତେଇ ମତାନ୍ତରେ ମଙ୍କାଯ ଫେରାର ପଥେ ଇତ୍ତେକାଳ କରେନ । ଏରପର ହସରତ ସାଓଦାର ଇନ୍ଦତ ଶେଷ ହେତୁର ପର ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତା'କେ ବିବାହେର ପ୍ରତ୍ଯାବାଦ ଦେନ ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନେ ଆବନ୍ଦ ହନ । ହସରତ ଖାଦିଜା (ରା.)-ଏର ଓଫାତେର ପର ତିନିଇ ଛିଲେନ ଆନ୍ତ୍ରାହର ରସ୍ତେର ଶ୍ରୀ । କଯେକ ବଚର ପର ତିନି ନିଜେର ପାଲା ହସରତ ଆଯେଶାକେ ହେବା କରେ ଦେନ ।^{୧୦}

୮. ଆକବର ଶାହ ନୟୀବାବାଦୀ ଉତ୍ତରେ କରେଛେ ଯେ, ଏହି ଘଟନା ସେଇ ବଚରେଇ ଘଟେଛିଲ । ଦେଖୁ, ତାରୀଖେ ଇସଲାମ, ୧ମ ଖତ

୩୭୨-୩୭୩, ବୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୨-୫୫୩

୯. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୧୬

୧୦. ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୬୫, ତାଲକିହଳ ଫୁହମ, ପୃ. ୬

প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

সেই নিরামণ দৃঢ়সময়েও মুসলমানরা কিভাবে অটল অবিচল থাকতে সক্ষম হলেন? একথা ভেবে শক্ত মনের মানুষও অবাক হয়ে যান। কি নির্মম নির্যাতনের মুখেও মুসলমানরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অত্যাচার নির্যাতনের বিবরণ পাঠ করে দেহ-মন শিউরে উঠে। কি সেই সম্মোহনী শক্তি, যার কারণে মুসলমানরা এতোটা অবিচলিত ছিলেন! এ সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

এক. ঈমানের সৌন্দর্য

সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আল্লাহর ওপর ঈমান এবং তাঁর সঠিক পরিচয় জানা। ঈমানের সৌন্দর্য ও মাধুর্য পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়েও অটল থাকে। যার ঈমান এ ধরনের ময়বুত এবং শক্তিশালী, তিনি যে কোন অত্যাচার নির্যাতনকে সমন্বেদের ওপরে ভাসমান ফেলার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন না। এ কারণেই মোমেন বান্দা ঈমানের মিষ্টতা এবং মাধুর্যের সামনে কোন বিপদ বাধাকেই পরোয়া করেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যা আবর্জনা, তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে থেকে যায়।’ (১৭, ১৩)

দুই. আকর্ষণীয় নেতৃত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উম্মতে ইসলামিয়া বরং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক পূর্ণতা, প্রশংসনীয় চরিত্র, চর্মকার ব্যক্তিত্ব, পরিশীলিত অভ্যাস ও কর্মতৎপরতা দেখে আপনা থেকেই তাঁকে ভালোবাসার ইচ্ছা জাগতো। তাঁর জন্যে মন উজাড় করে দিতে ইচ্ছা হতো। মানুষ যেমন শুণ বৈশিষ্ট মনে প্রাণে পছন্দ করে, সেসব তার মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, এতোগুলো শুণবৈশিষ্ট্য একত্রে অন্য কাউকেই দেয়া হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্ষমাশীলতা, আমানতদারি, সততা সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি শুণ এতো বেশী ছিলো যে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শক্ররাও কখনো সন্দেহ পোষণ করেনি। তিনি যে কথা মুখে একবার উচ্চারণ করতেন তাঁর শক্ররাও জানতো যে, সে কথা সত্য এবং তা বাস্তবায়িত হবেই হবে। বিভিন্ন ঘটনা থেকে একথার প্রমাণও পাওয়া যায়।

একবার কোরায়শদের তিনজন লোক একত্রিত হয়েছিলো, তারা প্রত্যেকেই গোপনে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছিলো। কিন্তু কারো কাছে তারা সে কথা প্রকাশ করেনি। এদের মধ্যে ‘আরু জেহেলও ছিলো একজন। অন্য দু’জনের একজন আরু জেহেলকে জিজাসা করলো যে, মোহাম্মদের কাছে যা কিছু শুনেছো, বলতো, সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি? আরু জেহেল বললো, আমি কি শুনেছিঃ আসলে কথা হচ্ছে যে, আমরা এবং বনু আবদে মান্নাফ আভিজাত্য ও মর্যাদার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মোকাবেলা করতাম। তারা গরীবদের পানাহার করালে

ଆମରାଓ ତା କରତାମ, ତାରା ଦାନ ଖୟରାତ କରଲେ ଆମରାଓ କରତାମ । ଓରା ଏବଂ ଆମରା ଛିଲାମ ପରମ୍ପରର ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀ । ଆମରା ଛିଲାମ ରେସେର ଘୋଡ଼ାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀର ମତୋ । ଏମନି ଅବହ୍ୟ ଆମଦେ ମାନ୍ଦାଫ ବଲତେ ଶୁରୁ କରଲୋ ଯେ, ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ନବୀ ଆହେନ, ତାର କାହେ ଆକାଶ ଥେକେ ଓହି ଆସେ । ବଲତୋ ଆମରା କିଭାବେ ଓରକମ ଓହି ପେତେ ପାରିଃ ଖୋଦାର କସମ, ଆମି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓପର କଥନୋ ବିଶ୍ୱାସ ହାପନ କରବୋ ନା ଏବଂ କଥନୋ ତାକେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଲେ ସ୍ଥିକୃତି ଦେବୋ ନା । ୧ ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲତୋ, ହେ ମୋହାମ୍ଦ ଆମି ତୋମାକେ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ବଲି ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମି ଯା କିଛୁ ନିଯେ ଏସେହ ସେଟାକେ ମିଥ୍ୟ ବଲି । ଏକଥାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା କୋରାଅନେ ବଲେନ, ‘ଓରା ଆପନାକେ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ବଲେ ନା । କିନ୍ତୁ ଓସବ ଯାଲେମ ଆଲ୍ଲାହର ଆୟାତକେ ଅସ୍ଥିକାର କରେ’ ।^୧

ଇତିପୂର୍ବେ ଏ ଘଟନାର ବିବରଣ ଉତ୍ସେଖ କରା ହେବେ ଯେ, ପୌତଳିକରା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଏକଦିନ ଗାଲାଗାଲ କରଛିଲୋ । ପରପର ତିନବାର ଏକପ କରଲୋ । ତୃତୀୟବାର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଥମକେ ଦ୍ଵାର୍ତ୍ତିଯ ବଲେନ, ହେ କୋରାଯଶଦଲ, ଆମି ତୋମାଦେର କାହେ ଯବାଇର ପଣ ନିଯେ ଏସେହି । ଏକଥା ଶୋଭାର ସାଥେ ସାଥେ କାଫେରରା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ରକେ ଭାଲୋ ଭାଲୋ କଥା ବଲେ ଖୁଶି କରାର ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗଲୋ । ଇତିପୂର୍ବେ ଏଟାଓ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେବେ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସେଜଦା ଦେୟାର ସମୟ କରେକଜନ କାଫେର ତାଁର ଘାଡ଼େର ଓପର ଉଟେର ନାଡିଭୁଡି ଚାପିଯେ ଦିଯେଛିଲୋ । ନାମାଯ ଶେଷେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏ ଧରନେର କାଜ ଯାରା କରେଛେ, ତାଦେରକେ ବଦ ଦୋୟା ଦିଲେନ । ସେଇ ବଦ ଦୋୟା ଶୁନେ କାଫେରଦେର ମୁଖେର ହାସି ମିଲିଯେ ଗେଲୋ, ତାରା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଯ ପଡ଼େ ଗେଲୋ । କେନନା ତାରା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଜାନତୋ ଯେ, ଏବାର ଆର ତାରା ରେହାଇ ପାବେ ନା ।

ଏ ଘଟନାଓ ଉତ୍ସେଖ କରା ହେବେ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆବୁ ଲାହାବେର ପୁତ୍ର ଓତାଇବାକେ ବଦଦୋୟା କରାର ପର ସେ ବୁଝେଛିଲୋ ଯେ, ଏର ପରିଗାମ ଥେକେ ସେ ରଙ୍ଗ ପାବେ ନା । ସିରିଆ ସଫରେର ସମୟ ବାଘ ଦେଖେଇ ସେ ବଲେଛିଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର କସମ, ମୋହାମ୍ଦ ମଙ୍କାଯ ଥେକେଇ ଆମାକେ ହତ୍ୟା କରଛେ ।

ଉବାଇ ଇବନେ ଖାଲଫେର ଘଟନାଯ ରଯେଛେ ଯେ, ଏହି ଲୋକଟି ବାରବାର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ହତ୍ୟା କରାର ହମକି ଦିତୋ । ଏ ଧରନେର ହମକିର ଜବାବେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏକବାର ବଲେଛିଲେନ, ତୁମି ନନ୍ଦ ବରଂ ଆମିହି ତୋମାକେ ହତ୍ୟା କରବୋ ଇନଶାନ୍ତାହ । ଏରପର ଓହୁଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଅନ୍ୟ ଏକଜନ ସାହାବୀର ହାତ ଥେକେ ଏକଟି ବର୍ଣ୍ଣ ନିଯେ ଉବାଇଯେର ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ କରେନ । ଏତେ ତାର ଘାଡ଼େର କାହେ ସାମାନ୍ୟ ଯଥମ ହେବାଇଲୋ । ପରେ ଉବାଇ ବାରବାର ବଲେଛିଲୋ, ମୋହାମ୍ଦ ମଙ୍କାଯଇ ବଲେଛିଲେନ, ଆମି ତୋମାକେ ହତ୍ୟା କରବୋ । ତିନି ଯଦି ଆମାକେ ଥୁଣୁ ଓ ନିକ୍ଷେପ କରନେନ, ତବୁଓ ଆମାର ପ୍ରାଣ ବେରିଯେ ଯେତୋ ।^୨ ଏର ବିନ୍ଦୁରିତ ବିବରଣ ପରେ ଉତ୍ସେଖ କରା ହବେ ।

ଏକବାର ହୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାଯାଯ ମଙ୍କାଯ ଉମାଇୟା ଇବନେ ଖାଲଫକେ ବଲେଛିଲେନ, ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଆମି ବଲତେ ଶୁନେଛି ଯେ, ମୁସଲମାନରା ତୋମାକେ ହତ୍ୟା କରବେ । ଏକଥା ଶୁନେ ଉମାଇୟା ଭୀଷଣ ଭୟ ପେଯେ ଗେଲୋ । ଏ ଭୟ ସବ ସମୟେଇ ତାର ଛିଲୋ । ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେଛିଲୋ ଯେ, ମକାର ବାଇରେ କଥନୋ ଯାବେ ନା । ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେର ସମୟ ଆବୁ ଜେହେଲର ପୀଡ଼ାପୀଡ଼ିତେ ଉମାଇୟା ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶପରିବହନେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଯାର ପର ସବଚେଯେ ଦ୍ରୁତଗମୀ ଉଟ କ୍ରୟ କରଲୋ, ଯାତେ ବିପଦେର

୧. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୧୬

୨. ତିରମିଯି, ତାଫସିରେ ସୂରା ଆଲ ଅନନ୍ତାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୩୨

୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୮୪

ଆଶକ୍ଷାର ସମୟ ଦ୍ରୁତ ପାଲିଯେ ଆସତେ ପାରେ । ଯୁଦ୍ଧ ରଓୟାନା ହଓୟାର ସମୟ ତାର ଶ୍ରୀ ତାକେ ବଲେଛିଲୋ, ଆବୁ ସଫ୍ଫଓୟାନ, ଆପନାର ଇୟାସରେବୀ ଭାଇ ଯେ କଥା ବଲେଛେନ, ଆପନି କି ସେ କଥା ଭୁଲେ ଗେଛେନ? ଉମାଇୟା ବଲଲୋ, ନା ଭୁଲିନି, ଆମି ତୋ ଓଦେର ସାଥେ ଅଞ୍ଚ କିଛୁ ଦୂରେ ଯାବ ।⁸

ରସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶକ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥା ଛିଲୋ ଏ ରକମ । ତାର ସଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସାହାବାଦେର ଅବସ୍ଥାତୋ ଏମନ ଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ମନେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରିୟ ନବୀର ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ଛିଲେନ । ରସ୍ମୁ ସାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରତି ସାହାବାଦେର ଭାଲୋବାସା ଏତୋ ତୀର ଛିଲୋ ଯେନ ତା ପାହାଡ଼ୀ ଘର୍ଗାର ପାନିର ଧାରା । ଲୋହା ଯେମନ ଚୁପ୍ତକେର ପ୍ରତି ଆକୃଷ ହ୍ୟ, ସାହାବାରାଓ ତେମନି ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁ (ସ,)-ଏର ପ୍ରତି ଆକୃଷ ହତେନ ।

କବି ବଲେନ, ‘ତାର ଚେହାରା ସବ ମାନବ ଦେହେର ଜନ୍ୟେ ଅନ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ଵରୂପ, ତାର ଅନ୍ତିତ୍ୱ ଛିଲୋ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତରେର ଜନ୍ୟେ ଚୁପ୍ତକେର ମତୋ ।’

ଏ ଧରନେର ଭାଲୋବାସା ଏବଂ ନିବେଦିତ ଚିନ୍ତତାର କାରଣେଇ ସାହାବାୟେ କେରାମ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁଲେର ଓପର କାରୋ ଆଁଚଢ଼ ଏବଂ ତାର ପାଯେ କାଂଟା ବିନ୍ଦୁ ହଓୟାଓ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରତେନ ନା । ଏର ବିନିମୟେ ତାରା ନିଜେଦେର ମାଥା କାଟିଯେ ଦିତେଓ ପ୍ରତ୍ୱତ ଥାକତେନ ।

ଦୁର୍ବ୍ଲତ ଓତବା ଇବନେ ରବିଯା ଏକଦା ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.)-କେ ମାରାଞ୍ଚକଭାବେ ପ୍ରହାର କରଲୋ । ତାର ଚେହାରା ରକ୍ତାଙ୍ଗ କରେ ଦେଯା ହଲୋ । ତୀର ପ୍ରହାରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ତିନି ଜ୍ଞାନ ହାରିଯେ ଫେଲିଲେନ । ଖବର ପେଯେ ତାର ଗୋତ୍ର ବନ୍ଦୁ ତାଇମେର ଲୋକେରା ତାକେ କାପଡ଼େ ଜଡ଼ିଯେ ବାଡ଼ିତେ ପୌଛେ ଦିଲ । ତାର ବୀଚାର ଆଶା ସବାଇ ଛେଡେ ଦିଯେଛିଲୋ । ଦିନେର ଶେଷେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଫିରେ ଏଲୋ । ତିନି ପ୍ରଥମେଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ରସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କେମନ ଆଛେନ? ଏକଥା ଶୁଣେ ବନ୍ଦୁ ତାଇମ ଗୋତ୍ରେର ଯାରା ସେଖାନେ ଉପଚିହ୍ନ ଛିଲୋ, ତାରା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରଲୋ । ତାରା ଉଠେ ଯାଓୟାର ସମୟ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ମାକେ ବଲଲୋ, ଓକେ କିଛୁ ଖାଓୟାତେ ପାରେନ କିନା ଦେଖୁନ । ଆବୁ ବକର (ରା.) ତାର ମା ଉମ୍ବୁଲ ଖାଯେରେ କାହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁଲେର ଖବର ଜାନତେ ଚାଇଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ତୋ ଜାନି ନା ବାବା । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ମା, ଆପନି ଉମ୍ବେ ଜାମିଲ ବିନତେ ଖାତାବେର କାହେ ଯାନ । ତାର କାହୁ ଥେକେ ଆମାକେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁଲେର ଖବର ଏନେ ଦିନ । ଉମ୍ବୁଲ ଖାଯେର ଉମ୍ବେ ଜାମିଲ ବିନତେ ଖାତାବେର କାହେ ଗେଲେନ, ତାକେ ବଲଲେନ, ଆବୁ ବକର ତୋମାର କାହେ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ଚାଇଛେ । ଉମ୍ବେ ଜାମିଲ ବଲଲେନ, ଆମି ଆବୁ ବକରକେଓ ଜାମି ନା, ମୁହାମ୍ଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହକେଓ ଜାମି ନା । ତବେ ଆପନି ସଦି ଚାନ, ତାହଲେ ଆମି ଆବୁ ବକରର କାହେ ଯେତେ ପାରି । ଉମ୍ବୁଲ ଖାଯେର ଉମ୍ବେ ଜାମିଲଙ୍କେ ତାର ପୁତ୍ରେର କାହେ ନିଯେ ଏଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ଉମ୍ବେ ଜାମିଲ ଚିନ୍କାର ଦିଯେ ଉଠିଲେନ । ବଲଲେନ, ଯେ କଓମେର ଲୋକେରା ଆପନାର ଏ ଦୁରବସ୍ଥା କରେଛେ, ନିସଦେହେ ତାରା ଦୁର୍ବ୍ଲତ ଏବଂ କାଫେର । ଆମି ଆଶା କରି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆପନାର ପଞ୍ଚେ ଓଦେର ଓପର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁଲେର ଖବର ଜାନତେ ଚାଇଲେନ । ଉମ୍ବେ ଜାମିଲ ଉମ୍ବୁଲ ଖାଯେରେ ପ୍ରତି ଇଶାରା କରଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ଅସୁବିଧା ନେଇ । ଉମ୍ବେ ଜାମିଲ ବଲଲେନ, ତିନି ଭାଲୋ ଆଛେନ ଏବଂ ଇବନେ ଆରକାମେର ଘରେ ଆଛେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ଆମି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରଛି ଯେ, ଆମାକେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁଲେର କାହେ ନା ନେଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମି କୋନ କିଛୁଇ ପାନାହାର କରବୋ ନା । ଉମ୍ବୁଲ ଖାଯେର ଏବଂ ଉମ୍ବେ ଜାମିଲ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗଲେନ । ସନ୍ଧ୍ୟାର ପର ଲୋକ ଚଲାଚଲ କମେ ଗେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଗାଡ଼ ହ୍ୟେ

ଏଲେ ହସରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ତାର ମା ଉଚ୍ଚୁଳ ଖାୟେର ଏବଂ ଉମ୍ବେ ଜାମିଲେର କାଁଧେ ଭର ଦିଯେ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ହସିର ହଲେ ।^୫

ଭାଲୋବାସା ଏବଂ ନିବେଦିତଚିତ୍ତତାର ଆରୋ କିଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଘଟନା ଏ ବିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ହାନି, ବିଶେଷ ଓହ୍ଦେର ଯୁଦ୍ଧର ଘଟନାଯ ଏବଂ ହସରତ ଯୋବାୟେର (ରା.)-ଏର ଘଟନାଯ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଯେ ।

ତିନ. ଦାୟିତ୍ୱ ସଚେତନତା

ସାହାବାୟେ କେରାମ ଭାଲୋଭାବେଇ ଜାନତେନ ଯେ, ମାଟିର ମାନୁଷେର ଓପର ଯେସବ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଯା ହେଯେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯତୋ କଠିନଇ ହୋକ ନା କେନ, ଉପେକ୍ଷା କରାର କୋନ ଉପାୟ ନେଇ । କେନନା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପେକ୍ଷାର ପରିଣାମ ହବେ ଆରୋ ବୈଶି ଡ୍ୟାବାହ । ଏତେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି କ୍ଷତିର ସମ୍ମାନ ହବେ । ସେଇ କ୍ଷତିର ତୁଳନାଯ ଏ ଯୁଦ୍ଧମ ଅତ୍ୟାଚାର ବିପଦ ମୁସିବତେର କୋନ ଗୁରୁତ୍ୱି ନେଇ ।

ଚାର. ପରକାଳେର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ

ଆଥେରାତ ବା ପରକାଳେର ଜୀବନେର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଦେର କଠୋର ସଂୟମୀ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରରେ । ସାହାବାୟେ କେରାମ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଅବିଚଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୋସନ କରତେନ ଯେ, ତାଦେରକେ ଏକଦିନ ରକ୍ତବୁଲ ଆଲାମିନ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ଦାଁଭାତେ ହବେ । ସେଥାନେ ଜୀବନେର ଛୋଟ ବଡ଼ ସକଳ କାଜେର ହିସାବ ଦିତେ ହବେ । ଏରପର ହସତୋ ନେୟାମତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନ୍ମାତ ଅଥବା ଡ୍ୟାବାହ ଶାନ୍ତିଭାର ଜାହାନାମେ ପ୍ରବେଶ କରାନୋ ହବେ । ଏ ବିଶ୍ୱାସେର ବଲେ ସାହାବାୟେ କେରାମ ଆଶା ଓ ଆଶକ୍ଷାୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଧାପନ କରତେନ । ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାହର ରହମତେର ଆଶା ପୋସନ କରତେନ ଏବଂ ତାର ଆୟାବକେ ଭୟ କରତେନ । ତାଦେର ଅବସ୍ଥାର କଥା ପବିତ୍ର କୋରାଆନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଏତାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ ତାରା ଯା କିଛୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେଟା କରେ ଅନ୍ତରେ ଭୟଭୀତିର ସଙ୍ଗେ । ଏକାରଣେ କରେ ଯେ, ତାଦେରକେ ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର କାହେ ଫିରେ ଯେତେ ହବେ ।

ତାରା ଏକଥାଓ ଦୃଢ଼ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେନ ଯେ, ଏ ପୃଥିବୀର ସକଳ ଆରାମ-ଆୟେଶ ସୁଖ-ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ୍ଟସହ୍ୟ ପରକାଳେର ତୁଳନାଯ ଏକଟି ମଶାର ଏକଟି ପାଖାର ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ରାଖେ ନା । ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାଦେର ଏତୋ ଅବିଚଳ ଏବଂ ଅଟୁଟ ଛିଲୋ ଯେ, ଏର ମୋକାବେଲାଯ ଦୁନିଆର ସବ ବିପଦ-ଆପଦ ତିକ୍ତତା ଦୁଃଖକଟ୍ଟ ଛିଲୋ ତୁଳ୍ଚ ।

ପଞ୍ଚ. କଠିନ ଥେକେ କଠିନତର ସେ ଅବସ୍ଥା

କୋରାଆନେର ଯେସବ ଆଯାତ ପର୍ଯ୍ୟାଯକ୍ରମେ ନାଯିଲ ହଚିଲୋ, ତାତେ ଇସଲାମେର ବୁନିଯାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ଆକର୍ଷଣୀୟଭାବେ ତୁଲେ ଧରା ହଚିଲୋ । କୋରାଆନେର ସେସବ ଆଯାତେ ମାନବ ଜାତିର ସାମନେ ସବଚୟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଭିତ୍ତି ଇସଲାମୀ ସମାଜେର ଈମାନେର ସଜୀବତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାକେ ଆରୋ ଶକ୍ତିମାନ କରେ ତୋଳା ହଚିଲୋ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ପେଶ କରଛିଲେନ ଏବଂ ହେକମତ ବା କୌଶଳ ମୁସଲମାନଦେର ଶିକ୍ଷା ଦିଲ୍ଲିଲେନ । ଯେମନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ବଲେନ, ‘ତୋମରା କି ମନେ କରୋ ଯେ, ତୋମରା ଜାନ୍ମାତେ ପ୍ରବେଶ କରବେ ଯଦିଓ ଏଖନୋ ତୋମାଦେର କାହେ ତୋମାଦେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଦେର ଅବସ୍ଥା ଆସେନି ଏବଂ ତାରା ଭୀତ ଓ କଣ୍ପିତ ହେଯିଲୋ । ଏମନକି ରସ୍ତୁ ଓ ତାର ସାଥେ ଈମାନ ଆନ୍ୟନକାରୀରା ବଲେ ଉଠେଇଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ସାହାୟ କବେ ଆସେବେ ହାଁ ଆଲ୍ଲାହର ସାହାୟ କାହେଇ’ (୨୧୪, ୨)

ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଆରୋ ବଲେନ, ‘ଆଲିଫ ଲାମ ମୀମ । ମାନୁଷ କି ମନେ କରେ, ଆମରା ଈମାନ ଏନେହି, ଏକଥା ବଲନେଇ ତାଦେରକେ ପରୀକ୍ଷା ନା କରେ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଯା ହେବେ ଆମି ତୋ ତାଦେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଦେର ଓ ପରୀକ୍ଷା କରେଇଲାମ । ଆଲ୍ଲାହ ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରକାଶ କରେ ଦେବେନ କାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ଆର କାରା ଯିଥ୍ୟବାଦୀ ।’ (୧-୩, ୨୯)

ପାଶାପାଶ ଏମନ ସବ ଆଯାତ ନାଯିଲ ହଚିଲୋ ଯେସବ ଆଯାତେ କାଫେର ମୋଶରେକଦେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନେର ଦ୍ୱାତାଙ୍ଗୀ ଜୀବାବ ଦେଯା ହଚିଲୋ । ତାଦେର କୋନ ଅଜୁହାତିଇ ଧୋପେ ଟେକାର ମତୋ ଛିଲୋ ନା ।

ସୁମ୍ପଟ ଭାସ୍ୟ ତାଦେର ବଲେ ଦେଯା ହେଲେ ଯେ, ଯଦି ତାରା ତାଦେର ପଥଭାଷ୍ଟତା ଏବଂ ହଠକାରିତାର ଓପର ଅଟଲ ଥାକେ ତବେ ପରିଗାମ ହବେ ମାରାସ୍କ କାରିତାର ଉଦାହରଣ ହିସାବେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜାତିସମୂହର ଏମନ ସବ ଘଟନା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତୁଲେ ଧରା ହେଲେ ଯେ, ଓତେ ଆଶ୍ଵାହର ରସ୍ତ୍ର ଏବଂ କାଫେରଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଆଶ୍ଵାହର ନୀତି ବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେଲେ ଯେ, ଏକଇ ସାଥେ ଦୟା ଓ କ୍ଷମାର କଥାଓ ବଲା ହେଲେ ଏବଂ ପଥନିର୍ଦେଶ ବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେଲେ । ଏମର ବଲା ହେଲେ ଏ ଜନ୍ୟ ଯେ, ଅବିଶ୍ଵାସୀରା ଯେଣ ନିଜେଦେର ପଥଭାଷ୍ଟତା ଓ ଗୋମରାହୀ ଥେକେ ବିରତ ଥାକେ ।

ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପବିତ୍ର କୋରାଆନ ମୁସଲମାନଦେର ଏକ ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଯେ ଏନେହେ । ତାଦେର ସାମନେ ବିଶ୍ୱଯକର ସବ ଉଦାହରଣ ତୁଲେ ଧରା ହେଲେ । ଯାତେ ତାରା ହତୋଦ୍ୟମ ହେଯେ ନା ପଡ଼େ କୋନ ବାଧା ବା ପ୍ରତିକୁଳତାଇ ଯେଣ ତାଦେରକେ ଆଶ୍ଵାହର ସମ୍ଭୂତି ଅର୍ଜନେର ପଥ ଥେକେ ଫିରିଯେ ରାଖତେ ନା ପାରେ ।

ଏ ସକଳ ଆଯାତେ ମୁସଲମାନଦେର ଏମନ ସବ କଥାଓ ବଲା ହେଲେ, ଯାର ଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନରା ଆଶ୍ଵାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ ରହମତ ଓ ନେଯାମତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନ୍ମାତେର ସୁସଂବାଦ ପେତେ ପାରେ । ଆର ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ଚିତ୍ର ଏମନଭାବେ ତୁଲେ ଧରା ହେଲେ ଯାତେ, ତାରା ଆଶ୍ଵାହର ଦରବାରେ ଫୟସାଲାର ଜନ୍ୟ ହାଫିର କରାର କଥା ଜାନତେ ପାରେ । ତାଦେର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେର ପୁଣ୍ୟେର କୋନ ସ୍ଥାନ ପାବେ ନା ବରଂ ତାଦେରକେ ଟେନେ ହିଚଢେ ଦୋୟଥେ ନିକ୍ଷେପ କରା ହବେ ଏବଂ ବଲା ହବେ, ଏବାର ଦୋୟଥେ ସ୍ଵାଦ ପ୍ରାଣ କରେ ଚିରଦିନ ଧରେ ।

ଛୟ. କର୍ତ୍ତୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ

ଏବୁ କଥା ଛାଡ଼ାଓ ମୁସଲମାନରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେତୁର କେବଳ ଶୁଣୁ ଥେକେଇ ନଯ, ବରଂ ତାର ଆଗେ ଥେକେଇ ଏଟା ଜାନତୋ ଯେ, ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ଅର୍ଥ ଏହି ନଯ ଯେ, ଚିରହ୍ଲାୟୀଭାବେ ଦୁଃଖ କଟି ସହ୍ୟ କରତେ ହବେ । ବରଂ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତେର ମୂଳ କଥାଇ ଛିଲୋ ଜାହେଲୀ ଯୁଗେର ଅବସାନ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ନିପୀଡ଼ନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳୋଧାରଣ । ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତେର ଏକଟା ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଏଟାଓ ଛିଲୋ ଯେ, ମୁସଲମାନରା ପୃଥିବୀତେ ନିଜେଦେର ଅଭାବ ବିଭାଗ କରବେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକଭାବେ ଏମନ ବିଜ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରବେ, ଯାତେ ସକଳ ମାନୁଷକେ ଆଶ୍ଵାହର ଇଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ଭୂତିର ପଥେ ପରିଚାଳିତ କରା ଯାଯ । ମାମୁଷକେ ମାନୁଷେର ଦାସତ୍ତ୍ଵ ଥେକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଆଶ୍ଵାହର ଦାସତ୍ତ୍ଵେ ପ୍ରବେଶ କରାନୋ ଯାଯ ।

କୋରାଆନେ କରୀମେ ଏମବ ସୁସଂବାଦ କଥନେ ଇଶାରା ଏବଂ କଥନେ ଖୋଲାଖୁଲିଭାବେ ନାଯିଲ ହିଛିଲୋ । ଏକଦିକେ ଅବସ୍ଥା ଏମନ ଛିଲୋ ଯେ, ପ୍ରଶନ୍ତ ହେତୁ ସନ୍ତୋଷ ପୃଥିବୀ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଯେ ଯାଇଛିଲୋ, ତାଦେର ଟିକେ ଥାକାଇ ଛିଲୋ କଠିନ । ତାଦେରକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଉତ୍ସେଧ କରତେ ଏକଦଳ ଲୋକ ଛିଲୋ ସଦା ସତ୍ରିୟ । ଅନ୍ୟଦିକେ ମୁସଲମାନଦେର ଶକ୍ତି ସାହସ ଓ ମନୋବଳ ବାଢ଼ାତେ ଏମନ ସବ ଆଯାତ ନାଯିଲ ହିଛିଲୋ ଯାତେ ପୂର୍ବକାଳେର ଘଟନାବଳୀ ବର୍ଣନା କରା ହେଲେ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେର ନବୀଦେର ଅବିଶ୍ଵାସ କରା ହେଲେ ଏବଂ ତାଦେର ଓପରାଓ ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଚାଲାନୋ ହେଲେ । ସେବ ଆଯାତେ ଯେ ଚିତ୍ର ଅକ୍ଷନ କରା ହିଛିଲୋ ତାର ସଙ୍ଗେ ମଙ୍କାର ମୁସଲମାନ ଓ କାଫେରଦେର ଅବସ୍ଥାର ହବନ୍ତି ସାଦାଶ୍ୱୟ ଛିଲୋ । ପରିଶେଷେ ଏକଥା ଉତ୍ସେଖ କରା ହେଲେ ଯେ, ଇତିପୂର୍ବେ ଅବିଶ୍ଵାସୀରା କିଭାବେ ଧଂସ ଏବଂ ଆଶ୍ଵାହର ପୁଣ୍ୟଶିଳ ବାନ୍ଦାଦେର ତୀର ଯମୀନେର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରା ହେଲେ । ପରିଗାମେ ମଙ୍କାର ଅବିଶ୍ଵାସୀରାଇ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ପରାଜିତ ଓ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତେର ସାଫଲ୍ୟାଇ ଅର୍ଜିତ ହବେ । ସେଇ ସମୟେ ଏମନ ସବ ଆଯାତ ଓ ନାଯିଲ ହେଲେ, ଯେବୁ ଆଯାତେ ଈମାନଦାରଦେର ବିଜ୍ୟେର ସୁସଂବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାସ୍ୟ ଉତ୍ସେଖ କରା ହେଲେ । ଯେମନ— ଆଶ୍ଵାହ ରବୁଲ ଆଲାମିନ ବଲେନ, ‘ଆମାର ପ୍ରେରିତ ବାନ୍ଦାଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଆମାର ଏ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବେଇ ହିସି ହେଲେ ଯେ, ଅବଶ୍ୟାଇ ତାରା ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହବେ ଏବଂ ଆମାର ବାହିନୀଇ ହବେ ବିଜ୍ୟୀ । ଅତଏବ କିଛିକାଳେର ଜନ୍ୟ ତୁମି ଓଦେରକେ ଉପେକ୍ଷା କର । ତୁମି ଓଦେର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର, ଶିତ୍ରାଇ ଓରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରବେ ।’

ଓରା କି ଆମାର ଶାସ୍ତି ତୁରାରିତ କରତେ ଚାଯ । ତାଦେର ଆଞ୍ଜିନାୟ ସଥନ ଶାସ୍ତି ନେମେ ଆସବେ ତଥନ ସତକୀର୍ତ୍ତଦେର ପ୍ରତିଫଳ ଭୟାବହ ଓ ଜଘନ୍ୟ ହବେ । (୧୭୧, ୧୭୭, ୩୭)

ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆରୋ ବଲେନ, ‘ଏହି ଦଲତୋ ଶୀଘ୍ରଇ ପରାଜିତ ହବେ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବେ ।’ (୪୫, ୫୮)

‘ବହୁ ଦଲେର ଏହି ବାହିନୀଓ ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଅବଶ୍ୟଇ ପରାଜିତ ହବେ ।’ (୧୧, ୩୮)

ହାବଶାୟ ହିଜରତକାରୀଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ,

‘ଯାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଯାର ପରା ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ହିଜରତ କରେଛେ, ଆମି ଅବଶ୍ୟଇ ଦୁନିଆୟ ତାଦେର ଉତ୍ତମ ଆବାସ ଦେବୋ ଏବଂ ଆଖେରାତେର ପୂରକାରୀ ତୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ହାୟ ଓରା ଯଦି ସେଟା ଜାନତୋ ।’ (୪୨, ୧୬)

ଅବିଶ୍ଵାସୀରା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଳକେ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫ (ଆ.)-ଏର ଘଟନା ଜିଜ୍ଞାସା କରାର ପର ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ଜିଜ୍ଞାସୁଦେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ରଖେଛେ ।’ (୭, ୧୨) ଅର୍ଧାଂ ମଙ୍କାବାସୀରା ଆଜ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫ (ଆ.)-ଏର ଘଟନା ଜିଜ୍ଞାସା କରଛେ ଏବଂ ଠିକ ସେ ରକମାଇ ବ୍ୟର୍ତ୍ତ ହବେ, ସେମନ ବ୍ୟର୍ତ୍ତ ହେଲେ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫର ଭାଇୟେର ପରିଗାମେର ମତୋଇ । କାଜେଇ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫ ଏବଂ ତା'ର ଭାଇଦେର ଘଟନା ଥେକେ ମଙ୍କାବାସୀଦେର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରା ଉଚିତ । ତାଦେର ବୋଧା ଉଚିତ ଯେ, ଅତ୍ୟାଚାରୀଦେର ପରିଗାମ କି ଧରନେର ହୟେ ଥାକେ । ଏକ ଜାୟଗାୟ ପରଗାସ୍ତରଦେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, କାଫେରରା ତାଦେର ରସ୍ତୁଳଦେର ବଲେଛିଲୋ, ‘ଆମରା ତୋ ତୋମାଦେରକେ ଆମାଦେର ଦେଶ ଥେକେ ଅବଶ୍ୟଇ ବହିକାର କରବୋ । ଅଥବା ତୋମାଦେରକେ ଆମାଦେର ଧର୍ମାଦର୍ଶେ ଫିରେ ଆସନ୍ତେଇ ହବେ । ଅତପର ରସ୍ତୁଳଦେର ପ୍ରତି ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ଓ ହୀ ପ୍ରେରଣ କରଲେନ । ଯାଲେମଦେରକେ ଆମି ଅବଶ୍ୟଇ ବିନାଶ କରବୋ ।’ (୧୩-୧୪, ୧୫)

ପାରସ୍ୟ ଏବଂ ରୋମେ ଯଥନ ଯୁଦ୍ଧେର ଦାବାନଳ ଜୁଲାହିଲୋ, କାଫେରରା ଚାହିଲୋ ‘ପାରସ୍ୟବାସୀ ଯେନ ଜୟଲାଭ କରେ, ମୁସଲମାନରା ଚାହିଲୋ ରୋମକରା ଯେନ ଜୟଲାଭ କରେ । କେନନା ରୋମକରା ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା, ପରିଗାସ୍ତର, ଓହି, ଆସମାନୀ କେତାବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବଲେ ଦାରୀ କରତୋ । ପାରସ୍ୟବାସୀରା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଯାର ସଞ୍ଚାବନା ଦେଖା ଦିଲେ ଆଲ୍ଲାହ ଏ ସୁସଂବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେନ ଯେ, ‘କମେକ ବହର ପର ରୋମକରା ଜୟଲାଭ କରବେ । ଶୁଦ୍ଧ ଏ ସୁସଂବାଦଇ ଦେଯା ହୟନି, ବରଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଏହି ସୁସଂବାଦ ଓ ଦିଯେଛିଲେନ ଯେ, ରୋମକଦେର ବିଜ୍ୟରେ ସମୟ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ମୋମେନଦେର ଓ ବିଶେଷଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେନ । ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ପେଯେ ତାରା ଖୁଶି ହେବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ଆର ସେଦିନ ମୋମେନରା ହର୍ଷୋତ୍ସମ୍ମାନ ହବେ ଆଲ୍ଲାହର ସାହାୟ୍ୟେ ।’ (୪୫, ୩୦) ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେ ମୁସଲମାନଦେର ବିଜ୍ୟ ଓ ସାଫଲ୍ୟେର ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହର ବାଣୀର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେଛିଲୋ ।

କୋରାନେର ଘୋଷଣା ଛାଡ଼ାଓ ରସ୍ତୁଳ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମାଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ମୁସଲମାନଦେରକେ ଏ ଧରନେର ସୁସଂବାଦ ଶୋନାତେନ । ହଜ୍ରେ ସମୟ ଓକାଯ, ମାଯନା ଏବଂ ଯୁଲମାଜାଯେର ବାଜାରେ ରସ୍ତୁଳ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମାମ ମାନୁଷେର କାହେ ତା'ର ନବୁଯାତେର କଥା ପ୍ରଚାର କରତେନ । ସେ ସମୟ ତିନି ଶୁଦ୍ଧ ବେହେଶତେର ସୁସଂବାଦଇ ଦିତେନ ନା, ବରଂ ଶୁମ୍ପଟ୍ଟଭାବେ ଏକଥାଓ ଘୋଷଣା କରତେନ, ହେ ଲୋକ ସକଳ, ତୋମରା ବଲୋ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା କୋନ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ, ଏତେ ତୋମରା ସଫଳକାମ ହେବେ । ଏର ବଦୌଲତେ ତୋମରା ହେବେ ଆରବେର ବାଦଶାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟରାଓ ତୋମାଦେର ପଦାନତ ହେବେ । ଆର ମରଣେର ପରା ତୋମରା ଜାନାତେର ଭେତର ବାଦଶାହ ହୟେ ଥାକେ ।^୬

ଇତିପୂର୍ବେ ଏ ଘଟନା ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଯେଛେ ଯେ, ଓତବା ଇବନେ ରାବିୟା ଯଥନ ରସ୍ତୁଳୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ପାର୍ଥିବ ଭୋଗ ବିଲାସ ଏବଂ ଐଶ୍ୱରେ ଲୋଭ ଦେଖାଛିଲୋ ଏବଂ ଜବାବେ ତିନି ହା-ମୀମ ସେଜଦା ସୂରାର କମେକଟି ଆସାତ ପାଠ କରେ ଶୁଣିଯେଛିଲେନ, ତଥନ ଓତବା ଭବିଷ୍ୟତ୍ୱବାଣୀ କରାଇଲେ ଯେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲମାନରାଇ ଜୟ ଲାଭ କରବେ ।

ଆବୁ ତାଲେବେର କାହେ କୋରାଯଶଦେର ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ ଦେଖା କରତେ ଏହେ ରସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହୀନ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଯେ ଜବାବ ଦିଯେଛିଲେନ, ଇତିପୂର୍ବେ ମେହି ଜବାବ ଉତ୍ତ୍ଲେଖ କରା ହେଁଛେ । ମେଖାନେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ରସ୍ମୁଲ ସାନ୍ତ୍ଵାହୀନ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲେଛିଲେନ, ତୋମରା ଆନ୍ତ୍ରାହର ତେବେହିଦେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୋ, ଏର ଫଳେ ସମଗ୍ର ଆରବ ତୋମାଦେର ଅଧିନଷ୍ଠ ହବେ ଏବଂ ଅନାରବେର ଓପରାଓ ତୋମାଦେର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବେ ।

ହ୍ୟରତ ଖାବାବ ଇବନେ ଆରତ (ରା.) ବଲେନ, ଏକବାର ଆମି ରସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାନ୍ତ୍ଵାହୀନ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ହ୍ୟାରି ହଲାମ । ତିନି କାବାଘରେର ଛାଯାମ ଏକଟି ଚାଦରକେ ବାଲିଶ ବାନିୟେ ଶାୟିତ ଛିଲେ । ସେ ସମୟ ଆମରା ପୌତ୍ରିକଦେର ହାତେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ ହଜ୍ଜିଲାମ । ଆମି ବଲଲାମ, ହେ ଆନ୍ତ୍ରାହର ରସ୍ମୁଲ, ଆପନି ଆନ୍ତ୍ରାହର କାହେ ଦୋଯା କରଲେଇ ପାରେନ । ଏ କଥା ଶୁଣେ ତିନି ଉଠେ ବଲଲେନ, ତାଁର ଚେହାରା ରଙ୍ଗିମ ହୟେ ଉଠିଲୋ । ତିନି ବଲଲେନ, ତୋମାଦେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଈମାନଦାରଦେର ଅବସ୍ଥା ଏମନ୍ତ ହୟେଛିଲୋ ଯେ, ଲୋହାର ଚିରନ୍ତି ଦିଯେ ତାଦେର ଗୋଣ୍ଟ ଖୁଲେ ନେଯା ହତୋ, ଦେହେ ଥାକତୋ ଶୁଦ୍ଧ ହାଡ଼ । ଏକପ ଅତ୍ୟାଚାରାତି ତାଦେରକେ ଆନ୍ତ୍ରାହର ଦ୍ୱିନେର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ଥେକେ ସରିଯେ ନିତେ ପାରେନି । ଏପରା ବଲଲେନ, ଆନ୍ତ୍ରାହ ତାଯାଳା ଦ୍ୱିନକେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରବେନ । ଏକଜନ ଘୋଡ଼ ସମ୍ମାନ ସାନ୍ତ୍ରା ଥେକେ ହାଦରାମାଉତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର କରବେ, ଏ ସମୟେ ଆନ୍ତ୍ରାହର ଭୟ ଛାଡ଼ା ତାର ଅନ୍ୟ କୋନ ଭୟ ଥାକବେ ନା । ତବେ ହାଁ ବକରିଦେର ଓପର ବାଧେର ଭୟ ତଥିନେ ଥାକବେ ।^୭

ଏକଟି ବର୍ଣନାୟ ଏକଥାଓ ଉତ୍ତ୍ଲେଖ ରହେଯେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୋମରା ତାଡ଼ାହଡୋ କରଛୋ ।^୮

ସ୍ଵରଗ ରାଖା ଦରକାର ଯେ, ଏସବ ସୁସଂବାଦ କୋନ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ଛିଲୋ ନା । ଏସବ କଥା ଛିଲୋ ସର୍ବଜନବିଦିତ । ମୁସଲମାନଦେର ମତୋଇ କାଫେର ଅବିଶ୍ୱାସିରାଓ ଏସବ କଥା ଜାନତୋ । ଆସସ୍ତ୍ରାଦ ଇବନେ ମୋତାଲେବେ ଏବଂ ତାର ବସ୍ତୁରା ସାହାବାୟେ କେରାମକେ ଦେଖଲେଇ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବଲାବଲି କରତୋ ତୋମାଦେର କାହେ ସାରା ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ ଏସେ ପଡ଼େଛେ । ଓରା ଖୁବ ଶୀଘ୍ରଇ କେସରା କାଯସାରକେ ପରାଜିତ କରବେ । ଏସବ କଥା ବଲେ ତାରା ଶିଶ ମାରତୋ ଏବଂ ହାତତାଳି ଦିତୋ ।^୯

ମୋଟକଥା ସାହାବାୟେ କେରାମେର ଓପର ସେ ସମୟ ଯେସବ ଯୁଲୁମ ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ନିଗ୍ରେଡନ ଚାଲାନୋ ହତୋ ସେସବ କିନ୍ତୁ ବେଶେତ ପାଓୟାର ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁସଂବାଦେର ମୋକାବେଲାଯ ଛିଲୋ ତୁଳ୍ବ । ଏସବ ଅତ୍ୟାଚାରକେ ସାହାବାୟେ କେରାମ ମନେ କରତେନ ଏକ ଖତ ମେଘେର ମତୋ, ଯେ ମେଘ ବାତାସେର ଏକ ଝାପଟାୟ ଦୂର ହୟେ ଯାବେ ।

ଏହାଡ଼ା ଈମାନଦାରଦେର ଈମାନେର ପରିପକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କେ ସୁମ୍ପଟ ଧାରଣା ଦିଯେ ନିୟମିତଭାବେ ସାହାବାରା ରହାନୀ ଖାବାର ସରବରାହ କରତେନ । କୋରାଆନ ଶିକ୍ଷା ଦେୟାର ମାଧ୍ୟମେ ତାଦେର ମାନସିକ ପରିଶୁଦ୍ଧତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେନ । ଇମଲାମ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ରହାନୀ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନସିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଚାରିତ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ସାହାବାଦେର ମନୋବଳ ବାଡ଼ିଯେ ଦିଛିଲୋ । ରସ୍ମୁଲ ସାନ୍ତ୍ଵାହୀନ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସାହାବାଦେର ଈମାନେର ନିଭୁ ନିଭୁ କୁଲିଙ୍ଗକେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଶିଖାୟ ପରିଣତ କରତେନ । ଅନ୍ଧକାର ଥେକେ ବେର କରେ ତାଦେରକେ ହେଦୋଯାତେର ଆଲୋକେ ପୌଛେ ଦିତେନ । ଏର ଫଳେ ସାହାବାଦେର ଦ୍ୱିନୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ହୟେ ଗିଯେଛିଲୋ । ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ୱ ହେବେ ତାରା ଆନ୍ତ୍ରାହର ସମ୍ମୁଦ୍ରିତ ଲାଭେର ପଥେ ଅର୍ଥମର ହତେନ । ଜାନ୍ମାତେର ଅଧିବାସୀ ହେୟାର ଆର୍ଥି, ଜାନ ଲାଭେର ଆକାଞ୍ଚ୍ଛା ଏବଂ ଆୟ ସମାଲୋଚନାୟ ତାରା ଉଦ୍‌ଦେୟଗୀ ହୟେଛିଲେନ । ଏସବ କାରଣେ ବିଧିମୀ ପୌତ୍ରିକଦେର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ତାଦେରକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଥେକେ ଦୂରେ ସରାତେ ପାରେନି, ଧୈର ସହିଷ୍ଣୁତାୟ ତାଁରା ଛିଲେନ ଅଟଲ ଅବିଚଳ । ବିଶ୍ୱ ମାନବେର ଜନ୍ୟେ ତାରା ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ହୟେ ଉଠେଛିଲେନ ଏକ ଏକଜନ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଆଦର୍ଶ ।

୭. ସହିହ ବୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୪୩

୮. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୧

୯. ଫେକହସ ସୀରାତ, ପ. ୮୪

তৃতীয় পর্যায়

মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত

তায়েফে আল্লাহর রসূল

নবুয়তের দশম বর্ষের^১ শুরুর দিকে ৬১৯ ঈসায়ী সালের মে মাসের শেষ দিকে অথবা জুন মাসের প্রথম দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ গমন করেন। তায়েফ মক্কা থেকে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাওয়া-আসার পথ একশত বিশ মাইল দূরত্ব পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিলেন। আল্লাহর রসূলের সাথে তার মুক্ত করা ত্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) ছিলেন। তায়েফ যাওয়ার পথে পথে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলো না। তায়েফ পৌছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাকিফ গোত্রের তিনজন সর্দারের কাছে যান। এরা পরম্পর ভাই। এদের নাম ছিলো আবদে ইয়ালিল, মাসউদ এবং হাবিব। এদের পিতার নাম ছিলো আমর ইবনে ওমায়ের ছাকিফ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে পৌছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং ইসলামের সাহায্য করার আহ্বান জানান। জবাবে একজন টিপ্পনির মুরে বললো, কাবার পর্দা সে ফেঁড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রসূল করে থাকেন।^২

অন্য একজন বললো, আল্লাহ তায়ালা কি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পেলেন না? তৃতীয়জন বললো আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলতে চাই না। কেননা তুমি যদি নবী হয়ে থাকো, তাহলে তোমার কথা রদ করা আমার জন্যে বিপজ্জনক হবে। আর, তুমি যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা রটাও, তবে তো তোমার সাথে আমার কথা বলাই উচিত নয়। এসব শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঢ়ালেন এবং বললেন, তোমরা যা করেছো করেছো, তবে বিষয়টা গোপন রেখো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তায়েফের সকল নেতৃস্থানীয় লোক অর্থাৎ গোত্রীয় সর্দারদের কাছে যান এবং প্রত্যেককে দীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সবাই এক কথা বললো যে, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং উচ্ছ্বেল বালকদের উক্কানি দিয়েছিলো। তিনি ফেরার সময় ওসব দুর্ব্বল বালক তাঁর পেছনে লেগে গেলো। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল করছিলো, হাততালি দিচ্ছিলো ও হৈ তৈ করছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে এতো বালক এবং দুর্ব্বল লোক জড়ে ছিলো যে, পথের দু'ধারে লাইন লেগে গেলো। এরপর গালাগাল দিতে এবং ছুঁড়তে লাগলো, এতে তাঁর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে তাঁর জুতো রক্তে ভরে গেলো। এদিকে হয়রত

-
১. মাওলানা নজীবাদী তারীখে ইসলাম ১ম খন্তে ১২২ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আমার মতে এ তারিখটিই নির্দূল।
 ২. উর্দু ভাষায় এ পরিভাষার সাথে একথা মিলে যায় যে, যদি তুমি পয়গাম্বর হও, তবে আল্লাহ আমাকে ধৰ্ম করুন। একথা দ্বারা এটাই বোঝানো হয় যে, তোমার মত লোকের পয়গাম্বর হওয়া অসম্ভব, যেমন কাবাঘরের ওপর হামলা করা অসম্ভব।

ଯାଯେଦ ଇବନେ ହାରେସା (ରା.) ଢାଳ ହିସାବେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଆଗଲେ ରାଖଛିଲେନ । ଫଳେ ନିକଷିଷ୍ଟ ଚିଲ ତାଁର ଗାୟେ ପଡ଼ିଛିଲୋ । ତାଁର ମାଥାଯ କମେକ ଜାୟଗାୟ କେଟେ ଗେଲୋ । ହେ ତୈ କରତେ କରତେ ଦୂର୍ବୁଦ୍ଧରା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୀରେ ପିଛୁ ନିଯେଛିଲୋ । ଏକ ସମୟ ତିନି ମଙ୍କାର ଓତବା, ଶାୟବା ଏବଂ ରାବିଯାଦେର ଏକଟି ବାଗାନେ ଆଶ୍ରଯ ନିଲେନ । ଏ ବାଗାନ ଛିଲୋ ତାରେଫ ଥେକେ ତିନ ମାଇଲ ଦୂରେ । ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏ ବାଗାନେ ଆଶ୍ରଯ ନେଯାର ପର ଦୂର୍ବୁଦ୍ଧିଲ ଫିରେ ଗେଲୋ । ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଟି ଦେୟାଲେ ହେଲାନ ଦିଯେ ଆସୁର ଗାଛେର ଛାୟା ବସେ ପଡ଼ିଲେନ । କିଛୁଟା ଶାସ୍ତ ହେୟାର ପର ଏଇ ଦୋଯା କରଲେନ ଯା ‘ଦୋଯାଯେ ମୋସତାଦ୍ୟେଫିନ’ ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ । ଏ ଦୋଯାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବୋକା ଯାଯ ଯେ, ତାଯେଫବାସୀଦେର ବାରାପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏକଜନ ଲୋକେରେ ଦ୍ୱାରା ନା ଆନାର କାରଣେ ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କତୋଟା ମନୋକଟ ପେଯେଛିଲେନ । ତାଁର ଦୁଃଖ ଓ ମନୋବେଦନା ଛିଲୋ କତୋ ଗତିର । ଏଇ ଦୋଯାଯ ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିଲେନ, ‘ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା, ଆମି ତୋମାର କାହେ ଆମାର ଦୂର୍ବଲତା, ଅସହାୟତା ଏବଂ ମାୟୁମେର କାହେ ଆମାର ମୂଳ୍ୟହିନତା ସମ୍ପର୍କେ ଅଭିଯୋଗ କରଛି । ଦୟାଲୁ ଦାତା, ତୁମି ଦୂର୍ବଲଦେର ପ୍ରଭୁ, ତୁମି ଆମାର ଓ ପ୍ରଭୁ, ତୁମି ଆମାକେ କାର କାହେ ନ୍ୟନ୍ତ କରଛୋ? ଆମାକେ କି ଏମନ ଅଚେନ କାରୋ ହାତେ ନ୍ୟନ୍ତ କରଛୋ, ଯେ ଆମାର ସାଥେ ରମ୍ଭ ବ୍ୟବହାର କରବେ । ନାକି କୋନ ଶତ୍ରୁର ହାତେ ନ୍ୟନ୍ତ କରଛୋ ଯାକେ ତୁମି ଆମାର ବିଷଯେର ମାଲିକ କରେ ଦିଯେଛୋ? ଯଦି ତୁମି ଆମାର ଓପର ଅସ୍ତ୍ରୁଟ ନା ହେ ତବେ ଆମାର କୋନ ଦୁଃଖ ନେଇ, ଆଫସୋସ ନେଇ । ତୋମାର କ୍ଷମାଶୀଳତା ଆମାର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରଶ୍ନତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରୋ । ଆମି ତୋମାର ସନ୍ତର ସେଇ ଆଲୋର ଆଶ୍ରଯ ଚାଇ, ଯା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେୟ ଆଲୋଯ ଚାରିଦିକ ଭରେ ଯାୟ । ଦୁନିଆ ଓ ଆଖେରାତେର ସକଳ ବିଷୟ ତୋମାର ହାତେ ନ୍ୟନ୍ତ । ତୁମି ଆମାର ଓପର ଅଭିଶାପ ନାଯିଲ କରବେ ବା ଧରକାବେ, ଯେ ଅବସ୍ଥା ତୋମାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କାମନା କରି । ସକଳ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ତୋମାରେ । ତୋମାର ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ା କାରୋ କୋନେ ଶକ୍ତି ନେଇ ।’

ରବିଯାର ପୁତ୍ରରା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୀରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ତାଁର ପ୍ରତି ଦୟା ପରବଶ ହଲେ । ନିକଟାଞ୍ଚିଯତାର କଥା ଭେବେ ତାଦେର ମନ ନରମ ହେୟ ଗେଲୋ । ନିଜେଦେର ଖୃଷ୍ଟିନ କ୍ରୀତଦାସ ଆଦାସେର ହାତେ ଏକ ଥୋକା ଆସୁର ଦିଯେ ବଲିଲୋ, ଲୋକଟିକେ ଦିଯେ ଏସୋ । କ୍ରୀତଦାସ ଆଦାସ ଆସୁରେର ଥୋକା ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦେୟାର ପର ତିନି ‘ବିସମିହାହ’ ବଳେ ଥେତେ ଶୁରୁ କରଲେନ ।

ଆଦାସ ବଲିଲୋ, ଖାୟାର ସମୟ ଏ ଧରନେର କଥା ତୋ ଏଥାନେର ଲୋକଜନରା ବଲେ ନା । ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିଲେନ, ତୁମି କୋଥାକାର ଅଧିବାସୀ! ତୋମାର ଧର୍ମ କି? ମେ ବଲିଲୋ, ଆମାର ବାଡ଼ୀ ନିନୋଭାୟ । ଧର୍ମ ଇସାଯାର । ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିଲେନ, ତୁମି ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ବାନ୍ଦା ହ୍ୟାରତ ଇଉସୁଫେର ଏଲାକାର ଅଧିବାସୀ । ଆଦାସ ବଲିଲୋ, ଆପଣି ଇଉସୁଫକେ କି କରେ ଚେନେ? ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିଲେନ, ତିନି ଛିଲେନ ଆମାର ଭାଇ । ତିନି ଛିଲେନ ନବୀ, ଆମି ନ ନବୀ । ଏକଥା ଶୁଣେ ଆଦାସ ରସ୍ମୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ଝୁକେ ପଡ଼ିଲୋ ଏବଂ ତାଁର ମାଥା, ହାତ ଓ ପାଯେ ଚୁନ କରିଲୋ ।

ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ରବିଯାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବଲାବଲି କରିଛିଲୋ, ଏଇ ଲୋକ ଏବାର ଆମାଦେର କ୍ରୀତଦାସେର ମାଥା ବିଗଡ଼େ ଦିଯେଛେ । ମନିବେଦର କାହେ ଫିରେ ଗେଲେ ତାରା ଆଦାସକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲୋ, କିରେ କି ବ୍ୟାପାର? ଆଦାସ ବଲିଲୋ, ଆମାର ବିବେଚନାଯ ପୃଥିବୀତେ ଏଇ ଲୋକେର ଚେଯେ ଭାଲୋ ଲୋକ ଆର ନେଇ । ତିନି ଆମାକେ ଏମନ ଏକଟି କଥା ବଲେଛେ, ଯେ କଥା ନବୀ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ ପଞ୍ଚେଇ ଜାନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଯ । ରବିଯାର ପୁତ୍ରରା ବଲିଲୋ, ଦେଖୋ ଆଦାସ, ଏଇ ଲୋକ ଯେଣ ତୋମାକେ ତୋମାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଥେକେ ସରାତେ ନା ପାରେ । ତୋମାର ଧର୍ମ ଏ ଲୋକେର ଧର୍ମର ଚେଯେ ଭାଲୋ ।

କିଛିକୁଣ ଅବସ୍ଥାନେର ପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବାଗାନ ଥେକେ ବେରିଯେ ମଙ୍କାର ପଥେ ରାଖିଲା ହଲେନ । ମାନସିକଭାବେ ତିନି ଛିଲେନ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । କାରଣେ ମାନାଯିଲ ନାମକ ଜାୟଗାୟ

ପୌଛାର ପର ଆଲ୍ଲାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଙ୍ଗିଲ (ଆ) ଏଲେନ, ତା'ର ସାଥେ ପାହାଡ଼ର ଫେରେଶତାରାଓ ଛିଲେନ । ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲର କାହେ ଅନୁମତି ଚାଇତେ ଏସେଛିଲେନ ଯେ, ଯଦି ତିନି ବଲେନ, ତବେ ଏର ଅଧିବାସୀଦେରକେ ଦୁ'ଟି ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ପିଷେ ଦେବେନ ।

ଏ ଘଟନାର ବିବରଣ ବୋଥାରୀ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହେଛେ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲକେ ଏକଦିନ ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛିଲାମ, ଓହଦେର ଦିନେର ଚେଯେ ମାରାଘକ କୋନ ଦିନ ଆପନାର ଜୀବନେ ଏସେଛିଲୋ କି? ରସୂଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୋମାର କତ୍ତମ ଥେକେ ଆମି ଯେ ବିପଦେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହ୍ୟେଛି, ତାର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ଭୟାବହ ଦିନ ଛିଲୋ ତାଯେଫେର ଦିନ । ଆମି ଆବଦେ ଇଯାଲିଲ ଇବନେ ଆବଦେ କୁଲାଲ ସନ୍ତାନଦେର କାହେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଯେଛିଲାମ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଆମର ଦାଓୟାତ ଗ୍ରହଣ କରେନି । ଆମି ଦୁଃଖ-କଟ୍ ଓ ମାନସିକ ବିପର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଯ କାରୋନ ଛାଆଲେବେ' ପୌଛେ ସ୍ଵତ୍ତିର ନିଶ୍ଚାସ ଫେଲିଲାମ । ସେଥାନେ ମାଥା ତୁଲେ ଦେଖି ମାଥାର ଓପରେ ଏକ ଟୁକରୋ ମେଘ । ଭାଲୋଭାବେ ତାକିଯେ ଦେଖି ସେଥାନେ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଙ୍ଗିଲ (ଆ.) । ତିନି ଆମାକେ ବଲଲେନ, ଆପନାର କତ୍ତମ ଆପନାକେ ଯା ଯା ବଲେଛେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ସବଇ ଶୁଣେଛେନ । ଆପନାର କାହେ ପାହାଡ଼ର ଫେରେଶତାରେ ପାଠାନୋ ହ୍ୟେଛେ । ଏରପର ପାହାଡ଼ର ଫେରେଶତାରା ଆମାକେ ଆଓୟାଯ ଦିଲେନ, ସାଲାମ ଜାନାଲେନ ଏବଂ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ହା, ଏ କଥା ସତ୍ୟ । ଆପନି ଯଦି ଚାନ ତବେ ଆମରା ଓଦେରକେ ଦୁଇ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ପିଷେ ଦେବୋ ।³

ନରୀ ସାଲ୍ଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ନା, ଆମି ଆଶା କରି ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଓଦେର ବଂଶଧରଦେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ମାନୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବେନ, ଯାରା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହର ଏବାଦାତ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ସାଥେ କାଉକେ ଶରୀକ କରିବେ ନା ।⁴

ରସୂଲାଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଏଇ ଜବାବେ ତା'ର ଦୁରଦର୍ଶିତା, ବିଚକ୍ଷଣତା, ଅନୁପମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ତମ ମାନବିକ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଯ । ମୋଟିକଥା, ଆସମାନେର ଓପର ଥେକେ ଆସା ଗାୟେବି ସାହାଯ୍ୟ ତା'ର ମନ ଶାନ୍ତ ହ୍ୟେ ଗେଲୋ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଙ୍କାର ପଥେ ପା ବାଡ଼ାଲେନ । ଓ୍ୟାଦୀଯେ ନାଖଲା ନାମକ ଜ୍ଞାଯଗାୟ ଏସେ ତିନି ଥାମଲେନ । ଏଥାନେ ତା'ର ଅବସ୍ଥାନେର ମତୋ ଜ୍ଞାଯଗା ଛିଲୋ ଦୁ'ଟି । ଏକ ଜ୍ଞାଯଗାର ନାମ 'ଆମସାଇଲୋଲ କାବିର' ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାଯଗା ହିଲୋ 'ଜ୍ଞାଯମା' । ଉତ୍ତଯ ଜ୍ଞାଯଗାୟ ପାନି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଜୀବତା ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲୋ । ଏ ଦୁ'ଟି ଜ୍ଞାଯଗାର ମଧ୍ୟେ ତିନି କୋଥାଯା ଅବସ୍ଥାନ କରେଛିଲେନ, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାନା ଯାଇନି ।

ନାଥଲାଯ ରସୂଲାଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କରେକଦିନ କାଟାନ । ସେଥାନେ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମିନ ଜିନଦେର ଦୁ'ଟି ଦଲ ତା'ର କାହେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ପବିତ୍ର କୋରଆନେର ଦୁଇ ଜ୍ଞାଯଗା—ସୂରା ଆହକାଫ ଏବଂ ସୂରା ଜିନ-ଏ ଏଦେର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହେଛେ ।

ସୂରା ଆହକାଫେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, 'ଶ୍ରବନ କର, ଆମି ତୋମାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରେଛିଲାମ ଏକଦିନ ଜିନକେ, ଯାରା କୋରଆନ ପାଠ ଶୁଣିଲୋ । ସିଥି ଓରା ତାର କାହେ ଉପର୍ତ୍ତିତ ହିଲୋ, ଓରା ଏକେ ଅପରକେ ବଲତେ ଲାଗିଲୋ, ଚାପ କରେ ଶ୍ରବନ କରୋ । ସିଥି କୋରଆନ ପାଠ ସମାପ୍ତ ହିଲୋ ଓରା ତାଦେର ସମ୍ପଦାଯେର କାହେ ଫିରେ ଗେଲୋ ଏକ ଏକଜନ ସତର୍କକାରୀଙ୍କପେ । ଏମନ ଏକ କେତାବେର ପାଠ ଶ୍ରବନ କରେଛି, ଯା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୟେଛେ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ଓପର । ଏଟି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କିତାବକେ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ସରଳ ପଥେର ଦିକେ ପରିଚାଲିତ କରେ । ହେ ଆମାଦେର ସମ୍ପଦାଯ, ଆମାଦେର ଦିକେ ଆହବାକାରୀର

3. ଏଥାନେ ସହିହ ବୋଥାରୀତେ ଆଖଶାବିନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରା ହ୍ୟେଛେ । ମଙ୍କାର ଦୁ'ଟି ବିଖ୍ୟାତ ପାହାଡ଼ ଆବୁ କୋବାୟେସ ଏବଂ କାଥାଇକାଯାନ ସମ୍ପର୍କେ ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଯ । ଏ ଦୁ'ଟି ପାହାଡ଼ କାବାଘରେର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣେ ମୁଖୋମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥିତ । ମେଇ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍କାର ଜନ ସାଧାରଣ ଏହି ଦୁଟି ପାହାଡ଼ର ମାବାମାରୀ ଜ୍ଞାଯଗାୟ ବସିବାସ କରାତୋ ।

4. ସହିହ ବୋଥାରୀ, କେତାବେ ବାଦାୟଳ ଖାଲକ', ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୫୮

প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মর্মন্তুদ শান্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।' (২৯-৩১, ৪৬)

সূরা জিন-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিশ্বয়কর কোরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করবো না।' সূরা জিন-এর পনেরটি আয়ত পর্যন্ত এর বর্ণনা রয়েছে।

উল্লিখিত আয়তসমূহের বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের আসার কথা প্রথম দিকে জানতেন না। কোরআনের আয়তের মাধ্যমে জানানোর পর আল্লাহর রসূল এ সম্পর্কে অবহিত হন। কোরআনের আয়ত দ্বারা বোঝা যায় যে, এটা ছিলো জিনদের প্রথম আগমন। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী সময়ে তাদের যাতায়াত চলতে থাকে।

জিনদের আগমন এবং ইসলাম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলো দ্বিতীয় সাহায্য। আল্লাহর অদৃশ্য ভাভার থেকে তিনি এ সাহায্য লাভ করেন। এ ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কিত অন্যান্য আয়ত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে দ্বিনী দাওয়াতের সাফল্যের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং একথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর কোন শক্তিই দ্বিন ইসলামের দাওয়াতের সাফল্য ও অগ্রগতির পথে অস্তরায় হয়ে টিকতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। ওরাই সুস্পষ্ট বিজাঞ্জিতে রয়েছে।' (৩২, ৪৬)

আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উক্তির কথা বলেন, 'আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা আল্লাহকে যমিনে অসহায় করতে পারবো না এবং আমরা পালিয়ে গিয়েও তাঁকে অসহায় করতে পারবো না।' (১২, ৭২)

এই সাহায্য এবং সুসংবাদের সামনে তায়েফের খারাপ ব্যবহারজনিত দুঃখ কষ্ট, মনের কালো মেঘ দূর হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহর রসূল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, মক্কায় তাঁকে ফিরে যেতে হবে এবং নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দ্বিনের দাওয়াত দিতে হবে। এ সময় হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল আপনি কি করে মক্কায় যাবেন, মক্কার অধিবাসীরা তো আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তিনি বললেন, 'হে যায়েদ, তুমি যে অবস্থা দেখছো, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন উপায় আল্লাহ তায়ালা বের করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাঁর দ্বিনকে সাহায্য এবং তাঁর নবীকে জয়যুক্ত করবেন।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাখলা থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কার অদূরে হেরা গুহায় অবস্থান করলেন। সেখান থেকে খাজায়া গোত্রের একজন লোকের মাধ্যমে আখনাস ইবনে শোরাইককে এ পয়গাম পাঠালেন যে, আখনাস যেন তাঁকে আশ্রয় দেয়। আখনাস একথা বলে অক্ষমতা প্রকাশ করলো যে, আমি তো মিত্রপক্ষ, মিত্রপক্ষ তো কাউকে আশ্রয় দেয়ার মতো দায়িত্ব নিতে পারে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর সোহায়েল ইবনে আমরের কাছেও একই পয়গাম পাঠালেন। কিন্তু সেই লোকও এই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করলো যে, বনু আমরের দেয়া আশ্রয় বনু ক'ব এর ওপর প্রযোজ্য নয়। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোতয়া'ম ইবনে আদীর কাছে পয়গাম পাঠালেন। মোতয়া'ম বললেন, হাঁ, আমি রায় আছি। এরপর তিনি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের স্বত্তন এবং গোত্রের লোকদের ডেকে একত্রিত

କରଲେନ । ସବାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାର ପର ବଲଲେନ, ତୋମରା ଅନ୍ତର୍ସଜ୍ଜିତ ହୟେ କାବାଧରେର ସାମନେ ଯାଓ । କାରଣ ଆମି ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେଛି । ଏରପର ମୋତ୍ୟା'ମ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଖବର ପାଠାଲେନ ଯେ, ଆପଣି ମଙ୍କାର ଭେତରେ ଆସୁନ । ରସ୍ତ୍ରଲୁହ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଖବର ପାଓଯାର ପର ଯାଯେଦକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ମଙ୍କାଯ ପ୍ରେଷେ କରଲେନ । ମୋତ୍ୟା'ମ ଇବନେ ଆଦୀ ତାଁର ସଂୟାରୀର ଓପର ଦାଁଡିଯେ ଘୋଷଣା କରଲେନ ଯେ, କୋରାଯଶେର ଲୋକେରା ଶୋନୋ, ଆମି ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେଛି । କେଉଁ ଯେନ ଏରପର ତାଁକେ ବିରକ୍ତ ନା କରେ । ରସ୍ତ୍ରଲୁହ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ହାଜରେ ଆସେଯାଦ ଚଢ଼ନ ଏବଂ ଦୁର୍ରାକାତ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ । ନାମାୟ ଆଦାୟର ପର ତିନି ନିଜେର ଘରେ ଫିରେ ଗେଲେନ । ଏ ସମୟ ମୋତ୍ୟା'ମ ଇବନେ ଆଦୀ ଏବଂ ତାଁର ସଞ୍ଚାନେରୋ ଅନ୍ତର୍ସଜ୍ଜିତ ହୟେ ରସ୍ତ୍ରଲୁହ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଘରେ ରାଖିଲୋ । ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତ୍ର ଘରେ ଫିରେ ଯାଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ତାଁର ସଙ୍ଗେ ଛିଲୋ ।

ବଲା ହୟେ ଥାକେ ଯେ, ଏ ସମୟ ଆବୁ ଜେହେଲ ମୋତ୍ୟା'ମକେ ଜିଙ୍ଗସା କରଛିଲୋ, ତୁମି ଶୁଦ୍ଧ ତାକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେଛୋ, ନା ତାଁର ଅନୁସାରୀ ଅର୍ଥାଂ ମୁସଲମାନ ଓ ହୟେ ଗେହୋ? ମୋତ୍ୟା'ମ ବଲଲେନ, ଆମି ଶୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେଛି ।

ଏତେ ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ତୁମି ଯାକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେଛୋ, ଆମରାଓ ତାକେ ଦିଲାମ ।^୫

ରସ୍ତ୍ରଲୁହ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମୋତ୍ୟା'ମ ଇବନେ ଆଦୀର ଏ ଉପକାର କଥନେ ଭୋଲେନନି । ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧର ପର ମଙ୍କାର କାଫେରରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବନ୍ଦୀ ହୟେ ଆସାର ପର କଯେକଜନ ବନ୍ଦୀର ମୁକ୍ତିର ସୁପାରିଶ ନିଯେ ମୋତ୍ୟାମେର ପୁତ୍ର ହସରତ ହୋବାଯେର (ରା.) ରସ୍ତ୍ରଲୁହ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର କାହେ ହାଯିର ହଲେ ତିନି ବଲେଛିଲେନ, ମୋତ୍ୟାମ ଇବନେ ଆଦୀ ଯଦି ଆଜ ବେଁଚେ ଥାକତୋ ଏବଂ ଆମାର କାହେ ଏସବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଲୋକଦେର ବ୍ୟାପାରେ ସୁପାରିଶ କରତୋ, ତବେ ତାର ଥାତିରେ ଆମି ଏଦେର ସବାଇକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଦିତାମ ।^୬

ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ

ନବୁଯତେର ଦଶମ ବର୍ଷେ ଯିଲକଦ ମାସେ ଅର୍ଥାଂ ୬୧୯ ଈସାଯୀ ସାଲେର ମେ ମାସେର ଶେଷ ବା ଜୁନେର ପ୍ରୟେ ଦିକେ ରସ୍ତ୍ରଲୁହ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତାଯେଫ ଥେକେ ମଙ୍କାଯ ଆଗମନ କରେନ । ସେଥାନେ ତିନି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋତ୍ରେର କାହେ ନତ୍ତନ ଉଦ୍ୟମେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିତେ ଶୁରୁ କରେନ । ଏ ସମୟ ହଜ୍ଜେର ମୌସୁମ ହୋଇଥାରୁ ଦୂରେ କାହେ ସର୍ବତ୍ର ଥେକେ ହଜ୍ଜ ପାଲନେର ଜନ୍ୟେ ପାଯେ ହେଠେ ଏବଂ ସଂୟାରୀତେ କରେ ବହୁ ଲୋକ ହଜ୍ଜ ପାଲନେର ଜନ୍ୟେ ଆସେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଏ ସମୟ ତାଦେର ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ପ୍ରଦାନ କରେନ । ନବୁଯତେର ଚତୁର୍ଥ ବଚର ଥେକେ ତିନି ଏ ଧରନେର ଦାଓୟାତ ଦିଯେ ଆସଛିଲେନ ।

ଇମାମ ଯୁହ୍ରୀର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏ ସକଳ ଗୋତ୍ରେର କାହେ ଏକବାର ବା ଏକ ବଚରର ହଜ୍ଜ ମୌସୁମେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦେଯା ହୟନି ବରଂ ନବୁଯତେର ଚତୁର୍ଥ ବଚର ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ହିଜରତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶେ

୫. ତାଯେଫ ସଫରେର ଏ ଘଟନାର ବିବରଣ୍ସମୂହ, ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୨୯-୪୨୨, ଯାଦୁ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୪୬-୪୭, ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୭୧-୭୪, ତାରୀଖେ ଇସଲାମ, ନୟାରାବାଦୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୨୩-୧୨୪ ।

୬. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ତୃତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୫୭୩

୧. ତିରମିଯି, ମୁଖତାଚାରଙ୍ଗ ସୀରାତ, ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍ହାର, ପୃ. ୧୪୯

ହଜ୍ ମୌସୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ବହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ନାନାଭାବେ ତାଦେରକେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦେଯା ହେଯେଛିଲୋ ।^୨

ଇବନେ ଇସହାକ କଯେକଟି ଗୋତ୍ରେର କାହେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ତାଦେର ଜୀବାବେର ପ୍ରକୃତି ଓ ଉତ୍ତରେ କରେଛେ । ନୀଚେ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ସଂକ୍ଷେପେ କିଛୁ ଉତ୍ତରେ କରା ଯାଚେ ।

ଏକ) ବନୁ କେଲାବ, ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ଗୋତ୍ରେର ଏକଟି ଶାଖା ବନୁ ଆବଦୁଲ୍ଲାହର କାହେ ଗମନ କରେନ ଏବଂ ତାଦେରକେ ଆହ୍ସାହ ଓ ତା'ର ରସ୍ତୁଲେର ପ୍ରତି ଆହସାନ ଜାଣାନ । କଥାଯ କଥାଯ ତିନି ବଲେଛିଲେନ, ହେ ବନୁ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ, ଆହ୍ସାହ ତାଯାଲା ତୋମାଦେର ପିତାମହେର ଚମର୍ଦକାର ନାମ ରେଖେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଆହ୍ସାହର ରସ୍ତୁଲେର ଦେଯା ଦାଓୟାତ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

ଦୁଇ) ବନୁ ହାନିଫା, ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏଦେର ବାଡ଼ୀତେ ଗମନ କରେନ ତାଦେରକେ ଦାଓୟାତ ଦେନ କିନ୍ତୁ ତାରା ଯେ ଜୀବାବ ଦିଯେଛିଲୋ, ସେ ରକମ ଜୀବାବ ଆରବେର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

ତିନି) ଆମେର ଇବନେ ସାଯା'ସାଯା', ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏଦେର କାହେତେ ଦାଓୟାତ ଦିଯେଛିଲେନ । ଜୀବାବେ ଏ ଗୋତ୍ରେର ବୁହାଯରାହ ବିନ ଫାରାସ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଲେଛିଲୋ, ଆହ୍ସାହର ଶପଥ ଯଦି ଆମି କୋରାଯଶେର ଏକ ମୁବକକେ ସଙ୍ଗେ ରାଖି, ତବେ ସମ୍ପର୍କ ଆରବକେ ଖେଯେ ଫେଲିବୋ । ଏରପର ସେ ବଲଲୋ, ଏକଟା କଥାର ଜୀବାବ ଦିନ, ଯଦି ଆମରା ଆପନାର ଦୀନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଆପନି ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ଉପର ଜୟ ଲାଭ କରେନ, ଏରପର କି ନେତୃତ୍ୱ ଆମାଦେର ହାତେ ଆସବେ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ନେତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ତୋ ଆହ୍ସାହର ହାତେ, ତିନି ଯେଥାନେ ଇଚ୍ଛା କରେନ ଦେଖାନେ ରାଖିବେନ । ଏକଥା ଶୁଣେ ସେଇ ଲୋକ, ବଲଲୋ ଚମର୍ଦକାର କଥା । ଆପନାର ନିରାପତ୍ତାର ଜନ୍ୟ ଆମରା ନିଜେଦେର ବୁକକେ ଆରବଦେର ନିଶାନା କରିବୋ ଅଥଚ ଆହ୍ସାହ ଯଥିନ ଆପନାକେ ଡ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବେନ, ତଥିନ ନେତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଥାକବେ ଅନ୍ୟଦେର ହାତେ, ଏଟା ହ୍ୟ ନା । ଆପନାର ଦୀନ ଆମାଦେର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ ।

ଏରପର ବନୁ ଆମେର ଗୋତ୍ର ତାଦେର ଏଲାକାଯ ଚଲେ ଯାଓୟାର ପର ଏକଜନ ବୃଦ୍ଧ ଏ ଘଟନା ଘନଲେନ । ବାର୍ଧକ୍ୟେର କାରଣେ ତିନି ହଜ୍ ଯେତେ ପାରେନ ନି । ସବ ଶୋନାର ପର ତିନି ଦୁଃଖରେ ମାଥା ଢେପେ ଧରେ ବଲଲେନ, ମାରାସ୍ତକ ଭୁଲ କରେଛେ ତୁମି । ହେ ବନୁ ଆମେର ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା, ସେଇ ଲୋକକେ କି ଖୁଜେ ପାଓୟାର କୋନ ଉପାୟ ଆହେ? ସେଇ ସନ୍ତାର ଶପଥ, ଯାର ହାତେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ରଯେଛେ, ହସରତ ଇସମାଇଲେର କୋନ ବଂଶଧରଇ ନବୁଯତେର ମିଥ୍ୟ ଦାବୀ କରିବେ ପାରେ ନା, ଅତୀତେ କରେନ । ତୋମାଦେର ବୁଦ୍ଧି ଚଲେ ଗିଯେଛିଲୋ^୩ ।

ଅକ୍ରାର ବାଇରେ ଇସଲାମେର ଆଲୋ

ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିଦଲକେଇ ଶୁଦ୍ଧ ନୟ, ବହ ବ୍ୟକ୍ତିକେଓ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଯେଛିଲେନ । ଏଦେର ଅନେକେ ଭାଲୋ ଜୀବାବ ଓ ଦିଯେଛିଲେନ । ହଜ୍ ମୌସୁମେ ଅଞ୍ଚଳକାଳ ପର କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ନୀଚେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକଟି ସଂକଷିଷ୍ଟ ରୋଯେଦାଦ ପେଶ କରା ହାଚେ ।

ଏକ) ସୁଯାଇଦ ଇବନେ ସାମେତ, ଏହି ଲୋକ ଛିଲୋ କବି ଏବଂ ସଫେଟ୍ ବୁଦ୍ଧି ବିବେଚନା ଓ ରାଖିତୋ । ସେ ଛିଲୋ ଇୟାସରେବେର ଅଧିବାସୀ । ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କାବ୍ୟଚର୍ଚା, ଆଭିଜାତ୍ୟ ଏବଂ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କାରଣେ ତାର କନ୍ଦମେର ଲୋକେରା ତାକେ କାମେଲ ଉପାଧିତେ ଭୂଷିତ କରେଛିଲୋ । ଏହି ଲୋକଟି ହଜ୍ ବା ଓମରାହ

୨. ରହମାତୁଲଲିଲ ଆଲାମିନ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୭୪

୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୪୩-୪୪୪

করার জন্যে মক্কায় এসেছিলো। আল্লাহর রসূল তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে বললো, আমার কাছে যে জিনিস আছে, সম্ভবত আপনার কাছেও সেই জিনিসই রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কাছে কি রয়েছে? সে বললো, লোকমানের হেকমত। আল্লাহর রসূল বললেন, শোনাও তো। সুয়াইদ শোনালো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ বাণী উত্তম, কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে, সেটা এর চেয়েও উত্তম। আমার কাছে রয়েছে কোরআন। এই কোরআন আল্লাহ আমার ওপর নাফিল করেছেন। এটি হচ্ছে হেদায়াতের নূর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর লোকটিকে কোরআনের কিছু অংশ শোনালেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে বললেন, এটা তো চমৎকার কালাম। নবুয়তের একাদশ বর্ষের প্রথমদিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সুয়াইদ মদীনায় ফিরে এলে বুআস' যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।^৪

দুই) ইয়াশ ইবনে মায়া'য়, এই ব্যক্তি ছিলেন ইয়াসরেরের অধিবাসী। বয়সে ছিলেন যুবক। নবুয়তের একাদশ বর্ষে বুআস যুদ্ধের কিছুকাল আগে আওসের একটি প্রতিনিধিদল খায়রাজের বিরুদ্ধে কোরায়শদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় মক্কায় আসে। ইয়াশও তাদের সঙ্গে ছিলেন। সে সময় এ উভয় গোত্রের মধ্যে শক্রতার আগুন জুলে উঠেছিলো। আওসের লোকসংখ্যা ছিলো খায়রাজের চেয়ে কম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রতিনিধিদলের আগমন সংবাদ শোনার পর দেখা করতে গেলেন। তাদের মাঝখানে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনারা যে উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন, এর চেয়ে ভালো কোন জিনিস গ্রহণে রায় আছেন কি? তারা বললো, কি সেই জিনিস? আল্লাহর রসূল বললেন, আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর বাস্তাদের কাছে এ দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রেরণ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহর এবাদাত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আল্লাহ তায়ালা আমার উপর কেতাবও নাফিল করেছেন। এরপর তিনি ইসলামের কথা উল্লেখ করে কোরআন তেলোওয়াত করেন।

ইয়াশ ইবনে মায়া'য বললেন, হে কওম, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, এই দাওয়াত তার চেয়ে উত্তম। প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য আবুল হাতির আনাস ইবনে রাফে একমুঠো খড় ইয়াশের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এসব কথা ছাড়ো। আমার বয়সের শপথ, এখানে আমরা অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি। এরপর ইয়াশ আর কোন কথা বলেননি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও উঠে চলে গেলেন। এদিকে প্রতিনিধিদল কোরায়শদের সাথে মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি করতেও সক্ষম হয়নি। তারা ব্যর্থ হয়ে মদীনায় ফিরে গেলো।

তিন) আবুয়র গেফারী, এই ব্যক্তি শহর থেকে দূরের এক জায়গায় বসবাস করতেন। সুয়াইদ ইবনে সামেত এবং ইয়াশ ইবনে মায়া'য এর কাছ থেকে আবু'য়র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের খবর পেয়েছিলেন। এ খবরটি ছিলো তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ।^৫

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বোঝারী শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে আবু যর বলেন, আমি ছিলাম গেফার গোত্রের লোক। আমি শুনলাম এমন একজন লোক আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। এ খবরটি শুনে আমার ভাইকে মক্কায় পাঠালাম। তাকে বলে দিলাম, তুমি সেই ব্যক্তির সাথে দেখা করবে

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২৫-৪২৭ রহমতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৪

৫. একথা আকবর নদীরাবাদী লিখেছেন। তারীখুল ইসলাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৮ দেখুন

ଏରପର ଆମାର କାହେ ତାର ଖବର ନିଯେ ଆସବେ । ଆମାର ଭାଇ ମଙ୍କାଯ ଥେକେ ଫିରେ ଏଲେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲାମ, କି ଖବର ଏନେହୋଁ ସେ ବଲଲୋ, ଖୋଦାର କସମ, ଆମି ଏମନ ଏକଜନ ମାନୁଷ ଦେଖେଛି, ଯିନି ସେ କାଜେର ଆଦେଶ ଦିଯେ ଥାକେନ ଏବଂ ଖାରାପ କାଜ ଥେକେ ଫିରିଯେ ରାଖେନ । ଆମି ବଲଲାମ, ତୁମି ସ୍ଵପ୍ନ ପାଓୟାର ମତୋ ଖବର ଦିତେ ପାରୋନି । ଏରପର ଆମି କିଛୁ ପାଥେସ ସମ୍ବଲ କରେ ମଙ୍କାର ପଥେ ରଓୟାନା ହୟେ ମେଖାନେ ହସିର ହଲାମ । କିନ୍ତୁ ମେଖାନେ ରୁସ୍ତଲୁଗ୍ନାହୁ ସାଲ୍ଲାଗ୍ନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଚିନତେ ପାରଲାମ ନା । କାରୋ କାହେ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେ ଓ ସାହସ ପେଲାମ ନା । ସମୟମେ ପାନ କରେ ମସଜିଦେ ହାରାମେ ପଡ଼େ ରଇଲାମ । ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ଦେଖେ ବଲଲେନ, ଆପନାକେ ଅଚେନା ମନେ ହଚେ । ଆମି ବଲଲାମ, ଜୀ ହା । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମାର ଘରେ ଚଲୁନ । ଆମି ତା'ର ସାଥେ ଗେଲାମ । ତିନି ଆମାକେ କିଛୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ ନା, ଆମିଓ କିଛୁ ବଲଲାମ ନା ।

ସକାଳେ ଆବାର ମସଜିଦେ ହାରାମେ ଗେଲାମ । ଆଶା ଛିଲୋ ଯେ, ରୁସ୍ତଲୁଗ୍ନାହୁ ସାଲ୍ଲାଗ୍ନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରବୋ । କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମ୍ପର୍କେ କେଉଁ ଆମାକେ କିଛୁ ବଲଲୋ ନା । ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ଏସେ ଆମାକେ ଦେଖେ ବଲଲେନ, ଏହି ଲୋକଟି ଏଖନୋ ନିଜେର ଠିକାନା ଜାନତେ ପାରେନି? ଆମି ବଲଲାମ, ହା ତାଇ, ଏଖନୋ ପାରେନି । ତିନି ବଲଲେନ, ଚଲୁନ, ଆମାର ସାଥେ ଚଲୁନ । ଏରପର ତିନି ବଲଲେନ, କି ବ୍ୟାପାର ଆପନାର, ବଲୁନ ତୋ? ଆପନି ଏ ଶହରେ କେନ ଏସେହେନ? ଆମି ବଲଲାମ, ଆପନି ଯଦି କଥାଟୋ ଗୋପନ ରାଖେନ, ତବେ ବଲାତେ ପାରି । ତିନି ବଲଲେନ, ଠିକ ଆହେ । ଆମି ବଲଲାମ, ଏଥାନେ ଏକଜନ ଲୋକ ନିଜେକେ ନବୀ ବଲେ ଦାବୀ କରଛେନ ବଲେ ଆମି ଖବର ପେଯେଛି । ଖବର ପାଓୟାର ପଥେ ଆମି ଆମାର ଭାଇକେ ପାଠିଯେଛିଲାମ କିନ୍ତୁ ମେ ଆମାକେ ବିନ୍ଦୁରିତ କୋନ ଖବର ଜାନାତେ ପାରେନି ଏ କାରଣେ ନିଜେଇ ଏସେଛି । ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆପନି ଠିକ ଜାଗପାତେଇ ଏସେହେନ । ଆମାର ସାଥେ ଚଲୁନ । ଯେଥାନେ ଆମି ପ୍ରବେଶ କରବୋ, ଆପନିଓ ମେଖାନେ ପ୍ରବେଶ କରବେନ । ଯାଓୟାର ପଥେ ଯଦି କୋନ ଲୋକର କାରଣେ ଆପନାର ଆଶକ୍ତାର କାରଣ ଦେଖା ଦେଇ ତବେ ଆମି ଦୋକାନେର କାହେ ଯାବ ଏବଂ ଜୁତୋ ଠିକ କରାର ଭାନ କରବୋ । ମେ ସମୟେ ଆପନି ପଥ ଚଲାତେ ଥାକବେ । ଏରପର ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ରୁଗ୍ଯାନା ହଲେନ, ଆମିଓ ତାର ସାଥେ ରଓୟାନା ହଲାମ । ଅବଶ୍ୟେ ତିନି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରଲେ ଆମିଓ ତାର ସାଥେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାଗ୍ନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଗେଲାମ । ତା'କେ ବଲଲାମ, ଆମାକେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିନ । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ଆମାର କାହେ ଇସଲାମ ପେଶ କରଲେନ, ଆମି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୁସଲମାନ ହୟେ ଗେଲାମ । ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାଗ୍ନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମାକେ ବଲଲେନ, ହେ ଆବୁ ଯର, ତୋମାର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର କଥା ଗୋପନ ରେଖୋ ଏବଂ ତୋମାର ଏଲାକାଯ ଚଲେ ଯାଓ । ଆମରା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞାପ୍ରକାଶ କରେଛି, ଏ ଖବର ଶୋନାର ପର ଆମାଦେର ସାଥେ ଏସେ ଦେଖା କରବେ । ଆମି ବଲଲାମ, ମେଇ ସତର ଶପଥ, ଯିନି ଆପନାକେ ସତ୍ୟସହ ପ୍ରେରଣ କରେଛେ, ଆମି କାଫେରଦେର ସାମନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆମାର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର କଥା ଘୋଷଣା କରବୋ । ଏ କଥା ବଲାର ପର ଆମି କାବାଘରେ ସାମନେ ଏଲାମ । କୋରାଯଶରା ମେଖାନେ ଉପାନ୍ତିତ ଛିଲୋ । ଆମି ତାଦେର ବଲଲାମ, ତୋମରା ଶୋନୋ, ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଲ୍ଲି ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ବ୍ୟତୀତ କୋନ ମାବୁଦ ନେଇ ଏବଂ ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଲ୍ଲି ଯେ, ମୋହାମ୍ଦ ସାଲ୍ଲାଗ୍ନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆଲ୍ଲାହର ବାନ୍ଦା ଓ ରସ୍ତ୍ର ।

ଏହି ଘୋଷଣା ପର କୋରାଯଶରା ପରମ୍ପର ବଲାବଳି କରଲୋ ଯେ, ଓଠୋ, ତୋମରା ଏହି ବେଦୀନେର ଖବର ନାହା । ଏରପର ତାରା ଆମାକେ ଏମନଭାବେ ଥିଥାର କରଲୋ ଯେ, ଭେବେଛିଲାମ ମରେଇ ଯାବୋ । ଏ ଅବସ୍ଥା ହସରତ ଆବାସ (ରା.) ଏସେ ଆମାକେ ବାଁଚାଲେନ । ତିନି ଏକଟୁଖାନି ଝୁକେ ଆମାକେ ଦେଖିଲେନ । ଏରପର କୋରାଯଶରଦେର ବଲଲେନ, ଏହି ଲୋକ ତୋ ଗେଫାର ଗୋଡ଼ର । ତୋମରା ଏ ଗୋଡ଼ର ଏଲାକାର ଓପର ଦିଯେଇ ବ୍ୟବସା କରତେ ଯାଓ । ଏ କଥା ଶୁଣେ ପୌତ୍ରିକ କୋରାଯଶରା ଆମାକେ ଛେଡ଼େ ଦିଲୋ । ପରଦିନିଓ ଆମି ମେଖାନେ ଗେଲାମ ଏବଂ ଏକଇ ଘଟନାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଲୋ । ଏବାରା ଏ ହସରତ ଆବାସ (ରା.) ଏସେ ଆମାକେ ଉନ୍ଦରାକ କରଲେନ । ୬

৪) তোফায়েল ইবনে আমর দাওসি, এই লোক ছিলেন কবি, বুদ্ধি বিবেচনায় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁর গোত্রের সর্দার। এই গোত্র ইয়েমেনের কিছু এলাকায় শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলো। নবুয়তের একাদশ বর্ষে তিনি মক্কায় গেলে মক্কায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি঱ক্ষে নালিশ করে। তারা বলে যে, এই লোক আমাদের জটিল-অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, তার কথায় রয়েছে যাদুর মতো প্রভাব। এতে ভাই ভাইয়ের মধ্যে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, পিতা পুত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি, যে বিপদে আমরা পড়েছি, আপনিও সেই বিপদে পড়েন কিনা। কাজেই আপনার কাছে আবেদন এ লোকের সাথে কোন কথাই বলবেন না।

হ্যরত তোফায়েল (রা.) বলেন, কোরায়শ পৌতলিকরা আমাকে নানাভাবে বোৰালো, এক সময় আমি সিন্ধান্তই নিয়েছিলাম যে, আল্লাহর রসূলের সাথে কথাও বলবো না তাঁর কোন কথাও শুনবো না। সকালে মসজিদে হারামে যাওয়ার পর কানে তুলো গুঁজে দিয়েছিলাম যাতে আল্লাহর রসূলের কোন কথা আমার কানে না যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু কথা আমাকে শোনানোর ইচ্ছা করেছিলেন। এরপর আমি কিছু ভালো কথা শুনলাম। মনে মনে বললাম, আমি তো বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ। খ্যাতনামা কবি। ভালম্বন কোন কিছুই তো আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। কেন আমি ভালো কথা শুনবো না? যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে গ্রহণ করবো। মন্দ হলে গ্রহণ করবো না। এ কথা ভেবে চুপচাপ থাকলাম। আল্লাহর রসূল ঘরে ফিরতে শুরু করলে তাঁর পিছু নিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, আমিও প্রবেশ করলাম। এরপর লোকেরা আমাকে তাঁর ব্যাপারে যে সতর্ক করেছিলো এবং সতর্কতা হিসেবে নিজের কানে যে তুলো গুঁজে দিয়েছিলাম, সেসব কথা তাঁকে শোনালাম। এরপর বললাম, আপনি সবাইকে যে কথা বলে থাকেন আমাকেও বলুন। আল্লাহর রসূল আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনালেন। আমি সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। আল্লাহর শপথ, আমি এর চেয়ে ভালো কথা আগে কখনো শুনিনি। আমি সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করে সত্যের সাক্ষ্য দিলাম। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, আমার কওমের কাছে আমার কথা গ্রহণযোগ্য, তারা আমাকে যথেষ্ট মান্য করে। আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে দ্বিনের দাওয়াত দেবো। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে কোন নির্দর্শন দেখান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন।

হ্যরত তোফায়েল (রা.)-কে যে নির্দর্শন দেয়া হয়েছিলো, সেটা এই যে, তিনি তাঁর কওমের কাছাকাছি পৌছার পর তাঁর চেহারা চেরাগের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, অন্য কোথাও এ আলো স্থানান্তর করে দিন, অন্যথায় চেহারা বিকৃত হওয়ার অপবাদ দিয়ে ওরা আমার সমালোচনা করবে। এরপর সেই আলো আমার হাতের লাঠির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। হ্যরত তোফায়েল (রা.) তার পিতা এবং স্ত্রীর কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন, এতে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে দেরী করে। কিন্তু হ্যরত তোফায়েল (রা.) ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যান। খন্দকের^৭ মুক্তের পর তিনি যখন হিজরত করেন সে সময় তাঁর কওমের সন্তুর বা আশি পরিবার তাঁর সঙ্গে ছিলো। হ্যরত

৭. হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে তিনি হিজরত করেন। তিনি যখন মদীনায় যান সে সময় আল্লাহর রসূল খয়বরে ছিলেন।

তোফায়েল (রা.) ইসলাম প্রচারে শুরুত্বপূর্ণ ভাস্তব পালন করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁন শাহাদত বরণ করেন।^৮

পাঁচ) জেমাদ আযদি : এই ব্যক্তি ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী এবং আযদ শানওয়াহ গোত্রের মানুষ। ঝাড় ফুক এবং ভূত প্রেত তাড়ানোর কাজ করতেন। মক্কায় এসে সেখানকার নির্বোধদের কাছে শুনতে পান যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল। আল্লাহর রসূলের কাছে তিনি এ উদ্দেশ্যে গেলেন যে, হয়তো আল্লাহর রসূল তার হাতে ভালো হয়ে যাবেন। আল্লাহর রসূলের সাথে দেখা করে তিনি বললেন, আমি ঝাড় ফুক জানি, আপনার কি এর প্রয়োজন আছে? জবাবে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, আমি তাঁর প্রশংসন করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হেদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল।’^৯

জেমাদ তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনার কথাগুলো আমাকে পুনরায় শুনিয়ে দিন। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলো তিনবার শোনালেন। জেমাদ বললেন, আমি যাদুকরদের জ্যোতিষীদের কথা শুনেছি, কিন্তু আপনি যেসব কথা বললেন, এ ধরনের কথা কোথাও শুনিনি। আপনার কথাতো সম্মুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতা থেকে উৎসারিত। দিন আপন্নার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করবো। এরপর জেমাদ আযদি ইসলাম গ্রহণ করেন।^{১০}

মন্দীনার ছফ্ফজন পুণ্যশীল মানুষ

নবুয়তের একাদশ বর্ষে অর্থাৎ ৬২০ ঈসায়ী সালে জুলাই মাসের হজ্জ মাসুমে ইসলামের দাওয়াতের ফলপ্রসূ বিস্তার ঘটে। এ সময়ে সে দাওয়াত একটি মহীরুহে পরিণত হয়। সেই গাছের ঘন পত্রপঞ্চবের ছায়ায় মুসলমানরা দীর্ঘদিনের অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করেন। মক্কার অধিবাসীরা আল্লাহর রসূলকে অবিশ্বাস করা এবং লোকদের আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার যে ষড়যজ্ঞ শুরু করেছিলো তা থেকে পরিআগ পেতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌশলের আশ্রয় নেন। এ সময়ে তিনি রাত্রিকালে বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাই মক্কার পৌন্ডলিকরা তাঁর পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেন।

এ কৌশলের একপর্যায়ে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু বকর সিন্দিক (রা.) এবং হ্যরত আলী (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে একরাতে মক্কার বাইরে বনু যোহাল এবং বনু শায়বান ইবনে ছালাবা গোত্রের লোকদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। জবাবে তারা আশাব্যঙ্গক কথা বলে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন সাড়া দেয়নি। এ সময় হ্যরত আবু বকর সিন্দিক এবং বনু যোহাল গোত্রের একজন লোকের মধ্যে বৎশধারা সম্পর্কে চিন্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তর ঘটে। উভয়েই ছিলেন বৎশধারা বিশেষজ্ঞ।^{১১}

রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর মিনার পাহাড়ী এলাকা অতিক্রমের সময়

৮. মেশকাতুল মাসাবিহ

৯. সহীহ মুসলিম, মেশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্দ পৃঃ ৫২৫

১০. মুখতাছুল্লাহ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃঃ ১৫০-১৫২

কয়েকজন লোককে আলাপ করতে শোনেন।^{১১} তিনি সোজা তাদের কাছে যান। এরা ছিলো মদীনার ছয়জন যুবক। এরা ছিলো খায়রাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। তাদের নাম ও পরিচয় এই,

ক্রঃ নং	নাম	গোত্রের নাম
১	আসয়াদ ইবনে যোরারাহ	বনু নাজ্জার
২	আওন ইবনে হারেস ইবনে রেফায়া' (ইবনে আফরা)	বনু নাজ্জার
৩	রাফে ইবনে মালেক ইবনে আয়লান	বনু যোরায়েক
৪	কোতবা ইবনে আমের ইবনে হাদিদা	বনু সালমা
৫	ওকবা ইবনে আমের ইবনে নাবি	বনু হারাম ইবনে কাব
৬	হারেস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রেআব	বনু ওবায়েদ ইবনে গানাম

এসব যুবক তাদের প্রতিপক্ষ মদীনার ইহুদীদের কাছে শুনতো যে, সেই যুগে একজন নবী আসবেন। তারা একথাও শুনেছিলো যে, তিনি সহস্রা আবির্ভূত হবেন।^{১২}

রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে গিয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, আমরা খায়রাজ গোত্রের লোক। রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহুদীদের প্রতিপক্ষ! তারা বললো, হাঁ! আল্লাহর রসূল বললেন, তোমরা একটু বসো, আমি কিছু কথা বলি। তারা বসলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে দীন ইসলামের তৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন, আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনালেন। সেই ছয়জন যুবক পরম্পরাকে বললো, এই তো মনে হয় সেই নবী, যার কথা উল্লেখ করে ইহুদীরা আমাদের ধর্মক দিয়ে থাকে। ইহুদীরা যেন আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর সেই ছয় ভাগ্যবান যুবক রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত কৃত করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই ছয়জন ছিলেন মদীনার বিবেকসম্পন্ন মানুষ। এর কিছুদিন আগে মদীনায় একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই যুদ্ধের ধোঁয়া তখনে মিলিয়ে যায়নি। সেই যুদ্ধ এদেরকে তচ্ছন্দ করে দিয়েছিলো। এ কারণে তারা সঙ্গত কারণেই আশা করেছিলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত যুদ্ধ সমাপ্তির হিসেবে প্রমাণিত হবে। তারা বললেন, আমরা আমাদের কওমকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তারা শক্ত পরিবেষ্টিত। অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের শক্ততা আছে বলে মনে হয় না। আমরা আশা করি যে, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টি করবেন। মদীনায় ফিরে গিয়ে আমরা তাদেরকে আপনার প্রচারিত দীনের পথে আহ্বান জানাবো। আমরা আপনার কাছ থেকে যে দীন গ্রহণ করেছি, এই দীন গ্রহণ করার জন্যে তাদেরও দাওয়াত দেবো। যদি আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে তাদের ঐক্যবন্ধ করেন, তবে আপনার চেয়ে সখানিত অন্য কেউই হবে না।

এই ছয়জন নও মুসলিম মদীনায় ফিরে যাওয়ার সময় ইসলামের দাওয়াত সাথে নিয়ে গেলেন। এদের মাধ্যমে মদীনার ঘরে ঘরে রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও দীনের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লো।^{১৩}

১১. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড পৃঃ ৮৪

১২. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০, ইবনে সালাম ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৯-৫৪১

১৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৮-৪৪৩

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-ଏର ସାଥେ ବିଚେ

ସେଇ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାଂ ନବୁଯାତରେ ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ ଶାଓୟାଲ ମାସେ ରୂପାଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଧିକା (ରା.)-ଏର ସାଥେ ବିବାହ ବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶାର ବୟସ ଛିଲୋ ତଥା ମାତ୍ର ଛୟ ବହର । ହିଜରତର ଆଗେର ବହର ଶାଓୟାଲ ମାସେ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ସ୍ଵାମୀ ଗୃହେ ଗମନ କରେନ । ସେଇ ସମୟ ତା'ର ବୟସ ଛିଲୋ ନୟ ବହର ।¹⁴

ମେରାଜ୍-ଏର ଘଟନା

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦାଓୟାତ ଓ ତାବଲୀଗେର ସାଫଲ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଏବଂ ଇସଲାମେର ଅନୁସାରୀଦେର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ମାବାମାବି ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ଚଲଛିଲୋ, ଦୂର ଦିଗନ୍ତେ ମିଟିମିଟି ଝଲଛିଲୋ ତାରାର ଆଲୋ, ଏମନି ସମୟେ ମେରାଜେର ରହସ୍ୟମ୍ୟ ଘଟନା ଘଟିଲୋ । ଏହି ମେରାଜ କବେ ସଂଘଟିତ ହେଲେ? ଏ ସମ୍ପର୍କେ ସୀରାତ ରଚିତିତାଦେର ମତାମତେର ବିଭିନ୍ନତା ରଯେଛେ । ଯେମନ—

- ଏକ) ତିବରାନି ବଲେଛେନ, ଯେ ବହର ନବୀ ସାଇୟେଦୁଲ ମୁରସାଲିନଙ୍କେ ନବୁଯାତ ଦେଯା ହ୍ୟ । ସେ ବର୍ଷରେ ।
- ଦୁଇ) ଇମାମ ନବୀ ଏବଂ ଇମାମ କୁରତୁବୀ ଲିଖେଛେ, ନବୁଯାତର ପାଂଚ ବହର ପର ।
- ତିନ) ହିଜରତରେ ୧୬ ମାସ ଆଗେ ଅର୍ଥାଂ ନବୁଯାତରେ ଦାଦଶ ବହରେ ରମ୍ୟାନ ମାସେ ।
- ଚାର) ନବୁଯାତର ଦଶମ ବର୍ଷେ ୨୭ଶେ ରଯେବେ । ଆଲ୍ଲାମା ମନସ୍ତୁରପୁରୀ ଏ ଅଭିମତ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ ।
- ପାଂଚ) ହିଜରତର ଏକ ବହର ଦୁଇ ମାସ ଆଗେ । ଅର୍ଥାଂ ନବୁଯାତରେ ଅଯୋଦଶ ବର୍ଷରେ ମହରରମ ମାସେ ।
- ଛଯ) ହିଜରତର ଏକ ବହର ଆଗେ ଅର୍ଥାଂ ନବୁଯାତରେ ଅଯୋଦଶ ବର୍ଷରେ ରବିଟଲ ଆଉୟାଲ ମାସେ ।

ଉତ୍ତରିଖିତ ବକ୍ତବ୍ୟସମୂହେର ମଧ୍ୟେ ତିନିଟି ବକ୍ତବ୍ୟକେ ସଠିକ ବଲେ ମେନେ ନୟା ଯାଯ । ପାଞ୍ଜେଗାନା ନାମାୟ ଫରଯ ହେତୁରାର ଆଗେ ହ୍ୟରତ ଖାଦିଜା (ରା.)-ଏର ଇନ୍ତ୍ରେକାଳ ହେଲେଛିଲୋ ଆର ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସବାଇ ଏକମତ ଯେ, ପାଞ୍ଜେଗାନା ନାମାୟ ମେରାଜେର ରାତେ ଫରଯ କରା ହ୍ୟ । ଏର ଅର୍ଥ ହେବେ, ହ୍ୟରତ ଖାଦିଜାର ମୃତ୍ୟୁ ମେରାଜେର ଆଗେଇ ହେଲେଛିଲୋ । ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ନବୁଯାତରେ ଦଶମ ବର୍ଷରେ ରମ୍ୟାନ ମାସେ ହେଲେଛିଲୋ ବଲେ ଜାନା ଯାଯ । କାଜେଇ ମେରାଜେର ଘଟନା ଏର ପରେଇ ଘଟେଛେ, ଆଗେ ନୟ । ଶେଷୋକ୍ତ ତିନିଟି ବକ୍ତବ୍ୟର କୋନଟିକେ କୋନଟିର ଓପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଯାର ମତୋ, ତାର କୋନ ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଯାଯାନି । କୋରାଆନ ହାଦୀସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବୋ ।¹⁵

ଇବନେ କାଇୟେମ ଲିଖେଛେ, ସଠିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନା ଯାଯ ଯେ, ନବୀ ସାଇୟେଦୁଲ ମୁରସାଲିନଙ୍କେ ସ୍ଵଶ୍ରାରୀରେ ବୋରାକେ ତୁଲେ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଈଲ (ଆ.)-ଏର ସଙ୍ଗେ ମସଜିଦେ ହାରାମ ଥେକେ ପ୍ରଥମେ ବାଯତୁଲ ମାକଦେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମ କରାନୋ ହ୍ୟ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସେଖାନେ ମସଜିଦେର ଦରଜାର ଝୁଟିର ସାଥେ ବୋରାକ ବେଂଧେ ଯାତ୍ରା ବିରତି କରେନ ଏବଂ ସକଳ ନବୀର ଇମାମ ହେଲେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ ।

ଏରପର ସେଇ ରାତେଇ ତା'କେ ବାଯତୁଲ ମାକଦେସ ଥେକେ ପ୍ରଥମ ଆସମାନେ ନିଯେ ଯାଓଯା ହ୍ୟ । ହ୍ୟରତ ଜିବରାଈଲ (ଆ.) ଦରଜା ଥୋଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସେଖାନେ ହ୍ୟରତ ଆଦମ (ଆ.)-କେ ଦେଖେ ସାଲାମ କରେନ । ହ୍ୟରତ ଆଦମ (ଆ.) ତା'କେ ମାରହାବା ବଲେ ସାଲାମେର ଜବାବ ଦେନ । ତା'ର ନବୁଯାତର ସ୍ଥିକାରୋକ୍ତି କରେନ । ସେ ସମୟ ଆଲାହାହ ତାଯାଲା ହ୍ୟରତ ଆଦମ (ଆ.)-ଏର ଡାନଦିକେ ନେକକାର ଏବଂ ବାମଦିକେ ପାପୀଦେର ରହ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦେଖାନ । ଏରପର ତିନି ଦ୍ଵିତୀୟ ଆସମାନେ ଯାନ । ଦରଜା ଖୁଲେ ଦେଯା ହ୍ୟ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସେଖାନେ ହ୍ୟରତ ଇଯାହିୟା ଇବନେ ଯାକାରିୟା (ଆ.) ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଈସା ଇବନେ ମରିଯମ (ଆ.)-କେ ଦେଖେ ସାଲାମ କରେନ । ତା'ର ସାଲାମେର ଜବାବ ଦିଯେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ନବୁଯାତର କଥା ସ୍ଥିକାର କରେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏରପର ଯାନ ଚତୁର୍ଥ ଆସମାନେ । ସେଖାନେ ତିନି ହ୍ୟରତ ଇଦରିସ (ଆ.)-କେ

14. ତାଲିକିହଳ ହକ୍କୁ, ପୃଃ ୧୦, ସହିହ ବୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୫୫୭

15. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ୨ୟ ଖତ ପୃଃ ୪୯

ଦେଖେ ସାଲାମ କରେନ । ତିନି ସାଲାମେର ଜ୍ବାବେ ତାକେ ମୋବାରକବାଦ ଦେନ ଏବଂ ତା'ର ନବୁୟତେର କଥା ସ୍ଵିକାର କରେନ ।

ଏରପର ତା'କେ ପଞ୍ଚମ ଆସମାନେ ନେଯା ହୟ । ସେଥାନେ ତିନି ହୟରତ ହାରନ୍ (ଆ.)-କେ ଦେଖେ ସାଲାମ ଦେନ । ତିନି ସାଲାମେର ଜ୍ବାବେ ମୋବାରକବାଦ ଦେନ ଏବଂ ତା'ର ନବୁୟତେର କର୍ତ୍ତା ସ୍ଵିକାର କରେନ ।

ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ଏରପର ନେଯା ହୟ ସର୍ତ୍ତ ଆସମାନେ । ସେଥାନେ ହୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ ହୟ । ତିନି ସାଲାମ କରେନ । ହୟରତ ମୂସା (ଆ.) ମାରହାବା ବଲେନ ଏବଂ ନବୁୟତେର କଥା ସ୍ଵିକାର କରେନ । ନବୀ ମୁରସାଲିନ ସାମନେ ଅଷ୍ଟସର ହଲେନ, ଏ ସମୟ ହୟରତ ମୂସା (ଆ.) କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ । ଏର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ତିନି ବଲେନ, ଏକଜନ ନବୀ ଯିନି ଆମାର ପରେ ଆବିର୍ଭୃତ ହୟେଛେନ ତାର ଉତ୍ସତଦେର ଚେଯେ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବେହେଶେତେ ଯାବେ ।

ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏରପର ନିଯେ ଯାଓୟା ହୟ ସଞ୍ଚମ ଆସମାନେ । ସେଥାନେ ହୟରତ ଇବରାହୀମ (ଆ.)-ଏର ସାଥେ ତା'ର ଦେଖା ହୟ । ତିନି ତା'କେ ସାଲାମ କରେନ । ତିନି ଜ୍ବାବ ଦେନ, ମୋବାରକବାଦ ଦେନ ଏବଂ ତା'ର ନବୁୟତେର କଥା ସ୍ଵିକାର କରେନ ।

ଏବାର ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ସେଦରାତୁଲ ମୁନତାହା'ୟ ନିଯେ ଯାଓୟା ହୟ । ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ଏତୋ କାହାକାହି ପୌଛେନ ଯେ, ଉତ୍ସତେ ମଧ୍ୟେ ଦୁଟି ଧନୁକ ବା ତାରାତ କମ ବ୍ୟବଧାନ ଛିଲୋ । ସେଇ ସମୟ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାର ଯା କିଛୁ ଦେୟର ଦିଯେ ଦେନ, ଯା ଇଚ୍ଛା ଓହି ନାଯିଲ କରେନ ଏବଂ ପଞ୍ଚଶ ଓୟାଙ୍କ ନାମାୟ ଫରଯ କରେନ । ଫେରାର ପଥେ ହୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ସାଥେ ଦେଖା ହଲେ ତିନି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆପନାକେ କି କାଜେର ଆଦେଶ ଦିଯେଛେନ? ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲେନ, ପଞ୍ଚଶ ଓୟାଙ୍କ ନାମାୟ ଆଦୟରେ ଆଦେଶ ଦିଯେଛେନ । ହୟରତ ମୂସା (ଆ.) ବଲେନ, ଆପନାର ଉତ୍ସତ ଏତୋ ନାମାୟ ଆଦୟ କରାର ଶକ୍ତି ରାଖେ ନା । ଆପନି ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ଫିରେ ଗିଯେ ନାମାୟ କମିଯେ ଦେୟର ଆବେଦନ କରନ୍ । ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ, ହୟରତ ଜିବରାଈଲ (ଆ.)-ଏର ଦିକେ ତାକାଲେନ, ତିନି ଇଶାରା କରଲେନ । ଏରପର ଫିରେ ଗିଯେ ନାମାୟରେ ସଂଖ୍ୟା କମିଯେ ଦେୟର ଆବେଦନ ଜାନାଲେନ । ହୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ସାଥେ ଆବାର ଫେରାର ପଥେ ଦେଖା । ତିନି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର କାହିଁ ଥେକେ କି ଆଦେଶ ନିଯେ ଯାଚେନ? ନବୀ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ପଞ୍ଚଶ ଓୟାଙ୍କ ନାମାୟରେ କଥା ବଲେନ । ହୟରତ ମୂସା (ଆ.) ବଲେନ, ଆପନି ଫିରେ ଯାନ, ଏମନି କରେ ବାରବାର ଫିରେ ଯାଓୟାର ଏବଂ ନାମାୟ କମ କରାର ହାର ଏକପର୍ଯ୍ୟାଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦାଁଡ଼ାଲୋ ପାଂଚ । ଏଇ ପାଂଚ ଓୟାଙ୍କ ନାମାୟ ଏବଂ ହୟରତ ମୂସା (ଆ.) ବେଶୀ ମନେ କରଲେନ ଏବଂ ଆରୋ କମିଯେ ଆନାର ଆବେଦନ ଜାନାନୋର ଜନ୍ୟେ ଫିରେ ଯେତେ ବଲେନ । ହୟରତ ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲେନ, ଆମାର ଭୀଷଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗଛେ, ଆମି ଆର ଯେତେ ଚାଇ ନା । ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ଏହି ଆଦେଶର ଓପରି ମାଥା ନତ କରଲାମ । ଫେରାର ପଥେ କିଛୁଦୂର ଆସାର ପର ଆୟାୟ ହଲୋ, ଆମି ଆମାର ଫରଯ ନିର୍ଧାରଣ କରେ ଦିଯେଛି ଏବଂ ଆମାର ବାନ୍ଦାଦେର ଜନ୍ୟେ କମିଯେ ଦିଯେଛି ।²

ଆଲ୍ଲାମା ଇବନେ କାଇୟେମ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷନ କରେଛେ । ତିନି ପ୍ରଥମ ତୁଳେଛେ ଯେ, ନବୀ କି ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳାକେ ଦେଖେଛେ? ଇମାମ ଇବନେ ତାଇମିଯା ଲିଖେଛେ, ଚୋଥେ ଦେଖାର କୋନ ପ୍ରମାଣ ପାଓୟା ଯାଯାନି, କୋନ ସାହାବୀ ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନାଓ କରେନନି । ଆବଦୁଲ୍ଲାହୁ ଇବନେ ଆବାସ (ରା.) ଥେକେ ଚୋଥ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାର ଯେ କଥା ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ, ତାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବିପରୀତ ନଯ । ଇମାମ ଇବନେ କାଇୟେମ ଯେ ନୈକଟ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତର ହେୟାର କଥା ଉତ୍ସେଖ କରେଛେ, ଏଟି ମେରାଜେର ସମୟରେ ଚେଯେ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଥା । ସୂରା ନାଜମ-ଏ ହୟରତ ଜିବରାଈଲ (ଆ.)-ଏର ନୈକଟ୍ୟର କଥା ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ । ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ସେ କଥାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ

ମେ'ରାଜେର ହାଦୀସେ ଯେ ନୈକଟ୍ୟେର କଥା ବଲା ହେୟେଛେ, ମେ ସମ୍ପର୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଛେ ଏହି ଯେ, ଏଟା ଆଶ୍ଵାହରଇ ନୈକଟ୍ୟ । ସୂରା ନାଜମ-ଏ ଏ ସମ୍ପର୍କେ କୋନ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ନେଇ । ବରଂ ସେଥାମେ ବଲା ହେୟେ ଯେ, ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦିତୀୟବାର 'ସେଦରାତୁଲ ମୂନତାହା'ର କାହେ ଦେଖେଛେନ । ଯାକେ ଦେଖେଛେନ ତିନି ଜିବରାଇସିଲ (ଆ.) । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଇସିଲକେ ତାର ଆସଲ ଚେହାରାଯ ଦୁ'ବାର ଦେଖେଛେନ । ଏକବାର ପୃଥିବୀତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟବାର 'ସେଦରାତୁଲ ମୂନତାହା'ର କାହେ ।^୩

ଏ ସମୟେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମର 'ଶାକବୁସ ସଦର' ବା ସିନା ଚାକ-ଏର ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ । ଏ ସଫରେର ସମୟ ତାଙ୍କେ କରେକଟି ଜିନିସ ଦେଖାନୋ ହେୟେଛିଲୋ । ତାଙ୍କେ ଦୁଧ ଏବଂ ମଦ ଦେଯା ହେୟେଛିଲୋ । ତିନି ଦୁଧ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ । ଏଟା ଦେଖେ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଇସିଲ (ଆ.) ବଲଲେନ, ଆପନାକେ ଫେରାରାତ ବା ସ୍ଵଭାବେର ଫଳ ଦେଖାନୋ ହେୟେଛେ । ଯଦି ଆପନି ମଦ ଗ୍ରହଣ କରତେନ ତବେ ଆପନାର ଉତ୍ସତ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେୟେ ଯେତୋ ।

ଆଶ୍ଵାହର ରସ୍ତୁ ୪ଟି ନହର ଦେଖଲେନ । ୪ଟି ଯାହେରୀ, ଆର ୪ଟି ବାତେନୀ । ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନହର ଛିଲୋ ନୀଳ ଏବଂ ଫୋରାତ । ଏଇ ତାଙ୍ଗର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବତ ଏହି ଯେ, ତାର ରେସାଲତ ନୀଳ ଏବଂ ଫୋରାତ ସଜୀବ ଏଲାକା ସମ୍ମହେ ବିଭାଗ ଲାଭ କରବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥାନେର ଅଧିବାସୀରା ବିଶ୍ୱ ପରମ୍ପରାଯ ମୁସଲମାନ ହେବେ । ଏମନ ନୟ ଯେ, ଏ ଦୁ'ଟି ନହରର ପାନିର ଉତ୍ସ ଜାଗାତେ ରଖେଇଲେ ।

ଜାହାନାମେର ଦାରୋଗା ମାଲେକକେ ତିନି ଦେଖଲେନ । ତିନି ହାସେନ ନା, ତାର ଚେହାରା ହାସିଖୁଶୀର କୋନ ଛାପାତ୍ତ ନେଇ । ଆଶ୍ଵାହର ରସ୍ତୁକେ ବେହେଶତ ଏବଂ ଦୋସଥା ଦେଖାନୋ ହଲୋ ।

ଏତିମେର ଧନସମ୍ପଦ ଯାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟଭାବେ ଆସ୍ତାନ୍ତ କରେ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ତାଦେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାନୋ ହେଯ । ତାଦେର ଠୋଟ ଛିଲୋ ଉଟେର ଠୋଟେର ମତୋ । ତାରା ନିଜେଦେର ମୁଖେ ପାଥରେର ଟୁକରୋର ମତୋ ଅଙ୍ଗର ପ୍ରବେଶ କରାଛେ ଆର ସେଇ ଅଙ୍ଗର ତାଦେର ଶୁଦ୍ଧଦ୍ୱାରା ଦିଯେ ବେରିଯେ ଯାଚେ ।

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସୁଦଖୋରଦେରାତ ଦେଖେଛିଲେନ । ତାଦେର ଠୋଟ ଏତୋ ବଡ଼ ଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ନଡାଚଡ଼ା କରତେ ପାରଛିଲୋ ନା । ଫେରାଉନେର ଅନୁସାରୀଦେର ଜାହାନାମେ ନେଯାର ସମୟ ତାରା ଏସବ ସୁଦଖୋରକେ ମାଡ଼ିଯେ ଯାଛିଲୋ ।

ମେନାକାରୀଦେରାତ ତିନି ଦେଖେଛିଲେନ । ତାଦେର ସାମନେ ତାଜା ଗୋଶତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗଞ୍ଜମ୍ବ ପଚା ଗୋଶତ ଛିଲୋ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାରା ତାଜା ଗୋଶତ ରେଖେ ପଚା ଗୋଶତ ଥାଇଛିଲୋ ।

ଯେବେ ନାରୀ ସ୍ଵାମୀ ଥାକା ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ଗର୍ଭେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷେର ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରେଛିଲୋ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଦେରାତ ଦେଖେଛେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ ଯେ, ଓସବ ମହିଳାର ବୁକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଂଟା ବିଧିୟେ ଶୂନ୍ୟେ ଝୁଲିଯେ ରାଖା ହେୟେ ।

ତିନି ମଙ୍କାର ଏକଟି କାଫେଲାକେ ଦେଖେଛିଲେନ । ସେଇ କାଫେଲାର ଏକଟି ଉଟ ପାଲିଯେ ଗିଯେଛିଲୋ ତିନି ତାଦେରକେ ସେଇ ଉଟରେ ସନ୍ଧାନ ବଲେ ଦିଯେଛିଲେନ । ତେକେ ରାଖା ପାତ୍ରେ ପାନି ଛିଲୋ, ତିନି ସେଇ ପାନି ଥେକେ ପାନ କରେଛିଲେନ । ସେ ସମୟ କାଫେରରା ସକଳେ ଘୁମୋଛିଲୋ । ମେରାଜେର ରାତରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହି ବିବରଣ ତାର ଦାବୀର ସତ୍ୟତାର ଏକଟି ପ୍ରମାଣ ହେୟେଛିଲୋ ।^୪ ବଲେ ଦିଲେନ ଯେ, ଅମୁକ ସମୟେ ସେଇ କାଫେଲା ଫିରେ ଆସିବେ । କାଫେଲା ଥେକେ ପାଲିଯେ ଯେ ଉଟଟି ମଙ୍କାର ଦିକେ ଆସିଛିଲୋ ତିନି ସେଇ ଉଟଟିର ବିବରଣ ପେଶ କରଲେନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସବ କଥାଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ଏତୋକିଛୁ ସନ୍ତୋଷ କାଫେରଦେର ସ୍ଥାନ ଆରୋ ବେଢେ ଗେଲୋ ଏବଂ ତାର କଥା ମେନେ

3. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ ପୃଃ ୪୭, ୪୮ ସହି ବୋଖୀରୀ, ୧ମ ଖତ ପୃଃ ୫୦, ୪୫୫, ୪୫୬, ୪୭୦, ୪୭୧, ୪୮୧, ୫୪୮,

୫୪୯, ୫୫୦, ୨ୟ ଖତ ୬୮୪, ମୁସଲିମ ୧ମ ଖତ ପୃଃ ୧୧, ୧୨, ୧୩

4. ଇବନେ ଇଶାମ, ୧ମ, ଖତ, ପୃଃ ୩୯ । ୪୦୨, ୪୦୬ ତାଫସିରେର ଶାହାବଜୀତେ ସୂରା ବନି ଇସରାଇଲେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ନିତେ ଅସ୍ତିକ୍ତି ଜାନାଲୋ ।^୫

ବଲା ହୁଏ, ହୁରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.)-କେ ନବୀଜୀ ସେଇ ସମୟଇ ସିଦ୍ଧିକ ଉପାଧି ଦିଯେଛିଲେନ । କେନନା ଅନ୍ୟ ସବାଇ ସଥନ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେଛିଲୋ, ତିନି ତଥନ ସବ କିଛୁଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେଛିଲେନ ।^୬

ମେରାଜେର ବିବରଣ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା କୋରାଆନେ କରିଯେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ।

ନବୀଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଟେଟାଇ ହଚ୍ଛେ ଆଲ୍ଲାହର ସୁନ୍ନତ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ଏବଂ ଏତାବେଇ ଆମି ଇବରାହିମକେ ଆସମାନ ଯମୀନେର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଦେଖିଯେଛି ଯାତେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଁ ଯାଏଁ ।’

ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ହୁରତ ମୂସା (ଆ.)-କେ ବଲେଛିଲେନ, ‘ତାହଲେ ଆମି ତୋମାକେ ଆମାର ବଡ଼ କିଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାବ ।’

ଏସବ ଦେଖାନୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଚ୍ଛେ, ତାରା ଯେନ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରତେ ପାରେ । ଏ କଥାଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେ ଦିଯେଛେ । ନବୀରା ଆଲ୍ଲାହର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ସରାସରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯ ତାଦେର ବିଶ୍ୱାସ ଆରୋ ଦୃଢ଼ ହୁଏ । ଫଳେ ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ମାନୁଷକେ ଦାଓୟାତ ଦିତେ ଗିଯେ ଏମନ ସବ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଟ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ନିପିଡନ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରେନ, ଯା ଅନ୍ୟ କାରୋ ପକ୍ଷେଇ ସନ୍ତ୍ଵବ ନାୟ । ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତେର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିଇ ମନେ ହୁଏ ତୁର୍କ । ଏ କାରଣେ ତାରା କୋନ ଶକ୍ତିକେଇ ପରୋଯା କରେନ ନା । ମେରାଜେର ଘଟନାୟ ଛୋଟଖାଟ ବିଷୟ ଏବଂ ଏ ଘଟନାର ପ୍ରକୃତ ରହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଶରୀଯତେର ବଡ଼ ବଡ଼ କେତାବେ ବିଭାରିତ ଆଲୋଚନା ରହେଛେ । ତନ୍ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ କମେଟି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଏଁ ।

ଏଥାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାର ବିଷୟ ଏହି ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା କୋରାଆନେ ମାତ୍ର ଏକଟି ଆଯାତେ ମେରାଜେର ଘଟନା ଉଲ୍ଲେଖ କରେଇ ଇହୁଦୀଦେର ଦୁଷ୍କତିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ଏରପର ତାଦେର ଜାନିଯେଛେ ଯେ, ଏହି କୋରାଆନ ସେଇ ପଥେରଇ ହେଦୋଯାତ ଦିଯେ ଥାକେ, ଯେ ପଥ ସଠିକ ଏବଂ ସରଳ । କୋରାଆନ ପାଠକାରୀଦେର ମନେ ହତେ ପାରେ ଯେ, ଉଭୟ କଥା ସମ୍ପର୍କର୍ତ୍ତାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଆସଲେ ତା ନାୟ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ତାଁର ବର୍ଣ୍ଣନାଭାଙ୍ଗିତେ ଏହି ଇଶାରାଇ ଦିଯେଛେ ଯେ, ଏଥନ ଥେକେ ଇହୁଦୀଦେର ମାନବ ଜାତିର ନେତୃତ୍ବେର ଆସନ ଥେକେ ସରିଯେ ଦେଯା ହବେ । କେନନା ଏହିସବ ଇହୁଦୀ ଏମନ ଡ୍ୟାବାହ ଅପରାଧ କରେଛେ ଯେ, ନେତୃତ୍ବେର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଦେର ଆର ନେଇ । କାଜେଇ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏଥନ ଥେକେ ମହାନବୀ ସାଲ୍ଲାହାର୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ପ୍ରଦାନ କରା ହବେ ଏବଂ ଦୁଃସାହସୀ ଦାଓୟାତେର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରକେ ତାଁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଧୀନ କରା ହବେ । ଅନ୍ୟ କଥାଯ ବଲା ଯାଏ ଯେ, ରହାନୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ଉତ୍ସତ ଥେକେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସତେର କାହେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରା ହବେ । ଯୁଲୁମ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଧାତକତାଯ କଲକିତ ଇତିହାସେର ଅଧିକାରୀ ଏକଟି ଉତ୍ସତେର କାହେ ଥେକେ ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରେ ନିଯେ ଏମନ ଏକଟି ଉତ୍ସତକେ ଦେଯା ହବେ, ଯାଦେର ମାଧ୍ୟମେ କଲ୍ୟାଣେର ଝର୍ଣ୍ଣଧାରା ଉତ୍ସାରିତ ହବେ । ଏହି ଉତ୍ସତେର ପରିଗମନ ଓହିର ମାଧ୍ୟମେ କୋରାଆନେ କରିମ ପେଯେଛେ । ଏହି କୋରାଆନ ମାନବ ଜାତିକେ ସର୍ବଧିକ ହେଦୋଯାତ ଦାନ କରେଛେ ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ନେତୃତ୍ୱେର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଭାବେ ସାଧିତ ହବେ? ଇସଲାମେର ନବୀ ତୋ ମକ୍କାର ପାହାଡ଼ ଲୋକଦେର କାହେ ଘୁରେ ବେଢାଛେନ । ଏହି ଏକଟି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ସତ୍ୟେର ପର୍ଦା ଉନ୍ନୋଚନ କରେଛେ । ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଏକଟା ପର୍ଯ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରାର କାହେ ପୌଛେଛେ, ବର୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ପ୍ରବେଶ କରାବେ । ଏହି ଧାରା ହବେ ଅନ୍ୟ ଧାରା ଥେକେ ଭିନ୍ନ । ଏ କାରଣେ ଦେଖା ଯାଏ ଯେ, କୋନ କୋନ ଆଯାତେ ପୌତ୍ରଲିକଦେର ସୁମ୍ପତ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ସତର୍କ କରେ ଦେଯା ହେଁବେ ଏବଂ କଠୋର ହମକି ଦେଯା ହେଁବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ଆମି ଯଥନ କୋନ ଜନପଦ ଧଂସ କରତେ ଚାଇ, ତଥନ ତାର ସମ୍ମଦ୍ଦିନ ପରିବାର ଧଂସ କରିବାକୁ ପରିପାତା ହେଁବେ ।’

5. ଯାଦୁ ମାୟାଦ, ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୪୮, ଏ ଛାଡା ଦେଖୁନ ସହିହ ବୋଖାରୀ ୨ୟ ଖତ, ପୃଃ ୬୮୪, ସହିହ ମୁସଲିମ ୧ମ ଖତ ପୃଃ

୯୬, ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୪୦୨, ୪୦୩

୬. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃଃ ୬୯୯

ব্যক্তিদের সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। তারপর তাদের প্রতি দণ্ড প্রদান ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি সেটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বন্ত করি।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১৬)

আল্লাহ তায়ালা উক্ত সূরায় আরো বলেন, 'নুহের পর আমি কতো মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তার বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা এবং পর্যবেক্ষণের জন্যে যথেষ্ট।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১৭)

এ সকল আয়াতের পাশাপাশি এমন কিছু আয়াতও রয়েছে, যাতে মুসলমানদের ভবিষ্যত ইসলামী সমাজের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তারা এমন এক তৃতীয়ে নিজেদের ঠিকানা তৈরী করেছে, যেখানে সবকিছু তাদের নিজের হাতে নষ্ট। উল্লিখিত আয়াতে এমন ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল শ্রীন্দ্রিই এমন নিরাপদ জায়গা পেয়ে যাবেন, যেখানে দীন ইসলাম যথাযথভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করবে।

মেরাজের রহস্যময় ঘটনার এমন সব বিষয় রয়েছে, যার সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কারণে সেসব বর্ণনা করা দরকার। আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মেরাজের ঘটনা হয়তো বাইয়াতে আকাশের কিছুকাল আগে ঘটেছিলো অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাশের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিলো। আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু তালো জানেন।

প্রথম বাইয়াতে আকাশ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবৃত্যের দশম বর্ষে হজ্জ মওসুমে ইয়াসরেবের ছয়জন, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা আল্লাহর রসূলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের তাবলীগ করবেন।

এর ফলে পরবর্তী হজ্জ মওসুমে ১৩ জন লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। এদের মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ছাড়া অন্য ৫ জন ছিলেন, যারা গত বছরও এসেছিলেন। এরা ছাড়া বাকি সাত জনের নাম পরিচয় নিম্নরূপ।

ক্রমিক	নাম	গোত্র
১.	মায়া'য ইবনে হারেস ইবনে আফরা	বনি নাজার, খায়রাজ
২.	যাকওয়ান ইবনে আবদুল কয়েস	বনি যুরাইক, খায়রাজ
৩.	ওবাদা ইবনে সামেত	বনি গানাম, খায়রাজ
৪.	ইয়াযিদ ইবনে ছালাবা	বনি গানামের মিত্র, খায়রাজ
৫.	আববাস ইবনে ওবাদা ইবনে নাযলাহ	বনি সালেম, খায়রাজ
৬.	আবুল হায়ছাম ইবনে তাইহান	বনি আবদে আশহাল, আওস
৭.	ওয়াইম ইবনে সায়েদাহ	বনি আমর ইবনে আওফ, আওস।

১ সংকীর্ণ গিরিপথকে বলা হয় আকাশ। মক্কা থেকে মিনায় আসার পথে মিনায় পশ্চিম পাশে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। এই গিরিপথ আকাশে নামে বিখ্যাত। দশই লিলহজ্জ তারিখে যে জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা এ সুড়ঙ্গ পথের মাথায় অবস্থিত বলে একে জামরায়ে আকাশে বলা হয়। এর দ্বিতীয় নাম জামরায়ে কুবৰা। অন্য দুটি জামরা এ স্থান থেকে কিছু পূর্ব দিকে। মিন ময়দান এ তিনটি জামরার পূর্ব দিকে। এ কারণে জনসমাগম এদিকে লেগেই থাকে। পাথর নিক্ষেপের পর এদিকে আর লোক চলাচল থাকে না। তাই নবী করিম রসূলুল্লাহ (সঃ) যে বাইয়াত করেন, এ বলা হয় বাইয়াতে আকাশ। বর্তমানে এখানে পাহাড় কেটে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করা হয়েছে।

ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଶେଷୋଙ୍କ ଦୁ'ଜନ ଛିଲେନ ଆଓସ ଏବଂ ବାକି ସବାଇ ଖାୟରାଜ ଗୋଟିଏର ।^୨

ଏରା ସବାଇ ମିନାଯ ଆକାବାର କାହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ରେର କାହେ କରେକଟି ବିଷୟେ ବାଇୟାତ ନେନ । ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧିର ପର ଏବଂ ମକା ବିଜୟେର ସମୟେ ଏହିସବ କଥାର ଓପରେଇ ମହିଳାଦେର କାହୁ ଥେବେ ବାଇୟାତ ଗ୍ରହଣ କରା ହୈ । ଆକାବାର ଏଇ ବାଇୟାତେର ବିବରଣ ବୋବାରୀ ଶରୀଫେ ଓବାଦା ଇବନେ ସାମେତେର-ବର୍ଣନାୟ ଉତ୍ତରେ ରଯେଛେ । ତିନି ବଲେନ, ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେହେନ, ‘ଏସୋ, ଆମାର କାହେ ଏ ମର୍ମେ ବାଇୟାତ କରିବେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହର ସାଥେ କାଉକେ ଶରୀକ କରବେ ନା, ଚାରି କରବେ ନା, ଯେନା କରବେ ନା, ନିଜେର ସନ୍ତାନକେ ହତ୍ୟା କରବେ ନା, ମନଗଡ଼ା କୋନ ଅପବାଦ କାରୋ ଓପର ଦେବେ ନା, ଭାଲୋ କାଜେ ଆମାର ଅନୁସରଣ କରବେ, କୋନ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତା କରବେ ନା । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବ କିଛୁ ପାଲନ କରବେ, ତାର ପୁରୁଷର ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ରଯେଛେ । ଆର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବ ବିଷୟେର କୋନ କିଛୁ ଅମାନ୍ୟ କରବେ, ଯଦି ତାକେ ସେଇ ଅବାଧ୍ୟତାର ଜନ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ଦେଯା ହୁଏ ତବେ ତାର ଶାନ୍ତି ତାର ପାପରେ କାଫଫାରା ହେବ । ଯଦି କେଉଁ ଅବାଧ୍ୟତା ସନ୍ତୋଷ ଆଲ୍ଲାହ ଯଦି ତାର ପାପ ଗୋପନ ରାଖେନ ତାହଲେ ତାର କାଜେର ପରିଣାମ ଆଲ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛାର ଓପର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ତିନି ଇଚ୍ଛେ କରଲେ ଶାନ୍ତି ଅଥବା କ୍ଷମା କରେ ଦେବେନ ।

ହ୍ୟରତ ଓବାଦା ବଲେନ, ଏସବ ବିଷୟେ ଆମରା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ରେର କାହେ ବାଇୟାତ ଗ୍ରହଣ କରିଲାମ ।^୩

ମଦୀନାୟ ରସ୍ତ୍ରେର ଦୃତ ଓ ତାର ଉତ୍ସମୀଯ ସାକ୍ଷଳ୍ୟ

ବାଇୟାତ ଶୈଷ ହୟେ ଗେଲୋ ଏବଂ ହଞ୍ଜ ଓ ଶୈଷ ହେଲୋ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆଗତ ଲୋକଦେର ସାଥେ ମଦୀନାୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଦୃତ ପାଠାଲେନ । ମୁସଲମାନଦେର ଇସଲାମେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଯାରା ଏଥିମେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନି ତାଦେର କାହେ ଦୀନେର ଦାଓୟାତ ପ୍ରଦାନଇ ଛିଲୋ ଏହି ଦୃତ ପ୍ରେରଣେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ । ପ୍ରଥମଦିକେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୁବକ ମସାବାର ଇବନେ ଓମାୟେର ଆବଦାରି (ରା.)-କେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ମଦୀନାୟ ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

ହ୍ୟରତ ମସାବାର ଇବନେ ଓମାୟେର (ରା.) ମଦୀନାୟ ପୌଛେ ହ୍ୟରତ ଆସାଦ ଇବନେ ଯୁରାରା (ରା.)-ଏର ସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଏରପର ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ୱିପନର ସାଥେ ଉତ୍ୟେ ମଦୀନାବାସୀଦେର ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିତେ ଶୁରୁ କରେନ । ଏ ସମୟ ହ୍ୟରତ ମସାବାର ‘ମୁକରିଉନ’ ଉପଧି ଲାଭ କରେନ । ଏର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷକ ବା ମୋଯାନ୍ତ୍ରେମ ।

ଦୀନେର ତାବଳୀଗ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଁର ସାଫଲ୍ୟେର ଏକଟି ବିଶ୍ୱଯକର ଘଟନା ରଯେଛେ । ଯୋରାରାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ‘ଏକଦିନ ବନି ଆବଦୁଲ ଆଶହାଲ ଏବଂ ବନି ଯୋଫରେ ମହଲ୍ଲାୟ ଯାନ । ମେଖାନେ ବନି ଯୋବାଯେର ଏକଟି ବାଗାନେ ମାରକ ନାମେ ଏକଟି ଜଳାଶୟେର କିନାରାୟ ବସେନ । ତାଦେର କାହେ କରେକଜନ ମୁସଲମାନଓ ସମବେତ ହୁଏ । ବନି ଆଶହାଲ ଗୋଟିଏ ସର୍ଦୀର ଛିଲେନ ସା’ଦ ଇବନେ ମାୟା’ଯ ଏବଂ ଉତ୍ସାହେ ଇବନେ ଖୋଯାଯେର । ତାରା ତଥିନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନନି । ତାରା ନବାଗତ ମୁସଲମାନଦେର ଆଗମନେର ଖବର ପେଲେନ । ହ୍ୟରତ ସା’ଦ ଅପର ସର୍ଦୀର ଉତ୍ସାହେ ଇବନେ ଖୋଯାଯେରକେ ବଲଲେନ, ତୁମି ଗିଯେ ଦେଖେ ଏସୋ, ବ୍ୟାପାରଟା କି । ଓଦେର ବଲବେ ଯେ, ତୋମାର କି ଆମାଦେର ଦୂର୍ଲି ଲୋକଦେର ବେକୁବ ବାନାତେ ଚାଓ । ତାଦେର ଧରମ ଦେବେ ଏବଂ ଆମାଦେର ମହଲ୍ଲାୟ ଆସତେ ନିଷେଧ କରବେ । ଆସଯା’ଦ ଇବନେ ଯୋରାରା ଆମାର ଖାଲାତୋ ଭାଇ, ଏ କାରଣେଇ ତୋମାକେ ପାଠାଛି, ନା ହଲେ ଆମି ନିଜେଇ ଯେତାମ ।

ଉତ୍ସାହେ ନିଜେର ବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲେ ଉତ୍ୟେର କାହେ ଗେଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆସଯା’ଦ ତାକେ ଆସତେ ଦେଖେ ହ୍ୟରତ ମସାବାରକେ ବଲଲେନ, କଓମେର ଏକଜନ ସର୍ଦୀର ତୋମାର କାହେ ଆସଛେ । ତାର ବ୍ୟାପାରେ

୨. ରହମତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଃ ୮୫, ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଃ ୪୩୧-୪୩୩

୩. ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଃ ୫୫୦, ୫୫୧ ।

আঘাতের রহমত মনে মনে কামনা করো। হ্যরত মসআব বললেন, তিনি যদি বসেন তবে আমি তার সাথে কথা বলব। উছায়েদ পৌছেই ক্ষেপে গেলেন। বললেন, আপনারা কেন আমাদের এলাকায় এসেছেন? আপনারা কি আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে চান? প্রাণের মায়া থাকলে কেটে পড়ুন। হ্যরত মসআব বললেন, আপনি আমাদের কাছে বসুন। কিছু কথা শুনুন। পচন্দ হলে গ্রহণ করবেন, পচন্দ না হলে করবেন না। হ্যরত উছায়েদ বললেন, কথা তো ঠিকই। এরপর তিনি নিজের বর্ণা মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। হ্যরত মসআব (বা.) ইসলামের কথা বলতে শুরু করলেন। কোরআন তেলাওয়াত করলেন। পরে তিনি বলেছেন, উছায়েদ কিছু বলার আগেই আমি তার চেহারায় ইসলামের চমক লক্ষ্য করেছি। সব কথা শুনে উছায়েদ বললেন, কথা তো খুব ভালো। আপনারা কাউকে ইসলামে কিভাবে দীক্ষিত করেন? মসআব বললেন, আপনাকে গোসল করে পাক কাপড় পরতে হবে। এরপর কালেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য দিতে হবে এবং দু'রাকাত নামায আদায় করতে হবে। উছায়েদ সবই করলেন এরপর বললেন, আমাদের গোত্রে আরো একজন সর্দার রয়েছেন। তিনি যদি ইসলামে দীক্ষা নেন, তবে আমাদের গোত্রের আর কেউই বাদ থাকবে না। আমি তাকে এখনই আপনাদের কাছে পাঠাছি।

এরপর হ্যরত উছায়েদ তার বর্ণা নিয়ে সাঁদ ইবনে ময়া'য়-এর কাছে গেলেন। সাঁদ উছায়েদকে দেখে বললেন, এই লোকাট যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো, তার চেয়ে অন্য রকম চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। উছায়েদকে সাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করেছো? উছায়েদ বললেন, আমি তাদের সাথে আলাপ করেছি, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাইনি। তবে আমি তাদের নিষেধ করেছি। ভারা বলেছে, আপনারা যা চান, আমরা তাই করবো। আমি শুনেছি বনি হারেছা গোত্রের লোকেরা আসাদ ইবনে যোরারাকে হত্যা করতে চায়। এর কারণ হচ্ছে যে, তিনি আপনার খালাতো ভাই। ওরা আপনার সাথে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চায়। এ কথা শোনামাত্র সাঁদ ক্রোধে অধীর হয়ে বর্ণা হাতে ওদের কাছে পৌঁছুলেন। গিয়ে দেখেন দু'জনেই নিশ্চিন্তে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, উছায়েদ চেয়েছে যে, আমি দু'জন আগস্তুকের সাথে কথা বলি। সাঁদ তাদের সামনে গিয়ে রক্ষ্ম ভাষ্য বললেন, তোমরা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে চাও? এরপর আসাদকে বললেন, খোদার কসম হে আবু আনাস, তোমার এবং আমার মধ্যে যদি আঘীয়তার সম্পর্ক না থাকতো, তবে তুমি এমন কাজ করতে পারতে না। আমাদের এলাকায় এসে তোমরা এমন কাজ করছো, যা আমাদের পছন্দনীয় নয়।

হ্যরত আসয়াদ হ্যরত মসআবকে আগেই বলেছিলেন যে, এমন একজন লোক আসছেন যিনি তার গোত্রের প্রভাবশালী নেতা। যদি তিনি তোমার কথা শোনেন, তবে তার পেছনে কেউ বাদ থাকবে না। এ কারণে হ্যরত মসআব হ্যরত সাঁদকে বললেন, আপনি বসুন, কিছু কথা শুনুন। ভালো না লাগলে শুনবেন না। হ্যরত সাঁদ বললেন, ঠিকই তো। একথা বলে তিনি বর্ণা মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। হ্যরত মসআব তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করলেন। হ্যরত মসআব পরে বলেছেন, সাঁদ বলার আগেই আমি তার চেহারায় ইসলামের চমক লক্ষ্য করেছি। সাঁদ বললেন, তোমরা ইসলাম প্রহণের পর কি করো? মসআব বললেন, আপনি গোসল করুন, এরপর পাক কাপড় পরুন, এরপর কালেমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেবেন। তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করবেন। তারপর সাঁদ ইবনে ময়া'য় তাই করলেন।

ইসলাম প্রহণের পর প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে হ্যরত সাঁদ নিজের গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গেলেন। লোকেরা বললো, আপনি ভিন্ন চেহারায় ফিরে এসেছেন মনে হচ্ছে। হ্যরত সাঁদ বললেন, তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে করো, হে বনি আবদুল আশহাল! সবাই বললো আপনি হচ্ছেন আমাদের নেতা। বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী। সাঁদ ইবনে

ମାଯା'ଯ ବଲଲେନ, ଆଛା ତବେ ଶୋନୋ, ତୋମରା ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାହ ରବ୍ବୁଳ ଆଲାମୀନ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଓପର ଈମାନ ନା ଆନବେ, ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦେର ସାଥେ କଥା ବଲା ଆମାର ଜନ୍ୟ ହାରାମ । ବିକେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋତ୍ରେର ନାରୀ ପୁରୁଷ ସବାହି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ । ଉସାଇରେମ ନାମେ ଏକଜନ ଲୋକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଈମାନ ଆନେନନ୍ତି । ତିନି ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧର ଦିନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ନିଯେ ଶହିଦ ହନ । ତିନି କୋନ ନାମାୟଓ ଆଦାୟ କରେନନ୍ତି । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତାର ସମ୍ପର୍କେ ବଲେଛେନ, ଅଞ୍ଚ ଆମଲ କରେ ସେ ଅନେକ ବେଶୀ ପୁରୁଷର ପେଯେଛେ ।

ହ୍ୟରତ ମସାବାର ଓ ହ୍ୟରତ ଆସାଦ ଇବନେ ଯୋରାରାର ସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେଇ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଓ ତାବଲିଗେର କାଜ କରେନ । ଏହି ଦାଓୟାତେ ଆନ୍ଦୋଳନଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରେଇ କମେକଜନ କରେ ନାରୀ-ପୁରୁଷ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଜ୍ ମୌସୁମେ ଆସାର ଆଗେ ହ୍ୟରତ ମସାବାର ଇବନେ ଓମାୟେର (ରା.) ସାଫଲ୍ୟେର ସୁନ୍ଦବାଦ ନିଯେ ଆଜ୍ଞାହର ରସ୍ତୁରେ କାହେ ମକ୍କାଯ ହାଯିର ହନ । ତିନି ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଇୟାସରେବେର ଗୋତ୍ରସମୂହେର ଅବସ୍ଥା, ତାଦେର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର କୌଶଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କେଓ ବିଜ୍ଞାରିତ ତଥ୍ୟ ପେଶ କରେନ ।^୫

ଦ୍ଵିତୀୟ ବାଇୟାତେ ଆକାବା

ନୁବୁତେର ଅର୍ଯ୍ୟଦଶ ବର୍ଷେ ୬୨୨ ଈସାଯୀ ସାଲେର ଜୁନ ମାସେ ମଦୀନା ଥିକେ ୭୦ ଜନ ମୁସଲମାନ ହଜ୍ ପାଲନେର ଜନ୍ୟ ମକ୍କାଯ ଆଗମନ କରେନ । ଏରା ନିଜ କତ୍ତମେ ପୌତଲିକ ହାଜୀଦେର ସଙ୍ଗେ ମକ୍କାଯ ଆସଛିଲେନ । ମଦୀନାଯ ଥାକାର ସମୟେଇ ଅଥବା ମକ୍କାଯ ଆସାର ପଥେ ତାରା ପରମ୍ପରକେ ବଲଲେନ, କତୋଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଆମରା ମକ୍କାଯ ଏଭାବେ କଟ୍ଟକର ଅବସ୍ଥାଯ ଫେଲେ ରାଖିବୋ? ତିନି ମକ୍କାଯ ଯେତାବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଛେନ, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ତାରା ଆଲୋଚନା କରଲେନ ।

ମକ୍କାଯ ପୌତାର ପର ଗୋପନେ ତାରା ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ ଗୋପନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରଲେନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଲୋ ଯେ, ଉତ୍ତ୍ୟ ଦଲ ଆଇୟାମେ ତାଶରିକେର ମାର୍ବାମାରି^୬ ୧୨୬ ଜିଲ୍ହଜ୍ ତାରିଖେ ମିନାର ଜାମାରାୟେ ଉଲାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାମରାୟେ ଆକାବାର ଘାଁଟିତେ ଏକତ୍ରିତ ହ୍ୟେ ରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଗୋପନ ଆଲୋଚନା କରବେନ ।

ଏହି ସମ୍ମେଲନ ଇସଲାମ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ସଂଘାତେର ମଧ୍ୟେ ସମୟେର ଗତିଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଦିଯେଛିଲୋ । ଏକଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତାର ମୁଖେ ସେଇ ସମ୍ମେଲନର ବିବରଣୀ ଉପ୍ଲାଖ କରା ଯାଚେ ।

ହ୍ୟରତ କା'ବ ଇବନେ ମାଲେକ (ରା.) ବଲେନ, ଆମରା ହଜ୍ ଏର ଜନ୍ୟ ବେରିଯେଛିଲାମ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ଆଇୟାମେ ତାଶରିକେର ମାଝେ ଆକାବାଯ ଆମାଦେର ସାଥେ କଥା ବଲାର ସମୟ ନିର୍ଧାରଣ କରଲେନ । ଅବଶେଷେ, ସେଇ ରାତ ଏଲୋ, ଯେ ରାତେ କଥା ବଲାର ତାରିଖ ଛିଲୋ । ଆମାଦେର ସାଥେ ଆମାଦେର ସମ୍ମାନିତ ନେତା ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ହାରାମ ଓ ଛିଲେନ । ତିନି ତଥିନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନନ୍ତି । ଆମରା ତାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଲାମ । ଆମାଦେର ସନ୍ତୀ ଅମୁସଲିମଦେର କାହେ ଏହି ସମ୍ମେଲନର ବିଷୟ ଗୋପନ ରାଖା ହେଯେଛିଲୋ । ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ହାରାମେର ସାଥେ ଆମରା ଆଲୋଚନା କରେ ତାକେ ବଲଲାମ, ହେ ଆବୁ ଜାବେର ଆପନି ଆମାଦେର ଏକଜନ ସମ୍ମାନିତ ନେତା । ଆପନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଥିକେ ଆମରା ଆପନାକେ ବେର କରତେ ଚାଇ । ଅନ୍ତକାଳ ଦୋଯିଥେର ଆଗନ ଥିକେ ଆପନି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରବେନ ଏଟାଇ ଆମରା ଚାଇ । ଏରପର ଆମରା ତାକେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଲାମ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ ଆମାଦେର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ତାକେ ଜାନାଲାମ । ତିନି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ

8. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୩୫ ୨ୟ ଖତ ପୃ. ୧୦, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୧

5. ଜିଲ୍ହଜ୍ ମାସେର ୧୧, ୧୨, ୧୩ ତାରିଖକେ ଆଇୟାମେ ତାଶରିକ ବଲା ହୁଏ ।

ଏବଂ ଆମାଦେର ସାଥେ ଆକାବାୟ ଗେଲେନ । ତାକେ ନକିବ ମନୋନୀତ କରା ହଲୋ ।^୧

ହ୍ୟରତ କା'ବ (ରା.) ଘଟନାର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ ଦିଯେ ବଲେନ, ସେଇ ରାତେ ଆମରା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମାଦେର ଡେରାୟ ଶ୍ଵେତ ପଡ଼ିଲାମ । ରାତରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କେଟେ ଯାଓୟାର ପର ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ସାଥେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଧାରିତ ଜାୟଗାୟ ମିଲିତ ହଲାମ । ଚଢୁଇ ପାଖୀ ଯେମନ ଚୁପିସାରେ ତାର ବାସା ଥେକେ ବେର ହ୍ୟ, ଆମରା ଓ ଠିକ ସେଭାବେଇ ଡେରା ଥେକେ ବେର ହେଲିଲାମ । ଏକ ସମୟ ଆମରା ଆକାବାୟ ସମବେତ ହଲାମ । ସଂଖ୍ୟା ଛିଲାମ ଆମରା ୭୫ ଜନ । ୭୩ ଜନ ପୂର୍ବ ଏବଂ ୨ ଜନ ମହିଳା । ଦୁଇଜନ ହଜ୍ଞେ ବନୁ ମାଜେନ ଇବନେ ନାଜାର ଗୋତ୍ରେ ଉପେ ଆଶାରା ନାହିଁବା ବିନତେ କା'ବ ଏବଂ ବନୁ ସାଲମା ଗୋତ୍ରେ ଉପେ ମାନୀଙ୍ଗ ଆସମା ବିନତେ ଆମର ।

ଆମରା ସବାଇ ଘାଁଟିତେ ପୌଛେ ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଲାମ । ଏକ ସମୟ ତିନି ଏସେ ପୌଛୁଲେନ । ତାର ସାଥେ ତାର ଚାଚା ଆବାସ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ଛିଲେନ । ତିନି ତଥିନେ ଯଦିଓ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନନି, ତବୁଓ ଭାତୁଷ୍ପୁତ୍ରେର ହିତକାଙ୍ଗୀ ଛିଲେନ । ସର୍ବଥିମ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ତିନିଇ ଶୁରୁ କରେନ ।^୨

ପରିଷ୍ଠିତିର ନାଜୁକତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ସମେଲନ ଶୁରୁ ହଲୋ । ଦୀନୀ ଏବଂ ସାମରିକ ସହାୟତାକେ ଚଢାନ୍ତ ରୂପ ଦିତେ ଆଲୋଚନା ଶୁରୁ ହଲୋ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଚାଚା ଆବାସ ପ୍ରଥମେ କଥା ବଲେନ । ତିନି ଚାଲିଲେନ ଯେ, ପରିଷ୍ଠିତିର ଆଲୋକେ ଦାୟିତ୍ବେର ଶୁରୁତ୍ବେର ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରବେନ । ସେଇ ଶୁରୁଦାୟିତ୍ବ ଯାଦେର ଓପର ନ୍ୟଷ୍ଟ ହତେ ଯାଇଲୋ, ତାଦେର ସହୋଧନ କରେ ତିନି ବଲେନ, ମୋହାମ୍ମଦ ମୋନ୍ତଫାର ଯେ ମୂଲ୍ୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଯେଛେ, ସେଟା ତୋମରା ଜାନୋ । ଆମାଦେର କଓମେର ମଧ୍ୟେ ମୋହାମ୍ମଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମ ବିଶ୍වାସ ଯାରା ସମର୍ଥନ କରେ ନା, ମୋହାମ୍ମଦକେ ତାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଆମରା ଦୂରେ ରେଖେଛି । ନିଜ ଶହରେ ସ୍ଵଜାତୀୟଦେର ମଧ୍ୟେ ତିନି ନିରାପଦେ ରଯେଛେ । ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନେ ତୋମାଦେର କାହିଁ ଯେତେ ଚାନ । ତୋମାଦେର ସାଥେ ମିଶିଲେ ଜନ, ଯଦି ତୋମରା ତାର ନିରାପତ୍ତା ଦିତେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷେର ହାମଲା ଥେକେ ତାକେ ହେଫ୍ୟାତ କରତେ ପାରୋ ତବେ କିଛି ବଲାର ନେଇ । ତୋମରା ଯେ ଦାୟିତ୍ବ ନିଯେଛୋ, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ତୋମରାଇ ଭାଲୋ ଜାନୋ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକେ ଛେଡେ ଯାଓୟାର ଚିନ୍ତା କରେ ଥାକୋ, ତବେ ଏଖନେଇ ଚଲେ ଯାଓ । କେନନା ତିନି ସ୍ଵଜାତୀୟଦେର ମଧ୍ୟେ ନିଜ ଶହରେ ନିରାପଦେଇ ରଯେଛେ । ତାର ସାମନା ଏଖାନେ ରଯେଛେ ।

ହ୍ୟରତ କା'ବ (ରା.) ବଲେନ, ଆମରା ହ୍ୟରତ ଆବାସକେ ବଲଲାମ ଯେ, ଆପନାର କଥା ଆମରା ଶୁଣେଛି । ‘ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ଏବାର ଆପନି କଥା ବଲୁନ । ଆପନି ନିଜେର ଏବଂ ଆପନାର ପ୍ରତିପାଲକେର ଜନ୍ୟେ ଆମାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଯେ ଅଙ୍ଗୀକାର ନିତେ ଚାନ, ତାଇ ନିନ ।’^୩

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କଥା ଶୁରୁ କରଲେନ । ତିନି ପ୍ରଥମେ କୋରାଆନ ତେଲାଓୟାତ କରଲେନ । ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ଦାୟାତ ଦିଲେନ । ଏପରା ବାଇୟାତ ହଲୋ ।

ବାଇୟାତେର ଦର୍ଶାନମୂଳକ

ବାଇୟାତେର ଘଟନା ଇମାମ ଆହମ୍ମ ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରା.) ଥେକେ ବିଷ୍ଟାରିତ ବର୍ଣନା କରେଛେ । ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରା.) ବଲେନ, ଆମରା ବଲଲାମ, ‘ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ଆମରା ଆପନାର କାହିଁ କି ବିଷୟେ ଓପର ବାଇୟାତ କରବୋ? ତିନି ବଲେନ, ନିମୋକ୍ତ ବିଷୟାବଳୀର ଓପର ।

୧. ଭାଲୋମନ୍ଦ ସକଳ ଅବସ୍ଥାର ଆମର କଥା ଶ୍ଵେତ ଏବଂ ମାନବେ ।

୨. ସ୍ଵଚ୍ଛଲତା ଅସ୍ଵଚ୍ଛଲତା ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାଯାଇ ଧନ-ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାପ କରବେ ।

୧. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୮୮୦

୨ ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୮୮୦-୮୮୧

୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୮୮୧-୮୮୨

୩. ସଂ କାଜେର ଆଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ଅସଂ କାଜ ଥେକେ ବିରତ ରାଖବେ ।
୪. ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଉଠେ ଦାଡ଼ାବେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର ବ୍ୟାପାରେ କାରୋ ଭୟଭିତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନେ ପିଛିଯେ ଯାବେ ନା ।
୫. ତୋମାଦେର କାହେ ଯାଓଯାର ପର ଆମାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ଏବଂ ନିଜେଦେର ପ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ତାନଦେର ହେଫାୟତେର ମତୋଇ ଆମାର ହେଫାୟତ କରବେ ଏତେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଜାନ୍ମାତ ରଯେଛେ ।^୪

ଇବନେ ଇସହାକ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହ୍ୟରତ କା'ବ ଏର ବର୍ଣନା ଶୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଦଫାଯ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ । ସେଥାନେ ବଲା ହେଯେଛେ ଯେ, ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ କୋରାଅନ ତେଲାଓୟାତ ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ଦାଓୟାତ ଏବଂ ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ତାକିଦ ଦିଯେ ବଲଲେନ, ଆମି ତୋମାଦେର କାହେ ଏ ମର୍ମେ ବାଇୟାତ ନିଛି ଯେ, ତୋମରା ଯେ ଜିନିସ ଦ୍ୱାରା ନିଜେଦେର ସତ୍ତାନଦେର ହେଫାୟତ କରେ ଥାକୋ, ସେଇ ଜିନିସ ଦିଯେ ଆମାରା ହେଫାୟତ କରବେ । ଏ କଥା ଶୁନେ ହ୍ୟରତ କାବ ଇବନେ ମା'ଝର ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ହାତ ଧରେ ବଲଲେନ, ହାଁ, ସେଇ ଜାତେର ଶପଥ, ଯିନି ଆପନାକେ ସତ୍ୟ ନବୀ ହିସାବେ ପ୍ରେରଣ କରେଛେ, ଆମରା ଅବଶ୍ୟାଇ ସେଇ ଜିନିସ ଦ୍ୱାରା ଆପନାର ହେଫାୟତ କରବୋ, ଯା ଦ୍ୱାରା ନିଜେଦେର ସତ୍ତାନଦେର ହେଫାୟତ କରି । କାଜେଇ ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁ, ଆପନି ଆମାଦେର କାହେ ବାଇୟାତ ନିନ । ଖୋଦାର କସମ, ଆମରା ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଅ, (ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଛାଯାଯା ଆମରା ଜନ୍ୟ ଲାଭ କରେଛି), ହାତିଆର ହଚେ ଆମାଦେର ଖେଲନା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ସମୟ ଥେକେଇ ଏ ଅବସ୍ଥା ଚଲେ ଆସଛେ ।

ହ୍ୟରତ କା'ବ ବଲଲେନ, ତିନି ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ କଥା ବଲଛିଲେନ, ଏମନ ସମୟ ଆବୁଲ ତାଯାହାଲ ଇବନେ ତାଇହାନ ବଲଲେନ, ହେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ, ଇହୁଦୀଦେର ସାଥେ ଚାଙ୍ଗି ରଯେଛେ, ଆମରା ତାର ରଙ୍ଗୁ କେଟେ ଫେଲବୋ । ଆମରା ଇହୁଦୀଦେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରଲାମ, ଏରପର ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଆପନାକେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରଲେ ଆପନି ଆମାଦେର ଛେଡେ ସ୍ଵଜାତୀୟଦେର କାହେ ଫିରେ ଆସବେନ ନା ତୋ?

ଏ କଥା ଶୁନେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଯୁଦ୍ଧ ହେସେ ବଲଲେନ ନା, ତା ହବେ ନା ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୋମାଦେର ଧ୍ୱଂସ ଆମାର ଧ୍ୱଂସ ହିସାବେ ଗଣ୍ୟ ହବେ । ଆମି ତୋମାଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ, ଆର ତୋମରା ଆମାର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ । ତୋମରା ଯାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରବେ ଆମିଓ ତାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରବୋ, ତୋମରା ଯାଦେର ସାଥେ ସନ୍ଧି କରବେ, ଆମିଓ ତାଦେର ସାଥେ ସନ୍ଧି କରବୋ ।

ବାଇୟାତେର ବିପଞ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାର ବିବରଣ

ବାଇୟାତେର ଶର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ପର୍କେ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନାର ପର ଉପର୍ଥିତ ଲୋକେରା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ହାତେ ବାଇୟାତେର ଇଚ୍ଛା କରଲେନ । ଏ ସମୟ ଦୁ'ଜନ ମୁସଲମାନ ଉଠେ ଦାଡ଼ାଲେନ । ଏରା ନବୁଯାତେର ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ ମାଝାମାଝିର ହଜ୍ରେ ମୌସୁମେ ଇସଲାମ ପରିଷର କରେଛିଲେନ । ତାରା ନିଜେଦେର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପରିଷ୍ଠିତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଭାଲୋଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ଚାଇଲେନ । ତାରା ଚାହିଁଲେନ ଯେ, ବିଷୟଟିର ସବ ଦିକ ଯଥାୟଥଭାବେ ତୁଲେ ଧରେ ତାରପର ବାଇୟାତ କରବେନ । ତାରା ଏଟାଇ ଜାନତେ ଏବଂ ବୁଝତେ ଚାହିଁଲେନ ଯେ, କଓମେର ଲୋକେରା କତୋଟା ଆଭିଯାଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଯେଛେ ।

ଇବନେ ଇସହାକ ଲିଖେଛେ, ଲୋକେରା ବାଇୟାତେର ଜନ୍ୟ ସମବେତ ହ୍ୟାଯାର ପର ହ୍ୟରତ ଆବାସ ଇବନେ ଓବାଦା ଇବନେ ନାଯାଲା ବଲଲେନ, ତୋମରା ନିଶ୍ଚଯିତ ଜାନୋ ଯେ, ତାଁ ସାଥେ କିମେର ବ୍ୟାପାରେ ବାଇୟାତ କରଛେ? ସବାଇ ବଲଲେନ, ହାଁ ଜାନି । ହ୍ୟରତ ଆବାସ ବଲଲେନ, ତୋମରା କାଲୋ ଏବଂ ଲାଲ ଲୋକଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପାରେ ତାଁ ହାତେ ବାଇୟାତ କରଛେ । ଯଦି ତୋମରା ଏରପ ମନେ କରେ ଥାକୋ ଯେ, ତୋମାଦେର ଧନ-ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାଯିତ ହଲେ ଏବଂ ତୋମାଦେର ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ଲୋକେରା ନିହତ ହଲେ ତୋମରା

୪. ଇମାମ ଆହମ୍ଦ ଇବନେ ହାସଲ 'ହାତ୍ତାନ ସନଦେର' ସାଥେ ଏ ବର୍ଣନା କରେଛେ । ଇମାମ ହାକେମ ଓ ଇବନେ ହାସଲ ବର୍ଣନାକେ ସହୀହ ବଲେଛେ । ଇବନେ ହିଶାମ ୧୨ ଖଣ୍ଡ, ଦେସ୍ତନ

তাকে পরিত্যাগ করবে তবে এখনই তাঁকে পরিত্যাগ করো। কেননা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর নিসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে অবমাননাকর হবে। যদি তোমরা মনে করো যে, ধন-সম্পদ কোরবানী দেয়ার পর নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার পরও তাঁর সাথে কৃত প্রতিশ্রূতি পালন করবে, যেদিকে তোমাদের ডাকা হচ্ছে সেদিকে যাবে, তবে তোমরা তাঁকে নিয়ে নাও। আল্লাহর শপথ, এতে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে।^৫

এসব কথা বলার পর সবাই সমন্বয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ধন-সম্পদ কোরবানী করবো এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার ঝুঁকি নেবো কিন্তু বিনিময়ে আমরা কী পাব? আমরা আমাদের অঙ্গীকার যথাযথ পালন করবো, কিন্তু আমাদের বিনিময় কী হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জান্নাত। সবাই তখন হাত বাড়ালেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাত বাড়ালেন। বাইয়াত হয়ে গেলো।^৬

হযরত জাবের (রা.) বলেন, সমবেত লোকের মধ্যে আসআদ ইবনে যোরারা ছিলেন সবচেয়ে কম বয়সের, আসআদ তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে বললেন, মদীনাবাসীরা একটু থামো। আমরা তাঁর কাছে উটের বুক শুকানো দূরত্ব অতিক্রম করে এ কারণেই হাফির হয়েছি, যেহেতু তিনি আল্লাহর রসূল। আজ তাঁকে মক্কা থেকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আরবের সাথে শক্রতা, তোমাদের বিশিষ্ট নেতাদের নিহত হওয়া ও তলোয়ারের ঝনঝনানি। কাজেই এসব কিছু যদি সহ্য করতে পারো তবেই তাঁকে নিয়ে যাও। তোমাদের একাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যদি নিজেদের প্রাণ তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তাঁকে এখনই ছেড়ে দাও। এটা হবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ওয়ার।^৭

বাইয়াতের পূর্ণতা

বাইয়াতের দফাসমূহ আগেই নির্ধারিত ছিলো। পরিস্থিতির গুরুতর অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে। এরপর অতিরিক্ত তাকিদ দেয়ায় সবাই সমন্বয়ে বললেন, আসআদ ইবনে যোরারা তোমার হাত সরাও। আল্লাহর শপথ, আমরা এই বাইয়াতকে ছাড়তেও পারি না, নষ্টও করতে পারি না।^৮

এই জবাব পেয়ে হযরত আসআদ ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে, তার স্বজাতীয় লোকেরা দৃঢ়সংকল্প, তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। মুসাবাব ইবনে ওমায়ের ছিলেন মদীনায় দ্বীনের বিশিষ্ট মোবাল্লেগ। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিলেন বাইয়াতকারীদের ধর্মীয় নেতা। তাই সর্বপ্রথম আসআদ ইবনে যোরারা বাইয়াত করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, বনু নাজ্জার বলেছে, আবু উমাশা আসআদ ইবনে যোরারা প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।^৯ এরপর অন্য সবাই বাইয়াত করেন। হযরত জাবের

৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪২

৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৬

৭. মোসনাদে আহমদ

৮. মোসনাদে আহমদ

৯. ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, বনু আশহাল বলেছেন, সর্ব প্রথম আবুল হায়হাম ইবনে তায়হান বাইয়াত করেছেন, হযরত কাব' ইবনে মালেক বলেন, সর্ব প্রথম বাইয়াত করেছিলেন বারা ইবনে মারুর। ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৭। আমার ধারণা, বাইয়াতের আগে আবুল হায়হাম এবং বারার কথাকেই বাইয়াত বলে ধরা হয়েছে। অন্যথায় সে সময় সবার সামনে তো ছিলেন হযরত আসআদ ইবনে যোরারা। তাই তার নামই আগে বর্ণনা করার কথা।

(রা.) বলেন, আমরা একজন করে উঠলাম, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের একজন কাছে বাইয়াত নিলেন। বিনিময়ে তিনি আমাদের জানাতের সুসংবাদ দিলেন।^{১০}

সেই সম্মেলনে উপস্থিত দু'জন মহিলা মৌখিকভাবে বাইয়াত করেছিলেন। প্রিয় রসূল কথনেই কোন অপরিচিত মহিলার সাথে করম্মন করেননি।^{১১}

বারোজন নকীব ও তাদের নাম

বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিয় নবী প্রস্তাব করলেন যে, বারোজন নেতা মনোনীত করা হোক। এরা হবে তাদের কওমের নকীব। এরা বাইয়াতের শর্তাবলী নিজ নিজ কওমের লোকদের দ্বারা প্রৱণ করার দায়িত্ব পালন করবে। প্রিয় নবী উপস্থিত লোকদেরই বারোজনের নাম জানাতে বললেন। তাঁর একথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ১২ জন নকীব মনোনীত করা হলো। এদের মধ্যে ৯ জন খায়রাজ ও ৩ জন আওস গোত্রের ছিলেন।

(১) আদআদ ইবনে যোরাবা ইবনে আদাছ, (২) সাদ ইবনে রবিয়া ইবনে আমর (৩) আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ইবনে সালাবাহ (৪) রাফে ইবনে মালেক ইবনে আযলান (৫) বারা ইবনে মারক্র ইবনে ছাখার (৬) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (৭) ওবাদা ইবনে সামেত ইবনে কায়েস (৮) সাদ ইবনে ওবাদা ইবনে অইম (৯) মুনয়ের ইবনে আমর খোনাইস। এরা ছিলেন খায়রাজ গোত্রের। যথা-

অন্যদিকে (১) উচ্চায়েদ ইবনে খুজায়ের ইবনে ছাশ্মাক (২) সাদ ইবনে খায়ছামা ইবনে হারেছ (৩) রেফায়া ইবনে আবদুল মুনয়ের ইবনে যোবায়র ছিলেন আওস গোত্রের।^{১২}

বারোজন নকীব নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের কাছ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় আরো একটি অঙ্গীকার নিলেন। কেননা এরা ছিলেন অধিক দায়িত্বশীল। তিনি বললেন, আপনারা স্বজাতীয়দের সকল বিষয়েরই জন্যেই দায়িত্বশীল ও যিস্মাদার। হাওয়ারিরা (১২ জন) হ্যরত টেসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে যেমন দায়িত্বশীল ও যিস্মাদার ছিলেন, আপনারাও ঠিক তেমনি। আমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ও যিস্মাদার। সবাই সমন্বয়ে বললেন, জী হ্যাঁ।

শয়তান কর্তৃক চুক্তির তথ্য ঝাঁস

চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সবাই চলে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন এমন সময় শয়তান সম্মেলনের বিষয়ে জেনে গেলো। কোরায়শদের কাছে খবর পৌঁছানোর সময় ছিলো না। যদি পৌঁছাতো, তবে তারা সংঘবন্ধভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এ কারণে শয়তান উঁচু পাহাড় চূড়ায় উঠে উচ্চস্বরে বললো, মিনাবাসীরা, মোহাম্মদকে দেখো। বে-বীন লোকেরা বর্তমানে তার সঙ্গে রয়েছে। তোমাদের সাথে লড়াই করার জন্যে তারা সমবেত হয়েছে।

প্রিয় নবী বললেন, ওটা হচ্ছে এই ঝাঁটির শয়তান। ওরে আল্লাহর দুশ্মন, শুনে রাখ, খুব শীত্রই আমি তোর জন্যে সময় পাচ্ছি। এরপর তিনি লোকদের বললেন, তারা যেন নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যায়।^{১৩}

শয়তানের আওয়ায শুনে হ্যরত আবাস ইবনে ওবাদা ইবনে সাজলা বললেন, সেই জাতের কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি চান, তবে আগামীকালই আমরা

১০. মোসনাদে আহমদ,

১১. সহীহ মুসলিম বাইয়াতুল নেসা, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩১

১২. কেউ কেউ যোবাইর এর পরিবর্তে যোনাইর উল্লেখ করেছেন। কোন কোন সীরাত রচয়িতা রেফায়ার পরিবর্তে

আবুল হায়ছাম, ইবনে তাইহানের নাম সংযোজন করেছেন।

১৪. যাদুল মায়দ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫১

ମିନାବାସୀଦେର ଓପର ତଲୋଯାର ନିଯେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ରାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲଲେନ, ଆମାକେ ଏଥିନୋ ଏ କାଜେର ଆଦେଶ ଦେଯା ହୟନି । ତୋମରା ତୋମାଦେର ଆନ୍ତାନାୟ ଫିରେ ଯାଓ । ଏରପର ସବାଇ ଗିଯେ ଶ୍ଵେତ ପଡ଼ଲେନ । ୧୫

ମଦୀନାର ନେତାଦେର ସାଥେ

କୋରାଯଶଦେର କଥା କାଟାକାଟି

କୋରାଯଶରା ଏ ଖବର ପାଞ୍ଚାର ପର ଦିଶେହରା ହୟେ ପଡ଼ଲୋ । କେନନା ଏ ଧରନେର ବାଇୟାତେର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କେ ତାରା ଅବହିତ ଛିଲୋ । ପରଦିନ ସକାଳେ କୋରାଯଶଦେର ଏକଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ମଦୀନାବାସୀ ଆଗନ୍ତୁକଦେର ତ୍ବର ସାମନେ ଗିଯେ ଗତ ରାତରେ ସମ୍ମେଲନେର ଏବଂ ବାଇୟାତେର ବିରଳଦେ ତୀଏ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରଲୋ । ତାରା ବଲଲୋ, ଓହେ ଖାଯରାଜେର ଲୋକେରା, ଆମରା ଶୁନଲାମ ତୋମରା ଆମାଦେର ଏଇ ଲୋକକେ ଆମାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ବେର କରେ ନିଯେ ଯେତେ ଚାଓ । ତୋମରା ଆମାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ଜନ୍ୟ ତାର ହାତେ ବାଇୟାତ କରଛୋ । ଅର୍ଥଚ ତୋମାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ଅନ୍ୟସବ ଆରବ ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ଜୟେ ଆମାଦେର କାହେ ଅପରାଧନୀୟ । ୧୬

ମଙ୍କାର କୋରାଯଶରା ବିକ୍ଷେତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାର ପର ମଦୀନା ଥେକେ ଆସା ଅମୁସଲିମ ତୀର୍ଥ୍ୟାତ୍ମୀରା ବଲଲୋ, ତୋମାଦେର କଥା ଠିକ ନଯ । ତାରା କସମ କରେ ବଲଲୋ, ଏ ଧରନେର ଘଟନା ଘଟିତେଇ ପାରେ ନା । ଆବଦୁଗ୍ରାହ ଇବନେ ଉବାଇ ବଲଲୋ, ଆମାର କଓମେର ଲୋକେରା ଆମାକେ ବାଦ ଦିଯେ ଏତୋବଡ଼ କାଜ କରବେ, ଏଟାତେ ଚିନ୍ତାଇ କରା ଯାଯ ନା । ଆମି ତୋ ଏଥିନ ମଙ୍କାଯ, ଯଦି ଆମି ମଦୀନାୟ ଥାକତାମ, ତବୁଓ ତାରା ଆମାର ସାଥେ ପରାମର୍ଶ ନା କରେ ଏ ଧରନେର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରତୋ ନା ।

ସମ୍ମେଲନ ଏବଂ ବାଇୟାତ ରାତେର ଆଁଧାରେ ହୟେଛିଲୋ । ବିଶ୍ୱାସ କରାର ମତୋ ନଯ । ଏ କାରଣେ ମଦୀନାର ଅମୁସଲିମ ତୀର୍ଥ୍ୟାତ୍ମୀଦେର କଥାଇ ମଙ୍କାର ଅମୁସଲିମରା ବିଶ୍ୱାସ କରଲୋ । ମୁସଲମାନରା ଏକେ ଅନ୍ୟେର ପ୍ରତି ଆଡ଼ଚୋଥେ ତାକାଳେନ । ତାରା ଛିଲେନ ଚୁପ୍ଚାପ ।

ତାଁରା ହାଁ ବା ନା କିଛୁଇ ବଲଲେନ ନା । ଏକ ସମୟ କୋରାଯଶ, ନେତାରା ବୁଝଲୋ ଯେ, ଆଶକ୍ତ କରାର ମତୋ କିଛୁ ଆସଲେ ଘଟେନି । ଅବଶ୍ୟେ ତାରା ହତାଶ ହୟେ ଫିରେ ଗେଲୋ ।

ବାଇୟାତକାରୀଦେର ଧାଓୟା

ମଙ୍କାଯ କୋରାଯଶ ନେତାରା ଏ ବିଶ୍ୱାସେର ସାଥେ ସାଥେ ଫିରେ ଏଲୋ ଯେ, ତାରା ଯା ଶୁନେଛେ, ସେଟା ସତ୍ୟ ନଯ । ତବେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ ଛିଲୋ, ଏ ଜନ୍ୟ ତାରା ତଥ୍ୟ ସଂଘରେ ଜନ୍ୟ ଅଧୀର ହୟେ ଉଠିଲୋ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝାତେ ପାରଲୋ ଯେ, ଘଟନା ସତ୍ୟ । ବାଇୟାତେର ଘଟନା ଆସଲେଇ ଘଟେଛେ- ନିଶ୍ଚିତଭାବେଇ ଘଟେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ସଥିନ ତାରା ପେଲୋ, ତଥିନ ମଦୀନାର ହଜ୍ଜ୍ୟାତ୍ମୀରା ରାଗ୍ୟାନା ହୟେ ଗେଛେନ । କିଛୁସଂସ୍ଥକ ଅମୁସଲିମ ମଦୀନାୟ ଯାତ୍ରୀଦେର ପିଛୁ ଧାଓୟା କରଲୋ । କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ତତ୍କଷଣେ ହାତଛାଡ଼ା ହୟେ ଗେଛେ । ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଘୋଡ଼ ସଗ୍ୟାରରା ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା ଏବଂ ମୁନଯେର ଇବନେ ଆମରକେ ଦେଖିବେ ପେଲ । ମୁନଯେର ଦ୍ରୁତ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ । ସା'ଦ ଧରା ପଡ଼ଲେନ । ତାକେ ମଙ୍କାଯ ବେଁଧେ ନିଯେ ଆସା ହଲୋ । ତାଁକେ ପ୍ରହାର କରା ହଲୋ । ମଙ୍କାଯ ନେଯାର ପର ମାତ୍ରାମ ଇବନେ ଆଦୀ ଏବଂ ହାରେଛ ଇବନେ ହବର ଉମାଇୟା ତାକେ ଛାଡ଼ିଯେ ଦିଲେନ । କେନନା ଏଇ ଦୁ'ଜନେର ବାଗିଜ୍ୟ କାଫେଲା ମଦୀନାୟ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦାର ତତ୍ତ୍ଵବଧାନେ ଯାତ୍ରାତ୍ମାତ କରତୋ । ଏଦିକେ ମଦୀନାର ହଜ୍ଜ୍ୟାତ୍ମୀରା ତାଦେର ସଫରସଙ୍ଗୀ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦାର ଫେଫତାରେ ଘଟନାୟ ତୀଏ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରଲେନ । ତାରା ମଙ୍କାଯ ଫିରେ ଶିଯେ କାଫେର କୋରାଯଶଦେର ଓପର ହାମଲାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଲେନ । କିନ୍ତୁ ମଙ୍କାର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଯାଓୟାର ଆଗେଇ ତାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ ଯେ, ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା ଫିରେ ଆସଛେ । ଏରପର କାଫେଲାର ସବାଇ ନିରାପଦେ ରାଗ୍ୟାନା

হয়ে নিরাপদে মদীনা পৌছুলেন।^{১৭}

এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা। এটাকে বাইয়াতে আকাবা কোবরাও বলা হয়। এই বাইয়াত এমন এক পরিবেশে হয়েছিলো যে, ঈমানদারদের মধ্যে পারম্পরিক সহমর্িতা, সহযোগিতা, বিশ্বাস, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রেরণা এখানে জাগরুক ছিলো। মদীনার ঈমানদারদের অন্তর মক্কার দুর্বল ভাইদের প্রতি ভালোবাসায় ছিলো পরিপূর্ণ। সাহায্য করার উদ্দীপনায় মনে ছিলো দুর্বার সঙ্কল্প। অত্যাচারী বিধৰ্মীদের জন্যে অন্তরে ছিলো ক্ষেত্র ও ঘণ্টা। না দেখেও যাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ভাই হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা ছিলো প্রকৃতপক্ষেই দ্বিনী ভাই।

এ ধরনের প্রেরণা বাস্তিক কোন আকর্ষণের কারণে ছিলো না। সময়ের স্ন্যাতধারায় এ ভালোবাসার প্রেরণা মুছে যাওয়ার সংভাবনাও ছিলো না। বরং এ ভালোবাসার মূলে ছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান ও আল্লাহর কোরআনের প্রতি ঈমান। এই ঈমান কোন প্রকার যুলুম নির্যাতন অত্যাচার ও শক্তির সামনে দুর্বল ও নষ্ট হওয়ার কোন সংভাবনা ছিলো না। এই ঈমান বা অদৃশ্য বিশ্বাসের দৃঢ়তার পরিচয় আমলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই ঈমানের কারণেই মুসলমানরা পৃথিবীতে বিস্থায়কর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। সেই কৃতিত্বের উদাহরণ অতীতের পৃথিবীতে যেমন পাওয়া যায়নি, ভবিষ্যতের পৃথিবীতেও পাওয়ার তেমনি সংভাবনা নেই।

হিজরতকারী মুসলমানদের শক্তি প্রতিনিধিদল

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম, কুফুরী ও মূর্খতার অন্ধকারের মধ্যে নিজের জন্যে একটি আবাসভূমির বুনিয়াদ রাখতে সক্ষম হলো। দাওয়াতের শুরু থেকে এটা ছিলো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের অনুমতি দিলেন, তারা যেন নিজেদের নতুন দেশে হিজরত করে চলে যায়।

হিজরত অর্থ হচ্ছে সব কিছু পরিত্যাগ করে শুধু প্রাণ রক্ষার জন্যে কোথাও চলে যাওয়া। তবে এই প্রাণও শক্ষামূজ্ড নয়। যাত্রা শুরু থেকে গন্তব্যে পৌছা পর্যন্ত যে কোন জায়গায় এই প্রাণ সংহার হয়ে যেতে পারে। যাত্রা শুরু হচ্ছে এক অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে। ভবিষ্যতে কি ধরনের বিপদ মুসবিতের সম্মুখীন হতে হবে, সে সম্পর্কে আগে ভাগে কিছুই বলা যায় না।

এসব কিছু জেনে বুঝেই মুসলমানরা হিজরত শুরু করেন। এদিকে পৌত্রলিকরা মুসলমানদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো। কারণ পৌত্রলিকরা বুঝতে পেরেছিলো যে, মুসলমানদের হিজরতের পর ভবিষ্যতে তাদের জন্যে অনেক আশঙ্কা ও বিপদ দেখা দেবে। নীচে হিজরতের কায়েকটি নমুনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(এক) প্রথম মোহাজের ছিলেন হ্যরত আবু সালমা (রা.)। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার এক বছর আগে তিনি হিজরত করেন। স্তু এবং সন্তানরাও তার সাথে ছিলেন। তিনি রওয়ানা হতে শুরু করলে তাঁর শুশ্রালয়ের লোকেরা বললো, আপনার নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের চেয়ে আপনার বেশী রয়েছে। কিন্তু আমাদের যেয়ের কি হবে? আপনি তাকে শহরে শহরে যোরাবেন এটা জানার পরও কিভাবে তাকে আপনার সাথে যেতে দিতে পারিঃ সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আবু সালমার স্তুকে তার মা-বাবা রেখে দিলেন। এ খবর পাওয়ার পর আবু সালমার মা-বাবা ক্ষেপে গেলেন। তারা নিজেদের পৌত্রকে কেড়ে নিয়ে এলেন। দুর্ঘপোষ্য শিশুকে এক ধাত্রীর কাছে প্রতিপালনের জন্যে দেয়া হলো। এর

আগে এক জ্যাগায় শিশুকে উভয় পক্ষ টানাটানি করায় শিশুর হাতে ব্যথা পেলো। মোটকথা হ্যরত আবু সালমা (রা.) একা মদীনায় চলে গেলেন। এদিকে স্থামী সন্তান ছেড়ে উষ্মে সালমা পাগলিনীর মত হয়ে গেলেন। যেখানে তাঁর স্থামী বিদায় নিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তানকে কেড়ে নেয়া হয়েছিলো, সেই জ্যাগার নাম ছিলো আবত্তাহ। প্রতিদিন সকালে তিনি আবত্তাহ যেতেন এবং সারাদিন বিলাপ করতেন। এভাবে এক বছর কেটে গেলো। অবশেষে উষ্মে সালমার একজন আত্মীয় উষ্মে সালমার মা-বাবাকে বললো, বেচারীকে কেন আপনারা স্থামীর কাছে যেতে দিচ্ছেন না? এরপর তার মা-বাবা তাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে স্থামীর কাছে যেতে পারো। উষ্মে সালমা তখন শুশ্রালয়ে গিয়ে সন্তানকে ধাত্রীর কাছ থেকে নিয়ে নিলেন এবং একাকী সন্তানসহ মদীনা রওয়ানা হলেন। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার। তানঙ্গম নামক জ্যাগায় পৌছার পর ওসমান ইবনে আবু তালহার সাথে দেখা হলো। উষ্মে সালমা তাকে সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে ওসমান তাকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হলেন। কোবার জনপদ দূর থেকে দেখে বললেন, এ জনপদে তোমার স্থামী রয়েছে, তুমি সেখানে চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। এরপর ওসমান মক্কায় ফিরে এলেন।^১

দুই) হ্যরত সোহায়েব (রা.) মদীনায় হিজরত করার ইচ্ছা করলে কোরায়শ পৌত্রলিকরা বললো, তুমি আমাদের কাছে যখন এসেছিলে, তখন তুমি ছিলে নিসঙ্গ কাঙাল। এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন-সম্পদ হয়েছে। তুমি অনেক উন্নতি করেছ। এখন তুমি সেসব নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে চাও? সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। হ্যরত সোহায়েব বললেন, আমি যদি ধন-সম্পদ সব ছেড়ে যাই তবে কি তোমার আমাকে যেতে দেবে? তারা বললো, হাঁ, দেবো। হ্যরত সোহায়েব বললেন, ঠিক আছে, তাই হোক। সব কিছু তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর মন্তব্য করলেন, সোহায়েব লাভবান হয়েছে, সোহায়েব লাভবান হয়েছে।^২

তিন) হ্যরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আইয়াশ ইবনে আবি রবিয়া এবং হিশাম ইবনে আস ইবনে ওয়ায়েল পরম্পরার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অমুক জ্যাগায় সকাল বেলা একত্রিত হয়ে সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করবেন। এরপর হ্যরত ওমর এবং আইয়াশ নির্দিষ্ট সময়ে পৌছুতে সক্ষম হলেন কিন্তু হিশাম পৌছুতে পারলেন না, তাকে বন্দী করে রাখা হলো।

উল্লিখিত দুজন হিজরত করে কোরায়শ পৌছার পর আইয়াশের কাছে আবু জেহেল এবং তার ভাই হারেস পৌছুলো। তিনজন ছিলেন এক মায়ের সন্তান। উভয় ভাই আইয়াশকে বললো, মা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত মাথার চুল আঁচড়াবে না, রোদ থেকে ছায়ায় যাবে না। একথা শুনে মায়ের জন্যে আইয়াশের মন কেঁদে উঠলো। হ্যরত ওমর (রা.) এ অবস্থা দেখে আইয়াশকে বললেন, শোনো আইয়াশ, ওরা তোমাকে তোমার দীনের ব্যাপারে একটা ফেতনায় ফেলতে চায়, কাজেই তুমি সাবধান হও। খোদার কসম, তোমার মায়ের মাথায় যখন উকুন কামড়াবে, তখন তিনি নিশ্চয়ই মাথায় চিরমি দেবেন, মক্কার কড়া রোদ অসহ্য হলে তিনি ঠিকই ছায়ায় যাবেন। কিন্তু আইয়াশ সেকথা কানে তুললেন না। তিনি মায়ের কসম পুরো করার জন্যে ভাইদের সাথে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, যেতেই যখন চাও, আমার এ উটনী নিয়ে যাও। এর পিঠ থেকে নামবে না। মায়ের সাথে দেখা দিয়েই চলে আসবে। যদি সন্দেহজনক কোন আচরণ দেখো দ্রুত মদীনায় ফিরে আসবে।

আইয়াশ উটনীর পিঠে চড়ে দুই ভাইয়ের সাথে মক্কা অভিমুখে ফিরে চললেন। কিছুদূর

১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৬৯, ৪৭০

২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭৭

ଯାଓୟାର ପର ଆବୁ ଜେହେଲ ଆଇୟାଶକେ ବଲଲୋ, ଭାଇ, ଆମାର ଉଟ ଖୁବ ଧିରେ ଚଲେ, ତୋମାର ଉଟନୀଟା କିଛୁକ୍ଷଣେ ଜନ୍ୟ ବଦଳ କରବୋ । ଆଇୟାଶ ଉଟନୀ ବସାନୋର ସାଥେ ସାଥେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଳେ ଆଇୟାଶକେ ରଶ ଦିଯେ ବେଁଧେ ବାଧା ଅବଶ୍ୟ ଦିନେର ବେଲାଯ ମକ୍କାୟ ନିଯେ ଗେଲୋ । ମକ୍କାୟ ନେଯାର ପର ସବାଇକେ ଶୁଣିଯେ ବଲଲୋ, ଓହେ ମକ୍କାର ଅଧିବାସୀରୀ, ତୋମରା ତୋମାଦେର ବେକୁବଦେର ସାଥେ ଠିକ ଏରପ ବ୍ୟବହାର କରେଛି ।^୩

ହିଜରତ କରାର ଜନ୍ୟ କେଉ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଚେ ଏ ଖବର ପାଓୟାର ପର ପୌତ୍ତିଲିକରା ତାଦେର ସାଥେ ଯେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରତୋ, ଏଥାନେ ତାର ତିନଟି ନୟନ ତୁଳେ ଧରା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ଏତୋ ବାଧା ସଞ୍ଚେତ ଦ୍ୱାରା ମାନେର ସମ୍ବଲ ବୁକେ ନିଯେ ମୁସଲମାନରା ହିଜରତ କରତେ ଥାକେନ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇୟାତେ ଆକାବାର ଦୁଇ ମାସ କରେକ ଦିନ ପର ମକ୍କାୟ ପ୍ରିୟ ନବୀ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ ମୁସଲମାନ ଛିଲେନ ନା । ଏରା ଦୁଇଜନ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁୟାୟୀ ମକ୍କାୟ ରଯେ ଗେଲେନ । କରେକଜନ ମୁସଲମାନ ଏମନ ଛିଲେନ ଯେ, ତାଦେରକେ ପୌତ୍ତିଲିକରା ଜୋର କରେ ଆଟକେ ରେଖେଛିଲୋ । ରସ୍ତେ ଖୋଦା ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାଯ ହିଜରତେର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଯେ ଆଲ୍ଲାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା ଛିଲେନ । ଆର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ସଫରର ସାଜ-ସରଙ୍ଗାମ ବେଁଧେ ରେଖେ ଦିଯେଛିଲେନ ।^୪

ସହୀହ ବୋଖାରୀ ଶରୀକେ ହ୍ୟରତ ଆୟଶା (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ ଯେ, ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମୁସଲମାନଦେର ବଲଲେନ, ଆମାକେ ତୋମାଦେର ହିଜରତେ ଥାନ ଦେଖାନେ ହେଯେଛେ । ଏଟି ହେଚେ ଦୁଇ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟି ଏଲାକା । ଏରପର ମୁସଲମାନରା ମଦୀନାଯ ହିଜରତ ଶୁରୁ କରେନ । ହାବଶାୟ ଯାରା ହିଜରତ କରେଛିଲେନ ତାରାଓ ମଦୀନାଯ ଆସତେ ଶୁରୁ କରେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-ଓ ମଦୀନାଯ ସଫରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାକେ ବଲଲେନ, ଅପେକ୍ଷା କରୋ, ଆମି ଧାରଣ କରଛି ଯେ, ଆମାକେ ହିଜରତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯା ହବେ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ଆମାର ମା-ବାବା ଆପନାର ଜନ୍ୟ କୋରବାନ ହୋକ, ଆପନି କି ହିଜରତେର ଆଶା କରଛେ? ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ହା । ଏରପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗଲେନ । ତିନି ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସଫରସଙ୍ଗୀ ହବେନ-ଏ ଆଶାୟ ଛିଲେନ । ତାର କାହେ ଦୁଇ ଉଟନୀ ଛିଲୋ । ତାଦେରକେ ଚାର ମାସ ଯାବତ ଭାଲୋ କରେ ବାଚଲା ଗାହେର ପାତା ଖାଓୟାନୋ ହଲୋ ।^୫

ଦାର୍ଢଳ ନୋଦ୍ଵୟାଯ କୋରାଯଶଦେର ବୈଠକ

ମକ୍କାର ପୌତ୍ତିଲିକରା ସଥିନ ଦେଖିଲୋ ଯେ, ସାହାବାୟ କେରାମରା ପରିବାର-ପରିଜନ ଓ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଫେଲେ ରେଖେ ଆଓସ ଏବଂ ଖାୟରାଜଦେର ଏଲାକାଯ ଗିଯେ ପୌଛେଛେ, ତଥିନ ତାରା ଦିଶେହାରା ହେୟ ପଡ଼ିଲୋ । କ୍ରୋଧେ ତାରା ଅନ୍ତିର ହେୟ ଉଠିଲୋ । ଇତିପୂର୍ବେ ତାରା ଏ ଧରନେର ବିପଞ୍ଜନକ ପରିଷ୍ଠିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କଥନୋତେ ହେୟନି । ଏ ପରିଷ୍ଠିତି ଛିଲୋ ତାଦେର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିର ଓପର ମାରାଉକ ଆଘାତ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସ୍ଵରୂପ ।

୩. ହିଶାମ ଏବଂ ଆଇୟାଶ କାଫରଦେର ହାତେ ବନ୍ଦୀ ଛିଲୋ । ରସ୍ତୁ ହିଯରତ କରାର ପର ଏକଦିନ ବଲଲେନ, କେ ଆହୋ, ଯେ ଆମାର ଜନ୍ୟ ହିଶାମ ଏବଂ ଆଇୟାଶକେ ଛାଡ଼ିଯେ ଆନତେ ପାରୋ? ଓଲୀଦ ଇବନେ ଓଲୀଦ ଏ ଦାସିତ୍ ନିଲେନ । ଗୋପନେ ତିନି ମକ୍କା ଗେଲେନ । ଓଦେର ଜନ୍ୟ ଖାବାର ନିଯେ ଯାଓୟା ଏକ ମହିଳାକେ ଅନୁସରଣ କରେ ତାଦେର ଠିକାନା ଜେନେ ନିଲେନ । ଛାନ୍ଦ ବିହିନ ଏକଟି ଘରେ ଉତ୍ତ୍ୟକେ ଆଟକେ ରାଖା ହେୟିଲୋ । ଗଭୀର ରାତେ ଓଲୀଦ ଦେଯାଲ ବେଯେ ଉଠେ ଘରେର ଭେତରେ ଗେଲେନ । ତାରପର ବାଧନ କେଟେ ଦିଯେ ବେର କରେ ନିଜେର ଉଟେ ବସିଯେ ଉତ୍ୟକେ ମଦୀନାଯ ନିଯେ ଏଲେନ । ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୭୪-୪୭୬ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରାଃ) ୨୦ ଜନ ସାହାବାର ଏକଟି ଦଲସହ ମଦୀନାଯ ହିଯରତ କରେନ । ସହୀହ ବୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ ।

୪. ଯାଦୁଳ ଆୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୨

୫. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ହ୍ୟରତେ ନବୀ ଅଧ୍ୟାୟ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୩

পৌত্রিকরা ভালো করেই জানতো যে, হয়রত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে নেতৃত্ব ও পথ-নির্দেশের যোগ্যতা এবং তাঁর প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। একই সাথে তাঁর সাহাবাদের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার যে প্রেরণা রয়েছে সেটাও তাদের অজানা ছিলো না। আওস এবং খায়রাজ গোত্রের রণ কৌশল, যোদ্ধা বা লড়াকু হিসাবে সুনাম সুখ্যাতিও ছিলো সর্বজনবিদিত। উভয় গোত্রের মধ্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যেসব নেতা রয়েছেন, তাদের অসাধারণ প্রজ্ঞাও সকলের জানা ছিলো। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী যেমন লড়াই করতে জানেন, তেমনি প্রয়োজনে সন্ধি সমবোতাও করতে জানেন। বহু বছর গৃহযুদ্ধের তিক্ততার পর আওস এবং খায়রাজ গোত্র বর্তমানে প্রয়োজনে সন্ধি এবং মিত্রতার বক্ষনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এ খবরও কোরায়শদের অজানা ছিলো না।

পৌত্রিক কোরায়শরা এটা জানতো যে, ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে যে পথ রয়েছে, সেই পথেই চলাচল করে কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা। সে পথ মদীনা থেকে বেশী দূরে নয়। কাজেই অর্থনৈতিক এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিরিয়া থেকে মক্কাবাসীদের বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিলো (সেই সময়ের হিসাব অনুযায়ী) আড়াই লক্ষ বর্গমুদ্রার সমপরিমাণ। তাবেরা এবং অন্যান্য এলাকার বাণিজ্যিক হিসাব ছিলো এর অতিরিক্ত। কাজেই বাণিজ্যিক পথ নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তার মাধ্যমেই যে এ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা হতে পারে এটা তারা ভালো করেই বুঝতো।

এ আলোচনা থেকে বোৰা যায় যে, মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়া এবং মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে মদীনাবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিণাম কতো মারাত্মক। পৌত্রিকরা এসব আশঙ্কা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিলো এবং তারা বুঝতে পারছিলো যে, সামনে কঠিন সময় ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ কারণে তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কার্যকর প্রতিবেদক সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলো। তারা জানতো যে, এসব বিশ্বজ্ঞলা এবং অশাস্ত্রি মূলে রয়েছেন ইসলামের পতাকাবাহী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজে।

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার প্রায় আড়াই মাস পর ২৬ শে সফর, ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ইসলামী সালের শুক্রবার^১ সকালে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।^২ মক্কার পার্লামেন্ট দারুল নোদওয়ায় ইতিহাসের সবচেয়ে ঘূণ্য ও জর্ঘন্য এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মক্কার কোরায়শদের সকল গোত্রের প্রতিনিধি যোগদান করে। আলোচ্য বিষয় ছিলো এমন একটি পরিকল্পনা উত্তীর্ণ করা যাতে ইসলামী দাওয়াতের নিশানবরদারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ইসলামের আলো চির দিনের জন্যে নিভিয়ে দেয়া যায়।

১. আল্লামা মনসুরপুরীর সংযোজিত তথ্যের আলোকে এ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রহমতুল লিল আলামিন ১ম খ্ব, পৃ. ৯৫, ৯৭, ১০২ ২য় খ্ব, পৃ. ৪৭।
২. প্রথম প্রহরে অর্ধাং সকাল বেলায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে। এতে তিনি বলেছেন, হয়রত জিবরাইসেল (আঃ) প্রিয় রসূল (সঃ)-এর কাছে এ বৈঠকের খবর নিয়ে আসেন এবং তাঁকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। সহীহ বোখারীতে হয়রত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে যে, প্রিয় রসূল (সঃ) দুপুর বেলায় হয়রত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলেন, আমাকে মদীনা রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

এ জগন্য বৈঠকে যেসব গোত্রের প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলো তাদের পরিচয়

ক্রমিক

- ১ আবু জেহেল ইবনে হিশাম
- ২ যোবায়ের ইবনে মুতয়েম তুয়াইমা ইবনে
আদী এবং হারেস ইবনে আমের
- ৩ শায়বা ইবনে রবিয়া, ওতবা ইবনে রবিয়া
এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারাব
- ৪ নয়র ইবনে হারেস
- ৫ আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম
জামআ ইবনে আসোয়াদ এবং
হাকিম ইবনে হেয়াম
- ৬ নবীহ ইবনে হাজাজ এবং
মুনাববাহ ইবনে হাজাজ
- ৭ উমাইয়া ইবনে খালফ

ব্যক্তি গোত্র

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| বনি মাখযুম গোত্র | |
| বনি নওফেল ইবনে আবদে মান্নাফ | |
| | বনি আবদে শামস ইবনে আবদে মান্নাফ |
| | বনি আবদুদ দার |
| | বনি আসাদ ইবনে আবদুল ওজ্জা |
| | বনি ছাহাম |
| | জুমাহ |

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে প্রতিনিধিরা দারুন নোদওয়ায় পৌছে গেলো। এ সময় ইবলিস শয়তান একজন বৃক্ষের রূপ ধারণ করে সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে ছিলো জোর্বা। প্রবেশদ্বারে তাকে দেখে লোকেরা বললো, আপনি কে, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। শয়তান বললো, আমি নজদের অধিবাসী, একজন গেলো। আপনাদের কর্মসূচী শুনে হায়ির হয়েছি। কথা শুনতে চাই, কিছু কার্যকর পরামর্শ দিতে পারব আশা করি। পৌত্রিক নেতারা শয়তানকে যত্ন করে সসম্মানে নিজেদের মধ্যে বসালো।

আল্লাহর অসূলকে হত্যা করার নীলনকশা

সবাই হায়ির হওয়ার পর আলোচনা শুরু হলো। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর নানা প্রকার প্রস্তাব পেশ করা হলো। প্রথমে আবুল আসওয়াদ প্রস্তাব করলো যে, তাঁকে আমরা আমাদের মধ্য থেকে বের করে দেবো। তাকে মক্ষয় থাকতে দেবো না। আমরা তার ব্যাপারে কোন খবরও রাখব না যে, তিনি কোথায় যান, কি করেন। এতেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব এবং আমাদের মধ্যে আগের মতো সহর্মিতা ফিরে আসবে।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বললো, এটা কোন কাজের কথা নয়। তোমরা কি লক্ষ্য করোনি যে, তাঁর কথা কতো উত্তম, কতো মিষ্টি। তিনি সহজেই মানুষের মন জয় করেন। যদি তোমরা তাঁর ব্যাপারে নির্বিকার থাকো, তবে তিনি কোন আরব গোত্রে গিয়ে হায়ির হবেন এবং তাদেরকে নিজের অনুসারী করার পর তোমাদের ওপর হামলা করবেন। এরপর তোমাদের শহরেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের সাথে যেমন খুশী আচরণ করবেন। কাজেই তোমরা অন্য কোন প্রস্তাব চিন্তা করো।

আবুল বুখতারী বললো, তাকে লোহার শেকলে বেঁধে আটক করে রাখা হোক। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে একটা বন্ধ ঘরে রাখা হোক। এতে করে সেই ঘরে তার মৃত্যু হবে। কবি যোহাইর এবং নাবেগার এভাবেই মৃত্যু হয়েছিলো।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বললো, এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা যদি তাকে আটক করে ঘরের ভেতরে রাখো, তবে যেভাবে হোক, তার খবর তার সঙ্গীদের কাছে পৌছে যাবে। এরপর তারা মিলিতভাবে তোমাদের ওপর হামলা করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এরপর তার সহায়তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের ওপর হামলা করবে। সেই হামলায় তোমাদের পরাজয়

ଆନବାର୍ଯ୍ୟ । କାଜେଇ ଅନ୍ୟ କୋନ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଯେ ଚିନ୍ତା କରୋ ।

ଉଦ୍‌ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଃଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାତିଲ ହୋଯାର ପର ତୃତୀୟ ଏକଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପେଶ କରା ହଲୋ । ମଙ୍କାର ସବଚେଯେ ଜୟନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଆବୁ ଜେହେଲ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଥାପନ କରିଲୋ । ସେ ବଲଲୋ, ତାର ସମ୍ପର୍କେ ଆମାର ଏକଟିଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଯେଛେ । ଆମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦେଖିଲାମ, ଏଥିମେ କେଉଁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଧାରେ କାହେ ପୌଛେନି । ସବାଇ ବଲଲୋ, ବଲୋ ଆବୁ ହାକାମ, କି ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ? ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋତ୍ର ଥେକେ ଏକଜନ ଯୁବକକେ ବାହାଇ କରେ ତାଦେର ହାତେ ଏକଟି କରେ ଧାରାଲୋ ତଲୋଯାର ଦେୟା ହବେ । ଏରପର ଶଶାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଯୁବକରା ଏକଧୋଗେ ତାକେ ହତ୍ୟା କରିବେ । ଏମନିଭାବେ ମିଲିତ ହାମଲା କରତେ ହବେ, ଦେଖେ ଯେଣ ମନେ ହୟ ଏକଜନ ଆୟାତ କରିବେ । ଏତେ କରେ ଆମରା ଏଇ ଲୋକଟିର ହାତ ଥେକେ ରେହାଇ ପାର । ଏମନିଭାବେ ହତ୍ୟା କରା ହଲେ ତାକେ ହତ୍ୟାର ଦାଯିତ୍ୱ ସକଳ ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ଛଡ଼ିଯେ ଯାବେ । ବନୁ ଆବେଦେ ମାନ୍ନାଫ ସକଳ ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ତୋ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ପାରିବେ ନା । ଫଳେ ତାରା ହତ୍ୟାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଗ୍ରହଣ କରତେ ରାଧି ହବେ । ଆମରା ତଥନ ତାକେ ହତ୍ୟାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଯେ ଦେବୋ ।^୩

ଶେଷ ନଜାଦୀ ରୂପୀ ଶୟତାନ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥନ କରିଲୋ । ମଙ୍କାର ପାର୍ଲିମେନ୍ଟ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓପର ଏକ୍ୟମତ୍ୟେ ଉପନୀତ ହଲୋ । ସବାଇ ଏ ସନ୍ଧିଲେର ସାଥେ ଘରେ ଫିରିଲୋ ଯେ, ଅବିଲମ୍ବେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକର କରତେ ହବେ ।

ଆଲ୍ଲାହର ରସୁଲେର ହିଜରତ

ରସୁଲେ ମକବୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ହତ୍ୟା କରାର ଜୟନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଶ ହୋଯାର ପର ହସରତ ଜିବରାଈଲ (ଆ.) ଓହି ନିଯେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ହାୟିର ହନ । ତିନି ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ କୋରାଯଶଦେର ସୃଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ କରେ ବଲେନ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଆପନାକେ ମଙ୍କା ଥେକେ ହିଜରତ କରାର ଅନୁମତି ଦିଯେଛେନ । ହିଜରତ କରାର ସମୟ ଜାନିଯେ ହସରତ ଜିବରାଈଲ (ଆ.) ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲେନ, ଆପନି ଆଜ ରାତ ଆପନାର ବାସଭବନେର ବିଛାନାୟ ଶୟନ କରିବେନ ନା ।^୪

ଏ ଖବର ପାଓଯାର ପର ନବୀ ଠିକ ଦୁପୁରେର ସମୟ ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-ଏର ବାଡ଼ୀତେ ଗେଲେନ । ତାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ହିଜରତେର ପରିକଳ୍ପନା ତୈରୀ କରାଇ ଛିଲୋ ତାଁ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ । ହସରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବଲେନ, ଠିକ ଦୁପୁରେର ସମୟ ଆମରା ଆବୁ ବକର (ରା.)-ଏର ଘରେ ବସେଛିଲାମ, ଏମନ ସମୟ ଏକଜନ ଆବୁ ବକରକେ ବଲଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ ମାଥା ଢକେ ଏଦିକେ ଆସଛେନ । ଏଇ ସମୟେ ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କଥିନୋ ଆସନ୍ତେନ ନା । ଆବୁ ବକର (ରା.) ଏ ଖବର ଶୁଣେ ବଲଲେନ, ଆମାର ମା-ବାବା ତାଁ ର ଜନ୍ୟେ କୋରବାନ ହେଲା । ନିଶ୍ଚଯିତା ତିନି ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋନ କାଜେ ଏସେଛେନ ।

ହସରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବଲେନ, ପ୍ରିୟ ନବୀ ଏଲେ ଘରେ ପ୍ରବେଶେର ଅନୁମତି ଚାହିଲେନ । ଅନୁମତି ଦେୟା ହଲେ ତିନି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ । ଏରପର ଆବୁ ବକର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲେନ, ତୋମାର କାହେ ଯାରା ରଯେଛେ, ତାଦେର ସାରିଯେ ଦାଓ । ଆବୁ ବକର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଶୁଦ୍ଧ ଆପନାର ତ୍ରୀ ରଯେଛେ । ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜିଜାସା କରିଲେନ, ସଙ୍ଗେ ଆମି? ହେ ରସୁଲ, ଆପନାର ଓପର ଆମାର ମା-ବାବା କୋରବାନ ହେଲା, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୁଲ । ପ୍ରିୟ ରସୁଲ ବଲଲେନ, ହଁ ।^୫

ଏରପର ହିଜରତେର କର୍ମସୂଚୀ ତୈରୀ କରେ ତିନି ନିଜେର ଘରେ ଫିରେ ରାତ୍ରିର ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗିଲେନ ।^୬

୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୮୦-୪୮୨

୪. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ୪୮୨, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୨

୫. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୧ମ ଖତ,

୬. ସହୀହ ବୋଖାରୀ ହସରତେ ନବୀ ଅଧ୍ୟାୟ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୬

ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ବାସଭବନ ଘେରାଓ

ଏଦିକେ କୋରାଯଶଦେର ନେତ୍ରଶାନୀୟ ଅପରାଧୀରା ମଙ୍କାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦାରୁନ ମୋଦୋଯାଯ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହିତ ପ୍ରତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦିନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଥମ କରିଲୋ । ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେବେ ଏଗାରୋଜନ ସର୍ଦାରଙ୍କେ ବାଛାଇ କରା ହଲୋ । ଏଦେର ନାମ ହଚ୍ଛେ, ୧) ଆବୁ ଜେହେଲ ଇବନେ ହିଶାମ, ୨) ହାକାମ ଇବନେ ଆସ, ୩) ଓକବା ଇବନେ ଆବି ମୁୟାଇତ, ୪) ନୟର ଇବନେ ହାରେଛ, ୫) ଉମାଇୟା ଇବନେ ଖାଲଫ, ୬) ଜାମଆ ଇବନେ ଆସଓୟାଦ, ୭) ତୁୟାଇମା ଇବନେ ଆଦୀ, ୮) ଆବୁ ଲାହାବ ୯) ଉବାଇ ଇବନେ ଖାଲଫ, ୧୦) ନୁବାଇହ ଇବନେ ହାଜାଜ, ୧୧) ମୁନାବାହ ଇବନେ ହାଜାଜ ।^୩

ଇବନେ ଇସହାକ ବଲେନ, ରାତରେ ଆଁଧାର ଘନ ହେଁ ଏଲେ ଏଗାରୋଜନ ଦୁର୍ବ୍ଲ ନବୀ (ସାଃ)-ଏର ବାସଭବନେର ଚାରିଦିକେ ଓଁ ପେତେ ରଇଲୋ । ତାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛିଲୋ ଯେ, ତିନି ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲେ ଏକଯୋଗେ ହାମଲା କରିବେ ।

ଦୁର୍ବ୍ଲତା ମନେ ପ୍ରାଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛିଲୋ ଯେ, ତାଦେର ଏ ଘୃଣ୍ୟ ସତ୍ୟତ୍ଵ ଅବଶ୍ୟାଇ ସଫଳ ହବେ ।^୪ ଆବୁ ଜେହେଲ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ସଙ୍ଗେ ଠାଟୀ ମଙ୍କାରା କରେ ବଲିଛିଲୋ, ମୋହାମ୍ମଦ ବଲେ ଯେ, ତୋମରା ଯଦି ତାର ଧର୍ମ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ନିଯେ ତାର ଅନୁମରଣ କରୋ, ତବେ ଆରବ ଅନାରବେର ବାଦଶାହ ହବେ । ଏରପର ମୃତ୍ୟୁଶୈରେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ ହଲେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଜର୍ଦାନେର ବାଗାନେର ମତୋ ଜାନ୍ମାତ ଥାକିବେ । ଯଦି ତୋମରା ତାକେ ନା ମାରୋ, ତବେ ତାରା ତୋମାଦେର ଯବାଇ କରିବେ ଏବଂ ମତ୍ୟର ପର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ ହଲେ ତୋମାଦେର ଆଶ୍ଵନେ ପୋଡ଼ାନୋ ହବେ ।^୫

ସତ୍ୟତ୍ଵ ବାନ୍ତବାୟନେର ଜନ୍ୟେ ସମୟ ନିର୍ଧାରଣ କରା ହେଁଛିଲୋ ରାତ ବାରୋଟାର ପର । ଏ କାରଣେ ନିର୍ମୂଳ ଚୋଖେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟେର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଯା ତାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାର ଇଚ୍ଛାଇ ସଫଳ କରେ ଥାକେନ । ତିନି ଆସମାନ ଯମୀନେର ବାଦଶାହ । ତିନି ଯା ଚାନ ତାଇ କରେନ । ତିନି ଯାକେ ବାଁଚାତେ ଚାନ, କେଉଁ ତାର କ୍ଷତି କରତେ ପାରେ ନା । ଯାକେ ପାକଡାଓ କରତେ ଚାନ କେଉଁ ତାକେ ବାଁଚାତେ ପାରେ ନା । ଏଇ ସମୟେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଯା ଇଚ୍ଛା କରେଛିଲେ, ତା-ଇ କରିଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ତିନି ବଲେନ, ‘ସରଣ କର, କାଫେରରା ତୋମାର ବିରିଦ୍ଧେ ସତ୍ୟତ୍ଵ କରେ ତୋମାକେ ବନ୍ଦୀ କରାର ଜନ୍ୟେ, ହତ୍ୟା କରାର ଜନ୍ୟେ, ନିର୍ବାସିତ କରାର ଜନ୍ୟେ ତାରା ସତ୍ୟତ୍ଵ କରେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ କୌଶଳ କରେନ । ଆର ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ କୌଶଳଦେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ । (ସ୍ନାନ ଆନଫାଲ, ଆୟାତ ୩୦)

ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ଗୃହତ୍ୟାଗ

କୋରାଯଶ କାଫେରରା ତାଦେର ପରିକଳ୍ପନା ବାନ୍ତବାୟନେର ଚଢାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସର୍ବାୟକ ଚେଷ୍ଟା ସନ୍ତୋଷ ସଫଳ ହତେ ପାରେନି । ଏମନି ଏକ ନାୟକ ପରିହିତିତେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-କେ ବଲିଲେନ, ତୁମି ଆମାର ଏଇ ସବୁଜ ହାଦରାମି^୬ ଚାଦର ଗାୟେ ଦିଯେ ଆମାର ବିଛନାୟ ଶୁଯେ ଥାକୋ । ଓଦେର ହାତେ ତୋମାର କୋନ କ୍ଷତି ହବେ ନା । ପ୍ରିୟ ନବୀ ଏଇ ଚାଦର ଗାୟେ ଦିଯେ ରାତେ ଘୁମୋତେନ ।^୭

ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ଏରପର ବାହିରେ ଏଲେନ ଏକମୁଠୀ ଧୂଲୋ ନିଯେ କାଫେରଦେର ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ କରିଲେନ । ଏତେଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାଦେର ଅନ୍ଧ କରେ ଦିଲେନ । ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲକେ ଦେଖିତେ

୩. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୨

୪. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୮୨

୫. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୮୩

୬. ଦକ୍ଷିଣ ଇଯେମେନେର ହାଦରାମାଟୁଟେ ନିର୍ମିତ ଚାଦରକେ ହାଦରାମି ଚାଦର ବଲା ହୟ ।

୭. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୮୨, ୪୮୩

ପେଲୋ ନା । ସେ ସମୟ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପାକ କୋରାନେର ଏହି ଆଯାତ ତେଲଓଯାତ କରଛିଲେନ, ‘ଆମି ଓଦେର ସାମନେ ପ୍ରାଚୀର ଓ ପଶଚାତେ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ଥାପନ କରଛି ଏବଂ ଓଦେରକେ ଆୟୁତ କରେଛି । ଫଳେ ଓରା ଦେଖିତେ ପାଯ ନା ।’ (ସୂରା ଇଯାସିନ, ଆଯାତ ୯)

ପ୍ରତିଟି ପୌଣ୍ଡଲିକେର ମାଥାଯ ନିକଷିଷ୍ଟ ଧୁଲି ଗିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ଏରପର ତିନି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ବାଢ଼ିତେ ଗେଲେନ । ସେଇ ସରେର ଏକଟି ଜାନଳା ପଥେ ବେରିଯେ ଉତ୍ତମେ ମଦୀନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଯେମେନେର ପଥେ ଯାତ୍ରା କରିଲେନ । ରଓୟାନ ହ୍ୟାଅର ପର କଯେକ ମାଇଲ ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛୁର ପାହାଡ଼େର ଏକଟି ଗୁହାୟ ତାଁରା ଯାତ୍ରା ବିରତି କରିଲେନ ।^୮

ଏହିକେ ଅବରୋଧକାରୀରା ନିର୍ଧାରିତ ସମୟେ ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟେର ଆଗେଇ ତାରା ନିଜେରେ ବ୍ୟର୍ଥତାର କଥା ଜେନେ ଫେଲିଲୋ । ଅପରିଚିତ ଏକଜନ ଲୋକ ଏସେ ଦୂର୍ବ୍ୱଦେର ବଲଲୋ, ଆପନାର ଏଥାନେ କାର ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ? ତାରା ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ମଦର ଜନ୍ୟେ । ସେଇ ଲୋକ ବଲଲୋ, ଆପନାଦେର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବାର ନଯ । ଆଲ୍ଲାହର କସମ, ମୋହାମ୍ମଦ ଆପନାଦେର ମାଥାଯ ଧୁଲି ନିକ୍ଷେପ କରେ ଆପନାଦେର ସାମନେ ଦିଯେ ନିଜେର କାଜେ ଚଲେ ଗେଛେନ । ତାରା ଏକଥା ଶୁଣେ ବଲଲୋ, କହି ଆମରା ତୋ ତାକେ ଦେଖିଲାମ ନା । ତାରା ସବାଇ ନିଜେର ମାଥାଯ ହାତ ଦିଯେ ଧୁଲି ଦେଖିତେ ପେଲୋ । ତାରା ଏରପର ଧୁଲୋ ବେଡେ ସବାଇ ଉଠେ ଦାଁଡାଲୋ ।

ଏରପର ତାରା ପ୍ରିୟ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସରେର ଭେତର ଉକି ଦିଯେ ଦେଖିଲୋ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବିଚାନାୟ କେଉ ଶୁଯେ ଆଛେନ । ଓରା ହ୍ୟରତ ଆଲୀକେହ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଳ ମନେ କରେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୋ । ସକାଳେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-କେ ଶୟାତ୍ୟାଗ କରତେ ଦେଖେ ଦୂର୍ବ୍ୱଦ୍ଵା ଚୂଡ଼ାନ୍ତଭାବେ ହତାଶ ହେୟ ପଡ଼ିଲୋ । ତାରା ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-କେ ଜିଞ୍ଜାସା କରିଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଳ କୋଥାଯଃ? ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ବଲିଲେନ, ଆମି ଜାନି ନା ।^୯

ଘର ଥେକେ ପାରେ ଛୁରେ

ପ୍ରିୟ ରସୂଳ ୨୭ ଶେ ସଫର ମୋତାବେକ ୧୨ ଓ ୧୩ଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬୨୨ ଈସାବି ସାଲେର ମାଝାମାଝି ସମୟେ ଅର୍ଥାତ ୧୨୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିବାଗତ ରାତେ ହିଜରତ କରେନ । ତାଁର ସଫରସଙ୍ଗୀ ଛିଲେନ ତାଁର ସବଚେଯେ ବିଶ୍ଵତ ସାଥୀ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) । ତାଁରା ସୂର୍ଯୋଦୟେ ଆଗେଇ ମଙ୍କାର ସୀମାନା ଅତିକ୍ରମ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ରତ୍ତ ସାମନେର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଚଲିଲେନ ।^{୧୦}

ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜାନନେ ଯେ, କୋରାଯଶ ଦୂର୍ବ୍ୱଦ୍ଵା ସର୍ବାତ୍ମକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ ତାଁକେ ଖୁଜିବେ ଏବଂ ସାଭାବିକଭାବେ ମଦୀନା ଅଭିମୁଖୀ ପଥେ ଅଗସର ହଲେନ । ମଦୀନାର ପଥ ହଞ୍ଚେ ମଙ୍କା ଥେକେ ଉତ୍ତର ଦିକେ । ଆର ଇଯେମେନେର ପଥ ଦର୍ଶିଗ ଦିକେ । ପାଁଚ ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମେର ପର ପ୍ରିୟ ନବୀ ଏକଟି ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେ ପୌଛୁଲେନ, ସେଇ ପାହାଡ଼ ‘ଛୁର ପାହାଡ଼’ ନାମେ ପରିଚିତି । ଏକଟି ସୁଟକ ପାହାଡ଼ । ଏହି ପାହାଡ଼େ ଓଠା ଖୁବ କଟକର । ଏଥାନେ ବହୁ ପାଥର ରଯେଛେ । ସେଇ ପାଥର ପାଡ଼ି ଦିତେ ଗିଯେ ପ୍ରିୟ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଚରଣଗୁଗଳ ରକ୍ତାଙ୍କ ହେୟ ଗିଯେଛିଲୋ । ବଲା ହେୟ ଥାକେ ଯେ, ପାଯେର

୮. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୮୩, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୨

୯. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୨, ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୮୩

୧୦. ରହମୂଳ ଲିଲ ଆଲାମିନ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୯୫ । ସଫରରେ ଏ ମାସ ନବ୍ୟତରେ ଚର୍ତ୍ତଦଶ ବର୍ଷ ହିସାବ ଗଣ୍ୟ ହେୟ ଯଦି ମହରରମ

- ମାସ ଥେକେ ବର୍ଷ ଶୁରୁ ହିସାବ କରା ହେୟ । ଯଦି ନବ୍ୟତ ପାଞ୍ଚାଶ୍ରା ମାସ ଥେକେ ବର୍ଷ ଶୁରୁ ହିସାବ ଧରା ହେୟ, ତାହଲେ ସଫର ମାସ ହେୟ ନବ୍ୟତରେ ଅଯୋଦ୍ଧ ବର୍ଷ । ସୀରାତ ରଚିଯିତାଦେର ଅଧିକାଂଶରେ ମହରରମ ମାସ ଥେକେଇ ବର୍ଷ ଶୁରୁ ହିସାବ ପ୍ରଥମ କରେଛେ । କେଉ କେଉ ଉତ୍ୟ ରକମେର ହିସାବ ପ୍ରଥମ କରେଛେ । ଏ କାରଣେ ହିଜରତେର ତାରିଖ ନିର୍ଧାରଣେ ତାରା ଏଲୋମେଲୋ କରେ ଦେଖିଛେ । ଆମରା ମହରରମ ମାସ ଥେକେଇ ବର୍ଷ ଶୁରୁ ହିସାବ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛି ।

ଛାପ ଗୋପନ ରାଖାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ତିନି ପାଯେର ଗୋଡ଼ାଳୀ ଦିଯେ ଇଟିଛିଲେନ । ଏ କାରଣେ ତାଁର ପା ଜଥମ ହେୟ ଯାଏ ।

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼େର କିଛୁ ଅଂଶେ ଉଠେ ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍‌ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ଓପରେ ଉଠିତେ ସହାୟତା କରେନ । ଏରପର ଉଭୟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାର ଏକଟି ଗୁହାୟ ଆଶ୍ରଯ ନେନ । ଏହି ଗୁହା ଇତିହାସେ ‘ଗାରେ ଛୁର’ ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ ।¹¹

ଛୁର ପର୍ବତେର ଗୁହାୟ

ଗୁହାର କାହେ ପୌଛେ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍‌ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ଏକଟୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଗୁହାୟ କୋନ କିଛୁ ଥାକଲେ ତାର ମୋକାବେଲା ଆମାର ସାଥେଇ ଯା ହବାର ହବେ । ଏରପର ତିନି ଗୁହାୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାରା ପରିଷାର କରଲେନ । କମେକଟି ଗର୍ତ୍ତ ଛିଲୋ, ଯେଗୁଲୋ ତହବନ୍ଦ ଛିଡ଼େ ବନ୍ଦ କରଲେନ । ଦୁ'ଟି ଗର୍ତ୍ତ ବାକି ଛିଲୋ, ସେଗୁଲୋତେ ପା ଚାପା ଦିଯେ ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍‌ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ଭେତରେ ଆସାର ଆହୁବାନ ଜାନାଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ଭେତରେ ଗେଲେନ ଏବଂ ଆବୁ ବକରେର କୋଲେ ମାଥା ରେଖେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ଲେନ । ଇତିମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ କିସେ ଯେଣ ଦଂଶନ କରଲୋ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍‌ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଘୁମ ଭେଙେ ଯେତେ ପାରେ ଏ ଆଶ୍ରକ୍ଷାୟ ତିନି ନଡ଼ାଚଡ଼ା କରଲେନ ନା । ବିଷେର କଟେ ତାଁର ଚୋଥ ଅକ୍ଷର୍ମ୍ସଜଳ ହେୟ ଉଠିଲୋ, ବେଖେଯାଲେ ଏକ ଫୋଟା ଅକ୍ଷର୍ମ୍ସ ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍‌ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଚେହାରାୟ ପଡ଼ିତେଇ ତିନି ଜେଗେ ଗେଲେନ । ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ତୋମାର କି ହେୟଛେ? ତିନି ବଲଲେନ, କିସେ ଯେଣ ଆମାକେ ଦଂଶନ କରେଛେ ।

ଏ କଥା ଶୁଣେ ରସୂଲଲାହ ସାଲାଲ୍‌ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଖାନିକଟା ଥୁଥୁ ନିଯେ ଦଂଶିତ ଶ୍ଵଲେ ଲାଗିଯେ ଦିଲେନ । ସାଥେ ସାଥେ ବିଷେର ଯାତନା ଦୂର ହେୟ ଗେଲୋ ।¹²

ଏଥାନେ ଉଭ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧ, ଶନି ଓ ରାବିବାର ଏ ତିନଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ ।¹³ ଏ ସମୟେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ପୁତ୍ର ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଓ ଏକଇ ସଙ୍ଗେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରେନ । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବଲେନ, ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଛିଲୋ ଖୁବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁବକ । ସେ ଶେଷ ରାତେ ଉଭ୍ୟେର କାହେ ଥେକେ ଚଲେ ଆସତେ କିନ୍ତୁ ମକ୍କାୟ ତାକେ ସକାଳ ବେଳାଇ ଦେଖୋ ଯେତୋ । ସେ କେଟେ ଦେଖେ ଭାବତୋ, ରାତେ ସେ ମକ୍କାତେଇ ଛିଲୋ । ସାରାଦିନ ଉଭ୍ୟେର ବିରକ୍ତକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେବେ କଥା ଶୁଣତୋ, ସନ୍ଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ଧକାର ଘନିଯେ ଏଲେ ସେବ ଖବର ନିଯେ ‘ଗାରେ ଛୁର’ ଚଲେ ଯେତୋ ।

ଏଦିକେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର କ୍ରୀତିଦାସ ଆମେର ଇବନେ ଯୋହାଯରା ବକରି ଚରାତେନ । ରାତେର ଆଁଧାର ଗଭୀର ହଲେ ତିନି ବକରି ନିଯେ ତାଦେର କାହେ ଯେତେନ ଏବଂ ଦୁଧ ଦୋହନ କରେ ଦିତେନ । ଉଭ୍ୟେ ତୃତୀୟ ସାଥେ ଦୁଧ ପାନ କରତେନ । ଖୁବ ଭୋରେ ଆମେର ବକରି ନିଯେ ରୋଯାନା ହତେନ । ତିନି ରାତେଇ ତିନି ଏରପ କରେଛିଲେନ ।¹⁴ ଏହାଡ଼ା ଆମେର ଇବନେ ଯୋହାଯରା ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଆବୁ ବକରେର ମକ୍କା ଯାଓଯାର ଚିହ୍ନ ସେଇ ପଥେ ବକରୀ ତାଢ଼ିଯେ ମୁହଁ ଦିତେନ ।¹⁵

11. ରହମତୁଲ ଲିଲ ଆଲମିନ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୯୫, ମୁଖତାଛାରମ୍ଭ ସିରାହ ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ, ପୃ. ୧୬୭୭, ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪୮୨

12. ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଓର ଇବନେ ଖାତାବ (ରାଃ) ଥେକେ ବର୍ଣନ କରା ହେୟଛେ । ଏ ବର୍ଣନାୟ, ଏକଥାଓ ରଯେଛେ ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେର ସେଇ ବିଷେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଯ ଏବଂ ସେଇ ବିଷେର ପ୍ରଭାବେଇ ତିନି ଇନ୍ତ୍ରକାଳ କରେନ । ଦେଖୁନ, ମେଶକାତ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୫୬, ମାନାକେରେ ଆବୁ ବକର ଶୀର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟ ।

13. ଫତହଲ ବାରୀ, ୭ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୩୦୬

14. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୫୩-୫୫୪

15. ଇବନେ ହିଶାମ ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪୮୬

କୋରାଯଶଦେର ଅଭିଯାନ

କୋରାଯଶଦେର ପରିକଲ୍ପନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାର ପର ତାରା ସଥିନ ପରିଷକାରଭାବେ ବୁଝିତେ ପାରଲୋ ଯେ, ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତାଦେର ହାତଛାଡ଼ା ହେଁ ଗେଛେନ, ତଥିନ ତାରା ଯେଣ ଉନ୍ମାଦ ହେଁ ଗେଲୋ । ପ୍ରଥମେ ତାରା ହ୍ୟରତ ଆଲୀର ଓପର ତାଦେର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରଲୋ । ତାକେ ଟେନେ ହିଚଡ଼େ କାବାଘରେ ନିଯେ ଗେଲୋ ଏବଂ କଥା ଆଦାୟେର ଚେଷ୍ଟା କରଲୋ । ୧୬ କିନ୍ତୁ ଏତେ କୋନ ଲାଭ ହଲୋ ନା । ଏରପର ତାରା ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ବାଡ଼ୀତେ ଗେଲୋ । ଦରଜା ଖୁଲିଲେନ ହ୍ୟରତ ଆସମ ବିନିତେ ଆବୁ ବକର । ତାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲୋ ଯେ, ତୋମାର ଆକବା କୋଥାୟ? ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ତୋ ଜାନି ନା । ଏ ଜୀବାବ ଶୁଣେ ଦୁର୍ବ୍ଲତ ଆବୁ ଜେହେଲ ଆସମାକେ ଏତୋ ଜୋରେ ଚଢ଼ି ଦିଲୋ ଯେ, ତାର କାନେର ବାଲି ଖୁଲେ ପଡ଼େ ଗେଲୋ ।^{୧୬}

ଏରପର କୋରାଯଶ ନେତାରା ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକେ ମିଲିତ ହେଁ ଏ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଲୋ ଯେ, ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ପ୍ରେଫତାର କରାର ଜନ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଚାଲାତେ ହେବେ । ମଙ୍କା ଥେକେ ବାଇରେର ଦିକେ ଯାଓଇଥାର ସକଳ ପଥେ କଡ଼ା ପାହାରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲୋ । ମେଇ ସାଥେ ଘୋଷଣା କରା ହଲୋ ଯେ, ଯଦି କେଉଁ ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ମଦ ଏବଂ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ବା ଦୁ'ଜନେର ଏକଜନକେ ଜୀବିତ ବା ମୃତ ହ୍ୟାରି କରତେ ପାରେ, ତାକେ ଏକଶତ ଉଟ ପୁରସ୍କାର ଦେଯା ହେବେ ।^{୧୭} ଏ ଘୋଷଣା ସର୍ବସାଧାରଣ୍ୟେ ପ୍ରଚାରିତ ହବାର ପର ଚାରିଦିକେ ବହୁ ଲୋକ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ପାଯେର ଚିତ୍କ ବିଶାରଦରାଓ ଉତ୍ସବକେ ତାଲାଶ କରତେ ଲାଗିଲୋ । ପାହାଡ଼େ ପ୍ରାତିରେ ଓ ଉଚ୍ଚ ନୀଚୁ ଏଲାକାଯ ସରବତ୍ର ଚମେ ବେଡ଼ାତେ ଲାଗିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଏତୋ କିଛୁ କରେଓ କୋନ ଲାଭ ହଲୋ ନା ।

ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀରା ‘ଚୁର’ ପାହାଡ଼େ ଗୁହାର କାହେଓ ପୌଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଯାର ବାଦଶାହ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ନିଜେର ଇଚ୍ଛାକେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦାନ କରେନ । ସହୀହ ବୋଥାରୀତେ ହ୍ୟରତ ଆନାମ (ରା.) ବର୍ଣନା କରେଛେ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ସାଥେ ଗୁହାୟ ଛିଲାମ, ମାଥା ତୁଳିତେଇ ଦେଖି, ଲୋକଦେର ପା ଦେଖି ଯାଛେ । ଆମି ବଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ଓରା କେଉଁ ଯଦି ଏକଟୁଥାମି ନିଜୁ ହେଁ ଏଦିକେ ତାକାଯ, ତବେଇ ଆମାଦେର ଦେଖିତେ ପାବେ । ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେଛେନ, ଆବୁ ବକର ଚାପ କରୋ, ଆମରା ଏଥାନେ ଦୁ'ଜନ ନଇ ବର୍ବନ ଆମାଦେର ସାଥେ ତୃତୀୟ ହେଁଛନ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା । ଅନ୍ୟ ବର୍ଣନାଯ ରଯେଛେ ଯେ, ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେଛେନ, ଆବୁ ବକର ଏମନ ଦୁଃଜନ ସମ୍ପର୍କେ ତୋମାର କି ଧାରଣା, ଯାଦେର ତୃତୀୟ ହେଁଛନ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ।^{୧୯}

ମୋଟକଥା ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀରା ତଥନଇ ଚଲେ ଗେଲୋ, ସଥିନ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ଲଦେର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଛିଲୋ ଖୁବ କମ— ମାତ୍ର କମେକ କଦମ୍ବ ।

୧୬. ରହମତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମୀନ ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୯

୧୭. ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ ପୃ. ୪୮୩

୧୮. ସହୀହ ବୋଥାରୀ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୫୪

୧୯. ସହୀହ ବୋଥାରୀ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୧୬-୫୫୮ । ଏଥାନେ ଶ୍ରବନ ରାଖିବାର ଜନ୍ୟ ଛିଲୋ ନା । ତିନି ପ୍ରିୟ ନରୀ (ସଃ)-ଏର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଛିଲେନ । ତିନି ଦୁର୍ବ୍ଲଦେର ପା ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଜିଲେନ, ମେ ସମୟ ତିନି ଅଛିର ହେଁ ଉଠିଲେନ ଏବଂ ବଲେନ, ଯଦି ଆମି ମାରା ଯାଇ ତବେ ଏକଜନ ଆବୁ ବକର ମାରା ଯାବେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣି ମାରା ଗେଲେ ସମ୍ମନ ଉପସଥିତ ବରବାଦ ହେଁ ଯାବେ । ଏ ସମୟେ ରସୂଲ ବଲେଛିଲେନ, ତାପ ପେଯୋ ନା, ଆବୁ ବକର, ଆଲ୍ଲାହ ପାକ ଆମାଦେର ସମ୍ପେ ରଯେଛେ ।

୨୦. ସହୀହ ବୋଥାରୀ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୫୩-୫୫୫ ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪୮୬

মদীনার পথে

মকার কোরায়শদের নেত্তৃত্বে পুরস্কারলোভী লোকদের অনুসন্ধান তৎপরতা নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। ক্রমাগত তিনিদিন অনুসন্ধান করে তারা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়লো। তাদের অনুসন্ধান উৎসাহ স্থিতি হয়ে এলো। এ অবস্থা লক্ষ্য করে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হ্যরত আবু বকর (রা.) মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। বিভিন্ন পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত লাইছির সাথে আগেই তুঁকি হয়েছিলো যে, তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই দুইজনকে মদীনায় পৌছে দেবেন। কোরায়শদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর থাকলেও এ লোকটি ছিলো বিষ্ফল। এ কারণে তাকে সওয়ারীও দেয়া হয়েছিলো। তাকে বলা হয়েছিলো যে, তিনিদিন পর সে দুটি সওয়ারীসহ ছুর গুহার সামনে যাবে। সোমবার রাতে ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার রাতে আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত সওয়ারী নিয়ে এলেন। হ্যরত আবু বকর (রা.) এ সময় তাঁর দুটি উটনী দেখিয়ে বললেন, হে রসূল, আপনি এ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ করুন। রসূল বললেন, হাঁ, তবে মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) উটের ওপর বিছানোর বিছানা নিয়ে এলেন। কিন্তু বাঁধার দড়ি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। রওয়ানা হওয়ার সময় হ্যরত আসমা উটের পিঠে বিছানা-রাখার পর দেখা গেলো বাঁধার দড়ি রেখে এসেছেন। তিনি তখন নিজের কোমরবন্দ খুলে সেটি দু'ভাগ করে ছিঁড়ে বিছানা উটের পিঠের সাথে বেঁধে দিলেন, অন্য অংশ নিজের কোমরে বাঁধলেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিলো ‘যাতুন নেতাকাইন’।^{২০}

এরপর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হ্যরত আবু বকর (রা.) রওয়ানা হলেন। আমের ইবনে যোহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। রাহবার আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত উপকূলীয় পথে মদীনা রওয়ানা হলেন।

গারে ছুর থেকে বেরোবার পর আবদুল্লাহ প্রথমে ইয়েমেনের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বহুদূর অহসর হলেন। এরপর পশ্চিমাভিমুখী হয়ে সমুদ্রোপকূল ধরে যাত্রা করলেন। পরে এমন এক পথে চলতে লাগলেন, যে পথ সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা কেউ অবহিত ছিলো না। সে পথে উত্তর দিকে অহসর হলেন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এ পথে খুব কম সময়েই লোক চলাচল করতো।

আল্লাহর রসূল এ পথে যেসব স্থান অতিক্রম করেছেন, ইবনে ইসহাক তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, পথ প্রদর্শক যখন তাদের নিয়ে বের হলেন, তখন মক্কার নিম্ন ভূমি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করলেন। উপকূল দিয়ে চলার পর আসফানের নীচু এলাকায় বাঁক ঘূরলেন। সানিয়াতুল মুররা দিয়ে তারপর লকফ হয়ে লকফের বিস্তীর্ণ ভূমি অতিক্রম করলেন। এরপর হেজায়ের বিস্তীর্ণ ভূমিতে পৌছে এবং সেখান থেকে মুজাহের মোড় দিয়ে শস্যশ্যামল ভূমিতে গমন করেন। তারপর যি কেশরার মাঠে প্রবেশ করে জুদাজাদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজার্দে পৌছেছেন। এরপর তাহানের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশ দিয়ে যু যালাম অতিক্রম করেন। সেখানে থেকে আবাদি, তারপর ফাজা অভিমুখে রওয়ানা হন। তারপর অবতরণ করেন আজরে। পরে রকুবার ডান পাশ সিঙ্গে সার্নিয়াতুল আয়েরে গেলেন এবং রিম উপত্যকায় অবতরণ করেন। সবশেষে কোবায় গিয়ে পৌছুলেন।^{২১}

ପଥେର କୟାରେକଟି ଘଟନା

ଏକ) ସହିହ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ତିନି ବଲେନ, ଗାରେ ଛୁଇ ଥେକେ ବେରିଯେ ଆମରା ସାରାରାତ ଧରେ ପଥ ଚଲେଛି, ପରଦିନ ଦୁପୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଚଲେଛି । ଠିକ୍ ଦୁପୂରେ ରାତ୍ରାଯ କୋନ ପଥଚାରୀ ଛିଲୋ ନା । ଆମରା ଏ ସମୟ ଏକଟା ଲସାଲସି ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଖିତେ ପେଲାମ । ଏଥାନେ ରୋଦ ନେଇ । ଆମରା ସେଥାନେ ଅବତରଣ କରଲାମ, ଏରପର ସେଥାନେ ଚାଦର ବିଛାଲାମ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଏରପର ବଲଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତାମ, ଆପିନ ଶୟନ କରନ୍ତ, ବିଶ୍ରାମ ନିନ, ଆମି ଆଶପାଶେ ଖେଳ ରାଖିଛି । ନବୀଜୀ ଶ୍ଵେତ ପଡ଼ିଲେନ । ଆମି ଚାରିଦିକେ ନୟର ରାଖିଲାମ । ହଠାତ୍ ଦେଖି ଏକଜନ ରାଖାଲ କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ବକରି ନିଯେ ଏଦିକେଇ ଆସଛେ । ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛାଯାଯ ଆସିଲୋ । ଆମି ତାକେ ବଲଲାମ, ତୁମି କାର ଲୋକ୍ ମେ ମଙ୍କା ବା ମଦୀନାର ଏକଜନ ଲୋକେର ନାମ ବଲଲୋ । ଆମି ତାକେ ବଲଲାମ, ତୋମାର ବକରିର କି କିଛୁ ଦୁଖ ହେବେ ସେ ବଲଲୋ, ହାଁ । ଆମି ବଲଲାମ, ଦୋହନ କରତେ ପାରିଥିଲାମ ବଲଲୋ, ହାଁ । ଏ କଥା ବଲେ ସେ ଏକଟି ବକରି ଧରେ ଆନଲୋ । ଆମି ବଲଲାମ, ମାଟି ଖଡ଼କୁଟୋ ଏବଂ ଲୋମ ଥେକେ ଓଲାନ ଏକଟୁ ପରିଷକାର କରେ ଦାଓ । ପରିଷକାର କରାର ପର ଏକଟି ପେଯାଲାଯ କିଛୁ ଦୁଖ ଦୋହନ କରେ ଦିଲୋ । ଆମାର କାହେ ଛିଲୋ ଏକଟି ଚାମଡ଼ାର ପାତ୍ର । ରସ୍ତା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓୟ ଏବଂ ପାନି ପାନ କରାର ଜନ୍ୟ ସେଟି ରେଖେଛିଲାମ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଏସେ ଦେଖି ତିନି ଘୁମିୟେ ପଡ଼େଛେ । ତାଙ୍କେ ଜାଗାନୋ ସମୀଚିନ ମନେ କରଲାମ ନା, କିଛୁକ୍ଷଣ ପର ତିନି ଘୁମ ଥେକେ ଜାଗିଲେ । ଦୁଧେର ସାଥେ କିଛୁ ପାନି ମେଶାଲାମ, ଏତେ ପାତ୍ରେର ନୀଚେର ଅଂଶ ଠାର୍ଡା ହେଯେ ଗେଲୋ । ତାଙ୍କେ ବଲଲାମ, ଆପିନ ଏ ଦୁଧଟୁକୁ ପାନ କରନ୍ତ । ତିନି ପାନ କରେ ଖୁବି ହଲେନ । ଏରପର ବଲଲେନ, ଏଥିନେ କି ରାତ୍ରାନା ହେତୁର ସମୟ ଆସେନି । ଆମି ବଲଲାମ, କେବ ନଯାଥ ଏରପର ଆମରା ଆବାର ରାତ୍ରାନା ହଲାମ । ୨୨

ଦୁଇ) ଏ ସଫରେର ସମୟ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ରସ୍ତା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପେଛନେ ବସନ୍ତେ । ପଥଚାରୀଦେର ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଦିକେଇ ପ୍ରଥମେ ଯେତୋ, କାରଣ ତାର ଚେହାରାଯ ବାର୍ଧକ୍ୟେର ଛାପ ଛିଲୋ । ତାର ତୁଳନାଯ ରସ୍ତା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ କମବୟସୀ ମନେ ହଛିଲୋ । ପଥଚାରୀଦେର କେଉଁ ଯଥନ ଜିଜ୍ଞାସା କରତୋ ଯେ, ଆପନାର ସାମନେ ଉନି କେବେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଜବାବ ଦିତେନ ଯେ, ଉନି ଆମାକେ ପଥ ଦେଖନ । ପ୍ରଶ୍ନକାରୀ ବୁଝତୋ ଯେ ମରବ୍ବତ୍ତିମିତେ ପଥ ଦେଖାଚେଲେ, ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ଲେକୀ ଓ କଲ୍ୟାଣେର ପଥେର କଥାଇ ବୋକାତେନ । ୨୩

ତିନ) ଏଇ ସଫରେର ସମୟ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଉମ୍ମେ ମା'ବାଦ ଖୋଯାଯାର ତାଙ୍କୁ କିଛୁକ୍ଷଣର ଜନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବିରତି କରେନ । ଏଇ ମହିଳା ଖୁବ ବୁଦ୍ଧିମତୀ । ନିଜେର ବାଢ଼ୀତେ ଆଶିନ୍ୟ ତିନି ବସେଛିଲେନ । ଯାତ୍ରାତକାରୀ ପଥଚାରୀଦେର ସାଧ୍ୟମତୋ ପାନାହାର କରାତେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଙ୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ତୋମାର କାହେ କିଛୁ ଆଛେ? ମହିଳା ବଲଲେନ, ଯଦି କିଛୁ ଥାକତେ, ତବେ ଆପନାଦେର ମେହମାନଦାରିତେ ଝଟି କରତାମ ନା । କଯେକଟି ବକରି ଆଛେ, ଯେତେଲୋ ଦୂରେ ଚାରଣଭୂମିତେ ରଯେଛେ । ଏଥିନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ ଚଲଛେ ।

ରସ୍ତା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ ଯେ, ବାଡ଼ୀର ଏକ ପାଶେ ଏକଟି ବକରି ବାଁଧା ଆଛେ । ତିନି ବଲଲେନ, ଉମ୍ମେ ମା'ବାଦ, ଏ ବକରି ଏଥାନେ କେବେ ଉମ୍ମେ ମା'ବାଦ ବଲଲେନ, ଏ ବକରି ଖୁବ ଦୁର୍ବଳ, ହାଟିତେ ପାରେ ନା । ପ୍ରିୟ ରସ୍ତା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଅନୁମତି ଯଦି ଦାଓ, ତବେ ଓର ଦୁଖ ଦୋହନ କରିଥିଲା ବଲଲେନ, ହାଁ, ଯଦି ଦୁଖ ଦେଖିତେ ପାନ, ଅବଶ୍ୟଇ ଦୋହନ

কৰণ। এ কথাৰ পৰি প্ৰিয় রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকৰিৰ ওলানে হাত লাগালেন। আল্লাহৰ নাম নিলেন এবং দোয়া কৱলেন। বকৰি সাথে সাথে পা প্ৰসাৰিত কৰে দাঁড়ালো। তাৰ ওলানে ভৱা দুধ। প্ৰিয় রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বড় পাত্ৰ নিয়ে সেই পাত্ৰে দুধ দোহন কৱলেন। সেই পাত্ৰ ভৱি দুধ এক দল লোক ত্ৰপিৰ সাথে পান কৱতে পাৱতো। দুধ দোহনেৰ পৰি পাত্ৰে ফেলা ভৱে গেলো। সঙ্গীদেৱ পান কৱালেন উম্মে মা'বাদ নিজে পান কৱলেন। এৱপৰি সেই পাত্ৰে পুনৰায় দুধ দোহন কৱলেন। সেই পাত্ৰ ভৱি দুধ উম্মে মা'বাদেৱ ঘৱে রেখে আল্লাহৰ রসূল গন্তব্যেৰ দিকে রওয়ানা হলেন।

কিছুক্ষণ পৰি মহিলাৰ স্বামী বকৰিৰ পাল নিয়ে বাড়ী ফিৱলো। সেসব বকৰিৰ দুৰ্বল, পথ চলতে ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে। উম্মে মা'বাদেৱ স্বামী আবু মা'বাদ দুধ দেখে তো অবাক! জিজ্ঞাসা কৱলেন, দুধ পেলে কোথায়? সব দুঃখবৰ্তী বকৰি তো আমি চাৰণ ভূমিতে নিয়ে গৈছি, ঘৱে তো দুধ দেয়াৰ মতো বকৰি ছিলো না। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমাদেৱ কাছে একজন বৰকত সম্পন্ন মানুষ এসেছিলেন। তাৰ কথা ছিলো এমন এবং তাৰ অবস্থা ছিলো এমন। সব শুনে আবু মা'বাদ বললেন, এই তো মনে হয় সেই ব্যক্তি, যাকে কোৱায়শৱা খুঁজে বেঢ়াচ্ছে। আছা তুমি তাৰ আকৃতি প্ৰকৃতি একটু বলো। উম্মে মা'বাদ অত্যন্ত আকৰ্ষণীয়ভাৱে চিন্তাকৰ্ষক ভঙ্গিতে রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৰ পৱিচয় বৰ্ণনা কৱলেন। সে বৰ্ণনা ভঙ্গি শুনে মনে হয় শ্ৰোতা যেন তাকে চোখেৰ সামনে দেখতে পাৰছে। গ্ৰন্থেৰ শেষ দিকে এইসব বিবৱণ উল্লেখ কৱা হবে। আগতুকেৱ ভূয়সী প্ৰশংসা শুনে সে বললো, আল্লাহৰ শপথ, এই হচ্ছে কোৱায়শদেৱ সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে লোকেৱা নানা কথা বৰ্ণনা কৱেছে। আমাৰ ইচ্ছা হচ্ছে তাৰ প্ৰিয় সঙ্গীদেৱ একজন হবো। যদি কোন পথ পাই, তবে অবশ্যই এটা কৱবো।

এদিকে মৰাব বাতাসে কবিতাৰ ছন্দে কিছু কথা ভেসে আসছিলো। যিনি কবিতা আবৃত্তি কৱছিলেন, তাকে দেখা যাচ্ছিলো না। কবিতাৰ অৰ্থ নিম্নৰূপ

আল্লাহৰ পুৱকাৰ লাভ কৰণ সেই দুঁজন,

উম্মে মা'বাদেৱ বাড়ীতে যাবা কৱলেন পদাৰ্পণ।

ভালোয় ভালোয় থেমেছিলেন, যাবা কৱলেন, ফেৱ সফলকাম হয়েছেন

তিনি সঙ্গী, যিনি মোহাম্মদেৱ।

হায় কুসাই তোমাদেৱ থেকে

নথিৱিহীন সাফল্য এবং নেতৃত্ব নিলেন আল্লাহ কেড়ে।

বনু কা'ব-এৱ সেই মহিলা, আহা কী যে ভাগ্যবান

মোৰাবক হোক মোমেনীনেৰ জন্যে সেই বাসস্থান।

বকৰিৰ কথা পাত্ৰেৰ কথা মহিলাৰ কাছে জানতে চাও

সেই বকৰিৰ সাক্ষী দেবে, তোমাৰা বকৰিৰ কাছে যাও।

হযৱত আসমা (ৱা.) বলেন আমাদেৱ জানা ছিলো না যে, আল্লাহৰ রসূল কোনদিকে গেছেন। হঠাৎ একটি জিন মৰাব এসে এসব কবিতা শোনালো। উৎসাহী জনতা সেই জিনকে পাচ্ছিলো না। তাৰা শব্দেৱ পেছনে ছুটে যাচ্ছিলো। শব্দ শুনছিলো। এক সময় সেই শব্দ মৰাব উচু এলাকায় মিলিয়ে গেলো। সেই কবিতা শুনে আমৱাৰ বুঝতে পেৱেছিলাম যে, প্ৰিয় রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিকে গেছেন। স্পষ্টই বোঝা গেলো যে, তিনি মদীনাৰ পথে রয়েছেন।²⁴⁸

২৪৮. যাদুল মা'য়াদ, ২য় খন্দ পৃ. ৫৩-৫৪ বনু খোজাআ গোত্ৰেৰ অবস্থানেৰ কথা চিন্তা কৱলে বোঝা যায় যে, এ ঘটনা প্ৰিয় নবী (সঃ)-এৱ মদীনা রওয়ানা হওয়াৰ দিতীয় দিনে ঘটেছিলো।

ଚାର) ପଥେ ଛୋରାକା ଇବନେ ମାଲେକ ପ୍ରିୟ ନବୀ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ଅନୁସରଣ କରେଛିଲେନ ଛୋରାକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟନା ନିମ୍ନରୂପ । ଆମି ଆମାର କଓମ ବନି ମୁଦଲେଜେର ଏକ ମଜଲିସେ ବସେଛିଲାମ । ଏମନ ସମୟ ଏକଜନ ଲୋକ ଏସେ ଆମାଦେର କାହେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ । କିଛିକଣ ପର ବସଲୋ । ସେଇ ଲୋକଟି ବଲଲୋ, ଓହେ ଛୋରାକା, ଏକଟୁ ଆଗେ ଆମି ଉପକୂଳେର କାହେ କଯେକଜନ ଲୋକ ଦେଖିଲାମ । ଆମାର ଧାରଗା, ତିନି ମୋହାମ୍ବଦ ଏବଂ ତାର ସାଥୀ । ଛୋରାକା ବଲଲୋ, ଆମି ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ ଯେ ଏରାଇ ତାରା କିନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକଟି ଖବର ଦିଯେଛିଲୋ, ତାର କାହେ ମନୋଭାବ ଗୋପନ ରାଖାର ଜନ୍ୟେ ବଲଲାମ, ନା ନା, ଓରା ତାରା ନଯ, ତୁମି ଯାଦେର ଦେଖେଛୋ ତାଦେର ତୋ ଆମରାଓ ଦେଖେଛି । ତାରା ଆମାଦେର ଚୋଖେର ସାମନେ ଦିଯେ ଗେଛେ । ଏରପର ଆମି ମଜଲିସେ କିଛିକଣ ବସେ କାଟିଲାମ । ତାରପର ଘରେର ଶେତର ଗିଯେ ଆମାର ଦାସୀକେ ଆମାର ଘୋଡ଼ା ବେର କରିତେ ବଲଲାମ । ଘୋଡ଼ା ବେର କରାର ପର ତାକେ ବଲଲାମ, ଟିଲାର ପେଛନେ ନିଯେ ଯାଓ ଏବଂ ମେଖାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୋ, ଆମି ଆସଛି । ଏରପର ଆମି ତୀର ନିଲାମ ଏବଂ ଘରେର ପେଛନ ଦିଯେ ବାହିରେ ବେର ହଲାମ । ତୀରେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଧରେ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ମାଟିତେ ହେଚ୍ଛେ ଆମି ଘୋଡ଼ାର କାହେ ଗେଲାମ । ଘୋଡ଼ାର ପିଠେ ଚଢ଼େ ବସଲେ ଘୋଡ଼ା ଆମାକେ ନିଯେ ଛୁଟିତେ ଲାଗଲୋ । ଏକ ସମୟ ଆମି ଉପକୂଳୀୟ ଏଲାକାୟ ତାଦେର କାହେ ଏସେ ପୌଛିଲାମ । ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ା ଲାଫାତେ ଶୁରୁ କରଲୋ । ଆମି ଘୋଡ଼ାର ପିଠେ ଥେକେ ପଡ଼େ ଗେଲାମ । ପୁନରାୟ ଆମି ଘୋଡ଼ାର ପିଠେ ଆରୋହନ କରିଲାମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏର ଦିକେ ହାତ ବାଡ଼ାଲାମ ଏବଂ ପାଶାର ତୀର ବେର କରେ ଜାନତେ ଚାଇଲାମ, ତାକେ ବିପଦେ ଫେଲିତେ ପାରବ କିନା । କିନ୍ତୁ ଯେ ତୀର ବେର ହଲୋ ସେଟି ଆମାର ଅପର୍ଚନ୍ଦ୍ରନୀୟ । ଆମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲାମ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ନିର୍ବିକାରଭାବେ ଏକାଗ୍ରିଚିନ୍ତେ କୋରାଅନ ତେଲାଓୟାତ କରିଛିଲେନ । କୋନଦିକେଇ ତାର ଖେଯାଲ ନେଇ । ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ ପେଛନ ଫିରେ ଆମାକେ ଦେଖିଛିଲେନ । ହଠାତ୍ ଆମାର ଘୋଡ଼ାର ସାମନେର ପା ଦୁ'ଖାନି ମାଟିତେ ଦେବେ ଗେଲୋ । ହାଁଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ ଗେଲୋ ଏକ ସମୟ । ଆମି ଘୋଡ଼ା ଥେକେ ପଡ଼େ ଗେଲାମ । ଘୋଡ଼ାକେ ଶାସନ କରିଲାମ, ଘୋଡ଼ା ଉଠିତେ ଚାଇଲୋ । ଅନେକ କଟେ ଘୋଡ଼ା ନିଜେର ପା ଉପରେ ତୁଲଲୋ । ଘୋଡ଼ା ପା ତୁଲଲେ ତାର ପାଯେର ନିଶାନା ଥେକେ ଧୋଯାର ମତେ ଧୁଲୋ ଉଡ଼ିଛିଲୋ । ଆମି ତୀର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିକ୍ଷକା କରିଲାମ, ଏବାର ଓ ଏମନ ତୀର ବେର ହଲୋ, ଯା ଆମି ଚାଇନି । ଏରପର ଆମି ସ୍ଵାଭାବିକ କର୍ତ୍ତେ ତାଦେର ଡାକ ଦିଲାମ, ତାରା ଥାମଲେନ । ଘୋଡ଼ାର ପିଠେ କରେ ଆମି ତାଦେର କାହେ ପୌଛିଲାମ । ସଖନଇ ଆମି ତାଦେର ଥାମାଲାମ, ତଖନଇ ହଠାତ୍ ଆମାର ମନେ ହଲୋ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲଇ ବିଜୟୀ ହବେନ । ଆମି ତଖନ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲକେ ବଲଲାମ, ଆପନାର ସ୍ଵଜାତୀୟରା ଆପନାର ଜୀବନେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂରଙ୍ଗାର ଘୋଷଣା କରେଛେ । ସାଥେ ସାଥେ ମକ୍କାର ଲୋକଦେର ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କେଓ ଆମି ତାକେ ଅବହିତ କରିଲାମ । ତାକେ ପଥେର କିଛି ସମ୍ବଲିତ ଦିତେ ଚାଇଲାମ । କିନ୍ତୁ ତିନି କିଛିକଣ ନା ଏବଂ ଆମାକେ କୋନ କଥା ଜିଜ୍ଞାସାଓ କରିଲେନ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ବଲଲେନ, ଆମାଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରୋ । ତାକେ ବଲଲାମ, ଆପନି ଆମାକେ ନିରାପତ୍ତାର ପରୋଯାନା ଲିଖେ ଦିନ । ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ତଖନଇ ଆମେର ଇବନେ ଫୋହାୟରାକେ ଆଦେଶ ଦିଲେନ । ଆମେର ନିରାପତ୍ତାର ପରୋଯାନା ସ୍ଵର୍ଗପ ଏକ ଟୁକରୋ ଚାମଡ଼ାଯ କିଛି କଥା ଲିଖେ ଆମାକେ ଦିଲେନ । ଏରପର ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ସାମନେ ଅରସର ହଲେନ ।²⁵

ଏ ଘଟନା ସମ୍ପର୍କେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ଏକଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ରଯେଛେ । ତିନି ବଲେନ, ଆମାର ରାତ୍ରିରେ ହୁଏଇ ପର କଓମେର ଲୋକେରା ଆମାଦେର ତାଲାଶ କରିଛିଲେ । କିନ୍ତୁ ଛୋରାକା ଇବନେ ମାଲେକ ଇବନେ ଜୁଗ୍ମ ଛାଡ଼ା କେଉଁ ଆମାଦେର ଦେଖିତେ ପାଯନି । ଛୋରାକା ଘୋଡ଼ାଯ ଚଢ଼େ ଏସେଛିଲୋ । ଆମି ବଲଲାମ, ହେ

²⁵. ବୋଧାରୀ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୪, ବନି ମୁଦଲେଜେର ଜନ୍ୟାନ୍ତା ଛିଲୋ ବାବେଗେର କାହେ । ଛୋରାକା ଯେ ସମୟ ଅନୁସରଣ କରେଛିଲୋ, ସେ ସମୟ ପ୍ରିୟ ନବୀ (ସଃ) କୋଦାୟେଦ ଥେକେ ଓପରେର ଦିକେ ଉଠିଲେନ । ଯାଦୁଲ ମା'ୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୩ । ଗାରେ ଛୁଟ ଥେକେ ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନେ ଏ ଘଟନା ଘଟେଇ ବଲେଇ ମନେ ହୁଏ ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, একটি লোক আমাদের পিছু লেগেছে, সে কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে বললেন, ‘লা তাহ্যান ইন্নাল্লাহ মাতানা।’ অর্থাৎ ভয় পেয়ো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।^{২৬}

ছোরাকা মক্কায় ফিরে এসে দেখতে পেলো, তখনে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর রসূলকে সে যে পথে দেখেছে, সেদিকে কিছু লোককে দেখে ছোরাকা বললো, ওদিকে তোমাদের যে কাজ ছিলো সেটা হয়ে গেছে। দিনের শুরুতে যে লোক ছিলো সন্ধানকারীদের একজন, দিনের শেষে সেই ব্যক্তিই হয়ে গেলো আমানতদার।^{২৭}

(পাঁচ) পথে বুরাইদা আসলামির সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হলো। এই লোক ছিলো তার কওমের সর্দার। কোরায়শদের ঘোষিত পুরকারের লোভে এই লোকও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর সন্ধানে বের হয়েছিলো কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার সাথে সাথে তার মনে ভাবাস্তর হলো। তিনি নিজ গোত্রের ৭০ জন লোকসহ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর পাগড়ি খুলে বর্ণায় বেঁধে দোলাতে দোলাতে সুসংবাদ শোনালেন যে, শাস্তির বাদশাহ, সমাজোতার পথিকৃৎ, পৃথিবীকে ন্যায় বিচার ও ইনসাফে পরিপূর্ণ করার অগ্রপথিক আগমন করছেন।^{২৮}

(ছয়) মদীনা যাওয়ার পথে হ্যরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামের (রা.) সাথে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা হলো। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে কিছু জিনিস উপহার দেন।^{২৯}

কোবায় অবস্থান

নবুয়তের চূর্তদশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ ১লা হিজরী মোতাবেক ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় অবতরণ করেন।^{৩০}

হ্যরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, মদীনার মুসলমানরা মক্কা থেকে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা হওয়ার খবর জেনেছিলেন এ কারণে মদীনার বাইরে হাররার নামক স্থানে এসে প্রতিদিন তারা অপেক্ষা করতেন। দুপুরের রোদ অসহ্য হয়ে উঠলে ফিরে যেতেন। একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর সবাই ঘরে ফিরে গেছেন। এ সময় একজন ইহুদী ব্যক্তিগত কাজে একটি টিলার উপর উঠেছিলো। হঠাৎ সে সাদা কাপড়ের তৈরী চাঁদোয়া লক্ষ্য করলো। আনন্দের আতিশয়ে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, শোনো মুসলমানরা, শোনো, তোমরা যার জন্যে প্রতিদিন অপেক্ষা করছিলে, তিনি আসছেন। একথা শোনা মাঝেই মুসলমানরা ছুটে এলো এবং অন্তর্শ্রে সজ্জিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর

২৬. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৬

২৭. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৬

২৮. রহমতুল লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১০১

২৯. সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৪

৩০. রহমতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১০২। সেই তারিখে প্রিয় রসূল (সঃ)-এর বয়স পুরোপুরি তেপান্ন বছর পূর্ণ হয়েছিলো। যারা হস্তী যুদ্ধের ঘটনার বছর হিসেবে ৯ই রবিউল আউয়াল ৪১ সালের হিসাবে নবুয়তের হিসাব করেন, তাদের হিসাব মতো এ তারিখে নবুয়তের ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছিলো। আবু যারা হস্তী যুদ্ধের ঘটনার হিসাব ৪৯ সালের রম্যান মাসে তাঁর নবুয়তের শুরু মনে করেন, তাদের হিসাব অনুযায়ী এ তারিখে তাঁর নবুয়তের বয়স ১২ বছর ৫ মাস ১২ দিন বা ২২ দিন।

ଜନ୍ୟେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ।^{୩୧}

ଇବନେ କାଇୟେମ ବଲେନ, ଘୋଷଣାର ସାଥେ ସାଥେ ବନି ଆମର ଇବନେ ଆଓଫେର ମଧ୍ୟେ ଶୋରଗୋଲ ପଡ଼େ ଗେଲୋ ଏବଂ ତକବିର ଧନି ଶୋନା ଗେଲୋ । ମୁସଲମାନରା ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଆଗମନେର ସମ୍ବର୍ଧନାର ଜନ୍ୟେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ତାରା ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜାନାଲୋ ଏବଂ ତାର ଚାରପାଶେ ଡିଡ୍ କରତେ ଲାଗିଲୋ । ମେ ସମୟ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଛିଲେନ ନୀରବ । ତାର ଓପର ତଥନ କୋରଆନେର ଏହି ଆୟାତ ନାହିଁ ହଛିଲେ, ‘କିନ୍ତୁ ତୋମରା ଯଦି ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବିରଙ୍ଗଦେ ଏକେ ଅପରେର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୋ, ତବେ ଜେନେ ରାଖୋ, ଆହାହ ତାଯାଲାଇ ତାର ବନ୍ଦୁ, ଜିବରାଙ୍ଗିଲ ଓ ସଂକରମରାଯନ ମୋମେନରା, ଉପରଭୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫେରେଶତାରା ଓ ତାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ।’ (ସୂରା ତାହରୀମ, ଆୟାତ ୪)

ହ୍ୟରତ ଓରାଓୟା ଇବନେ ଯୋବାଯେର (ରା.) ବଲେନ, ଲୋକଦେର ସାଥେ ମିଲିତ ହୁଯାର ପର ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମତାଦେର ସାଥେ ଡାନଦିକେ ଅଗ୍ରସର ହଲେନ ଏବଂ ବନି ଆମର ଇବନେ ଆଓଫେର ବାଢ଼ୀ ଅଭିମୁଖେ ରାଓୟାନା ହଲେନ । ଏ ଦିନ ଛିଲୋ ସୋମବାର, ମାସ ଛିଲୋ ରବିଟୁଲ ଆଟ୍ୟାଲ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଆଗନ୍ତୁକଦେର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ଜନ୍ୟେ ଦାଢ଼ିଯେଛିଲେନ, ଆର ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଚୁପଚାପ ବସେଛିଲେନ ।

ଆନମାରଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଇତିପୂର୍ବେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦେଖେନି, ତାରା ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ସାଲାମ କରିଛିଲେ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଗାୟେର ଓପର ଢଳେ ପଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଏସେ ପଡ଼ିଲେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଏକଥାନି ଚାଦର ଦିଯେ ତାଙ୍କେ ଛାଯା କରେ ଦାଢ଼ାଲେନ । ଏତେ ସବାଇ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଚିନତେ ପାରିଲେନ ।^{୩୨}

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ଜନ୍ୟେ ମଦୀନାୟ ଜନତାର ଢଳ ନାମଲୋ । ଏଟି ଛିଲୋ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ମଦୀନାର ମାଟି ଏ ଧରନେର ଦୃଶ୍ୟ ଅତିତେ କୋନୋଦିନ ଦେଖେନି । ଇହନୀରାଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ନବୀର ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଲୋ । ବାଇବେଲେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ, ଆହାହ ଦକ୍ଷିଣ ଦିକ୍ ଥେକେ ତାର ଆଗମନ ଘଟାବେନ ଏବଂ ଯିନି ପବିତ୍ର, ତିନି ‘ଫାରାନ’ ପର୍ବତ ଥେକେ ଆଗମନ କରିବେନ ।^{୩୩}

ରସୂଲ ମଦୀନାୟ କୁଳସୁମ ଇବନେ ହାଦାମ, ମତାନ୍ତରେ ସାଯାଦ ଇବନେ ଖାୟଚାମାର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ତବେ ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟଟି ଅଧିକ ନିର୍ଭର୍ୟୋଗ୍ୟ ।

ଇତିମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ମକାଯ ତିନଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ମାନୁଷେର ଆମାନତସମୂହ ବୁଝିଯେ ଦିଯେ ମଦୀନାୟ ଆସେନ ।^{୩୫}

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କୋବାଯ ମୋଟ ଚାରଦିନ^{୩୬} । ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଓ

୩୧. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୫

୩୩. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୫

୩୪ ବାଇବେଲ, ହାବକୁକ ଅଧ୍ୟାୟ, ପୃ. ୩

୩୫. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୪, ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୯୩ ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ ।

୩୬. ଏଟା ଇବନେ ଇସହାକେର ବର୍ଣନା । ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୯୪ ଦେଖୁନ । ଏହି ବର୍ଣନାଇ ଆଲ୍ଲାମା ମନସୁରପୂରୀ ଏହଣ କରେଛେ । ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୧୦୨ ଦେଖୁନ । କିନ୍ତୁ ସହିହ ବୋଖାରୀର ଏକଟି ବର୍ଣନାଯ ରଯେଛେ ଯେ, ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ମେଖାନେ ୨୪ ରାତ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ୧ମ ଖତ ପୃ. ୬୧ । ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣନାଯ ୧୦ ରାତରେ ଚେଯେ କିନ୍ତୁ ବୈଶିର କଥା ରଯେଛେ । ୧ମ ଖତ ପୃ. ୫୫୫ । ତୃତୀୟ ଏକ ବର୍ଣନାଯ ୧୪ ରାତରେ କଥା ରଯେଛେ । ୧ମ ଖତ ପୃ. ୫୬୦ । ଇବନେ କାଇୟେମ ଶେଷୋକ୍ତ ବର୍ଣନା ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ଇବନେ କାଇୟେମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେଛେ ଯେ, ପ୍ରିୟ ନବୀ ସୋମବାର କୋବାଯ ଶୈଛେଛେ ଏବଂ ଶକ୍ରବାର ଯଦି ପୃଥିକ ଦୁଇ ସଞ୍ଚାହେର ନେଯା ହସ ତବେ ପଥେର ଦିନଙ୍କୁଲୋ ଛାଡ଼ା ମୋଟ ୧୦ ଦିନ ହସ । ପଥେର ସମୟରୁହ ୧୨

বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন। কারো কারো মতে ১০ দিন, কারো কারো মতে রওয়ানা ও পথের কয়েকদিন ছাড়া কোবায় মোট ২৪ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি মসজিদে কোবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং সেই মসজিদে নামায আদায় করেন। নবৃত্যত প্রাণ্তির পর এটি ছিলো প্রথম মসজিদ। তাকওয়ার ওপর এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। পঞ্চম, দ্বাদশ বা ২৬তম দিনের শুক্রবারে তিনি আল্লাহর নির্দেশে সওয়ারীর ওপর আরোহন করেন। রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি তাঁর মামার গোত্র বনু নাজাহকে খবর পাঠালে তারা তলোয়ার সজ্জিত করে হায়ির হলো। তিনি তাদের সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। বনু সালেম ইবনে আওফের জনপদে পৌছার পর জুমার নামাযের সময় হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকালয়ে জুমার নামায আদায় করলেন। জুমার জামাতে একশ মুসল্লী হায়ির হয়েছিলেন।^{৩৭} এখনো সেখানে এ মসজিদ রয়েছে।

রসূলুল্লাহর মদীনায় প্রবেশ

জুমার নামায আদায়ের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা গমন করেন। সেদিন থেকে ইয়াসরেবের নাম হয়েছে ‘মদীনাতুর রসূল’ বা শহরে রসূল। সংক্ষেপে মদীনা। এই দিন ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন। চারদিকে আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। আনসার শিশুর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এ গান গাইছিলো।

‘দক্ষিণের সেই পাহাড় থেকে উদয় হলো মোদের ওপর চতুর্দশীর চাঁদ।

শোকরিয়া আদায় করা আল্লাহর, কর্তব্য মোদের সকলের।

তোমার আদেশ পালন আর আনুগত্য কর্তব্য মোদের সকলের, পাঠিয়েছেন তোমায় আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।^{৩৮}

আনসাররা ধরী বা বিজ্ঞালী ছিলেন না কিন্তু সবাই চাচ্ছিলেন যে, নবী তার বাড়ীতেই অবস্থান করবেন। যে এলাকা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, সেখানের লোকেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের রশি ধরে তাঁর বাড়ীতে আসার আবেদন জানাতেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিলেন যে, উটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর তরফ থেকে আদেশ পেয়েছে। এরপর উটনী ইচ্ছামতো চলতে লাগলো এবং বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী রয়েছে সেখানে গিয়ে থামলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনী থেকে নামলেন না। উটনী সামনে কিছুদূরে এগিয়ে গেলো এরপর পুনরায় ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়লো। এটা ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নানাদের মহল্লা অর্থাৎ বনু নাজারদের মহল্লা। উটনীকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ায় সে বনু নাজার এলাকায় থেমে নানাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মনে মনে এটাই চাচ্ছিলেন। এবার বনু

দিন এমতাবস্থায় ১৪ দিন কি করে হবেঃ

৩৭. সহীহ বোখারী, ১ম খন্দ, পৃ. ৫৫৫, ৫৬০ যাদুল মায়াদ, ২য় খন্দ, পৃ. ৫৫, ইবনে হিশাম, ১ম খন্দ পৃ. ৪৯৪
রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খন্দ পৃ. ১০২

৩৮. কবিতার এ তরজমা আল্লামা মনসুরপুরী করেছেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, এই কবিতা তবুক থেকে রসূলের ফেরার সময় আবৃত্তি করা হয়েছিলো। যিনি বলেন যে, মদীনায় নবী (সা):-এর প্রবেশের সময়েই শুধু এ কবিতা পড়া হয়েছে একথাকে তিনি ভুল বলেছেন। যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্দ, পৃ. ১০। তবে আল্লামা ইবনে কাইয়েম ভুল বললেও নির্ভরযোগ্য যুক্তি প্রমাণ দিতে পারেননি। পক্ষান্তরে আল্লামা মনসুরপুরী একথাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ কবিতা মদীনায় প্রবেশের সময় পড়া হয়েছিলো। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি প্রমাণও রয়েছে। দেখুন রহমাতুল লিল আলামীন, ১ম খন্দ, পৃ. ১০৬

ନାଜାର ଗୋଡ଼ର ଲୋକେରା ନିଜ ବାଡ଼ୀତେ ନିଯେ ତାକେ ଯାଓୟାର ଜନ୍ୟ ଆବେଦନ ନିବେଦନ ଶୁରୁ କରିଲୋ । ଆବୁ ଆଇୟୁବ ଆନସାରୀ ଏଗିଯେ ଏସେ ଉଟ୍ଟେର ଲାଗାମ ଧରିଲେନ ଏବଂ ତାଁ ବାଡ଼ୀତେ ନିଯେ ଗେଲେନ । ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବଲିଲେନ, ମାନୁଷ ତାର ଉଟ୍ଟେର ପାଲାନେର ସଙ୍ଗେ ରହେଛେ । ଏରପର ହ୍ୟରତ ଆସାଦ ଇବନେ ଯୋରାରାହ ଏସେ ଉଟନୀର ଲାଗାମ ଧରିଲେନ, ଉଟନୀ ତଥନ ଥେକେ ତାଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେଇ ଥାକିଲୋ ।^{୩୯}

ସହିହ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବଲିଲେନ, ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ କାର ଘର ସବଚେଯେ କାହେ? ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଆଇୟୁବ ଆନସାରୀ ବଲିଲେନ, ଆମାର ଘର, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର । ଏହି ହଞ୍ଚେ ଆମାର ଘର, ଆର ଏହି ହଞ୍ଚେ ଆମାର ଦରଜା । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ବଲିଲେନ, ଯାଓ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ କାଇଲୁଳା ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟାହେର ବିଶ୍ଵାମେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲୋ । ଆବୁ ଆଇୟୁବ ବଲିଲେନ, ଆପନାରା ଉଭୟେ ଆସୁନ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବରକତ ଦେବେନ ।^{୪୦}

କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତିନି ପର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ସହଧରିନୀ ଉମ୍ବୁଲ ମୋମେନୀନ ହ୍ୟରତ ସାଓଦ, ଦୁଇ କନ୍ୟା ଫାତେମା ଏବଂ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ, ଓସାମା ଇବନେ ଯାଯେଦ ଏବଂ ଉମ୍ମେ ଆରମାନା ଏସେ ପଡ଼ିଲେନ । ଏଦେର ସବାଇକେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ପରିବାରେର ସାଥେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବୁ ବକର ମଦୀନାଯ ନିଯେ ଆସିଲା । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-ଓ ଏଦେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଏକ କନ୍ୟା ହ୍ୟରତ ଯନ୍ମନର ହ୍ୟରତ ଆବୁଲ ଆସ-ଏର କାହେ ରହେ ଗେଲେନ । ତିନି ତଥନ ଆସିଲା ଦେବେନ । ତିନି ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧର ପର ଆଗମନ କରିଲେ ।^{୪୧}

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବଲିଲେ, ପ୍ରିୟ ରସ୍ତ୍ର (ରା.) ମଦୀନାଯ ଆସାର ପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ଏବଂ ହ୍ୟରତ ବେଲାଲ (ରା.) ଜୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଲେନ । ଆମି ତାଦେର କାହେ ଗିଯେ ବଲିଲାମ, ଆକରାଜାନ, ଆପନି କେମନ ଆଛେନ? ବେଲାଲ (ରା.), ଆପନି କେମନ ଆଛେନ? ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ଜୂର ଏଲେ ତିନି ଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଲେ,

‘ପରିବାରେର ସଦମ୍ୟଦେର ସବାଇ ବଲେ ସୁପ୍ରଭାତ

କେଉଁ ଭାବେ ନା ଜୁତୋର ଫିତାର ଚେଯେ ଓ ତାର ମରଣ କାହେ ।’

ହ୍ୟରତ ବେଲାଲ (ରା.) କିଛିଟା ସୁନ୍ଦର ହେଉଥାର ପର ତାଁ ସୁରେଲା କଟେ ଆବୃତ୍ତି କରିଲେନ,

‘ଜାନତାମ ଯଦି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବୋ ଆମି ମଙ୍କାର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚାରିପାଶେ ରବେ ଇଯାଖିରା ଜାଲିଲ (ଘାସ) । ମାର୍ଜିନ୍ନାର ଝର୍ଣ୍ଣାର ଧାରେ ଯେତେ ପାରବ କିନା ଜାନି ନା । ସାମା ଆର ତୋଫାଯେଲ ପାହାଡ଼ ଦେଖିତେ କି ପାବୋ?’

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବଲିଲେ, ଆମି ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର କାହାକାହି ଗିଯେ ଏ ଥିବା ଦିଲାମ, ତିନି ବଲିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା, ମଙ୍କା ଯେମନ ଆମାଦେର କାହେ ପ୍ରିୟ ଛିଲେ, ମଦୀନାକେଓ ତେମନ ପ୍ରିୟ କରେ ଦାଓ, ବରଖ ମଦୀନାର ପରିବେଶ ଓ ଆବହାଓୟା ତାର ଚେଯେ ବେଶୀ ସାହୃଦ୍ୟକର କରେ ଦାଓ । ଏଥାନେ ଶସ୍ତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ବରକତ ଦାଓ । ଏଥାନ ଥେକେ ଅସୁଖ ଜାହଫାଯ ସରିଯେ ନାଓ ।^{୪୨} ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାଁ ପ୍ରିୟ ନବୀର ଦୋଯା କବୁଲ କରିଲେ, ପରିଷ୍ଠିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଲେ ।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଜୀବନେର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଇସଲାମୀ ଦାଓୟାତେର ମଙ୍କୀ ଯୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ଗେଲୋ ।

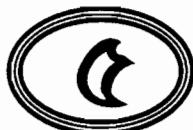
୩୯. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ରହମାତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମୀନ ୧ମ ଖତ ପୃ. ୧୦୬

୪୦. ସହିହ ବୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୬

୪୧. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୫

୪୨. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୫୮୮-୫୮୯

আমি খদি অদ্বে (আমার) যন্ত্রেন (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান
 করি, তাহলে তারা নাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, যাকান
 আদ্য (—এর ব্যবস্থা) করবে, সৎ কাজের
 আদর্শ দ্বে এবং গন্দকাজ থেকে
 বিন্দু রাখবে, (অবশ্য) সব কাজের
 দৃঢ়ান্ত পরিলাম কিন্তু আল্লাহ
 তায়ালার অথত্যারত্বকা।
 (সূরা হজ্জ ৪১)



ইয়াসরাবের দশ বছর

ফকীরের বেশে বাদশাহ

মাদীনী জীবনের বিভিন্ন ভাগ

হিজরতের সময় মদীনার সার্বিক অবস্থা

এক) প্রথমত, মুসলমানদের ফেতনা ও বিশ্বজ্ঞালা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। একই সাথে বহিশক্তির মদীনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে মদীনার ওপর হামলা চালিয়েছিলো। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হোদায়বিয়ার সঙ্গি পর্যন্ত এ পর্যায় অব্যাহত ছিলো।

দুই) দ্বিতীয়ত, পৌত্রলিকদের সাথে তাদের সঙ্গি হয়েছিলো। অষ্টম হিজরীর রম্যান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এ পর্যায়ের সমাপ্তি হয়। এ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়।

তিনি) তৃতীয়ত, আল্লাহর দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। এ পর্যায়ে মদীনায় বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং গোত্রের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ অর্ধাং একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন তিনটি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছিলো, যাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতার প্রাধান্যই ছিলো বেশী। এরা হচ্ছে,

এক) আল্লাহর মনোনীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আল্লাহর পথে ধন প্রাণ উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জামাত।

দুই) মদীনার প্রাচীন এবং প্রকৃত অধিবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী পৌত্রলিকরা, যারা তখনে ঈমান আনেন।

তিনি) ইহুদী সম্প্রদায় ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, তা ছিলো এই যে, মদীনার অবস্থা ছিলো মক্কার অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। মক্কায় যদিও ছিলেন একই কালেমার অনুসারী এবং তাদের উদ্দেশ্যও ছিলো অভিন্ন। কিন্তু তারা বিভিন্ন পরিবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তারা ছিলেন শক্তিতে, দুর্বল ও অবমাননার সম্মুখীন। তাদের হাতে কোন ক্ষমতা ছিলো না। সকল ক্ষমতা ছিলো শক্তিদের হাতে। যেসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে একটি সমাজ গঠন করা হয়, মক্কায় মুসলমানদের হাতে তার কিছুই ছিলো না। কিসের ভিত্তিতে মুসলমানরা সমাজ গঠনে সক্ষম হবে? এ কারণে দেখো যায় যে, মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের সূরাসমূহে শুধু ইসলামী দাওয়াতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে এমন সব আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে, যার ওপর প্রতিটি মানুষই পৃথক পৃথক আমল করতে পারে।

পক্ষান্তরে মদীনায় যাওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই ক্ষমতার বাগড়োর ছিলো মুসলমানদের হাতে। মুসলমানদের ওপর অন্য কারো আধিপত্য ছিলো না। সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ, সংস্কৰ্ষ তাদের অনেক আইন কানুনের মুখোমুখি হতে হচ্ছিলো। সেটা ছিলো হালাল-হারাম মেনে চলা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলনের মাধ্যমে উন্নত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সময় মুসলমানদের একটি নয়া সমাজ অর্ধাং ইসলামী সমাজ গঠনের প্রত্যক্ষ আদর্শ গড়ে তোলা। সেই সমাজ হবে একটি আদর্শ সমাজ। মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত সেই সমাজে জাহেলী সমাজের কোন চিহ্ন

ଥାକବେ ନା । ସେଇ ସମାଜ ହବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମଧର୍ମୀ । ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତେର ଜନ୍ୟେ ମୁସଲମାନରା ଯେ ଦଶ ବହର ଯାବତ ନାନା ଧରନେର ଦୁଃଖକଟ୍ଟ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ-ନିଷେଷଣ ସହ୍ୟ କରେଛିଲୋ ତାର ବାନ୍ତବତୀ ପ୍ରମାଣେର ସମୟ ତଥନ ଏସେ ପଡ଼େଛିଲୋ ।

ଏ ଧରନେର କୋନ ସମାଜ ଏକଦିନ ଏକମାସ ବା ଏକ ବହର ଗଠନ କରା ସଭବ ନୟ ବରଂ ଏର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରୋଜନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାତେ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଯ୍ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ବାନ୍ତବାୟନେର କାଜ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ସଭବ ହୁଁ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଆଇନ କାନୁନ ବାନ୍ତବାୟନ ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପଥନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଛିଲୋ ସରାସରି ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଓପର ।

ଆନ୍ତାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ତିନିଇ ଉତ୍ସୀଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ତାଦେର ଏକଜନକେ ରସ୍ତ୍ରକାପେ ପାଠିଯେଛେ । ଯିନି ତାଦେର କାହେ ତାର ଆୟାତ ତେଲୋଓୟାତ କରେନ, ତାଦେରକେ ପବିତ୍ର କରେନ ଏବଂ ତାଦେର କେତାବ ଓ ହେକମତ ଶିକ୍ଷା ଦେନ, ଅଥଚ ଇତିପୂର୍ବେ ଏରାଇ ଛିଲୋ ଘୋର ବିଭାଗିତେ ନିମିଞ୍ଜିତ । (ସୂରା ଜୁମ୍ରା, ଆୟାତ-୨)

ଏଦିକେ ସାହାବାୟେ କେରାମେର ଅବସ୍ଥା ଏରପ ଛିଲୋ ଯେ, ତାଁରା ସବ ସମୟ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥାକତେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଯେ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରତେନ, ସେଇ ଆଦେଶ ସଥ୍ୟଥଭାବେ ପାଲନ କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରତେନ । ଆନ୍ତାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ସଥନ ତାର ଆୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ତାଦେର କାହେ ପାଠ କରା ହୟ ତଥନ ସେଟା ତାଦେର ଈମାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।’

ଏସବ ବିଷୟ ଆମଦେର ଏଖାନେ ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟବ୍ଲୁକ୍ ନୟ, ଏ କାରଣେ ଆମରା ସେବର ବିଷୟେ ପ୍ରୋଜନ ଅନୁୟାୟୀ ସଥାନ୍ତାନେ ଆଲୋଚନା କରବୋ ।

ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ ମୁସଲମାନଦେର ସମ୍ପର୍କେର ଫଳେ ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଲୋ, ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଏବଂ ରେସାଲାତେ ମୋହାମ୍ଦୀଇ ହଜେ ଏଖାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ । କିନ୍ତୁ ଏଟାଓ କୋନ ହଜୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୟ । ବରଂ ଏଟା ଏକଟା ପୃଥିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ । ଏହାଡା ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଛିଲୋ, ଯେସବ ବିଷୟେ ତାଙ୍କ୍ଷଣିକଭାବେ ମନୋଯୋଗ ଦେଯା ପ୍ରୋଜନ ଛିଲୋ । ସଂକ୍ଷେପେ ତା ନିମ୍ନରପ,

ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେର ଲୋକ ଛିଲୋ । ଏକ ପ୍ରକାରେର ଲୋକ ଯାରା ଛିଲେନ ନିଜେଦେର ଜମି, ବାଡ଼ୀ-ଘର ଏବଂ ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦେର ମଧ୍ୟେ ନିଚିତ୍ତେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛିଲେନ । ଏରା ଛିଲୋ ଆନ୍ତାର ଗୋତ୍ରେର ଲୋକ । ଏଦେର ପରମ୍ପରର ମଧ୍ୟେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକଭାବେ ଶକ୍ତତା ଚଲେ ଆସିଛିଲୋ । ଏଦେର ପାଶାପାଶି ଆରେକଟି ଦଲେ ଛିଲେନ ମୋହାଜେର । ତାରା ଉତ୍ସୁଖିତ ସୁବିଧା ଥେକେ ଛିଲେନ ବନ୍ଧିତ । ତାରା କୋନ ନା କୋନ ଉପାୟେ ଖାଲି ହାତେ ମଦୀନା ପୌଛେଛିଲେନ । ତାଦେର ଥାକାର କୋନ ଠିକାନା ଛିଲୋ ନା, କ୍ଷୁଦ୍ରା ନିବାରଣେର ଜନ୍ୟେ କୋନ କାଜ ଓ ଛିଲୋ ନା । ସଙ୍ଗେ ଟାକା-ପଯସା ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ଜିନିସ ଓ ଛିଲୋ ନା, ଯା ଦିଯେ ନିଜେର ପାଯେ ଦାଢ଼ାନ୍ତରେ ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଯ୍ । ପରାଣ୍ଯା ଏସକଳ ମୋହାଜେରର ସଂଖ୍ୟା ଦିନେ ଦିନେ ବାଡ଼ିଛିଲୋ । କେନ୍ତା କୋରାଆନେର ଘୋଷଣା ପ୍ରଚାର କରା ହେଯିଛିଲୋ ଯେ, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଳା ଏବଂ ତାର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଓପର ଯାରା ଈମାନ ରାଖେ, ତାରା ଯେନ ହିଜରତ କରେ ମଦୀନାଯ ଚଲେ ଆସେ । ଏଟା ତୋ ଜାନାଇ ଛିଲୋ ଯେ, ମଦୀନାଯ ତେମନ କୋନ ସମ୍ପଦ ଓ ନେଇ ଏବଂ ଆୟ-ଉପାର୍ଜନେର ଉତ୍ସ୍ରେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଉପାୟ-ଉପକରଣ ଓ ନେଇ । ଫଳେ ମଦୀନାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଯ ଯାଯ୍ ଏବଂ ସେଇ ସନ୍କଟମ୍ୟ ସମୟେ ଇସଲାମେର ଶକ୍ତରା ମଦୀନାକେ ଅର୍ଥନୈତିକଭାବେ ବୟକ୍ତ କରେ । ଏତେ ଆମଦାନୀର ପରିମାଣ କମେ ଯାଯ୍ ଏବଂ ପରିଷ୍ଠିତି ଆରୋ ଗୁରୁତର ହେଯ ପଡ଼େ ।

ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଦଲେ ଛିଲୋ ମଦୀନାର ଅମୁସଲିମ ଅଧିବାସୀ । ତାଦେର ଅବସ୍ଥା ମୁସଲମାନଦେର ଚେଯେ ଭାଲୋ ଛିଲୋ ନା । କିନ୍ତୁ ଅମୁସଲିମ ପୌତଲିକ ଦ୍ଵିଧାଦନ୍ତ୍ଵ ଓ ସନ୍ଦେହେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ ଏବଂ ନିଜେଦେର ପୈତ୍ରକ ଧର୍ମ-ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନେ ଦ୍ଵିଧାର୍ଥିତ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳତ୍ବେ ତାଦେର ମନେ କୋନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତତା ବା ବିଦେଶ ଛିଲୋ ନା । ଏ ଧରନେର ଲୋକେରା ଅନ୍ତକାଳେର ମଧ୍ୟେଇ ଇସଲାମ

গ্রহণ করে সত্ত্বিকার মুসলমানে পরিণত হলো ।

পক্ষান্তরে কিছু পৌত্রিক এমন ছিলো, যারা মনে মনে নিজেদের বুকের ভেতর রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা ও শক্রতা পোষণ করতো । কিন্তু মুখোযুখি এসে দাঁড়াবার বা মোকাবেলা করার সাহস তাদের ছিলো না । বরং পরিস্থিতির কারণে তারা রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার ভাব দেখাতো এবং সরলতার অভিনয় করতো । এদের মধ্যে নেতৃত্বানীয় ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই । এখানে উল্লেখ্য যে, বুআসের যুদ্ধের পর আওস ও খায়রাজ গোত্র তাকে নিজেদের নেতা করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলো ।

এর আগে অন্য কোন ব্যাপারে এ দু'টি গোত্র একমতে উপনীত হয়নি । আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বাদশাহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়ে আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকেরা বর্ণায় মুরুট তৈরী করছিলো । এমনি সময়ে রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে পৌছলেন । জনগণের দৃষ্টি তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পরিবর্তে রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিবন্ধ হলো । এ কারণে আবদুল্লাহ মনে করলো যে, রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন । ফলে প্রিয় নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সে মনে মনে প্রচন্ড ঘৃণা পোষণ করতো । তা সন্তোষ বদরের যুদ্ধের পর আবদুল্লাহ লক্ষ্য করলো যে, পরিস্থিতি তার অনুরূপে নয়, এ অবস্থায় শেরেকের উপর অটল থাকলে সে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবে । এ কারণে সে দৃশ্যত ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো । কিন্তু মনে মনে সে ছিলো কাফের । ফলে মুসলমানদের ক্ষতি করার কোন সুযোগই সে হাতছাড়া করেনি । তার সাথী ছিলো ওই সকল লোক, যারা এই মোনাফেকের নেতৃত্বে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলো । কিন্তু সেসব সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হলো । ফলে এরাও মুসলমানদের ক্ষতি করতে সব সময় প্রস্তুত থাকতো । মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহর পরিকল্পনা এরা বাস্তবায়িত করতো । এই উদ্দেশ্যে তারা মদীনার কিছুসংখ্যক সরলপ্রাণ যুবক মুসলমানকেও নিজেদের দলে এনে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করতো ।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক ছিলো এখানকার ইহুদী । এরা অশোরী এবং রোমীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হেজায়ে আশ্রয় নিয়েছিলো । প্রকৃতপক্ষে এরা ছিলো হিকু । হেজায়ে আশ্রয় নেয়ার পর চালচলন, কথবার্তা ও পোশাক পরিচ্ছদে তাদেরও আরব বলে মনে হতো । এমনকি তাদের গোত্র এবং মানুষের নামকরণও ছিলো আরবদের মতো । আরবদের সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিলো । কিন্তু এতোসব সন্তোষ তারা তাদের বৎশ-গৌরব ভুলতে পারেনি । তারা নিজেদের ইসরাইলী অর্থাৎ ইহুদী হওয়ার মধ্যেই গৌরব বোধ করতো । আরবদের তারা মনে করতো খুবই নিকৃষ্ট । ওদেরকে উম্মী বলে গালি দিতো । এই উম্মী বলতে তারা বোঝাতো নির্বোধ, মূর্খ, জংলী, নীচু এবং অচ্ছুৎ । তারা বিশ্বাস করতো যে, আরবদের ধন-সম্পদ তাদের জন্যে বৈধ । যেভাবে ইচ্ছা তারা ভোগ ব্যবহার করতে পারবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তারা বলে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই ।’ (আলে ইমরান, আয়াত ৭৫)

অর্থাৎ উম্মীদের অর্থ-সম্পদ ভোগ ব্যবহার আমাদের জন্যে দোষগীয় নয় । এসব ইহুদীর মধ্যে তাদের দ্বিনের প্রচার প্রসারের ব্যাপারে কোন প্রকার তৎপরতা লক্ষ্য করা যেতো না । ভাগ্য গণনা, যাদু, ঝাড়ফুঁক এ সবই ছিলো তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ । এ সব কিছুর মাধ্যমেই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী, পদ্ধতি এবং আধ্যাত্মিক নেতা মনে করতো ।

ইহুদীরা ধন-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে ছিলো দক্ষ । তারা খাদ্য-সামগ্রী, খেজুর, মদ এবং পোশাকের ব্যবসা করতো । তারা খাদ্য সামগ্রী পোশাক এবং মদ আমদানি করতো এবং খেজুর

ରଫତାନୀ କରତୋ । ଏହାଡ଼ାଓ ଆରୋ ନାନା ଧରନେର କାଜ-କର୍ମେ ତାରା ନିଜେଦେର ବ୍ୟକ୍ତ ରାଖତୋ । ବ୍ୟବସା ବାଣିଜ୍ୟର ମାଲାମାଲେର ମଧ୍ୟେ ତାରା ଆରବଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଛିଣ୍ଡଗ ତିନଙ୍ଗ ମୁନାଫା କରତୋ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ ତାରା ସୁଦ୍ଧ ଥେତୋ । ତାରା ଆରବେର ଶେଖ ସର୍ଦାରଦେର ସୁଦେର ଓପର ଟାକା ଧାର ଦିତୋ । ଧାର ନେଯା ଅର୍ଥ ଆରବ ଶେଖ ଓ ସର୍ଦାରରା ଖ୍ୟାତି ଲାଭେର ଜନ୍ୟେ ତାଦେର ପ୍ରଶଂସାକାରୀ କବିଦେର ଜନ୍ୟେ ଉଦାରଭାବେ ବ୍ୟଯ କରତୋ । ଏଦିକେ ଇହୁଦୀରା ସୁଦେର ଓପର ଅର୍ଥ ଧାର ଦେୟାର ବିନିମୟେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିସ ବନ୍ଦକ ରାଖତୋ । ଏତେ କରେକ ବହରେଇ ଇହୁଦୀରା ସେସବ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଯ ଯେତୋ ।

ଇହୁଦୀରା ସତ୍ୟବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗୁନ ଜୁଲିଯେ ଦେୟାର ବ୍ୟାପାରେ ଛିଲୋ ତୁଖୋଡ଼ । ତାରା ପ୍ରତିବେଶୀ ଗୋତ୍ରସମୂହେର ମଧ୍ୟେ ସୂକ୍ଷ୍ମଭାବେ ଶକ୍ତତାର ବୀଜ ବପନ କରତୋ । ଏକଟି ଗୋତ୍ରକେ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରେର ବିରଳଦ୍ୱେ ଉତ୍ତେଜିତ କରତେ ଏବଂ ଲେଲିଯେ ଦେୟାର ବ୍ୟାପାରେ ତାରା ଛିଲୋ ସଦା-ତ୍ୱପର । ଅର୍ଥ ଯାରା ପରମ୍ପରା ସଂଘାତେ ଲିଙ୍ଗ ହେତୋ ତାରା ସୁଗାନ୍ଧରେଓ ଏବଂ ବୁଝାତେ ପାରତ ନା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ବିବଦମାନ ଗୋତ୍ରଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ଦୟନ୍ତ-ସଂଘାତ ଲେଗେ ଥାକତୋ । ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗୁନ ନିଭୁ ନିଭୁ ହେୟ ଆସଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେ ଇହୁଦୀରା ପୁନରାୟ ତ୍ୱପର ହେୟ ଉଠିତୋ । ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପାର ହେଚେ, ପରମ୍ପରକେ ଲେଲିଯେ ଦେୟେ ଇହୁଦୀରା ଚୂପଚାପ ବସେ ଥାକତୋ । ତାରା ଆରବଦେର ଧରନେର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିତୋ । ସେ ସମୟେଓ ମୋଟା ସୁଦେ ଅର୍ଥ ଧାର ଦିତୋ । ମୂଳଧରେ ଅଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସେଟା ତାରା ଚାହିତ ନା । ଏତେ ଇହୁଦୀରା ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ଲାଭବାନ ହେତୋ । ଏକଦିକେ ନିଜେଦେର ସମ୍ପଦାଯକେ ନିରାପଦ ରାଖତୋ, ଅନ୍ୟଦିକେ ସୁଦେର ବ୍ୟବସା ଜମଜମାଟ ରାଖତୋ । ସୁଦେର ଓପର ସୁଦ୍ଧ ହିସାବ କରେଇ ତାରା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରତୋ ।

ମଦୀନାର ପ୍ରଧାନ ତିନଟି ଇହୁଦୀ ଗୋତ୍ର

ଏକ) ବନୁ କାଇନୁକା । ଏରା ଛିଲୋ ଖାୟରାଜ ଗୋତ୍ରେର ମିତ୍ର । ଏରା ମଦୀନାର ଭେତରେଇ ବସବାସ କରତୋ ।

ଦୁଇ) ବନୁ ନାୟିରୀ

ତିନ) ବନୁ କୋରାଇୟା । ଏ ଦୁଟି ଗୋତ୍ର ଛିଲୋ ଆଓସ ଗୋତ୍ରେର ମିତ୍ର । ମଦୀନାର ଶହରତଳୀ ଏଲାକାଯ ଏରା ବସବାସ କରତୋ ।

ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାବତ ଆଓସ ଓ ଖାୟରାଜ ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗୁନ ଜୁଲାଇଲୋ । ବୁଆସ-ଏର ଯୁଦ୍ଧ ଏରା ନିଜ ନିଜ ମିତ୍ର ଗୋତ୍ରେର ସମର୍ଥନେ ନିଜେରାଓ ଯୁଦ୍ଧ ଶରୀକ ହେତୋ । ଇହୁଦୀରା ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଶକ୍ତତା ପୋଷନ କରିଛିଲୋ, ଏଟାଇ ଛିଲୋ ସ୍ଵାଭାବିକ । ଏଇ ଧରନେର ଶକ୍ତତାର ସ୍ଵଭାବ ତାଦେର ଚରିତ୍ରେ ବହୁକାଳ ଥେକେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲୋ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଦେର ବଂଶୋଦ୍ଧୂତ ଛିଲେନ ନା, କାଜେଇ ତାଦେର ଅଭିଜାତ୍ୟେର ପୌରବ କୋନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଛିଲୋ ନା । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯଦି ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଆବିର୍ଭୂତ ହତେନ ତାହଲେ ତାରା ମନେ ଶାନ୍ତି ପେତୋ । ତାହାଡ଼ା ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଛିଲୋ ଏକଟି ବଲିଷ୍ଠ ଦାଓୟାତ । ଏତେ ମାନୁଷ ଶକ୍ତତା ଭୁଲେ ପରମ୍ପରାର ଭାତ୍ତ୍ୱବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହେୟାର ସୁଯୋଗ ପାଇ । ନ୍ୟାଯନୀତି, ଆମାନତଦାରୀ ଏବଂ ହାଲାଲ ହାରାମେର ବିଚାର-ବିବେଚନା କରା ହେୟ । ଏର ଅର୍ଥ ହଲୋ, ଏବାର ଇୟାସରେବେର ବିବଦମାନ ଗୋତ୍ରସମୂହେର ମଧ୍ୟେ ସୌହାର୍ଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହବେ । ଏର ଫଳେ ଇହୁଦୀଦେର ବାଣିଜ୍ୟକ ତ୍ୱପରତା ହାସ ପାବେ । ତାଦେର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି ସୁଦୁଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପଦ ଥେକେ ତାରା ବଞ୍ଚିତ ହବେ । ଏମନକି ଏ ଧରନେର ଆଶଙ୍କା ଛିଲୋ ଯେ, ଏବଂ ଗୋତ୍ର ଆତ୍ମସଚେତନ ହବେ ଏବଂ ଇହୁଦୀରା କୋନ କିଛୁବ ବିନିମ୍ୟ ଛାଡ଼ାଇ ଯେସବ ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ ଓରା ସେସବ ଫିରିଯେ ନେବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଦେର ବ୍ୟବସାୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ଯେସବ ବାଗାନ ଓ ଜମି, ଇହୁଦୀରା ଦଖଲ କରେଛେ, ସେସବ ଫିରିଯେ ନେବେ ।

ଇୟାସରେବେ ଇସଲାମ ପ୍ରଚାରେର ସୂଚନାତେଇ ଇହୁଦୀରା ଏବଂ କିଛୁବ ନିଜେଦେର ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଏନ୍ତେଲୋ । ଏ କାରଣେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମାର ଆସାର ସମୟ ଥେକେଇ ମଦୀନାର ଇହୁଦୀରା ଇସଲାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତତା ପୋଷନ କରତୋ । ତବେ ଦେଇ ଶକ୍ତତାର ପ୍ରକାଶ ତାରା ତଥନ୍ତି ନୟ, ଏକଟୁ ଦେରିତେ କରେଛେ । ଇବନେ ଇସହାକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକଟି ଘଟନାଯ ଏ ଅବସ୍ଥାର ସୁମ୍ପଟ

ଉଲ୍ଲେଖ ପାଓযା ଯାଯା ।

ଇବନେ ଇସହାକ ଲିଖେଛେ ଯେ, ଉମ୍ମୁଲ ମୋମେନୀନ ହ୍ୟରତ ସଫିଯ୍ୟା ବିନତେ ହ୍ୟାଇ ଇବନେ ଆଖତାର (ରା.) ଥେକେ ଏକଟି ବର୍ଣନା ଆମି ପେଯେଛି । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ଛିଲାମ ଆମାର ପିତା ଓ ଆମାର ଚାଚାର ସନ୍ତାନଦେର ମଧ୍ୟେ ତାଦେର କାହେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ । ଅନ୍ୟସବ ସନ୍ତାନଦେର ମଧ୍ୟେ ତାରା ଆମାକେ ବେଶୀ ଭାଲୋବାସତେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାୟ ଆସାର ପର କୋବା ପଞ୍ଚୀତେ ବନୁ ଆମର ଇବନେ ଆୱଫେର କାହେ ଅବସ୍ଥାନ କରଲେନ । ଏଇ ଖବର ପାଓୟାର ପର ଆମାର ପିତା ହ୍ୟାଇ ଇବନେ ଆଖତାର ଏବଂ ଚାଚା ଆବୁ ଇୟାସେର ଖୁବ ସକାଳେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ-ଏର କାହେ ଗେଲେନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟରେ ସମୟ ଫିରେ ଏଲେନ । ତାରା ଦୁ'ଜନଙ୍କ ଛିଲେନ ଭୀଷଣ ଝୁଣ୍ଡାନ୍ତ ।

ଆମି ଅଭ୍ୟାସବଶତ ତାଦେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଗେଲାମ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଚିନ୍ତାଯ ଏମନ ବିଭୋର ଛିଲେନ ଯେ, ଆମାର ପ୍ରତି ଝକ୍ଷେପ କରଲେନ ନା । ଆମି ଶୁନିଲାମ, ଚାଚା ଆବୁ ଇୟାସେର ଏବଂ ଆମାର ପିତାର ସାଥେ ଏଭାବେ କଥୋପଥନ ହଚ୍ଛେ-

ଏହି କି ତିନି?

-ହଁ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ ।

-ଆପନି ତାକେ ଭାଲୋଭାବେ ଚିନେଛେ ତୋ?

-ହଁ ।

-ଏଥନ ଆପନି ତାର ସମ୍ପର୍କେ କି ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରଛେନ?

-ଶକ୍ରତା । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଯତଦିନ ବେଁଚେ ଥାକି । ।

ସହିହ ବୋଥାରିତେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏକଟି ବର୍ଣନାୟାର ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପାଓୟା ଯାଯା । ସେଇ ବର୍ଣନାୟ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ସାଲାମ (ରା.)-ଏର ମୁସଲମାନ ହ୍ୟାରା ବିବରଣ ରଯେଛେ ।

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଛିଲେନ ଏକ ଉଚ୍ଚତ୍ତରେ ଇହୁଦୀ ପଣ୍ଡିତ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାମାର ମଦୀନାୟ ଆଗମନେର ଖବର ପାଓୟାର ପରଇ ତିନି ତାର କାହେ ହାଯିର ହଲେନ ଏବଂ ଏମନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ, ଯେବେ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ଏକଜନ ନବୀ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ ପକ୍ଷେଇ ଦେଯା ସନ୍ତର ନଯ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଥେକେ ଯେବେ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ପାଓୟାର ସାଥେ ସାଥେ ତିନି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ । ଏରପର ତିନି ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲେନ ଇହୁଦୀରା ଅନ୍ୟେର ନାମେ ଅପବାଦ ଦେଯାର ବ୍ୟାପାରେ ସିଦ୍ଧହନ୍ତ । ଯଦି ତାଦେର କାରୋ କାହେ ଆପନି ଆମାର ସମ୍ପର୍କେ କିନ୍ତୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ, ତାହଲେ ତାରା ଯା ବଲବେ, ଆମାର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ଖବର ଶୋନାର ପର ପରଇ ବିପରୀତ ରକମେର କଥା ବଲବେ । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାଥେ ସାଥେ କଯେକଜନ ଇହୁଦୀକେ ଡେକେ ପାଠାଲେନ ଏବଂ ବଲଲେନ, ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ସାଲାମ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେମନ ଲୋକ? ତାରା ବଲଲୋ, ତିନି ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀର ପୁତ୍ର । ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣନାୟ ଏରାପ ରଯେଛେ ଯେ, ତିନି ଆମାଦେର ସର୍ଦୀର ଏବଂ ଆମାଦେର ସର୍ଦୀରେ ସନ୍ତାନ । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତଥା ବଲଲେନ, ଆଚ୍ଛା ବଲତୋ, ଯଦି ଶୋନୋ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ସାଲାମ ମୁସଲମାନ ହ୍ୟେଛେ । ଇହୁଦୀରା ଦୁ'ବାର ଅଥବା ତିନବାର ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାର ହେଫାୟତ କରନ୍ତ । ଏରପରଇ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ବେରିଯେ ଏଲେନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତ୍ଵରେ ବଲଲେନ, ଆଶହାଦୁ ଆଲ ଲା ଇଲାହା ଇଲାହାହ ଓୟା ଆଶହାଦୁ ଆନା ମୁହାମ୍ମାଦ ରାଚୁଲୁହାହ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଛି ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା କୋନ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ଦ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର ରସ୍ତୁ । ଏକଥା ଶୋନାର ସାଥେ ସାଥେ ଇହୁଦୀରା ବଲଲୋ, ଏ ହଚ୍ଛେ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ସବଚେଯେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ । ଏହାଡ଼ା ତାର ନାମେ ଆରୋ ନାନା ଖାରାପ କଥା ବଲତେ ଲାଗଲୋ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ

(ରା.) ବଲେନ, ହେ ଇହଦୀ ସମ୍ପଦାୟ, ଆଲ୍ଲାହକେ ଡଯ କରୋ । ସେଇ ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଯିନି ବ୍ୟତିତ କୋନ ଉପାସ୍ୟ ନେଇ, ତୋମରା ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନୋ ଯେ, ଏହି ହଚ୍ଛେନ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ । ତିନି ସତ୍ୟସହ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଇହଦୀରା ବଲଲୋ, ଆପଣି ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲେଛେ ।^୨

ମଦୀନାଯ ଆଗମନେର ପ୍ରଥମଦିକେଇ ଇହଦୀଦେର ସମ୍ପର୍କେ ରସୂଲ ସାଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଏକପ ଅଭିଭିତ୍ତା ହେଯେଛିଲୋ ।

ଏ ଯାବତ ଯା କିଛୁ ଉପ୍ଲେଖ କରା ହେଯେଛେ, ତା ହଲୋ ମଦୀନାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା । ମଦୀନାର ବାଇରେ ମୁସଲମାନଦେର ସବଚେଯେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଛିଲୋ କୋରାଯଶରା । ତାରା ମକ୍କାଯ ମୁସଲମାନଦେର ଦଶ ବହୁ ସୀମାହିନ କଟ୍ ଦିଯେଛିଲୋ । ଚଞ୍ଚାନ୍ତ, ସତ୍ୟବ୍ରତ, ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରେ ମୁସଲମାନଦେର ଜର୍ଜରିତ କରେ ତୁଳେଛିଲୋ । ମୁସଲମାନଦେର କଟ୍ ଦେଯାର କୋନ ସୁଯୋଗଇ ତାରା ହାତଛାଡ଼ା କରେନି । ମୁସଲମାନରା ମଦୀନାଯ ହିଜରତ କରାର ପର କାଫେରରା ତାଦେର ବାଡ଼ୀଘର, ଜ୍ୟାଗା ଜମି, ଧନ-ସମ୍ପଦ ସବ ଅଧିକାର କରେ ନିଲୋ । ମୁସଲମାନ ଏବଂ ତାଦେର ପରିବାର ପରିଜନେର ମଧ୍ୟେ ବାଧା ହେଁ ଦାଁଢାଲୋ ଏମନ କାଉକେ କାହେ ପେଲେ ତାକେ ନାନାଭାବେ କଟ୍ ଦିଯିଛିଲୋ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ, ରସୂଲ ସାଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ହତ୍ୟା କରେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ସମ୍ବୂଲେ ଉତ୍ପାଟିତ କରାର ଭ୍ୟାବହ ସତ୍ୟବ୍ରତେ ଲିଷ୍ଟ ହଲୋ । ଏ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ତାରା ତାଦେର ସର୍ବଶକ୍ତି ନିଯୋଗ କରିଲୋ । ମୁସଲମାନରା ପ୍ରାଚିଶତ କିଲୋମିଟାର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମଦୀନାଯ ଗିଯେ ପୌଛାର ପରେଓ କାଫେରରା ତାଦେର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାଦ ଦେଯନି । କୋରାଯଶରା ବାଯତୁଲ୍ଲାହର ପ୍ରତିବେଶୀ ଛିଲୋ ଏବଂ ଆରବଦେର ମଧ୍ୟେ ଧର୍ମୀୟ ନେତୃତ୍ୱେର ଆସନ ଛିଲୋ ତାଦେର ଦଖଲେ । ଏ କାରଣେ ତାରା ସେ ପ୍ରଭାବ ବିଭାବ କରେ ମକ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟ୍ରେର ଓପର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଦେରକେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଙ୍ଗନେ ଉତ୍ୱେଜିତ କରେ ମଦୀନାକେ ରାଜନୈତିକଭାବେ ବସକଟ କରିଲୋ । ଏଇ ଫଳେ ମଦୀନାଯ ଜିନିସପତ୍ରେର ଆମଦାନୀ କମେ ଗେଲୋ । ଏହିକେ ମଦୀନାଯ ମୋହାଜରଦେର ସଂଖ୍ୟା ଦିନେ ଦିନେ ବାଡ଼ିଛିଲୋ । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମକ୍କାଯ କାଫେରଦେର ସାଥେ ମଦୀନାର ଅଧିବାସୀ ମୁସଲମାନଦେର ଯୁଦ୍ଧକଲୀନ ପରିଷ୍ଠିତିର ମତୋ ପରିଷ୍ଠିତି ସୃଷ୍ଟି ହଲୋ । ଏ ପରିଷ୍ଠିତିର ଜନ୍ୟେ ମୁସଲମାନଦେର ଦାୟୀ କରା ହେଲେ ସେଟା ହବେ ଚରମ ନିର୍ବୁନ୍ଧିତା ।

ମୁସଲମାନଦେର ବାଡ଼ୀଘର ଓ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଯେତାବେ ମକ୍କାର କାଫେରରା ଜବର ଦଖଲ କରେ ନିଯେଛିଲୋ ଏବଂ ଯେତାବେ ମୁସଲମାନଦେର ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ନିପୀଡ଼ନ ଚାଲିଯେଛିଲୋ, ମୁସଲମାନରା ଓ ସଙ୍ଗତଭାବେ ସେରକ୍ରମ କିଛୁ କରାର ଅଧିକାର ରାଖେ । ମୁସଲମାନଦେର ସ୍ଵାଭାବିକ ଜୀବନେର ପଥେ ଅମୁସଲିମରା ଯେତାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ସୃଷ୍ଟି କରେଛିଲୋ, ମୁସଲମାନରା ଓ ସଙ୍ଗତଭାବେଇ ସେରକ୍ରମ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାର ରାଖେ । ଅମୁସଲିମଦେର କାଜ ଅନୁୟାୟୀ କାଜେର ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ବାବିହୀନ ତାରା ପାଓୟାର ଯୋଗ୍ୟ । ଏତେ କରେ ତାଦେର ମୁସଲମାନଦେର ସମ୍ବୂଲେ ଉତ୍ୱାତ କରାର ଚଞ୍ଚାନ୍ତ ସଫଳ ହବେ ନା ।

ରସୂଲ ସାଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ମଦୀନାଯ ଆମଗନେର ପର ଏସବ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହନ । ତିନି ଏସବ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ପଯଗାସର ଓ ନେତାସୂଲଭ ଦୃଷ୍ଟିଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଯାରା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଓୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ଛିଲୋ, ତାଦେର ଅନୁଗ୍ରହ କରେନ ଆର ଯାରା ଶାନ୍ତି ପାଓୟାର ଯୋଗ୍ୟ ଛିଲୋ, ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ଶାନ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ । ତବେ ଏଟା ଠିକ ଯେ, ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହେର ପରିମାଣ ଶାନ୍ତି ଓ କଠୋରତାର ଚାହିଁତେ ଅନେକ ବେଶୀ ଛିଲୋ । ଫଳେ କରେକ ବହୁରେର ମଧ୍ୟେ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତ୍ତୁ ମୁସଲମାନଦେର ହାତେ ଏସେ ପଡ଼େ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ସେ ବିଷୟେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରା ହବେ ।

প্রথম পর্যায়

নতুন সমাজ ব্যবস্থা রূপায়ন

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬২২ ঈসাফী সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর মোতাবেক পহেলা হিজরীর ১২ই রাবিউল আউয়াল শুক্রবার বনু নাজার গোত্রের হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়ীর সামনে এসে পৌছলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, ‘ইনশাল্লাহ এটাই হবে আমাদের মনয়িল।’ এরপর তিনি হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর গৃহে স্থানান্তরিত হন।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

এরপর নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্যে সেই জায়গা নির্ধারণ করেন, যেখানে গিয়ে তাঁর উট যাত্রা বিরতি করে। সেই জমির মালিক ছিলো দু'টি এতিম বালক। রসূল সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে নায় মূল্যে সেই যমিন ক্রয় করে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি নিজেও মসজিদের জন্যে ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং আবৃত্তি করছিলেন,

‘আল্লাহহ্যা লা আইশা ইস্লা আইশান আখেরা, ফাগফির লিল আনসারে

ওয়াল মোহাজেরে, হায়াল হামালু লা হামালা, খায়বারা

হায়া আবারকু রাবিনা, ওয়া আতহারা।

সাহাবারা নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে উচ্চাসভরে আবৃত্তি করছিলেনঃ

‘রাসেন কাদা’না ওয়ান নাবীউ, ইয়া’মাল

লায়কা মিন্নাল আমালু ওয়াল মুদাল্লাল।’

অর্থাৎ হে আল্লাহ তায়ালা, জীবন তো প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের। আনসার ও মোহাজেরদের তুমি ক্ষমা করো। এই বোঝা খায়বারের বোঝা নয়। এই বোঝা আমাদের প্রতিপালকের এবং পবিত্র বোঝা। যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ করেন, তাহলে আমরা পথভর্তার কাজ করার জন্যে দায়ী হবো।

সেই যমিতে পৌত্রিকদের কয়েকটি কবর ছিলো। কিছু অংশ ছিলো বিরান উচু-নীচু। খেজুর এবং অন্যান্য কয়েকটি গাছও ছিলো। নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌত্রিকদের কবর খোঁড়ালেন, উচু নীচু জায়গা সমতল করলেন। খেজুর এবং অন্যান্য গাছ কেটে কেবলার দিকে লাগিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য সে সময় কেবলা ছিলো বায়তুল মাকদ্দেস।

মসজিদের দরজার দু'টি বাহু ছিলো পাথরের। দেয়ালসমূহ কাঁচা ইট এবং কাদা দিয়ে গাঁথা হয়েছিলো। ছাদের ওপর খেজুর শাখা এবং পাতা বিছিয়ে দেয়া হলো। তিনটি দরজা লাগানো হলো। কেবলার সামনের দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত একশত হাত দৈর্ঘ ছিলো। প্রস্তু ছিলো এর চাইতে কম। বুনিয়াদ ছিলো প্রায় তুল মাকদ্দেস।

নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের অদূরে কয়েকটি কাঁচা ঘর তৈরী করলেন এসব ঘরের দেয়াল খেজুর পাতা ও শাখা দিয়ে তৈরী। এসব ঘর ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মীনীদের বাসগৃহ। এগুলো তৈরী হওয়ার পর রসূল সাল্লাম্বাহ

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্�য়েরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘর থেকে এখানে এসে উঠলেন।^১

নির্মিত মসজিদ শুধু নামায আদায়ের জন্যেই ছিলো না, বরং এটি ছিলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে মুসলমানরা ইসলামের মূলনীতি ও হোদায়াত সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতেন।

এটি এমন এক মাহফিল ছিলো যে, এখানে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঘৃণা-বিষেষে জর্জরিত বিভিন্ন গোত্রের মানুষ পারস্পরিক সম্পূর্ণীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে অবস্থান করতো। এই মসজিদ ছিলো এমন একটি কেন্দ্র, যা কেন্দ্র থেকে নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ কর্ম পরিচালিত হতো এবং এখান থেকেই বিভিন্ন অভিযানে লোক প্রেরণ করা হতো। এছাড়া এই মসজিদের অবস্থা ছিলো একটি সংসদের মতো। এতে মজলিসে শুরা এবং মজলিশে এন্তেয়ামিয়ার অধিবেশন বসতো।

এছাড়া এ মসজিদ ছিলো সেইসব মোহাজেরিন এবং নিরাশয় লোকদের আশ্রয়স্থল, যাদের বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই ছিলো না।

হিজরতের প্রথম পর্যায় থেকেই আয়ানের প্রচলন শুরু হয়। এই আয়ান ছিলো এক অপূর্ব মধুর সঙ্গীতের মতো। সেই সঙ্গীতের সুরে দিক দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠতো। এ ব্যাপারে হ্যয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্নাদেশ পাওয়ার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে তিরিয়ি, সুনানে আবু দাউদ, মোসনাদে আহমদ এবং সহীহ ইবনে খোজায়মা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বিলন ও মিল মহরতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। একইভাবে তিনি মানব ইতিহাসের এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং তা হচ্ছে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি। আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যয়েরত আনাস ইবনে মালেকের গৃহে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। সে সময় মোট নবহইজন সাহাবী উপস্থিতি ছিলেন। অর্ধেক ছিলেন মোহাজের আর অর্ধেক ছিলেন আনসার। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মূল কথা ছিলো তারা একে অন্যের দুঃখে দুর্বী এবং সুখে সুর্বী হবে। মৃত্যুর পর নিকটাঞ্চীয়দের পরিবর্তে একে অন্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। উত্তরাধিকারী হওয়ার এ নিয়ম বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। এরপর আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করিমের এই আয়াত নাফিল করেন, ‘নিকটাঞ্চীয়রা একে অন্যের বেশী হকদার।’

এই আয়াত নাফিল হওয়ার পর আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যেকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অটুট থাকে। বলা হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র মোহাজেরদের মধ্যে আরেকটি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিন্তু প্রথমে উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সম্পর্কই প্রমাণিত রয়েছে। এমনিতেই বোঝা যায় যে, মোহাজেরো ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, বন্দেশী ভ্রাতৃত্ব এবং আংশীয়তার বন্ধনের কারণে পরস্পর ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ। অন্য কোন প্রকার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের তারা মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কিন্তু মোহাজের এবং আনসারদের প্রসঙ্গ ছিলো ভিন্ন রকমের।^২

এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইয়াম গায়যালী (র.) লিখেছেন, জাহেলী যুগের রীতিনীতির অবসান ঘটানো, ইসলামের সৌন্দর্য বৃক্ষি এবং বর্ণ, গোত্র ও আংশগ্রহণকারীর পার্থক্য মিটিয়ে দেয়াই ছিলো এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য। এর ফলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, উচু

১. সহীহ বোঝারী, প্রথম খন্দ, পৃষ্ঠা ৭১, ৫৫৫, ৫৬০। যাদুল মায়াদ দ্বিতীয় খন্দ, পৃ. ৫৬।

২. যাদুল মায়াদ, দ্বিতীয়, খন্দ, পৃষ্ঠা, ৫৬।

ନୀଚୁର ମାନଦନ ତାକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛୁତେଇ ନେଇ ।

ରୁସ୍ଲାନ୍‌ରୁଥାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାମ୍ବାମ ଏହି ଭାତ୍ତୁ ବନ୍ଧନକେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତସାରଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦେର ଆବରଣେ ସଞ୍ଜିତ କରେନନ୍ତି । ବରଂ ଏମନ ଏକଟି ଅବଶ୍ୟ କରନୀୟ ଓ ପାଲନୀୟ ଅଙ୍ଗୀକାରରପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରେଛିଲେନ, ଯାର ସାଥେ ସମ୍ପୃଜ୍ଞ ଛିଲୋ ଜାନମାଲ । ଏଟା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ମୁଖେ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏମନ ସାଲାମ ଓ ମୋବାରକବାଦେର ମଧ୍ୟେ ସୀମାବନ୍ଧ ନା, ଯାର କୋନ ଫଳକଳ ନେଇ । ବରଂ ଏହି ଭାତ୍ତୁ ବନ୍ଧନେର ସାଥେ ଆଭିତ୍ୟାଗ, ପରଦୁଃଖକାତରତା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ପ୍ରେରଣାଓ ଜାଗରକ ଛିଲୋ । ଏକାରଣେ ଏ ଭାତ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ମଦୀନାର ନତୁନ ସମାଜକେ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ସମୁଜ୍ଜଳ କର୍ମ ତୃପରତାୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦିଯେଛିଲୋ ।^୩

ଶ୍ରୀହ ବୋଖାରୀ ଶରୀକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଯେଛେ ଯେ, ମୋହାଜେରରା ମଦୀନାୟ ଆଗମନେର ପର ରୁସ୍ଲାନ୍‌ରୁଥାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାମ୍ବାମ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ ଇବନେ ଆଓଫ (ରା.) ଏବଂ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ରବି (ରା.)-ଏର ମଧ୍ୟେ ଭାତ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ଦିଯେଛିଲେନ । ଏରପର ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ରବି (ରା.) ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ (ରା.)-କେ ବଲଲେନ, ଆନସାରଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମି ସବଚୟେ ଧନୀ । ଆପଣି ଆମାର ଧନ-ସମ୍ପଦେର ଅର୍ଧେକ ଗ୍ରହଣ କରନୁ । ଆମାର ଦୁ'ଜନ ତ୍ରୀ ରଯେଛେ । ଆପଣି ଓଦେର ଦେଖୁନ । ଯାକେ ଆପଣାର ବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟ ତାର କଥା ବଲନୁ । ଆମି ତାକେ ତାଲାକ ଦେବୋ । ଇନ୍ଦତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୟୋର ପର ଆପଣି ତାକେ ବିବାହ କରବେନ । ଏକଥା ଶୁନେ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆଲାହ ତାଯାଲା ଆପଣାର ପରିବାର ପରିଜଳ ଏବଂ ଧନ-ସମ୍ପଦେ ବରକତ ଦାନ କରନୁ । ଆପଣାଦେର ଏଥାନେ ବାଜାର କେଥାଯା? ତାକେ ବନୁ କାଇନ୍କୁକା ବାଜାରେର କଥା ଜାନାନୋ ହଲୋ । ତିନି ବାଜାର ଥେକେ ଫିରେ ଆସାର ପର ତାର କାହେ କିଛୁ ପନିର ଏବଂ ଘି ଦେଖା ଗେଲୋ । ଏରପର ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ତିନି ବାଜାରେ ଯାଓୟା ଆସା କରତେନ । ଏକଦିନ ତିନି ଫିରେ ଆସାର ପର ତାର ଗାୟେ ହଲୁଦେର ଚିହ୍ନ ଦେଖା ଗେଲୋ । ରୁସ୍ଲାନ୍‌ରୁଥାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାମ୍ବାମ ଏହି କାରଣ ଜାନତେ ଚାଇଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ (ରା.) ବଲଲେନ, ହେ ଆଲାହର ରୁସ୍ଲାନ୍, ଆମି ବିବାହ କରେଛି । ନବୀ ସାମ୍ବାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାମ୍ବାମ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ମୋହରାନା କତୋ ଦିଯେଛୋ? ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ ବଲଲେନ, ସୋଯା ତୋଳା ସୋନା ।^୪

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହୋରାଯରା (ରା.) ଥେକେ ଏକଟି ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଯେଛେ ଯେ, ଆନସାରରା ନବୀ ସାମ୍ବାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାମ୍ବାମେର କାହେ ଆବେଦନ ଜାନାଲେନ ଯେ, ଆପଣି ଆମାଦେର ଏବଂ ଆମାଦେର ଭାଇଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମାଦେର ମାଲିକାନାଧୀନ ଖେଜୁରେର ବାଗାନଗୁଲେ ବଷ୍ଟନ କରେ ଦିନ । ନବୀ ସାମ୍ବାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାମ୍ବାମ ରାଯି ହଲେନ ନା । ଆନସାରରା ତଥନ ବଲଲେନ, ତାହଲେ ମୋହାଜେରରା ଆମାଦେର ବାଗାନେ କାଜ କରନ୍ତୁ, ଆମାର ଉତ୍ୱାଦିତ ଫଲେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ତାଦେରକେ ଅଂଶ ଦେବୋ । ନବୀ ସାମ୍ବାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାମ୍ବାମ ଏତେ ସମ୍ଭବିତ ଦିଲେନ । ଅତପର ଆମରା ସେଇ ଅନୁଧ୍ୟାୟୀ କାଜ କରଲାମ ।

ଏର ଦ୍ୱାରା ବୋଧୀ ଯାଇ ଯେ, ଆନସାରରା କିଭାବେ ମୋହାଜେରଦେର ସମ୍ବାନ୍ଧ କରେଛିଲେନ । ମୋହାଜେର ଭାଇମେ ପ୍ରତି ଆନସାରଦେର ଭାଲୋବାସା, ସରଲ-ସହଜ ଅନ୍ତରିକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଭିତ୍ୟାଗର ପରିଚଯର ଏତେ ପାଓୟା ଯାଇ । ମୋହାଜେରରା ଆନସାରଦେର ଏ ଧରନେର^୫ ଆଚରଣେର ସ୍ଥେଷ୍ଟ ଶୁରୁତ୍ୱ ଦିତେନ । ତାହା ଆନସାରଦେର କାହେ ଥେକେ କୋନ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ି ସୁବିଧା ଏହଣ କରେନନ୍ତି । ବରଂ ଭଦ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କିଛୁଟା ସଜୀବ କରେ ତୁଳତେ ଯତୋଟା ସାହାଯ୍ୟ ଏହଣ ପ୍ରୋଜନ, ତତୋଟାଇ ଏହଣ କରେଛିଲେନ ।

ଆନସାର ଓ ମୋହାଜେରଦେର ମଧ୍ୟେକାର ଏ ଭାତ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଓ

୩. ଫେକା ହ ସମ୍ବିରାତ ପୃ. ୧୪୦-୧୪୧

୪. ଶ୍ରୀହ ବୋଖାରୀ ମୋହାଜେର ଓ ଆନସାରଦେର ଭାତ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଅଧ୍ୟାୟ । ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୫୫୩ ।

୫. ଶ୍ରୀହ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୩୧୨ ।

ବିଚକ୍ଷଣ୍ଟତାର ପ୍ରମାଣ । ସେଇ ସମୟ ମୁସଲମାନରୀ ଯେସବ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଁଛିଲେ, ଏଇ ଭାତ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଛିଲୋ ତାର ଏକଟି ଚମ୍ବକାର ସମାଧାନ ।

ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ସହ୍ୟୋଗିତାର ଅଞ୍ଚିକାର

ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭାତ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ାଓ ନବୀ ସାନ୍ଦ୍ରାନ୍ତାଙ୍କ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଦ୍ରାମ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ ଆରେକଟି ଅଞ୍ଚିକାରନାମା ପ୍ରଗଯନ କରେନ । ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଜାହେଲୀ ଯୁଗେର ସକଳ ଦ୍ୱଦ୍ୱ-ସଂଘାତ ଓ ଗୋତ୍ରୀୟ ବିରୋଧେର ବୁନିଆଦ ଧଂସ କରେ ଦେଯା ହୁଏ । ଏ ଛାଡ଼ା ଜାହେଲୀ ଯୁଗେର ରହସ୍ୟ-ରେଓୟାଜେର ଜନ୍ୟ କୋନ ଅବକାଶି ରାଖା ହୁଏନି । ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚିକାରନାମାର ଦଫନାସମ୍ମହ ଛିଲୋ ଏହି,

ଏହି ଲେଖା ନବୀ ମୋହାମଦ ସାନ୍ଦ୍ରାନ୍ତାଙ୍କ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଦ୍ରାମେର ପକ୍ଷ ଥିକେ କୋରାଯଶୀ ଇଯାସରେବୀ, ତାଦେର ଅଧିନଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଦେର ସାଥେ ସଂଶୁଷ୍ଠିତରେ ଏବଂ ଜେହାଦେ ଅଂଶଘରଣକାରୀ ମୋମେନୀନ ଓ ମୋସଲେମୀନଦେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପାଦିତ ହଛେ—

ଏକ) ଏରା ସବାଇ ଅନ୍ୟ ସକଳ ମାନୁଷେର ଚାଇତେ ଏକଟି ଭିନ୍ନ ଜାତି ।

ଦୁଇ) କୋରାଯଶ ମୋହାଜେରରା ତାଦେର ପୂର୍ବତନ ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ପରମ୍ପର ମୁକ୍ତିପଣ ଆଦାୟ କରବେ । ମୋମେନଦେର ମଧ୍ୟେ ସୁବିଚାରମୂଳକଭାବେ କରେନ୍ଦୀଦେର ଫିରିଯେ ଦେବେ । ଆନ୍ସାରଦେର ସକଳ ଗୋତ୍ର ନିଜେଦେର ପୂର୍ବତନ ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ପରମ୍ପର ମୁକ୍ତିପଣ ଆଦାୟ କରବେ । ତାଦେର ସକଳ ଦଲ ପ୍ରଚଲିତ ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ଦ୍ୱିମାନଦାରଦେର ମଧ୍ୟ ସୁବିଚାରମୂଳକଭାବେ ନିଜ ନିଜ କରେନ୍ଦୀଦେର ଫିଦିଯା ଆଦାୟ କରବେ । ତିନ) ଦ୍ୱିମାନଦାରରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେକାର କାଉକେ ଫିଦିଯା ବା ମୁକ୍ତିପଣେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଚଲିତ ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ଦାନ ଓ ଉପଟୋକନ ଥିକେ ବନ୍ଧିତ କରବେ ନା ।

ଚାର) ଯାରା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରବେ, ସକଳ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ମୁସଲମାନ ତାଦେର ବିରୋଧିତା କରବେ । ଦ୍ୱିମାନଦାରଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଯୁଗୁମ-ଅତ୍ୟାଚାର, ପାପ, ଦାଙ୍ଗ-ହାଙ୍ଗାମା ବା ଫେତନା ଫାସାଦ ସୃଷ୍ଟି କରବେ, ସକଳ ମୋମେନ ତାଦେର ବିରୋଧିତା କରବେ ।

ପାଞ୍ଚ) ମୋମେନରା ସମ୍ବିଲିତଭାବେ ଅନ୍ୟାଯକାରୀ ବିରହଙ୍କେ ଥାକବେ । ଅନ୍ୟାଯକାରୀ କୋନ ମୋମେନର ସତ୍ତାନ ହଲେଓ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ହବେ ନା ।

ଛୟ) କୋନ ମୋମେନ ଅନ୍ୟ ମୋମେନକେ କୋନ କାଫେରେର ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗେ ହତ୍ୟା କରବେ ନା ।

ସାତ) କୋନ ମୋମେନ କୋନ କାଫେରେର ସାହାଯ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମୋମେନର ବିରୋଧିତା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହବେ ନା ।

ଆଟ) ସକଳେଇ ଥାକବେ ଆଲାହର ଯିମ୍ବାୟ । ଏକଜନ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର କୃତ ଅଞ୍ଚିକାରଓ ସକଳ ମାନୁଷ ପାଲନେ ବାଧ୍ୟ ଥାକବେ ।

ନମ୍ବ) ଯେ ସକଳ ଇହନୀ ଆମାଦେର ଆଦର୍ଶ ଦୀକ୍ଷିତ ହବେ, ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରା ହବେ । ତାରା ଅନାନ୍ୟ ମୁସଲମାନେର ମତୋତେ ବ୍ୟବହାର ପାବେ । ତାଦେର ଓପର କୋନ ପ୍ରକାର ଯୁଗୁମ-ଅତ୍ୟାଚାର କରା ହବେ ନା ଏବଂ ତାଦେର ବିରହଙ୍କେ କାଉକେ ସାହାଯ୍ୟ କରା ହବେ ନା ।

ଦଶ) ମୁସଲମାନଦେର ସମରୋତ୍ତା ହବେ ଅଭିନ୍ନ । କୋନ ମୁସଲମାନ ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନକେ ବାଦ ଦିଯେ ଆଲାହର ପଥେ ଜେହାଦେ ଅନ୍ୟର ସାଥେ ଆପୋସ କରବେ ନା । ବରଂ ସକଳେଇ ସାମ୍ୟ ଓ ସୁବିଚାରେର ଭିତ୍ତିତେ ତୁଳି ବା ସମରୋତ୍ତା ଉପଗ୍ରହିତ ହବେ ।

ଏଗାରୋ) ଆଲାହର ପଥେ ଜେହାଦେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସକଳ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ବିବେଚିତ ହବେ । ବାରୋ) କୋନ ମୁସଲମାନଙ୍କ କାଫେର କୋରାଯଶଦେର କାଉକେ ଜାନମାଲେର ନିରାପତ୍ତା ବା ଆଶ୍ରୟ ଦିତେ ପାରବେ ନା । କୋନ କାଫେରେର ଜାନମାଲେର ନିରାପତ୍ତା ଅଥବା ଆଶ୍ରୟ ଦେଯାର ଜନ୍ୟ କୋନ ମୋମେନର କାହେ ଅନୁରୋଧ ଜାନାତେ ପାରବେ ନା ।

ତେରୋ) କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୋନ ମୋମେନକେ ହତ୍ୟା କରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଯାଏ, ତାହାଲେ ଏର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର କାହୁ ଥିକେ କେସାସ ଆଦାୟ କରା ହବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟାର ଅପରାଧେ ଅପରାଧୀ ହେଁଯାଇ ତାକେଓ ହତ୍ୟା କରା ହବେ । ତବେ ଯଦି ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆସ୍ତିଆୟ-ସଜନକେ ହତ୍ୟାକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଯେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଇଥିବା ହବେ ନା ।

ଚୋଦ) ସକଳ ମୋମେନ କୋନ ବିଷୟେ ଐକମତ୍ୟ ଉପନୀତ ହଲେ ଅନ୍ୟ କେଉ ତାର ବିରୋଧିତା କରତେ ପାରବେ ନା ।

ପନେରୋ) କୋନ ହଙ୍ଗମା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବା ବେଦୟା'ତୀକେ ସାହାଯ୍ୟ କରା ମୋମେନେର ଜନ୍ୟେ ବୈଧ ବିବେଚିତ ହବେ ନା । ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ କେଉ ଆଶ୍ରୟ ଦିତେ ପାରବେ ନା । ଯଦି କେଉ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାହଲେ କେଯାମତେର ଦିନ ତାର ଉପର ଆଶ୍ରାହର ଲା'ନ୍ତ ବର୍ଷିତ ହବେ । ଇହଲୌକିକ ଜୀବନେ ତାର ଫରୟ ଓ ନଫଳ ଏବାଦାତ କୋନଟାଇ କବୁଳ ହବେ ନା ।

ଶୋଲ) ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେ କୋନ ବିଷୟେ ମତବିରୋଧ ଦେଖା ଦିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆଶ୍ରାହ ତାଯାଲା ଏବଂ ତାର ରୁସ୍ତଲ ସାଶ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଶ୍ରାମେର ନିର୍ଦେଶ ଅନୁୟାୟୀ ମୀମାଂସା କରବେ ।^୬

ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୟ କାଠାମୋ

ଏ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ବୁନ୍ଦିମତ୍ତାର କାରଣେ ରୁସ୍ତଲ ସାଶ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଶ୍ରାମ ଏକଟି ନୟା ସମାଜେର ଭିତ୍ତି ହାପନ କରେନ । ତବେ ସମାଜେର ବାହ୍ୟିକ ରୂପ ଆଶ୍ରାହର ରୁସ୍ତଲକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେଇ ବିକଶିତ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ହେଁଛିଲୋ । ତାର ମୋହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱାଇ ଛିଲେ ସକଳ ଆକରସନେର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ତାର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଗଠନେର ଉପାଦାନ, ଭାଲୋବାସା, ଭାତ୍ତ୍ବେର ନୟନା, ଏବାଦାତ ବନ୍ଦେଗୀ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ମୁସଲମାନଦେର ନବ ଜୀବନ ଲାଭେ ଧନ୍ୟ କରେ ତୁଳେଛିଲୋ ।

ଏକଜନ ସାହାବୀ ନବୀ ସାଶ୍ରାମକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛିଲେନ, କୋନ ଇସଲାମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ଅର୍ଥାତ୍ ଇସଲାମେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଆମଲ ଉତ୍ତମ? ନବୀ ସାଶ୍ରାମକେ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଶ୍ରାମ ବଲେଛିଲେନ, ତୁମ ଅନ୍ୟଦେର ଖାବାର ଖାଓଯାବେ ଏବଂ ଚେନା ଅଚେନା ସବାଇକେ ସାଲାମ କରବେ ।^୭

ହୟରତ ଆବସ୍ତାହ ଇବନେ ସାଲାମ (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଶ୍ରାମକେ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଶ୍ରାମ ମଦୀନାଯ ଆସାର ପର ଆମି ତାର କାହେ ହାୟିର ହଲାମ । ତାର ପବିତ୍ର ଚେହାରା ଦେଖେଇ ଆମି ବୁଝେ ଫେଲଲାମ ଯେ, ଏହି ଚେହାରା କୋନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନୁଷେର ନଯ । ଏରପର ତିନି ଆମାର ସାମନେ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଟାଇ ବଲେଛିଲେନ ଯେ, 'ହେ ଲୋକ ସକଳ, ସାଲାମ ଦିତେ ଥାକୋ, ଖାବାର ଖାଓୟାଓ, ଆସ୍ତିଆଯତାର ସମ୍ପର୍କ ବଜାଯ ରାଖୋ, ରାତେ ସବାଇ ସଥନ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ୋ, ତଥନ ନାମାୟ ପଡ଼ୋ, ଜାନ୍ମାତେ ନିରାପଦେ ପ୍ରବେଶ କରବେ ।^୮

ନବୀ ସାଶ୍ରାମକେ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଶ୍ରାମ ବଲତେନ, 'ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାନ୍ମାତେ ପ୍ରବେଶ କରବେ ନା, ଯାର ପ୍ରତିବେଶୀ ତାର ଦୂର୍ଭୁଷନ ଏବଂ ଧର୍ମକାରିତା ଥେକେ ନିରାପଦ ନା ଥାକେ ।'^୯

ତିନି ବଲତେନ, 'ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋମେନ ହତେ ପାରବେ ନା ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେର ଜନ୍ୟେ ପଛନ୍ଦ କରବେ ।'^{୧୦}

ତିନି ବଲତେନ, 'ସକଳ ମୋମେନ ଏକଜନ ମାନୁଷେର ମତୋ । ଯଦି ତାର ଚୋଥେ ବ୍ୟଥା ହୟ, ତବେ ସାରା ଦେହେ ସେଇ କଟ ଅନୁଭୂତ ହୟ । ଯଦି ମାଥାଯ ବ୍ୟଥା ହୟ, ତବେ ସାରା ଦେହେ ସେଇ ବ୍ୟଥାର କଟ ଅନୁଭୂତ ହୟ ।'^{୧୧}

ତିନି ବଲତେନ, 'ମୋମେନ ମୋମେନେର ଜନ୍ୟେ ଇମାରତ ସ୍ଵରୂପ । ଏର ଏକ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକେ ଶକ୍ତି

୬. ଇବନେ ହିଶାମ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ୫୦୩, ୫୦୩

୭. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬, ୯

୮. ତିରମିଯି, ଇବନେ ମାଜା, ଦାରେମୀ, ମେଶକାତ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୬୮

୯. ସହିହ ମୁସଲିମ, ମେଶକାତ, ଦିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪୨୨

୧୦. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬

୧୧. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬

୧୨. ମୁସଲିମ, ମେଶକାତ, ଦିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪୨୨

প্রদান করে ।^{১৩}

তিনি বলতেন, ‘নিজেদের মধ্যে পরম্পর ঘৃণা-বিদ্রোহ পোষণ করো না, শক্রতা করো না, বিবাদ করো না, একে অন্যের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আল্লাহর বাদ্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাকো। কোন মুসলমানের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, নিজের ভাইকে তিনিদিনের বেশী দূরে সরিয়ে রাখে ।^{১৪}

তিনি বলতেন, ‘মুসলমান মুসলমানের ভাই। একজন মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের ওপর যুলুম না করে এবং তাকে শক্র হাতে তুলে না দেয়। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ দুচিন্তা দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা রোজ কেয়ামতে সেই ব্যক্তির দুঃখসমূহের মধ্যে একটি দুঃখ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দোষ গোপন রাখবেন ।^{১৫}

তিনি বলতেন, ‘তোমরা যমিনের অধিবাসীদের ওপর দয়া করো, আকাশের মালিক তোমাদের ওপর দয়া করবেন ।^{১৬}

তিনি বলতেন, ‘সেই ব্যক্তি মোমেন নয়, যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায়, অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে ।^{১৭}

তিনি বলতেন, ‘মুসলমানকে গালাগাল দেয়া ফাসেকের কাজ। মুসলমানের সাথে মারামারি কাটাকাটি করা কুফুরী ।^{১৮}

তিনি বলতেন, ‘রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সদকার অস্তর্ভুক্ত। এই কাজ দ্বিমানের শাখাসমূহের একটি অন্যতম শাখা ।^{১৯}

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা-খয়রাতের তাকিদ দিতেন। এই সদকা খয়রাতের ফফিলত এতো বেশী বলে বর্ণনা করতেন যে, আপনা থেকেই সেদিকে মন আকৃষ্ট হতো। তিনি বলতেন, সদকা শুনাহসমূহকে এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আঙুনকে নিভিয়ে দেয় ।^{২০}

তিনি বলতেন, ‘যে মুসলমান কোন নগ্ন মুসলমানকে পোশাক পরিধান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। যে মুসলমান কোন পিপাসিত মুসলমানকে পান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে ছিপি আঁটা শরাবান তহরা পান করাবেন ।^{২১}

তিনি বলতেন, ‘খেজুরের এক টুকরো দান করে হলেও আঙুন থেকে আত্মরক্ষা করো। যদি সেইটুকু সামর্থও না থাকে, তবে ভালো কথার মাধ্যমে আঙুন থেকে আত্মরক্ষা করো ।^{২২}

১৩. বোঝারী, মুসলিম ও মেশকাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২২

১৪. সহীহ বোঝারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৮৯৬

১৫. বোঝারী, মুসলিম ও মেশকাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২২

১৬. সুনানে আবুদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৩৫, তিরমিয়ি দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪

১৭. বায়হাকী, মেশকাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২৪

১৮. বোঝারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৮৯৩

১৯. বোঝারী মুসলিম, মেশকাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১২, ১৬৭

২০. আহমদ, তিরমিয়ি, ইবনে মাজা মেশকাত প্রথম খন্ড, পৃ. ১৪

২১. আবু দাউদ, তিরমিয়ি মেশকাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৯

২২. বোঝারী, প্রথম খন্ড, ১৯০, দ্বিতীয় খন্ড, ৮৯০

একই ସଥେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଡିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଥିକେ ଦୂରେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ତାକିଦ ଦିଯେଛେନ । ତିନି ଧୈର୍ୟ, ସହିକୁତା ଏବଂ ମିତବ୍ୟୟିତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଛେନ । ଡିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକେ ଡିକ୍ଷୁକେର ଚେହାରାଯ ଆଁଚଢ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧରନେର ସଥମ ବଲେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରେଛେନ ।²³

ତବେ ଉତ୍ତିଥିତ ଧରନେର ଅବମାନନା ଥିକେ ତାଦେରକେ ମୁକ୍ତ ବଲେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେନ, ଯାରା ଏକାନ୍ତ ନିର୍ମପାୟ ହେଁଇ ଡିକ୍ଷା କରେ ।

ତିନି ଏକେକ ପ୍ରକାର ଏବାଦାତେର ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଫ୍ୟିଲତେର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେନ । ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ସେଇସବ ଏବାଦାତେର ଭିନ୍ନ ରକମ ସଂଓୟାବେର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେନ ।

ଆକାଶ ଥିକେ ତାଁ କାହେ ଯେ ଓହି ଆସତୋ, ତିନି ମୁସଲମାନଦେରକେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ କରତେନ ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋକେ ଜୀବନ ଯାପନେ ସହାୟତା କରତେନ । ତିନି ସେଇ ଓହି ମୁସଲମାନଦେର ପଡ଼େ ଶୋନାତେନ ଏବଂ ତାଁ କାହେ ଥିକେ ଶୋନାର ପର ମୁସଲମାନରା ତାଁକେ ପୁନରାୟ ପଡ଼େ ଶୋନାତୋ । ଏର ଫଳେ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ଚିନ୍ତାଚେତନା ଛାଡ଼ାଓ ଦାଓୟାତେ ହକ-ଏର ପ୍ୟାଗାସ୍ତରସୂଳଭ ଦାୟିତ୍ବାନୁଭୂତି ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହତୋ ।

ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମୁସଲମାନଦେର ଜୀବନଧାରାଯ ବିଶ୍ୱାସକର ଉନ୍ନତିର ସୋପାନ ତୈରି କରେନ । ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେକାର ଖୋଦା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାକେ ଉନ୍ନତ କରେନ । ମାନୁଷେର କର୍ମପ୍ରଗାଲୀ ଏବଂ ଚିନ୍ତା-ଚେତନାୟ ମାଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏମନକି ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶିକ୍ଷାର କାରଣେ ସାହାବାରା ନବୀଦେର ପର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଷେ ପରିଣତ ହନ । ମାନବେତିହାସେ ତାଁରା ଆଦର୍ଶର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୀମାଯ ଉପରୀତ ହନ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ମାସୁଦ (ରା.) ବଲେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରତେ ଚାଯ, ସେ ଯେନ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରେ । କେନନା ଜୀବିତ ଲୋକଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଫେତନାର ଆଶଙ୍କା ବିଦ୍ୟମାନ ରହେଛେ ।

ସାହାବାରା ଛିଲେନ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥୀ । ଉତ୍ସତେ ମୋହାମ୍ମଦିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ, ପୁଣ୍ୟପ୍ରାଣ, ଗଭୀର ଡାନେର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ନିରହଂକାର । ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ଏହି ସକଳ ମାନୁଷକେ ତାଁ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବନ୍ଧୁ ଓ ସାଥୀ ଏବଂ ଦୀନ ପ୍ରତିଠାର କାଜେ ଯୋଗ୍ୟ ମାନୁଷରୁପେ ମନୋନୀତ କରେନ । କାଜେଇ ତାଁଦେର ବୈଶିଷ୍ଟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନା ଦରକାର ଏବଂ ତାଁଦେର ଅନୁସରଣ ଅନୁକରଣ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ କରା ଦରକାର । ତାଁଦେର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଯତୋଟା ସମ୍ଭବ ଆସ୍ତରୁ କରା ଦରକାର । କେନନା ତାଁର ଛିଲେନ ହେଦାୟେତେର ଓପର, ସେରାତୁଲ ମୋସ୍ତାକିମେର ଓପର ।²⁴

ଆମାଦେର ପ୍ୟାଗାସ୍ତର ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଉତ୍ସତ ଓ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶର ଏମନ ଏକ ନମ୍ବନା ଛିଲେନ ଯେ, ମନ ଆପନା ଆପନି ତାଁ ଦିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଜାନ କୋରବାନ କରାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗେ । ଏର ଫଳେ ତାଁ ପବିତ୍ର ମୁଖ ନିସ୍ତ୍ର କଥା ପାଲନ କରାର ଜନ୍ୟେ ସାହାବାରା ଛୁଟେ ଯେତେନ । ହେଦାୟାତ ଓ ପଥନିର୍ଦ୍ଦେଶେର ଜନ୍ୟେ ତିନି ଯେବେ କଥା ବଲତେନ, ସେଇ କଥା ଯଥାୟଥଭାବେ ପାଲନ କରତେ ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶୁରୁ ହୁଏ ଯେତୋ ।

ଏ ଧରନେର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କାରଣେଇ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାୟ ଏମନ ଏକଟି ସମାଜ ଗଠନେ ସକ୍ଷମ ହଲେନ, ଯା ଛିଲୋ ଇତିହାସେର ଆଲୋକେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ସମାଜ । ତିନି ସେଇ ସମାଜେର ସମସ୍ୟାମୁହେର ଏମନ ସମାଧାନ ଦିଲେନ ଯେ, ଯାରା ଅନ୍ଧକାରେର ଆବର୍ତ୍ତେ ହାତ-ପା ଛୋଡ଼ିଛୁଡ଼ି କରିଛିଲୋ ତାରା ସ୍ଵତ୍ତ ଲାଭ କରିଲୋ । ସେଇ ସମାଜ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶର ମାଧ୍ୟମେ ଯୁଗେର ସକଳ ପ୍ରତିକୁଳତା ସରିଯେ ଇତିହାସେର ଧାରାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଦିତେ ସକ୍ଷମ ହଲୋ ।

23. ଆବୁ ଦ୍ୱାଉଦ, ତିରମିଯି, ନାମାଦ୍ଵ, ଇବନେ ମାଜା, ଦାରେମୀ ମେଶକାତ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

24. ରାଧୀନ, ମେଶକାତ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. 32

ଇହୂଦୀଦେର ସାଥେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ

ହିଜରତେ ପର ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଚିନ୍ତା-ବିଶ୍ୱାସ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଐକ୍ୟବନ୍ଦ ପ୍ରୟାସେର ମାଧ୍ୟମେ ଏକଟି ନତୁନ ସମାଜେର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରଲେନ । ଏରପର ତିନି ଅମୁସଲିମଦେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନେର ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଚାହିଁଲେନ ଯେ, ସକଳ ମାନୁଷ ସୁଖେ ଶାନ୍ତିତେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମଦୀନା ଏବଂ ଆଶପାଶେର ଏଲାକାର ମାନୁଷ ଏକଟି ସୁହୃଦୀ ପ୍ରଶାସନରେ ଆଓତାଭୂତ ହୋଇ । ତିନି ଉଦାରତା ଓ ନ୍ୟାୟପରାଯଣତାର ମାଧ୍ୟମେ ଏମନ ଆଇନ ପ୍ରଗଣ୍ଠନ କରଲେନ, ବର୍ତମାନ ସଂଘାତ ବିକ୍ଷୁଳ ବିଷେ ଯାର କୋନ ଦୃଷ୍ଟାତ୍ ଝୁଝେ ପାଓୟା ଯାଯା ନା ।

ଆଗେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେବେ ଯେ, ମଦୀନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକେରା ଛିଲୋ ଇହୂଦୀ । ଗୋପନେ ଏରା ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ଶକ୍ତତା କରଲେବେ ପ୍ରକାଶ୍ୟେ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇନି । ଏ କାରଣେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଦେର ସାଥେ ଏକଟି ଚୁକ୍ତିତେ ଉପନୀତ ହେଲେ । ସେଇ ଚୁକ୍ତିତେ ଇହୂଦୀଦେରକେ ତାଦେର ଧର୍ମ ପାଲନେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଏବଂ ଜାନମାଲେର ନିରାପତ୍ତା ଦେଇ ହେଲେ । ରାଜନୈତିକ ହଠକାରିତାର କୋନ ସୁଯୋଗ ତାଦେର ଦେଇ ହେବାନି ।

ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟକାର ପରମ୍ପରିକ ଚୁକ୍ତିର ଆଲୋକେଇ ଇହୂଦୀଦେର ସାଥେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରା ହେଯିଛିଲୋ । ଚୁକ୍ତି ଦଫାସମୂହ ଛିଲୋ ନିରନ୍ତରିତ ।

ଏକ. ବନୁ ଆଓଫେର ଇହୂଦୀରା ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ମିଲିତ ହେଁ ଏକଇ ଉତ୍ସତ ହିସାବେ ବିବେଚିତ ହବେ । ଇହୂଦୀ ଓ ମୁସଲମାନରା ନିଜ ନିଜ ଦ୍ୱୀନେର ଓପର ଆମଲ କରବେ । ବନୁ ଆଓଫ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇହୂଦୀରା ଓ ଏକଇ ରକମେର ଅଧିକାର ଲାଭ କରବେ ।

ଦୁଇ. ଇହୂଦୀରା ନିଜେଦେର ସମୁଦୟ ବ୍ୟାୟେର ଜନ୍ୟେ ଦାୟୀ ହବେ ଏବଂ ମୁସଲମାନରା ନିଜେଦେର ବ୍ୟାୟେର ଜନ୍ୟେ ପୃଥିକଭାବେ ଦାୟୀ ହବେ ।

ତିନ. ଏଇ ଚୁକ୍ତିର ଆଓତାଭୂତଦେର କୋନ ଅଂଶେର ସାଥେ ଯାରା ଯୁଦ୍ଧ କରବେ ସବାଇ ସମ୍ପିଲିତଭାବେ ତାଦେର ସାଥେ ପ୍ରତିହତ କରବେ ।

ଚାର. ଏଇ ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶୀଦାରରା ସକଳେଇ ପରମ୍ପରେର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରବେ । ତବେ ସେଇ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ଓ ସହ୍ୟୋଗିତା ନ୍ୟାୟେର ଓପର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହତେ ହବେ—ଅନ୍ୟାୟେର ଓପର ନୟ ।

ପଞ୍ଚ. କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମିତ୍ରେର କାରଣେ ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହବେ ନା ।

ଛୟ. ମୟଲୁମକେ ସାହାୟ କରା ହବେ ।

ସାତ. ଯତଦିନ ଯାବତ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲତେ ଥାକବେ ତତଦିନ ଇହୂଦୀରା ଓ ମୁସଲମଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟାୟଭାବ ବହନ କରବେ ।

ଆଟ. ଏଇ ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶୀଦାରଦେର ଜନ୍ୟେ ମଦୀନା ଦଙ୍ଗା-ହଙ୍ଗାମା ଓ ରକ୍ତପାତ ନିଷିଦ୍ଧ ଥାକବେ ।

ନୟ. ଏଇ ଚୁକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୂତଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ନତୁନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଲେ ବା ଝଗଡ଼ା-ବିବାଦ ହଲେ ଆଲ୍ଲାହର ଆଇନ ଅନ୍ୟାୟୀ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର ମୀମାଂସା କରବେନ ।

ଦଶ. କୋରାଯଶ ଏବଂ ତାଦେର ସାହାୟକାରୀଦେର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରା ହବେ ନା । ୨୫

ଏଇ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଯାର ପର ମଦୀନା ଏବଂ ତାର ଆଶେ ପାଶେର ଏଲାକା ନିଯେ ଏକଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଁ ।

ଏଇ ଚୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟମେ କୋନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବା ଅପରାଧୀକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ହବେ ନା ।

ଏଇ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ ଛିଲୋ ମଦୀନା । ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଛିଲେନ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାନାୟକ । ଏର ମୂଳ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଛିଲୋ ମୁସଲମାନଦେର ହାତେ । ଏମନି କରେ ମଦୀନା ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁତେ ପରିଣତ ହେଲେ ।

ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିଶୀଳତାର ସାର୍ଥେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟ୍ରେର ସାଥେଓ ଏକଇ ରକମ ଚୁକ୍ତି କରେନ ।

সশন্ত সংঘাত

মুসলমানদের বিরুদ্ধকে কোরায়শদের ষড়যন্ত্র

ইতিপূর্বে মুসলমানদের ওপর মুক্তির কাফেরদের যুলুম অত্যাচার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলমানরা হিজরত করতে শুরু করলে কাফেররা তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ষড়যন্ত্র মেতে উঠেছিলো, সে সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি এ ধরনের অত্যাচার নির্ধারণের ফলে কাফেরদের অর্থ-সম্পদ বাজেয়ান্ত করার মতো অপরাধও তারা করেছিলো। তাদের নির্বুদ্ধিতা না করে বরং বেড়েই চলেছিলো। মুসলমানরা তাদের কবল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো এবং মদীনায় তারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলো এটা দেখে কাফেরদের ক্রোধ আরো বেড়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনো ইসলামের হয়বেশ ধারণ করেনি। মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিলো আনসারদের নেতা। মুক্তির পৌত্রিকরা আবদুল্লাহকে হৃষকিপূর্ণ একটি চিঠি লিখলো। সেই সময় মদীনায় আবদুল্লাহর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপন্থি ছিলো। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মদীনায় না যেতেন, তবে মদীনাবাসীরা তাকে তাদের বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করতো। মুক্তির পৌত্রিকরা তাদের হৃষকিপূর্ণ চিঠিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার পৌত্রিক সহযোগিদের উদ্দেশ্যে লিখলো যে, আপনারা আমাদের লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, তাই আমরা আল্লাহর কসম থেকে বলছি যে, হয়তো আপনারা তার সাথে লড়াই করতে অথবা তাকে মদীনা থেকে বের করে দিন। যদি না করেন তবে আমরা সর্বশক্তিতে আপনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যোদ্ধা পুরুষদের হত্যা এবং আপনাদের মহিলাদের সম্মান বিনষ্ট করবো।^১

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে পত্র বিনিময়

এই চিঠি পাওয়ার পরই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুক্তির পৌত্রিকদের নির্দেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মনে আগে থেকেই প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিলো। কেননা তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই মদীনার রাজমুকুট তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। মুক্তির পৌত্রিকদের চিঠি পাওয়ার পর পরই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার সহযোগিগুরু রসূলে মাকবুলের সাথে যুদ্ধের ভাবে প্রস্তুত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে তাকে বললেন, কোরায়শদের হৃষকিতে তোমরা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছো মনে হচ্ছে। শোনো, তোমরা নিজেরা নিজেদের যতো ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছো মুক্তির কোরায়শরা তার চেয়ে তোমাদের বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা কি নিজেদের সন্তান এবং ভাইয়ের সাথে নিজেরাই যুদ্ধ করতে চাও? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শোনার পর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত আবদুল্লাহর সাহযোগিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো।^২

সমর্থক ও সহযোগিগুরু ছত্রভঙ্গ হওয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনকার মতো যুদ্ধ থেকে

১. আবু দাউদ, খবরুন নাযির অধ্যায়

২. আবু দাউদ, খবরুন নাযির অধ্যায়

বিরত হলো। কিন্তু কোরায়শদের সাথে তার গোপন যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। কেননা এই দুর্বৃত্ত মুসলমান ও কাফেরদের সাথে সংঘাতের কোন ক্ষেত্রেই নিজের জড়িত হওয়ার সুযোগকে হাতছাড়া করেনি। উপরত্ত মুসলমানদের বিরোধিতায় শক্তি অর্জনের জন্যে ইহুদীদের সাথেও সে যোগাযোগ রক্ষা করতো যেন, প্রয়োজনের সময় ইহুদীরা তাকে সাহায্য করে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশান্তি ও বিশ্বেষণার আগুন বার বার খোদাপ্রদত্ত কৌশলে নির্বাপিত করতেন।^৩

মুসলমানদের জন্যে মসজিদে হারাম বঙ্গ ঘোষণা

এরপর হ্যরত সা'দ ইবনে মা'য (রা.) ওমরাহ পালনের জন্যে মকায় গিয়ে উমাইয়া ইবনে খালফের মেহমান হন। হ্যরত সা'দ (রা.) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমি একটু নিরিবিলি কাবাঘর তওয়াফ করতে চাই। উমাইয়া দুপুরে হ্যরত সা'দকে নিয়ে বেরোলেন। তওয়াফের সময় আবু জেহেলের সাথে দেখা। নিবিষ্ট চিন্তে হ্যরত সা'দকে তওয়াফ করতে দেখে আবু জেহেল উমাইয়াকে বললো, আবু সফওয়ান, তোমার সঙ্গে আসা এই লোকটির পরিচয় কি? উমাইয়া বললো, এ হচ্ছে সা'দ ইবনে মা'য। আবু জেহেল হ্যরত সা'দকে সরাসরি সম্মোধন করে বললো, আপনি বড় নিবিষ্ট মনে তওয়াফ করছেন দেখছি। অথচ আপনারা বেঁধীনকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। আপনারা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। খোদার কসম, আপনি যদি আবু সফওয়ানের মেহমান না হতেন, তবে আপনাকে নিরাপদে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হতো না। একথা শুনে হ্যরত সা'দ (রা.) উচ্চস্থরে বললেন, শোনো, তুমি যদি আমাকে তওয়াফ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করো, তবে আমি তোমার বাণিজ্য কাফেলা মদীনার কাছে দিয়ে যেতে দেবো না। সেটা কিন্তু তোমার জন্যে গুরুতর ব্যাপার হবে।^৪

মোহাজেরদের প্রতি কোরায়শদের ছমকি

কোরায়শরা মুসলমানদের খবর পাঠালো যে, তোমরা মনে করো না যে, মক্কা থেকে গিয়ে নিরাপদে থাকবে। বরং মদীনায় পৌছে আমরা তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বো।^৫

এটা শুধু ছমকি ছিলো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নানা সূত্রে কোরায়শদের ষড়যন্ত্র এবং অসন্দুদেশ্য সম্পর্কে অবহিত হন। ফলে তিনি কখনো সারারাত জেগে কাটাতেন, আবার কখনো সাহাবায়ে কেরামের প্রহরাধীনে রাত্রি যাপন করতেন। সহীহ বোখারী শরীফে হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মদীনা আসার পর এক সন্ধ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি যে ভালো হতো, যদি আমার সাহাবাদের মধ্যে কোন নেককার সাহাবী আমার এখানে পাহারা দিতো। একথা বলার সাথে সাথে অন্তরের ঝন্বানানি শোনা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন কে ওখানে? জবাব এলো সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্স। বললেন, কি জন্যে এসেছো? আগস্তুক বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার নিরাপত্তা প্রশ্নে আমার মনে হঠাৎ একটা সংশয়ের উদ্বেক্ষ হওয়ায় আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। একথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্যে দোয়া করে শুয়ে পড়লেন।^৬

মনে রাখতে হবে যে, পাহারার ব্যবস্থা বিশেষ কয়েকটি রাতের জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো না। বরং অব্যাহতভাবেই তা রাখা হয়েছিলো। হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাত্রিকালে

৩. সহীহ বোখারী ২য় খন্দ, পৃ. ৬৫৫, ৬৫৬, ৯১৬, ৯২৪

৪. বোখারী, কিতাবুল মাগারি ২য় খন্দ, পৃ. ৫৬৩

৫. রহমতুল লিল আলামীন, ১ম খন্দ, পৃ. ১১৬

৬. মুসলিম, ২য় খন্দ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্সের বৈশিষ্ট শীর্ষক অধ্যায় এবং বোখারী, ১ম খন্দ, পৃ. ৪০৮

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করা হতো : অতপর পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল হলো— ‘আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষদের থেকে হেফায়ত রাখবেন’। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয় নবী জানালায় মাথা বের করে বললেন, ‘হে লোকেরা, তোমরা ফিরে যাও, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চর্ণতা দিয়েছেন।’^৭

নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না । সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই ছিলো এটা প্রযোজ্য । হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবারা মদীনায় আসার পর আনসাররা তাদের আশ্রয় প্রদান করেন । এতে সমগ্র আরব তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় । ফলে মদীনার আনসাররা অস্ত্র ছাড়া রাত্রি যাপন করতেন না এবং খুব সকালেও তাদের কাছে অন্ত থাকতো ।

যুদ্ধের অনুমতি

মদীনার মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাহীনতা ছিলো বিশেষ হৃষিক । অন্যকথায় বলা যায় যে, এটা ছিলো তাদের টিকে থাকা না থাকার জন্যে বিরাট চ্যালেঞ্জ । এর ফলে মুসলমানরা স্পষ্টভাবে বুঝে ফেলেছিলেন যে, কোরায়শরা মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে সংকল্প থেকে বিরত হবে না । এমনি সময়ে আল্লাহ রবরূ আলামীন মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন । তবে এ যুদ্ধকে ফরয বলে আখ্যায়িত করা হয়নি । এই সময় আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন, ‘সাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা যাচ্ছে । কেননা তারা ময়লুম । নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম ।’

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে এরপর আরো কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিলো । এ সকল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, যুদ্ধ করার এই অনুমতি নিছক যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল বা মিথ্যার মূল উৎপাটন এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা । যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ‘আমি ওদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, সকল কাজের পরিগাম আল্লাহর এখতিয়ারে । (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪১)

এই অনুমতি হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছিলো, মুক্তায নয় । তবে নাযিলের সঠিক সময় নির্ধারণ করা মুশকিল ।

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি ছিলো পৌত্রিক কোরায়শদের অনুকূলে । এ কারণে মুসলমানদের কিছু কৌশলের প্রয়োজন দেখা দেয় । মুসলমানরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের সীমানা কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন । মুক্ত থেকে সিরিয়ার মধ্যবর্তী পথ ছিলো এই সীমানা । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ সীমানা বিস্তৃত করার জন্যে দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ।

এক) মুক্ত থেকে সিরিয়া ও মদীনার যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার পথের পাশে যেসব গোত্রের বাস, তাদের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি ।

দুই) সেই পথে টহলদানকারী কাফেলা প্রেরণ ।

প্রথম পরিকল্পনার আলোকে একথা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিপূর্বে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত যে সকল চুক্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, অনুরূপ একটি অনাক্রমণ চুক্তি

ଜୁହାଇନା ଗୋଡ଼ରେ ସାଥେଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଁ । ଏ ଗୋତ୍ର ମଦୀନା ଥିଲେ ତିନ ମନ୍ୟିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ୫୦ ମାଇଲ ଦୂରେ ବାସ କରତୋ । ଏହାଡା ଆରୋ କେଯକଟି ଗୋଡ଼ରେ ସାଥେଁ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରେଛିଲେନ । ସେବ ଚୁକ୍ତିର ବିଷୟେ ଯଥାସମୟେ ଉପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ, ସେବ ବିଷୟେ ଆଲୋଚନା ଓ ଯଥାତ୍ମନେ କରା ହେଁ ।

ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଉଥାପିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିକଳ୍ପନା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ, ସେବ ବିଷୟେ ଆଲୋଚନା ଓ ଯଥାତ୍ମନେ କରା ହେଁ ।

ଛାରିଯ୍ୟା ଓ ଗୋୟଓଯାହ^୮

ପରିତ୍ର କୋରାନେର ଆଯାତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନେର ପର ଉତ୍ତରିଖିତ ଉତ୍ତର ପରିକଳ୍ପନାର ବାସ୍ତବାୟନେର ଜନ୍ୟେ ମୁସଲମାନଦେର ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମିକ ଅଭିଯାନ ଶୁରୁ ହେଁ । ଅନ୍ତର ସଜ୍ଜିତ କାଫେଲା ଟହଲ ଦିତେ ଥାକେ । ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲେ ମଦୀନାର ଆଶେପାଶେର ରାନ୍ତାୟ ସାଧାରଣଭାବେ ଏବଂ ମଙ୍କାର ଆଶେପାଶେର ରାନ୍ତାୟ ବିଶେଷଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଖେ ପରିହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରତେ ହେଁ । ଏକିଇ ସାଥେ ସେବ ରାନ୍ତାର ଆଶେପାଶେ ବସତି ହୃଦୟକାରୀ ଗୋତ୍ରସମୂହେର ସାଥେ ଅନାକ୍ରମଣ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରତେ ହେଁ । ଏଇ ଫଳେ ମଦୀନାର ପୌତ୍ରିକ, ଇହଦୀ ଏବଂ ଆଶେପାଶେର ବେଦୁଇନଦେର ମନେ ଏ ବିଷ୍ଵାସ ହୃଦୟର କରା ସମ୍ଭବ ହେଁ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁସଲମାନରା ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଲୀ । ଅତୀତେର ଦୂର୍ବଲତା ଓ ଶକ୍ତିହିନତା ତାରା କାଟିଯେ ଉଠେଛେ । ଉପରତ୍ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମେ କୋରାଯଶଦେର ଔନ୍ଦତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କେ ତାଦେର ଭୀତ କରେ ଦେୟା ସମ୍ଭବ ହେଁ । ତାଦେର ବୁଝିଯେ ଦେୟା ଯାବେ ଯେ, ତାରା ସେବ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରଛେ, ତାର ପରିଗାମ ହେଁ ଭୟାବହ । ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାର ଯେ ପାଁକ କାଦାୟ ତାରା ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଥାଚେ, ତାତେ ତାଦେର ଅର୍ଥନୀତିକେ ହମକିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଖେ ସଞ୍ଜି-ସମବୋତାର ପ୍ରତି ତାରା ବୁଝିକେ ପଡ଼ିବେ : ମୁସଲମାନଦେର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାଦେର ନିଶ୍ଚେଷ କରା, ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରା ଏବଂ ଦୂର୍ବଲ ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ଅତ୍ୟାଚାର କରାର ସେବ ସଙ୍କଳନ ତାରା ମନେ ମନେ ପୋଷଣ କରିବେ, ସେବ ଥିଲେ ବିରତ ଥାକବେ । ଏଇ ଫଳେ ଜ୍ଞାଯିରାତୁଳ ଆରବେ ତଓହିଦେର ଦାଓଯାତରେ କାଜ ମୁସଲମାନରା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଵାସିନଭାବେ କରତେ ପାରବେ ।

ଏମବେ ଛାରିଯ୍ୟା ଓ ଗୋୟଓଯାହ ସମ୍ପର୍କେ ନୀଚେ ସଂକ୍ଷେପେ ଆଲୋକପାତ କରା ହଚେ ।

ଏକ) ଛ୍ୟାରିଯ୍ୟା ସିଫୁଲ ବାହାର^୯

ପ୍ରଥମ ହିଜରୀର ରମ୍ୟାନ ମୋତାବେକ ୬୨୩ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେର ମାର୍ଚ ମାସ ।

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ହାମ୍ଯା ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ (ରା.)-କେ ଏର ସେନାନ୍ୟାକ ମନୋନୀତ କରେନ । ରାବେଗ ପ୍ରାତରେ ଏଇ କାଫେଲା ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ମୁଖ୍ୟମୁଖୀ ହେଁ । ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ସଙ୍ଗୀଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲେ ଦୁ'ଶୋ । ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ ପରମ୍ପରେର ପ୍ରତି ତୀର ନିଷ୍କେପ କରେ : କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟନା ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ାଯନି ।^{୧୦}

ଏଇ ଛାରିଯ୍ୟାର ମଙ୍କାର ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ଏମେ ମିଳିତ ହେଁ । ଏଦେର ଏକଜନ ହ୍ୟରତ ମିକଦାନ ଇବନେ ଆମର ଆଲବାହରାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଜନ ଓତବା ଇବନେ ଗୋଜଓଯାନ ଆଲମାଜାନି (ରା.) । ଏଇ ଦୁଇଜନ ଗୋପନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ତାରା ପୌତ୍ରିକଦେର ସାଥେ ଯୋଗ ଦେନ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଯେ ପଥିମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ ହେଁ ତାଦେର କାହେ ଚଲେ ଯାବେନ ।

^୮. ସୀରାତ ରଚଯିତାଦେର ପରିଭାସା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାରିଯ୍ୟା ବଲା ହେଁ ଯେ ସେଇବ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକେ, ଯାତେ ନବୀ କରିମ (ସଃ) ଦ୍ୱାରା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେନନି । ଯୁଦ୍ଧ ହୋକ ବା ନା ହୋକ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଗୋୟଓଯା ବଲା ହେଁ ଯେ ସେଇ ସବ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକେ ଯେଥାନେ ନବୀ (ସଃ) ନିଜେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ଯୁଦ୍ଧ ହୋକ ବା ନା ହୋକ

^୯. ସିଫୁଲ ବାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ସୈକତ

^{୧୦}. ରହମାତୁଲିଲ ଆଲାମିନ

ଦୁଇ) ଛାରିଯ୍ୟା ଖାରରାର ୧୧

ପ୍ରଥମ ହିଜରୀର ଜିଲ୍କଦ ମୋତାବେକ ୬୨୩ ସାଲେର ମେ ମାସ ।

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଆବି ଓୟାକ୍ଷାସକେ ଏର ଆମୀର ନିଯୁକ୍ତ କରେନ । ତାର ଅଧିନେ ବିଶ୍ଵଜନ ନିବେଦିତ ଥ୍ରାଣ ମୁସଲମାନଙ୍କେ କାଫେରଦେର ଏକଟି କାଫେଲାର ସନ୍ଧାନେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଏହି କାଫେଲାକେ ବଲେ ଦେୟା ହୁଏ ଯେ, ତାରା ଯେଣ ଖାରରାର ନାମକ ଜାଯଗାର ପରେ ନା ଯାଏ । ଏହି କାଫେଲା ପଦବ୍ରଜେ ରାତ୍ରିଯାନା ହେଁଛିଲୋ । ଏରା ରାତ୍ରିକାଳେ ସଫର କରନ୍ତେ ଆର ଦିନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ ଥାକତେନ । ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳେ ଏହି କାଫେଲା ଖାରରାର ପୌଛେ ଖବର ପେଲୋ ଯେ, କୋରାଯଶଦେର ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ଏକଦିନ ଆଗେ ଖାରରାର ତ୍ୟାଗ କରେଛେ ।

ଏର ପତାକା ଛିଲୋ ସାଦା ଏବଂ ହ୍ୟରତ ମେକଦାଦ ଇବନେ ଆମର (ରା.) ତା ବହନ କରିଛିଲେନ ।

ତିନ) ଗୋଯତ୍ରାହ ଆବତ୍ରୟା ୧୨

ଦିତୀୟ ହିଜରୀର ସଫର ମୋତାବେକ ୬୨୩ ସାଲେର ଆଗଟ ।

ଏହି ଅଭିଯାନେ ସତରଜନ ମୋହାଜରେ ସମଭିବ୍ୟାହରେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଗମନ କରେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ସମୟ ମଦୀନାୟ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଓଦାଦ (ରା.)-କେ ତାର ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତ କରେନ । ଏହି ଅଭିଯାନେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛିଲୋ କୋରାଯଶଦେର ଏକଟି ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲାର ପଥ ରୋଧ କରା । ନବୀ (ସାଃ) ଓଦଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେନ । କିନ୍ତୁ କୋନ ଅଗ୍ରତିକର ଘଟନା ଘଟନି ।

ଏହି ଅଭିଯାନେର ପ୍ରାକାଳେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବନୁ ଜାମରା ଗୋତ୍ରେର ସର୍ଦାର ଆମର ଇବନେ ମାଖି ଜମିରିର ସାଥେ ମୈତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରେନ । ଚୁକ୍ତିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଛିଲୋ ଏଇକୁପ, 'ବନୁ ଜାମରାର ଜନ୍ୟେ ମୋହାମଦ ରସୂଲହ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଲେଖା । ଏରା ନିଜେଦେର ଜାନମାଲେର ବ୍ୟାପାରେ ନିରାପଦ ଥାକବେ । ଏଦେର ଓପର କେଉଁ ହାମଲା କରଲେ ମେହି ହାମଲାର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରେ ଏଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରା ହବେ । ଅବଶ୍ୟ ଏରା ଯଦି ଆଲ୍ଲାହର ଦ୍ୱାନେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ କରେ ତବେ, ଏହି ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଲନ କରା ହବେ ନା । ସମୁଦ୍ର ଯତୋଦିନ ତାର ସୈକତକେ ସିଙ୍କ କରବେ, ତତୋଦିନ ଏହି ଚୁକ୍ତିର କର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଟୁଟ ଥାକବେ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯଥନ ତାଦେରକେ ସାହାଯ୍ୟେର ଜନ୍ୟେ ଡାକବେନ, ତଥନ ତାଦେରକେ ଏଗିଯେ ଆସତେ ହବେ ।' ୧୩

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଅଂଶଘରଗ ସମ୍ବଲିତ ଏଟି ଛିଲୋ ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ । ମଦୀନାର ବାଇରେ ପନ୍ଥେ ଦିନ କାଟାନୋର ପର ତାରା ଫିରେ ଆସେନ ।

ଚାର) ଗୋଯତ୍ରାଯେ ବୁଝାତ

ଦିତୀୟ ହିଜରୀର ରବିଓଲ ଆଉୟାଲ ମୋତାବେକ ୬୨୩ ସାଲେର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ।

ଏହି ଅଭିଯାନେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଦୁଇଶତ ସାହାବାସହ ରାତ୍ରିଯାନା ହନ । ଏହି ଅଭିଯାନେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛିଲୋ କୋରାଯଶଦେର ଏକଟି ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ଧାଓୟା କରା । ଏହି କାଫେଲାଯ ଉମାଇଯା ଇବନେ ଖାଲଫସହ କୋରାଯଶଦେର ଏକଶତ ଲୋକ ଏବଂ ଉଟ ଛିଲୋ ଆଡାଇ ହାଜାର । ନବୀ

୧୧. ଯାହଫାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟି ଜାଯଗାର ନାମ

୧୨. ଓଦଦାନ ମଙ୍କା ଓ ମଦୀନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟି ଜାଯଗାର ନାମ । ରାବେଗ ଥିଲେ ମଦୀନା ଯାଓୟାର ପଥେ ୨୯ ମାଇଲ ପର ଏହି ଜାଯଗା ପଡ଼େ । ଆବଽ୍ୟା ଓଦଦାନେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଜାଯଗା :

୧୩ ଆଲ୍ଲାହାସ୍ତାହେର ଲାଦୁନିଯା ୧ମ ଖତ, ପୃ ୭୫

ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଗୋୟଓୟା ଏଲାକାଯ ଅବସ୍ଥିତ ବୁଯାତୀୟ ନାମକ ଜାୟଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେନ । କିନ୍ତୁ କୋନ ଅପ୍ରିତିକର ଘଟନା ଘଟେନି । ଏ ଅଭିଯାନେ ପତାକାର ରଂ ଛିଲୋ ସାଦା ଯା ବହନ କରିଛିଲେ ହ୍ୟରତ ସାନ୍ ଇବନେ ଆବି ଓୟାକାସ (ରା.) ।

ଏଇ ଅଭିଯାନେର ପ୍ରାକ୍ତାଲେ ହ୍ୟରତ ସାନ୍ ଇବନେ ମାୟା'ୟ (ରା.)-କେ ମଦୀନାର ଆମୀର ନିୟୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରାଚ) ଗୋୟଓୟା ସଫ୍ରୋୟାନ

ଦିତୀୟ ହିଜରୀର ରବିଓଲ ଆଉୟାଲ ମୋତାବେକ ୬୨୩ ସାଲେର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ।

ଏଇ ଅଭିଯାନେର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, କାରଜ ଇବନେ ଜାବେର ଫାହାରି ନାମେ ଏକଜନ ପୌତ୍ରଲିକେର ନେତୃତ୍ବେ ଏକଦଳ ଲୋକ ମଦୀନାର ଚାରଣଭୂମିତେ ହାମଲା କରେ କଯେକଟି ଗବାଦି ପଣ୍ଡ ଅପହରଣ କରେ । ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସନ୍ତରଜନ ସାହାବାକେ ସଙ୍ଗେ ନିୟେ ଲୁଟ୍ରୋଦେର ଧାଓୟା କରେନ । କିନ୍ତୁ କାରଜ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ପାଓୟା ଯାଇନି । କୋନ ପ୍ରକାର ସଂଘାତ ଛାଡ଼ାଇ ତାରା ଫିରେ ଆସେନ । ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକେ କେଉ କେଉ ବଦରେର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବଲେ ଅଭିହିତ କରେନ । ପତାକାର ରଂ ଛିଲୋ ସାଦା । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ତା ବହନ କରିଛିଲେ ।

ଏଇ ଅଭିଯାନେର ସମୟ ମଦୀନାର ଆମୀର ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ହାରେସା (ରା.)-କେ ନିୟୁକ୍ତ କରାଯାଇଛିଲୋ ।

ଛର) ଗୋୟଓୟା ଯିଲ ଉଶାଇରା

ଦିତୀୟ ହିଜରୀର ଜମାଦିଓଲ ଆଉୟାଲ ଏବଂ ଜମାଦିଓସ ସାନି ମୋତାବେକ ୬୨୩ ସାଲେର ନନ୍ଦେସ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର

ଏଇ ଅଭିଯାନେ ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ ଦେଡ଼ ଥେକେ ଦୁଃଖ ମୋହାଜେର ଛିଲେନ । ଏତେ ଅଂଶଗହଣେର ଜନ୍ୟେ କାଉକେ ବାଧ୍ୟ କରା ହେଲା । ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଜନ୍ୟେ ଟୁଟେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ମାତ୍ର ତ୍ରିଶ । ପାଲାକ୍ରମେ ସବାଇ ସନ୍ତରଜନ ହେଲାଇଲେ । ମକ୍କା ଥେକେ ସିରିଯା ଅଭିଯୁକ୍ତେ ରହିଥାଏ ହେଲା । ଏହି ପୌତ୍ରଲିକଦେର ଏ ଧରନେର ଏକଟି କାଫେଲାକେ ଧାଓୟା କରତେ ଏ ଅଭିଯାନ ଚାଲାନୋ ହୈ । ଏଇ କାଫେଲାଯ କୋରାଯଶଦେର ପ୍ରତ୍ୟାମାନ ଛିଲୋ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏଇ କାଫେଲାକେ ଧାଓୟା କରତେ ଯୁଦ୍ଧ ଉଶାଇରା୧୫ ନାମକ ଜାୟଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେନ । କିନ୍ତୁ କଯେକଦିନ ଆଗେଇ କାଫେଲା ଚଲେ ଗିଲେଛିଲୋ । ଏହି କାଫେଲାଇ ସିରିଯା ଥେକେ ଫେରାର ପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଦେର ହ୍ୟେଫତାର କରାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲାନ । କିନ୍ତୁ ତାରା ମକ୍କାଯ ପାଲିଯେ ଯେତେ ସକ୍ଷମ ହୈ । ଏଇ ଘଟନାର ଜେବେ ପରବର୍ତ୍ତିକାଲେ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘାତିତ ହୈ ।

ଏଇ ଅଭିଯାନେ ପତାକାର ରଂ ଛିଲୋ ସାଦା । ହ୍ୟରତ ହାମ୍ଯା (ରା.) ପତାକା ବହନ କରେନ ।

ଇବନେ ଇସହାକେର ମତେ ଏହି ଅଭିଯାନେ ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜମାଦିଓଲ ଆଉୟାଲେର ଶେଷଦିକେ ରହିଥାଏ ହେଲା ଜମାଦିଓସ ସାନିତେ ଫିରେ ଆସେନ । ଏ କାରଣେ ଏହି ଅଭିଯାନେର ସଠିକ୍ ସମୟ ନିର୍ଧାରଣେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସୀରାତ ରଚିଯାଇଥାରେ ମଧ୍ୟେ ମତବିରୋଧ ରଯେଛେ ।

ଏଇ ଅଭିଯାନେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବନୁ ମୁଦଲାଜ ଏବଂ ତାଦେର ମିତ୍ର ବନୁ ଜାମରାର ସାଥେ ଅନାକ୍ରମଣ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରେନ ।

୧୪. ବୁଯାତ ଏବଂ ରିଯତି ଜୁହାଇନ୍ୟ ପାହାଡ଼ି ଏଲାକାର ଦୁଟି ପାହାଡ଼, ମୂଲତ ଏକଟି ପାହାଡ଼ର ଦୁଟି ଶାଖା । ମକ୍କା ଥେକେ ସିରିଯା ଯାଓୟାର ପଥେ ପଡ଼େ । ମଦୀନା ଥେକେ ୪୮ ମାଇଲ ଦୂରତ୍ଵେ ଅବସ୍ଥିତ ।

୧୫ ଉଶାଇରା, ଇୟାଲବୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟି ଜାୟଗାର ନାମ :

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଏହି ଅଭିଯାନକାଳେ ମଦୀନାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାର ଦାଯିତ୍ବ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ସାଲମ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଆଛାଦ ମାଖ୍ୟମୀ (ରା.) ଆନଜାମ ଦେନ ।

ସାତ) ଛାରିଯ୍ୟା ନାଖଲାହ

ଦ୍ୱିତୀୟ ହିଜରୀର ରଜବ ମୋତାବେକ ୬୨୪ ସାଲେର ଜାନୁଆରୀ

ଏହି ଅଭିଯାନେ ରୂପି ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ଜାହାଶ (ରା.)-ଏର ନେତୃତ୍ବେ ବାରୋଜନ ମୋହାଜେରେର ଏକଟି ଦଲ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ପ୍ରତି ଦୁଇଜନ ସୈନ୍ୟେର ଜନ୍ୟେ ଏକଟି ଉଟ ଛିଲୋ । ସେନାପତିର ହାତେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଥାନି ଚିଠି ଦେନ ଏବଂ ବଲେନ ଯେ, ଦୁଇଦିନ ସଫର ଶେଷେ ଯେନ ତା ପାଠ କରା ହୟ । ଦୁଇଦିନ ସଫର ଶେଷେ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ଜାହାଶ (ରା.) ଚିଠିଥାନି ଖୁଲେ ପାଠ କରେନ । ତାତେ ଲେଖା ଛିଲୋ ଯେ, ଆମାର ଏହି ଚିଠି ପାଠ କରାର ପର ତୋମରା ମଙ୍କା ଓ ତାଯେଫେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ନାଖଲାହ-ଏ ଅବତରଣ କରବେ ଏବଂ ସେଥାନେ କୋରାଯଶଦେର ଏକଟି କାଫେଲା ଜନ୍ୟେ ଓଁଂ ପେତେ ଥାକବେ । ପାଶାପାଶି ଖବରାଖବର ସମ୍ପର୍କେ ଆମାକେ ଅବହିତ କରବେ ।

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲାହ (ରା.) ସଙ୍ଗୀ ସାହାବୀଦେର ଚିଠିର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନିଯେ ବଲେନ ଯେ, କାରୋ ଓପର ଜୋର-ଜ୍ବରଦଣ୍ଡି କରାଇ ନା, ଶାହାଦାତ ଯାଦେର ପ୍ରିୟ, ତାରା ଥେକେ ଯେତେ ପାରେ । ଆମି ଯଦି ଏକା ଥେକେ ଯାଇ ତବୁଓ ସାମନେ ଅହସର ହବୋ ।

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ଜାହାଶ (ରା.)-ଏର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୋନାର ପର ତାରା ନାଖଲାହ ଅଭିମୁଖେ ରାଗ୍ୟାନା ହଲେନ । ଯାଓଯାର ପଥ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଆବି ଓୟାକ୍ତାସ (ରା.) ଏବଂ ଓତବା ଇବନେ ଗୋଜଓ୍ୟାନ (ରା.)-ଏର ଉଟ ଉଧାଓ ହୟେ ଯାଯ । ଏହି ଉଟେର ପିଠେ ଉଭୟ ସାହାବୀ ପାଲାକ୍ରମେ ସଫର କରାଇଲେନ । ଉଟ ହାରିଯେ ଯାଓଯାର କାରଣେ ତାରା ଉଭୟେ ପେଚନେ ପଡ଼େ ଯାନ ।

ସୁଦୀର୍ଘ ପଥ ପାଢ଼ି ଦିଯେ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ଜାହାଶ (ରା.) ନାଖଲାହ ଗିଯେ ପୌଛୁଲେନ । ସେଥାନେ ଗିଯେ ଶୁନିଲେନ ଯେ, ସେଇ ପଥ ଦିଯେ କୋରାଯଶଦେର ଏକଟି ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ଅତିକ୍ରମ କରେଛେ । ସେଇ କାଫେଲାଯ ଆବଦୁଲାହ ଇବନେ ମୁଗୀରାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓସମାନ ଓ ନ୍ତଫେଲ ଏବଂ ମୁଗୀରାର ମୁକ୍ତ ଦାସ ଆମର ଇବନେ ହ୍ୟରାମୀ ଓ ହାକିମ ଇବନେ କାଯସାନ ରାଯେଛେ । ମୁସଲମାନରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ପରାମର୍ଶ କରଲେନ ଯେ, କି କରବେନ । ସେଦିନ ଛିଲୋ ରଜବ ମାସର ଶେଷ ଦିନ । ଯୁଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ମାହେ ହାରାମେର ଅନ୍ୟତମ ମାସ ହଛେ ରଜବ । ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କରା ହୟ, ତବେ ହାରାମ ମାସର ଅର୍ଥାଦା କରା ହୟ । ଏଦିକେ ଯଦି ହାମଲା ନା କରା ହୟ, ତବେ କୋରାଯଶଦେର ଏହି କାଫେଲା ମଦୀନାର ସୀମାନାୟ ପ୍ରବେଶ କରେ । ପରାମର୍ଶର ପର ହାମଲା କରାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରା ହୟ । ସାହାବୀରା କୋରାଯଶଦେର ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ଅନୁସରଣ କରେନ ଏବଂ ଆମର ଇବନେ ହାଦରାମିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ତୌର ନିକ୍ଷେପ କରେନ । ଏତେ ଆମର ଧରାଶୟ ହୟେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ । ଅନ୍ୟରୀ ଓସମାନ ଏବଂ ହାକିମକେ ଗ୍ରେଫତାର କରେନ । ନ୍ତଫେ-ପାଲିଯେ ଯାଯ । ତାକେ ଗ୍ରେଫତାର କରା ସନ୍ତ୍ବନ୍ଧ ହ୍ୟନି । ଅତପର ସାହାବାରା ଉଭୟ ବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଜିନିସପତ୍ର ନିଯେ ମଦୀନାଯ ହାମିର ହନ । ସାହାବାରା ପ୍ରାଣ ଜିନିସର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଏକ ପଞ୍ଚବୀଂଶ ଗନିମତ ହିସାବେ ବେର କରେ ନିଯେଛିଲେନ । ୧୬

୧୬. ସୀରାତ ରଚିଯିତାରା ଏକପ ଉପ୍ଲେଖ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ମୁଶକିଲ ହଛେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ରମ ସମ୍ପଦେର ଏକ ପଞ୍ଚବୀଂଶ ଗନିମତ ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ କରା ସମ୍ଭାଲିତ ପାକ କୋରାମାନେର ନିର୍ଦେଶ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନାଥିଲ ହ୍ୟେଛିଲୋ । ସେଇ ଆଯାତେର ଶାନେ ନୟଲ ପାଠେ ବୋଧା ଯାଯ ଯେ, ସେଇ ନିର୍ଦେଶର ଆଗେ ମୁସଲମାନରା ଗନିମତରେ ନିର୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ ଛିଲେନ ନା ।

এটা ছিলো ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গণিমতের মাল, প্রথম নিহত এবং প্রথম বন্দী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কথা শোনার পর বললেন, আমি তো তোমাদেরকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি। তিনি আটককৃত মালামাল এবং বন্দীদের ব্যাপারে কোন রকমের বাড়াবাড়ি হতে দেননি।

এই ঘটনায় অমুসলিমরা এ প্রোপাগান্ডার সুযোগ পায় যে, মুসলমানরা আল্লাহর হারাম করা মাসকে হালাল করে নিয়েছে। এ নিয়ে নানারকম অপপ্রচার চালানো হয়। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নায়িল করে বলেন, ‘পৌত্রিকরা যা কিছু করছে, সেসব তৎপরতা মুসলমানদের কাজের চেয়ে অনেক বেশী অপরাধমূলক এবং ন্যক্তারজনক।’

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অঙ্গীকার করা, মসজিদিল হারামে বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর কাছে তদপেক্ষা বড় অন্যায়। ফেতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়।’ (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)

এই ওইর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সমালোচনা নির্বর্ধক। কেননা পৌত্রিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মুসলমানদের ওপর যুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা পয়মাল করে দিয়েছে। হিজরতকারী মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ যখন কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং পয়গাপ্তরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তখন কি মক্কার মর্যাদা অর্থাৎ শহরে হারামের কথা চিন্তা করা হয়েছিলো? এসব ষড়যন্ত্র কি মক্কার বাইরে কোথাও করা হয়েছিলো? যদি না হয়ে থাকে, তবে হঠাৎ করে মক্কার মর্যাদা নিয়ে এতো উচ্চবাচ্য কেন? প্রকৃতপক্ষে পৌত্রিকদের প্রোপাগান্ডার বড় সুস্পষ্ট নির্ণজ্ঞতা এবং খোলাখুলি বেহায়াপনা থেকে উৎসারিত।

এই আয়াত নায়িল হওয়ায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় বন্দীকে মুক্তি দিয়ে নিহত ব্যক্তির হত্যার ক্ষতিপূরণও প্রদান করেন।^{১৭}

বদরের যুদ্ধের আগে সংঘটিত গোয়ওয়া এবং ছারিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। এ সকল ঘটনায় লুটতরাজ, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ঘটেনি। তবে পৌত্রিকদের পক্ষ থেকে প্রথম হামলার ঘটনা ঘটে। কুরয় ইবনে জাবের ফাহরীর নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়। এর আগেও পৌত্রিকদের পক্ষ থেকে নানাধরনের বাড়াবাড়ি করা হয়েছিলো।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত ছারিয়ার পর পৌত্রিকদের মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। যে জালে আটকা পড়বে বলে তারা আশঙ্কা করে আসছিলো, সেই জালেই তারা আটকা পড়ে। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, মদীনার নেতৃত্ব অত্যন্ত জাহাত বিবেকসম্পন্ন। মদীনায় বসে কোরায়শদের বাণিজ্যিক তৎপরতার খবর রাখছে। মুসলমানরা ইচ্ছে করলে তিনশত মাইলের ব্যবধান ডিঙিয়ে তাদের এলাকায় এসে যা খুশী তা করে যেতে পারে।

১৭. উল্লিখিত গোজোয়া এবং ছারিয়ার বিবরণ যেসব গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৩-৮৫, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৯১-৬০৫, রহমাতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১১৫-১১৬, ২য় খন্ড, পৃ. ২১২১৫-২১৬, ৪৬৮-৪৭০।
উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি আল্লামা ইবনে কাইয়েম এবং আল্লামা মনসুরপুরীর বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছি।

ହତ୍ୟା, ଲୁଟତରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବଇ ତାଦେର ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚବ । ଏସବ କିଛୁ କରେଓ ତାରା ନିରାପଦେ ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଯେତେ ସଙ୍କଷମ । ପୌତ୍ରଲିକରା ବୁଝିତେ ପେରେଛିଲୋ ଯେ, ସିରିଯାର ବାଣିଜ୍ୟ ନତୁନ ବିପଦେର ସମ୍ମୁଖୀନ । କିନ୍ତୁ ସବକିଛୁ ଜେନେ ବୁଝେଓ ତାରା ନିଜେଦେର ନିର୍ବିଦ୍ଧିତା ଥିକେ ବିରତ ହେଲି । ଜୁହାଇନା ଏବଂ ବନୁ ଜାମରାର ମତୋ ସନ୍ଧି ସମବୋତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାକ୍ରମଣ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାରା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶେର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ । ମୁସଲମାନଦେର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାଦେରକେ ନିଃଶେଷ କରେ ଦେବାର ହମକି ବାନ୍ଧବାୟନେ ତାରା ସଚେଷ୍ଟ ହେଁ ଓଠେ । ଏହି କ୍ରୋଧହିଁ ତାଦେରକେ ବଦର ପ୍ରାତରେ ସମବେତ କରେଛିଲୋ ।

ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ହାହ ଇବନେ ଜାହାଶ (ରା.)-ଏର ନେତ୍ରତ୍ୱାଧୀନ ଛାରିୟ୍ୟର ଘଟନାର ଅଳ୍ପକାଳ ପରେଇ ଆଲ୍ଲାହ ରବବୁଲ ଆଲାମୀନ ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ଦ୍ଵିତୀୟ ହିଜରୀର ଶାବାନ ମାସେ ଜେହାଦ ଫରଯ କରେନ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା କରେକଟି ଆଯାତ ନାଯିଲ କରେନ । ସେମନ 'ଯାରା ତୋମାଦେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତୋମରାଓ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ତାଦେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୋ । କିନ୍ତୁ ସୀମାଲଂଘନ କରୋ ନା । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ସୀମାଲଂଘନକାରୀଦେର ଭାଲୋବାସେନ ନା । ସେଥାନେ ତାଦେର ପାବେ, ହତ୍ୟା କରବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିକେ ତାରା ତୋମାଦେରକେ ବହିକ୍ଷାର କରେଛେ, ତୋମରାଓ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଥିକେ ତାଦେରକେ ବହିକ୍ଷାର କରବେ । ହତ୍ୟା କରା ଫେତନା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ । ମସଜିଦୁଲ ହାରାମେର କାହେ ତୋମରା ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରବେ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ସେଥାନେ ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ନା କରେ । ସଦି ତାରା ତୋମାଦେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତବେ ତୋମରା ତାଦେରକେ ହତ୍ୟା କରବେ, ଏଟାଇ କାଫେରଦେର ପରିଣାମ । ସଦି ତାରା ବିରତ ହୁଏ, ତବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା କ୍ଷମାଶୀଳ, ପରମ ଦୟାଲୁ । ତୋମରା ତାଦେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଥାକବେ, ଯତକ୍ଷଣ ନା ହତ୍ୟା କରା ଫେତନା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର ଦୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ସଦି ତାରା ବିରତ ହୁଏ, ତବେ ଯାଲେମଦେର ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଆକ୍ରମଣ କରା ଚଲବେ ନା ।' (ସୂରା ବାକାରା, ଆଯାତ ୧୯୦-୧୯)

ପ୍ରାୟ ଏକଇ ସମୟେ ଏକଇ ଧରନେର ଅନ୍ୟ ଆଯାତଓ ନାଯିଲ ହୁଏ । ଏତେ ଯୁଦ୍ଧର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହୁଏ । ସେମନ 'ଅତ୍ୟଏବ ସଥିନ ତୋମରା କାଫେରଦେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋକାବେଲା କରୋ, ତଥିନ ତାଦେର ଗର୍ଦାନେ ଆଘାତ କର । ପରିଶେଷେ ସଥିନ ତୋମରା ତାଦେରକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରକ୍ଷେ ପରାଭୂତ କରବେ, ତଥିନ ଓଦେରକେ କଷେ ବୀଧବେ । ଅତପର ହୁଏ ଅନୁକଷ୍ଣା ନଯ ମୁକ୍ତିପଣ । ତୋମରା ଜେହାଦ ଚାଲାବେ, ଯତକ୍ଷଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ତାର ଅତ୍ର ନାମିଯେ ଫେଲେ । ଏଟାଇ ବିଧାନ । ଏଟା ଏ ଜନ୍ୟେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ଇଚ୍ଛା କରଲେ ଓଦେରକେ ଶାନ୍ତି ଦିତେ ପାରତେନ କିନ୍ତୁ ତିନି ଚାନ ତୋମାଦେର ଏକଜନକେ ଅପରେର ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରତେ । ଯାରା ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ନିହିତ ହୁଏ, ତିନି କଥନୋ ତାଦେର କର୍ମ ବିନାଟ ହତେ ଦେନ ନା । ତିନି ତାଦେରକେ ସଂପଥେ ପରିଚାଳିତ କରେନ ଏବଂ ତାଦେର ଅବସ୍ଥା ଭାଲୋ କରେ ଦେନ । ତିନି ତାଦେରକେ ପ୍ରବେଶ କରାବେନ ଜାନ୍ମାତେ, ଯାର କଥା ତିନି ତାଦେର ଜାନିଯେଇଛିଲେ । ହେ ମୋମେନ, ସଦି ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୋ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ତୋମାଦେରକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେନ ଏବଂ ତୋମାଦେର ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଢ଼ କରବେନ ।' (ସୂରା ମୋହମ୍ମଦ, ଆଯାତ ୪-୭)

ପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଓସବ ଲୋକେର ସମାଲୋଚନା କରେଛେ, ଯାଦେର ମନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଦେଶ ଶୁଣେ କାଂପତେ ଶୁଣୁ କରେ । ସେମନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ବଲେନ, 'ଅତପର ସଦି ଦ୍ୟାତ୍ମିନ କୋନ ସୂରା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଓତେ ଜେହାଦେର କୋନ ନିର୍ଦେଶ ଥାକେ, ତୁମି ଦେଖବେ ଯାଦେର ଅଭିରେ ବ୍ୟାଧି ଆଛେ, ତାରା ମୃତ୍ୟୁ ଭଯେ ବିବହଳ ମାନୁଷେର ମତୋ ତୋମାର ଦିକେ ତାକାଛେ । ଶୋଚନୀୟ ପରିଣାମ ଓଦେର । (ସୂରା ମୋହମ୍ମଦ, ଆଯାତ ୨୦)

ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଜେହାଦ ଫରଯ ହେଁଯା, ଏ ଜନ୍ୟେ ତାକିଦ ଦେଯା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକ୍ଷୁପିତର ନିର୍ଦେଶ ଛିଲୋ ।

পরিস্থিতির যথার্থ দাবী। সেই সময়ের অবস্থার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা অর্থাৎ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী একজন সেনানায়কের জন্যে এটাই ছিলো স্বাভাবিক যে, তিনি সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করতেন। প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সব কিছু সম্পর্কে অবগত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কেন জেহাদের আদেশ দেবেন নাঃ? সেই সময়ের পরিস্থিতি হক ও বাতিলের মধ্যে অর্থাৎ সত্য মিথ্যার মধ্যে একটি রক্ষক্ষয়ী সংঘাত দাবী করছিলো। যাতে করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতে পারে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর আঘাত কাফেরদের ক্ষেত্রে আগনে ঘৃতাহ্বতির শামিল ছিলো।

কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে, রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই সংঘর্ষে জয়লাভ হবে মুসলমানদের। লক্ষ্যনীয় হলো, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কাফেররা তোমাদেরকে যে জায়গা থেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেই জায়গা থেকে বের করে দাও। এছাড়া বন্দীদের আটক এবং বিবোধীদের নির্মূল করে যুদ্ধকে একটি চূড়ান্ত পরিণতি দান করার জন্যে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এটাও বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা একটি বিজয়ী এবং সফলকাম জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই ইঙ্গিত দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয় লাভ করবে। একথা ইশারায় বলার কারণ হলো, আল্লাহর পথে জেহাদে যারা অতিমাত্রায় আগ্রহী, তারা যেন বাস্তব ক্ষেত্রে আগ্রহের প্রমাণ দিতে পারে।

সেই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মোতোবেক ৬২৪ হিজরীর ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন বায়তুল মাকদ্দেসের পরিবর্তে কাবা ঘরকে কেবলা মনোনীত করে এবং নামাযের মধ্যে যেন কাবার দিকে রোখ পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের হৃষ্টবেশে ঘাপটি মেরে থাকা মোনাফেকরা চিহ্নিত হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ালতকারীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। কেবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলমানদের এই ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। মুসলমানরা নিজেদের কেবলা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। শক্তির কবলে কেবলা থাকবে এটা হবে বিশ্বয়ের ব্যাপার। সেটি মুক্ত করতে সচেষ্ট হওয়া হবে মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

পৰিত্র কোরআনের এ সকল নির্দেশ এবং ইশারার পর মুসলমানদের মনে ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায়। তারা জেহাদ ফি ছাবিলিল্লাহর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে শক্তিদের সাথে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের আকঞ্চা বহুগুণ বেড়ে যায়।

বদরের যুদ্ধ

ইসলামের প্রথম সিদ্ধান্তকর সামরিক অভিযান

উশাইরায় গৃহীত সামরিক অভিযানের বর্ণনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলা মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অল্লের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহীত অভিযান থেকে রক্ষা পায়। এই কাফেলাই সিরিয়া থেকে মক্কা ফেরার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হ্যরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)-কে এই কাফেলা সম্পর্কে খোজ খবর নিতে উত্তর দিকে পাঠানো হয়। উভয় সাহাবী প্রথমে হাওরা নামক জায়গায় পৌছে অবস্থান নিয়ে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যের কাফেলার অতিক্রমের অপেক্ষায় থাকেন। ঐ কাফেলা সেই স্থান অতিক্রমের সাথে সাথে সাহাবাদ্বয় দ্রুতবেগে মদীনায় ছুটে গিয়ে এ সম্পর্কে রসূলে মকরুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন।

এই কাফেলায় মক্কাবাসীদের অনেক সম্পদ ছিলো। এক হাজার উটের পিঠে পঞ্চাশ হাজার দীনারের বিভিন্ন ব্যবসায়িক জিনিসপত্র ছিলো। পঞ্চাশ হাজার দীনার হচ্ছে দুশো সাড়ে বাষটি কিলোগ্রাম সোনার তৃল্য। এসব জিনিসের হেফায়তে কাফেলায় মাত্র ৪০ জন লোক ছিলো।

মদীনাবাসীদের জন্যে এটা ছিলো এক সুবর্ণ সুযোগ। পক্ষান্তরে এসব জিনিস থেকে বাধ্যত হওয়া মক্কাবাসীদের জন্যে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হয়ে দেখা দেবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা বহু সম্পদ নিয়ে আসছে। এই কাফেলার উদ্দেশ্যে তোমরা বেরিয়ে পড়ো। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা সমুদয় সম্পদ তোমাদেরকে গণিমতের মাল হিসাবে প্রদান করবেন।

ঘোষণা প্রচার করা হলেও এতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিলো না। বিষয়টি ব্যক্তিগত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আগ্রহের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। কেননা ঘোষণার সময় ধারণা করা যায়নি যে, কাফেলার পরিবর্তে বদরের প্রান্তরে কোরায়শদের সাথে রক্তশয়ী সংঘর্ষ হবে। একপ ধারণা না থাকায় বহুসংখ্যক সাহাবা মদীনায়ই থেকে যান। তারা মনে করেছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অভিযান অতীতের অভিযানসমূহের মতোই হবে। এসব কারণেই এই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের সমালোচনাও করা হয়নি।

ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা ও দায়িত্বভার

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানাকালে তাঁর সঙ্গে তিনশতের কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এ সংখ্যা কারো মতে ৩১৩, কারো মতে ৩১৪ এবং কারো মতে ৩১৭; এদের মধ্যে ৮২, মতান্তরে ৮৩, মতান্তরে ৮৬ জন ছিলেন মোহাজের, বাকি সকলেই আনসার। আনসারদের মধ্যে ৬১ জন আওস আর ৭০ জন খায়রাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরা যুদ্ধের জন্যে তেমন কোন প্রস্তুতিও নেননি। সমগ্র সেনাদলে ঘোড়া ছিলো মাত্র ২টি। একটি হ্যরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)-এর অন্যটি হ্যরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দি (রা.)-এর। ৭০টি উট ছিলো, প্রতিটি উটে দুই বা তিনজন পর্যায়ক্রমে আরোহণ করছিলেন।

ଏକଟି ଉଟେ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ, ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ଏବଂ ହସରତ ମାରଶାଦ ଇବନେ ଆବୁ ମାରଶାଦ ଗାନାଭିର ପାଲାକ୍ରମେ ଅରୋହନ କରଛିଲେନ ।

ମଦୀନାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଏବଂ ନାମଯେ ଇମାମତିର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ ହସରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉମ୍ମେ ମାକତୁମ (ରା.)-ଏର ଓପର ନ୍ୟଷ୍ଟ କରା ହେଯିଛିଲେ । କିନ୍ତୁ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ରାଓହା ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛେ ହସରତ ଆବୁ ଲୋବାବୀ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ ମାନଯାର (ରା.)-କେ ମଦୀନାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହିସାବେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ସେନାବିନ୍ୟାସ ଏଭାବେ କରା ହେଯିଛିଲେ ଯେ, ଏକଦଲ ଛିଲେ ମୋହାଜେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଲ ଆନସାରଦେର । ମୋହାଜେରଦେର ପତକା ହସରତ ଆଲୀ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ (ରା.) ଏବଂ ଆନସାରଦେର ପତକା ହସରତ ସାନ୍ ଇବନେ ମାୟା'ୟ (ରା.) ବହନ କରଛିଲେନ । ଉଭ୍ୟ ଦଲେର ସମ୍ମିଳିତ ପତକା ଛିଲେ ସାଦା । ଏହି ପତକା ବହନେର ଦାୟିତ୍ୱ ହସରତ ମୋସଯାବ ଇବନେ ଓମାଯେର ଆବଦୀର ଓପର ନ୍ୟଷ୍ଟ କରା ହୟ । ଅଧିନାୟକ ଛିଲେନ ଡାନ ଦିକେର ହସରତ ଯୋବାଯେର ଇବନେ ଆଓୟାମ (ରା.), ଆର ବାମ ଦିକେ ହସରତ ମେକଦାଦ ଇବନେ ଆମର (ରା.) । ସମଘ ବାହିନୀତେ ଏହି ଦୁ'ଜନ ଛିଲେନ ସର୍ବାଧିକ ରଣନିପୁଣ । ହସରତ କଯେସ ଇବନେ ଆବି ସାଆ (ରା.)-କେଓ ଅନ୍ୟତମ ଅଧିନାୟକ ନିୟୁକ୍ତ କରା ହୟ । ପ୍ରଧାନ ସିପାହସାଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

ବଦର ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରଧାତ୍ରୀ

ରସ୍ତେ ଖୋଦା ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନାଦଲକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ମଦୀନା ଥେକେ ମକ୍କାଭିମୁଖୀ ପ୍ରଧାନ ସଡ଼କ ଧରେ ‘ବିରେ ରାଓହା’ (ରାଓହା କୃପ)-ତେ ଗିଯେ ଉପନୀତ ହନ । ସେଖାନ ଥେକେ ଆରୋ କିଛଦୂର ଅଗସର ହୟେ ମକ୍କାର ରାତ୍ତ ବାମ ଦିକେ ରେଖେ ଡାନଦିକରେ ପଥେ ଅଗସର ହତେ ଥାକେନ । ଏହି ପଥେ ତିନି ପ୍ରଥମେ ନାଯିଯାହ ଏବଂ ପରେ ରାହକାନ ଉପତ୍ୟକା ଅତିକ୍ରମ କରେନ । ପରେ ସାଫରାର ମେଠୋପଥ ଧରେ ଏକ ସମୟ ଦାରରାହ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହନ । ସାଫର-ଏ ଉପନୀତ ହେଉୟାର ପର ସ୍ଥାନୀୟ ଜୁହାଇନା ଗୋଟେର ଦୁ'ଜନ ଲୋକକେ କୋରାଯଶଦେର କାଫେଲାର ଖବର ସଂଗ୍ରହେ ବଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଏରା ଛିଲେ ବାଶିଶ ଇବନେ ଓମର ଏବଂ ଆଦୀ ଇବନେ ଆବୁ ଯାଗବା ।

ମକ୍କାଯ ବିପଞ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାର ଖବର ପ୍ରେରଣ

କୋରାଯଶଦେର ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲାର ନେତୃତ୍ୱେ ଛିଲେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସାଥେ ସେ ଅଗସର ହଛିଲେ । ସେ ଜାନତୋ ଯେ, ମକ୍କାର ରାତ୍ତ ଝୁକ୍ପିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏ କାରଣେ ପ୍ରତିଟି କାଫେଲାର କାହେ ପଥେର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କେ ହୌଜ ଖବର ନିତୋ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଚଲତି ପଥେଇ ଖବର ପେଲୋ ଯେ, ମଦୀନାଯ ମୋହାମଦ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କୋରାଯଶଦେର କାଫେଲାର ଓପର ହାମଲା କରାର ଜନ୍ୟ ଦାଓୟାତ ଦିଯେଛେନ । ଏ ଖବର ପାଓୟାର ସାଥେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଜାମଜାମ ଇବନେ ଆମର ଗୋଫାରୀକେ ମୋଟା ଅର୍ଥେ ବିନିମୟେ ମକ୍କାଯ ପ୍ରେରଣ କରଲେ ସେ ମକ୍କା ପୌଛେ ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲାର ହେଫାୟତେ ମକ୍କାବାସୀଦେର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ । ଜାମଜାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିତେ ମକ୍କା ପୌଛେ ଆରବଦେର ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ଉଟେର ପିଠେ ଦାଁଡିଯେ ନିଜେର ପୋଶାକ ଛିଡେ ଚିଢକାର କରେ ଜରୁରୀ ସଂବାଦ ଜାନାଲୋ । ସେ ବଲଲୋ, କୋରାଯଶରା ଶୋନୋ, କାଫେଲା, କାଫେଲା । ତୋମାଦେର ଯେସବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜିନିସ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର କାହେ ରଯେଛେ, ମୋହାମଦ ଏବଂ ତାର ସମୀରା ସେଇ ଜିନିସେର ଓପର ହାମଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଷ୍ଠେ । ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ, ତୋମରା ଓଦେର ପେଯେ ଯାବେ । ସାହାୟ- ସାହାୟ-ସାହାୟ ।

ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ୟ ମକ୍କାବାସୀଦେର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ବିପଦେର ଖବର ଶୁଣେ ମକ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେରା ଚାରିଦିକ ଥେକେ ଛୁଟେ ଆସଲୋ । ତାରା ବଲଛିଲୋ, ମୋହାମଦ ବୁଝି ମନେ କରେଛେ ଯେ, ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର କାଫେଲାଓ ଇବନେ ହାଦରାମିର କାଫେଲାର ମତୋ । ନା ମୋଟେଇ ତା ନାୟ । ଆମାଦେର ବ୍ୟାପାରଟା ଯେ ଅନ୍ୟରକମ, ଏଟା ତାକେ ବୁଝିଯେ ଦିତେ ହବେ । ମକ୍କାଯ ସକ୍ଷମ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟେକିଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜନ୍ୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରିଲୋ । କେଉଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଲୋ, କେଉଁ ବା ନିଜେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ପ୍ରେରଣ କରିଲୋ । ମକ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ମଧ୍ୟେ ଆବୁ ଲାହାବ

ব্যতীত অন্য কেউই এ যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তুতি থেকে বাদ পড়েনি। আবু লাহাব নিজের পরিবর্তে তার কাছ থেকে খণ্ড গ্রহীতা একজন লোককে প্রেরণ করলো। আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের যুবকদেরও কোরায়শরা সেনাদলে ভর্তি করলো। কোরায়শী গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বনু আদী ব্যতীত অন্য কোন গোত্র পেছনে থাকেনি। বনু আদী গোত্রের কেউ এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

শক্র বাহিনীর সংখ্যা

প্রথমদিকে মক্কার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো তেরোশ। এদের কাছে একশত ঘোড়া এবং ছয়শত বর্ষ ছিলো। উটের সংখ্যা ছিলো অনেক, সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলো আবু জেহেল ইবনে হিশাম। কোরায়শদের নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একদিন নয়টি, অন্যদিন দশটি এভাবে উট ব্যবাহ করা হতো।

মক্কার সেনাদল রওয়ানা হওয়ার সময় হঠাৎ কোরায়শদের মনে পড়লো যে, বনু বকর গোত্রের সাথে তাদের শক্রতা ও যুদ্ধ চলছে। ওরা তো পেছন থেকে তাদের ওপর হামলা করতে পারে। এতে তারা তো দুই আগনের মাঝখানে পড়ে যাবে! এ প্রসঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনার ফলে কোরায়শদের সামরিক অভিযান স্থগিত হওয়ার উপক্রম হলো। ঠিক সেই সময় অভিশপ্ত ইবলিস বনু কেনানা গোত্রের সর্দার ছোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জাশাম মাদলাজির চেহারা ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে কোরায়শ নেতাদের বললো, আমি তো তোমাদের বন্ধু। বনু কেনানা তোমাদের অনুপস্থিতিতে আপন্তিকর কোন কাজই করবে না, তোমাদের এ নিশ্চয়তা দিছি।

শক্রদের অগ্রযাত্রা

মক্কার সৈন্যবাহিনী অত্পর পথে বেরিয়ে পড়লো। কিভাবে বেরোলো? আল্লাহ তায়ালা বলেন, লোকদের নিজেদের শান দেখিয়ে আল্লাহর পথ থেকে বিরত করে করে গর্বভরে এগিয়ে চললো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওরা বেরোলো নিজেদের অন্ত শক্র, আল্লাহর প্রতি বিরক্তি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অস্তুষ্টি নিয়ে। তারা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে অধীর হয়ে উঠেছিলো। তারা দাঁত কিড়িমিড় করে বলছিলো, মোহাম্মদ এবং তাঁর সাহাবাদের মক্কার বাণিজ্য কাফেলার প্রতি চোখ তুলে তাকানোর সাহস হলো কি করে?

মোটকথা খুবই দ্রুতগতিতে তারা উভ্র দিকে অর্থাৎ বদর প্রান্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। উসফান এবং কুদাইদ প্রান্তের অতিক্রম করে তারা যোহফা নামক জায়গায় পৌছুলো। সেখানে আবু সুফিয়ানের প্রেরিত নতুন এক খবর পাওয়া গেলো যে, আপনারা কাফেলা এবং নিজেদের সম্পদ রক্ষার জন্যে বেরিয়ে ছিলেন, আল্লাহ যেহেতু সব কিছু হেফায়ত করেছেন, কাজেই আপনাদের আর প্রয়োজন নেই, আপনারা এবার ফিরে যান।

বাণিজ্য কাফেলার অস্তর্ধান

আবু সুফিয়ান বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাওয়ার সময় খুবই সতর্কতার সাথে পথ চলছিলো। চারিদিকের খৌজ খবর সংগ্রহ করে পরিস্থিতির ওপর নয়র রাখছিলো। বদর প্রান্তরের কাছাকাছি পৌছার পর কিছুটা সামনে এগিয়ে মাজদি ইবনে আমরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার কাছ মদীনার বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। মাজদি বললো, তেমন কিছু তো চোখে পড়েনি, তবে দুইজন লোক দেখেছি। তারা পাহাড়ি টিলার কাছে উট বসিয়েছে, এরপর কুয়া থেকে পানি তুলে চলে গেছে। আবু সুফিয়ান এগিয়ে যেয়ে উটের পরিত্যক্ত মল পরীক্ষা করে খেজুরের বীচি পরীক্ষা করে বললো, নিসন্দেহে এই খেজুর ইয়াসরেবের। একথা বলার পরপরই সে নিজের কাফেলার কাছে ছুটে গেলো এবং পশ্চিম দিকে নিয়ে সমুদ্র সৈকত ধরে চলতে শুরু করলো। বদর প্রান্তরে

ଯାଓୟାର ପ୍ରଧାନ ସଡ଼କ ବାଁ ଦିକେ ପଡ଼େ ରାଇଲ । ଏମନି କରେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ତାର ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ମଦୀନାର ବାହିନୀର କବଳେ ପଡ଼ାର ହାତ ଥେକେ ରଙ୍ଗ କରଲୋ । ନିରାପଦ ପଥେ ମକ୍କାଭିମୁଖେ ଯାଓୟାର ସମୟେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ମକ୍କା ଥେକେ ଆଗତ ସୈନ୍ୟଦେର ଖବର ପାଠାଲୋ ଯେ, ତୋମରା ଫିରେ ଯାଓ । ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଁଯାର ଆର କୋନ ଆଶକ୍ତ ନେଇ, ଆମି ନିରାପଦେ ମକ୍କା ଫିରେ ଯାଛି ।

ଶକ୍ତି ବାହିନୀର ଅଟେନ୍କ୍ୟ ଓ ମତବିରୋଧ

ଏହି ଖବର ପେଯେ ମକ୍କାର ସାଧାରଣ ସୈନ୍ୟରା ଫିରେ ଯାଓୟାର ଜନ୍ୟେ ଅନ୍ତ୍ରୁତ ହଞ୍ଚିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଆବୁ ଜେହେଲ ରଙ୍ଗଥେ ଦାଁଡାଲୋ । ନିତାନ୍ତ ଅହଂକାରେର ସାଥେ ସେ ବଲଲୋ, ଖୋଦାର କସମ, ବଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗିଯେ ତିନଦିନ ଅବହାନ ନା କରେ ଆମରା ଫିରେ ଯାବୋ ନା । ଏହି ସମୟେ ସେଥାନେ ଉଟ ଯବାଇ କରବୋ, ଲୋକଦେର ଡେକେ ଏନେ ଆହାର କରାବୋ, ମଦ ପାନ କରାବୋ, ଦାସୀରା ଆମାଦେର ମନୋରଙ୍ଗନେର ଜନ୍ୟେ ଗାନ ଗାଇବେ । ଏର ଫଳେ ସମ୍ଭାବ ଆରବେ ଆମାଦେର ଏହି ସଫରେର ଖବର ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଚିରକାଳେର ଜନ୍ୟେ ସବାର ମନେ ଆମାଦେର ସଫର ବିବରଣୀ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହେଁ ଥାକବେ ।

ଆଖନାସ ଇବନେ ଶୋରାଇକ ନାମେ ଏକଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଆବୁ ଜେହେଲକେ ବଲଲେନ, ଚଲୋ ଆମରା ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ତାର କଥାଯ ଆବୁ ଜେହେଲ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରଲ ନା । ଆଖନାସ ଛିଲେନ ବନୁ ଯୋହରା ଗୋତ୍ରେର ମିତ୍ର ଏବଂ ତିନଶତ ସୈନ୍ୟରେ ଅଧିନାୟକ । ତିନି ଆବୁ ଜେହେଲକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନେ ରାୟି କରାତେ ନା ପେରେ ବନୁ ଯୋହରା ଗୋତ୍ରେର ଲୋକସହ ତାର ଅନୁସାରୀ ତିନଶତ ସୈନ୍ୟ ନିଯେ ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଗେଲେନ । ବନୁ ଯୋହରା ଗୋତ୍ରେର କୋନ ଲୋକ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶ ନେଇନି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ବନୁ ଯୋହରା ଗୋତ୍ର ଆଖନାସ ଇବନେ ଶୋରାଇକେର ବୃଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ବିଚକ୍ଷଣତାର ପ୍ରଶଂସା କରଲୋ ଏବଂ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଗୋତ୍ରେ ସ୍ଥାଯୀଭାବେ ବସେ ଗେଲୋ ।

ବନୁ ଯୋହରା ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଫିରେ ଯାଓୟାର ପର ବନୁ ହାଶେମ ଗୋତ୍ରେର ଆବୁ ଜେହେଲ ତୁନ୍ଦକଟେ ବଲଲୋ, ଆମାଦେର ଫିରେ ନା ଯାଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫିରେ ଯେତେ ପାରବେ ନା ।

ବନୁ ଯୋହରା ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ଫିରେ ଯା ଯାଓୟାର ପର ଆବୁ ଜେହେଲେର ସଙ୍ଗେ ଏକ ହାଜାର ଲୋକ ଥାକଲୋ । ତାରା ବଦର ପ୍ରାନ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ରୋଯାନା ହଲୋ । ବଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ପୌଛେ ତାରା ପାହାଡ଼ି ଟିଲାର ପେଛନେ ତାଁରୁ ଥାପନ କରଲୋ । ଏହି ଟିଲା ବଦରେର ଦକ୍ଷିଣ ଦିକେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ମୁସଲିମ ବାହିନୀର ଜନ୍ୟେ ନାୟୁକ ପରିଷ୍ଠିତି

ମଦୀନାର ଦୂତେର ମାଧ୍ୟମେ ସର୍ବଶେଷ ପରିଷ୍ଠିତି ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ ହେଁଯାର ସମୟେ ନବୀ ସାନ୍ନାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଓ ତାର ସଙ୍ଗୀର ଜାଫରାନ ପ୍ରାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରାଇଲେନ । ତିନି କୋରାଯଶଦେର ସମ୍ପର୍କେ ବିଶଦ ଖବର ପାଓୟାର ପର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ମାଧ୍ୟମେ ବୁଝତେ ପାରଲେନ ଯେ, କୋରାଯଶଦେର ସାଥେ ଏକଟି ରଙ୍ଗକ୍ଷୟ ସଂବର୍ଷ ଅନିବାର୍ୟ ହେଁ ଉଠିଛେ । କାଜେଇ ଏଥିର ସାହସିକତାର ପରିଚଯ ଦିଯେ ସାମନେ ଏଗିଯେ ଯେତେ ହେଁବେ । କାରଣ ମକ୍କାର ବାହିନୀକେ ଯଦି ବିନା ଚ୍ୟାଲେଜେ ଛେଢ଼େ ଦେଯା ହେଁ, ତବେ ପରିଣାମେ କୋରାଯଶଦେର ଦାପଟ ବେଢ଼େ ଯାବେ ଏବଂ ତାଦେର ଜ୍ୟ ଜ୍ୟକାର ମାନୁଷର ମୁଖେ ମୁଖେ ଆଲୋଚିତ ହେଁବେ । ଏତେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଦେର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବହୁଲାଂଶେ ବୃଦ୍ଧି ପାବେ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମୁସଲମାନଦେର ଆଓୟାଯ ଦୂରବ ହେଁ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଇସଲାମ ହେଁ ପଡ଼ିବେ ପ୍ରାଣହିନ ଓ ଶକ୍ତିହିନ । ଇସଲାମେର ଶକ୍ତରୀ ଏବଂ ଇସଲାମ ସମ୍ପର୍କେ ଯାରା ଭାଲୋଭାବେ ଜାନା ଓ ବୋକାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, ତାରା ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଘୃଣାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରବେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସଲାମେର ଶକ୍ତତାୟ ନେମେ ପଡ଼ିବେ ।

ତାଢ଼ାଡ଼ା ମକ୍କାର ଉନ୍ନାତ ସୈନ୍ୟରା ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ଯେ ରୋଯାନା ହେଁବେ, ତାଁଓ କୋନ ନିଚ୍ୟଯତା ଛିଲୋ ନା । ତାରା ମଦୀନାଯ ଗିଯେ ମୁସଲମାନଦେର ଘରେ ପ୍ରେଶେ କରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କରାର ସୁଯୋଗ ଓ ହାତଛାଡ଼ା କରତୋ ନା । ମଦୀନାର ବାହିନୀ ଯଦି କିଛୁମାତ୍ର ଶିଥିଲ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରତୋ ଏବଂ ମୋକାବେଲା ନା କରେ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଯେତେ, ତବେ ଉତ୍ସିଖିତ ସବ କିଛୁଇ ହେଁ ଉଠିତେ ଅବଧାରିତ । ତାଢ଼ାଡ଼ା କାଫେରଦେର ବିନା ଚ୍ୟାଲେଜେ ଛେଢ଼େ ଦିଲେ ଇସଲାମେର ଗୌରବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଓପର ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ତୋ ।

ମଜଲିସେ ଶୁରାର ବୈଠକ

ପରିଷିତିର ଆଲୋକେ ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ମଜଲିସେ ଶୁରାର ବୈଠକ ଆହାନ କରଲେନ । ବୈଠକେ ସର୍ବଶୈଘ ରାଜନୈତିକ ପରିଷିତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରା ହୟ । ଦେନା ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୈନ୍ୟଦେର ମତାମତ ନେଯା ହୟ । କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନ ରଙ୍ଗାଙ୍କ ସଂଘରେ କଥା ଶୁଣେ କାପତେ ଶୁରୁ କରେ । ଏଦେର ସମ୍ପର୍କେଇ ଆଲାହ ତାଯାଳା ପବିତ୍ର କୋରାଆମେ ବଲେଛେନ, ‘ଏହି ଏକପ ଯେମନ ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକ ତୋମାକେ ନ୍ୟାୟଭାବେ ତୋମାର ଗୃହ ଥେକେ ବେର କରେଛିଲେନ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସୀଦେର ଏକଦଳ ତା ପଛନ କରେନି । ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇର ପରା ତାରା ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ବିତର୍କେ ଲିଙ୍ଗ ହୟ । ମନେ ହଞ୍ଚିଲୋ ତାରା ଯେନ ମୃତ୍ୟୁର ଦିକେ ଚାଲିତ ହଞ୍ଚେ, ଆର ତାରା ଯେନ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରଞ୍ଚେ ।’ (ସୁରା ଆନଫାଲ, ଆୟାତ ୫-୬)

ନେତାଦେର ମତାମତ ଚାଓୟା ହଲୋ । ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଏବଂ ହସରତ ଓମର (ରା.) ଚମର୍କାର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମେର ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ଚିନ୍ତତାର ପରିଚୟ ତାଦେର କଥାର ମାଧ୍ୟମେ ଫୁଟେ ଉଠିଲୋ । ଏରପର ଉଠେ ଦୌଡ଼ାଲେନ ହସରତ ମେକଦାଦ ଇବନେ ଆମର (ରା.) । ତିନି ବଲେନ, ହେ ଆଲାହର ରୁସ୍ଲ, ଆଲାହ ତାଯାଳା ଆପନାକେ ଯେ ପଥ ଦେଖିଯେଛେନ, ତାର ଓପର ଆପନି ଅବିଚଳ ଥାକୁନ । ଆମରା ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ରଯେଛି । ଆଲାହର ଶପଥ, ବନୀ ଇସରାଈଲ ହସରତ ମୂସା (ଆ.)-କେ ଯେ ଧରନେର କଥା ବଲେଛିଲୋ, ଆମରା ଆପନାକେ ଓରକମ କଥା ବଲବ ନା । ଉତ୍ସ୍ରୋଧ୍ୟ ବନୀ ଇସରାଈଲ ହସରତ ମୂସା (ଆ.)-କେ ବଲେଛିଲୋ, ‘ହେ ମୂସା, ତାରା ଯତୋଦିନ ସେଥାନେ ଥାକବେ, ତତୋଦିନ ଆମରା ସେଥାନେ ପ୍ରବେଶି କରବୋ ନା । ସୁତରାଂ ତୁମି ଆର ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକ ଯାଓ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରୋ, ଆମରା ଏଥାନେ ବସେ ଥାକବୋ ।’ (ସୁରା ମାୟୋଦା, ଆୟାତ ୨୪)

ବରଂ ଆମରା ବଲବୋ ‘ଆପନି ଏବଂ ଆପନାର ପରଓୟାରଦେଗାର ଲଡ଼ାଇ କରମ୍ବ, ଆମରାଓ ଆପନାର ସାଥେ ଲଡ଼ବୋ । ସେଇ ମହାନ ସତାର ଶପଥ, ଯିନି ଆପନାକେ ସତ୍ୟସହ ପ୍ରେରଣ କରେଛେନ, ଆପନି ଯଦି ଆମାଦେର ବାରକେ ଗେମାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯେ ଯାନ, ତବୁଓ ଆମରା ସାରା ପଥ ଲଡ଼ାଇ କରତେ କରତେ ଆପନାର ସାଥେ ସେଥାନେ ପୌଛୁବୋ ।

ହସରତ ମେକଦାଦ (ରା.)-ଏର କଥା ଶୁଣେ ନବୀ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରେ ତାର ଜନ୍ୟେ ଦୋଯା କରଲେନ ।

ମୋହାଜେରଦେର ମତାମତ ନେଯାର ପର ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ଆନ୍ସାରଦେର ମତାମତ ନେଯା ପ୍ରଯୋଜନ ମନେ କରଲେନ । କାରଣ ଆନ୍ସାରରାଇ ଛିଲୋ ସଂଖ୍ୟାୟ ବୈଶୀ । ଯୁଦ୍ଧରେ ଦାଯନାଯିତ୍ୱ ତାଦେର ଓପରାଇ ବୈଶୀ ନ୍ୟାନ୍ତ ହବେ । ଅର୍ଥ ବାଇଯାତେ ଆକାବାର ଆଲୋକେ ମଦୀନାର ବାଇରେ ଗିଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ଜନ୍ୟେ ତାରା ବାଧ୍ୟ ଛିଲୋ ନା । ହସରତ ଆବୁ ବକର, ହସରତ ଓମର ଏବଂ ହସରତ ମେକଦାଦ (ରା.)-ଏର ମତାମତ ଶୋନାର ପର ପ୍ରିୟ ନବୀ ଆନ୍ସାରଦେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲେନ, ତୋମରା ଆମାକେ ପରାମର୍ଶ ଦାଓ । ଆନ୍ସାରଦେର ଅଧିନାୟକ ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ୟ (ରା.) ବଲେନ, ‘ହେ ଆଲାହର ରୁସ୍ଲ, ଆପନି ଆମାଦେର ମତାମତ ଜାନତେ ଚେଯେଛେନ୍ ନବୀ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ବଲେନ, ହଁ । ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ୟ ବଲେନ, ଆମରା ଆପନାର ଓପର ଈମାନ ଏମେହି, ଆପନାକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରେଛି । ଆମରା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଯେଛି ଯେ, ଆପନି ଯା କିଛି ନିଯେ ଏସେହେନ, ସବହି ସତ୍ୟ । ଆମରା ଆପନାର ଆନ୍ୟାନ୍ୟତ୍ୟେ ଜନ୍ୟେ ଆପନାର ସାଥେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରେଛି । କାଜେଇ ଆପନି ଯା ଭାଲୋ ମନେ କରେନ, ମେଦିକେ ଅରସର ହଟନ । ସେଇ ଆଲାହର ଶପଥ, ଯିନି ଆପନାକେ ସତ୍ୟସହ ପ୍ରେରଣ କରେଛେନ, ଆପନି ଯଦି ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ସମୁଦ୍ର ଝାପିଯେ ପଡ଼ତେ ଚାନ, ତବେ ଆମରାଓ ଝାପିଯେ ପଡ଼ବୋ । ଆମାଦେର ଏକଜନ ଲୋକଙ୍କ ପେହନେ ପଡ଼େ ଥାକବେ ନା । ଆଗାମୀକାଳ ଆପନି ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଶତ୍ରୁ ମୋକାବେଳା କରଲେଓ ଆମାଦେର କୋନ ଆପଣି ନେଇ । ଆମାଦେର ମନେ କୋନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧାନ୍ଦୁ ନେଇ । ଆମରା ରଣନିପୁଣ । ଏମନ୍ତ ହତେ ପାରେ ଯେ, ଆଲାହ ତାଯାଳା ଆମାଦେର

ମାଧ୍ୟମେ ଏମନ ବୀରତ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଘଟାବେନ, ଯା ଦେଖେ ଆପନାର ଚକ୍ର ଶିତଳ ହେଁ ଯାବେ । ଆପନି ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଚଲୁନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆମାଦେର ଯାତ୍ରା ପଥେ ବରକତ ଦିନ ।

ଏକ ବର୍ଣନାୟ ଏକପ ଉଲ୍ଲେଖ ରହେଛେ ଯେ, ହୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ୟ (ରା.) ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲେନ, ଆପନି ସମ୍ଭବତ ଭାବଛେନ ଯେ, ଆନସାରରା ନିଜେଦେର ଏଲାକାୟ ଆପନାକେ ସାହାୟ କରବେ ଏବଂ ଏଟାକେଇ ଦାଯିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଲେ ମନେ କରେ । ଏ କାରଣେଇ ଆମ ଆନସାରଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଜ୍ବାବ ଦିଛି ଏବଂ ବଲଛି । ବସ୍ତୁତ ଆପନି ସେଥାନେ ଚାନ ଚଲୁନ, ଯାର ସାଥେ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ଆମାଦେର ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦେର ଯତୋଟା ଇଚ୍ଛା ପରିହରଣ କରନ୍ତି । ଯତୋଟୁକୁ ପରିହରଣ କରବେନ, ସେଟା ଆମାଦେର କାହେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶେର ଚେଯେ ଅଧିକତର ପରିହରଣ କରନ୍ତି । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଆପନାର ଫ୍ରେଜରାଲା ଆମରା ଚାନ୍ଦାନ୍ତ ବଲେ ମେନେ ନେବୋ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆପନି ଯଦି ସାମନେ ଅର୍ହସର ହେଁ ବାର୍କେ ଗେମାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନ, ତବୁଓ ଆମରା ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଯାବ । ଆର ଯଦି ଆପନି ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ସମୁଦ୍ରେ ଝାପିଯେ ପଡ଼େନ, ତାହଲେଓ ଆମରା ଆପନାର ସାଥେ ସମୁଦ୍ରେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ବୋ ।'

ହୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟ (ରା.)-ଏର ଏକଥା ଶୁଣେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଖୁବ ଖୁଶି ହଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ଚଲୋ ଏବଂ ଆନନ୍ଦେର ସାଥେ ଚଲୋ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆମାର ସାଥେ ଦୁଇଟି ଦଲେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟିର ଓୟାଦା କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମି ଯେନ ବଧ୍ୟଭୂମି ଦେଖତେ ପାଞ୍ଚି ।

ଏରପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜାଫରାନ ଥେକେ ସାମନେ ଅର୍ହସର ହଲେନ । କଯେକଟି ପାହାଡ଼ି ମୋଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତିନି ଆସଫେର ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛୁଲେନ । ହେମାନ ନାମକ ପାହାଡ଼ ଡାନଦିକେ ରେଖେ ପରେ ତିନି ବଦର ପ୍ରାନ୍ତରେର କାଢାକାହି ଏସେ ତାଁବୁ ସ୍ଥାପନ କରଲେନ ।

ଗୋପନେ ସଂବାଦ ସଂଗ୍ରହେର ଉଦ୍‌ୟାଗ

ଏଥାନେ ଅବତରଣେର ପର ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର 'ଗାରେ ଛୁରେର' ସାଥୀ ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ସଂବାଦ ସଂଗ୍ରହେ ବେରୋଲେନ । ଦୂର ଥେକେ ମକାର ସୈନ୍ୟଦେର ତାବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରଛିଲେନ । ଏମନ ସମୟ ଆରବେର ଏକଜନ ବୃଦ୍ଧେର ଦେଖା ପେଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାକେ କୋରାଯଶ ଏବଂ ମୋହାମ୍ଦଦେର ସାହାବୀଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ । ଉତ୍ୟ ବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସାର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନିଜେର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରତେ ଚାହିଲେନ ନା । କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୋ ବେଂକେ ବସଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆପନାରା ନିଜେଦେର ପରିଚୟ ଦିନ, ଆପନାରା କୋନ ଦଲେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେକଥା ବଲୁନ, ଅନ୍ୟଥାଯ ଆମି କିନ୍ତୁ ବଲବ ନା । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆପନାର କାହେ ଯା ଜାନତେ ଚେଯେଛି, ଆପନି ଆମାଦେର ବଲୁନ, ଏରପର ଆମରା ଆପନାକେ ନିଜେଦେର ପରିଚୟ ଦେବୋ । ବୃଦ୍ଧ ବଲଲେନ, ମୋହାମ୍ଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀରା ଯଦି ଆମାକେ ସତ୍ୟ କଥା ଜାନିଯେ ଥାକେ, ତବେ ଆଜ ତାଦେର ଅମ୍ବୁକ ଜାୟଗାୟ ଥାକାର କଥା । ଏକଥା ବଲେ ବୃଦ୍ଧ ଠିକ ସେଇ ଜାୟଗାର ଉଲ୍ଲେଖ କରଲୋ, ସେଥାନେ ଆବୁ ଜେହେଲ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀରା ଅବସ୍ଥାନ କରଛିଲୋ ।

ବୃଦ୍ଧ କଥା ଶେଷ କରେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଜାନତେ ଚାଇଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆମରା ଏକଇ ପାନି ଥେକେ ଉତ୍ସୁତ । ଏକଥା ବଲେଇ ଚଲେ ଏଲେନ । ବୃଦ୍ଧ ବିଡ଼ିବିଡ଼ କରତେ ଲାଗଲୋ, 'କୋନ ପାନି ଥେକେ? ଇରାକେର ପାନି ଥେକେ?'

ଅକ୍ଷାର ବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କେ ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ସେଇଦିନ ଶେଷ ବିକେଳେ ଶକ୍ତିଦେର ଅବସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ସଂଘରେ ଜନ୍ୟେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଦଳ ଗୁଡ଼ଚର ପ୍ରେରଣ କରଲେନ । ଏହି ଦଲେ ଛିଲେନ ମୋହାଜେରଦେର ତିନିଜନ ନେତା । ଏରା ହଲେନ, ହୟରତ ଆଲୀ (ରା.), ହୟରତ ଯୋବାଯେର ଇବନେ ଆଓସା (ରା.) ଏବଂ ହୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଆବି ଓୟାକାସ (ରା.) । ଏହି ତିନିଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହାବୀ ଅନ୍ୟ କଯେକଜନ ସାହାବୀକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ କୋରାଯଶ ବାହିନୀର ଖବର ସଂଘର୍ଥ କରତେ ବେରୋଲେନ । ପ୍ରଥମେ ତାରା ବଦରେର ଜଳାଶ୍ୟେର କାଛେ ଗେଲେନ । ମେଥାନେ ଦୁଇଜନ କ୍ରୀତଦାସ କୋରାଯଶ ବାହିନୀର ଜନ୍ୟେ ପାନି ତୁଳଛିଲେ । ସାହାବୀରା ତାଦେରକେ ପାକଢାଓ କରେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାଛେ ନିଯେ ଏଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତଥନ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଛିଲେନ । ସାହାବାରା ଗ୍ରେଫତାରକୃତ କ୍ରୀତଦାସଦେର କାଛେ କୋରାଯଶଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ । ତାରା ବଲଲୋ, ଆମରା କୋରାଯଶଦେର ଲୋକ । ତାରା ଆମାଦେର ପାନି ତୁଲେ ନେଯାର ଜନ୍ୟେ ପାଠିଯେଛେ । ସାହାବାଦେର ଏହି ଜ୍ବାବ ପଛନ୍ତି ହଲୋ ନା । ତାରା ଧାରଣା କରେଇଲେନ ଯେ, ଏରା ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଲୋକ ହବେ । କେନନା ତାଦେର ମନେ ଏଥିନୋ ଏକଟା କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଛିଲୋ ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ହୟତୋ ଅଧିକାର କରା ଯାବେ । ସାହାବାରା ଉଭୟ କ୍ରୀତଦାସକେ ମାରାଅଭାବେ ପ୍ରହାର କରଲେନ । ପ୍ରହାରେର ଚୋଟେ ଓରା ବାଧ୍ୟ ହେଁ ବଲଲୋ, ହାଁ ଆମରା ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଲୋକ । ଏକଥା ଶୋନାର ପର ପ୍ରହାରକାରୀରା ପ୍ରହାର ବକ୍ଷ କରଲେ ।

ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନାମାୟ ଶେଷେ ସାହାବାଦେର ରକ୍ଷଭାବେ ବଲଲେନ, ଓରା ଯଥନ ସତ୍ୟ କଥା ବଲେଇଲେ ତଥନ ତୋମରା ତାଦେର ପ୍ରହାର କରେଛୋ ଆର ଯଥନ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲେଛେ ତଥନ ଛେଡେ ଦିଯେଛୋ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଓରା ଉଭୟେଇ ସତ୍ୟ କଥା ବଲେଛେ । ଓରା କୋରାଯଶଦେରଇ ଲୋକ ।

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏରପର କ୍ରୀତଦାସଦେର ବଲଲେନ, ଆଜ୍ଞା ତୋମରା ଏବାର ଆମାକେ କୋରାଯଶଦେର ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁ ବଲୋ । ତାରା ବଲଲୋ, ପ୍ରାନ୍ତରେର ଶେଷ ସୀମାୟ ଯେ ଟୀଲା ଦେଖା ଯାଛେ, କୋରାଯଶର ତାର ପେଛନେ ରଯେଛେ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜାନତେ ଚାଇଲେନ ଲୋକ କତୋ? ଓରା ବଲଲୋ, ଆମରା ଜାନି ନା । ଦୈନିକ କଯାଟି ଉଟ ଯବାଇ କରେ? ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ । ଓରା ବଲଲୋ, ଏକଦିନ ନୟାଟି ଏବଂ ଏକଦିନ ଦଶଟି । ଏକଥା ଶୁଣେ ତିନି ବଲଲେନ, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ନୟଶତ ଥେକେ ଏକ ହାଜାରେର ମଧ୍ୟେ ହବେ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏରପର ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ଓଦେର ମଧ୍ୟେ କୋରାଯଶଦେର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ମଧ୍ୟେ କାରା ରଯେଛେ? ତାରା ବଲଲୋ, ରବିଯାର ଉଭୟ ଛେଲେ ଓତବା ଏବଂ ଶାୟବା ଆବୁଲ ବାଖତାରି ଇବନେ ହିଶାମ, ହାକେମ, ଇବନେ ହାଜାମ, ନ୍ତଫେଲ ଇବନେ ଖୁଯାଇଲାହ, ହାରେସ ଇବନେ ଆମର, ତୁଯାଇମା ଇବନେ ଆଦୀ, ନ୍ୟର ଇବନେ ହାରେସ, ଜାମାଇ ଇବନେ ଆସେସାଦ, ଆବୁ ଜେହେଲ ଇବନେ ହିଶାମ, ଉମାଇୟା ଇବନେ ଖାଲଫ । ଏରା ଛାଡାଓ ଉଭୟ କ୍ରୀତଦାସ ଆରୋ କଯେକଜନେର ନାମ ବଲଲୋ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାହାବାଦେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲଲେନ, ମଙ୍କା ତାଦେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁକରାଗୁଲୋକେ ତୋମାଦେର ପାଶେ ଏନେ ଫେଲେଛେ ।

ରହମତର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ଅଗ୍ରାଭିଯାନ

ସେଇ ରାତେଇ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣ କରେନ । ସେଇ ବୃଷ୍ଟି କାଫେରଦେର ଓପର ମୁସଲଧାରେ ବର୍ଷିତ ହୟ, ଏତେ ତାଦେର ଅଗ୍ରାଭିଯାନେ ବାଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ ତା ଛିଲେ ରହମତର ଝର୍ଣ୍ଣଧାରୀ । ଏତେ ଶାୟତାନ ସୃଷ୍ଟ ନୋରାମୀ ଥେକେ ମୁସଲମାନରା ପାକଛାଫ ହେଁଯାର ସୁଯୋଗ ପାନ, ପାଯେର ନୀଚେର ବାଲୁକା ଶକ୍ତ ହୟ ଏବଂ ପା ରାଖାର ମତୋ ଚମ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ହୟ, ମନ ମୟବୁତ ହୟେ ଯାଯ ।

ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏରପର ମୁସଲିମ ନେତାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ସାମନେ ଅଗସର ହୟ । ମୋଶରେକଦେର ଆଗେଇ ବଦରେର ଜଳାଶ୍ୟେର କାଛେ ପୌଛାର ଜନ୍ୟେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା

ସାଲ୍ଲାମ ସଚେଷ୍ଟ ଛିଲେନ । ଏ ସମୟ ହ୍ୟରତ ହାକାବ ଇବନୁ ମୁନ୍ୟିର (ରା.) ଏକଜନ ବିଚକ୍ଷଣ ଓ ଦୂରଦଶୀ ସେନା ନାୟକେର ମତୋ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଏକଟି ପରାମର୍ଶ ଦେନ । ପ୍ରଥମେ ତିନି ଜାନତେ ଚାନ ଯେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁ, ଆପନି କି ଏଥାନେ ଆଲ୍ଲାହର ଏମନ ଆଦେଶେ ସମବେତ ହେଯେଛେ ଯେ, ସାମନେ ପେଛନେ ଯାଓ୍ୟାର କୋନ ଅବକାଶ ନେଇ? ନାକି ରଗକୌଶଳ ହିସାବେ ଆପନି ଏହି ଜାୟଗା ପହଞ୍ଚ କରେଛେ । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଏଟା ସ୍ରେଫ ରଗକୌଶଳଗତ କାରଣ । ଏକଥା ଶୋନାର ପର ହ୍ୟରତ ଖାକାବ (ରା.) ବଲଲେନ, ଏହି ଜାୟଗାଯ ଅବସ୍ଥାନ ଆମି ସମୀଚିନ ମନେ କରି ନା । ଆମାଦେର ଆରୋ ଏଗିଯେ ଯେତେ ହବେ ଏବଂ କୋରାଯଶଦେର ଅବସ୍ଥାନେ ସବଚେଯେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳାଶୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ରାଖିତେ ହବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ଓପରା ଆମରା ନୟର ରାଖିବୋ । ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହଲେ ଆମରା ପାନି ପାନ କରିବୋ, କିନ୍ତୁ କୋରାଯଶରା ପାନିର ଅଭାବେ ଛଟଫଟ କରିବେ । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୁମି ଯଥାର୍ଥ ପରାମର୍ଶି ଦିଯେଛୋ । ଏରପର ତିନି ସୈନ୍ୟଦେର ନିଯେ ଏଗିଯେ ଚଲଲେନ । ରାତରେ ମାଧ୍ୟାମାତ୍ରୀ ସମୟେ ଶକ୍ତଦେର କାହାକାହି ଜଳାଶୟର କାହେ ପୌଛେ ତାବୁ ଫେଲଲେନ । ଏରପର ସାହାବାରା ହାଉଜ ବାନାଲେନ ଏବଂ ବାକି ସବ ଜଳାଶୟ ବନ୍ଧ କରେ ଦିଲେନ ।

ନେତୃତ୍ବେର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ

ସାହାବାରା ଜଳାଶୟର କାହେ ଅବସ୍ଥାନ ନୟାର ପର ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମା'ୟ (ରା.) ଏକଟି ପ୍ରତ୍ଯାବର ପେଶ କରେନ । ତିନି ବଲେନ ଯେ, ମୁସଲମାନରା ନିଜେଦେର ନେତାର ଜନ୍ୟେ ଏକଟି ଅବସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ତୈରୀ କରିତେ ପାରେ । ଏର ଫଳେ ଆଲ୍ଲାହ ନା କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଦଳେ ମୁସଲମାନଦେର ପରାଜ୍ୟ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୋନ ଧରନେର ଜରୂରୀ ପରିହିତି ଦେଖି ଦିଲେ ଆମରା ଆଗେ ଥେକେଇ ସତର୍କ ଥାକିତେ ପାରିବ । ଏରପର ଆଲୋଚନାର ପର ହ୍ୟରତ ସା'ଦ (ରା.) ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁ, ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଆମରା ଏକଟା ବିଶେଷ ଖାଟ ତୈରୀ କରିତେ ଚାଇ । ଆପନି ସେଖାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେନ । ଆପନାର ପାଶେଇ ଆମରା ଆପନାର ସଓୟାରୀଓ ରେଖେ ଦେବୋ । ଏରପର ଶକ୍ତଦେର ସାଥେ ସଂଘାତେ ଲିଙ୍ଗ ହବୋ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ପହଞ୍ଚନୀୟ ହବେ । ଆମରା ପରାଜିତ ହଲେ ଆପନି ସଓୟାରୀତେ ଆରୋହନ କରେ ସେଇସବ ଲୋକେର କାହୁ ଯେତେ ପାରିବେନ, ଯାରା ପେଛନେ ରଯେଛେ । ହେ ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ, ଆପନାର ପେଛନେ ଏମନ ଲୋକେରାଇ ରଯେଛେ, ଯାରା ଆପନାକେ ଆମାଦେର ଚେଯେ ବେଶୀ ଭାଲୋବାସେ । ଆପନାର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଭାଲୋବାସା ତାଦେର ମତୋ ବେଶୀ ଓ ଗଭିର ନୟ । ତାରା ଯଦି ଜାନତେନ ଯେ, ଆପନି ଯୁଦ୍ଧେ ମୁଖୋମୁଖୀ ହବେନ, ତାହଲେ ତାରା କିଛିତେଇ ପେଛନେ ଥାକିତେନ ନା । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାଦେର ମାଧ୍ୟମେ ଆପନାର ହେଫାୟତ କରିବେନ, ଓରା ଆପନାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହବେନ ଏବଂ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଜେହାଦ କରିବେନ ।

ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ (ରା.) ଏର ପ୍ରଶଂସା କରେ ତାର ଜନ୍ୟେ ଦୋଯା କରିଲେନ । ମୁସଲମାନରା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିକେ ଏକଟି ଉଚ୍ଚ ଟିଲାଯ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଜନ୍ୟେ ଏକଟି ଖାଟ ତୈରୀ କରେନ । ସେଖାନେ ବସେ ପୁରୋ ରଗାଙ୍ଗ ଢାଖେ ପଡ଼େ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖାର ଜନ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମା'ୟ (ରା.)-ଏର ନେତୃତ୍ଵେ ଏକଦଲ ଆନିସାର ଯୁବକକେ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଯା ହୟ ।

ଯୁଦ୍ଧେର ଭଲ୍ୟେ ସେନା ବିନ୍ୟାସ

ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏରପର ସେନା ବିନ୍ୟାସ କରେନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ରଗ୍ୟାନା ହୟ ଯାନ । ୧ ସେଖାନେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହାତେର ଇଶାରା କରେ ଦେଖିଯେ ବଲଛିଲେନ ଯେ, ଆଗାମୀକାଳ ଇନଶାଲ୍ଲାହୁ ଏହି ଜାୟଗା ହବେ ଅମୁକେର ବଧ୍ୟଭୂମି ଏବଂ ଏହି ଜାୟଗା ହବେ ଅମୁକେର

বধ্যভূমি।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে একটি গাছের শেকড়ের কাছে রাত্রিযাপন করেন। সাহাবারাও নিরুদ্দেশ প্রশাস্তির সাথে রাত কাটান। তাদের অন্তর ছিলো আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিশ্চিন্তার সাথে সময় অতিবাহিত করেন। তাদের মনে প্রত্যাশা ছিলো যে, সকালে নিজ চোখে মহান প্রতিপালকের সুসংবাদের প্রমাণ দেখতে পাবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বারি বর্ষণ করেন, তা দ্বারা তোমাদের তিনি পবিত্র করবেন, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণ করবেন, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির রাখবেন।’ (সূরা আনফাল, আয়াত ১১)

এটি ছিলো দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রম্যানের রাত। এই মাসের ৮ বা ১২ তারিখ তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন।^১

শাক্রদের পারম্পরিক মতবিরোধ

কোরায়শরা বদরের শেষ প্রাতে টিলার ওপাশে নিজেদের ঠাঁবুতে রাত্রিযাপন করে। সকালে টিলার এ পাশে বদর প্রান্তের এসে সমবেত হয়। একদল লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউয়ের দিকে অগ্রসর হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ওদের বাধা দিও না। পরে দেখা গেছে যে, লোকদের মধ্যে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউয়ে থেকে পানি পান করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো, তারা সবাই নিহত হয়েছিলো। একমাত্র হাকিম ইবনে হিয়াম বেঁচে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হাকিম ইসলাম গ্রহণ করে একজন ভালো মুসলমান হয়েছিলেন। তার নিয়ম ছিলো যে, তিনি যখনই কসম খেতেন, তখনই বলতেন, ‘লায়ল্লাহ নাজ্জানি মিন ইয়াওমে বাদরিন।’ অথাৎ সেই স্তুতির শপথ, যিনি আমাকে বদরের দিন মুক্তি দিয়েছেন।

কোরায়শরা মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশ লক্ষ্য করার পর এদের শক্তি পরিমাপ করার জন্যে ওমায়ের ইবনে ওয়াহাব জাহামীকে প্রেরণ করলো। ওমায়ের এক চক্র দিয়ে ফিরে গিয়ে বললো, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা তিনশত বা কিছু কম বেশী হবে। আমি একটু দেখে আসি তাদের কোন সহায়ক বাহিনী আছে কিনা। বেশ কিছুদূরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এসে ওমায়ের বললো সহায়ক কোন সৈন্য মুসলমানরা পশ্চাতে রেখে আসেনি। তবে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি যে, ইয়াসরেবের উটগুলো নির্ভেজাল মৃত্যু বহন করে নিয়ে এসেছে। ওদের সমুদয় শক্তি তলোয়ারের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর শপথ, আমি যা বুঝেছি, এতে মনে হয়েছে যে, ওরা কেউ তোমাদের না মেরে মরবে না। যদি তোমাদের বিশিষ্ট লোকদের ওরা মেরেই ফেলে, তবে তোমরা বিশিষ্ট সঙ্গীহারা হয়ে যাবে। কাজেই যা কিছু করবে, তোবে চিন্তে করাই সমীচীন।

এ সময় আরো একদল যুদ্ধবিরোধী লোক আবু জেহেলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। কিন্তু আবু জেহেল যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধবিরোধী লোকেরা চাচ্ছিলো যে, যুদ্ধ না করেই মক্ষায় ফিরে যাবে। যেমন হাকিম ইবনে হিয়াম যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না। তিনি এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। প্রথমে ওতবা ইবনে রবিয়ার কাছে গেলেন। বললেন, হে আবুল গুলীদ, আপনি কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনার আনুগত্য সবাই বিনাবাক্যে মেনে নেয়। আপনি একটি তালো কাজ করুন। এর ফলে সব সময় আপনার আলোচনা মানুষের মুখে মুখে থাকবে। ওতবা বললেন, সেটা কি কাজ হাকিম? হাকিম বললেন, আপনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নাখলার

ଛାରିଯ୍ୟା ନିହତ ଆପନାର ମିତ୍ର ଆମର ଇବନେ ହାଦରାମିର ହତ୍ୟାର କ୍ଷତିପୂରଣେର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପନି ନିଜେର ଓପର ନିଯେ ନିନ । ଓତବା ବଲଲୋ, ଆମି ରାୟ ଆଛି । ତୁମି ଆମାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଯାମାନତ ଲାଗୁ । ଆମର ଇବନେ ହାଦରାମି ଆମାର ମିତ୍ର, ତାର ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷତିପୂରଣେର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମାର ଓପରଇ ବର୍ତ୍ତାୟ । ତାର ସେ ସମ୍ପଦ ବିନଷ୍ଟ ହେଯେଛେ, ଆମି ତା ପୁଷ୍ଟିଯେ ଦେବୋ ।

ଏରପର ଓତବା ହାକିମ ଇବନେ ହିୟାମକେ ବଲଲୋ, ତୁମି ହାନଜାଲିଯାର ଛେଲେ (ଆବୁ ଜେହେଲେର ମାଯେର ନାମ ଛିଲୋ ହାନଜାଲିଯା) ଅର୍ଥାତ୍ ଆବୁ ଜେହେଲେର କାହେ ଯାଏ । ସେଇ ସବ କିଛୁ ବିଗଡ଼ାଛେ, ଲୋକଦେର ଉକ୍ଫାନି ଦେଯାର ମୂଳେ ତାର ହାତଇ ସକିନ୍ଧି ରଯେଛେ ।

ଏରପର ଓତବା ଇବନେ ରବିଯା ଦାଁଡ଼ିଯେ ବଞ୍ଚିତାର ଭଙ୍ଗିତେ ବଲଲୋ, ହେ କୋରାଯଶରା, ତୋମରା ମୋହାମ୍ବଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରେ ବିଶେଷ କୋନ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାତେ ପାରବେ ନା । ଖୋଦାର କସମ, ଯଦି ତାରା ତୋମାଦେର ମେରେ ଫେଲେ, ତବେ ଏମନ ସବ ଚେହାରାଇ ଦେଖାତେ ପାବେ, ଯାଦେର ନିହତ ଅବସ୍ଥା ତୋମରା ଦେଖାତେ ଚାଇବେ ନା । କାରଣ ତୋମରା ତୋ ଚାଚାତୋ ଭାଇ, ଖାଲାତୋ ଭାଇ ଅଥବା ନିଜେର ଗୋତ୍ରେ ଅନ୍ୟ କାଉକେଇ ହତ୍ୟା କରବେ । ଆରବେର ଅନ୍ୟ ଲୋକେରା ଯଦି ମୋହାମ୍ବଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ମେରେ ଫେଲେ ତବେ ତୋମାଦେର ଇଚ୍ଛାଇ ପୂରଣ ହବେ । ଆର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋନ ପରିଷ୍ଠିତି ଦେଖା ଦେଯ, ତବେ ମନେ ରେଖୋ, ମୋହାମ୍ବଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ହାତେ ତୋମରା ଏମନ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିବେ ଯେ, ତାଦେର ସାଥେ ଅତୀତେ ଯା କରେଛେ, ସବଇ ତାରା ମନେ ରେଖେଛେ । କାଜେଇ ଚଲୋ ଆମରା ଫିରେ ଯାଇ, ଆମରା ନିରପେକ୍ଷ ଥାକବୋ ।

ହାକିମ ଇବନେ ହିୟାମ ଆବୁ ଜେହେଲେର କାହେ ଗିଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲୋ ଯେ, ସେ ନିଜେର ବର୍ମ ପରିଷାର କରଛେ । ହାକିମ ବଲଲୋ, ହେ ଆବୁଲ ହାକାମ, ଓତବା ଆମାକେ ଆପନାର କାହେ ଏହି ପଯଗାମ ନିଯେ ପାଠିଯେଛେ । ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ଖୋଦାର କସମ, ମୋହାମ୍ବଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ଦେଖେ ଓତବାର ବୁକ ଶୁକିଯେ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମି କିଛତେଇ ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଯାବୋ ନା । ଖୋଦାତାଯା'ଲା ମୋହାମ୍ବଦ ଏବଂ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଫୟନ୍‌ସାଲା ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରା ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଯାବୋ ନା । ଓତବା ଯା କିଛୁ ବଲେଛେ, ସେଟା ଏ ଜନ୍ୟେଇ ବଲେଛେ ଯେ, ସେ ମୋହାମ୍ବଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ଭୟ ଭିତ ହେଁ ପଡ଼େଛେ । ଓତବାର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ରଯେଛେ ଏ କାରଣେ ସେ ଓଦେର ବ୍ୟାପାରେ ତୋମାଦେର ଭୟ ଦେଖାଛେ । (ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପ୍ରେସ୍ବିଖ୍ୟ, ଓତବାର ପୁତ୍ର ହୋଯାଯକା ଅନେକ ଆଗେଇ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ ହିଜରତ କରେ ମଦୀନାଯ ଚଲେ ଯାନ ।) ଓତବା ସଖନ ଖବର ପେଲୋ ଯେ, ଆବୁ ଜେହେଲ ତାର ସମ୍ପର୍କେ ବଲେଛେ ଯେ, ଖୋଦାର କସମ, ଓତବାର ବୁକ ଶୁକିଯେ ଗେଛେ, ତଥନ ସେ ବଲଲୋ, ଆବୁ ଜେହେଲ ଶ୍ରୀତ୍ରୀଇ ଜାନତେ ପାରବେ ଯେ, କାର ବୁକ ଶୁକିଯେ ଗେଛେ, ଆମାର ନା ତାର । ଆବୁ ଜେହେଲ ଓତବାର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଖବରେ ଭୟ ପେଯେ ଗେଲୋ । ଏଟା ଯେଣ ଦୀର୍ଘାୟିତ ନା ହୁଏ, ଏଜନ୍ୟେ ସେ ନାଖଲାର ଛାରିଯ୍ୟା ନିହତ ଆମର ଇବନେ ହାଦରାମୀର ଭାଇ ଆମେର ଇବନେ ହାଦରାମିକେ ଡେକେ ପାଠାଲୋ । ଆମେର ଆସାର ପର ଆବୁ ଜେହେଲ ବଲଲୋ, ତୋମାଦେର ମିତ୍ର ଓତବା ଲୋକଦେର ଫିରିଯେ ନିଯେ ଯେତେ ଚାଯ । ଅଥଚ ତୋମରା ନିଜେଦେର ଓପର ଯୁଲୁମ ନିଜେଦେର ଚୋଖେ ଦେଖେ । କାଜେଇ ଓଠୋ, ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଯେ ଯୁଲୁମ କରା ହେଯେଛେ, ତୋମରା ଯେ ମୟଲୁମ ଏକଥା ଜୋର ଗଲାଯ ବଲୋ, ତୋମାର ଭାଇୟେର ନିହତ ହେଁଯାର ଘଟନା ସବାଇକେ ନତୁନ କରେ ଜାନାଓ । ଏକଥା ଶୁନେ ଆମେର ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ ଏବଂ ନିଜେର ପାଛାର କାପଡ଼ ଖୁଲେ ଚିକାର କରତେ ଲାଗଲୋ । ସେ ବଲଲୋ, ହାୟ ଆମର, ଆୟ ଆମର, ହାୟ ଆମର । ଏହି ଚିକାର ଶୁନେ ସବାଇ ଜଡ଼ୋ ହଲୋ, ଯୁଦ୍ଧ କରାର ଇଚ୍ଛା ସବାର ମନେ ପ୍ରବଳ ହେଁ ଦେଖା ଦିଲୋ । ମୁସଲମାନଦେର କାହେ ଥେକେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣେର ବ୍ୟାପାରେ ସବାଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବନ୍ଦ ହଲୋ । ଓତବା ଯେ ଆହ୍ସାନ ଜାନିଯେଛିଲୋ, ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହଲୋ । ଏମନି କରେ ହଶେର ଓପର ଜୋଶ ଜୟି ହଲୋ, ଯୁଦ୍ଧ ନା କରାର ଚଢ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଁ ଗେଲୋ ।

উভয় বাহিনী একে অপরের চুর্খন্ধি

অমুসলিমরা দলে দলে বেরিয়ে এলো এবং উভয় বাহিনী পরম্পরের মুখোমুখি হতে শুরু করলো। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শরা পরিপূর্ণ অহংকারের সাথে তোমার বিরোধিতায় এবং তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছে। হে আল্লাহ তায়ালা, আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্য বড় বেশী প্রয়োজন। হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি আজ ওদের ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।’^৩

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওতবাকে তার লাল উটের ওপর দেখে বললেন, কওমের কারো কাছে যদি কল্পণ থাকে তবে লাল উটের আরোহীর কাছে রয়েছে। অন্যরা যদি তার কথা মনে নিতো, তবে সঠিক পথ প্রাপ্ত হতো।’

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় মুসলমানদের কাতারবন্দী করলেন। তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো।

নবী (সাঃ)-এর হাতে ছিলো একটি তীর। সেটির সাহায্যে তিনি কাতার সোজা করছিলেন। এ সময় তীরের ফলা ছাওয়াদ ইবনে গায়িয়ার পেটে একটু খানি লাগলো। তিনি কাতার থেকে একটুখানি সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরের ফলা ছাওয়াদের পেটে লাগিয়ে বলেছিলেন, ছাওয়াদ, সোজা হয়ে যাও। ছাওয়াদ তৎক্ষণাত বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন, বদলা নিতে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পেটের ওপর থেকে জামা সরিয়ে বললেন, নাও প্রতিশোধ নাও। ছাওয়াদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পবিত্র পেটে চুম্বন করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ছাওয়াদ তুমি এমন কাজ করতে কিভাবে উদ্বৃদ্ধ হলে? ছাওয়াদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, যা কিছু ঘটে তে চলেছে, আপনি তো সবই দেখেছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা হলো যে, আপনার ঘনিষ্ঠতা যেন আমার জীবনের শেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে। আপনার পবিত্র দেহের সাথে আমার দেহের সংশ্রেণ যেন জীবনের শেষ ঘটনা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে ছাওয়াদকে দোয়া করলেন।

কাতার সোজা করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ না পেয়ে কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর যুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ পথনির্দেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, পৌত্রলিঙ্করা যখন দলবদ্ধভাবে তোমাদের কাছে আসবে, তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। তীরের অপচয় যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।^৩ ওরা তোমাদের ঘিরে না ফেলা পর্যন্ত তরবারি চালনা করবে না।^৪ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান কেন্দ্রে চলে গেলেন। হ্যরত সাদ ইবনে মায়া'য (রা.) পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাহারায় নিযুক্ত হলেন।

অন্যদিকে পৌত্রলিঙ্কদের অবস্থা ছিলো এই যে, আবু জেহেল আল্লাহর কাছে ফয়সালার জন্যে দোয়া করলো। সে বললো, হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে দল আঞ্চলিক সম্পর্ক অধিক ছিন্ন করেছে এবং ভুল কাজ করেছে, আজ তুমি তাদের ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে দল তোমার কাছে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, আজ তুমি তাদের সাহায্য করো। পরবর্তী সময়ে আবু জেহেলের এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ রববুল আলামীন বলেন, ‘তোমরা মীমাংসা

৩. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৫৬৮

৪. সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্দ পৃ. ১৩

চেয়েছিলে, তা-তো তোমাদের কাছে এসেছে। যদি তোমরা বিরত হও, তবে সেটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় তা করো, তবে আমিও পুনরায় শান্তি দেবো এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সঙ্গে রয়েছেন।' (সূরা আনফাল, আয়াত ১৯)

যুদ্ধের প্রথম ইঙ্কান

এ যুদ্ধের প্রথম ইঙ্কান ছিলো আসওয়াদ ইবনে আবদুল আছাদ মাখযুমি। এই লোকটি ছিলো নিতান্ত দুর্বৃত্ত ও অসচ্চরিত্বের। ময়দামে বেরোবার সময় বলছিলো, আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি যে, ওদের হাউজের পানি পান করেই ছাড়ব। যদি তা না পারি, তবে সেই হাউজকে ধ্বংস বা তার জন্যে জীবন দিয়ে দেবো।

এ কথা বলে আসওয়াদ এগিয়ে এলো। অন্যদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে থেকে হ্যরত হাময়া ইবনে আবদুল মোতালেব এগিয়ে গেলেন। জলাশয়ের কাছেই উভয়ের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। হ্যরত হাময়া (রা.) তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, কাফের আসওয়াদের পা হাঁটুর নীচে দিয়ে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলো। কর্তিত পা থেকে অবিরাম ধারায় রক্ত বেরোতে লাগলো। সেই রক্তধারা তার সঙ্গীদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিলো। আসওয়াদ হামাগুড়ি দিয়ে জলাশয়ের দিকে অগ্সর হচ্ছিলো। জলাশয়ের কাছে পৌঁছে জলাশয়ের পানি পান করে তার কসম পূর্ণ করতে চাছিলো। এমন সময় হ্যরত হাময়া (রা.) আসওয়াদের ওপর পুনরায় আঘাত করলেন। এই আঘাতের ফলে সে জলাশয়ের ভেতর পড়ে মরে গেলো।

সর্বাঞ্জক যুদ্ধ শুরু

আসওয়াদ ইবনে আবুল আছাদের হত্যাকাণ্ড ছিলো বদরের যুদ্ধের প্রথম ঘটনা। এই হত্যার পর যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। কোরায়শ বাহিনীর মধ্য থেকে তিনজন বিশিষ্ট যোদ্ধা বেরিয়ে এলো। এরা ছিলো একই গোত্রের লোক; তন্মধ্যে রবিয়ার দুই পুত্র ও তৃতীয় ও শায়বা এবং তৃতীয় এক পুত্র ওলীদ। এরা কাতার থেকে বেরিয়ে এসেই প্রতিপক্ষকে মোকাবেলার জন্যে আহ্বান জানালো। তিনজন আনসার যুবক অগ্সর হলেন। এরা ছিলেন, আওফ, মোয়াওয়েয এবং আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহ। প্রথমোক্ত দুইজন ছিলেন হারেসের পুত্র। তাদের মায়ের নাম ছিলো আফরা। কোরায়শরা জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বললো, আমরা মদীনার আনসার। কোরায়শরা বললো, আপনারা অভিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমরা চাই আমাদের চাচাতো ভাইদের। এরপর তিন কোরায়শ যুবক চিন্তকার করে বললো, হে মোহাম্মদ, আমাদের কাছে আমাদের রক্তসম্পর্কীয়দের পাঠাও। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওবায়দা ইবনে হারেস, হাময়া এবং আলী এগিয়ে যাও। এরা এগিয়ে যাওয়ার পর তিনজন কোরায়শ যুবক না চেনার ভান করে এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। এরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। কোরায়শ যুবকদ্বয় বললো, হাঁ, আপনারা অভিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বী। এরপর শুরু হলো সাধারণ যুদ্ধ। হ্যরত ওবায়দা ইবনে হারেস (রা.) ও তৃতীয় ইবনে রবিয়ার সাথে, হ্যরত হাময়া (রা.) শায়বাৰ সাথে এবং হ্যরত আলী (রা.) ওলীদ ইবনে ও তৃতীয় সাথে মোকাবেলা করলেন।^৫

হ্যরত হাময়া (রা.) এবং হ্যরত আলী (রা.) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করে ফেললেন

⁵. ইবনে হিশাম, মোসনাদে আহমদ। আবু দাউদের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। মেশকাত, ২য় খন্ড; পৃ. ৩৪৩

কিন্তু হয়রত ওবায়দা ইবনে হারেস (রা.) এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওত্বার মধ্যে আঘাত বিনিময় হলো। তারা একে অন্যকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেললেন। ইতিমধ্যে হয়রত হামিয়া এবং হয়রত আলী তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজ শেষ করে হয়রত ওবায়দার সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং ওত্বার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে শেষ করে ফেললেন। এরপর তারা হয়রত ওবায়দাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। হয়রত ওবায়দা (রা.)-এর পা কেটে গিয়েছিলো এবং কথা বক্ষ হয়ে গিয়েছিলো। তার মুখে আর কথা ফুটেনি। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে মুসলমানরা মদীনা ফিরে যাওয়ার পথে সফরী প্রাত্তর অতিক্রম করার সময় হয়রত ওবায়দা (রা.) ইন্তেকাল করেন। হয়রত আলী (রা.) কসম খেয়ে বলতেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাফিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘এরা দু’টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সংঙ্গে বিতর্ক করে’ (সূরা হজ্জ, আয়াত ১৯)

পৌত্রিকদের দুর্ভাগ্য সূচিত হয়ে গেলো। একত্রে তিনজন বিশিষ্ট যোদ্ধাকে তারা হারালো। ক্ষেত্রে দিশাহারা হয়ে তারা সবাই একত্রে মুসলমানদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো।

অন্যদিকে মুসলমানরা তাদের মহান প্রতিপালকের কাছে সাহায্যের জন্যে দোয়া করে এবং দৃঢ়তার সাথে কাফেরদের হামলা মোকাবেলা করছিলেন। তারা ‘আহাদ, আহাদ’ শব্দ উচ্চারণ করে বিধৰ্মী কাফেরদের ওপর পাল্টা হামলায় তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছিলেন।

বদর প্রান্তরে নবী (স.)-এর দোয়া

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোজাহেদদের কাতার সোজা করার পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা পরওয়ারদেগারের কাছে সাহায্যের জন্যে কাতর কঢ়ে আবেদন জানাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো তা পূরণ করো। হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তোমার কাছে তোমার প্রতিশ্রূত সাহায্যের আবেদন জানাচি।

উভয় পক্ষে প্রচন্ড শুরু হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ রববুল আলায়ান, যদি আজ মুসলমানদের এই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়ায় এবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি কি এটা চাও যে, আজকের পরে কখনোই তোমার এবাদাত করা না হোক?’

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় বিনয় ও ন্মতার সাথে সকাতর কঢ়ে এই মোনাজাত করছিলেন। তাঁর কাতরেজির একপর্যায়ে উভয় ক্ষন্দ থেকে চাদর পড়ে গেলো। হয়রত আবু বকর (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর ঠিক করে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এবার থামুন। আপনি তো আপনার প্রতিপালকের কাছে অতিশয় কাতরতার সাথে মোনাজাত করেছেন। এদিকে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ পাঠালেন যে, ‘যারণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। সুতরাং তোমরা মোমেনদেরকে অবিচলিত রাখো, যারা কুফুরী করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সংঘার করবো সুতরাং, তাদের ক্ষন্দ ও সর্বাঙ্গে আঘাত করো।’ (সূরা আনফাল, আয়াত ১২)

এদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ মর্মে ওই পাঠালেন, ‘আমি তোমাদের সাহায্য করবো, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।’ (সূরা আনফাল, আয়াত ৯)

ফেরেশতাদের অবতরণ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সময় হয়রত জিবরাইল (আ.) এলেন। তিনি চকিতে মাথা তুলে বললেন, আবু বকর, খুশী হও, জিবরাইল এসেছেন, ধুলোবালির মধ্যে এসেছেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন, আবু বকর, খুশী হও, তোমাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে পৌছেছে। জিবরাইল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার আগে আগে আসছেন। ধুলোবালি উড়েছে।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামরার বাইরে এলেন। তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি উদ্দীপনাময় ভঙ্গিতে সামনে অগ্রসর হতে হতে বলছিলেন, ‘এই দল তো শীঘ্ৰই পৰাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰবে।’ (সূৱা কামার, আয়াত ৪৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর এক মুঠো ধূলি কাফেরদের প্রতি নিষ্কেপের সময় বললেন, ‘শাহাতিল উজুহ’ অর্থাৎ ওদের চেহারা আচ্ছন্ন হোক। একথা বলেই ধুলো কাফেরদের প্রতি নিষ্কেপ করলেন। এই নিষ্কিঞ্চ ধূলি প্রত্যেক কাফেরের চোখ, মুখ, নাক ও গলায় প্ৰবেশ কৰলো। একজনও বাদ গেলো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘এবং তখন তুমি নিষ্কেপ কৰোনি, বৰং আল্লাহ তায়ালাই নিষ্কেপ কৰেছিলেন।’ (সূৱা আনফাল, আয়াত ১৭)

জবাবী হামলা

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবী হামলার নির্দেশ এবং যুদ্ধের তাকিদ দিয়ে বলেন, তোমরা এগিয়ে যাও। সেই সন্তার শপথ যাঁর হাতে মোহাম্মদের প্রাণ এবং ওদের সঙ্গে তোমাদের যে কেউ দৃঢ়তার সাথে পুণ্যের কাজ মনে কৰে অগ্রগামী হয়ে পেছনে সৱে না এসে যুদ্ধ কৰবে এবং মারা যাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই জাল্লাত দান কৰবেন।

কাফেরদের বিৰুদ্ধে যুদ্ধে উন্নুন্দ কৰে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ‘সেই জান্নাতের প্রতি যে ওঠো যে যাব দিগন্ত ও বিস্তৃতি আকাশ ও মাটিৰ সমপৰিমাণ।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা শুনে ওমায়ের ইবনে হাস্মাম বললেন, চমৎকার, চমৎকার! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একথা বলার কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহুর রসূল অন্য কোন কাৰণে নয়, আমি আশা কৰিছিলাম যে, আমিও সেই জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে যদি হতে পাৰতাম। প্ৰিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই জান্নাতীদের মধ্যে তুমি রয়েছো। এরপর ওমায়ের ইবনে হাস্মাম কয়েকটি খেজুৱ বেৰ কৰে খেতে লাগলেন। হঠাৎ উচ্ছিতকঠে বললেন, এই খেজুৱগুলো খেতে অনেক সময় প্ৰয়োজন। জীবনকে এতো দীৰ্ঘায়িত কৰিবো কেন। এ কথা বলে তিনি খেজুৱ ছুঁড়ে ফেলে বিধৰ্মীদের সাথে লড়াই কৰতে কৰতে শহীদ হয়ে গেলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জবাবী হামলার নির্দেশ দেন তখন শক্রদের হামলার তীব্রতা কমে আসে। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাতেও ভাটা পড়ে। এটা মুসলমানদের অবস্থান দৃঢ় কৰার ক্ষেত্ৰে সহায়ক প্ৰমাণিত হয়। কেননা সাহাবায়ে কেৰাম যখন জবাবী হামলার আদেশ লাভ কৰেন এবং তাঁদের জোশ যখন তুঙ্গে তখন তাঁৰা প্ৰচন্ডবেগে হামলা কৰেন। এ সময় তাঁৰা কাফেরদের কাতার এলোমেলো কৰে তাদের শিরশেদ কৰতে কৰতে এগিয়ে যান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বৰ্ম পৰিধান কৰে রণক্ষেত্ৰে এসেছেন দেখে সাহাবাদের উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাৱে বলছিলেন, ‘শীঘ্ৰই ওৱা পৰাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰে পলায়ন কৰবে।’

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দীপনায় সাহাবাৰা বিপুল বিক্ৰমে লড়াই কৰেন। এ সময়ে ফেৰেশতারাও মুসলমানদের সাহায্য কৰেন।^৬

ইবনে সাঁদ এৰ বৰ্ণনায় হ্যৱত ইকৰামা (ৱা.) থেকে বৰ্ণিত আছে যে, সেইদিন মানুষেৰ মাথা কৰ্তৃত হয়ে পড়ছিলো। অথচ বোঝা যাচ্ছিলো না যে, কে তাকে মেৰেছে। মানুষেৰ কৰ্তৃত

^৬. মুসলিম, ২য় খন্দ, পৃ. ১৩৯, মেশকাত, ২য় খন্দ, পৃ. ৩৩১

হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেতো অথচ কে কেটেছে তা বোৰা যেত না।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বলেন, একজন আনসারী মুসলমান একজন মোশরেককে দৌড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই মোশরেকের ওপর চাবুকের আঘাতের শব্দ শোনা গেলো কে যেন বলছিলো, যাও, সামনে এগোও। সাহাবী লক্ষ্য করলেন যে, পৌত্রিক চিৎকাত হয়ে পড়ে গেছে। তার নাকে মুখে আঘাতের চিহ্ন। চেহারা রক্তাঙ্গ। দেখে স্পষ্ট বোৰা যাচ্ছিলো যে, তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে অথচ আঘাতকারীকে দেখা যাচ্ছিলো না, সেই আনসারী সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো। এটা ছিলো তৃতীয় আসমানের সাহায্য।^৭

আবু দাউদ মাজানি বলেন, আমি একজন মোশরেককে মারার জন্যে দৌড়াচ্ছিলাম। তার গলায় আমার তলোয়ার পৌছার আগেই কর্তিত মন্তক মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। আমি বুঝতে পাড়াম যে, এই কাফেরকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।

একজন আনসারী হ্যরত আববাস ইবনে আবদুল মোতালেবকে ফ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। হ্যরত আববাস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমাকে তো এই লোকটি কয়েদ করে নিয়ে আসেনি। আমাকে মুভিত মন্তকের একজন লোক কয়েদ করে নিয়ে এসেছে। সুদর্শন সেই লোকটি একটি চিরল ঘোড়ার পিঠে আসীন ছিলো। এখন তো সেই লোকটিকে ইহসব লোকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, তাকে তো আমি ফ্রেফতার করেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চুপ করো। আল্লাহ তায়ালা একজন সম্মানিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন।

রণক্ষেত্র থেকে ইবলিসের পলায়ন

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, অভিশঙ্গ ইবলিস ছোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জাশআম মুদলিজীর আকৃতি ধারণ করে এসেছিলো। মোশরেকদের কাছ থেকে সে তখনো পৃথক হয়নি। কিন্তু পৌত্রিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাদের ব্যবস্থা গ্রহণ দেখে সে ছুটে পালাতে লাগলো। কিন্তু হারেস ইবনে হিশাম তাকে ধরে ফেললেন। তিনি ভেবেছিলেন, লোকটি প্রকৃতই ছোরাকা ইবনে মালেক। কিন্তু ইবলিস হ্যরত হারেসের বুকে প্রচন্ড ঘূষি মারলো। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। ইত্যবসরে ইবলিস পালিয়ে গেলো। মোশরেকরা বলতে লাগল, ছোরাকা কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বলো নাই যে, আমাদের সাহায্য করবে, আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে না? ছোরাকা বললো, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাওন। আল্লাহকে আমার ভয় হচ্ছে, তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। এরপর ইবলিস সমন্বে গিয়ে আত্মগোপন করলো।

কাফেরদের পরাজয়

কিছুক্ষণের মধ্যেই অমুসলিমদের বাহিনীতে ব্যর্থতা ও হতাশার সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠলো। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। যুদ্ধের পরিণাম হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট। কাফের কোরায়শরা পশ্চাদপসারণ করতে লাগলো এবং তাদের মনে হতাশা ছেয়ে গেলো। মুসলমানরা কাউকে হত্যা করছিলেন, কাউকে যথম করছিলেন, কাউকে ধরে নিয়ে আসছিলেন। ফলে কাফেররা সুস্পষ্ট পরাজয় বরণ করলো।

দুর্বৃত্তদের নেতা আবু জেহেল কোরায়শ কাফেরদের ছত্রভঙ্গ হতে দেখে সেই সয়লাব প্রতিরোধের চেষ্টা করলো। নিজের অনুসারীদের উদ্দীপ্তি করার জন্যে চিৎকার করে সে বলতে লাগলো, ছোরাকার পলায়নে তোমরা সাহস হারিও না। মোহাম্মদের সাথে ছোরাকার যোগসাজস

^৭. মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৩

ଛିଲୋ । ଓତବା, ଶାୟବା ଓଲିଦ ନିହତ ହେଁଛେ ଦେଖେ ତୋମରା ହିମ୍ବତ ହାରିଓ ନା । ଓରା ତାଡ଼ାହୁଡ଼ୋ କରେଛେ । ଲାତ ଏବଂ ଓୟାର ଶପଥ, ତତକ୍ଷଣ ଆମରା ଫିରେ ଯାବ ନା, ଯତକ୍ଷଣ ନା ଓଦେର ଦଢ଼ି ଦିଯେ ବୈଧେ ଫେଲବ । ଦେଖୋ, ତୋମରା ଓଦେର କାଉକେ ହତ୍ୟା କରବେ ନା, ସରଂ ପାକଡ଼ାଓ କରୋ । ପରେ ଆମରା ଓଦେର ଅଶୁଭ ତ୍ରପରତାର ମଜା ଟେର ପାଇଁ ଦେବୋ ।

ଆବୁ ଜେହେଲ ତାର ଏ ଅହଂକାରେର ମଜା ଶିଗପିର ଟେର ପେଯେ ଗେଲୋ । କେନନା ଅଲ୍ଲକ୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେଇ ମୁସଲମାନଦେର ଜବାବୀ ହାମଲାର ଯୁଥେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ହତ୍ରଭଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ଦେଖା ଦିଲୋ । ଆବୁ ଜେହେଲ ତାର କିଛୁମଂଖ୍ୟକ ଅନୁସାରୀକେ ନିଯେ ତଥନୋ ଘେରାଓ ଅବସ୍ଥା ଛିଲୋ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେତା ଆବୁ ଜେହେଲେର ଚାରିଦିକେ ଛିଲୋ ତୀର ଆର ତଳୋଯାରେର ପାହାରା । ମୁସଲମିମ ମୋଜାହେଦେର ପ୍ରଚନ୍ଦ ହାମଲାୟ ସେଇ ପାହାରା ଛିନ୍ନିନ୍ଦିନ ହେଁ ଗେଲୋ । ମୁସଲମାନରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ ଯେ, ଆବୁ ଜେହେଲ ଏକଟି ଘୋଡ଼ାର ପିଠେ ରହେଛେ । ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତଥନ ପାଯେ ପାଯେ ଏଗିଯେ ଆସିଛିଲୋ ।

ଆବୁ ଜେହେଲେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ ଇବନେ ଆଓଫ (ରା.) ବଲେନ, ବଦର ଯୁଦ୍ଧେର ଦିନେ ଆମି ମୁସଲମାନଦେର କାତାରେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲାମ । ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦେଖି ଯେ, ତାନେ ବାଁଯେ ଦୁ'ଜନ ଆନସାର କିଶୋର । ତାଦେର ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ ସମ୍ପର୍କେ ଆମି ଚିନ୍ତା କରଛିଲାମ, ହଠାତ୍ ଏକଜନ ଚୂପିସାରେ ଆମାକେ ବଲଲୋ, ଚାଚାଜାନ, ଆବୁ ଜେହେଲ କେ ତା ଆମାକେ ଦେଖିଯେ ଦିନ । ଆମି ବଲଲାମ, ଭାତିଜା, ତୁମ ତାର କି କରବେ? ସେ ବଲଲୋ, ଆମି ଶୁନେଛି, ଆବୁ ଜେହେଲ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଗାଲି ଦେଯ । ସେଇ ସତାର ଶପଥ, ଯାର ହାତେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ରହେଛେ, ଯଦି ଆମରା ଆବୁ ଜେହେଲକେ ଦେଖତେ ପାଇ ତବେ ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାହିଁ ଥେକେ ଆଲାଦା ହବ ନା, ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଏବଂ ଆମାଦେର ମୃତ୍ୟୁ ଯାର ଆଗେ ଲେଖା ରହେଛେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନା ହୁଁ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ (ରା.) ବଲେନ, ଏକଥା ଶୁନେ ଆମି ଅବାକ ହଲାମ । ଅନ୍ୟ ଏକଜନ ଆନସାର କିଶୋରଙ୍କ ଆମାକେ ଚୂପିସାରେ ଏକଇ କଥା ବଲଲୋ । କହେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆମି ଆବୁ ଜେହେଲକେ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଚରଣ କରତେ ଦେଖିଛିଲାମ । ଆମି ଉଭୟ ଆନସାର କିଶୋରଙ୍କ ବଲଲାମ, ଓଇ ଦେଖୋ ତୋମାଦେର ଶିକାର । ଯାର ସମ୍ପର୍କେ ତୋମରା ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛୋ । ଏକଥା ଶୋନାମାତ୍ର ଉଭୟ ଆନସାର କିଶୋର ଆବୁ ଜେହେଲର ଉପର ଝାପିଯେ ପଡ଼େ ତାକେ ହତ୍ୟା କରେ ଫେଲିଲ । ଏରପର ଉଭୟେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହିଁ ଏଲୋ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଉଭୟର ତାଲୋଯାର ଦେଖେ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଦୁ'ଜନେଇ ହତ୍ୟା କରେଛ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅବଶ୍ୟ ଆବୁ ଜେହେଲର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜିନିସପତ୍ର ମାୟା'ୟ ଇବନେ ଆମର ଇବନେ ଜାମୁହକେ ପ୍ରଦାନ କରଲେନ । ଉଭୟ କିଶୋରେର ନାମ ଛିଲୋ ମା'ୟ ଇବନେ ଆମର ଜାମୁହ ଏବଂ ମା'ୟ ଇବନେ ଆଫରା ।

୮. ସହୀହ ବୋଖାରୀ ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୪୪୪, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୬୮, ମେଶକାତ ୨ୟ ଖତ, ୩୫୨ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଣନାଯ ଦିତୀୟ କିଶୋରେର ନାମ ମା'ୟ ଇବନେ ଆଫରା ବଲେ ଉତ୍ସେଖ କରା ହେଁଛେ । ଇବନେ ହିଶାମ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୬୩୫ । ଆବୁ ଜେହେଲର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜିନିସପତ୍ର ଏକଜନଙ୍କେ ଏ କାରଣେଇ ଦେଯା ହେଁଛିଲୋ, ଯେହେତୁ ମା'ୟ ଅଥବା ମା'ୟ ଇବନେ ଆଫରା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଶହିଦ ହନ । ଆବୁ ଜେହେଲେର ତରବାରି ହ୍ୟରତ ଆବଦୁରାହ ଇବନେ ମାସଉଡ଼କେ ଦେଯା ହେଁଛିଲୋ । କେନନା ତିନି ଆବୁ ଜେହେଲେର ମସ୍ତକ ଦେହ ଥେକେ ବିଚିନ୍ତି କରେଛିଲେନ । ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ସୁନାନେ ଆବୁ ଦାଉଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୩୭୩

কাছে কেউ যেন পৌছুতে না পারে। মায়া'য ইবনে আমর বলেন, একথা শুনে আবু জেহেলকে চিনে রাখলাম এবং তার কাছাকাছি থাকতে লাগলাম। সুযোগ পাওয়া মাত্র আমি তার ওপর হামলা করলাম। তাকে এমন আঘাত করলাম যে, তার পা হাঁটুর নীচে দিয়ে কেটে বিছিন্ন হয়ে গেলো। ঘরে পড়া খেজুরের মতো তার পা উড়ে গেলো। এদিকে আবু জেহেলকে আমি আঘাত করলাম আর ওদিকে তার পুত্র একরামা আমার কাঁধ বরাবর তরবারি দিয়ে আঘাত করলো। এতে লড়াই করতে অসুবিধা হচ্ছিলো। কর্তিত হাত পেছনে রেখে অপর হাতে তরবারি চালাচ্ছিলাম। এতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছিলো। আমি তখন হাতের কর্তিত অংশ পায়ের নীচে রেখে এক ঘটকায় হাত থেকে পৃথক করে ফেললাম।^{১০} এরপর আবু জেহেলের কাছে মাউয ইবনে আফরা পৌছুলেন। তিনি ছিলেন আহত। তিনি আবু জেহেলের ওপর এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশ্মন সেখানেই ঢলে পড়লো। আবু জেহেলের শেষ নিঃশ্঵াস তখনো বের হয়নি। শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল করছিলো। এরপর হ্যরত মাউয ইবনে আফরা লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু জেহেলের পরিণাম কে দেখবে, দেখে আসো। সাহাবারা তখন আবু জেহেলের সঙ্গান করতে লাগলেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জেহেলকে এমতাবস্থায় পেলেন যে, তার নিঃশ্বাস চলাচল করছিলো। তিনি আবু জেহেলের ধড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্যে দাঢ়ি ধরে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশ্মন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তোকে অপমান অসমান করলেন তো? আবু জেহেল বললো, কিভাবে আমাকে অসমান করলেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছো তার চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোন মানুষ আছে নাকি? তার চেয়ে বড় আর কে? আহা, আমাকে যদি কিশোর ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করতো। এরপর বলতে লাগলো, বলো তো আজ জয়ী হয়েছে কারা? হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জেহেলের কাঁধে পা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। আবু জেহেল তাঁকে বললো, ওরে বকরির রাখাল, তুই অনেক উঁচু জায়গায় পৌছে গেছিস। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মুক্ত বকরি চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জেহেলের মাথা কেটে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হায়ির করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এই হচ্ছে আল্লাহর দুশ্মন আবু জেহেলের মাথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হঁ সত্যই, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নেই, হঁ, সত্য, তিনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নেই, হঁ, সত্য, তিনি ব্যতীত কোন মাঝুদ নেই। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা সুমহান। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে নিবেদিত, তিনি নিজের প্রতিশ্রূতি সত্য করে দেখিয়েছেন, নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বললেন, ঢলো। আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু জেহেলের লাশের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, ও হচ্ছে এই উম্মাতের ফেরাউন।

ঈমানের কিছু বিস্তারকর নির্দশন

হ্যরত ওমায়ের ইবনে আল হাস্মাম এবং হ্যরত আওফ ইবনে হারেস ইবনে আফরার ঈমান সজীব করার মতো কার্যাবলীর উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানে পদে পদে এমন সব দৃশ্য চোখে পড়েছে, যার মধ্যে ঈমানের শক্তি এবং নীতির পরিপক্তা প্রসারিত হয়েছে। এই অভিযানে পিতা-পুত্রের মুখোমুখি এবং ভাই ভাইয়ের মুখোমুখি হয়েছে। নীতির প্রশ্নে তলোয়ারসমূহ কোষমুক্ত হয়েছে এবং মযলুম ও অত্যাচারিতরা যালেম ও অত্যাচারির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ক্রোধের আগুন নির্বাপিত করেছে। যেমন-

এক) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, আমি জানি বনু হাশেমসহ কয়েকটি গোত্রের লোককে জোর করে যুদ্ধের ময়দানে নেয়া হয়েছে। আমাদের যুদ্ধের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই হাশেম গোত্রের কোন লোক যদি কারো সামনে পড়ে যায়, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আবুল বাখতারি ইবনে হিশাম যদি কারো সামনে পড়ে যায়, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আববাস ইবনে আবদুল মোস্তালেব যদি কারো নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, তবে তাঁকেও যেন হত্যা না করা হয়। কেননা তাঁকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। একথা শুনে ওত্বার পুত্র হ্যরত আবু হোয়ায়ফা (রা.) বললেন, আমরা নিজেদের পিতা পুত্র ভাই এবং গোত্রের অন্যান্য লোকদের হত্যা করবো আর আববাসকে ছেড়ে দেবো? আল্লাহর শপথ, যদি আববাসের সাথে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়, তবে আমি তাকে তলোয়ারের লাগাম পরিধান করাবো। এ খবর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছুলে তিনি ওমর ইবনে খাতাব (রা.)-কে বললেন, আল্লাহর রসূলের চাচার চেহারায়ও কি তলোয়ার মারা হবে? হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এ লোকটির গর্দন উড়িয়ে দেবো। কেননা সে মোনোফেক হয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.) বলতেন, সেদিন আমি যেকথা বলেছিলাম, সে কারণে কখনোই আমি স্বন্তি পাইনি, নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। সব সময় ভয় হতো। শুধু মনে হতো যে, একমাত্র আমার শাহাদাতই সেদিনের বেফাস মন্তব্যের কাফকারা হতে পারে। অবশেষে ইয়ামামার যুক্তে হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.) শহীদ হন।

দুই) আবুল বাখতারিকে হত্যা না করার জন্যে এ কারণেই বলা হয়েছে যে, মকায় এই লোকটিই কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছুমাত্র কষ্ট দেননি। তার পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অগ্রীভূতিকর কোন কথাও কখনো শোনা যায়নি। এছাড়া বনি হাশেম এবং বনি মোস্তালেবের বয়কট প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যতম।

কিন্তু এতোসব গুণ সন্তোষ বদরের দিনে মুজিয়ির ইবনে যিয়াদ বালভীর সাথে তার মুখোমুখি হয়। আবুল বাখতারির সাথে তাঁর একজন সঙ্গীও ছিলেন। উভয়ে পাশাপাশি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আবুল বাখতারিকে দেখে হ্যরত মুজিয়ির বললেন, হে আবুল বাখতারি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে হত্যা করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। আবুল বাখতারি বললেন, খোদার শপথ, তাহলে আমরা দু'জনেই মরবো। এরপর উভয়ে হ্যরত মুজিয়ির এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। হ্যরত মুজিয়ির (রা.) বাধ্য হয়ে উভয়কেই হত্যা করলেন।

তিনি) মকায় জাহেলিয়াতের সময় থেকেই হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এবং উমাইয়া ইবনে খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। বন্দর যুক্তের দিনে উমাইয়া তার সন্তান আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলো। হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শক্রদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া কয়েকটি বর্ম নিয়ে যাচ্ছিলেন। উমাইয়া

তাকে দেখে বললো, আমি কি তোমার প্রয়োজনে লাগতে পারিঃ আমি তোমার বর্মণ্ডলোর চেয়ে উগ্রম। আজকের মতো দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন নেইঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে বন্দী করবে মুক্তিপণ বা ফিদিয়া হিসাবে আমি তাকে অনেক দুধে উটনী দেবো। একথা শুনে হ্যরত আবদুর রহমান বর্মণ্ডলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং উমাইয়া ও তার পুত্র আলীকে ঘ্রেফতার করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।

হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আমি উমাইয়া এবং তার সন্তানের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় উমাইয়া বললো, আপনাদের মধ্যে ওই লোকটি কে ছিলেন যিনি বুকে উট পাখীর পালক লাগিয়ে রেখেছিলেনঃ আমি বললাম, তিনি হামেরা ইবনে আবদুল মোতালেব। উমাইয়া ইবনে খালফ বললো, এই লোকটিই আমাদের ধ্রংসঙ্গীলা ঘটিয়েছে।

হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আমি উভয়কে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হ্যরত বেলাল (রা.) উমাইয়াকে আমার সঙ্গে দেখে ফেললেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, উমাইয়া হ্যরত বেলাল (রা.)-কে মকায় ব্যাপকভাবে নির্যাতন করেছিলো। হ্যরত বেলাল (রা.) উমাইয়াকে দেখে বললেন, ওহে কাফেরদের সর্দার উমাইয়া ইবনে খালফ, হ্যতো আমি বাঁচবো অথবা সে বাঁচবে। এরপর উচ্চকণ্ঠে বললেন, ওহে আল্লাহর আনসাররা, এই দেখো কুফরের সর্দার উমাইয়া ইবনে খালফ, এবার হ্যতো আমি থাকবো অথবা সে থাকবে। হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, ততক্ষণে লোকেরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু একজন সাহাবী তলোয়ার তুলে উমাইয়ার পুত্র আলীর পায়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সে ঢলে পড়লো। এদিকে উমাইয়া এমন জোরে চিংকার দিয়ে উঠলো যে, আমি অতো জোরে চিংকার কখনো শুনিনি। আমি বললাম, পালাও, পালাও! কিন্তু আজ তো পালানোর পথ নেই। খোদার শপথ, আমি আজ তোমার কোন উপকারে আসতে পারবো না।

হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, উত্তেজিত সাহাবারা উমাইয়া এবং তার পুত্র আলীকে ঘিরে ফেলে আঘাতে আঘাতে হত্যা করে ফেললো। এরপর আবদুর রহমান (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা হ্যরত বেলালের ওপর রহমত করুন। আমার বর্মণ্ডলোও গেলো, আমার ঘ্রেফতার করা বন্দীদের ব্যাপারেও তিনি আমাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে দিলেন।

যাদুল মায়া'দে আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) উমাইয়া ইবনে খালফকে বললেন, হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ুন। সে বসে পড়লো। হ্যরত আবদুর রহমান উমাইয়ার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আড়াল করে রাখলেন। কিন্তু সাহাবারা নীচে থেকে তরবারি চালিয়ে উমাইয়াকে হত্যা করলেন। একজন সাহাবীর তরবারির আঘাতে হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফেরও পা কেটে গিয়েছিলো।¹⁰

(চার) হ্যরত ওমর ইবনে খাত্বাব (রা.) তাঁর মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরাকে হত্যা করেন।

(পাঁচ) হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর পুত্র তদানীন্তন মোশরেক আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, ওরে খবিস, আমার অস্ত্রশস্ত্র কোথায়ঃ আবদুর রহমান বললো, হাতিয়ার, দ্রুতগামী ঘোড়া আর সেই তলোয়ার ছাড়া কিছু বাকি নেই, যা বার্ধক্যের বিভ্রান্তি শেষ করে দেয়।

(ছয়) মুসলমানরা যে সময় মোশরেকদের ঘ্রেফতার করছিলেন, সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্যে তৈরী হজরায় অবস্থান করছিলেন। হ্যরত সাদ ইবনে মায়া'য

10. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৯, শহীহ বোখারী কিতাবুল ওকালা, ১ম পৃ. ৩০৮। এতে এ ঘটনা আরো বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

(রা.) তলোয়ার উঠিয়ে পাহারা দিছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, হ্যরত সাদ (রা.) এর চেহারা বিমৰ্শ। তিনি বললেন, সাদ মুসলমানদের কাজ মনে হয় তোমার পছন্দ নয়। তিনি বললেন, হঁ; হে আল্লাহর রসূল। অমুসলিমদের সাথে এটি আমাদের প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সুযোগ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। কাজেই আমি মনে করি মোশরেকদের ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের হত্যা করাই সমীচীন, তাদের নির্মূল করা দরকার।

সাত) এই যুদ্ধে হ্যরত উকাশা ইবনে মোহসেন আসাদীর তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হায়ির হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক টুকরো কাঠখন্ড দিয়ে বললেন, আকাশা, এটি দিয়ে লড়াই করো। আকাশা সেই কাঠখন্ড হাত দিয়ে সোজা করতেই সেটি একটি ধারালো চকচকে তলোয়ারে পরিণত হলো। এরপর তিনি সেই তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মুসলমানরা জয়লাভ করলেন। সেই তলোয়ারের নাম রাখা হলো ‘আওন’ অর্থাৎ সাহায্য। সেটি হ্যরত আকাশার কাছেই ছিলো। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে এই তলোয়ার ব্যবহার করতেন। হ্যরত আবু বকর সিন্দিক (রা.)-এর খেলাফতের সময় ধর্মান্তরিত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেই সময়েও ওই তলোয়ার তাঁর কাছে ছিলো।

আট) যুদ্ধ শেষে হ্যরত মসয়াব ইবনে ওমাইর আবদারি (রা.) তাঁর ভাই আবু উজাইর ইবনে ওমাইর আবদারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু উয়ায়ের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। সেই সময় একজন আনসারি সাহাবীর হাতে তার হাত কেটে গেলো। হ্যরত মসয়াব সেই সাহাবীকে বললেন, এই লোকটির মাধ্যমে হাত ম্যবুত করো। তার মা বড় ধনী। তিনি সন্তুষ্ট তোমাকে ভালো মুক্তিপথ দেবেন। এতে আবু উয়ায়ের তাঁর ভাই মসআবকে বললেন, আমার ব্যাপারে কি তোমার এটাই অসিয়ত! হ্যরত মসআব (রা.) বললেন, হঁ, তুমি নও, বরং এই আনসারী হচ্ছে আমার ভাই।

নয়) মোশরেকদের লাশ যখন কৃয়োর ভেতর ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন ওতবা ইবনে রবিয়ার লাশ কৃয়োর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওতবার পুত্র হোয়ায়ফার মুখের দিকে তাকালেন। লক্ষ্য করলেন, আবু হোয়ায়ফা বিমৰ্শ গভীর। তাকে কেমন যেন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হোয়ায়ফা, সন্তুষ্ট তোমার পিতার ব্যাপারে তোমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে তিনি বললেন, জীনা, হে আল্লাহর রসূল। আমার মনের মধ্যে আমার পিতা এবং তার হত্যাকান্ত সম্পর্কে কোন শিহরণ নেই। তবে আমি ধারণা করেছিলাম যে, আমার পিতার মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে। এ কারণে আশা করেছিলাম যে, তাঁর বুদ্ধি-বিবেক এবং দূরদর্শিতার কারণে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু এখন তাঁর পরিগাম দেখে, কুফুরীর ওপর তার জীবন শেষ হতে দেখে খুব খারাপ লাগছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.)-এর জন্যে দোয়া করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে উন্নত মন্তব্য করলেন।

উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা

বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের বিজয় এবং কাফেরদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হলো। এই যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন মোহাজের আর ৮ জন আনসার। যুদ্ধে কাফেরদের প্রভৃত ক্ষতি হয়েছিলো। তাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছিলো। এরা ছিলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গোত্রের সর্দার।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহতদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘তোমরা তো সবাই ছিলে নেতৃস্থানীয় লোক। তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করোনি অথচ

অনেকেই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তোমরা আমাকে নিঃসঙ্গ সহায়হীন অবস্থায় ফেলেছিলে, অথচ অনেকে আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা আমাকে বের করে দিয়েছিলে, অথচ অনেকে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।' এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহতদের মৃতদেহ টেনে বদরের একটি কূয়োর ভেতর ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

হ্যরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে বদরের দিন কোরায়শদের ২৪ জন বড় বড় সর্দারের লাশ বদরের একটি নোংরা কূয়োয় নিষ্কেপ করা হয়। তখন নিয়ম ছিলো যে, কোন কওমের ওপর জয়ী হলে তিনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটানো হতো। বদরের মাঠে তিনদিন কাটানোর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর পিঠে আসন সাঁটা হলো। এরপর তিনি পদব্রজে চললেন, সাহাবারা তাঁকে অনুসরণ করলেন। হঠাৎ কূয়োর তীরে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্মোধন করে বলতে লাগলেন, 'হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে, তবে সেটা কি তোমাদের জন্যে ভালো হতো না! আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, আমরা তাঁর সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের কৃত ওয়াদার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছো?' হ্যরত ওমর (রা.) আরয় করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি এমনসব দেহের সাথে কি কথা বলছেন, যাদের রহ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ আমি যা কিছু বলছি, তোমরা ওদের চেয়ে বেশী শুনতে পাও না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তোমরা ওদের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নও। কিন্তু ওয়া জবাব দিতে পারে না।^{১১}

মক্কায় পরাজয়ের খবর

পরাজয়ের পর মক্কার মোশরেকরা বিশ্বেল অবস্থায় ভীতবিহ্বল হয়ে মক্কার পথে পালালো। লজ্জায় তারা এমন অপ্রসূত হয়ে পড়ে যে, বুবতে পারছিলো না, কিভাবে মক্কায় প্রবেশ করবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কোরায়শদের পরাজয়ের খবর নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে, তার নাম ছিলো হায়ছুমান ইবনে আবদুল্লাহ খোযাঁজ। লোকজন তাকে পেছনের খবর জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, ওতবা ইবনে রবিয়া, শায়বা ইবনে রবিয়া, আবুল হাকাম ইবনে হিশায়, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং আরো অযুক অযুক সর্দার নিহত হয়েছে। নিহতদের তালিকায় নেতৃস্থানীয় কোরায়শদের নাম শুনে কাবার হাতীমে উপবিষ্ট সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বললেন, খোদার কসম, এই লোকটির যদি হৃশ থেকে থাকে, তবে ওকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করো। উপস্থিত লোকেরা হায়ছুমানকে বললো, সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কি সংবাদ? তিনি বললেন, এই দেখো, তিনি কাবার হাতীমে বসে আছেন। খোদার কসম, তার বাপ এবং তার ভাইকে নিহত হতে আমি নিজে দেখেছি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গ্রীতদাস আবু রাফে বর্ণনা করেন যে, সেই সময় আমি হ্যরত আব্বাসের গ্রীতদাস ছিলাম। আমাদের পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেছিলো। হ্যরত আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমিও মুসলমান হয়েছিলাম। হ্যরত আব্বাস (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের খবর শুনে আবু লাহাব মুষড়ে পড়লো। আমরা নবতর শক্তি ও সশ্বান অনুভব করলাম। আমি ছিলাম দুর্বল প্রকৃতির লোক। আমি তাঁর তৈরী করতাম। যময়ম এর

হজরায় বসে তীরের ফলা সরণ করতাম। সেই সময় আমি এক মনে তীর তৈরী করছিলাম। উশুল ফয়ল আমার কাছে বসেছিলেন। যুদ্ধজয়ের খবর পেয়ে আমরা বেশ আনন্দিত ছিলাম। এমন সময় আবু লাহাব পা টেনে টেনে অনেকটা খোঁড়ানোর ভঙ্গিতে এসে হজরার কাছে বসলো। তার পিঠ ছিলো আমার পিঠের দিকে। এমন সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে আবদুল মোতালেব এসে পৌছুলো। আবু লাহাব তাকে বললো, আমার কাছে এসো, আমার জীবনের শপথ, তোমার কাছে খবর আছে। আবু সুফিয়ান আবু লাহাবের সামনে বসলো। বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে রইলো। আবু লাহাব বললো, বলো ভাতিজা, লোকদের কি খবর? আবু সুফিয়ান বললো, কিছুই না। লোকদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হলো, আমরা নিজেদের কাঁধ তাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। তারা যেভাবে ইচ্ছা আমাদের হত্যা করছিলো, যেভাবে ইচ্ছা আমাদের বন্দী করছিলো। খোদার কসম, এসব সত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদের দোষ দেই না। প্রকৃতপক্ষে এমন সব লোকদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হয়েছিলো, যারা আকাশ যমিনের মাঝামাঝি চিরল ঘোড়ায় সওয়ার ছিলো। খোদার কসম, তারা কোন কিছু ছাড়ছিলো না এবং কোন জিনিস তাদের মোকাবেলায় টিকতেও পারছিলো না।

আবু রাফে বলেন, আমি নিজ হাতে তাঁবুর কিনারা তুললাম। এরপর বললাম, খোদার কসম, তারা ছিলেন ফেরেশতা। একথা শুনে আবু লাহাব আমার মুখে সজোরে চড় দিলো। আমি তার সাথে লেগে গেলাম। সে আমাকে তুলে আচাড় দিলো। এরপর আমাকে প্রহার করতে লাগলো। আমি ছিলাম দুর্বল। ইতিমধ্যে উশুল ফয়ল উঠে তাঁবুর একট কঞ্চি দিয়ে আবু লাহাবকে প্রহার করতে লাগলেন। আবু লাহাব আঘাত পেলো। উশুল ফয়ল তাকে প্রহার করতে করতে বলছিলেন, ওর কোন মালিক নেই, এজন্যে ওকে দুর্বল মনে করছো? আবু লাহাব অপমানিত হয়ে উঠে চলে গেলো। এই ঘটনার মাঝে সাতদিন পর আবু লাহাব প্রেগে আক্রান্ত হয়ে সে রোগেই প্রাণ ত্যাগ করলো। প্রেগের গুটিকে আরবে খুব অপয়া মনে করা হতো। মৃত্যুর পর তিনদিন পর্যন্ত আবু লাহাবের লাশ পড়ে রইলো। তার সন্তানরাও কাছে গেলো না। কেউ তার দাফনের ব্যবস্থা করেনি। তার সন্তানরা তিনদিন পর ভেবে দেখলো যে, এভাবে লাশ ফেলে রাখলে অন্য লোকেরা তাদের নিন্দা সমালোচনা করবে। তখন তারা একটি গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে কাঠের মাধ্যমে ধাক্কা দিয়ে লাশ ফেলে দিলো। তারপর দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলো।

মকায় বদর যুদ্ধের প্রার্জনের খবর পৌছার পরে কোরায়শদের মেজায খারাপ হয়ে গেলো। মৃতদের স্মরণে তারা কোন শোক প্রকাশমূলক কোনো অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেনি। তারা ভেবেছিলো যে, এতে করে মুসলমানরা সমালোচনা করবে। আর মুসলমানদের কোন প্রকার সমালোচনার সুযোগ দিতে তারা রায় নয়।

একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। বদরের যুদ্ধে আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোতালেবের তিন পুত্র নিহত হয়েছিলো। এ কারণে পুত্রদের স্মরণে সে কান্নাকাটি করতে চাচ্ছিলো। আসওয়াদ ছিলো অঙ্গ। একরাতে সে একজন বিলাপকারিনী মহিলার কান্নার আওয়ায শুনলো। এই আওয়ায শুনে আসওয়াদ দ্রুত নিজের ক্রীতদাসকে সেই মহিলার কাছে খবর আনতে পাঠালো যে, শোক প্রকাশের অনুমতি পাওয়া গেছে কিনা জেনে এসো। কোরায়শরা কি তাদের নিহতদের স্মরণে কান্নাকাটি করছে? তাহলে আমি আমার তিন পুত্রের মধ্যে অস্তত আবু হাকিমার জন্যে একটু কাঁদতাম। কেননা আমার বুক জুলে যাচ্ছে। ক্রীতদাস ফিরে এসে বললো, সে তার হারিয়ে যাওয়া উটের শোকে বিলাপ করছে। আসওয়াদ একথা শুনে আত্মসমরণ করতে পারলো না। নীচে উল্লিখিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো।

সে মহিলা কাঁদছে হায় উট হারালো তাই, উটের শোকে তার বুঝি চোখে ঘুম নাই।

উটের জন্যে কাঁদিসনে যদিও তা হারিয়েছে, বদরের কথা ভেবে কাঁদ, ওরে কপাল পুড়েছে।

হাসীস, মাখতুম আর আবু ওলিদ ছিলো গোত্রের প্রাণ, আকীলের জন্যে হারেসের জন্যে ফেলো চোখের নীর

ওরা ছিলো ব্যাষ্টের ব্যাষ্ট ওরা ছিলো বীর।

সবার নাম নিওনা তবু কাঁদো ওদের তরে, কেউ হাকিমা হায় আমি বোঝাই কেমন করে

আবু হাকিমার শোক কোনভাবেই সমকক্ষ তার, অজ্ঞাত লোক বদরের কারণে আজ হলো সর্দার।

মদীনায় বিজয়ের সুসংবাদ

মুসলমানদের বিজয় পরিপূর্ণ হওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের তাড়াতাড়ি সুসংবাদ দেয়ার জন্যে দৃত পাঠালেন। মদীনা দু'টি এলাকায় খবর দেয়ার জন্যে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহ এবং হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে প্রেরণ করা হলো।

এর আগে ইহুদী এবং মোনোফেকরা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মদীনায় চাক্ষল্য সৃষ্টি করে রেখেছিলো। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হওয়ার খবর পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছিলো। হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাসাওয়া নামক উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে দেখে একজন মোনাফেক বলেই ফেলল যে, সত্যি সত্যি মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। ওই দেখো তার উটনী। আমরা এ উটনী চিনি। ওই দেখো যায়েদ ইবনে হারেস। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যে, কি বলবে ভেবে পাছে না। উভয় দৃত পৌছার পর মুসলমানরা তাদের ঘিরে ধরে এবং বিস্তারিত বিবরণ শুনতে লাগলেন। সব শোনার পর বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুসলমানরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। ‘নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর’ ধ্বনিতে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। যে সকল মুসলমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর প্রাত্তরে যাননি তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বদরের পথে বেরিয়ে পড়লেন।

হ্যরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, হ্যরত ওসমান (রা.)-এর সহধর্মীনী নবী নব্দিনী হ্যরত রোকাইয়া (রা.)-কে দাফন করে যখন আমরা কবরের উপরের মাটি সমান করে দিচ্ছিলাম, সেই সময় আমাদের কাছে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের খবর এসে পৌছলো। হ্যরত রোকাইয়া (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তাঁর দেখাশোনার জন্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত ওসমান (রা.)-এর সঙ্গে আমাকেও মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।

গনীমত (যুদ্ধকল্প সম্পদ) প্রসঙ্গ

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন বদর প্রাত্তরে অবস্থান করলেন। মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার আগেই গনীমতের মাল প্রসঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। এ বিষয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, যার কাছে যা কিছু আছে, সবই যেন তাঁর সামনে নিয়ে আসা হয়। সাহাবারা তাই করলেন। এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওইর মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন।

হ্যরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনা থেকে বেরিয়ে বদরে পৌছলাম। লোকদের সাথে যুদ্ধ হলো এবং আল্লাহ তায়ালা শক্রদের পরাজিত করলেন। এরপর একদল লোক কাফেরদের ধাওয়া করতে লাগলেন, কাউকে প্রেফতার এবং কাউকে হত্যা করছিলেন। একদল লোক গনীমতের মাল জমা করতে শুরু

করলেন, আর একদল লোক সর্বক্ষণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—কে ঘেরাও দিয়ে রাখছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন, শক্ররা ধোকা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে পারে। রাত্রিকালে গনীমতের মাল সংগ্রাহকরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, আমি এই পরিমাণ সংগ্রহ করেছি, এগুলো সব আমার, আমি এর ভাগ অন্য কাউকে দেবো না। শক্রদের ধাওয়াকারীরা বললেন, আমরা এই সব মালামাল থেকে শক্রদের তাড়িয়ে দিয়েছি; কাজেই এসব আমাদের। যে সকল সাহাবী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা বললেন, আমরা আশক্ত করছিলাম যে, শক্ররা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমনোযোগী মনে করে কষ্ট না দেয়। এ কারণে আমরা তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। এ ধরনের মতবিরোধ দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, ‘লোকে আপনাকে যুদ্ধলক্ষ সম্পদ সংবন্ধে জিজ্ঞাসা করে।’ বলুন, ‘যুদ্ধলক্ষ সম্পদ আল্লাহ তায়ালা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। সুতৰাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মোমেন হও।’ (সূরা আনফাল, আয়াত ১)

আল্লাহর রসূল এরপর সেই যুদ্ধলক্ষ সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ১২

মদীনার পথে মুসলিম বাহিনী

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনদিন বদর প্রান্তরে কাটানোর পর চতুর্থ দিন মদীনার পথে যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে মক্কার কোরায়শ বন্দীরাও ছিলো গনীমতের মালও ছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাবকে এসবের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ছাফরা প্রান্তর অতিক্রমের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারবে এবং নাজিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় একটি টিলায় অবস্থান করেন। সেখানেই যুদ্ধলক্ষ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকি সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেয়া হয়। ছাফরা প্রান্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়র ইবনে হারেসকে হত্যার নির্দেশ দেন। বদরের যুদ্ধে এই লোকটি কোরায়শদের পতাকা বহন করছিলো এবং সে অপরাধীদের অন্যতম। ইসলামের শক্রতায় অঞ্চলী ভূমিকা পালনকারীদের অন্যতম ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে হযরত আলী (রা.) নয়র ইবনে হারেসকে হত্যা করেন।

এরপর তাঁরা উবকুজ জাবিয়া পৌছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ওকবা ইবনে আবু মুঈতের হত্যার নির্দেশ দেন। সে ইসলামের শক্রতায় অঞ্চলী ছিলো, এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এই লোকটিই আল্লাহর রসূলের নামায আদায়রত অবস্থায় তাঁর কাঁধে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলো এবং গলায় চাদর জড়িয়ে আল্লাহর রসূলকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হঠাৎ উপস্থিত হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দুর্ব্বলতের কবল থেকে উদ্ধার করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুর্ব্বলতকে হত্যার নির্দেশ দিলে সে বললো, ওহে মোহাম্মদ, সন্তানদের জন্যে কে আছে? তিনি বললেন, আগুন। ১৩

পরে হযরত আসেম ইবনে ছাবেত আনসারী (রা.) অথবা হযরত আলী (রা.) ওকবার শিরশেহু করেন।

১২. মোসনাদে আহমদ, ৫ম খন্দ, পৃ. ৩২৩, ৩২৪, হাকেম ২য় খন্দ, পৃ. ৩২৬

১৩. সুনানে আবু দাউদ, সরহে আওনুল মাবুদ, ৩য় খন্দ পৃ. ১২

যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই দুর্ব্বিতকে হত্যা করা ছিলো জরুরী। কেননা এরা শুধু ছিলো যুদ্ধপরাধী।

অভ্যর্থনাকারী প্রতিনিধিদল

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়াহ নামক জায়গায় পৌছুলে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে আসা মুসলমানদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। এরা দৃতদের মুখে মুসলমানদের বিজয় সংবাদ শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিনন্দন এবং অভ্যর্থনা জানাতে মদীনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা মোবারকবাদ জানালে হ্যরত সালমা ইবনে সালমা (রা.) বলেন, আপনারা আমাদের কিসের মোবারকবাদ জানাতে এসেছেন, আমাদের তো মোকাবেলা হয়েছে মাথা নুয়ে পড়া বৃন্দের সাথে যারা ছিলো উটের মতো। একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে বললেন, ভাতিজা, এসব লোকইতো ছিলো কওমের নেতা।

এরপর উসায়েদ ইবনে খোয়ায়ের (রা.) আরয় করলেন, হে আল্লাহর রসূল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আপনাকে কামিয়াবী দান করেছেন এবং আপনার চক্ষু শীতল করেছেন। আল্লাহর শপথ, আমি জানতাম না যে, শক্রদের সাথে আপনার মোকাবেলা হবে, আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি একটি কাফেলার সঙ্গানে বেরিয়েছেন। যদি জানতাম যে, শক্রদের সাথে মোকাবেলা হবে, তবে কিছুতেই পেছনে থাকতাম না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। শহরের আশে পাশের সকল শক্ররা প্রভাবিত হয়ে পড়লো। মুসলমানদের জয়লাভের প্রেক্ষিতে মদীনায় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। সেই সময়ই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীরাও লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার একদিন পর যুদ্ধবন্দীরা এসে পৌছুলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সাহাবাদেরকে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের ফলে সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা খেজুর খেয়ে থাকতেন, কিন্তু কয়েদীদের রূটি খেতে দিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মদীনায় খেজুরের চেয়ে রূটির মূল্য ও গুরুত্ব ছিলো অধিক।

যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌছার পর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ওরাতো চাচাতো ভাই এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন। আমার মতে আপনি ওদের কাছ থেকে ফিদিয়া অর্থাৎ মুক্তিপণ নিয়ে ওদের ছেড়ে দিন। এতে করে যা কিছু নেয়া হবে, সেসব কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি হিসাবে কাজে আসবে। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদয়াত দেবেন এবং তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত ওমর ইবনে খাতাবের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি হ্যরত আবু বকরের মতের ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি মনে করি যে, আপনি আমার আত্মীয় অমুককে আমার হাতে তুলে দিন, আমি তার শিরশেদ করবো। একইভাবে আকীল ইবনে আবু তালেবকে হ্যরত আলীর হাতে তুলে দিন, আলী তার শিরশেদ করবেন। একইভাবে হামিয়ার ভাই অমুককে হামিয়ার হাতে তুলে দিন, হামিয়া তার শিরশেদ করবেন। এতে আল্লাহ তায়ালা বুঝতে পারবেন যে, কাফেরদের জন্যে আমাদের মনে সমবেদন নেই। এ সকল যুদ্ধবন্দী হচ্ছে কাফেরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲେନ, ରସୂଲ ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଉଭୟେର କଥା ଶୋନାର ପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରେନ, ଆମାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରେନି । ଫଳେ କଯେଦୀଦେର କାହିଁ ଥିଲେ ଫିଦିଯା ଗ୍ରହଣ କରାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଗୃହିତ ହଲେ । ପରଦିନ ଖୁବ୍ ସକାଳେ ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର କାହେ ଗିଯେ ଦେଖି, ତିନି ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ଉଭୟେ କାନ୍ଦଛେନ । ଆମି ବଲଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ଆପନାରା କେନ କାନ୍ଦଛେନ, ଆମାକେ ବଲୁନ । ସଦି କାନ୍ନାର କାରଣ ଘଟେ ଥାକେ, ତବେ ଆମିଓ କାନ୍ଦବୋ । ସଦି କାରଣ ନା ଘଟେ, ତବେ ଆପନାଦେର କାନ୍ନାର କାରଣେ ଆମିଓ କାନ୍ଦବୋ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେନ, ଫିଦିଯା ଦେୟାର ଶର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାର କାରଣେ ତୋମାର ସଙ୍ଗୀଦେର ଓପର ଯେ ଜିନିସ ପେଶ କରା ହେଁଛେ, ସେଇ କାରଣେ କାନ୍ଦଛି । ଏକଥା ବଲେ ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ୍ ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟି ଗାହେର ପ୍ରତି ଇଶାରା କରେ ବଲେନ, ଆମାର କାହେ ଓଦେର ଆୟାବ ଏହି ଗାହେର ଚେଯେ ନିକଟତ କରେ ପେଶ କରା ହେଁଛେ ।¹⁸ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଏହି ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେଛେନ, ଦେଶେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ଶକ୍ରକେ ପରାଭୂତ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ରାଖା କୋନ ନବୀର ଜନ୍ୟେ ସମ୍ମତ ନଥ । ‘ତୋମରା କମନା କର ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଚାନ ପରକାଳେର କଳ୍ୟାଣ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ । ଆଲ୍ଲାହର ପୂର୍ବ ବିଧାନ ନା ଥାକଲେ ତୋମରା ଯା ଗ୍ରହଣ କରେଛୋ, ମେ ଜନ୍ୟେ ତୋମାଦେର ଉପର ମହାଶାନ୍ତି ଆପତିତ ହତୋ ।’ (ସୁରା ଆନଫାଲ, ଆୟାତ ୭୬-୬୮)

ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଉପରୋକ୍ତ ଆୟାତେ ପୂର୍ବ ବିଧାନେର ଯେ ଉପ୍ରେକ୍ଷ କରେଛେନ, ସେଟା ହଚେ ସୁରା ମୋହାମ୍ଦଦେର ଚତୁର୍ଥ ଆୟାତେର ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ତାତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ଅତପର ହୟ ଅନୁକମ୍ପା ନା ହୟ ମୁକ୍ତିପଣ ।’

ଏହି ଆୟାତେ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଦେର କାହିଁ ଥିଲେ ଫିଦିଯା ନେୟାର ଅନୁମତି ଥାକାଯ ବନ୍ଦୀଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଫିଦିଯାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଦେୟାଯ ସାହାବାୟେ କେରାମକେ ଆୟାବ ଦେୟା ହେଁନି, ବରଂ ଧମକ ଦେୟା ହେଁଛେ । ଧମକ ଓ ଆବାର ଏ କାରଣେ ଦେୟା ହେଁଛେ ଯେ, ତାରା କାଫେରଦେର ଭାଲୋଭାବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ନା କରେଇ ବନ୍ଦୀ କରେଛେ । ଏ କାରଣେ ଧମକ ଦେୟା ହେଁଛେ ଯେ ତାରା ଏମନ ସବ କାଫେର ଥିଲେ ଫିଦିଯା ବା ମୁକ୍ତିପଣ ନେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଛେନ, ଯାରା ଶୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଇ ଛିଲୋ ନା ବରଂ ଶୁଦ୍ଧତ ଅପରାଧୀଓ ଛିଲୋ । ଆଧୁନିକ ଆଇନ ଓ ତାଦେର ବିରଳକ୍ରେ ମାମଲା ଦାୟେର ନା କରେ ଛାଡ଼େ ନା ।) ଏ ଧରନେର ଅପରାଧୀଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଦାୟେରକୃତ ମାମଲାର ଶାନ୍ତି ହ୍ୟତୋ ମୃତ୍ୟୁଦଙ୍ଡ ଅଥବା ଯାବଜ୍ଜୀବନ କାରାଦଙ୍ଡ ।

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-ଏର ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରା ହେଁଛେ । କାରଣେ ମୋଶରେକଦେର କାହିଁ ଥିଲେ ଫିଦିଯା ନେୟା ହେଁଛେ । ଫିଦିଯାର ପରିମାଣ ଛିଲୋ ଏକ ହାଜାର ଦିରହାମ ତିନ ହାଜାର ଏବଂ ଚାର ହାଜାର ଦିରହାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ମଙ୍କାବାସୀରା ଲେଖାପଡ଼ା ଜାନତୋ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମଦୀନାବାସୀରା ପଡ଼ାଲେଖାର ସାଥେ ତେମନି ପରିଚିତ ଛିଲୋ ନା । ଏ କାରଣେ ଏକପ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରାଖା ହେଁଛିଲୋ ଯେ, ଯାଦେର ମୁକ୍ତିପଣ ପ୍ରଦାନେର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ, ତାରା ମଦୀନାଯ ଦଶଟି କରେ ଶିଶୁକେ ଲେଖାପଡ଼ା ଶେଖାବେ । ଶିଶୁରା ଭାଲୋଭାବେ ଲେଖାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କରିଲେ ଶିକ୍ଷକ କଯେଦୀଦେର ଜନ୍ୟେ ସେଟାଇ ହବେ ମୁକ୍ତିପଣ ।

ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତାର ଜାମାତା ଆବୁଲ ଆସକେ ଏହି ଶର୍ତ୍ତେର ଉପର ଛେତ୍ରେ ଦିଯେଛିଲେନ ଯେ, ତିନି ନବୀ ନଦିନୀ ହ୍ୟରତ ଯନ୍ମନବ (ରା.)-ଏର ପଥେ ବାଧା ହ୍ୟେ ଦାୟାବେନ ନା ।

এর কারণ ছিলো যে, হ্যরত যয়নব আবুল আস এর ফিদিয়া হিসাবে কিছু সম্পদ পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি হারও ছিলো। হারটির মালিকানা ছিলো প্রকৃতপক্ষে হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর। হ্যরত যয়নব (রা.)-কে আবুল আস-এর ঘরে পাঠানোর বিদায়কালীন সময়ে তিনি আপন কন্যাকে উপহার স্বরূপ সেটি দিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখামাত্র তাঁর দুইচোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, আবেগে কষ্টস্বর রূপ হয়ে আসে। তিনি আবুল আসকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সাহাবাদের মতামত চান। সাহাবারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই প্রস্তাব সশ্রদ্ধভাবে অনুমোদন করেন। অতপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জামাত আবুল আসকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, আস হ্যরত যয়নব (রা.)-কে মুক্তি দেবেন। মুক্তি পেয়ে যয়নব (রা.) হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত যায়েন ইবনে হারেসা এবং অন্য একজন আনসারী সাহাবীকে মক্কায় প্রেরণ করেন। তাদের বলা হয় যে, তোমরা মক্কার উপকর্ত অথবা জায নামক জায়গায় থাকবে। হ্যরত যয়নব (রা.) তোমাদের কাছে দিয়ে যখন যেতে থাকবেন, তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। এই দুইজন সাহাবী মক্কায় গিয়ে হ্যরত যয়নব (রা.)-কে মদীনায় নিয়ে আসেন। হ্যরত যয়নব (রা.)-এর হিজরতের ঘটনা অনেক দীর্ঘ এবং মর্মস্পর্শী।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সোহায়েল ইবনে আমরও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান বক্তা। হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, সোহায়েল ইবনে আমরের সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা করুন, এতে তার কথা মুখে জড়িয়ে যাবে। এতে সে সুবক্তা হিসাবে আপনার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। কেননা মানুষের অঙ্গহানি করা ইসলামী পরিভাষায় ‘মোছলা’ করার শর্মিল। কেয়ামতের কঠিন দিনে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হ্যরত সাদ ইবনে নোমান (রা.) ওমরাহ পালনের জন্যে বেরিয়েছিলেন। এ সময় আবু সুফিয়ান তাকে ছেফতার করে। আবু সুফিয়ানের পুত্র আমর যুদ্ধবন্দী ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরকে আবু সুফিয়ানের হাতে ন্যস্ত করায় বিনিময়ে তিনি হ্যরত সাদকে মুক্তি দিলেন।

পবিত্র কেৱলআনের পর্যালোচনা

আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাস নামিল করেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি হচ্ছে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। দুনিয়ার অন্যান্য বাদশাহ, সেনানায়ক বা অন্য যে কারো মূল্যায়নের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাচ্ছে। ১৫

আল্লাহ রবুল আলামীন সর্বপ্রথম মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি আলোকপাত করেন। এই সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা তাদের মধ্যে ছিলো, যা যুদ্ধশেষে অনেকটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন এজন্যে যে, মুসলমানদের তা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এতে করে তারা ঈমানের পূর্ণতা লাভে সক্ষম হবে।

অতপর এই যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এবং গায়েবী সাহায্য সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, মুসলমানরা যেন নিজেদের বীরত্ব ও বাহাদুরির ধোকায় না পড়ে। কেননা এর ফলে তাদের মনে অহংকার দেখা দেবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চান যে, মুসলমানদের মধ্যে

আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরতা এবং রসূলের প্রতি আনুগত্যের গুণই যেন দেখা দেয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে নিয়ে এ ভয়াবহ ও রক্তাঞ্জ অভিযানের পথে পা রেখেছিলেন, এরপর সে বিষয়ে অপরিহার্য চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর মোশরেক, মোনাফেক, ইহুদী ও যুদ্ধবন্দীদের উদ্দেশ্যে এমন উচ্চাসের উপদেশ দেয়া হয়েছে যাতে করে, তারা সত্যের সামনে মাথা নত করে সত্যের অনুসারীতেই পরিণত হয়।

এরপর যুদ্ধলক্ষ সম্পদ সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা ব্যাখ্যা করা হয়।

যুদ্ধ ও সন্ধির বিধানও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকার করার উপায় নেই। এই ব্যাখ্যা ও নীতিমালা এ কারণেই দেয়া হয়েছে যাতে, মুসলমানরা ইসলাম পূর্ব যুদ্ধ এবং ইসলাম পরবর্তীকালের যুদ্ধের পার্থক্য করতে পারে। এছাড়া নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যেন তারা উচ্চতর মর্যাদা লাভেও সক্ষম হয়। বিশ্ববাসী যেন এর মাধ্যমে জানতে পারে যে, ইসলাম শুধু একটি আদর্শ মাত্র নয়, বরং ইসলাম যে নীতিমালা ও বিধি বিধানের দাওয়াত দেয়, সেই অনুযায়ী অনুসারীদের বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে।

এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের নীতিমালা সম্পর্কে কয়েকটি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মুসলমান এবং এর বাইরের সীমারেখার মুসলমানদের মধ্যকার পার্থক্য বোঝা যায়।

আরো ঘটনা

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রোয়া এবং সদকাতুল ফেতের ফরয করা হয়। যাকাতের পরিমাণ অর্থাৎ নেছাবও এই সময়ে নির্ধারণ করা হয়। মোহাজেরদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিলেন খুবই গরীব। তাদের কৃটি রঞ্জির সমস্যা ছিলো প্রকট। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে বিভিন্ন স্থানে ছুটোছুটি করা তাদের জন্যে ছিলো কষ্টকর। সদকায়ে ফেতের এবং যাকাত সম্পর্কিত বিধান তাদেরকে অন্ন-বন্ধের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

মুসলমানরা প্রথমবারের মতো ঈদ উদযাপন করেছিলো দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে। বদরের যুদ্ধের সুস্পষ্ট বিজয়ের পর এই ঈদ উদযাপিত হয়েছিলো। মুসলমানদের মাথায় বিজয় ও সম্মানের মুকুট রাখার পর আল্লাহ রক্বুল আলামীন তাদেরকে এই ঈদ উদযাপনের সুযোগ দেন। ঈদ মুসলমানদের জন্যে অসামান্য সম্মান ও সৌভাগ্য বয়ে এনেছিলো। সেই ঈদের নামায আদায়ের দৃশ্য ছিলো খুবই মনোযুক্তকর। আল্লাহর হামদ, তাকবীর, তাসবীহ ও তাওহীদের ঘোষণা উচ্চস্থরে করতে করতে মুসলমানরা ময়দানে বেরিয়ে আসেন। সেই সময় মুসলমানদের মন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত এবং সাহায্যের কারণে পরিপূর্ণ ছিলো।

তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি আরো বেশী পরিমাণে লাভ করার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তাদের মাথা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ছিলো অবনত। আল্লাহ রক্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে সেই নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘স্বরণ করো, যখন তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক। পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদের আকস্মিকভাবে ধরে নিয়ে যাবে। অতপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন যাতে, তোমরা কৃতজ্ঞ হও।’ (সূরা আনফাল, আয়াত ২৬)

বদর যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক তৎপরতা

বদরের যুদ্ধ ছিলো মুসলমান এবং মোশারেকদের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র এবং সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষ। এতে মুসলমানরা 'ফতহে মুবিন' অর্থাৎ সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। সমগ্র আরব জাহান এই বিজয় প্রত্যক্ষ করেছে। এই যুদ্ধের ফলাফলে ওরাই মানসিক কষ্টে জর্জরিত ছিলো, যারা এই যুদ্ধের পরাজয়ের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা ছিলো মোশারেক। ছাড়া অন্য একটি দল ছিলো, যারা মুসলমানদের বিজয় এবং উচ্চমর্যাদা অর্জনকে তাদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্যে আশক্ষার বিষয় বলে মনে করতো। এরা ছিলো ইহুদী। মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করলে এই দু'দল অর্থাৎ মোশারেক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধে আক্রোশে ফেটে পড়ছিলো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অবশ্য মোমেনদের প্রতি শক্রতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মোশারেকদেরই তুমি সর্বাধিক উৎ দেখবে।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ৮২)

কিন্তু মদীনার কিছু লোক এই উভয় দলের হিতাকাঞ্চী ছিলো। তাই তারা যখন লক্ষ্য করলো যে, নিজেদের সম্মান বজায় রাখার অন্য কোন পথ খোলা নেই, তখন তারা লোক দেখানো ইসলামে প্রবেশ করলো। এরা ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাঁর বন্ধু-বাঙ্কুব। এরা মুসলমানদের প্রতি ইহুদী ও মোশারেকদের চেয়ে কম ক্রোধাত্মিত ছিলো না।

এরা ছাড়া চতুর্থ একটি দলও ছিলো। তারা হলো আরব বেদুইন, তারা মদীনার আশে পাশে বসবাস করতো। ইসলাম বা কুরুরী কোনটির প্রতি তাদের মনের কোন টান ছিলো না। এরা ছিলো লুটেরা ও ভাকাত। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যে এরাও মনে কষ্ট পেয়েছিলো। তারা আশক্ষা করছিলো যে, মদীনায় একটি শক্তিশালী সরকার কায়েম হলে তাদের লুটতরাজের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে তাদের মনেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জেগে উঠলো এবং হয়ে পড়লো মুসলমানদের দুশ্মন।

ভাবে করে মুসলমানরা চৌতুর্মুখী সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়লো। তবে মুসলমানদের ব্যাপারে এই চারটি দলের প্রত্যেকেরই কর্মপদ্ধতি ছিলো পৃথক। প্রত্যেকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্ররুণের ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করছিলো। তারা ভাবছিলো যে, এতেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

মদীনায় একদল শক্র ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করলো। মুখে ইসলামের কথা বললেও আড়ালে অন্তরালে তারা ষড়যন্ত্র, কুটিলতা এবং পারম্পরিক ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টির পথ অবলম্বন করলো। ইহুদীদের একটি দল ইসলামের প্রতি তাদের শক্রতা ও ক্রোধ খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলো। এদিকে মঙ্কাবাসীরা কোমর ভাঙ্গা মারের প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি দিতে লাগলো। তারা খোলাখুলি প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকির পাশাপাশি যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করলো। তারা যেন মুসলমানদের বলছিলো, 'পেতে হবে এমন দিন, যেই দিন হবে সমুজ্জল, শুনতে পাবো বিলাপধনি দেখবো চোখের জল।'

এক বছর পরে মক্কার কোরায়শরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে মদীনা অভিযুক্ত রওয়ানা হলো।

ইসলামের ইতিহাসে এই অভিযান ওহদের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ মুসলমানদের খ্যাতি ও গৌরবের ওপর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এ সকল আশঙ্কার মোকাবেলায় মুসলমানরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলোর দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া একথাও বোঝা যায় যে, মদীনার নেতৃত্ব চারিদিকের বিপদ সম্পর্কে সদা জগ্নত ও সতর্ক ছিলো। এমনকি শক্রদের মোকাবেলায় একাধিক পরিকল্পনাও করা হয়েছিলো। এখানে আমরা সংক্ষেপে সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

এক. বনু সালিমের সাথে যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধের পর মদীনার তথ্য বিভাগ সর্বপ্রথম খবর পায় যে, গাতফান গোত্রের শাখা বনু সুলাইমের লোকেরা মদীনায় হামলা করতে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এই খবর পাওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইশত মোজাহেদ সমেত আকশ্মিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের মন্দিল কুদার নামক জায়গায় গিয়ে পৌছান।

বনু সুলাইম গোত্র এ ধরনের আকশ্মিক হামলার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পলায়ন করলো। যাওয়ার সময় পাঁচশত উট রেখে গেলো। মুসলমানরা সেইসব উট অধিকার করে নিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই উটের চার পঞ্চাংশ ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেকে দু'টি করে উট পেলেন। এই অভিযানে ইয়াসার নামে একজন ক্রীতদাসও মুসলমানদের হাতে আসে। একে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বনু সালিমদের এলাকায় তিনিদিন অবস্থানের পর মদীনায় ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার মাত্র ৬ দিন পর এই ঘটনা ঘটে। এই অভিযানের সময় সাবা ইবনে আরফাতা, মতান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

দুই) রসূল (স.)-কে হত্যার ঘড়্যবন্ধ

আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার ঘড়্যবন্ধে একবার ব্যর্থ এবং পরবর্তী কালে বদরের যুদ্ধেও পরাজিত হয়ে মোশরেকরা ক্রোধে আগুন হয়ে উঠেছিলো। সমগ্র মক্কা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে উৎপন্ন হয়ে উঠেছিলো। অবশেষে দুই নরাধম যুবক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, সকল প্রেরণার উৎস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই শেষ করে দেবে।

বদরের যুদ্ধের কয়েকদিন পরের কথা। ওমায়ের ইবনে ওয়াহাব জুমহি নামে এক কোরায়শ দুর্ভুক্তকারী ছিলো। এই দুর্ভুত মক্কায় আল্লাহর রসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। তার পুত্র ওয়াহাব ইবনে ওমায়ের বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। এই ওমায়ের একদিন কাবার হাতীমে বসে সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে আলাপ করছিলো। বদরের যুদ্ধে নিহতদের লাশ বদরের একটি নোংরা কুয়োয় নিষ্কেপ করার দৃঢ়জনক ঘটনা সম্পর্কে তারা আলোচনা করছিলো। সফওয়ান বললো, খোদার কসম, ওদের অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন স্বাদ নেই। জবাবে ওমায়ের বললো, খোদার কসম, তুমি সত্য কথাই বলেছো। দেখো, আমি যদি ঝণ্টাস্ত না হতাম এবং আমার পরিবার পরিজনের চিন্তা না থাকতো, তাহলে আমি মদীনায় গিয়ে মোহাম্মদকে শেষ করে দিতাম। কিন্তু আমি পরিশোধেরও সামর্থ নেই, পরিবার পরিজনও আমার অবর্তমানে

১. প্রকৃতপক্ষে কুদার হলো ধূসর রঙের একটি পাখী। কিন্তু এখানে বনু সালিম গোত্রের একটি আবাসস্থল বোঝানো হয়েছে। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে মহাসড়কে এটি অবস্থিত।

ବିପର୍ଯ୍ୟେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବେ । ଆର ଅଜ୍ଞାହତ ରଯେଛେ ଏକଟା । ଆମାର ସତାନ ଓଦେର ହାତେ ବନ୍ଦି ।

ସଫଓୟାନ ସବ କଥା ଶୁଣେ ମନେ ମନେ ଭାବଲୋ, ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ । ଓମାୟେରକେ ବଲଲୋ, ଶୋନୋ, ତୋମାର ଝଣ ପରିଶୋଧରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମାର, ତୋମାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ତା ପରିଶୋଧ କରବୋ । ଆର ତୋମାର ପରିବାରକେ ଆମି ନିଜେର ପରିବାରେ ମତୋ ଦେଖବୋ, ଆଜୀବନ ତାଦେର ଦେଖାଶୋନା ଆମି କରବୋ, ଆମାର କାହେ କୋନ ଜିନିସ ଥାକା ଅବଶ୍ୟ ତାରା ପାବେ ନା — ଏମନ କଥନୋ ହବେ ନା ।

ଓମାୟେର ବଲଲୋ, ଠିକ ଆଛେ । ତବେ ଆମାଦେର ଏକଥା ଯେଣ ଗୋପନ ଥାକେ । ସଫଓୟାନ ବଲଲୋ, ହାଁ, ଗୋପନଇ ଥାକବେ ।

ଏରପର ଓମାୟେର ତାର ତରବାରି ଧାରାଲୋ କରେ ତାତେ ବିଷ ମେଶାଲୋ । ମଦୀନାର ଦିକେ ରଙ୍ଗାନା ହୟେ ଏକ ସମୟ ସେ ମଦୀନାଯ ପୌଛାଲୋ । ମସଜିଦେ ନବବୀର ସାମନେ ସେ ତାର ଉଟ ବସାଇଲୋ, ଏମନ ସମୟ ହୟରତ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବେର ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଓପର ପଡ଼ିଲୋ । ତିନି ମୁସଲମାନଦେର ସମାବେଶେ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେର ମାଧ୍ୟମେ ଆଜ୍ଞାହ ତାୟାଳା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରାଇଲେନ । ଓମାୟେରକେ ଦେଖା ମାତ୍ର ତିନି ବଲଲେନ, ଏଇ ନରାଧିମ ଆଜ୍ଞାହର ଦୁଶମନ, ନିଶ୍ୟଇ ତୁମି କୋନ ଖାରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଏସେଛୋ ।

ହୟରତ ଓମର (ରା.) ଏରପର ଆଜ୍ଞାହର ରସୂଲେର ସାମନେ ଗିଯେ ବଲଲେନ, ହେ ଆଜ୍ଞାହର ରସୂଲ, ଆଜ୍ଞାହର ଦୁଶମନ ଓମାୟେର ତରବାରି ଝୁଲିଯେ ଏସେଛେ । ରସୂଲ ସାଜ୍ଞାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଜ୍ଞାମ ବଲଲେନ, ଓକେ ଆମାର କାହେ ନିଯେ ଏସୋ । ଓମାୟେର ଏଲେ ହୟରତ ଓମର (ରା.) ତାର ତଲୋଯାର ତାରଇ ଗଲାର କାହେ ଚେପେ ଧରଲେନ । କରେକଜନ ଆନସାରକେ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଆଜ୍ଞାହର ରସୂଲେର କାହେ ଭେତରେ ଯାଓ, ମେଥାନେ ବସେ ଥାକୋ । ପ୍ରିୟନବୀ ସାଜ୍ଞାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଜ୍ଞାମେର ବିରଳକୁ ଏଇ ଖବିସେର ତୃତୀୟତା ସମ୍ପର୍କେ ସଜାଗ ଥାକବେ । କେନନା ଏକେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯାଯେ ନା । ଏରପର ହୟରତ ଓମର (ରା.) ଓମାୟେରକେ ମସଜିଦେର ଭେତରେ ନିଯେ ଯାନ । ହୟରତ ଓମର (ରା.) ଓମାଇରକେ ଯେତାବେ ଆଁକଢେ ଧରେଇଲେନ ସେଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ରସୂଲ ସାଜ୍ଞାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଜ୍ଞାମ ବଲଲେନ, ଓକେ ଛେଡେ ଦାଓ ଓମର । ଓମାୟେରକେ ବଲଲେନ, ତୁମି କାହେ ଏସୋ । ଓମାୟେର ଆଜ୍ଞାହର ରସୂଲେର କାହେ ଏସେ ବଲଲୋ, ଆପନାଦେର ସକଳ ଶୁଣ ହୋକ । ରସୂଲ ସାଜ୍ଞାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଜ୍ଞାମ ବଲଲେନ, ଆଜ୍ଞାହ ତାୟାଳା ଆମାଦେରକେ ଏମନ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଇଛେ, ଯା ତୋମାଦେର କଥା ଥେକେ ଉତ୍ତମ । ଏଟି ହଚ୍ଛେ ଆସ୍‌ସାଲାମୁ ଆଲାଇକୁମ । ଏଟି ବେହେତୀଦେର ସମ୍ବୋଧନ ।

ଏରପର ରସୂଲ ସାଜ୍ଞାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଜ୍ଞାମ ବଲଲେନ, ହେ ଓମାୟେର ତୁମି କେନ ଏସେଛୁ ସେ ବଲଲୋ, ଆପନାଦେର କାହେ ଯେ ବନ୍ଦୀ ରଯେଛେ ସେ ବ୍ୟାପାରେ ଏସେଛି । ଆପନରା ଆମାର ବନ୍ଦୀର ବ୍ୟାପାରେ ଅନୁଥିତ କରନ୍ତୁ ।

ରସୂଲ ସାଜ୍ଞାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଜ୍ଞାମ ବଲଲେନ, ସତି କରେ ବଲୋ ଯେ କେନ ଏସେଛୁ ସେ ବଲଲୋ, ବଲଲାମ ତୋ, ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନାର ଜନ୍ୟେ ଏସେଛି । ରସୂଲଜ୍ଞାହ ସାଜ୍ଞାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଜ୍ଞାମ ବଲଲେନ, ନା ତା ନଯ । ତୁମି ଏବଂ ସଫଓୟାନ କାବାର ହାତିମେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ନିହତ କୋରାଯଶଦେର ଲାଶ କୃଯାଯ ଫେଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଫସୋସ କରାଇଲେ । ଏରପର ତୁମି ବଲେଇଲେ, ଆମି ଯଦି ଝଣଥୁନ୍ତ ନା ହତାମ ଏବଂ ଆମାର ଯଦି ପରିବାର ପରିଜନ ନା ଥାକତେ, ତବେ ଆମି ଏଥାନ ଥେକେ ଯେତାମ ଏବଂ ମୋହାମ୍ଦକେ ହତ୍ୟା କରତାମ । ଏକଥା ଶୋନାର ପର ସଫଓୟାନ ତୋମାର ଝଣ ଏବଂ ପରିବାର ପରିଜନେର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଯେଇଛେ । ତବେ ଶର୍ତ୍ତ ହଚ୍ଛେ ଯେ, ତୁମି ମୋହାମ୍ଦକେ ହତ୍ୟା କରବେ । କିନ୍ତୁ ମନେ ରେଖୋ, ଆଜ୍ଞାହ ତାୟାଳା ଆମାର ଏବଂ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତରାୟ ହୟେ ଆଛେନ ।

ଓମାୟେର ବଲଲେନ, ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଲ୍ଲି ଯେ, ଆପନି ଆଜ୍ଞାହର ରସୂଲ, ଆପନି ଆମାଦେର କାହେ ଆକାଶେର ଯେ ଖବର ନିଯେ ଆସନ୍ତେନ ଏବଂ ଆପନାର ଓପର ଯେ ଓହି ନାଯିଲ ହତୋ,

সেসব আমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এটাতো এমন ব্যাপার যে, আমি এবং সফওয়ান ছাড়া সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিলো না। কাজেই আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যে, এই খবর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আপনাকে জানাননি। সেই আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা যিনি আমাকে ইসলামের হৈদায়াত দিয়েছেন এবং এই জায়গা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। একথা বলে ওমায়ের কালেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের ভাইকে দ্বীন শোখাও, কোরআন পড়ো এবং তার বন্দীকে মুক্ত করে দাও।^১

এদিকে সফওয়ান মকায় বলে বেড়াচ্ছিলো যে, সুখবর শোনো কয়েকদিনের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটবে, যাতে আমরা বদরের দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবো। সফওয়ান মদীনা থেকে আসা লোকদের কাছে প্রত্যাশিত খবর জানতে চাচ্ছিলো। অবশেষে একজনের কাছে খবর পেলো যে, ওমায়ের ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে সফওয়ান কসম খেয়ে বললো যে, ওমায়েরের সাথে কথনো কথা বলবে না এবং তার কোন উপকার করবে না। এদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ওমায়ের মকায় এসে পৌছুলো এবং ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো। তার আহ্বানে বহু লোক ইসলামের সৃষ্টীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলো।^২

তিন) বনু কাইনুকার যুক্ত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর ইহুদীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তার শর্তসমূহ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপ্রাণ চেষ্টা করে মনে মনে আশা করছিলেন যে, চুক্তির ধারাসমূহ বাস্তবায়িত হোক। এ কারণে মুসলমানদের তরফ থেকে চুক্তি লংঘিত হতে পারে, এ ধরনের সামান্যতম কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে বিশ্বাসযাতক ও খেয়ানতকারী ইহুদীরা খুব শীঘ্রই তাদের পুরনো ঐতিহ্যের দিকে এগিয়ে গেলো। তারা মুসলমানদের মধ্যে ষড়যন্ত্র বিস্তার, যুদ্ধের উক্ফানি সৃষ্টি, দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি এবং বিশ্বজ্বলা ছড়ানোর কাজে কোন প্রকার কার্য্য করেনি। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইহুদীদের বিশ্বাসযাতকতা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, শাশা ইবনে কায়েস নামে একজন ইহুদী ছিলো। এ লোকটি এতো বৃদ্ধ ছিলো যে, দেখে মনে হতো যে, এক পা তার কবরে চলে গেছে। মুসলমানদের প্রতি তার শক্রতা ও ঘৃণা ছিলো সীমাহীন। একবার সে আওস এবং খায়রাজ গোত্রের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। সেখানে উভয় গোত্রের লোক বসে কথা বলছিলো। উভয়ের মধ্যে আগের মতো শক্রতা নেই। বরং কি চমৎকার মিল মহবত দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে বৃদ্ধ ইহুদীর মনে খুবই কষ্ট হলো। সে বলতে লাগলো, বাহরে বাহ, এখানে তো দেখছি বনু কাইলা পরিবারের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়েছে। এই অভিজাতদের একত্রিত হওয়ার পর আমরা তো অপাংক্রেয় হয়ে পড়েছি। বৃদ্ধ ইহুদীর সঙ্গে একজন যুবক ছিলো। যুবকটিকে সে বললো, ওদের কাছে বলো, বুআস যুদ্ধের কথা এবং তারও আগের কিছু ঘটনা আলোচনা করো এবং যুদ্ধের বিষয়ে উভয় পক্ষে যেসব কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিলো, সে সব কবিতা কিছু কিছু ওদের শোনাও। সে ইহুদী তা-ই করলো। এরপ করার ফলে আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে আন্তে আন্তে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো। উপস্থিত মুসলমানরা ঝগড়া শুরু করে একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব যাহির

২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬০

৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩

করতে লাগলেন। উভয় গোত্রের একজন করে প্রতিনিধি ইঠু গেড়ে বসে নিজের গোত্রীয় সাফল্য সম্পর্কে বড় বড় কথা বলতে লাগলেন। একজন বললেন, যদি চাও, তবে আমরা সেই যুদ্ধ এখনো তাজা করে দিতে পারি। অর্থাৎ ইতিপূর্বে সংঘটিত যুদ্ধের জন্যে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। একথা শুনে উভয় পক্ষ ক্ষেপে গেলো। বললো, চলো আমরা প্রস্তুত। হাবরা নামক জায়গায় যুদ্ধ হবে, চলো। অন্ত লও, অন্ত লও। উভয় পক্ষের মুসলমানরা অন্ত নিয়ে হাবরা অভিযুক্ত রওয়ানা হলেন। রক্তশ্বাস যুদ্ধ শুরু হতে যাবে, এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পৌছুলো। তিনি দ্রুত মোহাজের সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে বললেন, হে মুসলমানরা, হায়, হায় আল্লাহ! আমার জীবদ্দশায়ই তোমরা জাহেলিয়াতে ফিরে যাচ্ছ! ইসলাম গ্রহণের পরও তোমাদের এই কাজ? ইসলামের মাধ্যমে তোমরা জাহেলিয়াতের ক্ষম-রেওয়ায় থেকে মুক্ত হয়েছো, কৃফুরী থেকে মুক্তি লাভ করেছো, তোমাদের অন্তর পরম্পরের জন্যে সম্প্রীতিতে পূর্ণ হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে আনসার সাহাবারা বুঝতে পারলেন যে, তারা শয়তানের ধোকায় পড়েছেন। দুশ্মনের প্ররোচনার শিকার হয়েছেন। এসব ভেবে তারা কাঁদতে শুরু করলেন। আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকেরা একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরলেন। এরপর আল্লাহর রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে এমনভাবে ঘরে ফিরলেন যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের দুশ্মন ইহুদী শাশা ইবনে কায়েসের ঘড়্যন্ত্রের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন।^৪

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে ইহুদীদের ঘৃণ্য ঘড়্যন্ত্র ও অপচেষ্টার এটি একটি উদাহরণ। ইসলামের দাওয়াতের পথে ইহুদীদের বাধা সৃষ্টির পরিচয় এই ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে ইহুদীরা নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। তারা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করতো। সকালে মুসলমান হয়ে বিকেলে পুনরায় কাফের হয়ে যেতো। এটা এরা এজন্যেই করতো যে, এর ফলে দুর্বল চিন্তের মানুষদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারবে। কারো সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলে সে যদি মুসলমান হতো, তাহলে টাকা-পয়সা দেয়া বন্ধ করে দিতো। আর টাকা পাওনা থাকলে সকাল-বিকাল তাগাদা দিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলতো। সেই নয়া মুসলমান পাওনাদার হলে তার পাওনা আদায় করতো না বরং অন্যায়ভাবে সে টাকা আস্তসাং করতো। এরপরও যদি সেই মুসলমান টাকা চাইতেন, তখন কুচক্ষি ইহুদী বলতো যে, তোমার পাওনা তো আমার ওপর ততোদিন পরিশোধের দায়িত্ব ছিলো যতোদিন তুমি পূর্ব পুরুষদের ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলে। তুমি তোমার ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তন করেছো, কাজেই এখন তোমার এবং আমার মধ্যে কোন রকম সম্পর্ক থাকতে পারে না, থাকার কোন কারণও নেই।^৫

প্রকাশ থাকে যে, ইহুদীরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড বদরের যুদ্ধের আগেই শুরু করে দিয়েছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করেই তারা এসব করছিলো। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ইহুদীদের হেদয়াত পাওয়ার আশায় সব কিছু নীরবে সয়ে যাচ্ছিলেন। আঘাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় রাখার আকাঞ্চন্দ্ব ও তাদের মনে বিদ্যমান ছিলো।

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫, ৫৫৬

৫. তাফসীরকারকরা সুরা আলে ইমরানসহ বিভিন্ন সুরার তাফসীরে ইহুদীদের এ ধরনের ঘৃণ্য তৎপরতার ঘটনা

উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সাইয়েদ কুতুব শহীদের তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে এ বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক।

ବନ୍ଦ କାଇନ୍କୁଳାର ଅଙ୍ଗୀକାର ଭଙ୍ଗ

‘ଇହ୍ନୀରା ଯଥିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲୋ ଯେ, ବଦରେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ମୁସଲମାନଦେର ବିରାଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ ଏବଂ ତାଦେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବତ୍ର ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛେ, ତଥିନ ତାରା ଇସଲାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ଶକ୍ତି ଶୁରୁ କରିଲୋ । ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଘୋଷଣାର ମାଧ୍ୟମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଶୁରୁ କରିଲୋ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର କଟ୍ ଦେୟର ଜନ୍ୟ ଉଠେ ପଡ଼େ ଲାଗିଲୋ ।

ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ହିଂସୁଟେ ଏବଂ ଦୂର୍ବୃତ୍ତ ଛିଲୋ କା’ବ ଇବନେ ଆଶରାଫ । ତାର ସମ୍ପର୍କେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରା ହବେ । ତିନଟି ଇହ୍ନୀ ଗୋତ୍ରେ ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ଖାରାପ ଛିଲୋ ବନ୍ଦ କାଇନ୍କୁଳ । ଏରା ମଦୀନାର ଭେତରେ ଥାକତୋ ଏବଂ ତାଦେର ମହଲ୍ଲା ତାଦେର ନାମେଇ ପରିଚିତ ଛିଲୋ । ଏରା ପେଶାଯ ଛିଲୋ କର୍ମକାର, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକାର ଏବଂ ଥାଲାବାଟି ନିର୍ମାତା । ଏ କାରଣେ ଏଦେର କାହେ ସବ ସମୟ ପ୍ରଚୂର ସମର ସରଜ୍ଞାମ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକତୋ । ଯୁଦ୍ଧ କରାର ମତୋ ବଲଦର୍ପୀ ଲୋକେର ସଂଖ୍ୟା ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ ସାତଶତ । ତାରା ଛିଲୋ ମଦୀନାୟ ସବଚେଯେ ବାହାଦୁର ଇହ୍ନୀ ଗୋତ୍ର । ଏରାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ । ଘଟନାର ବିବରଣ ଏହି,

ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ଯଥିନ ବଦରେ ଯୁଦ୍ଧେ ମୁସଲମାନଦେର ସଫଳତା ଦାନ କରିଲେନ ତଥିନ ଇହ୍ନୀଦେର ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଯେ ଯାଯ । ତାରା ତାଦେର ଦୂର୍ବୃତ୍ତପନା, ସ୍ଥଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ଏବଂ ଉଷ୍ଣାନିମୂଳକ କର୍ମତ୍ୟପରତା ଅବ୍ୟାହତ ରାଖେ । ମୁସଲମାନରା ବାଜାରେ ଗେଲେ ତାରା ତାଦେର ପ୍ରତି ଉପହାସମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରତୋ ଏବଂ ଠାଟ୍ଟା-ବିନ୍ଦୁପ ଚାଲାତୋ ସବ ସମୟ । ଏମନି କରେ ମୁସଲମାନଦେର ମାନସିକଭାବେ କଟ୍ ଦିତୋ । ତାଦେର ଉତ୍ସନ୍ତ୍ୟ ଏମନ ସୀମା ଛାଡ଼ିଯେ ଗିଯେଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ମୁସଲିମ ମହିଳାଦେରଙ୍କ ଉତ୍ୟକ୍ତ କରତୋ ।

ତ୍ରମେ ଅବଶ୍ଵା ନାଜୁକ ହୁଯେ ଉଠିଲୋ । ଇହ୍ନୀଦେର ଉତ୍ସନ୍ତ୍ୟ ଓ ହଠକାରିତା ସୀମା ଛାଡ଼ିଯେ ଗେଲୋ । ଏ ସମୟ ରୁସ୍ଲାନ୍ତାହ ସାଲ୍ଲାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଇହ୍ନୀଦେର ସମବେତ କରେ ଏକଦିନ ଓୟାୟ ନମିହତ କରେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଲେନ । ଏହାଡ଼ା ତାଦେର ନିପୀଡ଼ନମୂଳକ କାଜେର ମନ୍ଦ ପରିପାମ ସମ୍ପର୍କେ ଓ ସତର୍କ କରେ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାଦେର ହୀନ ଓ ସ୍ଥଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ଆରୋ ବେଡେ ଗେଲୋ ।

ଆବୁ ଦ୍ୱାଦୁ ପ୍ରମୁଖ ହସରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଆବରାସ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣନା କରିଛେ ଯେ, ରସ୍ଲୁନ୍ତାହ ସାଲ୍ଲାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଇହ୍ନୀଦେର ପରାଜିତ କରେନ । ଏରପର ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଏସେ ବନ୍ଦ କାଇନ୍କୁଳାର ବାଜାରେ ଇହ୍ନୀଦେର ଏକ ସମାବେଶ ଆହ୍ସାନ କରେନ । ଏଇ ସମାବେଶେ ତିନି ବଲେନ, ହେ ଇହ୍ନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୋରାଯଶଦେର ଓପର ଯେ ରକମ ଆଘାତ ପଡ଼େଛେ, ସେ ରକମ ଆଘାତ ତୋମାଦେର ଓପର ଆସାର ଆଗେଇ ତୋମରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରୋ । ତାରା ବଲିଲୋ, ହେ ମୋହାମ୍ଦ, ତୁମି ଆମାଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରେଛୋ । କୋରାଯଶ ଗୋତ୍ରେର ଆନାଡ଼ି ଓ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଦେର ସାଥେ ତୋମାଦେର ମୋକାବେଲା ହୁଯେଛେ । ଏତେଇ ତୋମରା ଧରାକେ ସରା ଜ୍ଞାନ କରେଛୋ । ତୋମରା ଓଦେର ମେରେଛୋ, ସେଟ୍ ପେରେଛୋ ଓରା ଆନାଡ଼ି ବଲେଇ । ଆମାଦେର ସାଥେ ଯଦି ତୋମାଦେର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଁ, ତବେ ତୋମରା ବୁଝାତେ ପାରବେ ଯେ, ପୂର୍ବକ କାକେ ବଲେ । ଆମରା ହଜି ବାହାଦୁର । ତୋମରା ତୋ ଆମାଦେର କବଲେ ପଡ଼ୋନି । ତାଇ ଆମାଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରେ ବସେ ଆଛ । ତାଦେର ଏ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଜବାବେ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ଏହି ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେନ ।

‘ଯାରା କୁଫୁରୀ କରେ, ତାଦେର ବଲୋ, ତୋମରା ଶୀଘ୍ରେ ପରାହୃତ ହବେ ଏବଂ ତୋମାଦେରକେ ଜାହାନାମେ ଏକତ୍ର କରା ହବେ । ଆର ସେଟ୍ କତେଇ ନା ନିକୃଷ୍ଟ ଆବାସସ୍ଥଳ । ଦୁ’ଟି ଦଲେର ପରମ୍ପରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦର୍ଶନ ରଖେଛେ । ଏକଦଲ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛିଲୋ ଆର ଅନ୍ୟ ଦଲ ଛିଲୋ କାଫେର । ଓରା ତାଦେରକେ ଚୋଥେର ଦେଖାଯ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦେଖିଛିଲୋ । ଆଲ୍ଲାହ ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ସାହାଯ୍ୟ

দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।^৬ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২-১৩)

মোটকথা, বনু কাইনুকা যে জবাব দিয়েছিলো তার অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধ সম্ভরণ এবং ধৈর্য ধারণ করেন। মুসলমানরাও ধৈর্য ধারণ করে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার পর তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। কয়েকদিন পরেই মদীনায় তারা সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা শুরু করে। এর ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খনন করে নেয়। জীবনের সকল পথ নিজেদের জন্যে বন্ধ করে ফেলে।

ইবনে হিশাম আবু আওন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন আরব মহিলা কাইনুকার বাজারে দুখ বিক্রি করতে আসে। দুখ বিক্রির পর সেই মহিলা কি এক প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের দোকানে বসে। ইহুদী তার চেহারা অনাবৃত করতে বলে কিন্তু মহিলা রাখি হননি। এতে স্বর্ণকার চুপিসারে সেই মহিলার কাপড়ের একাংশ তার পিঠের সাথে গিঁট বেঁধে দেয়। মহিলা কিছুই বুঝতে পারেননি। মহিলা উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তার লজ্জাহান অনাবৃত হয়ে গেলো। এতে ইহুদীরা খিল খিল করে হেসে উঠলো। মহিলা এভাবে অপমানিত হয়ে চিন্তকার ও কান্নাকাটি শুরু করলেন। তার কান্না শুনে একজন মুসলমান কারণ জানতে চাইলেন। সব শুনে ক্রেতে অস্ত্রি হয়ে তিনি সেই ইহুদীর ওপর হামলা করে তাকে মেরে ফেললেন। ইহুদীরা যখন দেখলো যে, তাদের একজন লোককে মেরে ফেলা হয়েছে এবং মেরেছে তাদের শক্তি মুসলমান, তখন তারা সম্মিলিত হামলা চালিয়ে সেই মুসলমানকেও মেরে ফেললো। নিহত মুসলমানের পরিবারবর্গ চিন্তকার কান্নাকাটি শুরু করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সকল মুসলমানদের কাছে অভিযোগ করলেন। এর ফলে মুসলমান এবং বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীদের মধ্যে মুন্দের সাজ সাজ রব পড়ে গেলো।^৭

অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও বহিক্ষার

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। তিনি মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লোবাবা ইবনে আবদুল মানয়ারকে অর্পণ করলেন। হ্যারত হাম্যা ইবনে আবদুল মোতালেবের হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিব্রহ্ম হাতে মুসলমানদের পতাকা তুলে দিয়ে একদল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে বনু কাইনুকা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গের চারিদিক অবরোধ করে রাখলেন। সেদিন ছিলো জুমার দিন। দোসরা হিজরীর শওয়াল মাসের ১৫ তারিখ। পনের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ জিলকদ মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত ১৫ দিন অবরোধ অব্যাহত রাখা হলো। এরপর আল্লাহর তায়ালা ইহুদীদের মনে মুসলমানদের প্রভাব বসিয়ে দিলেন। আল্লাহর নিয়ম এই যে, তিনি কোন কওমকে পরাজিত করতে চাইলে তাদের মনে প্রতিপক্ষের প্রভাব বসিয়ে দেন। বনু কাইনুকা গোত্র এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলো যে, তারা আল্লাহর রসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। তাদের জানয়াল, মহিলা ও শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূলের দেয়া ফয়সালাই হবে চূড়ান্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে এরপর ইহুদীদের বেঁধে ফেলা হলো।

৬. সুনানে আবু দাউদ, তয় খন্দ, পৃ. ১১২, ইবনে হিশাম, ১ম খন্দ, পৃ. ৫৫২

৭. ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ৪৭, ৪৮

মাত্র একমাস আগে ইসলামের ছফ্ফেশ ধারণকারী মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ সময় ইহুদী প্রীতির নয়ীর স্থাপন করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কপট অনুনয়ে সে ইহুদীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সে বললো, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার মিত্রদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। উল্লেখ্য, বনু কাইনুকা ছিলো খায়রাজ গোত্রের মিত্র। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সিদ্ধান্ত তখনো দেননি। মোনাফেক নেতা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দুর্বৃত্ত মোনাফেক তখন আল্লাহর রসূলের জামার আস্তিনে হাত দিলো। তিনি এতে বিরক্ত হলেন, বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। তিনি এত ঝুঁক হলেন যে, তার চেহারায় ক্রোধের ঝলক ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, তোমার জন্যে আমার আফসোস হচ্ছে, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু মোনাফেক তার অনুরোধ অব্যাহত রাখলো। সে বললো, আপনি আমার মিত্রদের ব্যাপারে অনুগ্রহ ঘোষণা না করা পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ব না। চারশত খালি দেহের যুবক এবং তিনশত বর্ষ পরিহিত যুবক, যারা আমাকে নানা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, আপনি তাদেরকে এক সকালেই মেরে ফেলবেন? আল্লাহর কসম, সময়ের আবর্তনের ভয়ে আমি অত্যন্ত ভীত।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে দৃশ্যত আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কথা রাখলেন। তিনি ইহুদীদের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তবে নির্দেশ দিলেন যে, তারা মদীনা বা মদীনার আশেপাশে থাকতে পারবে না। ইহুদীরা তখন যতোটা জিনিস সঙ্গে নেয়া সম্ভব ততোটা নিয়ে সিরিয়ার দিকে চলে গেলো। সেখানে কিছুদিনের মধ্যে বহু ইহুদী মৃত্যু বরণ করলো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ বাজেয়াও করলেন। এর মধ্যে তিনটি কামান, দুটি বর্ষ, তিমটি তলোয়ার এবং তিনটি বর্ণ নিজের জন্যে রাখলেন। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিলেন। গণিমতের মাল সংগ্রহের দায়িত্ব মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার ওপর ন্যস্ত করা হয়।^৮

চার) ছাতিকের ঝুঁক

একদিকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইহুদী এবং মোনাফেকরা ঘড়্যস্ত্রে লিপ্ত ছিলো। অন্যদিকে আবু সুফিয়ানও তার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে এমন কিছু করতে চাছিলো যাতে নিজ কওমের ইয়েত আবরু রক্ষা হতে পারে এবং নিজেদের শক্তির প্রকাশ ঘটানো যায়। আবু সুফিয়ান এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে, মোহাম্মদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত সে ফরয গোসল করবে না। এই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যে আবু সুফিয়ান দুইশত সওয়ারী নিয়ে রওয়ানা হয়ে কানাত প্রান্তের অবস্থিত নাইব নামক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু স্থাপন করলো। মদীনা থেকে এর দ্রুত বারো মাইল। আবু সুফিয়ান মদীনায় সরাসরি হামলার সাহস করলো না। তবে সে এমন একটা কাজ করলো, যাকে খোলাখুলি ডাকাতি রাহজানি বলে অবিহিত করা যায়।

ঘটনার বিবরণ এই যে, রাতের অন্ধকারে আবু সুফিয়ান মদীনার উপকর্ত্তে এসে হ্যাই ইবনে আখতারের কাছে গিয়ে তাকে দরজা খোলার অনুরোধ জানায়। হ্যাই পরিগাম আশক্তায় দরজা খুলতে অঙ্গীকার করে। আবু সুফিয়ান তখন বনু নায়িরের অন্য একজন সর্দার সালাম ইবনে মাশকামের কাছে গমন করে। এ লোকটি ছিলো বনু নায়ির গোত্রের কোষাধ্যক্ষ। আবু সুফিয়ান ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাই। সালাম ইবনে মাশকাম ভেতরে আসা অনুমতি প্রদান করে এবং আতিথেয়তা করে। আহার করায়, মদ পরিবেশন করে এবং মদীনার বিশদ পরিস্থিতি সম্পর্কে

ଅବହିତ କରେ । ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଏରପର ଦ୍ରୁତ ତାର ସନ୍ତୀଦେର କାହେ ଯାଯ ଏବଂ ଏକଦଳ ସଶନ୍ତ ଲୋକ ପାଠିଯେ ମଦୀନାର ଉପକଟ୍ଟେ ଆରିୟ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ହାମଲା କରାଯ । କୋରାଯଶ ଗୋତ୍ରେର ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତରା ସେଥାନେ କରେକଟି ଖେଜୁର ଗାଛ କେଟେ ଫେଲେ ଏବଂ କରେକଟି ଗାଛେ ଆଗୁନ ଧରିଯେବେ ଦେଯ । ଏରପର ଏକଜନ ଆନସାରୀ ଏବଂ ତାର ମିତ୍ରକେ ଫସଲେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପେଯେ ହତ୍ୟା କରେ ଉର୍ଧ୍ଵଶାସେ ମଙ୍କାମୁଖେ ପାଲିଯେ ଯାଯ ।

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏ ଖବର ପାଓଯାର ପର ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଏବଂ ତାର ସନ୍ତୀଦେର ଦ୍ରୁତ ଧାଓୟା କରେନ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତରା ଏର ଚେଯେ ଦ୍ରୁତ ମଙ୍କାର ପଥେ ଉର୍ଧ୍ଵଶାସେ ଛୁଟେ ପାଲିଯେ ଯାଯ । ତାରା ବୋବା ହାଲକା କରାର ଜନ୍ୟେ ବହୁ ଜିନିସ ପଥେ ଫେଲେ ରେଖେ ଯାଯ । ଏସବ ଜିନିସ ମୁସଲମାନଦେର ହତ୍ସତ ହୁଏ । ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏବଂ ତାର ସନ୍ତୀରା ଆବୁ ସୁଫିୟାନକେ କାରକାରାତୁଲ କୁଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଓୟା କରେ ଫିରେ ଆସେନ । ମୁସଲମାନରା ଫେଲେ ଯାଓୟା ଛାତୁସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିସ ତୁଲେ ନିଯେ ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଆସେନ । ଏ ଅଭିଯାନେର ନାମକରଣ କରା ହୁଏ ଛାତିକେର ଯୁଦ୍ଧ । ଆରବୀ ଭାଷାଯ ଛାତିକ ମାନେ ଛାତ । ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧର ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ହିଜରୀର ଜିଲହଜ୍ଜ ମାସେ ଏହି ଘଟନା ଘଟେ । ଏହି ଅଭିଯାନେର ସମୟ ମଦୀନାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆବୁ ଲୋବାବା ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମାନ୍ୟାରେର ଓପର ନ୍ୟଷ୍ଟ କରା ହେଲେ ।^{୧୯}

ପ୍ରାଚ୍ୟ-ଆମରେର ଯୁଦ୍ଧ

ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧର ପର ଏହି ଅଭିଯାନ ଛିଲୋ ସବଚେଯେ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ଅଭିଯାନେ ନେତ୍ର୍ତ ଦେନ । ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ମହରରମ ମାସେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପରିଚାଲିତ ହେଲିଛି । ଏର କାରଣ, ମଦୀନାର ତଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଜାନାଯ ଯେ, ବନୁ ଛାଲାବା ଏବଂ ମୋହାରେବ ଗୋତ୍ରେର ଏକ ବିରାଟ ଦଳ ମଦୀନାଯ ହାମଲା କରତେ ଏକକ୍ୟବନ୍ଦ ହଚେ । ଏ ଖବର ପାଓଯାର ପରପରେ ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ । ସଓୟାରୀ ଏବଂ ପାଯେ ହେଟେ ଲୋକଜନସହ ସାଡେ ଚାରଶତ ମୋଜାହେଦ ସମର୍ଯ୍ୟେ ଏକ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଲିତ ହୁଏ । ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଇ ସମୟ ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-କେ ମଦୀନାଯ ତାର ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ କରେନ ।

ପଥେ ମୋଜାହେଦରା ବନୁ ଛାଲାମ ଗୋତ୍ରେର ଜାକବାର ନାମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଗ୍ରେଫତାର କରେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲେର ସାମନେ ହାଯିର କରେନ । ଲୋକଟିକେ ତିନି ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦେନ । ସେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏରପର ଲୋକଟି ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏବଂ ସାହାବାଦେର ଶକ୍ତି ଏଲାକା ପର୍ଯ୍ୟ ପଥ ଦେଖିଯେ ନିଯେ ଯାଯ ।

ଏଦିକେ ଶକ୍ତରା ମୁସଲମାନଦେର ସାମରିକ ଅଭିଯାନେର ଖବର ପେଯେ ଆଶେପାଶେର ପାହାଡ଼ି ଏଲାକାଯ ଛଢିଯେ ପଡ଼େ । ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅଗ୍ରାଭିଯାନ ଅବ୍ୟାହତ ରାଖେନ ଏବଂ ମୋଜାହେଦଦେର ନିଯେ ଶକ୍ତଦେର ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟ ଗିଯେ ପୌଛେନ । ସେଥାନେ ଏକଟି ଜାୟଗା ଛିଲୋ, ଏହି ଜାୟଗା 'ଯି-ଆମର' ନାମେ ପରିଚିତ । ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଥାନେ ବୈଦୁଇନଦେର ଓପର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ତାଦେର ଧାରଣା ଦେୟାର ଜନ୍ୟେ ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ସଫର ମାସେର ପରେଓ କିଛୁ ଦିନ ସେଥାନେ ଅଭିବାହିତ କରେ ପରେ ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଆସେନ ।^{୨୦}

୧୯. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୯୦, ୯୧, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୪୪, ୪୫

୨୦. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୪୬, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୯୧ । ବଲା ହେଲେ ଥାକେ ଯେ, ଗାଓୟାଛ ମାହାରେବୀ ନାମେ

ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନେର ସମୟ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲକେ ହତ୍ୟାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲାଯ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହି ଅଭିଯାନେର ସମୟ ନୟ, ଅନ୍ୟ ଆଭିଯାନେର ସମୟ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରା ହେଲିଛିଲୋ । ଦେଖୁନ ବୋଥାରୀ ୨ୟ ଖତ ପୃ. ୫୯୩

ছয়) কা'ব ইবনে আশরাফের পরিণাম

ইহুদীদের মধ্যে এই লোকটি মুসলমানদের প্রচড় ঘৃণা করতো। মুসলমানদের প্রতি তার শক্রতা এবং মুসলমানদের কাজকর্মে তার মনে যন্ত্রণা হতো সব সময়। এই লোকটি আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দিতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের দাওয়াত দিয়ে বেড়াতো।

তাঁই গোত্রের বনু নাবহান শাখার সাথে তার সম্পর্ক ছিলো। তার মাঝের গোত্রের নাম ছিলো বনু নাথির। এই লোকটি ছিলো ধনী এবং প্রভাবশালী। আরবে তার দৈহিক সৌন্দর্যেরও সুনাম ছিলো। বিখ্যাত কবি হিসাবেও তার পরিচিতি ছিলো। এই লোকটির দুর্গ ছিলো মদীনার দক্ষিণাংশে বনু নাথিরের গোত্রের জমিপদের পেছনে।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং কোরায়শ নেতাদের হত্যাকাণ্ডের খবর শোনার সাথে সাথে সে বলে উঠেছিলো, আসলেই কি এ রকম ঘটেছে? ওরা ছিলো আরবদের মধ্যে অভিজাত এবং লোকদের বাদশাহ। মোহাম্মদ যদি ওদের মেরেই থাকে, তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এর উপরিভাগ থেকে উত্তম হবে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াই উত্তম।

নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের বিজয়ের খবর পাওয়ার পর আল্লাহর শক্র কা'ব ইবনে আশরাফ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের কুৎসা এবং ইসলামের শক্রদের প্রশংসা শুরু করলো। এতেও তৃপ্ত হতে না পেরে সে মক্কায় কোরায়শদের কাছে পৌছে এবং মোন্টালেব ইবনে আবু অদাআ সাহমীর মেহমান হয়ে পৌত্তলিকদের মনে উত্তেজনার আগুন প্রজ্ঞালিত করার চেষ্টা করলো। আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কোরায়শদের যুদ্ধে প্ররোচিত করতে স্বচ্ছিত কবিতা আবৃত্তি করলো। নিহত কোরায়শদের প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করলো। মক্কায় কা'ব এর অবস্থানকালে আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার কাছে আমাদের মধ্যেকার কোনু দীন অধিক পছন্দীয়? এই উভয় দলের মধ্যে কারা হেদয়াত প্রাপ্ত? কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, তোমরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক হেদয়াতপ্রাপ্ত এবং উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এই সময় এই আয়াত নায়িল করেন।

‘তুমি কি তাদের দেখোনি, যাদেরকে কেতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিলো তারা ‘জিব্ত’ এবং ‘তাগুতে’র উপর ঈমান রাখে। তারা কাফেরদের সম্পর্কে বলে যে, এদেরই পথ মোমেনদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর।’ (সূরা নেসা, আয়াত ৫১)

কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় এসব কাজ করার পর মদীনায় ফিরে আসে। মদীনায় এসে সাহাবায়ে কেরামদের স্ত্রীদের সম্পর্কে ঘৃণ্য ধরনের কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। এছাড়া যা মুখে আসছিলো, তাই বলছিলো এমনি করে সে মুসলমানদের কষ্ট দিচ্ছিলো।

এমতাবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফের সাথে বোঝাপড়ার মতো কে আছো? এই লোকটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে।

আল্লাহর রসূলের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে মোহম্মদ ইবনে মায়লামা, ওবাদ ইবনে বশর, আবু নায়েলা ওরফে সালকান ইবনে সালামা, হারেস ইবনে আওস, আবু আবাস ইবনে জাবার (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। আবু নায়েলা ওরফে সালকান ইবনে সালামা (রা.) ছিলেন কা'ব ইবনে আশরাফের দুধভাই। মোহাম্মদ ইবনে মায়লামা এই দলের নেতা মনোনীত হলেন।

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকান সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার মূল কথা এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন, রসূলকে সে কষ্ট দিয়েছে। কা'ব ইবনে আশরাফের সাথে কে বোঝাপড়া করতে পারবে? এই লোকটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর আহ্বান শোনার সাথে সাথে মোহাম্মদ ইবনে মায়লামা উঠে দাঁড়িয়ে আরয় করলেন, আমি হায়ির রয়েছি, হে আল্লাহর রসূল।

আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করিঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তবে আপনি আমাকে কিছু কথা বলার অনুমতি দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ বলতে পারো।

পরে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কা'ব ইবনে আশরাফকে গিয়ে বললেন, ওই লোকটি আমাদের কাছে সদকা চায়। প্রকৃতপক্ষে এই চাওয়া আমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে।

কা'ব বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা আরো অতিষ্ঠ হবে।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আমরা তার অনুসরণ যখন করেই ফেলেছি, এমতাবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে হয় না। এই অনুসরণের পরিণাম কি, সেটা দেখা আবশ্যিক। সে যাই হোক, আমি আপনার কাছে এক দুই ওয়াসক খাদ্দেব্য ধার চাই।

কা'ব বললো, আমার কাছে কিছু জিনিস বন্ধক রাখো।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আপনি কি জিনিস পছন্দ করবেনঃ কা'ব বললো, তোমার নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখো।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, সেটা কি করে সম্ভব, আপনি হলেন আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ।

কা'ব বললো, তবে তোমার কন্যাদের বন্ধক রাখো।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, সেটাই বা কি করে সম্ভবঃ এটা তো আমার জন্যে লজ্জার কারণ হবে। লোক বলাবলি করবে যে, অমুকে সামান্য কিছু খাদ্যের জন্যে নিজ কন্যাদের অমুকের কাছে বন্ধক রেখেছে। তবে হাঁ, আপনার কাছে আমি আমার অন্ত বন্ধক রাখতে পারি।

এরপর উভয়ের মধ্যে কথা হলো যে, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা তার অন্ত নিয়ে কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে আসবেন।

আবু নায়েলাও একই ধরনের কাজ করলেন। তিনি ছিলেন কা'ব এর দুধভাই। তিনি কা'ব এর কাছে এসে কিছুক্ষণ কবিতা নিয়ে আলোচনা করলেন। কিছু কবিতা শুনলেন কিছু শোনালেন। এরপর বললেন, তাই একটা প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছিলাম। প্রয়োজনের কথা আপনাকে বলতে চাই, তবে বিষয়টি গোপনীয়। আপনাকে বলার পর আপনি সে কথা গোপন রাখবেন।

কা'ব বললো, হাঁ, তাই করবো।

আবু নায়েলা আল্লাহর রসূলের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো এই লোকটির আগমন আমাদের জন্যে পরীক্ষা হয়ে দেখা দিয়েছে। সমগ্র আরব আমাদের শক্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবার-পরিজন ধ্বংস হতে চলেছে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। ছেলে-মেয়েরা দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আবু নায়েলা এরপর মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার কঠিনরের মতোই কিছু কথা বললেন। কথা বলার সময় আবু নায়েলা একথাও বললেন, যে, আমার কিছু বন্ধু রয়েছে, তারাও আমার মতো ধারণাই পোষণ করে। ওদেরকেও আমি আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাই। আপনি ওদের কাছেও কিছু জিনিস বিক্রি করে ওদের প্রতি দয়া করুন।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আবু নায়েলা কথার মাধ্যমে লক্ষ্যপথে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেননা একেপ আলোচনার পর কা'ব এর বাড়ীতে তাদের অন্তসহ আসার কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণের পর তৃতীয় হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়াল চাঁদনী রাতে এই ছোট দল আল্লাহর রসূলের সামনে অভিন্ন উদ্দেশ্যে হায়ির হলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকিই গারকাদ পর্যন্ত তাদের সঙ্গ দিলেন। এরপর বললেন, যাও, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ তায়ালা, ওদের সাহায্য করুন। রসূল এরপর গৃহে ফিরে এসে নামায ও মোনাজাতে মশগুল

ହଲେନ ।

ଏଦିକେ ସାହାବାରା ବାଡ଼ୀର ସାମନେ ଯାଓୟାର ପର ଆବୁ ନାୟେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରେ କା'ବକେ ଡାକ ଦିଲେନ । ଆଓୟାଯ ଶୁଣେ କା'ବ ଉଠେ ଦାଁଡାଲେ ତାର ନବ ପରିଣୀତା ଶ୍ରୀ ବଲଲୋ, ଏତୋ ରାତେ କୋଥାଯ ଯାଛେ? ଆମି ଏମନ ଆଓୟାଯ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ, ଆଓୟାଯ ଥେକେ ଯେନ ରଙ୍ଗ ବରେ ପଡ଼ୁଛେ ।

କା'ବ ବଲଲୋ, ଓରାତୋ ଆମାର ଭାଇ ମୋହାମ୍ବଦ ଇବନେ ମାସଲାମା ଏବଂ ଦୁଧଭାଇ ଆବୁ ନାୟେଲା । ସଞ୍ଚାନ୍ତ ଲୋକକେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣାର ଆଘାତେ ଦିକେଓ ଡାକା ହୟ, ତବୁଓ ତାରା ସେଇ ଡାକେ ସାଡ଼ା ଦେଯ ।

ଏରପର କା'ବ ବାହିରେ ଏଲୋ । ତାର ମାଥା ଥେକେ ସୁବାସ ଭେସେ ଆସଛିଲୋ ।

ଆବୁ ନାୟେଲା ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ବଲଛିଲେନ, ସେ ଯଥନ ଆସବେ ଆମି ତଥନ ତାର ମାଥାର ଚୁଲ ଧରେ ଶୁଂକତେ ଶୁରୁ କରବୋ । ତୋମରା ଯଥନ ଦେଖବେ ଯେ, ଆମି ତାର ମାଥା ଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ନିଯେ ଏସେଛି, ତୋମରା ତଥନ ତାର ଓପର ହାମଲା କରେ ମେରେ ଫେଲବେ । କା'ବ ଆସାର ପର କିଛିକଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହଲୋ । ଏରପର ଆବୁ ନାୟେଲା (ରା.) ବଲଲେନ, କା'ବ ଚଲୋ ନା ଏକଟୁ ଆଜୁଜ ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ । ଆଜ ରାତ କଥା ବଲେଇ କଟାତେ ଚାଇ । କା'ବ ବଲଲୋ, ତୋମରା ଯଦି ଚାଓ, ତବେ ଚଲୋ । ଏ କଥାର ପର ସବାଇ ଚଲଲୋ । ଆବୁ ନାୟେଲା (ରା.) ବଲଲେନ, ଆଜକେର ମତୋ ଏମନ ମନ ମାତାନୋ ସୁବାସତୋ କଥନୋ ଶୁଂକିନି । ଏକଥା ଶୁଣେ କା'ବେର ମନ ଅହେକାରେ ଭରେ ଉଠିଲୋ । ସେ ବଲଲୋ, ଆମାର କାହେ ଆରବେର ସବଚୟେ ସୁବାସିନୀ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମହିଳା ଆଛେ । ସେ ବଲଲୋ, ହାଁ, ହାଁ, ଅବଶ୍ୟାଇ । ଆବୁ ନାୟେଲା କା'ବ ଏର ମାଥାର ଚୁଲେ ହାତ ଦିଯେ ତାର ଚୁଲେ ଦ୍ରାଗ ନିଲେନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀଦେରଓ ସେ ଚୁଲେର ଦ୍ରାଗ ଶୁଂକତେ ଦିଲେନ । ଖାନିକଷ୍ଣ ପରେ ଆବୁ ନାୟେଲା (ରା.) ବଲଲେନ, ଆର ଏକବାର ଶୁଂକତେ ଚାଇ ଭାଇ । କା'ବ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ବଲଲୋ, ହାଁ ହାଁ । ଆବୁ ନାୟେଲା ପୁନରାୟ କା'ବ ଏର ମାଥାର ଚୁଲେର ଦ୍ରାଗ ନିଲେନ । କା'ବ ତଥନ ବେଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ପୁରୋପୁରି ନିଶ୍ଚିତ ।

ଆରୋ କିଛିପଥ ହାଁଟାର ପର ଆବୁ ନାୟେଲା ପୁନରାୟ କା'ବ ଇବନେ ଆଶରାଫେର ମାଥାର ଚୁଲେର ଦ୍ରାଗ ନେଯାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରଲେନ । କା'ବ ବଲଲୋ ଠିକ ଆଛେ । ଏକଥା ବଲେ ଖାନିକଟା ଝୁଁକେ ପଡ଼ିଲେ ଆବୁ ନାୟେଲା କା'ବ ଏର ମାଥା ନିଯେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ଏନେ ସଙ୍ଗୀଦେର ବଲଲେନ, ଏବାର ନିଯେ ନାଓ ଆଲ୍ଲାହର ଏହି ଦୁଶମନକେ । ସାଥେ ସାଥେ ତାର ଓପର ତରବାରିର ଆଘାତ କରା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ କୋନ କାଜ ହଲୋ ନା । ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ମୋହାମ୍ବଦ ଇବନେ ମାସଲାମା ସକ୍ରିୟ ହଲେନ ଏବଂ ଅନ୍ତରୁ ତୁଲେ ଏମନ ଆଘାତ କରଲେନ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହର ଦୁଶମନ ସେଖାନେଇ ଶୈଶ ହୟ । ତାର ଓପର ହାମଲା କରାର ପର ସେ ଏମନ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରଲୋ ଯେ, ଆଶେ ପାଶେ ହୈତେ ପଡ଼େ ଗେଲୋ । ସକଳ ବାଡ଼ୀତେ ଆଲୋ ଜୁଲିଯେ ସବାଇ ଉତ୍କର୍ଷିତ ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ଏତେ କିଛିଇ ହଲୋ ନା ।

କା'ବ ଇବନେ ଆଶରାଫେର ଓପର ହାମଲାର ସମଯେ ହସରତ ହାରେସ ଇବନେ ଆଓସ (ରା.)-ଏର ଦେହେ ଏକଜନ ସଙ୍ଗୀର ତରବାରିର ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଅସତକଭାବେ ଲେଗେ ଯାଯ । ଏତେ ତିନି ଆହତ ହନ । ତାଁ ଦେହ ଥେକେ ରଙ୍ଗ ବରଛିଲୋ । ଫେରାର ପଥେ ହୋରରା ଆରିଜ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛାର ପର ତାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ, ହାରେସ ସଙ୍ଗେ ନେଇ । ତାରା ତଥନ ସେଖାନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗଲେନ । କିଛିକଣ ପର ହାରେସ ଏସେ ପୌଛୁଲେନ । ହାରେସକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ତାରା ବାକିଙ୍ଗ ଗାରକାଦ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛୁଲେନ ଏବଂ ଜୋରେ ଶୋରେ ତକବିର ଧରି ଦିଲେନ । ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ-ଓ ସେଇ ତବକିର ଧରି ଶୁଣନ୍ତେ ପେଲେନ । ଏତେ ତିନି ବୁଝାତେ ପାରଲେନ ଯେ, ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେଁବେ । ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରଶଂସା କରଲେନ ଏବଂ ହାରେସର

କ୍ଷତସ୍ଥାନେ ଥୁ ଥୁ ଲାଗିଯେ ଦିଲେନ । ଏତେ ତିନି ସୁହୁ ହଲେ ଗେଲେନ । ଏରପର ସେଇ କ୍ଷତସ୍ଥାନେ ଆର କଥିନୋ ବ୍ୟଥା ହୟନି । ୧୧

ଇହଦୀରା କା'ବ ଇବନେ ଆଶରାଫେର ହତ୍ୟାକାନ୍ତେର ଖବର ପେଯେ ଦମେ ଗେଲୋ । ତାରା ସ୍ପଷ୍ଟତ ବୁଝେ ଫେଲିଲୋ ଯେ, ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗେର ଜନ୍ୟେ ଯାରା ଦାୟୀ ହବେ, ଯାରା ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ତି ଲଂଘନ କରବେ, ତାଦେରକେ ସଦୁପଦେଶ ଦେଯାର ପର ସଦି ତାରା ଭାଲୋଭାବେ ନା ଚଲେ, ତାହଲେ ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତାଦେର ବିରଳଦେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗେ ଦ୍ଵିଧା କରବେନ ନା । ଏ କାରଣେ ତାରା କା'ବ ଇବନେ ଆଶରାଫେର ହତ୍ୟାର ଖବର ଶୁଣେ ଓ କୋନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରେନି । ତାରା ନିଜେଦେର ଚାଲଚଲନେ ଏମନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଲୋ ଯେ, ତାରା ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିର ଶର୍ତ୍ତାବଳୀ ମେନେ ଚଲଛେ । ତାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନେର କୋନ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଆର କରେନି । ବଲା ଯାଯ ଯେ, ବିଷାଙ୍ଗ ସାପ ସୁଡୁସୁଡୁ କରେ ଗର୍ତ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିଲୋ । ଏଭାବେ ମଦୀନାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ରଦେର ମାଥା ତୋଲାର ଆଶଙ୍କା ତିରୋହିତ ହଲୋ ।

ଏରପର ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମଦୀନାର ବାହିରେ ଥେକେ ଆସା ବିପଦେର ହମକି ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ସମୟ ପେଲେନ ।

ସାତ) ବାହରାନ୍ତେର ଯୁଦ୍ଧ

ଏଟା ଛିଲୋ ବଡ଼ ଧରନେର ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ । ଏହି ଅଭିଯାନେ ତିନଶତ ମୋଜାହେଦ ଅଂଶପ୍ରହଣ କରେନ । ଏହି ବାହିନୀ ନିଯେ ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ରବିଉଲ ଆଓୟାଲ ମାସେ ବାହରାନ ନାମକ ଏଲାକା ଅଭିମୁଖେ ରାତ୍ରାନା ହୟେ ଯାନ । ଏଟି ହେଜାୟେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଫାରାହ ଅନ୍ଧଲେର ଏକଟି ଜାଯଗା । ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଓ ତାର ସଙ୍ଗୀ ମୋଜାହେଦରା ରବିଉସ ସାନି ଏବଂ ଜମାଦିଉଲ ଆଉୟାଲ ଏହି ଦୁଇ ମାସ ସେଖାନେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଏରପର ତିନି ମଦୀନା ଫିରେ ଆମେନ । ତାକେ କୋନ ପ୍ରକାର ଲଡ଼ାଇ-ଏର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହୟନି । ୧୨

ଆଟ) ଛାରିଆୟ ଯାଯେଦ ଇବନେ ହାରେଛା

ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗେ ଏଟି ଛିଲୋ ମୁସଲମାନଦେର ଶେଷ ସଫଳ ଅଭିଯାନ । ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ଜମାଦିଉସ ସାନିତେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳିତ ହୟେଛିଲୋ । ଘଟନାର ବିଭାଗିତ ବିବରଣ ଏକପ,

ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧରେ ପର କୋରାଯଶଦେର ମନେ ଶାନ୍ତି ଛିଲୋ ନା । ଏରପର ଗ୍ରୀବକାଳ ଏସେ ପଡ଼ିଲୋ । ଏସମୟଇ ସିରିଆୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲା ପାଠାନୋ ହୟ । ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲାର ନିରାପତ୍ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ତାଦେର ମାଥା ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହଲୋ । ସେଇ ବହର ସିରିଆଗାମୀ ବାଣିଜ୍ୟ କାଫେଲାର ନେତା ସଫଓୟନ ଇବନେ ଉମାଇୟା କୋରାଯଶଦେର ବଲଲୋ, ମୋହାୟଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀରା ଆମାଦେର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିଯାନେ ବ୍ୟବହତ ପଥ ବିପଞ୍ଜନକ କରେ ତୁଲେଛେ । ବୁଝିତେ ପାରଛି ନା, ତାଦେର ସାଥେ କିଭାବେ ମୋକାବେଲା କରିବୋ । ଓରା ସମ୍ମୁ ଉପକୂଳ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ଯାଯ ନା । ଉପକୂଳବାସୀରାଓ ତାଦେର ସାଥେ ଭାବ ଜମିଯେ ନିଯାଇଛେ । ସାଧାରଣ ଲୋକେରାଓ ତାଦେର ପକ୍ଷେ ରଯାଇଛେ । ବୁଝିତେ ପାରଛି ନା, ଆମରା କୋନ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୋ ।

୧୧. ଏହି ଘଟନାର ବିଭାଗିତ ବିବରଣ ଯେବେ ଶାନ୍ତାବଳୀ ଥେକେ ଗ୍ରହଣ କରା ହୟେଛେ ସେମଳୋ ହଜ୍ଜେ, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପ୍ର. ୫.

୫୧, ୫୭, ସହିହ ବୋଖାରୀ ୧ୟ ଖତ ପ୍ର. ୩୪୧, ୪୨୫, ୨ୟ ଖତ, ୫୭୭, ସୁନାମେ ଆବଦୁଇଦ, ୨ୟ ଖତ, ପ୍ର. ୪୨, ୪୩ ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ୨ୟ ଖତ, ପ୍ର. ୯୧ ।

୧୨. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପ୍ର. ୫୦, ୫୧, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପ୍ର. ୯୧ । ଏହି ଅଭିଯାନେର କାରଣ ସମ୍ପର୍କେ ନାନା କଥା ଉପ୍ରେକ୍ଷ ରଯାଇଛେ । ବଲା ହୟେ ଥାକେ ଯେ, ମଦୀନାଯ ଏ ଖବର ପୌଛେ ଯେ, ବନ୍ଦ ସାଲିମ ଗୋତ୍ର ମଦୀନା ଓ ତାର ଆଶେ ପାଶେ ହାମଲାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତ୍ଯେତି ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । ଏଟା ଓ ବଲା ହୟେ ଥାକେ ଯେ, ଆଲାଇହର ରୁସ୍ଲ କୋରାଯଶଦେର ଏକଟି କାଫେଲାର ଖୋଜେ ବେରିଯାଇଲେନ । ଇବନେ ହିଶାମ ଏହି କାରଣ ଉପ୍ରେକ୍ଷ କରେଛେ । ଇବନେ କାଇୟେମ୍ ଓ ଏହି ଅଭିଯତ ପ୍ରକାଶ କରେନ । ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆଲୋଚିତ ହୟନି । ଅନ୍ୟ କାରଣଟିଇ ବିଶ୍ଵାସଯୋଗ୍ୟ । କେନନା ବନ୍ଦ ସାଲିମ ଗୋତ୍ର ଫାରା ଏଲାକାଯ ବସବାସ କରତୋ ନା ବାସ କରତୋ ନଜଦେ । ଏହି ଏଲାକା ଫାରା ଥେକେ ବହ ଦୂରେ ଅବହିତ ।

এদিকে, আমরা যদি ঘরে বসে থাকি, তবে তো পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কিছুই বাকি থাকবে না। কেননা মক্কায় আমাদের জীবিকার ব্যবস্থাই হচ্ছে দুই মৌসুমের ব্যবসার ওপর-গ্রীষ্মকালে সিরিয়া আর শীতকালে আবিসিনিয়ার সাথে।

সফওয়ানের এ প্রশ্নের পর বিষয়টি নিয়ে চিঞ্চ-ভাবনা শুরু হলো। আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালের সফওয়ানকে বললো, তুমি সমুদ্র উপকূলের পথ ছেড়ে ইরাকগামী পথ ধরে যেয়ো। এ পথ অনেক ঘোরা। নজদ হয়ে সিরিয়ায় যেতে হবে। মদীনার পূর্ব দিকের এই পথ সম্পর্কে কোরায়শরা ছিলো অনবহিত। আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালের সফওয়ানকে পেরামৰ্শ দিলো যে, তুমি বকর ইবনে ওবায়েল গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ফোরাত ইবনে হাইয়ানের সাথে যোগাযোগ করো। তাকে প্রস্তাবিত সফরে পথ প্রদর্শক হিসাবে রাখবে।

এই ব্যবস্থার পর কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে নতুন পথ ধরে অগ্রসর হলো। কিন্তু এই সফর পরিকল্পনার বিস্তারিত খবর মদীনায় পৌছে গেলো। কিভাবে পৌছুল এই খবরঃ ঘটনা ছিলো এই- সালিত ইবনে নোমান নঙ্গম ইবনে মাসুদের সাথে মদের একটি আড়তায় মিলিত হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ছালিত সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ নঙ্গম তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখনো পর্যন্ত মদ পান নিষিদ্ধ হয়নি। মদের আড়তায় নঙ্গম ছালিতের কাছে নেশার ঘোরে কোরায়শদের বাণিজ্য যাত্রার সব কথা প্রকাশ করে দেয়। ছালিত সাথে মদীনা রওয়ানা হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব কথা প্রকাশ করে দেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর কোরায়শী কাফেলার ওপর অবিলম্বে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। একশত সওয়ারের একটি বাহিনী হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। হযরত যায়েদ (রা.) দ্রুত গিয়ে কারদাহ নামক জায়গায় কাফেলার দেখা পেয়ে যান। তারা তখনই কেবল সেখানে পৌছেছিলো। একটি জলাশয়ের তীরে তাদের অবতরণের প্রাক্কালে আকস্মিক হামলায় তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং তার সঙ্গীরা পলায়ন ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেনি।

মুসলমানরা ফোরাত ইবনে হাইয়ানকে কাফেলার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেন। অন্য দুইজন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবসায়ের বিভিন্ন মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। সেসব দ্রব্যের মূল্য ছিলো এক লাখ দেরহামের কাছাকাছি।

মদীনায় পৌছার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পঞ্চমাংশ সম্পদ বের করে নেন। সম্পদ সমাঝী মোজাহেদদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। আর ফোরাত ইবনে হাইয়ান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৩

বদরের যুদ্ধের পর এটি ছিলো কোরায়শ কাফেরদের জন্যে সবচেয়ে হৃদয়বিদ্রোক ঘটনা। এর ফলে তাদের মানসিক যন্ত্রণা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাদের সামনে তখন দুটি পথ খোলা ছিলো। হয়তো সব ভুলে মুসলমানদের সাথে আপোষ মীমাংসা, অন্যথায় নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানদের সাথে যুক্তে অবতীর্ণ হয়ে তাদের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া, যেন ভবিষ্যতে তারা পুনরায় মাথা তুলতে না পারে। মক্কার নেতৃস্থানীয় কোরায়শরা দ্বিতীয় পথটিই গ্রহণ করলো। বাণিজ্য অভিযানে সর্বস্ব হারানোর পর তাদের প্রতিশেধস্পৃহা বহুগুণ বেড়ে যায়। মুসলমানদের সাথে সংঘাতে লিঙ্গ হওয়ার জন্যে তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের ওপর হামলা করার জন্যে কোরায়শরা সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। অতীতের ঘটনাবলী ছাড়াও বাণিজ্য অভিযান ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে ওহদের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

ওহদের যুদ্ধ

প্রতিশোধের জন্যে কোরায়শদের প্রস্তুতি

বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয় ও অবমাননা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকের নিহত হওয়ার ঘটনা সহ্য করতে হয়েছিলো। এ কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রে দিশহারা হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ ও আহায়ারি করতে কোরায়শ নেতারা নিহতদের আঘায়স্বজনকে নিষেধ করে দিয়েছিলো। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধেও তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করা হয়। তাদের শোকের গভীরতা এবং মানসংস্করণ তারা মুসলমানদের জানতে দিতে চাছিলো না। বদরের যুদ্ধের পর কাফেররা সম্মিলিতভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ করে তারা নিজেদের মনের জ্ঞালা জুড়াবে। এই যুদ্ধে তাদের ক্ষেত্রে প্রশংসিত হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরপরই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলো। কোরায়শ নেতাদের মধ্যে এ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ইকরামা ইবনে আবি জেহেল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব এবং আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ছিলো অগ্রগণ্য।

আবু সুফিয়ানের যে কাফেলা বদর যুদ্ধের কারণ হয়েছিলো, সেই কাফেলা মালামালসহ আবু সুফিয়ান সরিয়ে নিতে সফল হয়েছিলো। সেই কাফেলার সমুদয় মালামাল যুদ্ধের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। মালামালের মালিকদের বলা হয় যে, কোরায়শ বংশের লোকেরা, শোনো, মোহাম্মদ তোমাদেরকে কঠিন আঘাত হেনেছে। কাজেই তার সাথে যুদ্ধ করতে তোমরা তোমাদের এই মালামাল দিয়ে সহায়তা করো। তোমাদের নির্বাচিত সর্দারদের ওরা হত্যা করেছে। পুনরায় যুদ্ধ করলে আমরা হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হবো। কোরায়শরা এ আবেদনে সাড়া দিয়ে নিজেদের সমুদয় মাল যুদ্ধের জন্যে দান করতে রায় হয়। সেই মালামালের পরিমাণ ছিলো এক হাজার উট, এবং পঞ্চাশ হাজার দীনার। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে উটগুলো বিক্রি করে দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন এ আয়াত নাযিল করেন। ‘আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নির্বাচিত করার জন্যে কাফেররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতপর সেটা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফুরী করে, তাদেরকে জাহানামে একত্র করা হবে।’ (সুরা আনফাল, আয়াত ৩, ৬)

এরপর কোরায়শরা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্যে উদান্ত আহ্বান জানালো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের উদ্ধৃত করা হলো। সবাইকে কোরায়শদের পতাকাতলে সমবেত হতে বললো। নানা প্রকার লোভও দেখানো হলো। আবু ওয়া নামের একজন কবি বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিনা মুক্তিপণেই মুক্তি দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, সে ভবিষ্যতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না। কিন্তু মক্কায় ফিরে আসার পর সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তাকে বুঝালো যে, তুমি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে যাও, তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জ্ঞালাময়ী ভাষার কবিতার মাধ্যমে ক্ষেপিয়ে তোলো। আমি যদি যুদ্ধ থেকে ভালোভাবে ফিরে আসতে পারি তবে তোমাকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেবো অথবা তোমার কন্যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। এ প্রলোভনে গলে গিয়ে আবু ওয়া রসূল

ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ କୃତ ଅଙ୍ଗୀକାର ଭେଦେ ଫେଲିଲୋ । ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେ ଗିଯେ ସେ ଲୋକଦେର ଉଦ୍‌ଦିପନାମୟ କବିତାର ମାଧ୍ୟମେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳକ୍ଷେ କ୍ଷେପାତେ ଲାଗିଲୋ । କୋରାଯଶ ନେତାରା ଏକଇଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକଜନ କବି ମୋସାଫା ଇବନେ ଆବଦେ ମନ୍ନାଫ ଜୁହାମିକେଓ ଦଲେ ଟେନେ ଏନେଛିଲୋ । ଏମନିଭାବେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ କାଫେରଦେର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍‌ଦିପନା ବେଡ଼େ ଚଲିଲୋ ।

ବୁଦ୍ଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତେଇ କୋରାଯଶଦେର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲୋ । ନିଜେଦେର ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ ଛାଡ଼ାଓ କୋରାଯଶଦେର ମିତ୍ର ମିଲେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦାଁଡ଼ାଲୋ ତିନ ହାଜାର । କୋରାଯଶ ନେତାରା କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାକେଓ ଯୁଦ୍ଧେ ନିଯେ ଯାଓୟାର ପକ୍ଷେ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଲୋ । ସେ ଅନୁୟାୟୀ ପନେର ଜନ ସୁନ୍ଦରୀକେଓ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ନେଯା ହଲୋ । ଏଦେରକେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ନେଯାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତେ ହଲୋ, ଏଦେର ନିରାପତ୍ତା ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷାର ପ୍ରେରଣାୟ ଯୁଦ୍ଧେ ବୀରତ୍ବ ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗେର ମାନସିକତା ବେଶୀ କାଜ କରିବେ । ଯୁଦ୍ଧେ ତିନ ହାଜାର ଟୁଟ ଏବଂ ଦୁ'ଶୋ ଘୋଡ଼ା ନେଯାର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହଲୋ ।^୧ ଘୋଡ଼ାଗୁଲୋକେ ଅଧିକତର ସକ୍ରିୟ ରାଖିବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୋ ପଥ ତାଦେର ପିଠେ କାଉକେ ଆରୋହଣ କରାନ୍ତେ ହେବାନି । ଏହାଡ଼ା ନିରାପତ୍ତାମୂଳକ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟେ ତିନ ହାଜାର ବର୍ମଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଛିଲୋ ।

ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଛିଲୋ ସୈନ୍ୟଦେର ସିପାହିସାଲାର । ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଲୀଦକେ ସାହାୟକାରୀ ଘୋଡ଼ ସାଗରର ବାହିନୀର ନେତ୍ର୍ୟ ଦେଯା ହଲୋ । ଇକରାମା ଇବନେ ଆବୁ ଜେହେଲକେ ତାର ସହକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରା ହଲୋ । ନିର୍ଧାରିତ ନିଯମ ଅନୁୟାୟୀ ବନି ଆବଦୁଦ ଦାର ଗୋତ୍ରେର କାହେ ଯୁଦ୍ଧେ ପତାକା ଦେଯା ହଲୋ ।

ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ଅମ୍ବୁସଲିମଦେର ଯାତ୍ରା

ଏ ଧରନେର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର ମକ୍କାର ଏ ବାହିନୀ ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ରାଗ୍ୟାନା ହଲୋ । ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳକ୍ଷେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ୟେ କ୍ରୋଧେ ତାରା ଉତ୍ତାନ୍ତପ୍ରାୟ ହେଯେ ପଡ଼େଛିଲୋ । ଯୁଦ୍ଧର ରକ୍ତପାତ ଓ ଭୟାବହତା ଥେକେ ତାଦେର କ୍ରୋଧେର ପରିମାଣ ଆନ୍ଦୟ କରା ଯାଏ ।

ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) କୋରାଯଶଦେର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରତି ନୟର ରାଖିଛିଲେନ । ମଦୀନାର ଦିକେ ରାଗ୍ୟାନା ହ୍ୟରତ ଖବର ଜେନେଇ ତିନ ସମୁଦ୍ର ବିବରଣ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଅବହିତ କରାର ଜନ୍ୟେ ମଦୀନାଯ ଦ୍ରୁତ ଏକଜନ ଦୃତ ପାଠାଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.)-ଏର ପ୍ରେରିତ ଦୃତ ମକ୍କା ଓ ମଦୀନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାଂଚଶତ କିଲୋମିଟାର ପଥେର ଦୂରତ୍ତ ମାତ୍ର ତିନ ଦିନେ ଅଭିକ୍ରମ କରିଲେନ । ମଦୀନାଯ ପୌଛେଇ ତିନି ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.)-ଏର ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଇ ସମୟ ମଦୀନାର କୋବା ମସଜିଦେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛିଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଉବାଇ ଇବନେ କା'ବ (ରା.) ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.)-ଏର ଚିଠି ପଡ଼େ ଶୋନାଲେନ । ଚିଠିର ବକ୍ତବ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଉବାଇ (ରା.)-କେ ଗୋପନ ରାଖାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆନସାର ଓ ମୋହାଜେର ନେତାଦେର ସାଥେ ଜରୁରୀ ପରାମର୍ଶ କରିଲେନ ।

ପରିଚିତି ମୋକାବେଲାର ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଯେ କୋନ ଅବଶ୍ଵିତ ପରିଚିତି ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ଏରପର ମଦୀନାର ମୁସଲମାନରା ଅନ୍ତରେ ରାଖିବେ ଶୁରୁ କରିଲେନ । ଏମନିକି ନାମାଯେର ସମଯେଓ ଅନ୍ତରେ ସରିଯେ ରାଖା ହତୋ ନା ।

କଥେକଜନ ଆନସାରକେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷାଯ ନିଯୁକ୍ତ କରା ହଲୋ । ଏଦେର ମଧ୍ୟ ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ୟ (ରା.), ଉତ୍ସାଯେଦ ଇବନେ ଖୋଯାଯେର (ରା.) ଏବଂ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା (ରା.) । ଏରା ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟକ ସାରା ରାତ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା

¹. ଅବଶ୍ୟ ଫାତହିଲ ବାରୀ ଏହେ ଘୋଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା ବଳ ହେଯେଛେ ଏକଶତ (୭ତମ ଖତ, ୩୪୬ ପୃଷ୍ଠା)

ସାଲ୍ଲାମେର ଗୁହେ ପାହାରାୟ ଥାକତେଣ ।

ମଦୀନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥେଓ ବେଶ କଯେକଜନ ମୁସଲମାନକେ ନିଯୋଗ କରା ହଲୋ । ସେ କୋନ ଧରନେର ଆକଷିକ ହାମଲା ମୋକାବେଲାୟ ଏରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛିଲେନ । ଛୋଟ ଛୋଟ କଯେକଟି ବାହିନୀକେ ଶକ୍ତଦେର ଗତିବିଧିର ଓପର ନୟର ରାଖତେ ମଦୀନାର ବାଇରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟଙ୍କ ନିୟୁକ୍ତ କରା ହଲୋ ।

ମଦୀନାର ସରିକଟେ କାଫେରଦେର ଉପଚ୍ଛିତି

ମଙ୍କାର ବାହିନୀ ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ଏଗିଯେ ଚଲିଲୋ । ଆବାଦ୍ୟାର ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛାର ପର ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ଶ୍ରୀ ହେନ୍ ବିନତେ ଓତବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଲୋ ଯେ ରୁସ୍ଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାମ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ମା ବିବି ଆମେନାର କବର ଖୁଜେ ତାକେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରା ହୋକ । କିନ୍ତୁ ଏ ନାରୀର ଘ୍ୟଣ ସ୍ଵଦ୍ୟବସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବାୟନେ କୋରାଯଶ ନେତାରା ରାଧି ହଲୋ ନା । ତାରା ଭେବେ ଦେଖିଲୋ ଯେ, ଏ କାଜେର ପରିଣାମ ହବେ ଖୁବି ଡ୍ୟାବହ ।

ଆବାଦ୍ୟା ଥେକେ କାଫେରରା ସଫର ଅବ୍ୟାହତ ରାଖିଲୋ । ମଦୀନାର କାହେ ପୌଛେ ଆକିକ ପ୍ରାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଲୋ । ଏରପର କିଛୁଟା ଡାନେ ଗିଯେ ଓହ୍ନ୍ ପର୍ବତେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନାଇନ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ଅବସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଲୋ । ଆଇନାଇନ ମଦୀନାର ଉତ୍ତରେ କାନାତ ପ୍ରାନ୍ତରେର କାହେ ଏକଟି ଉର୍ବର ଭୂମି । ଏଟା ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ୬୨ ଶାଓୟାଲ ରୋଜ ଶୁକ୍ରବାରେର ଘଟନା ।

ମଜଲିସେ ଶୂରାର ବୈଠକ

ଅମୁସଲିମଦେର ଗତିବିଧିର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜୀ ଖବର ମୁସଲିମ ସଂବାଦ ବାହକରା ମଦୀନାୟ ପୌଛେ ଦିଛିଲେନ । ତାଦେର ଅବସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣେର ଖବରରେ ମଦୀନାୟ ପୌଛେ ଗେଲୋ । ସେଇ ସମୟ ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାମ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଜଲିସେ ଶୂରାର ବୈଠକ ଆହ୍ସାନ କରିଲେନ । ସେଇ ବୈଠକେ ମଦୀନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କେ ଜରୁରୀ ସିନ୍ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାର ଚିନ୍ତା କରା ହିଲେ । ଶୁରୁତେ ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାମ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର ଦେଖା ଏକଟି ଶ୍ଵପ୍ନେ କଥା ସାହାବାଦେର ଜାନାଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାମ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ ଆମି ଏକଟା ଭାଲୋ ଜିନିସ ଦେଖେଛି । ଆମି ଦେଖିଲାମ କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ଗାଭୀକେ ଯବାଇ କରା ହଛେ । ଆମି ଦେଖିଲାମ ଆମାର ତରାବାରିର ଓପର ପରାଜ୍ୟେର କିଛୁ ଚିହ୍ନ । ଆମି ଆରୋ ଦେଖିଲାମ ଯେ, ଆମି ଆମାର ହାତ ଏକଟି ନିରାପଦ ବର୍ମେର ଭେତର ପ୍ରବେଶ କରିଯେଛି । ଅତପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାମ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଗାଭୀ ଯବାଇ କରା ହଛେ ଏ କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ବଲିଲେନ, କଯେକଜନ ସାହାବା ଶହୀଦ ହବେନ । ତଳୋଯାରେ ପରାଜ୍ୟେର ଚିହ୍ନେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବଲିଲେନ ଯେ, ଆମାର ପରିବାରେର କୋନ ଏକଜନ ଶହୀଦ ହବେନ । ନିରାପଦ ବର୍ମେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବଲିଲେନ, ଏର ଅର୍ଥ ହଛେ ମଦୀନା ଶହର ।

ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାମ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅତପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କେ ଅଭିମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେନ ଯେ, ମୁସଲମାନରା ଶହର ଥେକେ ବେର ହବେ ନା । ତାରା ମଦୀନାର ଭେତରେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । କାଫେରରା ତାଦେର ତାବୁତେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଥାକୁକ । ଯଦି ତାରା ମଦୀନାୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହଲେ ମୁସଲମାନରା ମଦୀନାର ଅଲିଗଲିତେ ତାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ । ମହିଳାରା ଛାଦେର ଓପର ଥେକେ ତାଦେର ଓପର ଆୟାତ ହାନିବେ । ଏହି ଅଭିମତି ଛିଲେ ସଠିକ । ମୋନାଫେକ ନେତା ଆବଦ୍ୟାହ ଇବନେ ଉବାଇଁ ଏହି ଅଭିମତେର ସାଥେ ଏହି ମୋନାଫେକ ଐକମ୍ୟ ପ୍ରକାଶର କାରଣ ଏଟା ନୟ ଯେ, ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାମ୍ମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଅଭିମତ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳ ତାର ପଚନ୍ଦ ହେଯିଛିଲେ, ବରଂ ସେ ଏ କାରଣେଇ ପଚନ୍ଦ କରିଛିଲେ ଯେ, ଏତେ ଏକଦିକେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ଥେକେ ବିରତ ଥାକତେ ପାରିବେ, ଅର୍ଥ କେଉଁ ସେଟା ବୁଝାତେ ପାରିବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ରବ୍ବୁ ଆଲାମୀନେର ଇଚ୍ଛା ଛିଲେ ଅନ୍ୟରକମ । ତିନି ଚେଯେଛିଲେ, ପ୍ରଥମବାରେ ମତୋ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଚିହ୍ନିତ ଓ ଅପମାନିତ ଏବଂ ମୁସଲମାନିତ୍ତେର ଆବରଣେ

তার কুফুরীর পর্দা উন্মোচিত হোক। এছাড়া মুসলমানরা নিজেদের সঞ্চটকালীন সময়ে জেনে নিক যে, তাদের আস্তিনে কতো বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে আছে।

বদরের যুক্তে অংশগ্রহণ করতে পারেননি- এমন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা ময়দানে গিয়ে কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন। তাঁরা জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। কোন কোন সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা তো এই দিনের জন্যে আকাঞ্চ্ছা করছিলাম এবং আল্লাহর রববুল আলামীনের কাছে মোনাজাতও করছিলাম। আল্লাহর রববুল আলামীন আজ আমাদের সেই সুযোগ প্রদান করেছেন। আজ যুক্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ এসেছে। কাজেই হে আল্লাহর রসূল, আপনি শক্রদের সামনে এগিয়ে চলুন, একথা মনে করবেন না যে, আমরা ভয় পাচ্ছি।

এ ধরনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশকারীদের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হ্যরত হাময়া ইবনে আবদুল মোতালেবও ছিলেন। বদরের যুক্তে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, সেই পবিত্র সদ্বার শপথ, যিনি আপনার ওপর কোরআন নাযিল করেছেন, মদীনার বাইরে কাফেরদের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করার আগে আমি কোন আহার মুখে তুলবো না।^২

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সাহাবার মতামতের প্রেক্ষিতে নিজ মতামত প্রত্যাহার করায়। শেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, মদীনার বাইরে খোলা ময়দানেই কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে।

ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস এবং যুক্ত ঘাতা

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার নামায পড়ালেন। নামায শেষে ওয়ায নসিহত করলেন। তিনি বললেন, দৈর্ঘ্য এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমেই জয়লাভ করা সম্ভব হবে। সাথে সাথে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন শক্রে মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। একথা শোনার পর মুসলমানদের মনে আনন্দের হ্রাত বয়ে যায়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আসরের নামায আদায় করলেন তখন দেখলেন যে, বেশ কিছু সংখ্যক লোক সমবেত হয়েছে। মদীনার উপকর্ত থেকেও কিছু লোক এসেছে। নামাযের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করলেন। হ্যরত আবু বকর এবং হ্যরত ওমর (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় পাগড়ি বাঁধলেন এবং পোশাক পরিধান করালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচে এবং ওপরে বর্ম পরিধান করলেন, তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সকলের সামনে হাফির হলেন।

সকলেই ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ করে হ্যরত সাদ ইবনে মায়া'য (রা.) এবং হ্যরত উসায়েদ ইবনে খুয়ায়ের (রা.) সাহাবাদের বললেন, আপনারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জোর করে যুক্তের ময়দানে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা তাঁকে বাধ্য করছেন। কাজেই বিষয়টি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ছেড়ে দিন। একথা শুনে সকলেই শরমিন্দ হলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এলে তাঁর কাছে সবাই আরয করলেন যে, হে আল্লাহর রসূল, আমরা আপনার বিরোধিতা করেছি, এটা ঠিক হয়নি। আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করুন। আপনি যদি আমাদের মদীনায় থাকাই সমীচীন মনে করেন তবে আমরা ওতেই রাযি। আপনি তাই করুন।

ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, କୋନ ନବୀ ଯଥନ ଅନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ ନେନ, ତଥନ ତା ଖୁଲେ ଫେଲା ତା'ର ଜନ୍ୟେ ସମୀଚିନ ନୟ, ସତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାହୁ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ତା'ର ଏବଂ ତା'ର ଶକ୍ତଦେର ମଧ୍ୟେ ଫ୍ୟାସାଲା ନା କରେ ଦେନ ।^୩

ଏରପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସୈନ୍ୟଦେର ଏଭାବେ ତିନଭାଗେ ଭାଗ କରଲେନ: ଏକ) ମୋହାଜର ବାହିନୀ । ଏହି ବାହିନୀର ପତାକା ହ୍ୟରତ ମସାବାର ଇବନେ ଓମାୟେର (ରା.)-କେ ପ୍ରଦାନ କରା ହୈ ।

ଦୁଇ) ଆନ୍ସାରଦେର ଆଓସ ଗୋତ୍ରେର ବାହିନୀ । ହ୍ୟରତ ଉସାୟେଦ ଇବନେ ଖୁଯାୟେର (ରା.)-କେ ଏହି ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ଦେନ ।

ତିନ) ଖ୍ୟାରାଜ ଗୋତ୍ରେର ବାହିନୀ । ହ୍ୟରତ ହାବାବ ଇବନେ ମୁନ୍ୟେର (ରା.) ଏହି ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

ମୁସଲମାନଦେର ସୈନ୍ୟସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ସର୍ବସାକୁଲ୍ୟ ଏକ ହାଜାର । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଶତ ଜନ ବର୍ମ ପରିହିତ ଏବଂ ପଞ୍ଚଶଜନ ଘୋଡ଼ ସଞ୍ଚାର ଛିଲେ ।^୪

ଅପର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାୟ ବଲା ହେଲେ ଯେ, ଘୋଡ଼ ସଞ୍ଚାର ସୈନ୍ୟ ଏକଜନଙ୍କ ଛିଲୋ ନା ।

ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାକାଳେ ମଦୀନାୟ ଅବଶ୍ୟନ୍ତର ସାହାବୀଦେର ନାମାୟ ପଡ଼ାନୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ହାହ ଇବନେ ଉପେ ମାକ୍ତୁମ (ରା.)-ଏର ଓପର ଦିଯେ ପରେ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟଦେର ରଓଯାନା ହେତୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଦେଯା ହୈ । ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟରା ଉତ୍ତର ଦିକେ ରଓଯାନା ହନ । ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ୟ (ରା.) ଏବଂ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା (ରା.) ବର୍ମ ପରିହିତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାମନେ ଥାକା ଅବଶ୍ୟ ଏଗିଯେ ଯାଚିଲେନ ।

‘ଛାନିଯାତୁଲ ବିଦା’ ନାମକ ସ୍ଥାନେ ପୌଛାର ପର ଏକଟି ସୈନ୍ୟଦଳ ଦେଖା ଗେଲୋ । ଏରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ପୁରୋ ସେନାବାହିନୀ ଥେକେ ପୃଥିକ ଛିଲୋ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତାଦେର ପରିଚଯ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେ ତାରା ବଲଲୋ, ତାରା ଖ୍ୟାରାଜ ଗୋତ୍ରେର ମିତ୍ର ଏବଂ^୫ ଇହନୀ । କିନ୍ତୁ ତାରା ମକ୍କାର କାଫେରଦେର ବିରଳକୁ ମୁସଲମାନଦେର ପକ୍ଷେ ଲଡ଼ାଇ କରତେ ଚାଯ । ତାଦେର ମୁସଲମାନ ହେତୁର ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଜାନାନୋ ହଲୋ ଯେ, ତାରା ମୁସଲମାନ ହେତୁର ଏବଂ ହେତୁର ଇଚ୍ଛାଓ ନେଇ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ କାଫେରଦେର ବିରଳକୁ ଇହନୀଦେର ସାହାୟ ପାହିବା ପାଠାନେ ଜାନାଲେନ ।

ସୈନ୍ୟଦଳ ପରିଦର୍ଶନ

ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଶାଇଖାନ ନାମକ ଜାଯଗାଯ ପୌଛେ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟଦେର ପରିଦର୍ଶନ କରଲେନ । ଏଇ ଜାଯଗାଯ ପରିଦର୍ଶନ ଶେଷେ ଅପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟକ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ୟେ ଅନୁପଯୋଗିଦେର ଫେରତ ପାଠାନୋ ହଲୋ । ଯାଦେର ଫେରତ ପାଠାନୋ ହେଲେଛିଲୋ ତା'ରା ହଲେନ, ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ହାହ ଇବନେ ଓମର (ରା.), ହ୍ୟରତ ଓସାମା ଇବନେ ଯାଯେଦ (ରା.), ହ୍ୟରତ ଓସାଯେଦ ଇବନେ ଯହିର (ରା.), ଯାଯେଦ

୩. ମୋସନାଦେ ଆହମଦ, ନାସାଈ, ଇବନେ ଇସହାକ ।

୪. ଇବନେ କାଇୟେମ ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତୀଯ ଖର୍ଦ୍ଦେର ୯୨ ପୃଷ୍ଠାଯ ଏକଥା ଲିଖେଛେ । ହାଫେଜ ଇବନେ ହାଜାର ବଳେନ, ଏଟା ଭୁଲ । ମୁସା ଇବନେ ଓକବା ଦ୍ୱାତର ସାଥେ ବଲେଛେ, ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧେ କୋନ ଘୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରା ହେବାନି । ଓୟାକେନୀ ଲିଖେଛେ, ମାତ୍ର ୨୮ ଘୋଡ଼ ଛିଲୋ । ଏକଟି ରଙ୍ଗୁନ୍ତାହୁ (ସଂ)-ଏର କାହେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାଟି ଆବୁ ଯୋବଦା (ରା.)-ଏର କାହେ ଛିଲୋ । ଫତହଲ ବାରୀ ସଂଗ୍ରହ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୩୫୦ ।

୫. ଏହି ଘଟନା ଇବନେ ସା'ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଲେ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାୟ ଏକଥାଓ ଉତ୍ତ୍ରେ କରା ହେଲେ ଯେ, ଓରା ଛିଲୋ ବନି କାଯନୁକା ଗୋତ୍ରେର ଇହନୀ । କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ସଠିକ ନୟ । କେନନା ବନି କାଯନୁକା ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ବଦର ଯୁଦ୍ଧେର କିଛିଦିନ ପରଇ ମଦୀନା ଥେକେ ବେର କରେ ଦେଯା ହୈ ।

ଇବନେ ସାବେତ (ରା.), ହସରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ଆରକାମ (ରା.), ହସରତ ଓସାମା ଇବନେ ଆଓସ (ରା.), ହସରତ ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ (ରା.), ହସରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ହାରେସା ଆନସାରୀ (ରା.) ଏବଂ ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ହିବାହ (ରା.) । ଏହି ତାଲିକାଯି ହସରତ ବାରା ଇବନେ ଆୟେବ (ରା.)-ଏର ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଁ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ସହୀହ ବୋଖାରୀର ମତେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଁ ଯେ, ତିନି ଉତ୍ସଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ଯୋଗଦାନ କରେଛିଲେନ ।

କମ ବୟକ୍ତ ହୋୟା ସତେଷ ହସରତ ରାଫେ ଇବନେ ଖାଦିଜ (ରା.) ଏବଂ ହସରତ ସାମୁରା ଇବନେ ଜୁନ୍ଦବ (ରା.)-କେ ଜେହାଦେ ଅଂଶଗ୍ରହଣେର ଅନୁମତି ଦେୟା ହେଁଛିଲୋ । ଏର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ହସରତ ରାଫେ ଇବନେ ଖାଦିଜ (ରା.) ତୌରେନ୍ତି ହିସାବେ ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶୀ ଛିଲେନ । ତାଙ୍କେ ଅନୁମତି ଦେୟାର ପର ହସରତ ସାମୁରା ଇବନେ ଜୁନ୍ଦବ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆମି ତୋ ରାଫେର ଚେଯେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । କୁଣ୍ଡିତେ ତାକେ ଆମି ଆଛଢ଼େ ଦିତେ ପାରି । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଏକଥା ଜାନାନୋ ହଲେ ତିନି ଉତ୍ସଦେର କୁଣ୍ଡି ଲଡ଼ାର ଆଦେଶ ଦିଲେନ । ସେଇ କୁଣ୍ଡିତେ ହସରତ ସାମୁରା ଇବନେ ଜୁନ୍ଦବ (ରା.) ସତିଇ ହସରତ ରାଫେକେ ଆଛଢ଼େ ଦିଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହସରତ ସାମୁରା (ରା.)-କେବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣେର ଅନୁମତି ଦିଲେନ ।

ଉତ୍ସଦ ଓ ମଦୀନାର ମାବାମାର୍କି ସ୍ଥାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ

ଶାଇଥାନ ନାମକ ଜାୟଗାତେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଁ ଗିଯେଛିଲୋ । ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଖାନେ ମାଗରେବ ଏବଂ ଏଶାର ନାମ୍ୟ ଆଦାୟ କରେ ରାତ୍ରି ଯାପନେର ସିନ୍ଧାନ୍ତ କରିଲେନ । ମୁସଲମାନଦେର ତାଂବୁର ଚାରଦିକେ ପାହାରାଦାରଦେର ନେତା ଛିଲେନ ହସରତ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ମାସଲାମା ଆନସାରୀ (ରା.) । ତିନିଇ ଇହନୀ କା'ବ ଇବନେ ଆଶରାଫେର ହତ୍ୟାକାନ୍ତେ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଯେଛିଲେନ । ଆର ସାଫଓୟାନ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ କ୍ୟେସ (ରା.) ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପାହାରାୟ ନିଯୁକ୍ତ ଛିଲେନ ।

ମୋନାଫେକଦେର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା

ମୋନାଫେକ ନେତା ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇର ଦୁରଭିସନ୍ଧି ସଫଳ ହୋୟାର କାହାକାହି ଛିଲୋ । ତାର ଓ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ପିଚୁଟାନ ଦେଖେ ଆଓସ ଗୋତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହାରେସା ଏବଂ ଖ୍ୟାତରାଜ ଗୋତ୍ରେ ବନ୍ଦ ସାଲମାର ଦଲଓ ଦ୍ଵିଧାରିତ ହେଁ ପଡ଼େଛିଲୋ । ତାରା ଫିରେ ଯାଓୟାର କଥା ଭାବଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ରକ୍ତ ଆଲାମୀନ ଏହି ଦୁଇ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ମନେ ଈମାନୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରେ ଦେୟାଯ ତାରା ଯୁଦ୍ଧେର ଜନ୍ୟ ସନ୍କଳେ ଅଟଲ ହେଁ ରହିଲେନ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ରକ୍ତ ଆଲାମୀନ ବଲେନ, ‘ଯଥିନ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ଦୁଇ ଦଲ ଭୀରୁତର ପରିଚୟ ଦେୟାର ଇଚ୍ଛା କରେଛିଲୋ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାଦେର ବକ୍ତ୍ବ । ମୋମେନଦେର ଆଲ୍ଲାହର ଓପରଇ ଭରସା କରା ଉଚିତ ।’

ମୋନାଫେକରା ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଯାଓୟାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏମନି ନାୟକ ପରିଷ୍ଠିତିତେ ତାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ହସରତ ଜାବେର (ରା.)-ଏର ପିତା ହସରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ହାରାମ (ରା.) ମଚେତନ କରତେ ଚାଇଲେନ । ତିନି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ମୋନାଫେକଦେର ଫିରିଯେ ଆନାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଦେର ପେଛନେ କିଛଦୂର ଗିଯେ ବଲଲେନ, ଏଥିନେ ଫିରେ ଚଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଲଡ଼ାଇ କରୋ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଜବାବ ଦିଲୋ ଯେ, ଯଦି ଆମରା ଜାନତାମ ଯେ, ଆପନାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନ ତାହଲେ ଆମରା ଫିରେ ଯେତାମ ନା । ଏକଥା ଶୁଣେ ହସରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ହାରାମ (ରା.) ବଲଲେନ, ଓହେ ଆଲ୍ଲାହର ଶକ୍ରାନ୍ତି, ତୋମାଦେର ଓପର ଆଲ୍ଲାହର ଶାନ୍ତି ନାଥିଲ ହବେ । ମ୍ରଦଗାମ ରେଖୋ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାଙ୍କେ ତୋମାଦେର ମୁଖାପେକ୍ଷି ରାଖିବେନ ନା ।

ସେଇ ମୋନାଫେକଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଏହି ଆୟାତ ନାଥିଲ କରିଲେନ, ‘ଏବଂ ମୋନାଫେକଦେର ଜାନବାର ଜନ୍ୟେ ତାଦେରକେ ବଲା ହେଁଛିଲୋ’, ଏସୋ, ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରୋ ଅଥବା ପ୍ରତିରୋଧ କରୋ । ତାରା ବଲଲୋ, ଯଦି ମୁଦ୍ର ଜାନତାମ, ତବେ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ତୋମାଦେର ଅନୁସରଣ କରତାମ । ସେମିନ ତାରା ଈମାନ ଅପେକ୍ଷା କୁରୁକୀର ନିକଟତର ଛିଲୋ । ଯା ତାଦେର ଅନ୍ତରେ ନେଇଁ, ତା ତାରା ମୁଖେ ବଲେ । ଯା ତାରା ଗୋପନ ରାଖେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତା ବିଶେଷଭାବେ ଅବହିତ । (ଆଲେ ଇମରାନ, ଆୟାତ ୧୬୭)

ଓହ୍ଦେର ପାଦଦେଶେ

ମୋନାଫେକଦେର ଫିରେ ଯାଓୟାର ପର ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତଶତ
ମୁସଲମାନକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଶକ୍ରଦେର ଦିକେ ଅଗସର ହଲେନ । ଶକ୍ରଦେର ଅବସ୍ଥାନ ଛିଲୋ ଓହ୍ଦ ପର୍ବତେର
ଉଠେଟୋ ଦିକେ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାହାବାଦେର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲଲେନ, ବେଶୀ ଘୁରେ
ଗଞ୍ଜବେ ଯେତେ ହବେ ନା, ଏମନ ପଥେର ସଙ୍କାନ ଦିତେ କେଉ ପାରବେ?

ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଖାୟଚୁମା (ରା.) ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲଲେନ, ଏକାଜେର ଜନ୍ୟେ ଆମି ହାଧିର
ରଯେଛି, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ । ଏରପର ତିନି ଏକଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଥ ଧରେ ଏଗିଯେ ଚଲଲେନ । ଶକ୍ରଦେର
ପର୍ଶିମ-ପାଶେ ରେଖେ ସେଇ ପଥ ଧରେ ବନୁ ହାରେସା ଗୋତ୍ରେ ଜମିର ଓପର ଦିଯେ ମୁସଲମାନରା ଏଗିଯେ
ଯାଇଛିଲୋ । ଏହି ପଥେ ଯାଓୟାର ସମୟ ମରବା ଇବନେ କାଯଜା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାଗାନେର ଓପର ଦିଯେ
ଯାଇଛିଲୋ । ଏ ଲୋକଟି ଏକଦିକେ ଛିଲୋ ଅନ୍ଧ, ଅନ୍ୟଦିକେ ମୋନାଫେକ । ମୁସଲମାନଦେର ଆଗମନ ଅନୁଭବ
କରେ ସେ ମୁସଲମାନଦେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଧୂଲି ନିକ୍ଷେପ କରତେ ଉରୁ କରଲେ । ଏ ସମୟେ ସେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି
ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲାଇଲୋ, ଆପଣି ଯଦି ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ହୟେ ଥାକେନ, ତବେ ମନେ ରାଖବେମ
ଯେ, ଆମାର ବାଗାନେ ଆପନାର ଆସାର ଅନୁମତି ନେଇ । ମୁସଲମାନରା ତାକେ ହତ୍ୟା କରତେ ଚାଇଲେନ ।
ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଓକେ ହତ୍ୟା କରୋ ନା । ସେ ମନ ଏବଂ ଚୋଥ ଉତ୍ସବ
ଦିକ୍ ଥେକେଇ ଅନ୍ଧ ।

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାମନେ ଅଗସର ହୟେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସୀମାଯ ଅବସ୍ଥିତ ଓହ୍ଦ
ପାହାଡ଼େର ଘାଁଟିତେ ପୌଛେ ସେଖାନେଇ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରଲେନ । ସାମନେ ଛିଲୋ ମଦୀନା ଆର ପେଛନେ
ଛିଲୋ ଓହ୍ଦେର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ । ଶକ୍ର ବାହିନୀ ତଥନ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ମଦୀନାର ମାଝାମାଝି ଅବସ୍ଥାନ
କରିଛିଲୋ ।

ପ୍ରତିରୋଧ ପରିକଳ୍ପନା

ଏଥାନେ ପୌଛେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସୈନ୍ୟଦେର ବିନ୍ୟକ୍ତ ଓ ସଂଗଠିତ କରଲେନ ।
ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ ତିନି ସୈନ୍ୟଦେର କଯେକଟି ସାରିତେ ବିଭକ୍ତ କରଲେନ । ତୀରନ୍ଦାଜଦେର ଏକଟି
ବାହିନୀ ଗଠନ କରଲେନ । ଏଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ପଞ୍ଚଶଶ । ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଜାବେର ଇବନେ
ନୋମାନ ଆନସାରୀ (ରା.)-କେ ଏହି ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ହଲୋ । କାନାତ ଉପତ୍ୟକାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିକେ
ଅବସ୍ଥିତ ଏକଟି ଗିରିପଥେ ତାଦେର ନିୟୁକ୍ତ କରା ହଲୋ । ଏହି ଗିରିପଥ ବର୍ତମାନେ ଜାବାଲେ କୁମାତ ନାମେ
ପରିଚିତ । ଏହି ଗିରିପଥ ମୁସଲିମ ବାହିନୀର ଅବସ୍ଥାନ ଥେକେ ଦେଡଶତ ମିଟାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିକେ
ଅବସ୍ଥିତ ଛିଲୋ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ତୀରନ୍ଦାଜଦେର ନେତାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ
ବଲେଇଲେନ, ‘ତୋମରା ଯୋଡ଼ ସଓଯାର ଶକ୍ରଦେର ପ୍ରତି ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରେ ତାଦେରକେ ଆମାଦେର କାଛ
ଥେକେ ଦୂରେ ରାଖବେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖବେ ତାରା ଯେନ ପେଛନେର ଦିକ୍ ଥେକେ ଆମାଦେର ଓପର ହାମଲା କରତେ ନା
ପାରେ । ଆମରା ଜୟଲାଭ କରି ଅଥବା ପରାଜିତ ହଇ, ଉତ୍ସବ ଅବସ୍ଥାଯାଇ ତୋମରା ନିଜେଦେର ଅବସ୍ଥାନେ
ଅବିଚଳ ଥାକବେ । ତୋମରା ଯେଥାନେ ଅବସ୍ଥାନ ନିଯେଛୋ ସେଦିକ ଥେକେ ଯେନ ଆମାଦେର ଓପର କୋନ
ହାମଲା ଆସତେ ନା ପାରେ, ସେଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖବେ ।^୬ ଏରପର ସକଳ ତୀରନ୍ଦାଜକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନବୀ
ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆମାଦେର ପେଛନେର ଦିକ୍ ତୋମରା ହେଫାୟତ କରବେ । ଯଦି
ଦେଖୋ ଯେ, ଆମରା ମାରା ପଡ଼େଛି ତବୁ ଓ ଆମାଦେର ସାହାଯ୍ୟ ଏଗିଯେ ଏସୋ ନା । ଯଦି ଦେଖୋ ଯେ,
ଆମରା ଗନ୍ମିତର ମାଲ ଆହରଣ କରଛି, ତବୁ ଓ ଆମାଦେର ସାଥେ ତୋମରା ଅଂଶ ନିଓ ନା ।^୭

୬. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୫-୬୬ ।

୭. ଆହମଦ ତିବରାନୀ ହାକେମ ହ୍ୟରତ ଇବନେ ଆକବାସ (ରା:) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ଫତହଲ ବାରୀ ସମ୍ମ ଖତେର ୩୫୦

সহିହ ବୋଥାରୀତେ ଉପ୍ରେକ୍ଷିତ ବଜ୍ରବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନା ଯାଯ, ରସ୍ତିଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛିଲେନ, ଯଦି ତୋମରା ଦେଖୋ ଯେ, ଆମାଦେରକେ ଚଢ଼ୁଇ ପାଖି ଠୋକରାଛେ ତବୁଓ ନିଜେର ଜାଯଗା ଛାଡ଼ିବେ ନା— ଯଦି ଆମି ଡେକେ ନା ପାଠାଇ । ଯଦି ତୋମରା ଦେଖୋ ଯେ, ଆମରା ଶକ୍ତିଦେର ପରାଜିତ କରଛି ଏବଂ ଏକ ସମୟେ ତାଦେର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦିଯାଇଛି, ତବୁଓ ନିଜେର ଜାଯଗା ଛାଡ଼ିବେ ନା— ଯଦି ଆମି ଡେକେ ନା ପାଠାଇ ।^୧

ଏମନି କଠୋର ସାମରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶସହ ରସ୍ତିଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତୀରନ୍ଦାଜ ସୈନ୍ୟଦେରକେ ନିୟୁକ୍ତ କରେ ଗିରିପଥ ବନ୍ଦ କରେ ଦିଯେଛିଲେନ । କାରଣ ସେଇ ପଥେର ବିପରୀତ ଥେକେ ଏସେ ଶକ୍ରରା ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ସହଜେଇ ହାମଲା କରତେ ସଙ୍କଷମ ହତୋ ।

ବାକି ସୈନ୍ୟ ଥେକେ ହୟରତ ମୋନଯେର ଇବନେ ଆମର (ରା.)-କେ ଡାନଦିକେ ଏବଂ ହୟରତ ଯୋବାଯେର ଇବନେ ଆୟୋମ (ରା.) ସହକାରୀ ହିସାବେ ହୟରତ ମେକଦାଦ ଇବନେ ଆସାୟୋଦ (ରା.)-କେ ନିୟୁକ୍ତ କରା ହଲୋ । ହୟରତ ଯୋବାଯେର (ରା.)-କେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଯା ହୟେଛିଲୋ ଯେ, ତିନି ଖାଲେଦ ଇବମେ ଓଳିଦେର ନେତୃତ୍ୱଧିନ ଘୋଡ଼ ସେୟାରଦେର ଗତିରୋଧ କରେ ରାଖବେନ । ଖାଲେଦ ତଥିମେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନି । ଏଇ ଶ୍ରୀଣି ବିନ୍ୟାସ ଛାଡ଼ାଓ ସମ୍ମୁଖଭାଗେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ସାହାବାଦେର ମୋତାଯେନ କରା ହୟେଛିଲୋ । ଏ ସକଳ ସାହାବାର ବୀରତ୍ତ ସାହସିକତାର ଖ୍ୟାତି ଏତୋ ବେଶୀ ଛିଲୋ ଯେ, ତାଦେର ଏକ ଏକଜନକେ ଏକ ହାଜାର ଶକ୍ରର ମୋକାବେଲାଯାଓ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ କରା ହତୋ ।

ରସ୍ତିଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସେନା ବିନ୍ୟାସେର ଏ ପରିକଲ୍ପନା ଛିଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରିଚାୟକ । ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସମର କୌଶଳେ ତାଁ ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ବିଚକ୍ଷଣତାର ପରିଚୟ ଏତେ ପାଓଯା ଯାଯ । ଏତେ ଏଟାଓ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯେ, ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ କୋନ ସେନାନାୟକଙ୍କିଇ ସମର କୌଶଳର କ୍ଷେତ୍ରେ ରସ୍ତିଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଚୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମର ପରିକଲ୍ପନା ପ୍ରଣୟନେ ସଙ୍କଷମ ହବେନ ନା । ଶକ୍ର ସୈନ୍ୟଦେର ପରେ ଏସେ ନରୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମୁସଲମାନଦେର ଅବହାନେର ଜନ୍ୟେ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ କରେଛିଲେନ । ପାହାଡ଼େର ସମ୍ମୁଖଭାଗେ ଅବହାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତିନି ଶକ୍ରଦେର ହାମଲା ଥେକେ ପେଛନ ଦିକ ଏବଂ ଡାନ ଦିକ ନିରାପଦ କରଲେନ । ବାମ ଦିକ ଥେକେ ଶକ୍ରରା ଏସେ ଯେ ଜାଯଗାର ପୌଛେ ହାମଲା କରବେ ବଲେ ଆଶକ୍ତା କରା ଯାଛିଲୋ ସେଇ ଜାଯଗାଯ ତିନି ସୁଦର୍ଶନ ତୀରନ୍ଦାଜ ବାହିନୀ ମୋତାଯେନ କରଲେନ । ପେଛନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଯଗା ବାହାଇ କରେ ତିନି ଏଟାଇ ହିସିର କରଲେନ ଯେ, ଯଦି ଖୋଦା ନା କରନ ପରାଜିତ ହଲେ ପଲାଯନଓ କରତେ ହବେ ନା ଏବଂ ଶକ୍ରଦେର ଧାୟାର ମୁଖେ ପଡ଼େ ନାଜେହାଲାଓ ହତେ ହବେ ନା ବରଂ ଶିବିରେ ଗିଯେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ସନ୍ତ୍ଵନ ହବେ । ଏମତାବହାଯ ଶକ୍ରରା ଶିବିରେ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ୟେ ହାମଲା ଚାଲାଲେ ତାଦେରକେ ଶୋଚନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟରେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହବେ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଶକ୍ରଦେର ଏମନ ଜାଯଗାଯ ଥାକତେ ବାଧ୍ୟ କରା ହଲୋ ଯେ, ତାରା ଜୟଲାଭ କରଲେବେ ଜୟରେ ସୁଫଳ ତେମନ ଲାଭ କରତେ ପାରବେ ନା । ଆର ମୁସଲମାନରା ଜୟଲାଭ କରଲେ କାଫେରରା ମୁସଲମାନଦେର ଧାୟା ଥେକେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାୟ ସମର୍ଥ ହବେ ନା । ପାଶାପାଶି ରସ୍ତିଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହାବାଦେର ଏକଟି ଦଲକେ ସମ୍ମୁଖଭାଗେ ରେଖେ ସାମରିକ ସଂଖ୍ୟାର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଶୂନ୍ୟତାଓ ପୂରଣ କରେ ଦିଲେନ । ରସ୍ତିଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଦୋସରା ହିଜରୀ ସାଲେର ୭ଇ ଶାଓୟାଲ ଶନିବାର ସକାଳେ ସେନା ବିନ୍ୟାସେର ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ ସମ୍ପନ୍ନ କରଲେନ ।

ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରସ୍ତିଲାହ୍ (ସ.)-ଏର ବାଣୀ

ରସ୍ତିଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏରପର ଘୋଷଣା କରଲେନ ଯେ, ଆମି ଆଦେଶ ନା ଦେଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମରା ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ କରବେ ନା । ତିନି ସେଦିନ ଦୁଟି ବର୍ଷ ପରିଧାନ କରେଛିଲେନ । ସାହାବାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତିନି ବଲାଲେନ, ଶକ୍ରର ସାଥେ ମୋକାବେଲାର ସମୟ ବୀରତ୍ତ ଓ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେବେ ।

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ ଉଦ୍‌ଦୀପନା ଓ ଜେହାଦୀ ଜୟବା, ଜୋ'ଶ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାକାଳେ ଏକଟି ଧାରାଲୋ ତଳୋଯାର ଖାପମୁକ୍ତ କରେ ବଲଲେନ, ଏହି ତଳୋଯାର ଖାପମୁକ୍ତ କରେ ଏହ ହକ ଆଦାୟ କରତେ ପାରବେ ଏମନ କେ ଆଛେ ଏକଥା ଶୁଣେ କ୍ୟୋକେଜନ ସାହାବା ତଳୋଯାର ନେଯାର ଜନ୍ୟେ ଅଗ୍ରସର ହଲେନ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ହସରତ ଆଲୀ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ, ହସରତ ଯୋବାଯେର ଇବନେ ଆଓୟାମ ଏବଂ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ (ରା.)-ଓ ଛିଲେନ । ହସରତ ଆବୁ ଦୋଜାନା ସାଞ୍ଚାକ ଇବନେ ଖାଯଶା (ରା.) ସାମନେ ଅଗ୍ରସର ହୟେ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର, ଏହ ହକ କୀଏ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଏହି ତରବାରି ଦିଯେ ଶତ୍ରୁର ଚେହାରାୟ ଏମନଭାବେ ଆଘାତ କରବେ ଯେନ, ସେ ଚେହାରା ବାଁକା ହୟେ ଯାଯ । ହସରତ ଆବୁ ଦୋଜାନା (ରା.) ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର, ଆମି ଏହି ତଳୋଯାର ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହ ହକ ଆଦାୟ କରତେ ଚାଇ । ରସ୍ତ୍ରଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତଳୋଯାର ହସରତ ଆବୁ ଦୋଜାନା (ରା.)-ଏର ହାତେ ଦିଲେନ ।

ହସରତ ଆବୁ ଦୋଜାନା (ରା.) ଛିଲେନ ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣ ସୈନିକ । ଲଡ଼ାଇ-ଏର ସମୟ ବୁକ ଫୁଲିଯେ ଚଲାଫେରୋ କରତେନ । ତାଁ କାହେ ଏକଟି ଲାଲ ପତ୍ତି ଛିଲୋ । ସେଟି ବେଁଧେ ନିଲେ ଲୋକେ ବୁଝତୋ ଯେ, ଏବାର ତିନି ଆମ୍ଭ୍ୟ ଲଡ଼ାଇ କରବେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦେଯା ତଳୋଯାର ଗ୍ରହଣ କରେ ତିନି ମାଥାଯ ପତ୍ତି ବେଁଧେ ମୁସଲମାନ ଓ କାଫିର ସୈନ୍ୟଦେର ମାଝଖାନ ଦିଯେ ବୁକ ଟାନ କରେ ହାଁଟିତେ ଲାଗଲେନ । ରସ୍ତ୍ରଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଏ ଧରନେର ଚଲାଚଲ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ପଚନ୍ଦ କରେନ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ସେଇ ନିଷେଧାଜ୍ଞ ପ୍ରୋଜ୍ୟ ନଯ ।

ମଙ୍କା ଥେକେ ଆଗତ ସୈନ୍ୟଦେର ବିନ୍ୟକ୍ଷକରଣ

ମୋଶରେକରା କାତାରବନ୍ଦୀ କରେ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରଲୋ । ତାଦେର ପ୍ରଧାନ ଛିଲୋ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ । ସୈନ୍ୟଦେର ମାବାମାବି ଜାୟଗାୟ ସେ ନିଜେର କେନ୍ଦ୍ର ତିରୀ କରଲୋ । ଡାନଦିକେ ଛିଲୋ ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଲୀଦ । ବାଁ ଦିକେ ଛିଲୋ ଇକରାମା ଇବନେ ଆବୁ ଜେହେଲ । ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟଦେର ମେତ୍ତେ ଛିଲୋ ସଫଓୟାନ ଇବନେ ଉମାଇଯା । ଆର ତୀରନ୍ଦାଜ ସୈନ୍ୟଦେର ମୋକାବେଲାଯ ଆବଦୁହାହ ଇବନେ ରବିଯାକେ ନିୟୁକ୍ତ କରା ହଲୋ ।

ଯୁଦ୍ଧେର ପତାକା ବହନ କରିଛିଲୋ ବନୁ ଆବଦୁଦ ଦାରେର ଏକଟି ଛୋଟ ଦଲ । ବନୁ ଆବଦେ ମାନାଫ କୁସାଇ ଏର କାହୁ ଥେକେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପରମ୍ପରର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଟନେର ସମୟ ବନୁ ଆବଦୁଦ ଦାର ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେ । ଘଟେର ପ୍ରଥମଦିକେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ ବିସ୍ତାରିତ ତୁଲେ ଧରା ହୟେଛେ । ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ପ୍ରଚିତି ଏ ରୀତି ସମ୍ପର୍କେ କେଉଁ କୋନ ପ୍ରକାର କଲହ ସୃଷ୍ଟିଓ କରତେ ପାରତ ନା । କିନ୍ତୁ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ତାଦେର ଶ୍ଵରଣ କରିଯେ ଦିଲୋ ଯେ, ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେ ନିଶାନ ବରଦାର ନୟର ଇବନେ ହାରେସ ହ୍ରୋଫତାର ହେୟାର ପର କୋରାଯଶଦେର କିରପ ପରିଷ୍ଠିତିର ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟୀନ ହତେ ହୟେଛିଲୋ । ସେକଥା ଶ୍ଵରଣ କରିଯେ ଦେଯାର ସାଥେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ନିଶାନ ବରଦାରଦେର କ୍ରୋଧେର ଉଦ୍ଦେକ କରାର ଜନ୍ୟେ ବଲଲୋ, ହେ ବନୁ ଆବଦୁଦ ଦାର, ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେର ଦିନେ ଆପନାରାଇ ଆମାଦେର ପତାକା ବହନ କରିଛିଲୋ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଆମାଦେରକେ କିରପ ପରିଷ୍ଠିତିର ମୋକାବେଲା କରତେ ହୟେଛିଲୋ, ସେଟା ଆପନାରା ଦେଖେଛେ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧେର ପତାକାଇ ହଜେ ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରାଣ । ପତାକା ପତିତ ହଲେ ସାଧାରଣ ସୈନ୍ୟଦେର ପଦସ୍ଥଳନ ଘଟେ । ଏବାର ଆପନାରା ହୟ ଆମାଦେର ପତାକା ଭାଲୋଭାବେ ରକ୍ଷା କରବେନ, ଅର୍ଥବା ଏକେ ବହନ କରା ଥେକେ ବିରତ ଥାକବେନ । ଆମରା ନିଜେରାଇ ଏଟି ବହନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବୋ । ଏହି ବଞ୍ଚିବେର ମଧ୍ୟେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲୋ, ତା ସଫଳ ହଲୋ । ତାର ଜ୍ଞାନାମୟୀ କଥା ଶୁଣେ ବନୁ ଆବଦୁଦ ଦାରେର ମନେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ କ୍ରୋଧେର ଉଦ୍ଦେକ ହଲୋ । ଆମରା ପତାକା ତୋମାଦେର ହାତେ ତୁଲେ ଦେବୋ? ଆଗାମୀକାଳ ଲଡ଼ାଇ ଶୁରୁ ହଲେ ଦେଖେ ନିଃ, ଆମରା କି କରି । ପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହଲେ ବନୁ ଆବଦୁଦ ଦାରେର ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଦୃଢ଼ତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସାଥେ ପତାକା ଧରେ ରାଖଲୋ । ତବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକେ ଏକେ ଆଗାମୀକାଳ ଜାହାନାମେ ପୌଛେ ଗେଲୋ ।

କୋରାଯଶଦେର ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି

ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁର କିଛୁକଣ ଆଗେ କୋରାଯଶରା ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟଦେର ମଧ୍ୟେ ଭାଙ୍ଗନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କଳହ ସୃଷ୍ଟିର ଚଢ୍ଟା କରିଲୋ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଆନସାରଦେର କାହେ ପୟଗାମ ପାଠାଲୋ ଯେ, ଆପନାରା ଯଦି ଆମାଦେର ଏବଂ ଆମାଦେର ଚାଚାତୋ ଭାଇ ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ମାଝଖାନ ଥେକେ ସରେ ଯାନ, ତବେ ଆମରା ଆପନାଦେର ପ୍ରତି ହାମଲା କରିବୋ ନା । କେନନା ଆପନାଦେର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରାର କୋନ ପ୍ରୟୋଜନ ଆମାଦେର ନେଇ । କିନ୍ତୁ ଯେ ଈମାନେର ସାମନେ ପାହାଡ଼ିଓ ଟିକିତେ ପାରେ ନା ତାର ସାମନେ ଏ ଧରନେ କୃଟନୈତିକ ଚାଲ କିଭାବେ ସଫଳ ହତେ ପାରେ । ଆନସାରରା ଆବୁ ସୁଫିଯାନକେ କଠୋର ଭାଷାଯ ଜବାବ ପାଠିଯେ କିଛି ରାତ୍ରି କଥାଓ ଶୁଣିଯେ ଦିଲେନ ।

ପରମ୍ପରର କାଢାକାହି ହୁଯାର ପର କୋରାଯଶରା ଆରେକଟି କୃଟ ଚାଲେର ଆଶ୍ରଯ ନିଲୋ । କାଫେରଦେର କ୍ରିଡ଼ନକ ଫାସେକ ଆବୁ ଆମେର ମୁସଲମାନଦେର ସାମନେ ହାଯିର ହିଲୋ । ଏଇ ଲୋକଟିର ନାମ ଆବଦେ ଆମର ଇବନେ ସାଇଫୀ । ତାକେ ରାହେବ ବଲା ହତେ । କିନ୍ତୁ ରସ୍ତୁ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର ନାମ ରେଖେଛିଲେନ ଫାସେକ । ଏଇ ଲୋକଟି ଆଇଯାମେ ଜାହେଲିଯାତେ ଆଓସ ଗୋତ୍ରେର ସରଦାର ଛିଲୋ । ଇସଲାମେର ଆବିର୍ଭାବେର ପର ଇସଲାମ ତାର ଗଲାର କାଁଟା ହେଁ ଦେଖା ଦିଲୋ । ସେ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଶକ୍ରତା ଶୁରୁ କରିଲୋ । ମଦୀନା ଥେକେ ବୈରିଯେ ସେ ମକାଯ କୋରାଯଶଦେର କାହେ ପୌଛୁଲୋ ଏବଂ ତାଦେରକେ ଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରରୋଚିତ ଓ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ କରିଲୋ । ସେ କାଫେରଦେର ଏ ମର୍ମେଓ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଲୋ ଯେ, ଆମାର କଓମେର ଯେସବ ଗୋତ୍ର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ, ତାରା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଆମାକେ ଦେଖେ ଆମାର କାହେ ଛୁଟେ ଆସବେ ।

ମକାବାସୀଦେର ସାଥେ ଆବଦେ ଆମର ନାମେର ଏଇ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ମୁସଲମାନଦେର ସାମନେ ଏସେ ନିଜେର କଓମେର ଲୋକଦେର ଆହାନ ଜାନାଲୋ । ନିଜେର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ବଲଲୋ, ହେ ଆଓସ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା, ଆମି ଆବୁ ଆମେର । ଏଇ ପରିଚୟ ଶୁନେ ଆଓସ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ବଲଲୋ, ଓହେ ଫାସେକ, ଆଲ୍ଲାହ ରବ୍ବୁ ଆଲାମୀନ ତୋମାର ଚୋଥକେ ଯେନ ଖୁଶୀ ନ୍ୟୀବ ନା କରେନ । ଏକଥା ଶୁନେ ଆବୁ ଆମେର ବଲଲୋ, ଓହେ ଆମାର କଓମ, ଆମି ଚଲେ ଯାଓୟାର ପର ଖାରାପ ହେଁ ଗେଛୋ । ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହଲେ ଏଇ ଲୋକଟି କାଫେରଦେର ପଞ୍ଚେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଣପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛିଲୋ । ସେ ମୁସଲିମ ମୋଜାହେଦେର ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ପାଥର ନିକ୍ଷେପ କରିଛିଲୋ ।

ଏମନିଭାବେ କୋରାଯଶଦେର ପଞ୍ଚ ଥେକେ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଚଢ୍ଟାଓ ବ୍ୟର୍ଥ ହିଲେ । ଏର ଦ୍ୱାରା ବୋକ୍ତା ଯାଯ ଯେ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅନ୍ତରବଳ ଥାକା ସନ୍ତୋଷ ପୌତ୍ରଲିକଦେର ମନେ ମୁସଲମାନଦେର ଭୟ କତୋ ପ୍ରବଳ ଛିଲୋ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵେର ସାମନେ ତାରା ନିଜେଦେର କତୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ତୁଳ୍ବ ମନେ କରିତୋ ।

ଅମୁସଲିମ ନାରୀଦେର ଭୂମିକା

କୋରାଯଶ ମହିଳାରାଓ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଲୋ । ତାଦେର ନେତୃତ୍ବ ଦିଲ୍ଲିଲୋ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ତ୍ରୀ ହେଲ୍ ବିନତେ ଓତବା । ଯୁଦ୍ଧର ତୈରି ସୈନ୍ୟଦେର ମାଝେ ସୁରେ ସୁରେ ଦଫ ବାଜିଯେ ବାଜିଯେ ଏସବ ମହିଳା ସୈନ୍ୟଦେର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ତୁଳିଲ୍ଲିଲୋ । ଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ୟେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେୟାର ପାଶାପାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ନିକ୍ଷେପ, ତଳୋଯାର ଏବଂ ତୀର ବ୍ୟବହାରେ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦିତେ ବଲିଲ୍ଲିଲୋ । ପତାକାବାହୀଦେର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ତାରା କବିତାର ଭାଷାଯ ବଲିଲ୍ଲିଲୋ,

‘ଦେଖୋ ବନୁ ଆବଦୁଦ ଦାର

ଦେଖୋ ତୋମରାଇ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷର ଗୌରବ

ତଳୋଯାରେ ବ୍ୟବହାରେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଓ ।’

ନିଜ କଓମେର ଲୋକଦେର ଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ୟେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ କଥନୋ ବଲିଲ୍ଲିଲୋ,

‘ଯଦି ଏଗିଯେ ଯାଓ, ତବେ କୋଲାକୁଳି କରିବୋ

ତୋମାଦେର ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରବୋ ।
ନରମ ବିଚାନା ସାଜିଯେ ଦେବୋ ।
ଯଦି ପେଛନେ ସରେ ଯାଓ ଅଭିମାନ କରବୋ
ଦୂରେ ଚଲେ ଯାବୋ ତୋମାଦେର ଛେଡ଼େ ।'

ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଇଙ୍କଳ

ଏରପର ଉଭୟ ଦଲ ମୁଖୋମୁଖୀ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହେୟ ଗେଲୋ । କୋରାଯଶଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ତାଲହା ଇବନେ ଆବୁ ତାଲହା ଆବଦାରି ସାମନେ ଏଗିଯେ ଏଲୋ । ଏଇ ଲୋକଟି କୋରାଯଶଦେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ହିସାବେ ପରିଗଣିତ ଛିଲୋ । ମୁସଲମାନରା ତାକେ ବଲତେନ ସେନାଦଲେର କୋଲାବ୍ୟାଙ୍ଗ । ଉଟ୍ଟେର ପିଠେ ସଂସାର ହେୟ ତାଲହା ତାର ସାଥେ ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ଆହ୍ଵାନ ଜାନାଲୋ । ତାର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ବେର କଥା ଭେବେ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନରା ଇତ୍ତତ୍ତ୍ଵ କରଛିଲେନ । ହଠାତ୍ ହସରତ ଯୋବାଯେର (ରା.) ସାମନେ ଅହସର ହେୟ ଚୋଥେର ପଲକେ ବାଘେର ମତୋ ତାଲହାର ଉଟ୍ଟେର ଉପର ଲାଫିୟେ ଉଠିଲେନ । ପରକଷଣେ ତାଲହାକେ ନିଜେର କାବୁତେ ଏନେ ନୀଚେ ଝାପିୟେ ପଡ଼ିଲେନ । ତାଲହାଓ ନୀଚେ ପଡ଼େ ଗେଲୋ । ହସରତ ଯୋବାଯେର (ରା.) ତଳୋଯାର ବେର କରେ ତାଲହାକେ ଘବାଇ କରେ ଦିଲେନ ।

ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାଳ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ହସରତ ଯୋବାଯେର (ରା.)-ଏର ଅସୀମ ସାହସିକତା ଦେଖେ ଆନନ୍ଦେ ଅଭିଭୂତ ହେୟ ଆଲାହୁ ଆକବର ଧନି ଦିଲେନ । ମୁସଲମାନରାଓ ଉଚ୍ଚବ୍ରତେ ବଲେ ଉଠିଲେନ, ନାରାୟେ ତାକବିର ଆଲାହୁ ଆକବର । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାଳ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଏରପର ହସରତ ଯୋବାଯେର (ରା.)-ଏର ପ୍ରଶଂସା କରେ ବଲିଲେନ, 'କୁଳ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାଳ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଏକଜନ 'ହାଓୟାରୀ' ଥାକେ, ଆମାର 'ହାଓୟାରୀ' ହଜ୍ଜେ ଯୋବାଯେର ।'

ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ଓ କାକେରଦେର ବିପର୍ଯ୍ୟ

ଏରପର ଚାରଦିକେ ଯୁଦ୍ଦେର ଦାବାନଲ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ସମୟ ମୟଦାନେ ଚଲିଲୋ ଏଲୋପାତାଡ଼ି ହାମଲା, ଜବାବି ହାମଲା । କୋରାଯଶଦେର ପତାକା ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ମାର୍ବାମାରୀ ଜାଯଗାୟ ଛିଲୋ । ବନୁ ଆବଦୁଦ ଦାର ତାଦେର କମାନ୍ଦାର ତାଲହା ଇବନେ ଆବୁ ତାଲହାର ହତ୍ୟାକାନ୍ଦେର ପର ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକ୍ରମେ ପତାକା ବହନ କରିଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଏକେ ଏକେ ତାରା ସବାଇ ନିହତ ହଲୋ । ତାଲହା ନିହତ ହେୟାର ପର ତାର ଭାଇ ଓସମାନ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲହା ପତାକା ହାତେ ତୁଲେ ନିଲୋ ଏବଂ ସାମନେ ଅହସର ହେୟ ବଲିଲୋ,

'ପତାକା ବହନକାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଠିନ

ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗକ୍ଷଣ ହୋକ ବା ଭେଙ୍ଗେ ଯାକ'

ହସରତ ହାମ୍ୟା ଇବନେ ଆବଦୁନ ମୋତାଲେବ (ରା.) ଓସମାନେର ଓପର ହାମଲା କରିଲେନ । ହସରତ ହାମ୍ୟା (ରା.) ଓସମାନେର କାଁଧେ ତଳୋଯାର ଦିଯେ ଏମନ ଆଘାତ କରିଲେନ ଯେ, ଓସମାନେର ହାତସହ କ୍ଷମ କେଟେ ନାଭିର କାହେ ତରବାରି ପୌଛେ ଗେଲୋ । ତରବାରି ବେର କରାର ପର ତାର ନାଡିଭୁଡି ଦେଖା ଯାଇଛିଲୋ ।

ଓସମାନେର ହତ୍ୟାକାନ୍ଦେର ପର ଆବୁ ସା'ଦ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲହା ସାମନେ ଏଗିଯେ ଏଲୋ । ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଆବୁ ଓୟାକାସ (ରା.) ତାର ଓପର ତୀର ନିଷ୍କେପ କରିଲେନ । ସେଇ ତୀର ତାର ଗଲାଯ ବିନ୍ଦ ହେୟ ଜିଭ ବେରିଯେ ଏଲେ ଆବୁ ସା'ଦ ସାଥେ ସାଥେ ଭବଲିଲା ସାଙ୍ଗ କରିଲୋ । କୋନ କୋନ ସୀରାତୁନ ନବୀ ରଚୟିତା ଲିଖେଛେ ଆବୁ ସା'ଦ ଏଗିଯେ ଏସେ ମୋକାବେଲାର ଆହ୍ଵାନ ଜାନାଲେ ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ଏଗିଯେ ଗେଲେନ । ଉଭୟେ ଏକେ ଅନ୍ୟର ଓପର ଏକବାର କରେ ଆଘାତ କରିଲେନ ଏବଂ ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ଅକ୍ଷତଇ ରଇଲେନ । କିନ୍ତୁ ଆବୁ ସା'ଦ ନିହତ ହଲୋ ।

ଆବୁ ସା'ଦ ନିହତ ହେୟାର ପର ମୋସାଫା ଇବନେ ତାଲହା ପତାକା ତୁଲେ ନିଲ । କିନ୍ତୁ ହସରତ ଆସେମ ଇବନେ ସାବେତ ଇବନେ ଆବୁ ଆଫଲାହ (ରା.) ତୀର ନିଷ୍କେପ କରେ ତାକେ ହତ୍ୟା କରିଲେନ ।

୧୯. ସୀରାତେ ହାଲବିଯା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ଏ କଥା ଲିଖେଛେ । ହାଦୀସ ଶରୀଫେ ହସରତ ଯୋବାଯେର (ରାଃ) ସମ୍ପର୍କିତ ନବୀ (ସଃ)-

ଏର ଉତ୍କି ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହମେଛେ ।

মোসাফা নিহত হওয়ার পর তার ভাই অর্থাৎ তালহার পুত্র কেলাব ইবনে তালহা পতাকা বহন করে সামনে এগিয়ে এলো। হ্যরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) তার সামনে গিয়ে হায়ির হয়ে ক্ষণিকের মোকাবেলার পর তাকেও তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পরে পতাকা নিল মোসাফা ও কেলাবের ভাতুপ্ত জিলাস ইবনে আবু তালহা। হ্যরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) বর্ণ নিষ্কেপে তাকে হত্যা করলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, জেলাসকে হ্যরত আসেম ইবনে ছাবেত ইবনে আবু আফলাহ (রা.) তীর নিষ্কেপে হত্যা করেন।

একই পরিবারের ছয়জন পর্যায়ক্রমে নিহত হলো। এরা ছিলো আবু তালহা আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান ইবনে আবদুন্দ দারের পুত্র ও পৌত্র। পৌত্রলিকদের পতাকা বহন ও রক্ষা করতে গিয়ে এরা সবাই ধ্রুণ হারায়।

এরপর বনু আবদুন্দ দার গোত্রের আরতাত ইবনে শুরাহবিল নামক আর একটি লোক পতাকা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু হ্যরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.), মতান্তরে হ্যরত হাময়া ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.) তাকে হত্যা করেন। এরপর শুরাইহ ইবনে কারেয পতাকা তুলে ধরে। কিন্তু কুয়মান তাকে হত্যা করে। কুয়মান ছিলো মোনাফেক এবং ইসলামের পরিবর্তে গোত্রের মর্যাদা রক্ষার প্রেরণায় যুদ্ধ করতে এসেছিলো।

শুরাইহর পর আবু যায়েদ আমর ইবনে আবদে মান্নাফ আবদারী পতাকা তুলে ধরে। কিন্তু কুয়মান তাকেও হত্যা করে। তারপর শুরাহবিল ইবনে হাশেম আবদায়ীর এক পুত্র পতাকা তোলে। কিন্তু কুয়মানের হাতে সেও মারা যায়।

বনু আবদুন্দ দার গোত্রের এই দশ ব্যক্তি যারা পৌত্রলিকদের পতাকা তুলেছিলো তারা সবাই একে একে মারা গেলো। এরপর পতাকা তোলার মত কেউ জীবিত রইল না। কিন্তু সেই সময় মওয়াব নামে তাদের এক ক্রীতদাস পতাকা তুলে নিয়ে তার পূর্ববর্তী পতাকাবাহী মনিবদের চেয়ে অধিক বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত একে একে তার দু'টি হাত কাটা যায়। কিন্তু হাঁটুর ওপর ভর করে বুক ও কাঁধের সাহায্যে পতাকা তুলে ধরে রাখে। অবশেষে কুয়মানের হাতে সেও নিহত হয়। সেই সময় সে বলেছিলো, হে আল্লাহ, এখন তো আমি কোন ওয়র অবশিষ্ট রাখিনি। ওই ক্রীতদাস অর্থাৎ মওয়াবই নিহত হওয়ার পর পতাকা মাটিতে পড়ে যায় এবং ওটা ওঠাতে পারে, এমন কেউ বেঁচে ছিলো না। এ কারণে পতাকা মাটিতেই পড়ে রইলো।

একদিকে পৌত্রলিকদের পতাকা বহনের জায়গায় যুদ্ধ চলছিলো, অন্যদিকে ময়দানের বিভিন্ন অংশে তুমুল যুদ্ধ চলছিলো। মুসলমানদের প্রাণে ঈমানের তেজ ছিলো শক্তিশালী। এ কারণে তারা কাফেরদের ওপর স্বীকৃতের মতো ঝাপিয়ে পড়ছিলেন। তারা উচ্চারণ করছিলেন ‘আমতে আমেত’ অর্থাৎ মরণ, মরণ।

হ্যরত আবু দোজানা (রা.) মাথায় লাল পটি বেঁধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ার হাতে নিয়ে সেই তলোয়ারের হক আদায় করছিলেন। তিনি লড়াই করতে করতে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি যে বিধৰ্মীর সাথে লড়ছিলেন, তাকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। কাফেরদের কাতারের পর কাতার তিনি সাফ করে ফেললেন।

হ্যরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তলোয়ার চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে দেননি। এতে আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুক্ত হ্যরত সফিয়া (রা.)-এর সন্তান, আমি কোরায়শ বংশোদ্ধৃত এবং তাঁর কাছে গিয়ে আবু দোজানার আগেই আমি তলোয়ার চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে তলোয়ার দিলেন না, দিলেন আবু দোজানাকে। কাজেই আল্লাহর শপথ, আমি লক্ষ্য করবো, আবু দোজানা সেই তলোয়ার নিয়ে কি এমন বীরত্ব দেখায়। এরপর আমি আবু দোজানার পেছনে লেগে রইলাম। আবু দোজানা প্রথমে মাথায় লালপটি বাঁধলেন। এটা দেখে আনসাররা বললেন, আবু দোজানা মৃত্যুর পটি বের করে নিয়েছে। এরপর তিনি ময়দানের দিকে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অঘসর হলেন,

‘ঐ পাহাড়ের পাদদেশে আমি আমার বন্ধুর সাথে অঙ্গীকার করেছি।

কখনো আমি কাতারের পেছনে থাকবো না

সামনে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর তলোয়ার চালাতে থাকবো’

এই কবিতা আবৃত্তি করতে হয়রত আবু দোজানা যাকে সামনে পেতেন তাকেই হত্যা করতেন। একজন কাফের রণক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে আহত মুসলমানদের হত্যা করছিলো। এই লোকটি এবং হয়রত আবু দোজানা (রা.) ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিলো। আমি মনে মনে কামনা করলাম, আল্লাহ করুন উভয়ের মধ্যে যেন সংঘর্ষ বেধে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেলো। ওরা একে অন্যের ওপর হামলা করলো। প্রথমে মোশরেক লোকটি হয়রত আবু দোজানা (রা.)-এর ওপর হামলা করলো। তিনি সেই হামলা ঢালের ওপর প্রতিরোধ করলেন। মোশরেকের তরবারি সেই ঢালে আটকে গেলো। এরপর হয়রত আবু দোজানা (রা.) তরবারির এক আঘাতে পৌত্রিককে জাহান্নামে ঠেলে দিলেন।^{১০}

এরপর হয়রত আবু দোজানা (রা.) কাতারের পর কাতার ছিন্ন ভিন্ন করে সামনে এগিয়ে গেলেন। এক সময় কোরায়শী নারীদের নেতৃত্বের কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন। তিনি জানতেন না যে, ওরা নারী। তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম একজন লোক যোদ্ধাদের আরো বেশী সাহসিকতার পরিচয় দেয়ার জন্যে উদ্বৃদ্ধ করছে। আমি তাকে নিশানা করলাম। কিন্তু তলোয়ার দিয়ে হামলা করতে চাইলে সে মরণ চিন্কার দিয়ে উঠলো। এই চিন্কার শুনে হয়রত আবু দোজানা (রা.) বুঝলেন যে, সে মহিলা। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ার দিয়ে কোন মহিলাকে হত্যা করে এই তলোয়ার কলঙ্কিত করবো না।

এই মহিলা ছিলো নাম হেন্দ বিনতে ওতবা। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। হয়রত যোবায়ের (রা.) বলেন, আমি দেখলাম হয়রত আবু দোজানা (রা.) হেন্দের মাথার ওপর তরবারি উঠিয়ে পুনরায় নামিয়ে ফেললেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভালো জানেন।^{১১}

এদিকে হয়রত হাময়া (রা.) ঝুক ব্যাষ্টের মতো লড়াই করছিলেন। তুলনাবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তিনি শত্রুদের বৃহৎ ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে বড় বড় বীর বাহাদুর কালৈবেশাখীর ঘাড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মতো নিচিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলো। পৌত্রিকদের নিচিহ্ন করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনে তিনি রণক্ষেত্রে কাফেরদের জন্যে আস হয়ে উঠেছিলেন। কিছুসংখ্যক পৌত্রিক এই অবস্থা দেখে তাঁর সামনে গিয়ে মোকাবেলা করার সাহস না পেয়ে ভীরু কাপুরুষের মতো তাঁকে চুপিসারে আঘাত করলো। সেই আঘাতে সাইয়েদুশ শোহাদা হয়রত হাময়া (রা.) মৃত্যে পড়লেন।

শেরে খোদা হয়রত হাময়া (রা.)-এর শাহাদাত

হয়রত হাময়া (রা.)-এর আততায়ীর নাম ছিলো ওয়াহশী ইবনে হারব। আমরা হয়রত হাময়া (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা আততায়ীর ওয়াহশীর ভাষায়ই প্রকাশ করছি। মুসলমান হবার পর তিনি বলেন, আমি ছিলাম যোবায়ের ইবনে মোয়াত্তামের ক্ষীতিদাস। তাঁর চাচা তুয়াইমা ইবনে আদী বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। কোরায়শরা ওহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাঙ্গালে যোবায়ের ইবনে মোয়াত্তাম আমাকে বললেন, যদি তুমি মোহাম্মদের চাচা হাময়াকে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধব্রহ্মণ হত্যা করতে পারো, তবে তুমি মুক্তি পাবে। এই প্রস্তাব পাওয়ার পর কোরায়শদের সাথে ওহুদের যুদ্ধের জন্যে আমি রওয়ানা হলাম। আমি ছিলাম আবিসিনিয়ার অধিবাসী। আবিসিনিয়দের মতো আমিও ছিলাম বর্ণ নিষ্কেপে সুদক্ষ। আমার নিষ্কিঞ্চ বর্ণ কম

১০. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৫৮-৬৯

১১. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৯

সମয়েই ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରତ୍ଯେକ ହତୋ । ବ୍ୟାପକଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ଛିଡ଼ୀଯେ ପଡ଼ାର ପର ଆମି ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.)-କେ ସୁଜତେ ଶୁରୁ କରଲାମ । ଏକ ସମୟ ତାଙ୍କେ ଦେଖିତେ ଓ ପେଲାମ । ତିନି ଜେଦୀ ଉଟୋର ମତୋ ସାମନେର ଲୋକଦେର ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରତେ କରତେ ଏଗିଯେ ଯାଇଛିଲେନ । ତାର ସାମନେ କୋନ ବାଧାଇ ଟିକିତେ ପାରଛିଲୋ ନା । କେଉ ତାର ସାମନେ ଦାଁଡାତେଇ ପାରଛିଲୋ ନା ।

ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମି ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.)-ଏର ଓପର ହାମଲାର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଚିଲାମ ଏବଂ ଏକଟି ପାଥର ଅଥବା ବୃକ୍ଷେର ଆଡ଼ାଲେ ଛିଲାମ, ଏମନ ସମୟ ସାବା ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓସା ଆମାକେ ଡିଙ୍ଗିଯେ ତାର କାହେ ପୌଛେ ଗେଲୋ । ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.) ହଙ୍କାର ଦିଯେ ସାବାକେ ବଲଲେନ, ଓରେ ଲଜ୍ଜାହାନେର ଚାମଡ଼ା କର୍ତ୍ତନକାରୀର ସତ୍ତାନ ଏହି ନେ । ଏକଥା ବଲେ ତିନି ସାବାର ଘାଡ଼େ ଏମନଭାବେ ତରବାରିର ଆଘାତ କରଲେନ ଏବଂ ତାର ମାଥା ଏମନଭାବେ ଦେହ ଥେକେ ବିଚିନ୍ନ ହୟେ ପଡ଼ିଲୋ ଯେନ ତାର ଘାଡ଼େ ମାଥା ଛିଲୋଇ ନା । ଆମି ତଥନ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲେ ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.)-ଏର ପ୍ରତି ନିଷ୍କେପ କରଲାମ । ବର୍ଣ୍ଣ ନାଭିର ନୀଚେ ବିନ୍ଦୁ ହୟେ ଦୁଇ ପାଯେର ମାଝଖାନ ଦିଯେ ପେଛନେ ପୌଛେ ଗେଲୋ । ତିନି ପଡ଼େ ଗିଯେ ଉଠିତେ ଚାଇଲେନ କିନ୍ତୁ ସକ୍ଷମ ହନନି । ତାର ଶେଷ ନିଃଶାସ ତ୍ୟାଗ କରଲେନ । ଆମି ତଥନ ତାର କାହେ ଗିଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ବେର କରେ କୋରାଯାଶଦେର ମଧ୍ୟେ ଗିଯେ ବସେ ରଇଲାମ । ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.) ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଆଘାତ କରାର କୋନ ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରୋଜନଇ ଆମାର ଛିଲୋ ନା । ଆମି ମୁକ୍ତି ପାଓଯାର ଜନ୍ୟେଇ ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.)-କେ ହତ୍ୟା କରେଛି । ଏରପର ମଙ୍କା ଫିରେ ଏସେଇ ଆମି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରଲାମ । ୧୨

ମୁସଲମାନଦେର ସାଫଲ୍ୟ

ଶେରେ ଖୋଦା ଶେରେ ରସୂଲ ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.)-ଏର ଶାହାଦାତେ ମୁସଲମାନଦେର ମାରାଞ୍ଚକ ଓ ଅପୂର୍ବାଣ୍ଯ କ୍ଷତି ହୟେ ଯାଯ । ତା ସନ୍ତେଷ ଯୁଦ୍ଧେ ମୁସଲମାନଦେର ସାଫଲ୍ୟେର ଲକ୍ଷ୍ଣ ସୁମ୍ପଟ ହୟେ ଓଠେ । ହସରତ ଆବୁ ବକର, ହସରତ ଓମର, ହସରତ ଆଲୀ, ହସରତ ଯୋବାଯେର, ହସରତ ମସଆବ ଇବନେ ଓମାଇଯେର, ହସରତ ତାଲହା ଇବନେ ଓବାୟଦୁଲ୍ଲାହ, ହସରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଜାହାଶ, ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ଖ, ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା, ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ରାବି, ହସରତ ନୟର ଇବନେ ଆନାସ (ରା.) ଏମନ ବୀରତ୍ବ ଓ ସାହିସିକତାର ସାଥେ ଲାଗୁଇ କରଲେନ ଯେ, କାଫେରଦେର ପିଲେ ଚମକେ ଗେଲୋ, ମନୋବଳ ଭେଦେ ପଡ଼ିଲୋ, ତାଦେର ଶକ୍ତି ସାହସ ଶିଥିଲ ହୟେ ଗେଲୋ ।

ବାସର ଶୟୟା ଥେକେ ଜେହାଦେର ଅନ୍ୟଦାନେ

ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣ ମୋଜାହେଦଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ଛିଲେନ ହସରତ ହାନ୍ୟାଲା (ରା.) । ତିନି ଆଜ ଏକ ଅନ୍ୟ ଗୌରବେର ସାଥେ ଜେହାଦେର ମଯାଦାନେ ହାଧିର ହୟେଛେ । ତିନି ଛିଲେନ ଆବୁ ଆମେର ରାହେବେର ପୁତ୍ର । ପରେ ଆବୁ ଆମେର ଫାସେକ ଉପାଧି ପାଯ । ତାର ପରିଚିଯ ଇତିପୂର୍ବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହୟେଛେ । ହସରତ ହାନ୍ୟାଲା (ରା.) ନତୁନ ବିଯେ କରେଛିଲେନ । ଜେହାଦେର ଜନ୍ୟେ ସଖନ ଆହଵାନ ଜାନାନୋ ହିଚିଲୋ, ତଥନ ତିନି ଛିଲେନ ବାସର ଶୟୟାଯ । ଜେହାଦେର ଆହଵାନ ପାଓଯାର ସାଥେ ସାଥେ ତିନି ଜେହାଦେର ଜନ୍ୟେ ରାଓୟାନା ହୟେ ଯାନ । ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପକଭାବେ ଛିଡ଼ୀଯେ ପଡ଼ାର ପର ହସରତ ହାନ୍ୟାଲା (ରା.) କାଫେରଦେର ବ୍ୟହ ଭେଦ କରେ ତୈତ୍ର ବେଗେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର କାହେ ହାଧିର ହନ । କାଫେର ସେନାପତିକେ ତିନି ଆଘାତ କରତେ ଯାଇଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀମ ତାର ଶାହାଦାତ ନିର୍ଧାରିତ କରେ ରେଖେଛିଲେନ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ତଳୋଯାର ତୋଳାର ସାଥେ ସାଥେ ଶାନ୍ଦାଦ ଇବନେ ଆଓସ ଦେଖେ ଫେଲେ ଏବଂ ହସରତ ହାନ୍ୟାଲା (ରା.)-ଏର ଓପର ଆକ୍ଷମିକ ହାମଲା ଚାଲାଯ । ଏତେ ତିନି ଶାହାଦାତ ବରଣ କରେନ ।

୧୨. ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା. ୬୯-୭୨ । ସହିହ ବୋଖାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ୫୮୩ । ତାରେଫେର ଯୁଦ୍ଧେର ପର ଓୟାହ୍ସୀ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ହସରତ ହାମ୍ଯା (ରା.)-କେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାର ଆଘାତେ ହତ୍ୟା କରେଛିଲେନ, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଯେ ତିନି ହସରତ ଆବୁ ବକର ସିନ୍ଦିକେର (ରା.) ଖେଲାଫତେର ସମୟେ ଇୟାମାମାର ଯୁଦ୍ଧେ ମୋସାଯଲାମା କାଯଯାବକେ ହତ୍ୟା କରେନ । ରୋମକଦେର ବିରକ୍ତକେ ସଂଘଟିତ ଇୟାରମ୍ଭକେର ଯୁଦ୍ଧେ ତିନି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

ତୀରନ୍ଦାଜଦେର କୃତିତ୍ୱ

ଜାବାଲେ ରମାତେ ସେକଳ ତୀରନ୍ଦାଜକେ ନବୀ ସାନ୍ଧାନ୍ଦାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱେ ନିଯୁକ୍ତ କରେଛିଲେନ ତାରା ଯୁଦ୍ଧ ମୁସଲମାନଦେର ବିଜ୍ୟ ଓ ସାଫଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରତେ ଶୁରୁତୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେନ । ମଙ୍ଗାଯ ଅମୁସଲିମରା ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଳିଦେର ନେତୃତ୍ୱେ ଏବଂ ଆବୁ ଆମେର ଫାସେକ ଏର ସହାୟତାଯ ଇସଲାମୀ ଫୌଜେର ବାମ ବାହୁ ଭେଜେ ମୁସଲମାନଦେର ପରାଜିତ କରତେ ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ତିନବାର ହାମଲା ଚାଲାଯ । କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନରା ତାଦେର ମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ କରେ ଦେଯ । ତୀର ବର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାରା କୋରାଯଶଦେରକେ ଝାବରା କରେ ଦେଯ ।¹³

ମୋଶରେକଦେର ପରାଜୟ

କିନ୍ତୁକୁଣ୍ଡ ଯାବତ ତୁମୁଲ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୟ । ସ୍ଵଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନେର ଏ ବାହିନୀ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଛେଯେ ଥାକେ । ଅବଶେଷେ ପୌତ୍ରିକଦେର ମନୋବଳ ଭେଜେ ଯାଯ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ପିଛୁ ହଟ୍ଟାର ଭାବନା ଦେଖା ଦେଯ । ତାରା ଡାନେ ବାମେ ସାମନେ ପେଛନେ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିତେ ଶୁରୁ କରେ । ତିନ ହାଜାର ସୈନ୍ୟର ମୋକାବିଲାୟ ମୁସଲମାନରା ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଲୋ । ତାରା ଈମାନ, ଏକିନ, ବୀରତ୍ବ ଓ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦିଯେ ତଲୋଯାର ଚାଲନାର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲେନ ।

ମୁସଲମାନଦେର ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ହାମଲାର ମୁଖେ କାଫେରରା ଦିଶେହାରା ହୟ ପଡ଼ିଲୋ । ତାରା କି କରବେ କିନ୍ତୁ ହିଁ ହିଁ କରତେ ନା ପେରେ ପଲାଯନ ଶୁରୁ କରଲୋ । ଯୁଦ୍ଧର ପତାକାବାହୀଦେର ଶୋଚନୀୟ ପରିଣତି ଦେଖେ କେଉଁ ଆର ମେ ପତାକା ଧରେ ରାଖିତେ ସାହସ ପାଛିଲୋ ନା । ତାଦେର ମନୋବଳ ଭେଜେ ଗେଲୋ । ମୁସଲମାନଦେର କାହିଁ ଥେକେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ, ନିଜେଦେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମ୍ମାନ ପୁନର୍ଦ୍ଵାରା ଇତ୍ୟାଦି ଯତୋ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତାରା ବଲେଇଲୋ, ସବ ଏଲୋମେଲୋ ହୟ ଗେଲୋ ।

ଇବନେ ଇସହାକ ଲିଖେଛେ, ଆନ୍ଦାହୁ ତାଯାଳା ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ତାର ସାହାୟ ନାଫିଲ କରେଛେ ଏବଂ ଯେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରାଇଲେନ, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ । ମୁସଲମାନରା ତଲୋଯାରେ ମାଧ୍ୟମେ ପୌତ୍ରିକଦେର ଏମନଭାବେ କଚୁକଟା କରଲୋ ଯେ, ଓରା ଶିବିର ଛେଡେଓ ଦୂରେ ପାଲିଯେ ଗେଲୋ । ମୋଟକଥା ତାରା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୋ । ହସରତ ଆବଦୁନ୍ନାହୁ ଇବନେ ଯୋବାଯେର (ରା.) ବଲେନ, ତାର ପିତା ବଲେଛେ, ଆନ୍ଦାହୁ ର ଶପଥ, ଆମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେଛି ଯେ, ହେଲ୍ ବିନତେ ଓ ତଥା ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗନୀ ମହିଳାଦେର ହାଁଟୁ ଦେଖା ଯାଚେ । ତାରା କାପଡ଼ ତୁଲେ ଛୁଟେ ପାଲାଛିଲୋ । ତାଦେର ଗ୍ରେଫତାର କରାର ବ୍ୟାପାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କୋନ ଅନ୍ତରାୟଇ ଛିଲୋ ନା ।¹⁴

ସହିହ ବୋଥାରୀତେ ହସରତ ବାରା ଇବନେ ଆୟେବ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ ଯେ, ତିନି ବଲେନ, କାଫେରଦେର ସଙ୍ଗେ ଆମାଦେର ମୋକାବେଲା ହଲେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ହୈ ଚୈ ପଡ଼େ ଯାଯ । ମହିଳାଦେର ଆମି ଦେଖିଲାମ, ଓରା ହାଁଟୁର ଓପର କାପଡ଼ ତୁଲେ ଦ୍ରୁତ ପାହାଡ଼ି ଏଲାକାଯ ପାଲିଯେ ଯାଚେ । ତାଦେର ପାଯେର ଅଧିକାଂଶ ଦେଖା ଯାଚିଲୋ ।¹⁵ ଏ ଧରନେର ବିଶ୍ଵଜ୍ଞଲା ଓ ହଟ୍ଟଗୋଲେର ମଧ୍ୟେ ମୁସଲମାନରା ପୌତ୍ରିକଦେର ଓପର ତଲୋଯାର ଚାଲାଇଲେନ ଏବଂ ମାଲାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାଦେର ତାଡ଼ା କରାଇଲେନ ।

ତୀରନ୍ଦାଜଦେର ଆଜ୍ଞାବାତୀ ଭୂଲ

ସ୍ଵଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନ ମଙ୍ଗାବାସୀଦେର ବିରକ୍ତଦେ ଯଥନ ଇତିହାସେର ପାତାଯ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଇଲେନ, ଠିକ ତଥନଇ ତୀରନ୍ଦାଜଦେର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଭୟାବହ ଭୂଲ କରେ ଫେଲିଲେନ । ଅର୍ଥାତ ମୁସଲମାନଦେର ସାଫଲ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେର ଚେଯେ କୋମ ଅଂଶେ କମ ଛିଲୋ ନା । କିନ୍ତୁ ତୀରନ୍ଦାଜଦେର ଏକ ଭୟାବହ ଭୂଲେ ଯୁଦ୍ଧେର ଟିକ୍ରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୟ ଗେଲୋ । ମୁସଲମାନରା ମାରାତ୍ମକ କ୍ଷତିର

13. ଦେଖୁନ ଫତହଲ ବାରୀ, ସଂଗ ଖନ, ପୃଷ୍ଠା ୩୪୬

14. ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖନ, ପୃଷ୍ଠା ୭୭

15. ସହିହ ବୋଥାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖନ, ପୃଷ୍ଠା ୫୭୯

সম্মুখীন হলেন। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাত বরণ থেকে অঙ্গের জন্যে রক্ষা পেলেন। এই ভুলের কারণে বদরের যুক্তে অর্জিত মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিলো।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয় ও পরাজয় উভয় অবস্থাতেই তীরন্দাজদের স্বস্থানে অটল ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও অন্য মুসলমানদের গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করতে দেখে তীরন্দাজরা লোভ সামলাতে পারল না। একে অন্যকে বললেন, গনীমত, গনীমত। তোমাদের সঙ্গীরা জয়ী হয়েছে, এখন আর কিসের প্রতীক্ষা।

তীরন্দাজদের মধ্যে থেকে এ ধরনের আওয়ায ওঠার পর তাদের কমান্ডার হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) তাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা কি ভুলে গেছো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কি আদেশ দিয়েছেন? কিন্তু অধিকাংশ তীরন্দাজ হয়রত আবদুল্লাহর (রা.) কথার প্রতি ঝুঁক্ষেপ করলেন না। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরাও ওদের কাছে যাবো এবং কিছু গনীমতের কিছু মাল অবশ্যই সংগ্রহ করবো। ১৬

এরপর চল্লিশজন তীরন্দাজ নিজেদের দায়িত্ব উপেক্ষা করে গনীমতের মাল সংগ্রহ শুরু করলেন। আর হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.) এবং তাঁর নয় জন সঙ্গী পাহারায় নিযুক্ত রইলেন। তাঁরা দৃঢ় সংকষের সাথে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, এখান থেকে যাওয়ার জন্যে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখনই যাবো অথবা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করবো।

শক্রদের নিয়ন্ত্রণে মুসলিম সেনাদল

খালেদ ইবনে ওলীদ এই গিরিপথে এসে তিনবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলো। এবার এ সুবর্ণ সুযোগ সে হাতছাড়া করলো না। অলঙ্করণের মধ্যে খালেদ আবদুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের নিহত করে মুসলমানদের ওপর পেছনের দিক থেকে হামলা করলো। খালেদ ইবনে ওলীদের সঙ্গীরা উচ্চস্থরে শ্লেণান দিলো। এতে পরাজিত কাফেররা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হলো এবং মুসলমানদের ওপর পুনোরোদয়ামে হামলা চালালো। এদিকে বনু হারেস গোত্রের আসরাহ বিনতে আলকামা নামের এক মহিলা কাফেরদের ধূলি ধূসরিত পতাকা উচ্চে তুলে ধরলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাফেররা তার চারদিকে জড়ো হতে শুরু করলো। একে অন্যকে ডেকে সজাগ করলো। ফলে অলঙ্করণের মধ্যেই কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ হয়ে লড়াই শুরু করলো। মুসলমানরা তখন সামনে এবং পেছনে উভয় দিক থেকেই ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে গেলো। মনে হয় যেন, যাতাকলের মাঝখানে তাদের অবস্থান।

আল্লাহর রসূলের কঠোর সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপ

সেই সক্ষট সন্দিক্ষণে মাত্র নয় জন সাহাবী নবী হয়রত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলেন। তারা সাহাবাদের শৌর্যবীর্য এবং শক্রদের তৎপরতা লক্ষ্য করছিলেন। ১৮ হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালেদ ইবনে ওলীদের সওয়ারী দেখতে পেলেন। এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দু'টি পথ খোলা ছিলো। নয়জন

১৬. সহীহ বোখারীতে একথা হয়রত বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, পৃষ্ঠা ৪২৬ দেখুন,

১৮. এর প্রমাণ এই আয়াত। এতে আল্লাহ পাক বলেন, রসূল তোমাদের পেছনে থেকে তোমাদের ডাকছিলেন।

সঙ্গীসহ নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া এবং শক্রদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সাহাবাদের তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়। অথবা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিচ্ছিন্ন সাহাবাদের ডেকে একত্রিত করে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বৃহৎ তৈরী করে কাফেরদের ঘেরাও ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত উচু জায়গায় যাওয়ার পথ করে নেয়।

পরীক্ষার এহেন কঠিন সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনাবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। জীবন রক্ষার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে সাহাবাদের প্রাণ রক্ষার সিদ্ধান্ত নিলেন।

খালেদ ইবনে ওলীদের সওয়ারী এবং তার সঙ্গীদের দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের উচ্চস্থরে ডেকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা, এদিকে আসো। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন এই আওয়ায় মুসলমানদের কানে যাওয়ার আগে কাফেরদের কানে গিয়ে পৌছুবে। হলোও তাই, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়ায় শুনে কাফেররা বুঝতে পারলো যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানেই রয়েছেন। এটা বোঝার পর একদল কাফের মুসলমানদের আগেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে গেলো। অন্যান্য কাফেররা দ্রুত মুসলমানদের ঘেরাও করতে লাগলো। এবার আমরা উভয় বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোকপাত করবো।

মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা

কাফেরদের ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে যাওয়ার পর একদল মুসলমান কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়লো। নিজের জীবন রক্ষার চিন্তাও তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিলো। ফলে তারা রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের পথ ধরলো। পেছনে কি হচ্ছে, সে সম্পর্কে তারা কিছু জানতো না। এদের মধ্যেকার কয়েকজন মদীনায় গিয়ে উঠলেন, কয়েকজন পাহাড়ের ওপরে আশ্রয় নিলেন। অন্য একদল পেছনের দিকে গিয়ে কাফেরদের সাথে মিশে গেলেন। কে যে কাফের আর কে যে মুসলমান সেটা চিহ্নিত করা যাচ্ছিলো না। এর ফলে মুসলমানদের হাতে মুসলমানরা নিহত হতে লাগলো। সহীহ বোঝারীতে হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিনে মোশেরকদের পরাজয় হয়েছিলো। এরপর ইবলিস এসে আওয়ায় দিলো যে, ওহে আল্লাহর বান্দারা, পেছনে যাও। এতে সামনের কাতারের লোকেরা পেছনের দিকে গেলো এবং পরম্পর সম্পৃক্ত হয়ে পড়লো। হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.) লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামানের ওপর হামলা করছে। তিনি বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দারা, এ হচ্ছে আমার পিতা। কিন্তু আল্লাহর শপথ, লোকেরা তার ওপর থেকে হাত নামিয়ে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেই ফেললো। হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.) তখন বললেন, আল্লাহ রববুল আলামীন আপনাদের মাগফেরাত করবন। হ্যরত ওরওয়া (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ, হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.) সব সময় কল্যাণের ওপর অবিচল ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হন। ১৯

মোটকথা এই দলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা দেখা দেয়। অনেকে ছিলেন বিস্ময়াভিত্তি। তারা বুঝতে পারছিলেন না যে, কোনদিকে যাবেন। সেই সময় এক ব্যক্তি

১৯. সহীহ বোঝারী প্রথম খন্দ, ৫৩৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খন্দ ৫৮১ পৃষ্ঠা, ফতহল বারী সংগৃহ খন্দ, ৩২৫১, ৩৬২, ৩৬৩ পৃষ্ঠা বোঝারী ছাড়াও কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করিম (স.) হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.)-এর পিতার হত্যাকাড়ের ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.) বললেন, আমি সেই ক্ষতিপূরণ মুসলমানদের ওপর সদকা করে দিলাম। এ কারণে নবী করিম (স.)-এর কাছে হ্যরত হোয়ায়ফা (রা.)-এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিলো। দেখুন শেষ আবদুল ওয়াহাব নাজদির লেখা মুখতাসারুস সিয়ার, পৃ. ২৪৬।

উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো যে, মোহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের অবশিষ্ট মনোবলও নষ্ট হয়ে গেলো। কোন কোন মুসলমান এ ঘোষণা শোনার পর যুদ্ধ করা বন্ধ করে হতোদয় হয়ে হাতের অন্তর্ছাড়ে ফেললেন। কিছুসংখ্যক মুসলমান এতোটুকু পর্যন্ত ভাবলো যে, মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলা হোক যে, আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে আমাদের জন্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করো।

এই লোকদের কাছ দিয়ে কিছুক্ষণ পর হ্যরত আনাস ইবনে নয়র (রা.) যাছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বেশ কয়েকজন সাহাবী চৃপচাপ বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার প্রতীক্ষায় রয়েছে? তারা জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে। হ্যরত আনাস ইবনে নয়র বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো, যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন দিয়েছেন, সেই একই কারণে তোমরাও জীবন দাও। এরপর বললেন, হে আল্লাহর রববুল আলামীন, ওরা অর্থাৎ এই মুসলমানরা যা কিছু করেছে, তা থেকে আমি তোমার দরবারে পানাহ চাই। একথা বলে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। সামনে যাওয়ার পর হ্যরত সাদ ইবনে মায়া'য (রা.) এর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু ওমর কোথায় যাচ্ছেন? হ্যরত আনাস (রা.) বললেন, জান্নাতের সুবাসের কথা কি আর বলবো। হে সাদ, ওহু পাহাড়ের ওপার থেকে জান্নাতের সুবাস অনুভব করছি। একথা বলার পর হ্যরত আনাস (রা.) আরো সামনে এগিয়ে গেলেন এবং কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধশেষে তাঁকে সনাক্ত করাই সম্ভব হচ্ছিলো না। তাঁর বোন তাঁর আঙুলের ফাঁক দেখে তাঁকে সনাক্ত করেছিলো। বর্ণা, তীর ও তলোয়ার দিয়ে তাঁর পবিত্র দেহে আশ্চিটি আঘাত করা হয়েছিলো।^{২০}

হ্যরত ছাবেত ইবনে দাহদাহ (রা.) মুসলমানদের সম্মোধন করে বললেন, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি হত্যা করা হয়েই থাকে, আল্লাহর রববুল আলামীন তো যিন্দি রয়েছেন। তিনি তো চিরঞ্জীব। তোমারা নিজেদের দ্বীনের জন্যে লড়ো। আল্লাহর রববুল আলামীন তোমাদেরকে বিজয় ও সাহায্য দান করবেন।

এই আহবান জানানোর পর একদল আনসার জেহাদের জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হলেন। হ্যরত ছাবেত (রা.) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খালেদ ইবনে ওলীদের বাহিনীর ওপর হামলা করে লড়াই করতে করতে এক সময় খালেদ ইবনে ওলীদের হাতে নিহত হলেন। তাঁকে বর্ণার আঘাতে হত্যা করা হয়। তাঁর মতোই তাঁর সঙ্গী আনসাররাও লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।^{২১}

একজন মোহাজের সাহাবী রঞ্জাত একজন আনসার সাহাবীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মোহাজের সাহাবী বললেন, ও ভাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন? আনসারী বললেন, মোহাম্মদ যদি নিহত হয়েই থাকেন, তবে তিনি তো আল্লাহর দ্বীন পৌছে দিয়েছেন। এখন সেই দ্বীনের হেফয়তের জন্যে লড়াই করা তোমাদের দায়িত্ব।^{২২}

এ ধরনের সাহস প্রদান এবং উদ্দীপনাময় কথায় ইসলামী বাহিনী চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তারা অন্তর্ছাড়ে ফেলে দেয়া এবং মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মধ্যস্থতায় কাফের আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাওয়ার পরিবর্তে অন্তর্ছাড়ে তুলে নিলেন। এরপর

২০. যাদুল-মায়াদ। দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩। সহী বোখারী, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৫৭৯।

২১. আস সিরাতুল হালাবিয়াহ দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ২২

২২.. যাদুল-মায়াদ। দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৯৯

কাফেরদের দুর্ভেদ্য ঘেরাও ভেদ করে নিজেদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পৌছে যাওয়ার পথ তৈরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় শোনা গেলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হত্যাকান্ডের খবর একটি ভিত্তিহীন গুজব। এতে মুসলমানদের সাহস ও মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায় এবং তারা দুর্ধর্ষ লড়াইয়ের মাধ্যমে কাফেরদের বেষ্টনী ভেদ করে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানের কাছে পৌছে যেতে সক্ষম হয়।

ইসলামী বাহিনীর তৃতীয় একটি দল একমাত্র রসূলস্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার কথা ভাবছিলেন। এরা কাফেরদের বেষ্টনীর খবর পাওয়ার পরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুটে গেলেন। এসকল সাহাবার মধ্যে ছিলেন হ্যরত আবু বকর (রা.), হ্যরত ওমর (রা.), হ্যরত আলী (রা.) প্রমুখ। যুদ্ধক্ষেত্রেও এরা ছিলেন প্রথম সারিতে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়ায় তাঁরা তাঁর হেফায়তের জন্যে তাঁর কাছে ছুটে এলেন।

রসূলস্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে রক্তশক্তী যুদ্ধ

সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের যাঁতাকলের মত বেষ্টনীতে এসে যখন পিট হচ্ছিলেন, সেই একই সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেপাশেও চলছিলো রক্তশক্তী যুদ্ধ। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের বেষ্টনীর শুরুতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে মাত্র নয়জন সাহাবী ছিলেন। তিনি যখন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানালেন যে, আমার দিকে এসো, আমি আল্লাহর রসূল। সেই আহ্বান মুসলমানদের আগেই কাফেরদের কানে পৌছেছিলো। এতে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনে ফেলেছিলো। কেননা সে সময় কাফেররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই ছিলো। ফলে তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানদের সমবেত হওয়ার আগেই তারা প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলো। সে সময় সেই হামলা প্রতিরোধে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিপাশে বিদ্যমান নয়জন সাহাবার সাথে কাফেরদের সংঘর্ষ হচ্ছিলো, সাহাবাদের সেই সংঘর্ষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসামান্য ভালোবাসা বীরত্ব ও সাহসিকতার দুর্লভ পরিচয় ফুটে উঠে।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, ওহদের দিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পর্যায়ে ঐ নয়জন সাহাবীর সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সাতজন আনসার এবং দুইজন ছিলেন মোহাজের। আততায়ীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কাছে পৌছে যাওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, কে আছো, ওদেরকে আমার কাছে থেকে প্রতিরোধ করতে পারো? তার জন্যে জান্নাত রয়েছে। অথবা তিনি বলেছিলেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথী হবে। এরপর একজন আনসার সাহাবী সামনে অঃসর হলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। মোশরেকরা এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো কাছে পৌছে গেলো। প্রতিরোধ যুদ্ধে একে একে সাতজন আনসার সাহাবা শাহাদাত বরণ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গের দুইজন মোহাজের কোরায়শী সাহাবাকে বললেন, আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে সুবিচার করিনি। ২৩

ଉପ୍ଲିଥିତ ସାତଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାହାବାର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବଶେଷ ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ଆଶ୍ଚର୍ମାରୀ ଇବନେ ଇୟାଯିଦ ଇବନେ ସାକାନ (ରା.) । ଲଡ଼ାଇ କରତେ କରତେ ତିନିଓ କ୍ଷତିବିକ୍ଷତ ହୟେ ଏକ ସମୟ ଢଳେ ପଡ଼ିଲେନ । ୨୫

ହ୍ୟରତ ଆଶ୍ଚର୍ମାରୀ ଇବନେ ଇୟାଯିଦର (ରା.) ଢଳେ ପଡ଼ାର ପର ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ମାତ୍ର ଦୂର୍ଜନ କୋରାଯଶୀ ସାହାବା ଛିଲେନ । ବୋଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ ଶରୀଫେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଉସମାନ (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯେ ସମୟ ଲଡ଼ାଇ କରିଛିଲେନ, ତାର ଏହି ଲଡ଼ାଇୟେ ତାର ସଙ୍ଗେ ହ୍ୟରତ ତାଲହା ଇବନେ ଓବାୟଦୁଲ୍ଲାହୁ (ରା.) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉ ଛିଲେନ ନା । ୨୫

ସେଇ ସମୟ ଛିଲେ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଜୀବନେର ଚରମ ସଙ୍କଟମୟ ମୁହଁର୍ତ୍ତ । ଆର କାଫେରଦେର ଜନ୍ୟେ ସେଟୀ ଛିଲୋ ଏକଟା ସୁର୍ବଣ ସୁଯୋଗ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କାଫେରରା ସେଇ ସୁଯୋଗ କାଜେ ଲାଗାନୋର କ୍ଷେତ୍ରେ କୋନ ଅଲସତାଓ କରେନି । ତାରା ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ସର୍ବାତ୍ମକ ହାମଲା ଚାଲିଯେ ତାକେ ଶେଷ କରେଇ ଦିତେ ଚେଯେଛିଲୋ । ସେଇ ସମୟେ ଓତବା ଇବନେ ଆବୁ ଓୟାକ୍ରାନ୍ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ପାଥର ନିକ୍ଷେପ କରେଛିଲୋ । ସେଇ ଆଘାତେ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମାଟିତେ ପଡ଼େ ଗିଯେଛିଲେନ । ତାଁର ନୀଚେର ମାଡ଼ିର ଡାନଦିକେର 'ରୋବାୟି ଦାଁତ' ଭେଙେ ଗିଯେଛିଲୋ । ୨୬ ତାଁର ନୀଚେର ଠୋଟ କେଟେ ଗିଯେଛିଲୋ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହୁ ଇବନେ ଶେହାବ ଯୁହୀ ସାମନେ ଅହସର ହୟେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କପାଳେ ଆଘାତ କରିଲୋ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହୁ ଇବନେ କାମଆହ ନାମେର ଏକ ଦୂର୍ବତ୍ତ ଦୁରାଚାର ସାମନେ ଏସେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାଁଧେ ତଳୋଯାରେର ଏମନ ଜୋରେ ଆଘାତ କରିଲୋ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ସେଇ ଆଘାତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେଛିଲେନ । ତବେ ଆଘାତ ତାଁର ଦେହର ଲୌହବର୍ମ କାଟିତେ ପାରେନି । ଦୂର୍ବତ୍ତ ଇବନେ କାମଆହ ତରବାରି ତୁଲେ ପ୍ରିୟ ନବୀକେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆଘାତ କରିଲୋ । ଏ ଆଘାତ ଡାନ ଚୋଥେର ନୀଚେର ହାଡ଼େ ଲାଗିଲୋ ଏବଂ ଦୁଁଟି କଢ଼ା ଚେହାରାଯ ବିଧେ ଗେଲୋ । ୨୭

ସାଥେ ସାଥେ ସେ ଦୂର୍ବତ୍ତ ବଲିଲୋ, ଏହି ନାଓ, ଆମି କାମଆହ ଅର୍ଧାଂତ ଭାଙ୍ଗନକାରୀର ପୁତ୍ର । ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାମ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଁର ପବିତ୍ର ମୁଖମନ୍ତଲେର ରକ୍ତ ମୁଛତେ ମୁଛତେ ବଲିଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତୋକେ ଭେଙେ ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ କରେ ଫେଲୁନ । ୨୮

୨୪. ପରକ୍ଷଣେ ରସ୍ତେ କରିମ (ସ.)-ଏର କାହେ ଏକଦଳ ସାହାବା ଏସେ ପୌଛେ ଗେଲେନ । ତାରା କାଫେରଦେର ହ୍ୟରତ ଆଶ୍ଚର୍ମାର (ରା.) ପେଛନେ ଶରିଯେ ଦିଲେନ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆଶ୍ଚର୍ମା (ରା.)-କେ ରସ୍ତେ କରିମ (ସ.)-ଏର କାହେ ନିଯେ ଏଲେନ । ନବୀ କରିମ (ସ.) ତାଁକେ ନିଜେର ଉର୍ମର ଉପର ବିହିୟେ ଦିଲେନ । ସେଇ ଅବହ୍ୟ ତିନି ଶେଷ ନିଃଶାସ ତ୍ୟାଗ କରିଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ (ସ.), ଚରଣ ଛୋଯା ଅବହ୍ୟ ତାର ଶାହାଦାତକେ କବିର ଭାଷାଯ ବଲା ଯାଯ 'ତୋମାର ପାଯେର ଓପର ଯେନ ଆମାର ମରଣ ହୟ, ଏହିତୋ ଆମାର ମନେର ଆରଯୁ, ଆର ତୋ କିଛି ନନ୍ଦ ।

୨୫. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୫୨୭, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୫୧ ।

୨୬. ମୁଖେ ଭେତର ଉପରେ ନୀଚେର ମାଡ଼ିର ସାମନେର ଉପର ଓ ନୀଚେର ଦୁଁଟି କରେ ଦାତକେ ଛାନାରୀ ବଲା ହୟ । ଏର ଡାନେର ଓ ବାମେର ଦାତକୁଳୋକେ ବଲେ ରୋବାୟି ।

୨୭. ଲୋହ ବା ପାଥରେ ଶିରାକ୍ରାନ୍ । ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାକାଳେ ମାଥା ଓ ମୁଖମନ୍ତଲ ନିରାପଦ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଏ ଧରନେର ଶିରାକ୍ରାନ୍ ପରିଧାନ କରା ହୟ । ଶିରାକ୍ରାନ୍ର ଦୁଁଟି କଢ଼ା ତଳୋଯାରେ ଆଘାତେ ପ୍ରିୟ ନବୀ (ସ.) ଚେହାରା ଡାନଦିକେ ଚୋଥେର ନୀଚେ ବିଧେ ଗିଯେଛିଲୋ, ସୋବହାନାଲ୍ଲାହୁ ।

୨୮. ଆଲ୍ଲାହ ରସ୍ତେ କରିମ (ସ.)-ଏର ଏହି ଦୋଯା କବୁଲ କରେଛିଲେନ । ଇବନେ ଆଯେଜ ବର୍ଣନା କରେଛେ, ଇବନେ କୋଖା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷେ ଘରେ ଫିରେ ଯାଓଯାର ପର ନିଜେର ବକରି ଖୋଜେ ବେରୋଲୋ । ଦେଖା ଗେଲ ଯେ, ତାର ବକରି ଏକଟି ପାହାଡ଼ ରାଯେଛେ । ମେ ବକରି ନାମିଯେ ଆନାର ଜନ୍ୟ ପାହାଡ଼େ ଉଠିଲୋ । ହଠାତ୍ ଏକଟି ପାହାଡ଼ ବକରି ଶିଂ ଏର ଆଘାତେ ତାକେ ପାହାଡ଼ର ନିଚେ ଫେଲେ ଦିଲ । ଫତହିଲ ବାରୀ, ସଞ୍ଚମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା, ୩୭୩ : ତିବରାନୀର ବର୍ଣନାଯ ରାଯେଛେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ପାକ

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোবায়ী দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মাথায় আঘাত করা হয়। সেই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখমন্ডলে প্রবাহিত রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, সেই কওম কি করে সফল হতে পারবে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা ধখনী করে দিয়েছে। তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ রববুল আলামীনের পথে দাওয়াত দিচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা বলার পর আল্লাহ রববুল আলামীন এই আয়াত নাফিল করেন ২৯, ‘তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা যালেম।’ (আলে ইমরান, আয়াত ১২৮)

তিবরানীর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন বলেছিলেন, সেই কওমের পর আল্লাহর কঠিন আয়াব হোক, যারা নিজেদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, হে আল্লাহ রববুল আলামীন, আমার কওমকে ক্ষমা করো, কেননা ওরা জানে না।^{৩০}

সহীহ মুসলিম শরীফেও এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বলেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার, আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও, ওরা জানে না।^{৩১}

কাজী আয়ায়ের আশ শাফা ঘষ্টেও একথা উল্লেখ রয়েছে, হে আল্লাহ তায়ালা, আমার কওমকে হেদয়াত দাও, ওরা জানে না।^{৩২}

নিসন্দেহে কাফেররা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রাণে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। কিন্তু হ্যরত তালহা (রা.) এবং হ্যরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা.) তুলনাবিহীন আত্মত্যাগ, অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে কাফেরদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।^{৩৩} এরা উভয়ে ছিলেন আরবের সুদক্ষ তীরন্দাজ। তারা তীর নিক্ষেপ করে করে কাফেরদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। হ্যরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাসের (রা.) দক্ষতা ও নৈপুণ্য এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন সাহাবীর ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারেই পিতা মাতা উৎসর্গিত অর্থাৎ নিবেদিত হওয়ার কথা বলেননি।^{৩৪}

হ্যরত তালহা (রা.)-কে বীরত্বের বিবরণ নাসাই শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়। সেই হাদীসে হ্যরত জাবের (রা.) রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কাফেরদের সেই সময়ের হামলার কথা উল্লেখ করেছেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে মুষ্টিমেয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হ্যরত জাবের (রা.) বলেন, যোশরেকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘেরাও করে ফেললে তিনি বলেছিলেন, এদের সাথে লড়াই করার মতো কে আছো? হ্যরত তালহা (রা.) তখন বললেন, আমি আছি। এরপর হ্যরত

ইবনে কোম্বার ওপর একটি বকরি লেলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বকরি শিং এর আঘাতে আঘাতে ইবনে কোম্বাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললো। ফতহুল বারী সঙ্গম খন্দ, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

২৯. সহি মোসলেম ২য় খন্দ, ১০৮ পৃঃ

৩০. ফহতুল বারী, সঙ্গম খন্দ, পৃষ্ঠা ৩২৩।

৩১. সহীহ মুসলিম ওহু মুন্দু অধ্যায় দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ১০৮।

৩২. কিতাবুশ শাফা তারিফে মোস্তাফা, প্রথম খন্দ পৃষ্ঠা ৮১।

৩৩. সহীহ বোখারী ১ম খন্দ, পৃঃ ৪০৭

৩৪. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্দ, ৮০৭ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খন্দ ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা।

জাবের (রা.) আনসারদের সামনে অহসর হওয়া এবং একে একে শহীদ হওয়ার বিবরণ উল্লেখ করেন। সহীহ মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে ইতিপূর্বে আমরা সেই বিবরণ উল্লেখ করেছি।

হ্যরত জাবের (রা.) বলেন, আনসাররা শহীদ হওয়ার পর হ্যরত তালহা (রা.) সামনে এগিয়ে একাই এগারজনের সমান বীরত্বের পরিচয় দেন। এক সময় তাঁর হাতে জনৈক কাফেরের তরবারির আঘাত লাগে। এতে তাঁর একটি আঙ্গুল কেটে যায়। সাথে সাথে তিনি ‘ইস সি’ শব্দ উচ্চারণ করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি এখন বিসমিল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করতে, তাহলে আল্লাহর ফেরেশতা সকলের সামনে তোমাকে উর্ধে তুলে নিয়ে যেতেন। হ্যরত জাবের (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন।^{৩৫}

একাধিক গ্রন্থে হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, ওহদের দিনে তালহার দেহে উনচত্ত্বিংশ বা পঁয়ত্তিশটি আঘাত লেগেছিলো। তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলসহ দু'টি আঙ্গুল নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলো।^{৩৬}

ইমাম বোখারী কায়েস ইবনে আবু হাজেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম, তালহা (রা.)-এর হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলো। এই হাত দ্বারা ওহদের দিনে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন।^{৩৭}

তিরমিয়ি শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কোন শহীদকে ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে (রা.) দেখে।^{৩৮}

আবু দাউদ তায়ালেসী হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ওহদের যুদ্ধের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে বলতেন, সেদিনের যুদ্ধের একক কৃতিত্ব ছিলো তালহার।^{৩৯} অর্থাৎ সেই যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনিই সর্বাধিক পালন করেন। হ্যরত আবু বকর (রা.) হ্যরত তালহা (রা.) সম্পর্কে একথাও বলেছেন,

‘হে তালহা, তোমার জন্যে জান্নাতসমূহ ওয়াজের হয়ে গেছে।

সেখানে তোমার নিবাসে রয়েছে অগন্ত ডাগর চোখের ত্বর।’^{৪০}

সেই সক্ষট সন্ধিক্ষণে আল্লাহ রবুল আলামীন গায়ের থেকে সাহায্য প্রেরণ করেন। হ্যরত সাদ (রা.) বলেন, আমি ওহদের দিনে লক্ষ্য করেছি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। এর আগে বা পরে সেই দুইজন লোককে আমি কখনো দেখিনি। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ওরা দু'জন ছিলেন হ্যরত জিবরাইল (আ.) ও হ্যরত মিকাইল (আ.)।^{৪১}

৩৫. ফতহল বারী, সঙ্গম খন্দ, পৃষ্ঠা ৩৬১, সুনামে নাসাই দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৫২, ৫৩।

৩৬. ফতহল বারী, সঙ্গম খন্দ, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৩৭. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্দ, পৃষ্ঠা ৫২৭, ৫৮।

৩৮. তিরমিয়ি।

৩৯. ফতহল বারী, সঙ্গম খন্দ, পৃষ্ঠা ৩৬।

৪০. মুখতাসার তারীখে দামেশক, সঙ্গম খন্দ, পৃষ্ঠা ৮২, হাশিয়া শরহে যাজুরজ যাহাব, পৃষ্ঠা ১১৪।

৪১. বোখারী, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৫৮০।

ନବୀର ପାଶେ ସାହାବାଦେର ସମବେତ ହେଉଥା

ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦୁର୍ଘଟନା ଆକଷିକଭାବେ ଅନ୍ଧ କିଛୁକ୍ଷଗେର ମଧ୍ୟେ ଘଟେ ଗିଯେଛିଲୋ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ନିର୍ବାଚିତ ସାହାବାରୀ, ଯାଁରା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୁରୁ ହେବେଇ ପ୍ରଥମ କାତାରେ ଗିଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛିଲେନ ତାଁରା ପରିବର୍ତ୍ତି ପରିଶ୍ରିତ ଏବଂ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆହ୍ସାନ ଶୋନାର ଅନ୍ଧକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟେଇ ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଛୁଟେ ଏସେଛିଲେନ । ତାଁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛିଲେନ ଯାତେ କୋନ ଅପ୍ରାତିକର ଘଟନା ନା ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ଏସବ ସାହାବା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଏସେ ପୌଛାର ଆଗେଇ ତିନି ମାରାୟକଭାବେ ଆହତ ହେଯେଛିଲେନ । ତତକ୍ଷଣେ ଛୟଜନ ଆନସାର ସାହାବା ଶହୀଦ ହେଯେ ଗେଛେନ, ସଞ୍ଚମ ଆନସାର ସାହାବା ଆଘାତେ ଆଘାତେ ଜର୍ଜରିତ ହେଯେ ଚଲେ ପଡ଼େଛେନ । ହ୍ୟରତ ସାନ୍ଦ (ରା.) ଏବଂ ହ୍ୟରତ ତାଲହା (ରା.) ପ୍ରାଗପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ କାଫେରଦେର ହାମଲା ଥେକେ ପ୍ରିୟ ନବୀକେ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଯେ ଯାଇଛିଲେନ । ସାହାବାରୀ ଏସେଇ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ବିରଳଦେ କାଫେରଦେର ସର୍ବାୟକ ହାମଲାର ଦାଁତଭାଙ୍ଗ ଜବାବ ଦିଇଛିଲେନ । ତାଁରା ସେଇ ସମୟ ଅସୀମ ସାହସିକତା ଓ ବୀରତ୍ବର ପରିଚଯ ଦିଯେଛିଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ସେଇ ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଛୁଟେ ଏସେଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିନ୍ଦିକ (ରା.) ।

ଇବନେ ହାବାନ ତାଁର ସହୀହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେନ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଓହଦେର ଦିନେ ସକଳ ସାହାବା ନବୀ ସଃ)-ଏର କାହେ ଥେକେ ଚଲେ ଗିଯେଛିଲେନ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାଁର ଦେହରକ୍ଷିରା ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ସାମନେର କାତାରେ ଚଲେ ଗିଯେଛିଲେନ । କାଫେରଦେର ଘେରାଓ-ଏର ଦୁର୍ଘଟନାର ପର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମିଇ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଛୁଟେ ଗିଯେଛିଲାମ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଗିଯେ ଦେଖି ଏକଜନ ଲୋକ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟେ ଲଡ଼ାଇ କରିଛେନ । ଆମି ମନେ ମନେ ବଲଲାମ, ଆପନାର ନାମ ତୋ ତାଲହା (ରା.) । ଆପନାର ଓପର ଆମାର ମା ବାବା କୋରବାନ ହୋକ । ଏମନ ସମୟ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଓବାୟଦା ଇବନେ ଜାରରାହ (ରା.) ଦ୍ରୁତ ଛୁଟେ ଆମାର କାହେ ଏସେ ପୌଛୁଲେନ । ଆମରା ଉଭୟେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ପାଶେ ଗେଲାମ । ଆମରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲାମ, ହ୍ୟରତ ତାଲହା (ରା.) ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାମନେ ପଡ଼େ ଆଛେନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ତୋମାଦେର ଭାଇକେ ତୋଲେ । ସେ ନିଜେର ଜନ୍ୟେ ଜାନ୍ମାତ ଓ୍ୟାଜେବ କରେ ନିଯେଛେ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଆମରା ପୌଛେ ଆରୋ ଦେଖିଲାମ, ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଡ଼ା ତାଁର ଚୋଥେର ନୀଚେ ଚେହାରାଯ ଗେହେ ଗେଛେ । ଆମି ମେଣ୍ଟଲୋ ବେର କରତେ ଚାଇଲାମ । ଆବୁ ଓବାୟଦା (ରା.) ବଲଲେନ, ଆବୁ ବକର (ରା.) ଆପନାକେ ଆଲାହର ଶପଥ ଦିଛି, ଆମାକେ ବେର କରତେ ଦିନ । ଏରପର ତିନି ଦ୍ଵିତୀୟ କଡ଼ାଟି ଆମି ବେର କରତେ ଚାଇଲାମ । କିନ୍ତୁ ଆବୁ ଓବାୟଦା (ରା.) ବଲଲେନ, ଆବୁ ବକର (ରା.) ଆପନାକେ ଆଲାହର ଶପଥ ଦିଛି, ଆମାକେ ବେର କରତେ ଦିନ । ଏରପର ତିନି ଦ୍ଵିତୀୟ କଡ଼ାଟି ଆମି ବେର କରିଲେନ । ଏତେ ତାଁର ନୀଚେର ମାଡ଼ିର ଆରେକଟି ଦାଁତ ଡେଙ୍ଗେ ଗେଲେ । ଏରପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ତୋମାଦେର ଭାଇ ତାଲହାକେ ସାମଲାଓ । ସେ ନିଜେର ଜନ୍ୟେ ଜାନ୍ମାତ ଓ୍ୟାଜେବ କରେ ନିଯେଛେ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଏରପର ଆମରା ହ୍ୟରତ ତାଲହା (ରା.)-ଏର ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିଲାମ । ତାର ଦେହେ ଆଶିଟିର ବେଶୀ ଆଘାତ ଲେଗେଛିଲୋ । ୪୨

হ্যরত তালহা (রা.) সেদিন কি রূপ বীরত্ত, আস্ত্যাগ ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন তা এতেই বোঝা যায়।

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদিত প্রাণ সাহাবাদের একটি দল এসে পৌছলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে, হ্যরত আবু দোজানা, হ্যরত মসআব ইবনে ওমায়ের, হ্যরত আলী ইবনে আবু তালেব, হ্যরত সহল ইবনে হুনাইফ, হ্যরত মালেক ইবনে সানান (হ্যরত আবু সাউদ খুদরী (র.)-এর পিতা) হ্যরত উমে আশ্বারা নুসাইবা বিনতে কা'ব মাজেনা, হ্যরত কাতাদা ইবনে নো'মান, হ্যরত ওমর ইবনে খাতুব, হ্যরত হাতেব ইবনে আবু বলতাআ এবং হ্যরত আবু তালহা (রা.)।

মুসলমানদের উপর শক্রদের প্রচল্ল আঘাত

এদিকে শক্রদের সংখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ফলে তাদের হামলাও বাড়ছিলো। এক পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গর্তের ভেতর পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পেলেন। আবু আমের ফাসেক শয়তানী প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করতে এ ধরনের কয়েকটি গর্ত খনন করেছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্তে পড়ে যাওয়ার পর হ্যরত আলী (রা.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত ধরলেন এবং হ্যরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে উপরে উঠিয়ে নিলেন।

নাফে ইবনে জাবির বলেন, আমি একজন মোহাজের সাহাবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, ওহুদের যুদ্ধে আমি হায়ির ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, চারদিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তীর নিষিষ্ট হচ্ছে। তিনি তীরের মাঝখানে রয়েছেন। কিন্তু নিষিষ্ট সেই সব তীর সাহাবারা গ্রহণ করেছিলেন। আমি আরো লক্ষ্য করলাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে শেহাব যুহরী বলেছিলো, বলো, মোহাম্মদ কোথায়? এবার আমি থাকবো অথবা তিনি থাকবেন। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশেই ছিলেন। তাঁর কাছে সে সময় অন্য কেউ ছিলো না। ইবনে শেহাব এক সময় সামনে এগিয়ে গেলো। এতে সফওয়ান তাকে ধমক দিলো। জবাবে ইবনে শেহাব বললো, আল্লাহর শপথ, আমি তাকে দেখতে পাইনি। আমাদের দৃষ্টি থেকে তাকে হেফায়ত করা হয়েছে। এরপর আমরা চারজন প্রতিজ্ঞা করে বেরলাম যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবো (নাউয়ুবিল্লাহ)। কিন্তু তাঁর ধারে কাছেও পৌছুতে পারলাম না।^{৪৩}

অভূতপূর্ব আস্ত্যাগ ও সাহসিকতা

সেই সময় মুসলমানরা এমন অসাধারণ বীরত্ত ও আস্ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন যার উদাহরণ ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। হ্যরত আবু তালহা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বুক টান করে দাঁড়ালেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শক্রদের নিষিষ্ট তীর থেকে রক্ষা করতে হ্যরত আবু তালহা কিছুটা উঁচুতে দাঁড়ালেন। হ্যরত আনাস (রা.) বলেন, ওহুদের দিনে সাধারণ মুসলমানরা পরাজিত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না এসে এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছিলো। হ্যরত আবু তালহা (রা.) একটি ঢাল নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে প্রতিরোধ ব্যুহ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। নিপুণ হাতে তীর নিষ্কেপ করতেন। সেদিন তিনি দুটি না যেন তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে

কেউ ধনুক নিয়ে যাওয়ার সময় নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, এটি আবু তালহা (রা.)-কে দাও। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের প্রতি মাথা উঁচু করে তাকালে হ্যরত আবু তালহা (রা.) বলেন, আমার মা-বাবা আপনার উপর কোরবান হোন, আপনি মাথা উঁচু করে তাকাবেন না। খোদা না করুন, আপনার পবিত্র দেহে তীর বিন্দু হতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে রয়েছে।^{৪৪}

হ্যরত আনাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, হ্যরত আবু তালহা (রা.) নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক থেকে একটি ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ ব্যুহ রচনা করেন। হ্যরত আবু তালহা (রা.) ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। তিনি তীর নিক্ষেপের পর নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা উঁচু করে দেখতেন যে, তীর কোথায় গিয়ে বিন্দু হলো।^{৪৫}

হ্যরত আবু দোজানা (রা.) নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং নিজের পিঠকে ঢাল স্বরূপ পেতে দিলেন, তাঁর পিঠে এসে শক্রদের নিক্ষণ্ট তীর বিধিছিলো, কিন্তু তিনি একটুও নড়াচড়া করছিলেন না।

হ্যরত হাতেব ইবনে আবু বলতাআ (রা.) ওতবা ইবনে আবু ওয়াকাসের পিছু নিলেন। ওতবা প্রচন্ড শক্তিতে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহে তরবারি দিয়ে আঘাত করছিলো। হ্যরত হাতেব (রা.) ওতবার তরবারি এবং ঘোড়া কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করলেন। হ্যরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা.) নিজের ভাই ওতবাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু সেই সৌভাগ্য হ্যরত হাতেব (রা.) অর্জন করলেন।

হ্যরত সহল বিনে হুনাইফও (রা.) বিশিষ্ট তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মরণের জন্যে বাইয়াত করেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বীর বিক্রমে লড়াই করেছিলেন।

রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তীর নিক্ষেপ করছিলেন। হ্যরত কাতাদা ইবনে নো'মান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ধনুক থেকে বহু তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এতে ধনুকের একটি কোন্ ভেঙ্গে গিয়েছিলো। সেই ধনুক পরে হ্যরত কাতাদা ইবনে নো'মান নিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছেই ছিলো। সেদিন হ্যরত কাতাদা (রা.)-এর চোখে এমন আঘাত লেগেছিলো যে, চোখ চেহারার ওপর বেরিয়ে পড়েছিলো। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র হাতে সেই চোখ ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরবর্তী সময়ে দু'টি চোখের মধ্যে সেই চোখটিই বেশী সুন্দর দেখাতো। সেই চোখের দৃষ্টি ছিলো অধিক প্রখর।

হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) লড়াই করতে করতে মুখে প্রচন্ড আঘাত পেলেন। এতে তাঁর সামনের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে গেলো। তিনি বিশ বাইশটি আঘাত পেয়েছিলেন। পায়েও আঘাত লেগেছিলো। এতে তিনি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন।

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মালেক ইবনে মানান নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার রক্ত চুম্বে পরিষ্কার করেন। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, থু থু ফেলে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি থু থু ফেলব না। এরপর মুখ ফিরিয়ে তিনি লড়াই করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেউ

৪৪. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ১৭।

৪৫. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্দ, পৃষ্ঠা ৪০৬।

যদি কোন জান্মাতী মানুষকে দেখতে চায় তবে সে যেন মালেক ইবনে মানানাকে (রা.) দেখে। এরপর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

ওহু যুক্তে মুসলমান মহিলাদের ভূমিকাও ছিলো অনন্য। মহিলা সাহাবী হয়রত উষ্মে আশ্মারা নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.) অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি কয়েকজন মুসলমানের সাথে লড়াই করতে করতে ইবনে কোম্বাৰ সামনে গিয়ে পৌছেন। ইবনে কোম্বা তলোয়াৰ দিয়ে আঘাত কৰলে তাঁৰ কাঁধে যথম হয়। তিনিও নিজেৰ তলোয়াৰ দিয়ে ইবনে কোম্বাকে কয়েকবাৰ আঘাত কৰেন। কিন্তু ইবনে কোম্বা বৰ্ম পরিহিত থাকাৰ কাৰণে কোন আঘাত তার দেহে লাগেনি। হয়রত উষ্মে আশ্মারা লড়াই করতে করতে বারোটি আঘাত পান।

হয়রত মসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইবনে কোম্বা ও অন্যদের আঘাত প্রতিরোধ কৰেন। তাঁৰ হাতেই ছিলো ইসলামের পতাকা। শক্র সৈন্যৰা তাঁৰ ডান হাতে এমন আঘাত কৰে যে, তাঁৰ হাত কেটে যায়। তিনি তখন তিনি বাম হাতে ইসলামের পতাকা তুলে ধৰেন। কিন্তু শক্রদেৱ হামলায় বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন বাহু দিয়ে বুকেৰ সাথে জড়িয়ে পতাকা উৰ্ধে তুলে ধৰেন। সেই অবস্থায় শাহাদাত বৰণ কৰেণ। তাঁৰ হত্যাকাৰী ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে কোম্বা। এই দুর্বৃত্ত হয়রত মসআব (রা.)-কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে কৰেছিলো। হয়রত মসআবেৱ (রা.) চেহাৰা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৰ চেহাৰার সাথে কিছুটা মিল ছিলো। হয়রত মসআবকে (রা.) হত্যা কৰাৰ পৰ ইবনে কোম্বা কাফেৰদেৱ কাছে গিয়ে চিংকাৰ কৰে বলছিলো, মোহাম্মদকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যা কৰা হয়েছে।^{৪৬}

নবীৰ শাহাদাতেৰ অৰৱ ও তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ইবনে কোম্বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৰ নিহত হওয়াৰ খবৰ ছড়িয়ে দিলে, মুহূৰ্তেৰ মধ্যে তা মুসলমান এবং কাফেৰদেৱ কাছে পৌছে গেলো। এটা ছিলো খুবই নাযুক মুহূৰ্ত। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৰ কাছ থেকে দূৰে যুদ্ধৰত সাহাবাদেৱ মনোৰূপ ভেঙ্গে পড়লো। অনেকেই কিংকৰ্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়লেন। সাহাবাৰা ইতস্তত বিক্ষণ্ট হয়ে পড়লেন। চৰম বিশ্ঞুজ্ঞা দেখা দিলো। তবে একটা লাভ এই হলো যে, কাফেৰদেৱ হামলা সাময়িকভাৱে থেমে গেলো। কেননা তাৰা ভাবছিলো তাৰে আসল উদ্দেশ্য পুৱো হয়ে গেছে। বহুসংখ্যক মোশৱেক মুসলমানদেৱ ওপৰ হামলা বন্ধ কৰে দিয়ে শোহাদায়ে কেৱামেৰ লাশেৰ ওপৰ মনেৰ পৈশাচিক ঝাল মেটাচিলো। তাৰা শহীদদেৱ অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গ কেটে ফেলছিলো।

মুসলমানদেৱ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ

হয়রত মসআব ইবনে ওমায়ের (রা.)-এৰ শাহাদাতেৰ পৰ রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পতাকা হয়রত আলী (রা.)-এৰ হাতে তুলে দিলেন। হয়রত আলী (রা.) বীরত্বেৰ সাথে লড়াই কৰলেন। সেখানে উপস্থিত অন্য কয়েকজন সাহাবাৰ তুলনাবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং পাল্টা আক্ৰমণাত্মক যুদ্ধ কৰলেন। বেশ কিছুক্ষণ যুক্তেৰ পৰ এ ধৰনেৰ সংঘাৎনা দেখা দিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে অবস্থানৰত সাহাবাদেৱ কাছে যাওয়াৰ জন্যে পথ তৈৰী কৰে নেবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেৱ কাছে নিৱাপদ আশ্রয় পাওয়াৰ জন্যে পা বাঢ়ালেন। এ সময়ে প্ৰথমে হয়রত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) তাঁকে চিনে ফেললেন। আনন্দে চিংকাৰ কৰে তিনি বললেন, ওহে মুসলমানৱা, তোমাদেৱ জন্যে সুসংবাদ, তিনি হলেন আল্লাহৰ রসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চুপ

করার ইঙ্গিত দিলেন, যাতে শক্ররা তাকে চিনতে না পাবে। কিন্তু মুসলমানরা সেই আওয়ায় শুনে ফেলেছিলেন, ফলে অল্লাক্ষণের মধ্যে সাহাবাগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে আসতে শুরু করলেন। অল্লাক্ষণের মধ্যে ত্রিশজন সাহাবা হায়ির হলেন।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে অর্থাৎ মুসলমানদের শিবিরের দিকে যেতে শুরু করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিবিরে গিয়ে পৌঁছুলে কাফেরদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে, এ কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গতিপথ ঝুঁক করতে প্রাণাত্তকর প্রয়াস চালালো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবার বেষ্টীর মধ্যে এগিয়ে চললেন। এ সময়ে ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগিরা নামের এক দুর্বৃত্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অঞ্চসর হতে হতে বেললো, হয়তো আমি থাকবো অথবা তিনি থাকবেন। কিন্তু বেশীদূর অঞ্চসর হতে পারল না। কেননা আবু আমের ফাসেকের খনন করা একটা গর্তের মধ্যে তার ঘোড়া পড়ে গেলো। ইত্যবসরে হ্যরত হারেস (রা.) হুক্কার দিয়ে তার সামনে গিয়ে পায়ে তলোয়ারের প্রচন্ড আঘাত করে তাকে জাহানামে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তার অন্ত খুলে নিয়ে হ্যরত হারেস (রা.) রসূলে করিমের কাছে এসে পৌঁছুলেন। এরই মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে জাবের নামের এক শক্র সৈন্য হ্যরত হারেস (রা.)-এর কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। কিন্তু মুসলমানরা তাঁকে ধরে ফেললেন। পরক্ষণে মাথায় লাল পত্তি পরিহিত হ্যরত আবু দোজানা (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে জাবেরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারের আঘাতে তার শিরশেছন করলেন।

কুদরতের কারিশমা দেখুন, এই ধরনের জীবন-মরণ যুদ্ধের মধ্যেও মুসলমানদের চোখে ঘূম পাচ্ছিলো। পবিত্র কোরআনের বাণী অনুযায়ী এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রশাস্তির নির্দর্শন। হ্যরত আবু তালহা (রা.) বলেন, ওহদের বিভিষিকাময় যুদ্ধের সময় যাদের ঘূম পাচ্ছিলো আমিও ছিলাম তাদের একজন। ঘুমের বেঁকে কয়েকবার আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গিয়েছিলো। অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, তরবারি পড়ে যাচ্ছিলো, আর আমি তা তুলে নিছিলাম। একধিকবার এরকম হয়েছিলো।^{৪৭}

মোটকথা প্রাণপণ প্রচেষ্টায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সীমিতসংখ্যক সাহাবা পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থিত মুসলমানদের শিবিরে গিয়ে পৌঁছুলেন। এরা অন্য মুসলমানদের জন্যেও পথ করে দিলেন। ফলে অন্য সাহাবারাও সেখানে এসে পৌঁছুলেন। এতে খালেদ ইবনে ওলীদের রণকৌশল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রণকৌশলের সামনে ছান হয়ে গেলো।

উবাই ইবনে খালফের হত্যাকাণ্ড

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাঁটিতে পৌছার পর উবাই ইবনে খালফ একথা বলে সামনে অঞ্চসর হলো যে, মুহাম্মদ কোথায়? হ্যতো আমি থাকবো অথবা তিনি থাকবেন। সাহাবারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি তার ওপর হামলা করবোঁ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওকে আসতে দাও। এই দুর্বৃত্ত কাছে এলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত হারেস (রা.)-এর কাছ থেকে ছোট একটি বর্ণা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা ছিলো ঠিক তেমনি, যেমন গায়ে মাছি বসলে উট একটুখানি ঝাঁকুনি দেয় এতে মাছি উড়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর উবাই-এর মুখোমুখি গেলেন। ইবনে উবাইয়ের শিরস্তান এবং বর্মের

মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি জায়গা গলার কাছে খালি ছিলো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই স্থান লক্ষ্য করে বর্ণ নিষ্কেপ করলেন । এতে উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বগোত্রীয়দের কাছে ফিরে গেলো ।

তার গলার কাছে সামান্য ছিড়ে গিয়েছিলো । আঘাতও তেমন ছিলো না । রক্তও বেরোয়ানি । তবুও সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, আল্লাহর শপথ, মোহাম্মদ আমাকে হত্যা করেছেন । লোকেরা তাকে বললো, কি বাজে বকছো, তোমার আঘাত তো তেমন নয় ; সামান্য আঁচড় লাগার মতো দেখা যাচ্ছে । উবাই বললো তিনি মক্কায় আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করবো ।^{৪৮} কাজেই আল্লাহর শপথ, আমার প্রাণ চলে যাবে । পরিশেষে আল্লাহর এই চিহ্নিত দুশ্মন মক্কায় ফেরার পথে ছারফ নামক জায়গায় মারা গেলো ।^{৪৯} আবুল আসওয়াদ হ্যরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উবাই গাভীর মতো চিৎকার করতো আর বলতো, সেই সন্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি যে যন্ত্রণা অনুভব করছি, সেই কষ্ট ও যন্ত্রণা যদি যিল মায়ায়ের অধিবাসীরা অনুভব করতো, তাহলে তারা সাবাই মরে যেতো ।^{৫০}

হ্যরত তালহার আন্তরিকতা

পাহাড়ের দিকে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে যাওয়ার সময়ে একটি উঁচু জায়গা দেখে গেলো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরে উঠতে পারছিলেন না, একে তো তাঁর দেহ ভারি হয়ে গিয়েছিলো, যেহেতু তিনি দুটো বর্ম পরিধান করেছিলেন । তাছাড়া তিনি ছিলেন মারাত্মকভাবে আহত । হ্যরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) নীচে বসে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাঁধে তুলে ওপরে উঠতে সহায়তা করলেন । এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই উঁচু জায়গা অতিক্রম করলেন । এরপর তিনি বললেন, তালহা নিজের জন্যে জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে ।^{৫১}

শক্রদের সর্বশেষ ছামলা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাঁটির ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পর শক্ররা মুসলমানদের পরাম্পরাত সর্বশেষ চেষ্টা চলালো । ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাঁটির ভেতরে চলে যাওয়ার র আবু সুফিয়ান এবং খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে একদল অমুসলিম ওপরে ওঠার চেষ্টা করলো । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা, ওরা যেন ওপরে উঠতে না পারে । এরপর হ্যরত ওমর ইবনে খাতাব (রা.) এবং একদল মোহাজের সাহাবা যুদ্ধ করে ওদের পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দিলেন ।^{৫২}

শক্র সৈন্যদের কয়েকজন ওপরে উঠে এলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত সাদ (রা.)-কে বললেন, ওদের পেছনে ঠেলে দাও । হ্যরত সাদ বললেন, আমি একাকী কিভাবে পারবো ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার কথাটি উচ্চারণ করলেন । পরে

৪৮. ঘটনা ছিলো এই যে, মক্কায় রসূলে করিমের (স.) দেখা হলে উবাই গর্বভরে বলতো, হে মোহাম্মদ, আমার কাছে আওড় নামের একটি ঘোড়া রয়েছে । ওকে আমি প্রতিদিন তিনি সাআ অর্থাৎ সাতে কিলো খাবার খাওয়াছি, সেই ঘোড়ার পিঠে বসে আমি একদিন আপনাকে হত্যা করবো : জবাবে রসূলে করিম (স.) বলতেন, বরং উটেটোও হতে পারে । ইনশাল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করবো ।

৪৯. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৮৪ : যাদুল-মায়াদ দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ১৭

৫০. মুখতাসার সীরাতুর রসূল । শেখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৫০

৫১. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৮৬

৫২. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৮৬

ହ୍ୟରତ ସା'ଦ (ରା.) ତା'ର ତୃନ ଥେକେ ଏକଟି ତୀର ବେର କରେ ଏକଜନ ଶକ୍ତର ପ୍ରତି ନିଷ୍କେପ କରଲେନ । ସେଇ ଦୂର୍ବୁନ୍ତ ସେଖାନେଇ ନିହତ ହଲୋ । ହ୍ୟରତ ସା'ଦ (ରା.) ବଲେନ, ଏରପର ଆମି ସେଇ ତୀର ନିଷ୍କେପ କରଲାମ, ଏହି ଲୋକଟିକେ ଆମି ଚିନତାମ । ମେ ସେଖାନେଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରଲୋ । ସେଇ ତୀର ନିଷ୍କେପେ ଆରେକଜନକେ ହତ୍ୟା କରଲାମ । ଏରପର ଶକ୍ତ ସୈନ୍ୟରା ନୀଚେ ନେମେ ଗେଲୋ । ଆମି ବଲଲାମ, ଏଟି ହଚେ ବରକତସମ୍ପନ୍ନ ତୀର । ପରେ ଆମି ସେଇ ତୀର ଆମାର ତୃନେର ମଧ୍ୟେ ରେଖେ ଦିଲାମ । ଇତିମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତରା ନୀଚେ ନେମେ ଗେଛେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଏହି ତୀର ହ୍ୟରତ ସା'ଦ (ରା.)-ଏର କାଛେ ଛିଲୋ । ତା'ର ପରେ ତା'ର ସନ୍ତାନରା ସେଟି ସଂରକ୍ଷଣ କରେନ ।^{୫୩}

ଶହୀଦଦେର ଅଞ୍ଚଳେଦନ

ରୁଗ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାନ୍ତାମେର ବିରଙ୍ଗେ ଏଟା ଛିଲୋ ଶକ୍ତ ସୈନ୍ୟଦେର ସର୍ବଶେଷ ହାମଲା । ତାରା ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାନ୍ତାମେର ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ତଥିନେ ଶ୍ପଷ୍ଟ କିଛୁ ବୁଝାତେ ପାରେନି । ତବେ ଧରେଇ ନିଯେଛିଲୋ ଯେ, ତିନି ନିହତ ହେଯେଛେ । ଏ କାରଣେ ତାରା ନିଜେଦେର ଶିବିରେ ଫିରେ ଗିଯେ ମକାଯ ଫିରେ ଯାଓଯାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୁଣୁ କରଲୋ । ଏ ସମୟେ କିଛୁ ମୋଶରେକ ନାରୀ-ପୁରୁଷ ଶହୀଦଦେର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାଟିତେ ଶୁଣୁ କରଲୋ । ଶହୀଦଦେର ଲଜ୍ଜାସ୍ଥାନ, କାନ, ନାକ, ପ୍ରଭୃତି ଅଙ୍ଗ କେଟେ ଫେଲିଲୋ । କାରୋ କାରୋ ପେଟ ଚିରେ ଫେଲିଲୋ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ଶ୍ରୀ ହେନ୍ ବିନତେ ଓତବା ହ୍ୟରତ ହାମ୍ୟାର (ରା.) ବୁକ ଚିରେ କଲିଜା ବେର କରେ ଚିବୋତେ ଲାଗିଲୋ । ଗିଲେ ଫେଲାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ପାରାଯ ଫେଲେ ଦିଲୋ । ଏହାଡ଼ା କର୍ତ୍ତିତ ନାକ ଓ କାନ ଦିଯେ ମାଲା ଗେଁଥେ ଗଲା ଏବଂ ପାଯେ ମଲେର ମତୋ ପରିଧାନ କରଲୋ ।^{୫୪}

ସର୍ବଶେଷ ଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ୟେ ମୁସଲମାନଦେର ଉଦ୍‌ୟାଗ

ଶେଷଦିକେ ଏମନ ଦୁ'ଟି ଘଟନା ଘଟିଲୋ, ଯା ଥେକେ ସହଜେଇ ବୋଧା ଯାଇ ଯେ, ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣ ମୁସଲମାନରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଯେ ଯେତେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଛିଲେନ । ଆନ୍ତାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନେର ସତ୍ୱାଷି ଅର୍ଜନେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ଦିତେ ତାଦେର ଆଗହ ଯେ ଛିଲୋ ଅପରିସୀମ, ଏ ଥେକେ ତାଓ ବୋଧା ଯାଇ ।

ପ୍ରଥମ ଘଟନା, ହ୍ୟରତ କା'ବ ଇବନେ ମାଲେକ ବଲିଲେନ, ଆମି ଛିଲାମ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ୟତମ । ଆମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲାମ ଯେ, ମୁସଲମାନଦେର ହାତେ ଶହୀଦଦେର ଅବମାନନ୍ଦ ହଚେ । ଆମି ଖାନିକଟା ଥେମେ ସାମନେ ଏଗିଯେ ଗେଲାମ । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲାମ ଯେ, ବର୍ମ ପରିହିତ ବିଶାଳଦେହି ଏକଟି ଲୋକ ଶହୀଦଦେର ଲାଶ ଅତିକ୍ରମ କରଇଛେ । ଆର ଏକଜନ ମୁସଲମାନ ଏହି ଲୋକଟିର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଯାଇଛେ । ଆମି ଉଭୟରେ ପ୍ରତି ତାକାଲାମ । ମନେ ମନେ ଉଭୟରେ ଶକ୍ତି ପରିମାପ କରଲାମ । ଆମାର ମନେ ହଲୋ ଯେ, କାଫେର ଲୋକଟିର ଅନ୍ତର୍ଶତ୍ରୁ ମୁସଲମାନେର ଅଶ୍ରେର ଚେଯେ ଭାଲୋ । ଆମି ଉଭୟରେ ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛିଲାମ । ଏକ ସମୟେ ଉଭୟେ ସଂଘର୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ହଲୋ । ସେଇ ମୁସଲମାନ ଓଇ କାଫେରକେ ତରବାରି ଦିଯେ ଏମନ ଆଘାତ କରଲେନ ଯେ, କାଫେର ଦିଖାନିତ ହେଯେ ମାଟିତେ ଲୁଟିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ସେଇ ମୁଖୋଶ ପରିହିତ ମୁସଲମାନ ନିଜେର ମୁଖୋଶ ଖୁଲିଲେନ । ଏରପର ବଲିଲେନ, ଓ କା'ବ, କେମନ ହଲୋ କାଜଟା! ଆମି ହଜି ଆବୁ ଦୋଜାନା^{୫୫}

ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟନା, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷେ କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲିମ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଥେକେ ମଦିନା ପୌଛୁଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ବଲିଲେନ, ଆମି ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ବିନତେ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଏବଂ ଉଥେ ସୁଲାଇମ (ରା.)-କେ

୫୩. ଯାଦୁଲ-ମାୟାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୧୫

୫୪. ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୧୦

୫୫. ଆଲ ବେଦୋଯା ଓୟାନ ନେହାୟା ଚତୁର୍ଥ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୧୭

ଦେଖାଇଲାମ, ତାରା ପାଯେର ଗୋଡ଼ାଲିର ଓପର କାପଡ଼ ତୁଲେ ପିଠେ ପାନିର ମଶକ ବସେ ନିଯେ ଆସଛେନ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ସେଇ ପାନ କରାଚେନ ।^{୫୬}

ହ୍ୟରତ ଓପର (ରା.) ବଲେନ, ଓହଦେର ଦିନେ ହ୍ୟରତ ଉପେ ସାଲିତ (ରା.) ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ମଶକ ଭର୍ତ୍ତି କରେ ପାନି ନିଯେ ଆସଛିଲେନ ।^{୫୭}

ପାନି ନିଯେ ଆଗତ ମହୀଦେର ମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଉପେ ଆଇମାନ ଓ ଛିଲେନ । ତିନି ପରାଜିତ ମୁସଲମାନଦେର ମଦୀନାୟ ପ୍ରବେଶ କରତେ ଦେଖେ ତାଦେର ମୁଖେ ଧୁଲି ନିକ୍ଷେପ କରେ ବଲାଇଲେନ, ଏହି ନାଓ ସୂତା କାଟାର ଯତ୍ନ, ଆର ତୋମାଦେର ତଳୋଯାର ଆମାଦେର ହାତେ ଦାଓ ।^{୫୮} ଏରପର ତିନି ଦ୍ରୁତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ପୌଛେ ଆହତଦେର ପାନି ପାନ କରାତେ ଲାଗଲେନ । ହ୍ୟରତ ଉପେ ଆଇମାନ (ରା.)-ଏର ପ୍ରତି ହେବାନ ଇବନେ ଆରକା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରଲେ । ଏତେ ହ୍ୟରତ ଉପେ ଆଇମାନ (ରା.) ପଡ଼େ ଗେଲେ ତାଁ ପର୍ଦା ଖୁଲେ ଗେଲୋ । ଆଲ୍ଲାହର ଦୁଶମନ ତା ଦେଖେ ଖିଲଖିଲ କରେ ହାସଲୋ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବ୍ୟାପାରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଇଲେନ । ତାଁର ଖୁବ ଖାରାପ ଲାଗଲୋ । ତିନି ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଆବୁ ଓୟାକାସ (ରା.)-କେ ଏକଟି ତୀର ଦିଯେ ବଲେନ, ଏଟି ନିକ୍ଷେପ କରୋ । ସା'ଦ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରଲେନ । ହ୍ୟରତ ସା'ଦ (ରା.)-ଏର ତୀର ହେବାନେର ଗଲାଯ ବିନ୍ଦୁ ହଲୋ ଏବଂ ସେ ଚିଂ ହୟେ ପଡ଼େ ଗେଲୋ । ତାର ପର୍ଦା ଖୁଲେ ଗେଲୋ । ଏତେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଚୋଟ ହାସଲେନ । ଏରପର ବଲେନ, ସା'ଦ-ଉପେ ଆଇମାନେର ବଦଳା ଗ୍ରହଣ କରେଛେ, ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ତାର ଦୋଯା କବୁଲ କରନ୍ତି ।^{୫୯}

ଘାଁଟିତେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରହଳ କରାର ପର

ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପାହାଡ଼େର ଘାଁଟିତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଯାର ପର ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ତାଁର ଢାଳେ କରେ ମିହରାସ ଥିକେ ପାନି ନିଯେ ଏଲେନ । ମିହରାସ ହଞ୍ଚେ ପାଥରେର ତୈରୀ ଏକ ଧରନେର କୃଯା । ବଳା ହୟେ ଥାକେ ଯେ, ମେହରାମ ଓହଦେର ଏକଟି ଝର୍ଣ୍ଣା । ସେଇ ପାନି ଏନେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ପାନ କରତେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ କିଛୁଟା ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ ହେୟାଯ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଇ ପାନି ପାନ ନା କରେ ଚେହାରାର କ୍ଷତ ଧୁଯେ ନିଲେନ ଏବଂ କିଛୁ ପାନି ମାଥାଯ ଢାଳିଲେନ । ସେଇ ସମୟେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲାଇଲେନ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପର ଆଲ୍ଲାହର କଠିନ ଗମବ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ଚେହାରାକେ ରଙ୍ଗାଙ୍କ କରେଛେ ।^{୬୦}

ହ୍ୟରତ ସାହଲ (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ଦେଖେଇ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଚେହାରାର ରଙ୍କ କେ ଧୁଯେଛେ ପାନି କେ ଢାଳେଛେନ ଏବଂ ଚିକିଂସା କେ କରେଛେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍‌ଅଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.) ତାଁର କ୍ଷତ ଧୁଯେ ଦିଲ୍ଲିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ପାନ ଦିଲ୍ଲିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.) ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ ଯେ, ପାନି ଢାଳେ ଦେଯାର ପରା ରଙ୍କ ଘରରେ, କିଛୁତେଇ ରଙ୍କ ବନ୍ଧ ହଞ୍ଚେ ନା । ତଥନ ତିନି ଚାଟାଇ-ଏର ଏକଟି ଟୁକରୋ ନିଯେ ଆଗନେ ପୁଡ଼େ ସେ ଛାଇ

୫୬. ସହିତ ବୋଖାରୀ । ପ୍ରଥମ ଖତ ପୃ. ୪୦୩, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୫୮୧

୫୭. ସହିତ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୪୦୩

୫୮. ସେକାଳେ ଆରବେର ମେଯେରା ଟାକା ଦିଯେ ସୂତା କାଟିଲେ । ଆମାଦେର ଦେଶେର ମେଯେଦେର ହାତେର ଚାଡିର ମତୋଇ ସୂତୋର

ରକମାରି ଅଲଙ୍କାର ଅନେକେ ପରିଧାନ କରତୋ । ଏଥାନେ ଆମାଦେର ଦେଶୀୟ ପରିଭାଷାଯ ବଳା ଯାଯ, ଏହି ଚାଡି ତୋମରା ପରିଧାନ କରୋ, ତଳୋଯାର ଆମାଦେର ହାତେ ଦାଓ ।

୫୯. ଆସ ସିରାତୁଲ ହାଲାବିଯା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୨୨

୬୦. ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୮୫

ନବী ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କ୍ଷତସ୍ଥାନେ ଲାଗିଯେ ଦିଲେନ । ସାଥେ ସାଥେ ରଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ହେଯେ ଗେଲୋ ।^{୬୧}

ଏଦିକେ ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ମୋସଲମା (ରା.) ଶୀତଳ ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ପାନି ନିଯେ ଏଲେନ । ନବි ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଇ ପାନି ପାନ କରେ ତା'ର କଲ୍ୟାଣେର ଜନ୍ୟେ ଦୋଯା କରଲେନ ।^{୬୨}

ସ୍ଵର୍ଗରେ ଯତ୍ନଗର କାରଣେ ନବි ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯୋହରେର ନାମାୟ ବସେ ଆଦାୟ କରଲେନ । ସାହାବାୟେ କେରାମତ ତା'ର ପେଛନେ ବସେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ ।^{୬୩}

ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଦର୍ଶ

ମଙ୍କାର ବିଧରୀ ପୌଲିକରା ଫିରେ ଯାଓ୍ୟାର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଛିଲୋ । ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ତଥନ ଓହ୍ଦ ପାହାଡ଼େର ଉପର ଡୁଟେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କି ମୋହାମ୍ଦ ଆଛେନ୍? କେଉଁ କୋନ ଜବାବ ଦିଲେନ ନା । ମେ ଆବାର ବଲଲୋ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କି ଆବୁ କୋହାଫାର ପୁତ୍ର ଆଛେନ୍? କେଉଁ କୋନ ଜବାବ ଦିଲେନ ନା । ମେ ପୁନରାୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କି ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ ଆଛେନ୍? କେଉଁ ଏବାରଓ କୋନ ଜବାବ ଦିଲେନ ନା । ନବි ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜବାବ ଦିତେ ନିଷେଧ କରେଛିଲେ । ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଉତ୍ସିଥିତ ତିନିଜନ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ ନା । କାରଣ, ମେ ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନତୋ ଯେ, ଏହି ତିନିଜନେର ମାଧ୍ୟମେଇ ଇସଲାମେର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଘଟେଛେ । କୋନ ଜବାବ ନା ପେଯେ ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ସ୍ଵଗତୋତ୍ତମ କରଲୋ, ଯାକ ଏହି ତିନିଜନ ଥେକେଇ ରେହାଇ ପାଓ୍ୟା ଗେଲୋ । ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଆତ୍ମସମ୍ବରଣ କରତେ ପାରଲେନ ନା, ତିନି ବଲଲେନ, ଓରେ, ଆଲ୍ଲାହର ଦୂଶମନ, ତୁମି ଯାଦେର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେଛୋ, ତାରା ସବାଇ ଜୀବିତ ଆଛେନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତୋମାର ଅବମାନନ୍ମାର ଆରୋ ବୀଭିଂସ ଉପକରଣ ରେଖେଛେନ । ଏକଥା ଶୁଣେ ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ବଲଲୋ, ତୋମାଦେର ନିହତ ଲୋକଦେର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟେ କେଟେ ବୀଭିଂସ କରା ହେଯେଛେ । ଆମି ଏସବ କରତେ ବଲିନି । ତବେ ଏତେ ଆମି ନାଥୋଶିଓ ନେଇ । ଏରପର ମେ ଧ୍ଵନି ଦିଲୋ, ହୋବାଲେର ଜୟ ହୋକ ।

ନବි ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଜବାବ ଦିଚ୍ଛେ ନା କେନ୍? ସାହାବାୟେ କେରାମ ବଲଲେନ, କି ଜବାବ ଦେବ୍? ନବි ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ବଲୋ ‘ଆଲ୍ଲାହ ମଓଲାନା ଓୟା-ଲା ମଓଲା ଲାକୁମ’ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆମାଦେର ପ୍ରଭୁ, ତୋମାଦେର କୋନ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ।

ଏରପର ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ବଲଲୋ, କି ଚମତ୍କାର କୃତିତ୍ତୁ । ଆଜ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣେ ଦିନ । ଯୁଦ୍ଧ ହୁଚେ ଏକଟା ବାଲତି ।^{୬୪}

ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଜବାବେ ବଲଲେନ, ସମାନ ନୟ । ଆମାଦେର ଯାରା ନିହତ ହେଯେଛେ, ତାରା ଜାନାତେ ରଯେଛେ, ଆର ତୋମାଦେର ଯାରା ନିହତ ହେଯେଛେ, ତାରା ଜାହାନାମେ ରଯେଛେ ।

୬୧. ସିଇଇ ବୋଖାରୀ, ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା. ୫୪୪

୬୨ ଆସ ସିରାତୁଲ ହାଲାବିଯା, ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୩୦

୬୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୮୭

୬୪. କଥନେ ଏକ ପକ୍ଷ ଜୟ ଲାଭ କରେ କଥନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ । ଯେମନ ବାଲତି ଦିଯେ କଥନେ ଏକଜନ ଟେନେ ପାନି ତୋଳେ,

କଥନେ ଅନ୍ୟଜନ ତୋଳେ ।

এরপর আবু সুফিয়ান বললো, ওহে ওমর, একটু কাছে আসো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও, দেখো কি বলে। হ্যরত ওমর (রা.) এগিয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বললো, ওহে ওমর, তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমরা কি মোহাম্মদকে হত্যা করতে পেরেছি? হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ, পারো নাই। বরং এখন তিনি তোমার কথা শুনছেন। আবু সুফিয়ান বললো, ওমর, তুমি আমার কাছে ইবনে কোম্বার চাইতেও অধিক সত্যবাদী ব্যক্তি। ৬৫

আরেকটি বদরের সংক্ষেপ

ইবনে ইসহাক (রা.) বলেন, আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ফিরে যাওয়ার সময় বললো, আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় লড়াই করার প্রতিজ্ঞা রইলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে বললেন, বলে দাও, আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একথাই রইলো। ৬৬

শহীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর হ্যরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)-কে কাফেরদের পেছনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, ওদের পেছনে যাও, দেখো, ওরা কি করছে। ওদের পরবর্তী ইচ্ছাই বা কি? যদি ওরা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে ওরা মক্কার দিকে যাচ্ছে। যদি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে উট হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে, ওরা মদীনায় আসছে। এরপর বললেন, সেই স্তাবর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ওরা যদি মদীনার পথে রওয়ানা দিয়ে থাকে, তবে মদীনায় গিয়ে ওদের সাথে মোকাবেলা করবো। হ্যরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি কাফেরদের অনুসরণ করে লক্ষ্য করলাম, ওরা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। ৬৭

শহীদ এবং গাজীদের দেখাশোনা

কাফেরদের চলে যাওয়ার পর মুসলমানরা শহীদান এবং আহতদের খোঁজ নিতে শুরু করলেন। হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, ওহদের দিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাঁদ ইবনে রবির (রা.) খোঁজ নিতে পাঠালেন। আমাকে বলে দিলেন যে, যদি সাঁদকে পাওয়া যায় তবে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, সে এখন কেমন বোধ করছে। হ্যরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমি শহীদদের লাশের মধ্যে খুঁজে খুঁজে তাকে বের করলাম। কাছে গিয়ে দেখি তিনি মুমুর্শ অবস্থায় কাতরাছেন। তাঁর দেহে বর্ণা, তীর ও তলোয়ারের স্তরটি আঘাত লেগেছিলো। আমি বললাম, হে সাঁদ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনি কেমন অনুভব করছেন সেকথা জানতে চেয়েছেন। হ্যরত সাঁদ ইবনে রবি (রা.) বললেন, আল্লাহর রসূলকে আমার সালাম। তাঁর কাছে বলবে যে, আমি বলেছি, আমি জানাতের খুশবু পাচ্ছি। আমার আনসার ভাইদের বলবে যে, যদি তোমাদের একটি চোখের স্পন্দন বাকি থাকাতেও শক্রমা আল্লাহর রসূলের কাছে পৌছুতে পারে,

৬৫ ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪। যাদুল-মায়াদ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪। সহীহ বোখারী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৭৯।

৬৬. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪।

৬৭. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৪। হাফেজ ইবনে হাজার ফতহল বারী গ্রন্থের সংক্ষ খন্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, পৌতলিকদের ইচ্ছা সম্পর্কে জানার জন্য হ্যরত সাঁদ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা.) রওয়ানা হয়েছিলেন।

ତବେ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ତୋମାଦେର କୋନ ଓଜର ଆପଣି କାଜେ ଆସବେ ନା । ଏକଥା ବଲାର ପର ପରଇ ତିନି ଇଣ୍ଡେକାଳ କରଲେନ । ୬୮

ଆହତଦେର ମଧ୍ୟେ ଉସାଇରାମକେଓ ଦେଖା ଗେଲୋ । ତା'ର ନାମ ଛିଲୋ ଆମର ଇବନେ ସାବେତ (ରା.) । ତଥିମେ ତା'ର ପ୍ରାଣ-ସ୍ପନ୍ଦନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛିଲୋ । ଇତିପୂର୍ବେ ତାଙ୍କେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦେଯା ହେଁଯେ । କିନ୍ତୁ ତିନି ସେ ଦାଓୟାତ ଗ୍ରହଣ କରେନନି । ଅନେକେ ଅବାକ ହେଁ ବଲଲେନ, ଉସାଇରାମ ଏଥାନେ ଏଲୋ କିଭାବେ? ଆମରା ତାଙ୍କେ ତୋ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଯେଛି । କିନ୍ତୁ ତିନି ତୋ ଗ୍ରହଣ କରେନନି । ତାଙ୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲୋ ଯେ, ଆପଣି କିଭାବେ ଏଥାନେ ଏଲେନ? ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସାଯ ନାକି ସ୍ଵଜାତୀୟଦେର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ? ତିନି ବଲଲେନ, ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସାଯ ଏସେଛି । ଆମି ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରିୟ ରସ୍ମୀର ପ୍ରତି ଈମାନ ଏନେହି ଏବଂ ରସ୍ମ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସମର୍ଥନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେଛି । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଆଛି, ମେଟା ତୋ ଆପନାରା ଦେଖିତେଇ ପାଚେନ । ଏରପରଇ ତିନି ଇଣ୍ଡେକାଳ କରଲେନ । ତାର ସମ୍ପର୍କେ ରସ୍ମ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ତିନି ବଲଲେନ, ସେ ଜାନ୍ମାତୀଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୁତ । ହୟରତ ଆବୁ ହୋରାଯାରା (ରା.) ବଲଲେନ, ଅର୍ଥଚ ତିନି ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲାର ଜନ୍ୟ ଏକ ଓୟାକ୍ତ ନାମାୟିବ ଆଦାୟ କରେନନି । ୬୯ (ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ପର କୋନ ନାମାୟେର ଓୟାକ୍ତ ହେଁଯାର ଆଗେଇ ତିନି ଶାହାଦାତ ବରଗ କରେନ ।)

ଆହତଦେର ମଧ୍ୟେ କୋଜମାନ ନାମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେଓ ପାଓଯା ଗେଲୋ । ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମୁସଲମାନଦେର ପକ୍ଷେ ଲଡ଼ାଇ କରେଛିଲୋ । ସାତ ବା ଆଟଜନ ମୋଶରେକକେ ହତ୍ୟା କରେଛିଲୋ । ତାର ଦେହେ ଛିଲୋ ବହସଂଖ୍ୟକ ଆଘାତେର ଚିହ୍ନ । ତାଙ୍କେ ବନୁ ଯୋଫର ମହିଳାଯ ନିଯେ ଯାଓଯା ହଲୋ । ମୁସଲମାନରା ତାଙ୍କେ ସୁସଂବାଦ ଶୋନାଲେନ । ସେ ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମିତୋ ଆମର ଗୋତ୍ରେର ସୁନାମେର ଜନ୍ୟ ଲଡ଼ାଇ କରେଛି । ଗୋତ୍ରେର ସୁନାମ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ନା ଥାକଲେ ଆମି ତୋ ଲଡ଼ାଇ କରତାମ ନା । ଜଖମେର ସ୍ତର୍ଗ୍ରା ତୀର୍ତ୍ତ ହେଁ ଗେଲେ କୋଜମାନ ନିଜେକେ ସବାଇ କରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ । ରସ୍ମ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରା ହଲେ ତିନି ବଲଲେନ, ସେ ତୋ ଜାହାନାମୀ । ୭୦ ଏହି ଘଟନାଯ ରସ୍ମ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଏକଟି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହଲୋ ।

ଆଲ୍ଲାହର କାଳେମା ବୁଲନ୍ଦେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛାଡ଼ା ଦେଶେର ଜନ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଯାରା ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତାଦେର ସକଳେର ପରିଗାମ କୋଜମାନେର ମତୋ ହବେ । ଏମନକି ଯଦି ତାରା ଇସଲାମେର ପତାକାତଳେ ରସ୍ମ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ବା ସାହାବାୟେ କେରାମେର ସଙ୍ଗୀ ହେଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତବୁଓ ତାଦେର ଏହି ପରିଗାମେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହବେ ।

ନିହତଦେର ମଧ୍ୟେ ବନୁ ଛା'ଲାବ ଗୋତ୍ରେର ଏକଜନ ଇହୁଦୀଓ ଛିଲୋ । ସେ ତାର ସ୍ବଗୋତ୍ରୀୟଦେର ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ତୋମା ତୋ ଜାନ୍ୟ ଯେ, ମୋହାମ୍ଦକେ ସାହାଯ୍ୟ କରା ତୋମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଇହୁଦୀରା ବଲଲୋ, ଆଜ ଶନିବାର । ସେଇ ଇହୁଦୀ ବଲଲୋ, ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କୋନ ଶନିବାର ମେଇ । ଏରପର ସେଇ ଇହୁଦୀ ତଳୋଯାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜନ୍ମୀ ସରଜ୍ଞାମ ନିଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ରେସାନା ହଲୋ । ରେସାନା ହେଁଯାର ସମୟ ବଲଲୋ, ଯଦି ଆମି ଯୁଦ୍ଧ ନିହତ ହୁଏ, ତବେ ଆମର ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦେର ମାଲିକାନା ମୋହାମ୍ଦଦେର । ତିନି ଯା ଚାନ, ତାଇ କରବେନ । ଏରପର ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ମୁସଲମାନଦେର ପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ କରତେ ମାରା ଗେଲୋ । ରସ୍ମ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସବ କଥା ଶୁଣେ ବଲଲେନ, ସେ ଛିଲୋ ଏକଜନ ଭାଲୋ ଇହୁଦୀ । ୭୧

୬୮. ଯାଦୁଲ-ମାୟାଦ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୯୬

୬୯. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୯୪ । ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୯୦

୭୦. ଯାଦୁଲ-ମାୟାଦ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୯୭-୯୮, ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୮୮

୭୧. ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୮୮

এ সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও শহীদদের লাশ পরিদর্শন করলেন এবং বললেন, আমি এদের জন্যে সাক্ষী থাকব। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ওঠাবেন যে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সেই রক্তের রং তো রক্তের মতোই হবে, কিন্তু সেই রক্ত থেকে কস্তুরীর সুবাস নির্গত হবে।^{৭২}

কয়েকজন সাহাবা তাদের ঘনিষ্ঠ শহীদ সাহাবাদের লাশ মদীনায় স্থানান্তর করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জানার পর সেই সব শহীদের লাশ শাহাদাত বরণের জায়গাতেই দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, শহীদদের অন্ত এবং পুষ্টিনের পোশাক খুলে নিয়ে তাদেরকে বিনা গোসলে দাফন করো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই তিনজন সাহাবার লাশ একই কবরে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। দুইজন সাহাবার লাশ একই কাফনে জড়িয়ে দাফন করারও নির্দেশ দিলেন। দুইজন সাহাবাকে একই কাফনে জড়ানোর পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করতেন যে, এই দুইজনের মধ্যে কোরআনে করিম কার বেশী মুখস্ত ছিলো? সাহাবারা যার প্রতি ইশারা করতেন তাকে কবরের নীচের দিকে রাখার জন্যে বলতেন। তিনি বলছিলেন, আমি কেয়ামতের দিন এদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা.) এবং ওমর ইবনে জামুহ (রা.)-কে একই কবরে দাফন করা হলো। কেননা তাদের দু'জনের মধ্যে ছিলো ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।^{৭৩} হ্যরত হানযালা (রা.)-এর লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। সংক্ষান করার পর এক জায়গায় পাওয়া গেলো, তার লাশ থেকে পানি ঝরছিলো। লাশ ছিলো মাটি থকে কিছুটা উপরে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, ফেরেশতাগণ তাকে গোসল করাচ্ছেন। এরপর বললেন, তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ঘটনা বললেন। সেই থেকে হ্যরত হানযালা (রা.)-এর নাম হলো গাসিলুল মালায়েকা অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন।^{৭৪}

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা হাময়ার অবস্থা দেখে খুবই বিমর্শ হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুরু হ্যরত সাফিয়া (রা.) এলেন। তিনি হ্যরত হাময়া (রা.)-কে দেখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত সাফিয়ার পুত্র হ্যরত যোবায়ের (রা.)-কে বললেন, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তিনি যেন নিজ ভাই-এর অবস্থা দেখতে না পান। কিন্তু হ্যরত সাফিয়া (রা.) বললেন, তা কেন? আমি জানি, আমার ভাইয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। হ্যরত হাময়া (রা.) আল্লাহর পথে ছিলেন। কাজেই যা কিছু হয়েছে, তা আমরা মেনে নিয়েছি। আমি সওয়াবের আশায় ইনশাআল্লাহ ছবর করবো। এরপর তিনি হ্যরত হাময়া (রা.)-এর কাছে এলেন, দেখলেন, ইন্নালিল্লাহ পড়লেন, তার জন্যে স্নেয়া করলেন। এবং মাগফেরাত কামনা করলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন যে, হ্যরত হাময়া (রা.)-কে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের সাথে দাফন করো। তিনি হ্যরত হাময়ার (রা.) ভাতুস্পুত্র এবং দুধভাই ছিলেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত হাময়া (রা.)-এর জন্যে যেতাবে কেঁদেছিলেন, তাঁকে অন্য কোন সময়েই ওরকম কাঁদতে দেখা যায়নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত হাময়া (রা.)-কে কেবলার

৭২. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮

৭৩. যাদুল-মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮, সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৮

৭৪. যাদুল-মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮

ଦିକେ ରାଖଲେନ ଏରପର ତାର ଜାନାଯାର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଏମନଭାବେ କାନ୍ଦଲେନ ଯେ, ଆମରା ତାର କାନ୍ଦାର ଛାତ୍ର ଶନ୍ଦ ଶନ୍ତେ ପେଲାମ ।^{୭୫}

ଶହିଦଦେର ଅବହ୍ଲାସ ଛିଲୋ ବଡ଼ି ହଦୟବିଦାରକ । ହସରତ ଖାକବାବ ଇବନେ ଆରତ (ରା.) ବଲେନ, ହସରତ ଖାକବାବେର (ରା.) ଜନ୍ୟେ କାଲୋ ପାଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଟି ଚାଦର ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ କାଫନ ପାଓୟା ଯାଯାନି । ଏହି ଚାଦର ମାଥାର ଦିକେ ଟେନେ ଦେଯା ହଲେ ପାଯେର ଦିକ ଖାଲି ହସେ ଯେତୋ, ଆର ପାଯେର ଦିକେ ଟେନେ ଦେଯା ହଲେ ମାଥାର ଦିକ ଖାଲି ହସେ ଯେତୋ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପା ଖାଲି ରେଖେ ଇଯଥିର^{୭୬} ଘାସ ଦିଯେ ପା ଢକେ ଦେଯା ହ୍ୟ ।^{୭୭}

ହସରତ ଆବଦୂର ରହମାନ ଇବନେ ଓମାଯେର (ରା.)-ଏର ଶାହାଦାତେର ଘଟନା ଘଟଲୋ । ତିନି ଛିଲେନ ଆମାର ଚେଯେ ଭାଲୋ । ଏକଟି ମାତ୍ର ଚାଦର ଦିଯେ ତାଙ୍କେ କାଫନ ଦେଯା ହଲୋ । ସେଇ ଚାଦର ଦିଯେ ତାର ମାଥା ଢକେ ଦେଯା ହଲେ ପା ଖୁଲେ ଯେତୋ ପା ଢକେ ଦେଯା ହଲେ ମାଥା ଖୁଲେ ଯେତୋ । ତାର କାଫନେର ଏକପ ଅବସ୍ଥାର କଥା ହସରତ ଖାକବାବ (ରା.) ଓ ବର୍ଣନା କରେଛେ । ତବେ ଏଟୁକୁ ବେଶୀ ବର୍ଣନା କରେଛେ ଯେ, ତାର ଏହି ଅବହ୍ଲାସ ଦେଖେ ରସ୍ତ୍ର ସାହାଗ୍ରହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାଗ୍ରହ ଆମାଦେର ବଲତେନ, ଚାଦର ଦିଯେ ତାର ମାଥା ଢକେ ଦାଓ ଏବଂ ପାଯେର ଉପର ଇଯଥିର ଘାସ ଚାପିଯେ ଦାଓ ।^{୭୮}

ଆଲାଇହି ଦରବାରେ ରସ୍ତ୍ର ସାହାଗ୍ରହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାଗ୍ରହର ଦୋହା

ଈମାମ ଆହମଦେର ବର୍ଣନାଯ ର଱େଛେ, ଓହଦେର ଦିନେ ମୋଶରେକରା ଫିରେ ଯାଓୟାର ପର ରସ୍ତ୍ର ସାହାଗ୍ରହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାଗ୍ରହ ସାହାବାଦେର ବଲତେନ, ତୋମରା କାତାରବନ୍ଦୀ ହେ, ଆମି ଆମାର ପ୍ରତିପାଳକେର କିଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରବୋ । ଏରପର ତିନି ବଲତେନ, ‘ହେ ଆଲାଇହି ରବୁଲ ଆଲାମୀନ, ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ତୋମାରଇ ଜନ୍ୟେ । ତୁମି ଯା ପ୍ରଶଂସନ କରେ ଦାଓ, ତା କେଉ ସଂକିର୍ଣ୍ଣ କରତେ ପାରେ ନା । ତୁମି ଯା ସଂକିର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦାଓ, କେଉ ତାକେ ହେଦ୍ୟାତ କରତେ ପାରେ ନା, ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ତୁମି ଯାକେ ହେଦ୍ୟାତ ଦାଓ, କେଉ ତାକେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରତେ ପାରେ ନା । ଯେ ଜିନିସ ତୁମି ଆଟକ କରେ ଦାଓ, ସେ ଜିନିସ କେଉ ଦିତେ ପାରେ ନା । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯେ ଜିନିସ ତୁମି ଦାଓ, କେଉ ତା ଆଟକ କରତେ ପାରେ ନା । ଯେ ଜିନିସ ତୁମି ଦୂରେ ସରିଯେ ଦାଓ, ସେ ଜିନିସ କେଉ କାହେ ଆନତେ ପାରେ ନା ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯେ ଜିନିସ ତୁମି କାହେ ଏନେ ଦାଓ, ସେ ଜିନିସ କେଉ ଦୂରେ ସରିଯେ ଦିତେ ପାରେ ନା । ହେ ଆଲାଇହି ରବୁଲ ଆଲାମୀନ, ଆମାଦେର ଉପର ତୋମାର ବରକତ, ରହମତ, ଫ୍ୟଲ ଓ ରେଯେକ ବିସ୍ତୃତ କରୋ ।

ହେ ଆଲାଇହି, ଆମି ତୋମାର କାହେ ହ୍ରାସୀ ନେଯାମତେର ଜନ୍ୟେ ଆବେଦନ କରଛି, ଯେ ନେଯାମତ କଥିନେ ଶେଷ ହବେ ନା । ହେ ଆଲାଇହି ତାଯାଳା, ଆମି ତୋମାର କାହେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାଯେର ଦିନେ ନିରାପତ୍ତାର ଆବେଦନ ଜାନାଛି । ହେ ଆଲାଇହି, ତୁମି ଆମାଦେରକେ ଯା କିଛୁ ଦିଯେଛୋ, ତାର ମନ୍ଦ ଥେକେ, ଆର ଯା କିଛୁ ଦାଓନି ତାର ମନ୍ଦ ଥେକେ ଆମି ତୋମାର କାହେ ପାନାହ ଚାଇ । ହେ ଆଲାଇହି ଆମାଦେର ଈମାନକେ ପ୍ରିୟ କରେ ଦାଓ ଏବଂ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତି କରେ ଦାଓ । କୁଫୁରୀ, ଫାସେକୀ ଏବଂ ନାଫରମାନୀ ଆମରା ଯେନ ପଛନ୍ଦ ନା କରି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୋ ଏବଂ ଆମାଦେରକେ ହେଦ୍ୟାତପ୍ରାଣ ଲୋକଦେର ଅର୍ତ୍ତର୍ଜୁ କରେ ଦାଓ । ହେ ଆଲାଇହି, ଆମାଦେରକେ ମୁସଲମାନ ଥାକା ଅବସ୍ଥା ମୃତ୍ୟୁ ଦାଓ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଅବସ୍ଥା ପରକାଳେ ଜୀବିତ କରୋ । ଅବମାନନା ଓ ଫେତ୍ନା ଫାସାଦ ଥେକେ

୭୫. ଇହା ଇବନେ ଶାଜାନେର ବର୍ଣନା । ମୁଖତାମାରସ ସିଯାକୁ ଲିଖ ଶାଇଖ ଆବଦୂଗ୍ରହ, ପୃଷ୍ଠା ୩୫୫ ଦେଖୁ,

୭୬ ଏକ ସରନେର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଘାସ । ଅନେକ ହାନେ ଏହି ଘାସ ଚାଯେର ସାଥେ ମିଶିଯେ ରାନ୍ନା କରା ହ୍ୟ ।

୭୭. ମୁଦ୍ଦନାଦେ ଆହମଦ, ଶେଫାତ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ୧୪୦

୭୮ ସହିହ ବୋଖାରୀ, ହିତୀଯ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ୫୭୯-୫୮୪

ଆମାଦେର ଦୂରେ ରେଖୋ । ତୋମାର ସାଲେହୀନ ବାନ୍ଦାଦେର ଅଭ୍ଯୁତ୍ତ କରେ ଦାଓ । ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ତୁମି ସେ ସକଳ କାଫେରକେ ମେରେ ଫେଲୋ, ତାଦେର ସାଥେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରୋ ଓ ଆୟାବେ ନିକ୍ଷେପ କରୋ ଯାରା ତୋମାର ପୟଗାଘରକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଲେ ଏବଂ ତୋମାର ପଥ ଥେକେ ଫିରିଯେ ରାଖେ । ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ସେବ କାଫେରକେଓ ମାରୋ, ଯାଦେରକେ କେତାବ ଦେଯା ହେଯେ ।’^{୭୯}

ଅଦୀନାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଶହୀଦଦେର ଦାଫନ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର କାଛେ ଦୋଯା କରାର ପର ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାର ପଥେ ରଙ୍ଗ୍ୟାନା ହଲେନ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ସାହାବାରା ଯେ ଧରନେର ନିବେଦିତଚିତ୍ତତା ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗେର ପରିଚୟ ଦିଯେଇଲେନ, ଶହୀଦଦେର ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଓ ଏକଇ ଧରନେର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଓ ଧିର୍ଭେର ପରିଚୟ ଦିଲେନ ।

ମଦୀନାୟ ଯାଓ୍ୟାର ପଥେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ ହ୍ୟରତ ହାମନା ବିନତେ ଜାହାଶ (ରା.)-ଏର ସାକ୍ଷାତ ହଲୋ । ତାଁ ଭାଇ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଜାହାଶ (ରା.) ଯୁଦ୍ଧ ଶହୀଦ ହେଯେଇଲେନ । ହ୍ୟରତ ହାମନା ଶାହାଦାତେର ଖବର ଶୁଣେ ଇନ୍ନାଲିଲାହ ପାଠ କରଲେନ ଏବଂ ଭାଇୟେର ଜନ୍ୟ ମାଗଫେରାତେର ଦୋଯା କରଲେନ । ଏରପର ତାକେ ତାର ମାମା ହ୍ୟରତ ହାମ୍ୟା ଇବନେ ଆବଦୁଲ ମୋତ୍ତାଲେବ (ରା.)-ଏର ଶାହାଦାତେର ଖବର ଦେଯା ହଲୋ । ତିନି ପୁନରାୟ ଇନ୍ନାଲିଲାହ ପାଠ କରଲେନ ଏବଂ ମାଗଫେରାତେର ଦୋଯା କରଲେନ । ଏରପର ତାଁର ସ୍ଵାମୀ ହ୍ୟରତ ମସାବାବ ଇବନେ ଓମାଯେରେର (ରା.) ଶାହାଦାତେର ଖବର ଦେଯା ହଲୋ । ଏକଥା ଶୁଣେ ତିନି ଚିତ୍କାର ଦିଯେ ଉଠେ ହାଉମାଟ୍ କରେ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ନାରୀର ସ୍ଵାମୀ ତାଁର କାଛେ ବିଶେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ ।^{୮୦}

ବନ୍ଦୁ ଦୀନାର ଗୋତ୍ରେର ଏକ ମହିଳାର ସାଥେ ସାହାଦାଦେର ଦେଖା ହଲୋ । ତାର ସ୍ଵାମୀ, ଭାଇ ଏବଂ ପିତାଓ ଶହୀଦ ହେଯେଇଲେନ । ଏଦେର ଶାହାଦାତେର ଖବର ତାକେ ଜାନାନ୍ତେ ହଲୋ । ତିନି ଶୁଣେ ବଲଲେନ, ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କି ଖବର? ତାଁକେ ବଲା ହଲୋ ଯେ, ତିନି ଭାଲୋ ଆଛେନ । ମହିଳା ବଲଲେନ, ତାଁକେ ଆମି ଏକଟୁ ଦେଖିତେ ଚାଇ । ସାହାବାରା ଇଶାରାୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦେଖିଯେ ଦିଲେନ । ମହିଳା ସାଥେ ସାଥେ ଡୁକରେ କେଂଦ୍ରେ ଉଠେ ବଲଲେନ, ‘କୁଣ୍ଠ ମୁସିବାତିନ ବା’ଦୁକା ଜାଲାଲୁନ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକା ଅବସ୍ଥା ସକଳ ବିପଦଇ ତୁଛ ।^{୮୧} ଏହି ସମୟେ ହ୍ୟରତ ସା’ଦ ଇବନେ ମାୟା’ଯ (ରା.)-ଏର ମା ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାଛେ ଛୁଟେ ଏଲେନ । ସେଇ ସମୟ ହ୍ୟରତ ସା’ଦ (ରା.) ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଘୋଡ଼ର ଲାଗାମ ଧରେ ରେଖେଇଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ଏହି ହେଚେ ଆମାର ମା । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତାକେ ମାରହାବା । ଏରପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଇ ମହିଳାର ସମ୍ମାନେ ଘୋଡ଼ ଥାମାଲେନ । ମହିଳା କାଛେ ଏଲେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମହିଳାର ଏକ ପୁତ୍ର ହ୍ୟରତ ଆମର ଇବନେ ମାୟା’ଯ (ରା.) ଏର ଶାହାଦାତେର ଖବର ଜାନିଯେ ତାଁକେ ଧିର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରତେ ବଲଲେନ । ମହିଳା ବଲଲେନ, ଆପଣାକେ ଭାଲୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାର ପର ସକଳ ବିପଦ ଆମାର କାଛେ ତୁଛ । ଏରପର ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଓହୁଦେର ଶହୀଦଦେର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା କରଲେନ ଏବଂ ବଲଲେନ, ହେ ଉମ୍ମେ ସା’ଦ, ତୁମି ଖୁଶି ହୋ । ଶହୀଦଦେର ପରିବାରେ ଗିଯେ ସୁସଂବାଦ ଦାଓ ଯେ, ଓହେର ସକଳ ଶହୀଦ ଏକତ୍ରେ ଜାଗାତେ ରଯେଛେ ଏବଂ ନିଜେର ପରିବାର ପରିଜନେର ବ୍ୟାପାରେ ତାଦେର ସାଫାଯାତ କରୁଳ କରା ହେଯେ । ମହିଳା ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ଶହୀଦଦେର ପରିବାର ପରିଜନେର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା

୭୯. ବୋଥାରୀ, ଆଲ ଆଦାବୁଲ ମୋଫରାଦ, ମୁସନାଦେ ଆହମଦ, ତୃତୀୟ ଖଲ. ପୃଷ୍ଠା ୩୨୪ ।

୮୦. ଇବନେ ହିଶାମ, ହିତୀୟ ଖଲ ପୃଷ୍ଠା. ୯୮

୮୧. ଇବନେ ହିଶାମ, ହିତୀୟ ଖଲ. ପୃଷ୍ଠା ୧୯ ।

କରନ୍ତି । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବଲଲେନ, ହେ ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା, ଓଦେର ମନେର ଶୋକେର ଯାତନା ଦୂର କରେ ଦାଓ । ଓଦେର ମୁସିବତେର ବିନିମ୍ୟ ଦାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବାଇକେ ହେଫାୟତ କରୋ ।^{୮୨}

ମଦୀନାଯ୍ୟ ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁମ୍

ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ୭ଇ ଶାଓୟାଲ ରୋବିବାର ବିକେଳେ ରସ୍ତୁମ୍ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ମଦୀନାଯ୍ୟ ପୌଛୁଲେନ । ଘରେ ଗିଯେ ତାଁର ତଳୋଯାର ହୟରତ ଫାତେମା (ରା.)-କେ ଦିଯେ ବଲଲେନ, ଏହି ତଳୋଯାରେ ଲେଗେ ଥାକା ରଙ୍ଗ ଧୂଯେ ଦାଓ । ଆନ୍ତାହର ଶପଥ, ଏହି ତରବାରି ଆଜ ଆମାର ଜନ୍ୟେ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଯେଛେ । ହୟରତ ଆଲୀଓ (ରା.) ତାଁର ତରବାରି ହୟରତ ଫାତେମା (ରା.)-କେ ଦିଯେ ରଙ୍ଗ ଧୂଯେ ଦିତେ ବଲଲେନ । ଆରୋ ବଲଲେନ, ଆନ୍ତାହର ଶପଥ, ଏହି ତରବାରି ଆମାର ଜନ୍ୟେ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଯେଛେ । ଏତେ ରସ୍ତୁମ୍ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବଲଲେନ, ତୁମି ଯୁଦ୍ଧେ ବୀରତ୍ବ ଦେଖିଯେଛୋ ତବେ ମନେ ରେଖୋ, ସୁହାଯେଲ ଇବନେ ହ୍ରନ୍ତାଇଫ ଏବଂ ଆବୁ ଦୋଜାନା (ରା.) ବୀରତ୍ବେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଛେ ।^{୮୩}

ଓହୁଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ୭୦ ଜନ ମୁସଲମାନ ଶହୀଦ ହେଯେଛେ । ବର୍ଣନାକାରୀଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରେ ଏକମତ । ଶହୀଦଦେର ମଧ୍ୟେ ୬୫ ଜନ ଛିଲେନ ଆନ୍ସାର । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ୪୧ ଜନ ଖାୟରାଜ ଗୋତ୍ର ଏବଂ ୨୪ ଜନ ଆଓସ ଗୋତ୍ର ଥେକେ ଶହୀଦ ହନ । ଏକଜନ ଇଲ୍ଲାଓ ନିହତ ହେଯେଛିଲୋ । ଆର ମୋହାଜେର ଶହୀଦ ଛିଲେନ ମାତ୍ର ଚାରଜନ । କୋରାଯଶ କାଫିରଦେର ମଧ୍ୟେ କତଜନ ନିହତ ହେଯେଛିଲୋ? ଏତିହାସିକ ଇବନେ ଇସହାକେର ମତେ ତାଦେର ୨୨ ଜନ ନିହତ ହେଯେଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧବିଶାରଦ, ସୀରାତ ରଚ୍ୟିତାରା ଓହୁ ଯୁଦ୍ଧର ଯେ ବିବରଣ ଉପ୍ରେରଣ କରେଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ନିହତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବିବରଣ ଦିଯେଛେ ତାର ଆଲୋକେ ଦେଖୋ ଯାଏ ଯେ, ୨୨ ବ୍ୟକ୍ତି ନୟ ବରଂ ୩୭ ଜନ ନିହତ ହେଯେଛିଲୋ । ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଭାଲୋ ଜାନେନ ।^{୮୪}

ମଦୀନାଯ୍ୟ ଜର୍ମରୀ ଅବସ୍ଥା

ଓହୁ ଥେକେ ଫିରେ ଆସାର ପର ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ୮ଇ ସେମାନ ରାତେ ମୁସଲମାନରା ଜର୍ମରୀ ପରିଷ୍ଠିତି ଅତିବାହିତ କରେନ । ତାଁରା ସକଳେଇ ରଣକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସତେବେ ସାରାରାତ ମଦୀନାର ପଥେ ପଥେ ଏବଂ ମଦୀନାର ପ୍ରବେଶପଥସମ୍ମୁହେ କାଟିଯେ ଦେନ । ହୟରତ ରସ୍ତୁମ୍ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ବିଶେଷ ହେଫାୟତେର ବ୍ୟବସ୍ଥାତେ ତାଁରା ନିଯୋଜିତ ଛିଲେନ । କେନନା ନାନାଦିକ ଥେକେ ତାଁରା ଆଶକ୍ତା ବୋଧ କରଛିଲେନ ।

ହାମରାଉଲ ଆଛାଦେର ଯୁଦ୍ଧ

ରସ୍ତୁମ୍ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ସାରା ରାତ ଯୁଦ୍ଧେର କାରଣେ ସୃଷ୍ଟ ପରିଷ୍ଠିତି ସମ୍ପର୍କେ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା କରେନ ।

ତିନି ଏକପ ଆଶକ୍ତା କରଛିଲେନ ଯେ, ଯଦି ଶକ୍ରାନ୍ତା ଏକପ ଭେବେ ଥାକେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧେର ମଯଦାନେ ସଂଖ୍ୟାଯ ବେଶୀ ହେଯେ ଆମରା କୋନ ଫାଯଦା ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରିନି, ତବେ ନିଶ୍ଚଯିତ୍ତ ତାରା ଲଞ୍ଜିତ ହବେ । ଏର ଫଳେ ତାରା ମକ୍କାର ପଥେ ଥେକେ ଫିରେ ଏସେ ମଦୀନାଯ୍ୟ ହାମଲା କରତେ ପାରେ । ଏ କାରଣେ ରସ୍ତୁମ୍ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ସିନ୍କାନ୍ତ ନିଲେନ ଯେ, ମକ୍କାର ସୈନ୍ୟଦେର ଅନୁସରଣ କରତେ ହବେ ।

ସୀରାତ ରଚ୍ୟିତାରା ଲିଖେଛେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଓହୁ ଯୁଦ୍ଧେର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ହିଜରୀର ୮ଇ ଶାଓୟାଲ ସକଳେ ଘୋଷଣ କରଲେନ ଯେ, ଶକ୍ରଦେର ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ରେଗନ ହତେ ହବେ, ଓହୁ ଯୁଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧେ ଆମାଦେର ସାଥେ ଯେତେ ପାରବେ । ମୋନାଫେକ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ ଅନୁମତି ଚାଇଲ, କିନ୍ତୁ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ

୮୨. ଆସ ସିରାତୁଲ ହାଲାବିଯାହ, ହିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୪୭ ।

୮୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ହିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା, ୧୦୦

୮୪. ଇବନେ ହିଶାମ ୨ୟ ଖତ ପୃଷ୍ଠ ୧୨୨ ‘ଗୋୟଷ୍ୟାଯାମେ ଓହୁ’ ପୃଷ୍ଠ ୨୮୦

ତାକେ ଅନୁମତି ଦିଲେନ ନା । ଶାରୀରିକଭାବେ ଆହତ, ସ୍ଵଜନ ହାରାନୋର ଶୋକେ କାତର, ଆଶକ୍ଷାୟ ଉଦ୍‌ଘନ୍ତି ମୁସଲମାନରା ନବୀ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମେର ଆହାନେର ସାମନେ ମାଥା ନତ କରେ ଦିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଜାବେର ଇବନେ ଆବଦୁନ୍ଧାହୁ (ରା.) ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ହ୍ୟିର ହତେ ପାରେନନି । ତିନି ଅନୁମତି ଚାଇଲେନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମେର ସାମନେ ଏସେ ବଲଲେନ, ହେ ଆନ୍ଧାହର ରସ୍ତ୍ର, ଆମି ସକଳ ଯୁଦ୍ଧେ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଥାକତେ ଆଗ୍ରହୀ । ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ଆମାର କନ୍ୟାଦେର ଦେଖାଶୋନାର ଜନେ ଆମାର ପିତା ଆମାକେ ରେଖେ ଗିଯେଛିଲେନ, ଏ କାରଣେ ଆମି ଯୁଦ୍ଧେ ଯେତେ ପାରିନି । ନବୀ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ତାକେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରଲେନ । କର୍ମସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ମୁସଲମାନଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ରୋଯାନା ହଲେନ ଏବଂ ମଦୀନା ଥେକେ ଆଟ ମାଇଲ ଦୂରେ 'ହାମରାଉଲ ଆଛାଦ' ନାମକ ଢାନେ ପୌଛେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରଲେନ ।

ଏ ସମୟେ ମା'ବାଦ ଇବନେ ଆବୁ ମା'ବାଦ ଖାଜାୟୀ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମେର କାହେ ହ୍ୟିର ହୟେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ । ଏର ଆଗେ ତିନି ଶେରେକେର ଓପର ଅଟଲ ଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମେର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରତେନ । ଖାଯାଆ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହାଶେମ ଗୋଡ଼େର ମଧ୍ୟେ ମୈତ୍ରୀ ଚାଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲୋ । ଏଇ ଚାଞ୍ଚିର କାରଣେଇ ତିନି ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମେର ହିତକାମୀ ଛିଲେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମକେ ତିନି ବଲଲେନ, ଆପନି ଏବଂ ଆପନାର ସଙ୍ଗୀରା ଯୁଦ୍ଧେର ମୟଦାନେ ଯେବନ୍ତ କଟ୍ଟେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୟେଛେ, ଏତେ ଆମି ଖୁବଇ ମର୍ମାହତ ହୟେଛି । ଆମି ମନେ ପ୍ରାଣେ କାମନା କରେଛିଲାମ, ଆପନି ଯେନ ଭାଲୋ ଥାକେନ । ଏ ଧରନେର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶେ ପର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ମା'ବାଦ (ରା.)-କେ ବଲଲେନ, ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର କାହେ ଯାଓ ଏବଂ ତାର ଉଦୟମ ନଷ୍ଟ କରେ ତାକେ ନିର୍ବଂସାହିତ କରୋ ।

ମୋଶରେକରା ପୁନରାୟ ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ରୋଯାନା ହତେ ପାରେ ବଲେ ନବୀ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ଯେ ଆଶକ୍ତ କରେଛିଲେନ, ସେଟାଇ ସତ୍ୟ ହଲୋ । ମଦୀନା ଥେକେ ଛତ୍ରିଶ ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରୋହା ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛେ ମୋଶରେକରା ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଦୋଷାରୋପ କରତେ ଲାଗଲୋ । ତାରା ଏକଦଲ ଅନ୍ୟ ଦଲକେ ବଲଛିଲୋ, ତୋମରା କିଛୁଇ କରୋନି । ଓଦେର ଶକ୍ତିହିନ କରାର ପରା ଛେଡେ ଦିଯେଛ । ଓଦେର ଏତୋ ବେଶୀ ମାଥା ଏଥନେ ବିଦ୍ୟମାନ ରଯେଛେ, ଯା କିନା ପୁନରାୟ ତୋମାଦେର ମାଥା ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେବ । ଚଲୋ ଫିରେ ଯାଇ, ଓଦେରକେ ସମୂଳେ ଉଂପାଟନ କରି ।

ଯାରା ଏ ପ୍ରତାବ ଦିଯେଛିଲୋ, ମନେ ହୟ ତାରା ଉତ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ସଠିକ ଅବହିତ ଛିଲୋ ନା । ଏ କାରଣେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଏକଜନ ସଫ୍ଓଯାନ ଇବନେ ଉମାଇୟା ଏଇ ଅଭିମତେର ବିରୋଧିତା କରେ ବଲଲୋ, ତୋମରା ଅମନ କରୋ ନା । ଆମି ଆଶକ୍ତ କରଛି ଯେ, ସେବକଳ ମୁସଲମାନ ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ନେଯନି, ଏବାର ତାରାଓ ଆମାଦେର ବିରଳେ ଦୀନ୍ତାବେ । କାଜେଇ ଜୟଲାଭ ଆମରାଇ କରେଛି ଏକିପ ଆସ୍ତରସାଦ ନିଯେ ମଙ୍କାଯ ଫିରେ ଚଲୋ । ଅନ୍ୟଥାଯ ମଦୀନାର ଓପର ହାମଲା କରଲେ ବିପଦେ ଜଡ଼ିଯେ ପଡ଼ବେ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କାଫେର ଏ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରଲୋ ନା ଏବଂ ତାରା ମଦୀନାର ଓପର ହାମଲା କରାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ଟାଟିଲ ଥାକଲୋ । ତାରା ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ରୋଯାନା ହେତୁର ଆଗେଇ ମା'ବାଦ ଇବନେ ମା'ବାଦ ଖାଜାୟୀ ସେବାନେ ପୌଛୁଲେନ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ତଥନେ ଜାନତ ନା ଯେ, ମା'ବାଦ ଇସଲାମେର ସୁଶୀତଳ ଛାଯାତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଯେଛେ । ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ, ମା'ବାଦ, ପେଛନେର ଖବର କି? ମା'ବାଦ କୌଶଳେର ମାଧ୍ୟମେ ବଲଲେନ, ମୋହାମଦ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ନିଯେ ତୋମାଦେର ଅନୁସରଣେ ବେରିଯେ ପଡ଼େଛେ । ତାରା ସଂଖ୍ୟାୟ ଏତୋ ବେଶୀ ଯେ, ଏତୋ ବଡ ସୈନ୍ୟଦଳ ଏର ଆଗେ ଆମି କଥନେ ଦେଖିନି । ସବାଇ ତୋମାଦେର ବିରଳେ କ୍ରୋଧେ ଜୁଲଛେ । ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ଯାରା ଯୋଗଦାନ କରେନି, ଏବାର ତାରାଓ ଯୋଗଦାନ କରେଛେ । ତାରା ଯୁଦ୍ଧେ ଯା କିଛୁ ହାରିଯେଛେ, ସେ ଜନେ ଲଜ୍ଜିତ । ବର୍ତମାନେ ତୋମାଦେର ବିରଳେ ଏମନ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୟ ଉଠେଛେ ଯେ, ଆମି ଏ ରକମ କ୍ରୋଧେର ଉଦାହରଣ ଇତିପୂର୍ବେ ଦେଖିନି ।

ଆବୁ ସୁଫିয়ାନ ବଲଲୋ, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମି ଏସବ କି ବଲଛୋ?

ମା'ବାଦ ବଲଲେନ, ହାଁ, ସତି ବଲଛି । ଆମାର ଧାରଣା ତୋମରା ଏଥାନ ଥେକେ ଚଲେ ଯାଓଯାର ଆଗେଇ ଘୋଡ଼ାର ଦଲଟି ଦେଖତେ ପାବେ । ସୈନ୍ୟଦେର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦଲ ଏହି ଟିଲାର ପେଛନେ ଥେକେ ବେରିଯେ ଆସବେ ।

ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମରା ଶପଥ ନିଯେଛି, ଓଦେର ଓପର ପାଲ୍ଟା ହାମଲା କରେ ତାଦେର ନିର୍ମୂଳ କରେ ଦେବୋ ।

ମା'ବାଦ ବଲଲେନ, ଅମନ କରୋ ନା । ଆମି ତୋମାଦେର ଭାଲୋର ଜନ୍ୟେ ବଲଛି ।

ଏସବ କଥା ଶୁଣେ କାଫେରଦେର ମନୋବଳ ଭେଙ୍ଗେ ଗେଲୋ । ତାରା ମକ୍କାଯ ଫିରେ ଯାଓଯାଇ କଲ୍ୟାଣକର ମନେ କରଲୋ । ତବେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ମୁସଲିମ ବାହିନୀକେ ନିର୍ଭ୍ରସାହିତ କରତେ ଏବଂ ତାଦେର ସାଥେ ସଂଘର୍ଷ ଏଡ଼ାନୋର ଜନ୍ୟେ ଏକଟା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରଲୋ । ମଦୀନାର ପଥେ ଚଲମାନ ବନୁ ଆବଦେ କାଯସେର ଏକଟି କାଫେଲାର ଲୋକଦେର ଡେକେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲୋ, ଆପନାରା କି ମୋହାମ୍ଦଦେର କାହେ ଆମାର ଏକଟି ପଯଗାମ ପୌଛେ ଦିତେ ପାରବେନ? ଯଦି ପୌଛେ ଦେନ, ତବେ ଆମି କଥା ଦିଜ୍ଜି ଯେ, ଆପନାରା ମକ୍କାଯ ଏଲେ ଓକାୟେର ବାଜାରେ ଆପନାଦେର ଏତୋ ବେଶୀ କିସମିସ ଦେବୋ, ଯତୋଟା ଏହି ଉଟନୀ ବହନ କରତେ ପାରେ ।

ବନୁ ଆବଦେ କାଯସେର ଲୋକେରା ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରତେ ରାଜି ହଲୋ ।

ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲୋ, ଆପନାରା ମୋହାମ୍ଦକେ ବଲବେନ ଯେ, ଆମରା ତାକେ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ନିର୍ମୂଳ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଲ୍ଟା ହାମଲା ଚାଲାନୋର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେଛି ।

ଏରପର ଏହି କାଫେଲା ‘ହାମରାଉଲ ଆଛାଦ’ ନାମକ ଜ୍ୟାଗା ଅତିକ୍ରମ କରାର ସମୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର କାହେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପୌଛାଲୋ । ସାଥେ ସାଥେ ବଲଲୋ ଏଣ୍ ଯେ, ଓରା ଆପନାଦେର ବିରଳକ୍ଷେ ସମବେତ ହେଁଥେ, କାଜେଇ ଓଦେରକେ ଭୟ କରନ୍ତି । କାଫେଲାର ଲୋକଦେର କାହେ ଏହି ଖବର ପେଯେ ମୁସଲମାନଦେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆରୋ ଚାଙ୍ଗ ହେଁ ଉଠିଲୋ । ତାରା ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲାଇ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ତିନି ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନକାରୀ ।

ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ଶକ୍ତିର କାରଣେ ମୁସଲମାନରା ଆଲ୍ଲାହର ନେଯାମତ ଏବଂ ଫ୍ୟାଲେର ସାଥେ ମଦୀନାର ପଥେ ରଓୟାନା ହଲେନ । କୋନ ପ୍ରକାର ଅକଲ୍ୟାଗ ତାଦେର ଶ୍ରୀର କରତେ ପାରେନି । ତାରା ଆଲ୍ଲାହ ରବ୍ବୁଲ ଆଲାମୀନେର ରେଯାମନ୍ଦିର ଅନୁସରଣ କରେଛେ । ନିଶ୍ଚୟଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଅପରିସୀମ ରହସ୍ୟର ଅଧିକାରୀ । ରୁସ୍ଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ରୋବବାର ଦିନ, ହାମରାଉଲ ଆଛାଦେ ଗମନ କରେନ । ସୋମ, ମନ୍ଦିର ଓ ବୁଧ ଅର୍ଧାଂତ ତୃତୀୟ ହିଜରି ନୀ, ୧୦ ଓ ୧୧ଇ ଶାଓୟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଖାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଏରପର ତିନି ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଆସେନ । ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଆସାର ଆଗେଇ ଆବୁ ଆୟା ଜୁମାଇ ତାର ନିଯନ୍ତ୍ରଣେ ଏସେ ଯାଯ । ଏହି ଲୋକଟି ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେ ମୁସଲମାନଦେର ହାତେ ବନ୍ଦୀ ହେଁଥିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନେର ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟ ଥାକାଯ ତାକେ ମୁକ୍ତିପଣ ଛାଡ଼ାଇ ମୁକ୍ତି ଦେଯା ହେଁଥିଲୋ । ତବେ ସେ ଅଞ୍ଚିକାର କରେଛିଲୋ ଯେ, ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବିରଳକ୍ଷେ କାଉକେ ସାହ୍ୟ କରବେ ନା । କିନ୍ତୁ ତାର ସେ କଥା ରାଖେନି । କବିତାର ମାଧ୍ୟମେ ସେ ଆଲ୍ଲାହ, ରୁସ୍ଲ ଏବଂ ସାହାବାୟେ କେରାମଦେର ବିରଳକ୍ଷେ ସାଧାରଣ ଲୋକଦେର ଉଦ୍ଦୀପିତ କରତେ ଥାକେ । ଇତିପୂର୍ବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଲୋକପାତ କରା ହେଁଥେ । ଏରପର ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳକ୍ଷେ ଓହୁଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ୍ଵାଂ ନିଯେଛେ । ଏହି ଲୋକଟିକେ ଗ୍ରେଫତାର କରେ ନିଯେ ଆସାର ପର ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାମନେ ହାଫିର କରା ହଲୋ । ସେ ବଲଲୋ ମୋହାମ୍ଦ, ଆମାର ଭୁଲ କ୍ଷମା କରେ ଦାଓ । ଆମାର ଓପର ଦୟା କରୋ । ଆମାର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଦେର କଥା ଭେବେ ଆମାକେ ଛେଢ଼େ ଦାଓ । ଆମି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଛି, ଭବିଷ୍ୟତେ ଏ ଧରନେର କାଜ ଆର କରବୋ ନା । ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଏଥିନ ଆର ଏଟା ହତେ ପାରେ ନା ଯେ, ତୁମ ମକ୍କାଯ ଗିଯେ ମୁଖମନ୍ଦଲେ ହାତ ବୁଲାତେ ବୁଲାତେ ବଲବେ, ମୋହାମ୍ଦକେ ଆମି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଝୋକା ଦିଯେଛି । ମୋମେନ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଥେକେ ଦୁ'ବାର ଦଂଶିତ ହେଁ ନା । ଏରପର ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା

ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହ୍ୟରତ ଯୋବାଯେର, ମତାନ୍ତରେ ହ୍ୟରତ ଆସେମ ଇବନେ ଛାବେତକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେମ ଏବଂ ତାରା ସେଇ ବେଙ୍ଗମାନେର ମାଥା ଦେହ ଥେକେ ବିଚିନ୍ତନ କରେ ଫେଲିଲେନ ।

ଏମନି କରେ ମଙ୍କାର ଅନ୍ୟ ଏକଜନ ଗୁଣ୍ଡରେ ନିହତ ହୁଏ । ତାର ନାମ ଛିଲୋ ମାବିଯା ଇବନେ ମୁଗିରା ଇବନେ ଆବୁଲ ଆସ । ସେ ଛିଲୋ ଆବଦୁଲ ମାଲେକ ଇବନେ ମାରଓୟାନେର ନାନା । ଓହଦେର ଦିନେ ମଙ୍କାର ମୋଶରେକରା ମଙ୍କା ଛେଡେ ଯାଓଯାର ପର ଏହି ଲୋକଟି ମଦୀନାଯ ତାର ଚାଚାତୋ ଭାଇ ହ୍ୟରତ ଓସମାନେର (ରା.) ମଧ୍ୟମେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ତାର ନିରାପତ୍ତାର ଆବେଦନ ଜାନାଯ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏହି ଶର୍ତ୍ତେ ତାକେ ନିରାପତ୍ତା ଦେନ ଯେ, ସେ ସର୍ବୋକ୍ଷ ତିନଦିନ ମଦୀନାଯ ଥାକତେ ପାରବେ । ଏରପରା ଯଦି ତାକେ ମଦୀନାଯ ଦେଖା ଯାଯ, ତବେ ହତ୍ୟା କରା ହେବ । ମୁସଲିମ ମୋହାଜେରରା ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧେ ଯାଓଯାର ପର ମାବିଯା ଇବନେ ମୁଗିରା କୋରାଯଶଦେର ଗୁଣ୍ଡର ବୃତ୍ତିର ଜନ୍ୟେ ମଦୀନାଯ ତିନଦିନରେ ପରା ଥେକେ ଯାଯ । ମୁସଲିମ ମୋହାଜେରରା ଫିରେ ଆସାର ପର ସେ ପଲାୟନେର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ହାରେସା ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆୟାର ଇବନେ ଇଯାସେରକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେନ । ଉଭୟ ସାହାବୀ ମାବିଯାକେ ତାଡ଼ା କରେ ପାକଡ଼ାଓ କରେ ହତ୍ୟା କରେନ । ୮୫

ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧ ଜଯ-ପରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା

ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧର ବିଜ୍ଞାରିତ ବିବରଣେ ପର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ପ୍ରୋଯ୍ୟାନ ଯେ, ଯା କିଛି ଆଲୋଚିତ ହେଯେ, ତାର ଆଲୋକେ ଜଯ ପରାଜ୍ୟ କିଭାବେ ନିର୍ଧାରିତ ହେବେ । ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟନାପ୍ରବାହେର ଆଲୋକେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରା ଯାବେ କି ଯେ, ମୁସଲମାନରା ଜ୍ୟଲାଭ କରେଛେ ଅଥବା ପରାଜିତ ହେଯେଛେ । ବାସ୍ତବତାକେ ଅସ୍ତିକାର ନା କରଲେ ବଲତେଇ ହେବେ ଯେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତେ କାଫେରରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରେଛିଲୋ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ମଯଦାନ ତାଦେର ହାତେଇ ଏକରକମ ଛିଲୋ । ପ୍ରାଗହାନିଓ ମୁସଲମାନଦେର ପକ୍ଷେଇ ବୈଶୀ ହେଯେଛେ ଏବଂ ଭୟବହତାବେଇ ତା ହେଯେଛେ । ମୁସଲମାନଦେର ଏକଟି ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ପରାଜିତ ହେଯେ ପଲାୟନ କରେଛେ । ସେଇ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି କାଫେରଦେର ପକ୍ଷେଇ ଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଏତୋ କିଛି ସନ୍ତୋଷ ଏମନ କିଛି ବ୍ୟାପାର ରଯେଛେ, ଯାର କାରଣେ ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧ କାଫେରଦେର ଜ୍ୟ ହେଯେଛେ ଏମନ କଥା କିଛିତେଇ ବଲା ଯାଯ ନା । ମଙ୍କାର ସୈନ୍ୟରା ମୁସଲମାନଦେର ଶିବିର ଦଖଲ କରେ ନିତେ ପାରେନି, ଏଠା ସ୍ପଷ୍ଟତତ୍ତ୍ଵ ଜାନା ଯାଯ । ମଦୀନାର ସୈନ୍ୟଦେର ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ ଭୟବହ ଉଥାଲ-ପାଥାଲ ଅବଶ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଵଜ୍ଞାଳୀ ସନ୍ତୋଷ ପଲାୟନ କରେନି । ତାରା ସୀମାହିନୀ ସାହସିକତା ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ସିପାହସାଲାରେ ଆୟମ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ପାଶେ ସମ୍ବେତ ହେଯେଛିଲେନ । ମୁସଲମାନଦେର ସଂଖ୍ୟା ଏତୋ କମେନି ଯେ, ମଙ୍କାର ସୈନ୍ୟରା ତାଦେର ଧାଓ୍ୟା କରତେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ତାହାଡ଼ା ଏକଜନ ମୁସଲମାନ ଓ କାଫେରଦେର ହାତେ ବନ୍ଦୀ ହନନି । କାଫେରରା କୋନ ଗନ୍ମିତର ମାଲା ଓ ହତ୍ୟା କରତେ ପାରେନି । ଉପରାନ୍ତୁ କାଫେରରା ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ତୃତୀୟ ଦଫା ଲଡ଼ାଇ କରତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଯନି । ଅଥବା ମୁସଲିମ ବାହିନୀ ତଥିନେ ତାଦେର ଶିବିରେଇ ଅବଶ୍ୟାନ କରିଛିଲେ । କାଫେରରା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଏକ ଦିନ ଓ ଅବଶ୍ୟାନ କରେନି । ଅଥବା ସେକାଳେ ବିଜ୍ୟୀରୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ନିଜେଦେର ଶିବିରେ କମପକ୍ଷେ ତିନ ଦିନ ଅବଶ୍ୟାନ କରତେ । ଏଠାକେ ଯୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମନେ କରା ହେତେ । ବିଜ୍ୟ ସଂହତ କରାର ପ୍ରମାଣ ଦେଯାଇ ଛିଲୋ ଏର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ କାଫେରରା ଚଟପଟ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଥେକେ ପତିତାଡ଼ି ଗୁଟିଯେଛିଲେ । ମଦୀନାଯ ପ୍ରବେଶ, ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦ ଲୁଟନ ବା ନାଗରିକେଦେର ପ୍ରେଫତାର କରାର ମତୋ ସାହସ ଓ ତାଦେର ହେଯନି । ଅଥବା ଓହଦେର ପାତ୍ରର ଥେକେ ଅନ୍ଧ ଦୂରେଇ ଛିଲୋ ମଦୀନା ନଗରୀ । ମଦୀନା ତଥନ ନିରାପତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଓ ତେମନ ଛିଲୋ ନା ।

୮୫. ଓହଦେର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହାମରାଉଲ ଆଛାଦେର ବିଜ୍ଞାରିତ ବିବରଣ ଯେବେ ଗ୍ରହ ଥେକେ ନେଯା ହେଯେଛେ ମେଘଲୋ ହେଚେ, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ୬୦-୧୨୯, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ ପୃ. ୯୧-୧୦୯, ଫତହଲ ବାରୀ ସନ୍ତମ ଖତ, ୩୪୫-୩୭୭, ଯୁଦ୍ଧତାଛାର୍କ୍ସ ସିରାତ ୨୪୨-୨୫୭ ।

ମୁସଲମାନ ଯୋଦ୍ଧାରା ସବାଇ ଛିଲେନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ । ମଦୀନାଯ ପ୍ରବେଶର ପଥେ କାଫେରରା କୋନ ପ୍ରକାର ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନଙ୍କ ହତୋ ନା ।

ଏସକଳ କଥାର ସାରମର୍ମ ହଲୋ, ମକ୍କାର କୋରାୟଶ ସୈନ୍ୟରା ଏକଟି ସାମ୍ୟିକ ସୁଯୋଗ ପେଯେ ମୁସଲମାନଦେର ହତଚକିତ କରେ ଦିତେ ପେରେଛିଲୋ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ବାହିନୀକେ ନିଜେଦେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ନେଯାର ପର ସବାଇକେ ହତ୍ୟା ବା ବନ୍ଦୀ କରେ ଲାଭବାନ ହୋଯାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମରିକ କୌଶଳ ତାରା ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ପାରେନି । ପଞ୍ଚାତରେ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟରା ସାମ୍ୟିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସକଳ ଧକଳ କାଟିଯେ ଉଠିତେ ସକ୍ଷମ ହନ । ବିଜ୍ୟାଦେରକେ ଏ ଧରନେର ସାମ୍ୟିକ କ୍ଷ୍ତତିର ସନୁଖୀନ ହତେ ହେଁବେ ଏରକମ ଉଡାହରଣ ଅନେକ ରମେହେ । କାଜେଇ ମୁସଲମାନଦେର ସାମ୍ୟିକ କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥାର କାରଣେ ଓହୁଦେର ଯୁଦ୍ଧେ କାଫେରଦେର କିଛୁତେଇ ବିଜ୍ୟୀ ମନେ କରା ଯାଯା ନା ।

ଯୁଦ୍ଧେର ତୃତୀୟ ଦଫା ଶୁରୁ ନା କରେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ମକ୍କାର ପଥେ ଦ୍ରୁତ ପଲାଯନ ଦ୍ଵାରା ଏଟାଇ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯେ, ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଛିଲୋ ଯେ, ପୁନରାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହଲେ ତାର ସୈନ୍ୟଦେର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅବସ୍ଥାରିତ । ହାମରାଟିଲ ଆଛାଦ ଯୁଦ୍ଧେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ଭୂମିକାଯ ଏରାଇ ପ୍ରମାଣ ପାଓୟା ଯାଯା ।

ଏମତାବଦ୍ୟାୟ ଓହୁଦେର ଯୁଦ୍ଧେ କୋନ ପକ୍ଷେର ଜୟ ପରାଜୟ ହେଁବେ, ଏ କଥା ନା ବଲେ ଏକଟି ଅମୀମାଂସିତ ଯୁଦ୍ଧ ବଲେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରତେ ପାରି । ଉଭୟ ପକ୍ଷଇ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ ଲାଭବାନ ଓ କ୍ଷତିହାତ୍ସ ହେଁବେ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଥେକେ ପଲାଯନ ନା କରେ ଏବଂ ନିଜେଦେର ଶିବିର ଶକ୍ତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ଜନ୍ୟ ଅରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ଫେଲେ ନା ରେଖେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଧ କରା ହେଁବେ । ଏ ଧରନେର ଯୁଦ୍ଧକେଇ ବଲା ହୟ ଅମୀମାଂସିତ ଯୁଦ୍ଧ । ଏଦିକେ ଇନ୍ଦିରି କରେଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ରବ୍ବୁଲ ଆଲାମୀନ ବଲେନ, ‘ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦାଯେର ସନ୍ଧାନେ ତୋମରା ହତୋଦ୍ୟମ ହେଁବୋ ନା । ସଦି ତୋମରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଓ, ତବେ ତାରା ଓ ତୋମାଦେର ମତୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଯ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ତୋମରା ଯା ଆଶା କରୋ ତାରା ତା କରେ ନା । ଆଲ୍ଲାହ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ ।’ (ସୂରା ନେସା, ଆୟାତ ୧୦୪)

ଏହି ଆୟାତେ ଆଲ୍ଲାହ ରବ୍ବୁଲ ଆଲାମୀନ କଷ୍ଟ ଦେଯା ଏବଂ ତା ଅନୁଭବ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକ ବାହିନୀକେ ଅନ୍ୟ ବାହିନୀର ସାଥେ ତୁଳନା କରେଛେ । ଏର ଅର୍ଥ ହଚ୍ଛେ, ଉଭୟ ଦଲଇ ସମାନ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହେଁବିଲେ ଏବଂ କେଉ କାରୋ ଓପର ଜୟଲାଭ କରେନି ।

ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ କୋରାନ୍ଦେର ମୂଳ୍ୟାବଳୀ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ କୋରାନ୍ଦାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରତିଟି ଦିକେର ଓପର ଆଲୋକପାତ କରା ହୟ । ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ଏମନ ସବ କାରଣ ଚିହ୍ନିତ କରା ହୟ, ଯେସବ କାରଣେ ମୁସଲମାନଦେର ଏତୋବଢ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହୟ । କୋରାନ୍ଦାନେ ସୁମ୍ପଟ୍ଟଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହୟ ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନେ ଇମାନଦାର ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସତଦେର କି କି ଦୁର୍ବଲତା ଛିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସତକେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସତ ହୋଯାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଯା ହେଁବେ । ଏହି ଉତ୍ସତର ବିଭିନ୍ନ ଘନପେର ମଧ୍ୟେକାର ଦୁର୍ବଲତା ଚିହ୍ନିତ କରା ହୟ ।

ଏହାଡା ପବିତ୍ର କୋରାନ୍ଦାନେ ମୋନାଫେକଦେର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ତାଦେର ଅବସ୍ଥା ଖୋଲାଖୁଲି ପ୍ରକାଶ କରେଛେ । ତାଦେର ଅନୁକରଣେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଓ ତାର ରସ୍ତ୍ରେର ବିରଙ୍ଗନ୍ଦେ ଲୁକିଯେ ଥାକା ଶକ୍ତିତାର ପ୍ରକାଶ କରେ ତାଦେର ମୁଖୋଶ ଉନ୍ନୋଚନ କରା ହେଁବେ । ସହଜ ସରଳ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ମୋନାଫେକ ଏବଂ ତାଦେର ସାଥୀ ଇହୁଦୀରା ଯେସବ ପ୍ରରୋଚନା ଚାଲିଯେହେ ତାଓ ତୁଲେ ଧରା ହେଁବେ । ଏରପର ଏହି ଯୁଦ୍ଧେର ଅନୁରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଲେ ଧରା ହେଁବେ ।

ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ ସୂରା ଆଲେ ଇମରାନେର ୫୦ଟି ଆୟାତ ନାଥିଲ ହେଁବେ । ସର୍ବାପ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହୟ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ସରଗ କରୋ ସଥନ ତୁମି ତୋମାର ପରିଜନବର୍ଗେର କାହେ ହତେ ପ୍ରତ୍ୟେ ବେର ହେଁ ଯୁଦ୍ଧେର ଜନ୍ୟେ ମୋମେନଦେର ଘାଁଟି ସ୍ଥାପନ କରିଛିଲେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ସର୍ବଶ୍ରୋତା ସର୍ବଜ୍ଞ ।’ (ସୂରା ଆଲେ ଏମରାନ, ଆୟାତ ୧୨୧)

ପରିଶେଷେ ଏই ଅଭିଯାନେର ଫଳାଫଳ ଓ ହେକମତ ସମ୍ପର୍କେ ସୁବିନ୍ୟଷ୍ଟଭାବେ ଆଲୋକପାତ କରା ହେଯେଛେ । ଯେମନ ଆଲ୍ଲାହ ରବ୍ବୁଳ ଆଲାମୀନ ବଲେନ, ‘ଅସଂକ୍ରେ ସେ ହତେ ପୃଥକ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମରା ଯେ ଅବସ୍ଥା ରହେଛେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ମୋମେନଦେର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଛେଡେ ଦିତେ ପାରେନ ନା । ଅଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାଦେରକେ ଅବହିତ କରିବାର ନନ, ତବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଁର ରୁଗ୍ଲଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ମନୋନୀତ କରେନ । ‘ସୁତରାଂ ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତାଁର ରୁଗ୍ଲଦେର ଓପର ଈମାନ ଆନ । ତୋମରା ଈମାନ ଆନଲେ ଓ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଚଲିଲେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ମହାପୁରଙ୍କାର ରହେଛେ ।’ (ସୂରା ଆଲେ ଇମରାନ, ଆୟାତ ୧୭୯)

ଏହି ଯୁକ୍ତ ଆଲ୍ଲାହର ସମ୍ପର୍କ ହେକମତ

ଆଲ୍ଲାମା ଇବନେ କାଇୟେମ ଉଲ୍ଲିଖିତ ବିଷୟେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରେଛେ ।^{୮୬}

ଓଲାମାଯେ କେରାମ ବଲେନ, ଓହଦେର ଯୁକ୍ତ ମୁସଲମାନଦେର ଯେ ସଙ୍କଟ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହେଯେଛିଲୋ, ଏର ମଧ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହର ହେକମତ ଲୁକାଯିତ ଛିଲୋ । ଯେମନ, ମୁସଲମାନଦେର ତାଦେର କାଜେର ମନ୍ଦ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କେ ସତର୍କ କରେ ଦେୟା । ତୌରନ୍ଦାଜଦେର ନିଜେଦେର ଅବସ୍ଥାନ୍ତିଲେ ଅବିଚଳ ଥାକାର ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୁଗ୍ଲ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଦିଯେଛିଲେ, ତାରା ତା ଲଂଘନ କରେଛେ । ଏ କାରଣେଇ ତାଦେରକେ ବିପର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହେଯେଛିଲୋ । ଏହାଡ଼ା ପଯଗାସ୍ଵରେର କାହେ ସେଇ ସୁନ୍ନତେର କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଓ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ତାରା ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହନ, ଏରପର ସଫଳତା ଲାଭ କରେନ । ଯଦି ମୁସଲମାନରା ସବ ସମୟ ଜୟଳାଭ କରତେ ଥାକେ, ତାହଲେ ଈମାନଦାରଦେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରବେ, ଯାରା ପ୍ରକୃତ ଈମାନଦାର ନୟ । ଏର ଫଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟବାଦୀର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରା ସନ୍ତ୍ବନ୍ତ ହବେ ନା । ଏଦିକେ ଯଦି ସବ ସମୟ ପରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ତାରା ହୟ, ତାହଲେ ଆଲ୍ଲାହର ନବୀର ଆବିର୍ଭାବେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟଟି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଯେ ଯାବେ । ଏ କାରଣେ ଆଲ୍ଲାହର ହେକମତର କାରଣେଇ ଉତ୍ୟରକମ ଅବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ହେଯେଛେ । ଏତେ କରେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍କପିତ ହତେ ପାରେ । କେନନା ମୋନାଫେକଦେର ନେଫାକ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଲୁକାଯିତ ରହେଛେ । ଏହି ଘଟନା ପ୍ରକାଶ ଏବଂ କଥା ଓ କାଜେର ମାଧ୍ୟମେ ମୋନାଫେକଦେର ପରିଚୟ ପାଓଯାର ପର ମୁସଲମାନରା ବୁଝିତେ ପେରେଛିଲେ ଯେ, ତାଦେର ଘରେର ଭେତରେଇ ଶକ୍ର ରହେଛେ । ଏତେ ମୁସଲମାନରା ତାଦେର ବ୍ୟାପାରେ ସତର୍କ ହନ ଏବଂ ମୋକାବେଲାର ପ୍ରତ୍ୱତି ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

ଏକଟା ହେକମତ ଏଟାଓ ଛିଲୋ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଈମାନଦାରଦେର ଜନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବାସସ୍ଥାନ ଜାନ୍ମାତେ ଏମନ କିଛୁ ଶ୍ରେଣୀ ରେଖେଛେ ଯେମେକଳ ଶ୍ରେଣୀତେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଆସନ୍ତରେ ସଓୟାରୀର ମାଧ୍ୟମେ ଉନ୍ନିତ ହେଯା ସନ୍ତ୍ବନ୍ତ ନୟ । ଏ କାରଣେ ବିପଦ-ମୁସିବତେର କିଛୁ ଉପକରଣ ତୈରୀ କରେ ରାଖା ହେଯେଛେ ଯାତେ, ଈମାନଦାରରା ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶ୍ରେଣୀତେ ଉନ୍ନିତ ହତେ ପାରେନ ।

ଏହାଡ଼ା ଏକଟା ହେକମତ ଏଟାଓ ଛିଲୋ ଯେ, ଆଉଲିୟା ଅର୍ଥାଂ ଆଲ୍ଲାହର ବନ୍ଧୁଦେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେ ଶାହାଦାତ, ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଦେର ଦାନ କରା ।

ଏକଟା ହେକମତ ଏଟାଓ ଛିଲୋ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ରବ୍ବୁଳ ଆଲାମୀନ ଚାନ ଯେ, ତାଁର ଦୁଶମନରା ଧ୍ୱଂସ ହୋକ, ଏ କାରଣେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଧ୍ୱଂସର ଉପକରଣ ଓ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । କୁଫୁରୀ, ଯୁଲୁମ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ

୮୬. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୯-୧୦୮

(ସାଇଯେଦ କୁତୁବ ଶହୀଦ ତାର ମହାନ ତାଫସିର 'ଫୀ ଯିଲାଲିଲ କୋରଆନେ'-ଓତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଏକ ହନ୍ୟଗ୍ରାହୀ ଆଲୋଚନା ପେଶ କରେଛେ । ବାଲ୍ମୀକି ଅନୁବାଦେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖତ ଦେଖୁନ ।)

আউলিয়ায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে তারা সীমাহীন উদ্ধত্য এবং বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়েছে। তাদের এসব আমলের পরিগামে ঈমানদারদের ধৈর্য সহিষ্ণুতায় খুশী হয়ে আল্লাহ পাক ঈমানদারদের পাকসাফ এবং কাফেরদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।^{৮৭}

ওহদের পরবর্তী সামরিক অভিযান

মুসলমানদের সুখ্যাতির ওপর ওহদের যুদ্ধের আপাতত পরাজয় গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। ইসলামের শক্রদের মনে তাদের প্রভাবঝাস পেলো। এর ফলে ঈমানদারদের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সমস্যা বেড়ে গেলো। মদীনার ওপর চারদিক থেকে হামলার আশঙ্কা বেড়ে গেলো। ইহুদী, মোনাফেক এবং বেদুইনরা প্রকাশ্য শক্রতা শুরু করলো। সকল দলের পক্ষ থেকে মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার চেষ্টা চলতে লাগলো। তারা এ ধরনের প্রত্যাশাও ব্যক্ত করলো যে, ইচ্ছা করলে তারা মুসলমানদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। ফলে ওহদের যুদ্ধের পর দুই মাস যেতে না যেতেই বনু আছাদ গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলা করার উদ্দেগ্য গ্রহণ করলো। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আদল এবং কারাহ গোত্রের লোকেরা এমন এক ষড়যন্ত্র করলো যে, দশজন সাহাবীকে শাহাদাত বরণ করতে হলো। সেই মাসেই বনু আমের গোত্রের নেতার এক প্রতারণার ফলে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এই দুর্ঘটনা বীরে মাউনার দুর্ঘটনা নামে পরিচিত। এই সময়ে বনু নাযির গোত্রের লোকেরাও প্রকাশ্য শক্রতা শুরু করলো। তারা চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার চেষ্টা করলো। এদিকে বনু গাতফান গোত্রের দুঃসাহস এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তারা চতুর্থ হিজরীর জয়মাদিউল আউয়াল মাসে মদীনায় হামলা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

মোটকথা মুসলমানদের যে প্রভাব ওহদের যুদ্ধে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো তার ফলে দীর্ঘকাল যাবত তারা ছিলো আশঙ্কার সম্মুখীন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকূশলতার কারণে মুসলমানদের মর্যাদা ও প্রভাব পুনরায় ফিরে আসে। এক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো হামরাউল আছাদ পর্যন্ত মোশরেকদের ধাওয়া করার ঘটনা। এতে মুসলিম মোহাজেরদের সম্মান বহুলাংশে পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সামরিক পদক্ষেপে ইসলামবিরোধী শক্তি বিশেষত মোনাফেকরা হতভব হয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর পর্যায়ক্রমে এমন ধরনের সামরিক তৎপরতা শুরু করেন যার দ্বারা মুসলমানরা শুধু পূর্বের হত মর্যাদা ফিরেই পায়নি বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী পাতাগুলোতে সে বিষয়েই আলোকপাত করবো।

এক) ছারিয়া'য়ে আবু সালমা

ওহদের যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বনু আছাদ ইবনে খোজাইমা গোত্র মাথা তুলে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে মদীনায় খবর পৌছে যে, খোয়াইলেদের দুই পুত্র তালহা এবং সালমা তার গোত্র এবং অন্যান্য সাধীদের নিয়ে বনু আছাদ গোত্রকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলার আয়োজন করছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প সময়ের মধ্যে দেড়শত আনসার ও মোহাজেরের সমন্বয়ে একটি বাহিনী তৈরী করেন। হ্যরত আবু সালমা (রা.)-কে সেই বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয়। বনু আছাদ গোত্র সংগঠিত হয়ে অভিযান শুরুর আগেই হ্যরত আবু সালমা (রা.) তাদের ওপর এমন অতর্কিত হামলা করেন যে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। তাঁদের মুখেমুখি সংঘর্ষেই অবতীর্ণ হতে হয়নি। মুসলমানরা তাদের

উট এবং বকরির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। গনীমতের মালসহ নিরাপদে তারা মদীনায় ফিরে আসেন।

চতুর্থ হিজরীতে মহররমের চাঁদ উদয়ের রাতে মুসলমানরা যাত্রা শুরু করেন। মদীনায় ফেরার পর হযরত আবু সালমা (রা.) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওহদের যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন, সেই ক্ষত্যন্ত্রণা বেড়ে যায় এবং কিছু দিন পরেই তিনি ইন্দোকাল করেন।^১

আব্দুল্লাহ^২ বিন উনাইস (রা.) মদীনার বাইরে ১৮ দিন অবস্থানের পর মোহররমের ২৩ তারিখে প্রত্যাবর্তন করেন। আসার সময় তিনি খালেদকে হত্যা করে তার মাথা সঙ্গে নিয়ে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি সেই মাথাটি তাঁর সামনে রাখলে তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে একটি লাঠি দিয়ে বলেন, ‘এটি কেয়ামতের দিন আমার ও তোমার মাঝে একটি নির্দশন হয়ে থাকবে। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি সেই লাঠিটিকে তাঁর লাশের সঙ্গে করবে দিতে ওসিয়ত করেন।^২

দুই) রাজীর ঘটনা

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে ‘আযল এবং কারা’ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করে যে তাদের মধ্যে ইসলামের কিছু কিছু চৰ্চা হচ্ছে। কাজেই তাদের কোরআন ও দীন শিক্ষাদানের জন্যে কয়েকজন সাহাবী (রা.)-কে সেখানে পাঠানো দরকার। সেই মোতাবেক ইবনে ইসহাকের মতে হয় এবং সহীহ বোখারীর মতে দশজন সাহাবাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে পাঠান। ইবনে ইসহাকের মতে মুরশেদ ইবনে আবি মুরশেদ গানভাতীকে এবং সহীহ বোখারীর বর্ণনা মতে আসেম বিন ওমর বিন খাতাবের নানা হযরত আসেম বিন সাবেতকে দলনেতা বানানো হয়; এরা যখন রাবেগ এবং জেন্দাহর মধ্যবর্তী স্থানের হোয়াইল গোত্রের ‘রাজী’ নামক ঝর্ণার কাছে পৌছুলেন তখন আযল এবং কারার উল্লিখিত ব্যক্তিরা হোয়াইল গোত্রের শাখা বানু লেহয়ানকে তাদের ওপর হামলা চালাতে লেলিয়ে দেয়।

সেই গোত্রের একশত তীরন্দাজ সাহাবাদের তালাশ করতে থাকে।

তিন) আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের অভিযান

চতুর্থ হিজরীর মহররমের ৫ তারিখে মদীনায় খবর আসে যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান হ্যালী মুসলমানদের ওপর হামলা করতে সৈন্য সংগ্রহ করছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)-কে প্রেরণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস^৩ (রা.) মদীনা থেকে ১৮ দিন বাইরে অবস্থান করেন। এসময় তারা হোজাইল গোত্রের একটি শাখা বনু লেহইয়ানকে তাঁদের ওপর লেলিয়ে দেয়। ফলে বনু লেহইয়ান গোত্রের প্রায় একশত তীরন্দাজ তাঁদের ওপর চড়াও হয়। সাহাবাৰা একটি টীলার ওপর আশ্রয় নেন। তীরন্দাজৰা তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং বলে যে, আমরা তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি যে, যদি তোমরা নীচে নেমে আসো তবে আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। ইবনে উনাইস (রা.) অবতরণ করতে অঙ্গীকৃতি জানান এবং সঙ্গীদের নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। তীব্র তীব্র বৃষ্টিতে সাতজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। বাকি তিনজন তখনো বেঁচেছিলেন। এরা হচ্ছেন হযরত খোবায়েব (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে দাছানা এবং অন্য একজন, বনু লেহইয়ান গোত্রের তীরন্দাজৰা তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে এদের নীচে নেমে আসার অনুরোধ জানান।

^১ যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৮

^২. যাদুল মায়াদ ২য় খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা। ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৬১৯ ও ৬২০ পৃষ্ঠা।

ଅନନ୍ୟୋପାୟ ତିନଙ୍ଜନ ସାହାବୀ ନୀଚେ ନେମେ ଆସେନ । ତାଦେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ପାଓୟାର ସାଥେ ସାଥେ ତାରା ସାହାବୀ ତିନଙ୍ଜନକେ ବେଁଧେ ଫେଲେ । ଏତେ ଉତ୍ସିଖିତ ତୃତୀୟ ସାହାବୀ ବଲଲେନ, ତୋମରା ତୋ ପ୍ରଥମେଇ ଅଞ୍ଚିକାର ଭଙ୍ଗ କରେଛ, ଆମି ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ କିଛୁତେଇ ଯାବ ନା । ଏତେ ତାରା ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହାରୁ ଆଲାଇଇ ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାହାବୀକେ ଟେନେ ହେଚଢେ ନିୟେ ଯାଓୟାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଓୟାଯ ତାରା ତାଁକେ ହତ୍ୟା କରେ । ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ଦାହନାକେ ମକ୍କାଯ ନିୟେ ବିକ୍ରି କରେ ଦେଯ । ଏହି ଦୁଇ ସାହାବୀ ବଦରେର ଦିନେ ମକ୍କାଯ କାଫେର ସରଦାରଦେର ହତ୍ୟା କରେଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବ (ରା.) କିଛୁଦିନ ମକ୍କାଯ ଆଟିକ ଥାକେନ । ମକ୍କାର ଦୂର୍ବୁତରା ଏରପର ତାଁକେ ହତ୍ୟା କରାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନେଯ ଏବଂ ହରମ-ଏର ବାଇରେ ତାନଙ୍କିମ ନାମକ ଜୟାଗ୍ୟାଯ ନିୟେ ଯାଯ । ଶୂଳିତେ ଉଠାନୋର ସମୟେ ତିନି ବଲେନ, ଆମାକେ ଛେଡେ ଦାଓ । ଦୁଇ ରାକାତ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରବୋ । ପୌତ୍ରିକରା ଛେଡେ ଦେଯ । ତିନି ଦୁଇ ରାକାତ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ । ଛାଲାମ ଫେରାନୋର ପର ତିନି ବଲେନ, ‘ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଯଦି ଆଶଙ୍କା ନା କରତାମ ଯେ, ତୋମରା ବଲାବଳି କରବେ, ଆମି ଯା କିଛୁ କରଛି ଭୟେର କାରଣେ କରଛି, ତବେ ନାମାୟ ଆରୋ କିଛୁ ଦୀର୍ଘଯିତ କରତାମ’ ଏରପର ବଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା, ଓଦେରକେ ଗୁଣେ ନିନ, ଏରପର ଓଦେରକେ ଛଡ଼ିଯେ ଛିଟିଯେ ମାରନ ଏବଂ ଓଦେର ଏକଜନକେଓ ଛାଡ଼ବେନ ନା । ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବ (ରା.) ଏରପର ଏହି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରେନ,

‘ଓରା ସବାଇ ଦଲେ ଦଲେ ଆମାୟ ଧିରେ ରାଖଲୋ
ଗୋତ୍ରେ ଗୋତ୍ରେ ଜଡ଼ୋ ହଲୋ, କେଉ ବାକି ନା ଥାକଲୋ ।
ନାରୀ ଶିଶୁ ଥାକଲୋ ନା କେଉ ଏଲୋ ଦଲେ ଦଲେ
ଆମାୟ ଓରା ନିୟେ ଏଲୋ ବଡ଼ୋ ଗାଛେର ତଳେ ।
ସ୍ଵଦେଶ ଥେକେ ଦୂରେ ଆଜ ଆମି ସହାୟିହିନ
ତୋମାର କାହେଇ ଫରିଯାଦ, ରବୁଲ ଆଲାମୀନ!
ଆରଶେର ମାଲିକ ଦିଯୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶିଳ ଅନ୍ତର
ମନୋଦୈହିକ ସାହସ ଆମାୟ ଦିଯୋ ପ୍ରଭୁ ନିରଭର ।
ବଲଲୋ ଓରା କାଫେର ହତେ, ଚେର ଭାଲୋ ମରଣ
ଅଶ୍ରୁବିହିନ ଢୁକରେ କାଂଦେ ଆମାର ଦୁ'ନ୍ୟନ ।
ମୁସଲିମ ହେଁ ମରତେ ଯାଛି ଆମାର କିମେର ଭୟ
ଆଲ୍ଲାର ପଥେ ମରବୋ ଯଥନ ଚାଇ ନା ଦିକ ନିର୍ଗୟ ।
ଆଲ୍ଲାହ ପାକେର ଖୁଶିର ଜନ୍ୟେ ଆମାର ଶାହାଦାତ
ଇଚ୍ଛା ହଲେ ଟୁକରୋ ଗୋଶତେ ଦେନ ଯେ ବାରାକାତ ।’

ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବ (ରା.) କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଶେଷ ହଲେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ତାକେ ବଲଲୋ, ତୁମି କି ଚାଓ ଯେ, ତୋମାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମରା ମୋହାମ୍ଦକେ ଧରେ ନିୟେ ଆସି, ତାଁର ଶିରଶେଷଦ କରି ଏବଂ ତୁମି ତୋମାର ପରିବାର ପରିଜନେର କାହେ ଫିରେ ଯାଓ । ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବ (ରା.) ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ପରିବାର ପରିଜନେର କାହେ ଆମାର ଥାକାର ବିନିମୟେ ମୋହାମ୍ଦ(ସଃ)-ଏର ପାଯେ ଏକଟା କାଂଟା ବିଧିବେ ଏବଂ ତିନି ଯେଥାନେ ଆଛେନ ସେଥାନେ ବସେଓ ସେଇ କାଂଟା ବିନ୍ଦ ହୁଓୟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରବେନ, ଏଟାଓ ଆମାର ପଞ୍ଚନ୍ଦ ନୟ ।

ଆଲ୍ଲାହର ଦୁଶମନ ପୌତ୍ରିକରା ଏରପର ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବ (ରା.)-କେ ଶୂଳିତେ ଝୁଲାଯ ଏବଂ ତାର ଲାଶ ପାହାର ଦେଯାର ଜନ୍ୟେ ଲୋକ ନିଯୋଗ କରେ । ହ୍ୟରତ ଆମର ଇବନେ ଉମାଇଯା ଏସେ ରାତ୍ରିକାଳେ ଲାଶ ତୁଲେ ଦାଫନ କରେନ । ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବକେ (ରା.) ଓକବା ଇବନେ ହାରେସ ହତ୍ୟା କରେଛିଲୋ । ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେ ତାର ବାବାକେ ହ୍ୟରତ ଖୋବାୟେବ (ରା.) ହତ୍ୟା କରେଛିଲେନ ।

সহীহ বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, হ্যরত খোবায়েব (রা.) হচ্ছেন প্রথম বুজুর্গ, যিনি মৃত্যুদণ্ডের পূর্বক্ষণে দুই রাকাত নামায আদায়ের রীতি প্রবর্তন করেন। কাফেরদের হাতে বন্দী থাকাকালে তাকে তাজা আঙ্গুর খেতে দেখা গেছে। অর্থ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যেতো না।

গ্রেফতারকৃত অপর সাহাবী হ্যরত যায়েদ ইবনে দাচানা (রা.)-কে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ক্রয় করে এবং তার পিতার হত্যার বদলে হত্যা করে।

হ্যরত আসেম (রা.) এর আগেই কাফেরদের তীর বর্ষণে নিহত হয়েছিলেন। মক্কার কোরায়শরা হ্যরত আসেমের (রা.) দেহের কোনো অংশ হলেও নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠালো। কেননা বদরের যুদ্ধে কাফেরদের একজন বিশিষ্ট নেতাকে তিনি হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মৌমাছির ঝাঁক পাঠিয়ে তাঁর লাশ হেফায়ত করেন। ফলে কাফেররা হ্যরত আসেম (রা.)-এর পরিবর্ত্তে লাশের সামান্য অংশও নিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে হ্যরত আসেম (রা.) আল্লাহর কাছে এ আবেদন করে রেখেছিলেন যে, তাকে যেন কোন মোশরেক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মোশরেককে স্পর্শ না করেন। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনা শোনার পর হ্যরত ওমর (রা.) প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন মোমেন বান্দার হেফায়ত তার ইন্তেকালের পরেও ঠিক সেই রকমই করেন, যেমন করে থাকেন জীবন্দশায়।^৩

চার) বীরে মাউনার মর্মস্তুদ ঘটনা

রাজিন্দ এর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সেই মাসেই ঘটেছিলো বীরে মাউনার ঘটনাও। রাজিন্দ এর ঘটনার চেয়ে এ ঘটনাও কম মর্মস্তুদ নয়। এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, আবু বারা আমের ইবনে মালেক মদীনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হায়ির হলো। সে ‘মালায়েকুল আসন’ অর্থাৎ বর্ষা খেলোয়াড় উপবিষ্টে ভূষিত ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হায়ির হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে ইসলাম এবং গ্রহণ করেন ইসলাম যে তার অপচন্দ এ কথাও বলেনি। সে বললো, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি যদি আপনার সাহাবাদেরকে নজদের অধিবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তবে আমার বিশ্বাস, তারা ইসলামের দাওয়াত করুল করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সাহাবাদের ব্যাপারে নজদের অধিবাসীদের আমার সন্দেহ হয়। আবু বারা বললো, তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন। একথার পর আল্লার রসূল ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক ৪০ জন সাহাবাকে আবু বারা’র সাথে প্রেরণ করেন। ইমাম বোখারী সহীহ বোখারীতে যে ৭০ জন সাহাবীর কথা বলেছেন, সেই বর্ণনাই সত্য। সেই ৭০ জন সাহাবীর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিলো মুন্যার ইবনে আমরকে। তিনি বনু সায়েদা গোত্রের অধিবাসী এবং মুতাকলিল মউত উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। উল্লিখিত ৭০ জন সাহাবীর মধ্যে সকলেই ছিলেন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট ব্যৃৎপত্তিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত পরহেয়েগার। তাঁরা দিনের বেলায় কাঠ কেটে সেই টাকায় আহলে সোফফার অধিবাসীদের জন্যে খাবার ক্রয় করতেন, নিজেরা কোরআন পড়তেন এবং অন্যদেরও পড়াতেন। রাত্রিকালে তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে মোনাজাত ও নামাযে কাটিয়ে দিতেন। পথ চলতে চলতে ইসলামের দাঙ্গি এ ৭০জন সাহাবা মাউনার জলাশয়ের কাছে গিয়ে পৌছুলেন। এই জলাশয় বনু আমের এবং হোররা বনি সালিমের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। সেখানে পৌছার পর পরই

৩. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৯-৭৯, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ২০৯, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬৮, ৫৬৯,

সাহাবারা উষ্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মালহানের হাতে রসূলগ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত চিঠি ইসলামের কট্টর দুশমন আমের ইবনে তোফায়েলের কাছে পাঠালেন। এই দুর্বৃত্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চিঠিখানি খুলেও দেখেনি বরং একজন লোককে ইশারা করলো। সেই লোকটি হ্যরত হারাম ইবনে মালহান (রা.)-এর পেছন দিক থেকে এত জোরে বর্ষা দিয়ে আঘাত করলো যে, বর্ষার ফলা সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। রক্ত দেখে হ্যরত হারাম ইবনে মালহান (রা.) বললেন, আল্লাহ আকবর, কাবার প্রভুর কসম, আমি কামিয়ার হয়ে গেছি।

এর কিছুক্ষণ পরই দুশমনে খোদা কট্টর, দুর্বৃত্ত, কাফের আমের ইবনে তোফায়েল অন্য সাহাবাদের ওপর হামলা করতে তার গোত্র বনি আমের-এর লোকদের আওয়ায় দিলো। কিন্তু তারা আবু বারা'র আশ্রয়ের কারণে আমেরের ডাকে সাড়া দেয়নি। এদিক থেকে হতাশ হয়ে আমের বনি সালিম গোত্রের লোকদের আওয়ায় দিলো। বনি সালিমের তিন শাখা আছিয়া বাআল এবং জাকোয়ান সে ডাকে সাড়া দিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে এসে ঘেরাও করলো। প্রত্যন্তেরে সাহাবারাও লড়াই করলেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। হ্যরত কা'ব ইবনে যায়েদ নাজার (রা.) শুধু জীবিত ছিলেন। তাঁকে শাহাদাতপ্রাণ সাহাবাদের মধ্য থেকে আহত অবস্থায় তুলে নেয়া হয়। তিনি খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি একা হ্যরত মোন্যার ইবনে ওকবা আমেরের (রা.) উট চরাছিলেন। তারা ঘটনাস্থলে পাখীর উড়য়ন দেখে সেখানে পৌছালেন। হ্যরত মোন্যার (রা.) তার বক্সুদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন। হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারিকে বন্দী করা হয়। তিনি ছিলেন মোদার গোত্রের লোক। এই পরিচয় পাওয়ার পর আমের ইবনে তোফায়েল তাঁর কপালের উপরের দিকের কিছু চুল কেটে তার মাঝের পক্ষ থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়। এই দুর্বৃত্তের মা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেবে বলে ইতিপূর্বে মানত করেছিলো।

হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি এই হৃদয় বিদারক খবর নিয়ে মদীনায় পৌছুলেন। ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবার শাহাদাতের ঘটনা ওহদের দুর্বিপাকের ঘটনাই শ্বরণ করিয়ে দিলো। ওহদের যুদ্ধে তো সংঘর্ষে উভয় পক্ষে হতাহত হওয়ার সুযোগ ছিলো, কিন্তু সরল প্রাণ সাহাবারা এখানে এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি ফেরার পথে কানাত প্রাস্তরের কাছে কারকারা নামক জায়গায় পৌছে একটি গাছের ছায়াতলে নেমে পড়েন। সেখানে বনু কেলাব গোত্রের দুইজন লোকও এসে হায়ির হয়েছিলো। উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া উভয়কে হত্যা করেন। তাঁর ধারণা মতে তিনি সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশ্রোধ নিছেন। অথচ এই দুইজন লোকের কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিরাপত্তামূলক চিঠি ছিলো। কিন্তু হ্যরত আমর সেকথা জানতেন না। মদীনায় এসে রসূলগ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনা জানানোর পর তিনি বললেন, তুমি এমন দুইজন লোককে হত্যা করেছো যাদের হত্যার ক্ষতিপূরণ আমাকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমান এবং তাদের ইহুদী মিত্রদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন।⁸ এই ঘটনার কারণেই বনু নায়িরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

⁸. ইবনে ইশাম, ২য় খন্দ, ১৮৩-১৮৭, যাদুল মায়াদ ২য় খন্দ, ১০৯, ১১০, সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, ৫৮৪, ৫৮৬

রসূলগ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বীরে মাউনা এবং রাজিস্টি-এর ঘটনায়^৫ এতো বেশী মর্মাহত হয়েছিলেন এবং এতো বেশী আঘাত পেয়েছিলেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।^৬ উভয় ঘটনার ব্যবধান ছিলো মাত্র কয়েক দিনের। যে সকল কওম ও গোত্র সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ ধরনের নিষ্ঠুর বিশ্বাসাত্মকতা করেছিলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাস যাবত তাদের উপর বদদোয়া করেছিলেন। সহীহ বোখারী শরীফে হ্যরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বীরে মাউনার যে সকল শোক সাহাবায়ে কেরামকে শহীদ করেছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ত্রিশ দিন যাবত বদদোয়া করেন। ফজরের নামায়ের পর তিনি বাআল, জাকওয়ান, লেহইয়ান এবং উচ্চাইয়ার জন্যে বদদোয়া করে বলতেন, আছিয়া গোত্রের লোকেরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের নাফরমানি করেছে। আল্লাহ তায়ালা এই সম্পর্কে তাঁর রসূলের মনোবেদন দূর করতে কোরআনের আয়াত নাযিল করেন। সেই আয়াত পরবর্তী সময়ে মনসুখ অর্থাৎ হয়ে গেছে। কোরআনে পাকের সেই আয়াতের বক্তব্য ছিলো এই যে, আমাদের স্বজাতীয়দের জানিয়ে দাও যে, আমাদের প্রতিপালকের সাথে আমরা এমন অবস্থায় দেখা করেছি যে, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদোয়া দেয়া বন্ধ করেন।^৭

পাঁচ) বনু নাখিরের শুল্ক

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদীরা ইসলাম এবং মুসলমানের নামে জুলতো, পুড়তো। কিন্তু তারা বীর যোদ্ধা ছিলো না, ছিলো ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী। এ কারণে তারা যুদ্ধের পরিবর্তে ঘৃণা এবং শক্রতা প্রকাশ করতো। তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পত্তি ও তাদের কষ্ট দিতেও তাদের ওপর নির্যাতন চালাতে নানা প্রকার অজুহাত খুঁজে বেড়তো। বনু কাইনুকা গোত্রের বহিকার এবং কাব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পর ইহুদীদের সাহস করে যায়। তারা ভীতসন্ত্রিত হয়ে চুপচাপ থাকে। কিন্তু ওহদের যুদ্ধের পর তাদের সাহস ফিরে আসে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শক্রতা এবং বিশ্বাসাত্মকতা করতে শুরু করে। মদীনার মোনাফেকরা মুক্তির মোশরেকদের সাথে গোপনে গাঁটছড়া বাঁধে এবং ইহুদীরা মোশরেকদের সহায়তা করতে থাকে।^৮

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কিছু জেনেও ধৈর্য ধরেন। কিন্তু রাজিস্টি এবং মাউনার দুর্ঘটনার পর তাদের সাহস বহুলাঞ্ছে বেড়ে যায় এবং তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ করে দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঘটনার বিবরণ এই, আল্লাহর রসূল হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কয়েকজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের কাছে গমন করেন। তাদের সাথে বনু কেলাবের নিহত দুই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন, যাদেরকে হ্যরত আমির ইবনে উমাইয়া জামারি ভুলক্রমে হত্যা করেছিলেন। ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হত্যার উল্লিখিত ক্ষতিপূরণে মুসলমানদের সহায়তা করতে তারা বাধ্য ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সেকথা বলার

৫. ওয়াকেদী লিখেছেন, রাজিস্টি এবং মাউনা উভয় ঘটনার খবর আল্লাহর রসূল একই রাতে পেয়েছিলেন।

৬. ইবনে সাদ হ্যরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (স.) বীরে মাউনার ঘটনায় যতোটা

মর্মাহত এবং শোকাহত হন, অন্য কোন ঘটনায় ততোটা হননি। মুখ্যতাহরাত ছিরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ২৬০

৭. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮

৮. সুনানে আবু দাউদ শরহে আওনুল মাবুদ দ্বয় খন্দ, পৃ. ১১৬, ১১৭

ପର ତାରା ବଲଲୋ, ହେ ଆବୁଲ କାସେମ, ଆମରା ତାଇ କରବୋ । ଆପଣି ଆପନାର ସঙ୍ଗୀଦେର ନିଯେ ଏଥାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଛି । ଏକଥାର ପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଇହନ୍ଦୀଦେର ଏକଟି ଦେୟାଲେର ସାଥେ ହେଲାନ ଦିଯେ ବସେ ଅପେକ୍ଷା କରଛିଲେନ । ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ହସରତ ଓମର (ରା.) ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଯେକଜନ ସାହାବା ସେଇ ସମୟ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲେନ ।

ଇହନ୍ଦୀରା ଏକଟୁ ଦୂରେ ଯାଓଯାର ପର ତାଦେର କାଁଧେ ଶୟତାନ ସଓଯାର ହଲୋ । ତାଦେର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟକେ ଶୟତାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ହିସାବେ ଦେଖାଲୋ । ଇହନ୍ଦୀରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ କୁପରାମର୍ଶ କରଲୋ ଯେ, ଏହି ତୋ ଚମ୍ବକାର ସୁଯୋଗ, ଚଳୋ ଆମରା ମୋହାମ୍ଦକେ ପ୍ରାଣେ ମେରେ ଫେଲି । ଦେୟାଲେର ଓପାର ଥେକେ ଭାରି ଚାକି ଫେଲେ ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁକେ ମେରେ ଫେଲତେ କେ ରାଯି ଆଛେ ? ଏଟା ଜାନତେ ଚାଓଯାଯ ଆମର ଇବନେ ଜାହାଶ ନାମେ ଏକଜନ ଇହନ୍ଦୀ ରାଜି ହଲୋ । ସାଲାମ ଇବନେ ମାଶକାମ ନାମେର ଏକଜନ ଇହନ୍ଦୀ ବଲଲୋ, ସାବଧାନ, ଅମନ କାଜ କରୋ ନା । ଆନ୍ତାହର କସମ, ତୋମାର ଇଚ୍ଛାର ଖବର ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁ ପେଯେ ଯାବେନ । ଆନ୍ତାହର ତାଯାଲାଇ ତାଙ୍କେ ଖବର ଦେବେନ । ତାହାଡ଼ା ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ଆମାଦେର ଯେ ଅଙ୍ଗୀକାର ରଯେଛେ, ତାଓ ଲଞ୍ଘନ କରା ହବେ । କିନ୍ତୁ ଦୂର୍ବ୍ଲବ୍ଧ ଭାବର ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ଇହନ୍ଦୀରା କୋନ କଥାଇ କାନେ ତୁଲଲୋ ନା ତାରା ନିଜେଦେର ଅସଦୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାନ୍ତବାଯାନେ ଅଟଲ ରାଇଲୋ ।

ଏହିକେ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ଆନ୍ତାହର ତାଯାଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରସ୍ତୁରେ କାହେ ହସରତ ଜିବରାଇଲ (ଆ.)-କେ ପ୍ରେରଣ କରଲେନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଦ୍ରୁତ ସେଇ ଜାଯଗା ଥେକେ ଉଠେ ମଦୀନାର ପଥେ ରଗ୍ୟାନା ହେଲେନ । ସାହାବାଯେ କେରାମ ତାଙ୍କେ ଅନୁସରଣ କରେ ତାଙ୍କେ ବଲଲେନ, ହେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆପଣି ଏତୋ ଦ୍ରୁତ ଚଲେ ଏଲେନ ଯେ, ଆମରା କିନ୍ତୁ ବୁଝିତେ ପାରିନି । ରସ୍ତୁନ୍ତାହୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ, କୁଚକ୍ରି ଇହନ୍ଦୀଦେର ସଡ୍ୟନ୍ତର ସମ୍ପର୍କେ ସାହାବାଦେର ଅବହିତ କରଲେନ ।

ମଦୀନା ଫିରେ ଆସାର ପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ମୋସଲମାକେ ବନ୍ନ ନାଯିର ଗୋତ୍ରେର କାହେ ପ୍ରେରଣ କରେନ ଏବଂ ତାଦେର ଏ ମୋଟିଶ ଦେନ ଯେ, ତୋମରା ଅବିଲମ୍ବେ ମଦୀନା ଥେକେ ବେରିଯେ ଯାଓ । ଏଥାନେ ତୋମରା ଆମାଦେର ସାଥେ ଥାକତେ ପାରବେ ନା । ତୋମାଦେର ଦଶ ଦିନେର ସମୟ ଦେଯା ଯାଚେ । ଏରପର ଯାଦେର ପାଓୟା ଯାବେ, ତାଦେର ଶିରଶେଷ କରା ହବେ । ଏହି ମୋଟିଶ ପାଓୟାର ପର ଇହନ୍ଦୀରା ବହିକାର ହେତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଉପାୟ ଖୁଜେ ପେଲୋ ନା । କଯେକ ଦିନେର ସଫରେର ପ୍ରତ୍ୱତି ତାରା ଶୁରୁ କରଲୋ । କିନ୍ତୁ ମୋନାଫେକ ନେତା ଆବଦୁନ୍ହାଇ ଇବନେ ଉବାଇ ଇହନ୍ଦୀଦେର ଖବର ପାଠାଲୋ ଯେ, ତୋମରା ନିଜେର ଜାଯଗାୟ ଅଟଲ ଥାକୋ, ବାଡ଼ୀଘର ଛେଢ଼େ ଯେଯୋ ନା । ଆମାର ନିଯତ୍ରଣେ ୨ ହାଜାର ଯୋନ୍ଦା ରଯେଛେ ଯାରା ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଦୂର୍ଗେ ପ୍ରବେଶ କରବେ । ଏବଂ ତୋମାଦେର ନିରାପତ୍ତାଯ ଜୀବନ ଦିଯେ ଦେବେ । ତରୁଓ ତୋମାଦେର ବେର କରେ ଦେଯା ହେଲେ ଆମରାଓ ତୋମାଦେର ସାଥେ ବେରିଯେ ଯାବ । ତୋମାଦେର ବ୍ୟାପାରେ କାରୋ ହମକିତେ ଆମରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ ନା । ତୋମାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ହେଲେ ଆମରା ତୋମାଦେର ସାହାୟ କରବୋ । ଏହାଡ଼ା ବନ୍ନ କୋରାଯା ଏବଂ ବନ୍ନ ଗାତଫାନ ଗୋତ୍ର ତୋମାଦେର ମିତ୍ର, ତାରାଓ ତୋମାଦେର ସାହାୟ କରବେ ।

ଆବଦୁନ୍ହାଇ ଇବନେ ଉବାଇ ମୋନାଫେକର ପ୍ରେରିତ ଏହି ଖବରେ ଇହନ୍ଦୀରା ଚାଙ୍ଗା ହଲୋ । ତାରା ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଲୋ ଯେ, ବହିକୁ ହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରବେ । ଇହନ୍ଦୀ ନେତା ହ୍ୟାଇ ଇବନେ ଆଖତର ଆଶା କରେଛିଲେ ଯେ, ମୋନାଫେକ ନେତା ତାର କଥା ରାଖିବେ । ତାଇ ସେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଖବର ପାଠାଲୋ ଯେ, ଆମରା ନିଜେଦେର ବାଡ଼ୀଘର ଛେଢ଼େ ଯାବ ନା । ଆପନାର ଯା କରାର, ତା କରନ୍ତ ।

ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ ଏହି ଚାଲେଞ୍ଜ ଛିଲୋ ନାୟକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ ଏକଟି ଜଟିଲ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତର । ସେଇ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସମୟେ ଶକ୍ତିଦେର ସାଥେ ସଂଘାତେ ଲିଙ୍ଗ ହେତୁ ଯେତେ ପରିଣତି ସଂଶୟମୁକ୍ତ ଛିଲୋ ନା । ବିପଞ୍ଜନକ ପରିଷ୍ଠିତି ଯେ କୋନ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହତେ ପାରେ । ସମୟ ଆରବ

ছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। মুসলমানদের দু'টি তাবলীগী প্রতিনিধিদলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। বনু নাফির গোত্রের ইহুদীরা এতো বেশী শক্তিশালী ছিলো যে, তাদের অন্ত্র সমর্পণ করানো সহজ কাজ ছিলো না। এছাড়া তাদের সাথে যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়ার ঝুঁকি নেয়াও ছিলো বিপজ্জনক। বীরে মাউনা এবং তার আগের মর্মান্তিক ঘটনার পর মুসলমানরা হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি অপরাধ সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এ ধরনের অপরাধে মুসলমানরা মানসিকভাবে জর্জরিত এবং বিরক্ত ছিলেন। ফলে এ কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বনু নাফির যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, একারণে তাদের সাথে লড়াই করতেই হবে—পরিণাম যাই হোক না কেন। তাই রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাই ইবনে আখতারের পয়গাম পাওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ আকবর বলে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। এ সময়ে হ্যযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে মদীনার দেখাশোনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এরপর সাহাবায়ে কেরামসহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাফিরের বসতি এলাকা অভিযুক্তে রওয়ানা হন। হ্যযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)-এর হাতে পতাকা দেয়া হয়েছিলো। বনু নাফিরের এলাকায় গিয়ে তাদের অবরোধ করা হয়।

এদিকে বনু নাফির তাদের দুর্গের ভেতর আশ্রয় নিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়ে তারা তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ঘন খেজুরের বাগানগুলো তারা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছিলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় আদেশ দিলেন যে, খেজুর গাছগুলো কেটে পুড়ে ফেলা হোক। সেদিকে ইঙ্গিত করেই বিখ্যাত কবি হাসসান ইবনে ছাবেত (রা.) লিখেছিলেন,

‘বনু লুওয়াই সর্দারদের জন্যে সেতো মামুলী ব্যাপার
দাউ দাউ জুলবে অগ্নিশিখা বুয়াইবার চারিধার।’

বুয়াইবা ছিলো বনু নাফির গোত্রের খেজুরের বাগান ঘেরা এলাকা। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, ‘তোমরা খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপরে স্থির রেখে দিয়েছ সে তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন।’ (সূরা হাশর, আয়াত, ৫)

বনু নাফিরকে অবরোধ করার পর বনু কোরায়া গোত্র তাদের ধারে কাছেও আসেনি। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও কথা রাখেনি। বনু নাফিরের মিত্র গোত্র গাত্ফান গোত্রের লোকেরাও সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হয়নি। মোটকথা কেউই ইহুদী বনু নাফিরদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি বা তাদের বিপদ দূর করার কাজে উদ্যোগী হয়নি। এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ ঘটনার উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘এদের তুলনা শয়তান, যে মানুষকে বলে, কুফরী করো। তারপর যখন সে কুফরী করে, শয়তান তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।’ (সূরা হাশর, আয়াত ১৬)

অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়নি। ছয় সাত রাত, মতাত্ত্বে পনেরো রাত। এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের মনে মুসলমানদের প্রভাব ফেলে দেন, তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায়। তারা স্বেচ্ছায় অন্ত্র সমর্পণ করতে রাজি হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায় যে, আমরা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত রয়েছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের প্রস্তা অনুমোদন করেন। তিনি এটাও অনুমোদন করেন যে তারা অন্ত্র ব্যতীত অন্য জিনিসপত্র যতোটা সাথে নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে যাবে এবং সপরিবারে মদীনা ত্যাগ করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ মর্মে অনুমোদন পাওয়ার পর বনু নাফির অন্ত্র সমর্পণ করে

এবং নিজেদের হাতে ঘর দোর ভেঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁধাছাঁদ করতে থাকে। দরজা জানালা যতোটা সঞ্চ সঙ্গে নেয়ার ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ ছাদের কড়া এবং দেয়ালের খুঁটি ও সঙ্গে নিয়ে যায়। এরপর নারী ও শিশুদের উটের পিঠে তুলে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। অধিকাংশ ইহুদী খয়বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে হয়েই ইবনে আখতার এবং সালাম ইবনে আবুল হাকিক নামক বিশিষ্ট ইহুদীরা খয়বরে যায়। একদল সিরিয়ার পথে রওয়ানা দেয়। তবে ইয়ামিন ইবনে আমর এবং আবু সাঈদ ইবনে ওয়াহাব ইসলাম প্রহণ করে। এ কারণে তাদের জিনিসপত্র মুসলমানরা স্পর্শও করেননি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্তানুযায়ী বনু নাফির গোত্রের অন্তর্শস্ত্র, জমি, ঘর ও বাগান, নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন। অন্ত্রের মধ্যে ৫০টি বর্ম, ৫০টি খুন্দ এবং ৩৪০টি তরবারি ছিলো।

বনু নাফির গোত্রের বাগান, জমি, এবং ঘরদোর ছিলো শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালিকানাধীন। নিজের জন্যে রাখা বা কাউকে দান করে দেয়ার ব্যাপারে তাঁর একক অধিকার ছিলো। এ কারণে গনীমতের মালের মতো এইসব সম্পদ থেকে তিনি এক পক্ষমাণ্ড বের করে নেননি। কেননা আল্লাহ রববুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল (রা.)-কে এই সম্পদ 'ফাঈ' হিসাবে দান করেছেন। মুসলমানরা যুদ্ধ করে এই সম্পদ অর্জন করেননি। বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকারের কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সম্পদ শুধু প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারী মোহাজেরদের প্রদান করেন। দুইজন আনসার সাহাবী আবু দোজানা এবং ছহল ইবনে হোনায়েফ (রা.)-কে তাদের দারিদ্র্যের কারণে কিছু সম্পদ প্রদান করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্যে সামান্য কিছু সম্পদ রেখে দেন। সেই সংরক্ষিত সম্পদ ব্যয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবন সঙ্গনীদের সারা বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

বনু নাফিরের এই অভিযান ৬২৫ ঈসায়ী সালের ৪ঠা আগস্ট সংঘটিত হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুরো সূরা হাশর নাফিল করেন। এতে ইহুদীদের দুর্বৃত্তপনার পরিচয় তুলে ধরে মোনাফেকদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়।

'ফাঈ' এর নীতিমালা বর্ণনার পর মোহাজের ও আনসারদের প্রশংসা করা হয় এবং একথাও বলা হয় যে, রণকৌশলের প্রেক্ষিতে শক্তদের গাছপালা কেটে ফেলা এবং ওতে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায়। এ ধরনের কাজ যমিনে ফাছাদ সৃষ্টি করা নয়। এরপর ঈমানদারদের তাকওয়া অর্জন এবং আখেরাতের প্রস্তুতির তাকিদ দেয়া হয়। পরে আল্লাহ রববুল আলামীন তাঁর নিজের হামদ ছানা প্রকাশ এবং নিজের নাম ও গুণবেশিষ্ট বর্ণনা করে সূরা সমাপ্ত করেন।

তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা.) বলেছেন, এই সূরাকে সূরায়ে বনু নাফির বলাই সমীচীন।^৯

ছয়) নজদের যুদ্ধ

বনু নাফিরের যুদ্ধে কোন প্রকার ত্যাগ তিতিক্ষা ছাড়াই মুসলমানদের প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছেন। এতে মদীনায় মুসলমানদের ক্ষমতা আরো ম্যবুত ও সংহত হয়। মোনাফেকরা হতাশ হয়ে যায় এবং তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে সাহস পাচ্ছিলো না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেইসব বেদুইনদের খবর নেয়ার জন্যে সচেষ্ট হন, যারা ওহুদের যুদ্ধের পর থেকেই মুসলমানদের কঠিন সমস্যায় ফেলে রেখেছিলো। ইসলামের দাঁই বা প্রচারকদের ওপর অত্যন্ত নৃশংসভাবে হামলা করে তাদের জীবন

৯. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯০, ১৯১, ১৯২, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৭১, ১১০, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ.

শেষ করে দিয়েছিলো। পরে তাদের সাহস এতো বেড়ে যায় যে, তারা মদীনায় হামলা করারও চিন্তা করতে থাকে।

বনু নাফিরের যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থানের অন্ত কয়েকদিনের মধ্যেই খবর পেলেন যে, বনু গাতফানের বনু মাহারের ও বনু ছালাবা গোত্র মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বেদুইনদের সমবেত করতে শুরু করেছে। এই খবর পাওয়ার পরপরই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। নজদ এর প্রান্তর পেরিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা বহুদূর অগ্রসর হন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো কঠোর প্রাণ বেদুইনদের মনে ভয় ধরানো, যেন, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগের মতো তৎপরতার পুনরাবৃত্তি করতে সাহসী না হয়।

লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাযানি, হঠকারিতা ইত্যাদিতে অভ্যন্ত ও অভিজ্ঞ বেদুইনরা মুসলমানদের এ আকস্মিক অভিযানের খবর শোনামাত্রই ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা এসব লুটোরাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের পর মদীনার পথে রওয়ানা হন।

যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখকারীরা এ পর্যায়ে নির্দিষ্ট একটি যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ হিজরীর রবিউস সানি বা জমাদিউল আউয়ালে নজদের মাটিতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ‘যুদ্ধকে যাতুর রেকা’ যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। যতোটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে, সেই সময় নজদের ভেতরেই একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কেননা মদীনার অবস্থা ছিলো কিছুটা সেই রকম। আবু সুফিয়ান ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পরের বছর বদর প্রান্তরে যে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলো, মুসলমানরা সেই হুমকির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় আবার ঘনিয়ে আসছিলো। বেদুইনদেরকে তাদের হঠকারিতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যেতে দিয়ে বদরের মতো অনুরূপ বড় ধরনের কোন যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে মদীনা খালি করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ ছিলো না। বরং বদরের প্রান্তরে যেরকম ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই রকম যুদ্ধের জন্যে বেরোবার আগে বেদুইনদের বাড়াবাড়ির ওপর আঘাত হানা দরকার, সেই আঘাতের কথা ভেবে ভবিষ্যতে তারা যেন মদীনার ওপর হামলা করার চিন্তা কখনো মনের কিনারায়ও আনতে না পারে।

চতুর্থ হিজরীতে রবিউস সানী বা জমাদিউল আউয়ালে যে যুদ্ধ হয়েছিলো, সেই যুদ্ধ যাতুর রেকা যুদ্ধ নয় বলেই মনে হয়। যতোটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, এতে ওরকম যুদ্ধ সেই সময় হয়নি। কারণ যাতুর রেকা যুদ্ধে হ্যারত আবু হোরায়রা (রা.) এবং হ্যারত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আবু হোরায়রা (রা.) খয়বর যুদ্ধের অন্ত কয়েকদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু মুসা আশয়ারী (রা.) খয়বরেই আল্লাহর রসূলের খেদমতে হায়ির হয়েছিলেন।

৪৬ হিজরীর বেশ কিছু কাল পরেই যে যাতুর রিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওফের নামায^{১০} আদায় করেছিলেন। খাওফের নামায সর্বপ্রথম আদায় করা হয় গাযওয়ায়ে আসফানে। আর গাযওয়ায়ে

১০. যুদ্ধাবস্থার নামাযকে খওফের নামায বলা হয়। এই নামাযের একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে, অর্ধসংখ্যক সৈন্য অন্তে-শন্তে সজ্জিত অবস্থাতেই ইমামের পেছনে নামায পড়বেন, বাকি অর্ধেক সৈন্য অন্ত-সজ্জিত অবস্থায় শক্রদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এক রাকাত নামাযের পর দ্বিতীয় অর্ধেক ইমামের পেছনে চলে আসবেন এবং প্রথম অর্ধেক শক্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য সামনে চলে যাবেন। ইমাম দ্বিতীয় রাকাত পূরো করে নেবেন এবং সেনাবাহিনীর উভয় দল নিজ নামায পালাত্তে পূরো করে নেবেন। এর সঙ্গে সংক্ষিপ্তশীল এই নামাযের আরো কয়েকটি নিয়ম রয়েছে, যা যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আদায় করা হয়ে থাকে। বিস্তারিত বিবরণ হামীসের কেতাবসমূহ দেখুন।

আসফান যে খন্দক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো, এতে কোনই সন্দেহ নেই। খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো ৫ম হিজরীর শেষ ভাগে। প্রকৃতপক্ষে, গাযওয়ায়ে আসফান ছিলো হোদায়বিয়া সফরের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা। আর হুদায়বিয়া সফর ছিলো ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগে। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর অভিযুক্ত রওয়ানা হয়েছিলেন। এই সূত্র থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, যাতুর রিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো খায়বর যুদ্ধের পরেই।

সাত) বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ

মদীনার আশেপাশের শক্তিদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এবং বেদুইনদের দুর্ভুত্তপনা স্তুত করে দেয়ার পর মুসলমানরা বড়ো দুশ্মন কোরায়শের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কেননা খুব দ্রুত বছর শেষ হয়ে যাচ্ছিলো এবং ওহুদের সময়ে নির্ধারণ করা সময়ও খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্তব্য ছিলো সেই সময় বেরিয়ে পড়া এবং আবু সুফিয়ান এবং তার কওমের সাথে যুদ্ধ করে হয়ে তাদের বুঝিয়ে দেয়া যে, মুসলমানরা দুর্বল নয়। এছাড়া এই যুদ্ধে হোদায়াতপ্রাণ ও বিশ্ব স্মৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী দলই টিকে থাকার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পরিস্থিতিও থাকবে তাদেরই অনুকূলে।

চতুর্থ হিজরীর শাবান মাস অর্থাৎ ৬২৬ হিজরীর জানুয়ারী মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার ওপর মদীনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করে পরিকল্পিত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদর অভিযুক্ত রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিলো দেড় হাজার মোজাহেদ এবং দশটি ঘোড়। সেনাবাহিনীর পতাকা হয়রত আলীর (রা.) হাতে প্রদান করা হয়। বদরের প্রান্তরে পৌছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা শক্তির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

অন্যদিকে আবু সুফিয়ান পঞ্চাশটি সওয়ারীসহ দুই হাজার পৌত্রলিক সৈন্যের এক দল নিয়ে রওয়ানা হয় এবং মক্কা থেকে এক প্রান্তের দূরবর্তী মাররাজ জাহরানের মাজনা নামের বিখ্যাত জলাশয়ের তীরে তাঁর স্থাপন করে। কিন্তু মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই আবু সুফিয়ানের মন ছিলো ভীতবিহীন। ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে কি লাভ হয়েছে? আবু সুফিয়ান অতীত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতে লাগলো। মুসলমানদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা ভেবে আবু সুফিয়ান এগোতে সাহস পাচ্ছিলো না। মাররাজ জাহরান নামক জায়গায় পৌছে তার মনোবল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলো। সে মক্কায় ফিরে যাওয়ার বাহানা খুঁজতে শুরু করলো। অবশেষে সঙ্গীদের সে বললো, শোনো সঙ্গীরা যুদ্ধ তো সেই সময় করা যায়, যখন প্রাচুর্য থাকে। ঘাস থাকে প্রাচুর। এতে পশুরা মনের সুখে ঘাস খাবে, আর তোমরা তাদের দুধ পান করবে। এবারতো শুষ্ক মৌসুম। কাজেই আমি ফিরে চললাম, তোমরাও ফিরে চলো।

কোরায়শ দলের সৈন্যদের সবাই যেন ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছিলো। আবু সুফিয়ানের কথার পর নতুন করে যুক্তি দেখানো কারো পক্ষেই সম্ভব হলো না। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে কারোই আগ্রহ রইল না। ফলে তারা সবাই ফিরে চললো।

এদিকে মুসলমানরা বদর প্রান্তরে আটদিন যাবত শক্তি সৈন্যের জন্যে অপেক্ষা করেন। এ সময় ব্যবসার জিনিস বিক্রি করে এক দিরহামকে দুই দিরহামে পরিণত করতে লাগলেন। আটদিন পর মনে আনন্দ নিয়ে বীরদর্পে মুসলমানরা মদীনায় ফিরে এলেন।

ପରିଷ୍ଠିତି ସେଇ ସମୟ ପୁରୋପୁରି ମୁସଲମାନଦେର ଅନୁକୂଳେ । ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଯୁଦ୍ଧ, ବଦରେର ଦ୍ଵିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ, ବଦରେର ଆରେକ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ବଦରେର ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ନାମେ ପରିଚିତ । ୧୧

ଦଓମାତୁଳ ଜନ୍ଦଲେର ଯୁଦ୍ଧ

ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ବଦର ଥେକେ ଫିରେ ଏସେହେନ । ଚାରିଦିକେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଵତ୍ତିର ପରିବେଶ । ସମୟ ଏଲାକାୟ ଇସଲାମେର ଜୟ ଜ୍ୟାକାର, ପ୍ରଶାନ୍ତିମୟ ଓ ମିଞ୍ଚ ସୁରଭିତ ଅବସ୍ଥା । ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ଆରବେର ଶେଷ ସୀମାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟର ଦେୟାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅନୁଭବ କରିଲେନ । ଏଟାର ପ୍ରୟୋଜନ ଛିଲୋ । କେନନା ଏର ଫଳେ ପରିଷ୍ଠିତିର ଓପର ମୁସଲମାନଦେର ସୁଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାକବେ ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ର ସକଳେଇ ସେକଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିକାର କରିବେ ।

ବଦରେର ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧର ପର ରୁସ୍ଲନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ଛୟ ମାସ ଯାବତ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଵତ୍ତିର ସାଥେ ମଦୀନାୟ ଅଭିବାହିତ କରିଲେ । ଏରପର ତାଙ୍କେ ଜାନାନୋ ହଲୋ ଯେ, ସିରିଯାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦଓମାତୁଳ ଜନ୍ଦଲ ଏର ଆଶେ ପାଶେ ଗୋତ୍ରସମ୍ମ ପଥ ଚଲିବି କାଫେଲାଙ୍ଗଲୋର ଓପର ଡାକାତି ଓ ଲୁଟପାଟ କରିଛେ । ମଦୀନାୟ ହାମଲା କରିବେ ତାରା ଏକ ବିରାଟ ଦଲ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେତ କରିରେ । ଏକକଳ ଖବରର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ରୁସ୍ଲନ୍ତାହ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ସାବା ଇବନେ ଆରଫାତା ଗେଫାରୀକେ ମଦୀନାୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ ନିୟୁକ୍ତ କରେ ଏକ ହାଜାର ମୁସଲମାନଙ୍କ ରଓଯାନା ହଲେନ । ପଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ୨୫ଶେ ରବିଉଲ ଆଉୟାଲ ଏ ଘଟିଲା ଘଟେ । ପଥ ଚିନିଯେ ଦେୟାର ଜନ୍ୟେ ବନୁ ଆୟରା ଗୋତ୍ରେର ମାୟକୁର ନାମେର ଏକଜନ ଲୋକକେ ସଙ୍ଗେ ନେଯା ହ୍ୟ ।

ଏଇ ଅଭିଯାନେର ସମୟ ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମେର ସୁନ୍ନତ ଛିଲୋ ଏ ରକମ ଯେ, ତିନି ରାତେ ସଫର କରିବେନ ଏବଂ ଦିନେ ଲୁକିଯେ ଥାକିବେନ । ଶକ୍ତିଦେର ଓପର ଆକଷିକ ହାମଲା କରାର ଜନ୍ୟେଇ ଏ ଧରନେର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରା ହ୍ୟ । ଦଓମାତୁଳ ଜନ୍ଦଲେ ପୌଛେ ଜାନା ଗେଲୋ ଯେ, ତାରା ଅନ୍ୟତ୍ର ସରେ ପଡ଼େଛେ । ତାଦେର ପଞ୍ଚପାଲ ଏବଂ ରାଖାଲଦେର ଓପର କବ୍ୟ କରା ହଲୋ । କିଛିସଂଖ୍ୟକ ପାଲିଯେ ଗେଲୋ ।

ଦଓମାତୁଳ ଜନ୍ଦଲେର ଅଧିବାସୀରାଓ ଯେ ଯେଦିକେ ପାରଲୋ ପାଲିଯେ ଗେଲୋ । ମୁସଲମାନରା ଦଓମାତୁଳ ଜନ୍ଦଲ ମୟଦାନେ ପୌଛାର ପର ହାନୀୟ ଅଧିବାସୀଦେର କାଉକେ ଖୁଜେ ପାଓୟା ଯାଇନି । ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ସେଖାନେ କଯେକଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଲେ । ଆଶେପାଶେର ବିଭିନ୍ନ ହାନେ ସେନାଦଲ ପ୍ରେରଣ କରା ହ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାଉକେ ପାଓୟା ଯାଇନି । କଯେକଦିନ ପର ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଆମେନ । ଏଇ ଅଭିଯାନେର ସମୟ ଉଯ୍ୟାଇନା ଇବନେ ହାଚନେର ସାଥେ ଚାନ୍ଦି ସମ୍ପାଦିତ ହ୍ୟ । ଦଓମାତୁଳ ଜନ୍ଦଲ ସିରିଯା ସୀମାଟର ଏକଟି ଶହର । ଏଥାନ ଥେକେ ଦାମେଶକେର ଦୂରତ୍ତ ପାଇଁ ଏବଂ ମଦୀନାର ଦୂରତ୍ତ ପନେର ରାତ ।

ଏ ଧରନେର ସୁଚିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକଳ୍ପନାର ଫଳେ ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ଇସଲାମେର ଗୌରବ ଶକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଆଦର୍ଶ ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତେ ଛଢିଯେ ଦିତେ ସଙ୍କଷମ ହନ । ସମୟେର ଗତି ମୁସଲମାନଦେର ଦିକେ ଆମେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହିରେର ସମସ୍ୟା ଓ ସଙ୍କଟ କମେ ଆମେ । ଅର୍ଥାତ୍ କିଛକାଳ ଉତ୍ୟ ଧରନେର ସମସ୍ୟା ମୁସଲମାନଦେର ଘରେ ରେଖେଛିଲୋ । ଏକକଳ ସଫଳ ଅଭିଯାନେର ଫଳେ ମୋନାଫେକରା ନିଷ୍ଠପ ହ୍ୟେ ଯାଇ । ଇହନୀଦେର ଏକଟି ଗୋତ୍ରକେ ବହିକାର କରା ହ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ର ସଂ ପ୍ରତିବେଶୀସୁଲଭ ଆଚରଣେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଯ । କୋରାଯଶଦେର ଶକ୍ତି ଓ ତ୍ରାସ ପାଇ । ମୁସଲମାନରା ଇସଲାମେର ସୁମହାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହ ରବକୁଳ ଆଲାମୀନେର ଦୀନେର ପୟଗାମ ତାବଲୀଗ କରାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଲେ ।

খন্দকের যুদ্ধ

এক বছরে বেশী সময় যাবত মুসলমানদের সামরিক তৎপরতা চালানোর ফলে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিদিকে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটে। এই সময়ে ইহুদীরা তাদের ঘৃণ্য আচরণ, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নানা ধরনের অবমাননা ও অসমানের সমূহীন করে। কিন্তু তবু তাদের আকেল হয়নি, তারা কোন শিক্ষাও গ্রহণ করেনি। খ্যাবরে নির্বাসনের পর ইহুদীরা অপেক্ষায় থাকে যে, মুসলমান এবং মৃত্তিপূজকদের মধ্যে যে সংঘাত চলছে, তার পরিণাম কোথায় গিয়ে পৌছে, দেখা যাক। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলমানদের অনুকূলে যাচ্ছিলো, দূর দূরান্তে ইসলামের জয় জয়কার ছড়িয়ে পড়ছিলো। এসব দেখে ইহুদীরা হিংসায় জুলে-পুড়ে ছারখার হতে লাগলো। তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করলো। মুসলমানদের ওপর সর্বশেষ আঘাত হানার জন্যে তারা প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তারা মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু সরাসরি সংঘাতের সংঘর্ষের সাহস তাদের ছিলো না, এ কারণে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তারা এক ভয়ানক পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

ঘটনার বিবরণ এই, বনু নাফির গোত্রের ২০ জন সর্দার ও নেতা মকায় কোরায়শদের কাছে হায়ির হলো। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোরায়শদের উদ্ধৃত করে বললো যে, তারাও সর্বাত্মক সাহায্য করবে। কোরায়শরা রাজি হয়ে গেলো। ওহদের যুদ্ধের সময় কোরায়শরা পরের বছর বদরের প্রান্তরে যুদ্ধ করবে বলেও করতে পারেনি। একারণে তারা ভাবলো যে, নতুন করে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কোরায়শদের সুনাম সুখ্যাতি ও বহাল রাখা যাবে, আর ইতিপূর্বে কৃত অঙ্গীকারও পূরণ করা যাবে।

ইহুদী প্রতিনিধিদল এরপর বনু গাতফানের কাছে গিয়ে তাদেরকেও কোরায়শদের মতোই যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করলো। তারাও প্রস্তুত হয়ে গেলো। এরপর ইহুদীদের এই প্রতিনিধিরা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে লাগলো এবং একটি যুদ্ধের জন্যে আহরান জানালো। এতে বহু লোক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো। মোটকথা, ইহুদী রাজনীতিকরা সফলতার সাথে কাফেরদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধলো এবং বহু লোককে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর দাওয়াত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করলো।

এরপর পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী দক্ষিণ দিক থেকে কোরায়শ, কেনানা এবং তোহামায় বসবাসকারী অন্যান্য মিত্র গোত্রে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এদের অধিনায়ক ছিলো কাফের নেতা আবু সুফিয়ান। সম্প্রিলিত সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৪ হাজার। এরা মাররাজ জাহরাহন পৌছালে বনু সালিম গোত্রের লোকেরাও তাদের সাথে শামিল হলো। এদিকে এই সময়ে পূর্ব দিক থেকে সাতফান গোত্র, ফাজরাহ, মাররা এবং আশজাআ রওয়ানা হলো।

ফাজরাহ গোত্রের সেনানায়ক ছিলো উয়াইনা ইবনে হাসান। বনু মাররা গোত্রের সেনাপতি ছিলো হারেস ইবনে আওফ-এবং বনু আশজা- এর সেনাপতি ছিলো মাছারাহ ইবনে রাখিল। এদের সাথে বনু আছাদ এবং অন্যান্য গোত্রের বহু লোকও জোটবদ্ধ হলো।

ନିଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ କର୍ମସ୍ତ୍ରୀ ମୋତାବେକ ଏସକଲ ଲୋକ ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ରଙ୍ଗୋନା ହଲୋ । ଅଞ୍ଚଲଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ମଦୀନାର ପାଶେ ୧୦ ହାଜାର ସୈନ୍ୟର ଏକ ବିରାଟ ବାହିନୀ ସମବେତ ହଲୋ । ଏର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କରଲେ ଏତୋ ବଡ଼ ଛିଲୋ ଯେ, ମଦୀନାର ନାରୀ ଶିଶୁସହ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ତାଦେର ସମାନ ଛିଲୋ ନା । ଏ ବିରାଟ ସେନାଦଲ ଯଦି ହଠାତ୍ କରେ ମଦୀନାଯ ଗିଯେ ଢାଓ ହତୋ, ତବେ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ ବିପଞ୍ଜନକ ପରିହିତିର ସୃଷ୍ଟି ହତୋ । ଏଟାଓ ବିଚିତ୍ର ଛିଲୋ ନା ଯେ, ମୁସଲମାନଦେର ତାରା ପୁରୋପରି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦିତୋ । କିନ୍ତୁ ମଦୀନାଯ ମୁସଲମାନଦେର ନେତା ଛିଲେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ଓ ବିବେକ ସଚେତନ । ପରିହିତିର ଶୁରୁତ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଥମ କରତେନ । ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେର ସୈନ୍ୟରା ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ରଙ୍ଗୋନା ହେଁବେ ଏଥବେର ଯଥାସମୟେ ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥ୍ ସରବରାହେ ନିୟୁକ୍ତ ଶୁଣ୍ଡରରା ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାମକେ ଅବହିତ କରଲେନ ।

ଏ ଖବର ପାଓୟାର ସାଥେ ସାଥେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହାବାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ମଜଲିସେ ଶୁରାର ବୈଠକେ ବସେ ମଦୀନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରତେ ଲାଗଲେନ । ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପର ହ୍ୟରତ ସାଲମାନ ଫାରସୀ (ରଃ)-ଏର ଏକଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସରସମ୍ବିତକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରା ହୟ । ହ୍ୟରତ ସାଲମାନ (ରା.) ତାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏଭାବେ ପେଶ କରେଛିଲେନ, ହେ ଆନ୍ତରାହର ରସ୍ତ୍ର, ପାରସ୍ୟେ ଆମାଦେର ଘେରାଓ କରା ହଲେ ଆମରା ଚାରିଦିକେ ପରିଖା ଖନନ କରତାମ ।

ଏଟା ଛିଲୋ ସୁଚିତ୍ତିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । ଆରବେର ଜନଗଣ ଏ ଧରନେର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ ଛିଲୋ ନା । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାମ ଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମୋଦନ କରେ ଅବିଲମ୍ବେ ଖନନ କାଜ ଶୁରୁ କରେଲେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାମ ନିଜେଇ ଏ କାଜ ଦେଖା ଶୋନା କରତେନ । ତିନି ନିଜେଇ ପରିଖା ଖନନେ ଅଂଶପ୍ରଥମ କରେନ । ସହୀହ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଛହଲ ଇବନେ ସା'ଦ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ଆମରା ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାମେର ସାଥେ ଖନ୍ଦକେ ଛିଲାମ, ଲୋକେରା ଖନନ କରିଛିଲେନ ଏବଂ ଆମରା କାଁଧେ ମାଟି ବହନ କରେ ଦୂରେ ଫେଲେ ଆସଛିଲାମ । ଏଇ ସମୟେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାମ ବଲେଛିଲେନ, ଆଖେରାତେର ଜୀବନମ୍ଭାଇ ତୋ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ । ଓଗୋ କରନ୍ତାମଯ, ଆନସାର ଆର ମୋହାଜେରଦେର କ୍ଷମା କରେ ଦାଓ ।^୧

ଅପର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାଯ ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାଖନ୍ଦକରେ ଦିକେ ଗମନ କରେ ଦେଖିବେ ପେଲେନ ଯେ, ଏକ ଶୀତେର ସକାଳେ ମୋହାଜେର ଓ ଆନସାରରା ପରିଖା ଖନନେର କାଜେ ନିଯୋଜିତ ରଯେଛେନ । ତାଦେର କାହେ କୋନ କ୍ରୀତଦାସ ଛିଲୋ ନା, ଯାରା ତାଦେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକାଜ କରେ ଦିତୋ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵନାମ ସାହାବାଦେର କଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ଅବହ୍ନ୍ତା ଦେଖେ ବଲିଲେନ,

‘ହେ ଆନ୍ତରାହ, ଜୀବନ ତୋ ଆଖେରାତେର ଜୀବନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ

ମୋହାଜେର ଓ ଆନସାରଦେର କରୋ କ୍ଷମା ଓଗୋ ଦୟାମଯ ।’

ଆନସାର ଏବଂ ମୋହାଜେରରା ଏର ଜ୍ବାବେ ବଲେନ,

ଯତୋଦିନ ଆମାଦେର ଥାକବେ ହାୟାତ

ମୋହାଯଦେର ହାତେ ଜେହାଦେର ଜନ୍ୟେ କରଲାମ ବାଇୟାତ ।^୨

ସହୀହ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ବାରା ଇବନେ ଆୟେବ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରଯେଛେ ଯେ, ଆନ୍ତରାହର ରସ୍ତ୍ରକେ ଆମି ଦେଖେଛି, ତିନି ଖନ୍ଦକେ ଯୁଦ୍ଧେ ମାଟି ଖନନ କରଛେନ । ଧୁଲୋବାଲିତେ ତାର ଦେହ ଆଚ୍ଛନ୍ନ

୧. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ପରିଖା ଯୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୮୮

୨. ବୋଖାରୀ, ୧ୟ ଖତ ୩୯୭, ୨ୟ ଖତ, ୫୮୮ ।

হয়ে গিয়েছিলো । তাঁর চুল ছিলো অনেক । সেই অবস্থাতেই, তিনি মাটি খনন করছেন আর বলছেন,

‘তুমি বিনে হেদয়াত পেতাম না হে রাজাধিরাজ

দিতাম না যাকাত আর পড়তাম না নায়ায় ।

শান্তি দাও যেন আমাদের শক্তি থাকে মন

লড়াই হলে অটল রেখে আমাদের চরণ ।

আমাদের বিরঞ্জে ওরা দিলো লোকদের উক্ষানি

ফেতনাতে শির হবে না নত সেতো আমরা জানি ।’

হ্যরত বারা’ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষের কথাগুলো দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করতেন । অন্য এক বর্ণনায় কবিতার শেষ দুই লাইন এভাবে লেখা রয়েছে,

ওরা যদি যুলুম করে ফেতনায় ফেলতে চায়

আমরা হবো তারা, যারা মাথা না নোয়ায় ।^৩

মুসলমানরা একদিকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করছিলেন, অন্যদিকে প্রচন্ড ক্ষুধা সহ্য করছিলেন । সে কথা চিন্তা করলে বুক ধরক করে ওঠে । হ্যরত আনাস (রা.) বলেন, পরিখা খননকারীদের কাছে কিছু যব নিয়ে আসা হতো এবং গরম করা কিছু চিকলাই নিয়ে আসা হতো । নীরস ও বিস্বাদ এ খাবারই তারা খেতেন ।^৪

আবু তালহা (রা.) বলেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষুধার কথা বললাম এবং পেটের কাপড় খুলে একটি পাথর দেখালাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পেটে বাঁধা দুটি পাথর আমাদের দেখালেন ।^৫

পরিখা খননকালে নবুয়তের কয়েকটি নির্দশনও প্রকাশ পেয়েছিলো । সহীহ বোখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্ষুধায় কাতর দেখে একটি বকরির বাচ্চা যবাই করেন । তাঁর স্ত্রী এক সাআ (প্রায় আড়াই কেজি) যবের রুটি তৈরী করেন । এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গোপনভাবে বলেন যে, আপনার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবাকে নিয়ে আমার বাসায় একটু আসুন । কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খনন কাজে নিয়োজিত সকল সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন । সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার । অতপর সকল সাহাবা পেটভরে রুটি গোশত খেলেন । উনুনের উপর গোশতের হাড়ি তখনো টগবগ করে ফুটছিলো । রুটি যতো তৈরী করা হচ্ছিলো, তার সবই পরিবেশন করা হচ্ছিলো, কিন্তু শেষ হচ্ছিলো না । একের পর এক রুটি তৈরী করা হচ্ছিলো ।^৬

হ্যরত নোমান ইবনে বশীরের বোন খন্দকের কাছে কিছু খেজুর নিয়ে এলেন । তিনি এনেছিলেন এ জন্যে যে, তার ভাই এবং মামা খাবেন । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি খেজুরগুলো চেয়ে নিয়ে একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর ছড়িয়ে দিলেন । এরপর খনন কাজে নিয়োজিত সাহাবাদের খেতে ডাকলেন । সাহাবারা খেতে শুরু

৩. বোখারী ২য় খন্দ, পৃ. ৫৮৯

৪. বোখারী ২য় খন্দ, পৃ. ৫৮৮

৫. জামে তিরমিয়ি, মেশকাত, ২য় খন্দ, পৃ. ৪৪৮

৬. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৫৮৮, ৪৮৯

କରଲେନ । ତାରା ଯତୋ ଖାଚିଲେନ ଖେଜୁର ତତୋଇ ବାଡ଼ିଛିଲୋ । ସବାଇ ପେଟ ଭରେ ଥେଯେ କାଜେ ଚଲେ ଗେଲେନ, ଖେଜୁର ତଥିଲେ ବିଚାନୋ କାପଦ୍ରେ ବାଇରେ ପଡ଼େ ଯାଚିଲୋ ।^୭

ଉତ୍ତରିତ ଦୁଇଟି ଘଟନାର ଚେଯେ ବିଶ୍ୱାକର ଏକଟି ଘଟନା ସେଇ ସମୟ ଘଟେଛିଲୋ । ଇମାମ ବୋଖାରୀ ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରା.) ଥେକେ ସେଇ ଘଟନା ବର୍ଣନ କରେନ । ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରା.) ବଲେନ, ଆମରା ପରିଖା ଖନନ କରିଛିଲାମ, ହଠାତ୍ ଏକଟି ବଡ଼ ପାଥର ପଡ଼ିଲୋ । କିଛିତେଇ ସେଟି ଆମରା ନଡ଼ାତେ ପାରିଛିଲାମ ନା । ଆମରା ତଥନ ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର କାହେ ଏକଥା ଜାନାଲାମ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ଆସଛି । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ପେଟେ ତଥନ ପାଥର ବାଁଧା । ତିନି କୋଦାଳ ଦିଯେ ପରିଖାର ଭେତର ସେଇ ପାଥରେର ଓପର ଆଘାତ କରଲେନ । ସାଥେ ସାଥେ ସେଇ ପାଥର ଧୁଲୋବାଲିର ସ୍ତରପେ ପରିଗତ ହଲୋ ।^୮

ହ୍ୟରତ ବାରା ଇବନେ ଆଯେବ (ରା.) ବଲେନ, ପରିଖା ଖନନେର ସମୟ ଏକଟି ବିରାଟ ପାଥର ଅନ୍ତରାୟ ହୟେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ । କୋଦାଳ ଦିଯେ ଆଘାତ କରଲେ କୋଦାଳ ଫିରେ ଆସିଛିଲୋ । ଏ ବ୍ୟାପାରଟି ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମକେ ଆମରା ଜାନାଲାମ । ତିନି କୋଦାଳ ହାତେ ନିଯେ ଏବଂ ବିସମିଗ୍ଲାହ ବଲେ ଆଘାତ କରଲେନ । ପାଥରେର ଏକାଂଶ ଭେଙେ ଗେଲୋ । ତିନି ବଲଲେନ, ‘ଆଗ୍ଲାହ ଆକବର, ଆମାକେ ଶାମ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସିରିଯାର ଚାବି ଦେଯା ହୟେଛେ । ଆଗ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମି ଏଥିନ ସେଖାନେ ଲାଲ ମହଲ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚ । ଏରପର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଘାତ କରଲେନ । ଆରୋ ଏକଟି ଟୁକରୋ ବେର ହଲୋ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆଗ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମି ଏଥିନ ମାଦାୟେନେର ଶେଷ ମହଲ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚ । ଏରପର ତୃତୀୟ ଆଘାତ କରେ ବଲଲେନ, ବିସମିଗ୍ଲାହ । ଏତେ ପାଥରେର ବାକି ଅଂଶ କେଟେ ଗେଲୋ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆଗ୍ଲାହ ଆକବର, ଆମାକେ ଇଯେମେନେର ଚାବି ଦେଯା ହୟେଛେ । ଆମି ଏଥିନ ସାନାରା ଫୁଟକ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚ ।^୯

ଇବନେ ଇସହାକ ଏକଇ ଧରନେର ବର୍ଣନା ହ୍ୟରତ ସାଲମାନ ଫାରସୀ (ରା.) ଥେକେଓ ଉତ୍ତରିତ କରେଛେନ ।

ମଦୀନା ଶହର ଉତ୍ତର ଦିକେ ଖୋଲା, ଅନ୍ୟ ତିନିଦିକେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏବଂ ଖେଜୁର ବାଗାନେ ଘେରେ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଏକଜନ ବିଚକ୍ଷଣ ସମର ବିଶାରଦ ଛିଲେନ । ତିନି ଜାନତେନ ଯେ, ମଦୀନାୟ ଅମୁସଲିମିରା ହାମଲା କରତେ ଉତ୍ତର ଦିକ ଥେକେଇ ଆସିବେ । ତାଇ ତିନି ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରଇ ପରିଖା ଖନନ କରେନ ।^{୧୦}

ମୁସଲମାନରା ପରିଖା ଖନନେର କାଜ ସମଭାବେ ଚାଲିଯେ ଯାନ । ସାରା ଦିନ ତାରା ଖନନ କାଜ କରତେନ, ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ଘରେ ଫିରେ ଯେତେନ । କାଫେର ବାହିନୀ ମଦୀନାର ଉପକର୍ତ୍ତେ ଆସାର ଆଗେଇ ପରିକଳନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଖା ଖନନେର କାଜ ଶେଷ ହୟେ ଯାଯ ।^{୧୧}

କୋରାଯଶରା ତାଦେର ୪ ହାଜାର ସୈନ୍ୟସହ ଏସେ ମଦୀନାର ରଓମା, ଜାରଫ ଏବଂ ଜାଗାବାର ମାଝାମାଝି ମାଜମାଟିଲ ଆସିଯାଲେ ତାଁବୁ ସ୍ଥାପନ କରଲୋ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଗାତଫାନ ଏବଂ ତାଦେର ନଜଦେର ମିତ୍ରରା ୬ ହାଜାର ସୈନ୍ୟସହ ଏସେ ଓହଦେର ପୂର୍ବଦିକେ ଜାଷ ନକମି ଏଲାକାଯ ତାଁବୁ ସ୍ଥାପନ କରଲୋ ।

ଆଗ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ମୋମେନରା ଯଥନ ସମ୍ପଲିତ ବାହିନୀକେ ଦେଖିଲୋ, ତଥନ ବଲେ ଉଠିଲୋ ‘ଏଟା ତୋ ତାଇ, ଯା ଆଗ୍ଲାହ ଓ ତାଁର ରସୂଲ ଯାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମାଦେରକେ ଦିଯେଛିଲେନ ଏବଂ ଆଗ୍ଲାହ ଓ ତାଁର ରସୂଲ ସତ୍ୟଇ ବଲେଛିଲେନ । ଆର ଏତେ ତାଁଦେର ଈମାନ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପେଲୋ ।’ (ସ୍ରା ଆଲ ଆହ୍ୟାବ, ଆଯାତ ୨୨)

୭. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୧୮

୮. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୮୮

୯. ସୁନାନେ ନାସାଈ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୬

୧୦. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୧୧

୧୧. ଇବନେ ହିଶାମ, ୩ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୨୦, ୨୨୧

କିନ୍ତୁ ମୋନାଫେକ ଓ ଦୂର୍ବଲଚିତ୍ତେର ଲୋକଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଓପର ପତିତ ହଲେ ତାରା ତମେ କେଂପେ ଉଠିଲୋ । ଆହ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ବଲେନ, ‘ଏବଂ ମୋନାଫେକରା ଓ ଯାଦେର ଅନ୍ତରେ ଛିଲୋ ସ୍ୟାଧି, ତାରା ବଲଛିଲୋ, ଆହ୍ଲାହ ଏବଂ ତା'ର ରସୂଲ ଆମାଦେର ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଯେଛିଲେନ, ତା ପ୍ରତାରଣ ସ୍ୟାତିତ କିଛୁଇ ନୟ ।’ (ସୂରା ଆହ୍ସାବ, ଆୟାତ ୧୨)

ଅମୁସଲିମଦେର ସମ୍ମିଳିତ ବାହିନୀର ସାଥେ ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟ ରସୂଲ ସାଲାହ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ୧୦ ହାଜାର ସୈନ୍ୟେର ଏକଟି ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ତିତ କରେନ । ତାରା ସାଲାଆ ପାହାଡ଼େର ଦିକେ ପିଠ ରେଖେ ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧେର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ସାମନେ ଛିଲୋ ଖନ୍ଦକ ବା ପରିଖା । ମୁସଲମାନଦେର ସାଂକେତିକ ଭାଷା ଛିଲୋ, ହା-ମୀମ, ଲା ଇଉନଚାରନ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ଓଦେର ସାହାଯ୍ୟ ଯେନ ନା କରା ହୟ । ମଦୀନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆବୁହାଲାହ ଇବନେ ମାକତୁମେର ଓପର ନ୍ୟଷ୍ଟ କରା ହୟ । ନାରୀ ଓ ଶିଶୁଦେର ମଦୀନାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ବାଡ଼ୀତେ ରାଖା ହୟ ।

ବିଧିମୀରା ମଦୀନାଯ ହାମଲା କରେ ଏସେ ଦେଖିତେ ପେଲୋ ଯେ, ଏକ ସୁଗଭୀର ପ୍ରଶନ୍ତ ପରିଖା ତାଦେର ଏବଂ ମଦୀନାର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତରାୟ ହୟେ ରଯେଛେ । ଫଳେ ତାରା ଅବରୋଧ କରେ ପଡ଼େ ଥାକଲୋ । ତାରା ମଦୀନା ଅଭିମୁଖେ ରଙ୍ଗୋନା ହେଉଥାର ସମୟେ ଏ ଧରନେର ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାର କଥା ତାବେନି, ଏକପ କୋନ ମାନସିକ ପ୍ରତ୍ତିତିଓ ଛିଲୋ ନା । ତାରା ବଲାବଲି କରଛିଲୋ ଯେ, ଏ ଧରନେର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳ ତୋ ଆରବଦେର ଜନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନତୁନ । ଅଭିନବ ଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳେର କଥା ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଏ କାରଣେ କାଫେରରା ହତବୁଦ୍ଧି ହୟେ ପଡ଼ିଲୋ ।

ପରିଖାର କାହେ ପୌଛେ ବିଧିମୀରା କ୍ରୋଧେ ଦିଶେହରା ହୟେ ପଡ଼ିଲୋ । ତାରା ଭେବେଛିଲୋ ଯେ, ମୁସଲମାନଦେର ସହଜେଇ କୁପୋକାତ କରେ ଫେଲବେ । ଏଦିକେ ମୁସଲମାନରା କାଫେରଦେର ଗତିବିଧିର ଓପର ନ୍ୟର ରାଖେ ଏବଂ ତାଦେରକେ ପରିଖାର ଧାରେ କାହେ ଆସତେ ଦିଛିଲୋ ନା । କାହେ ଏଲେ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରିଛିଲୋ । ଫଳେ ବିଧିମୀରା ଦାରୁଳ ବେକାୟଦାୟ ପଡ଼ିଲୋ । ତାରା ପରିଖାର କାହେ ଆସାର ସାହସ ପାଛିଲୋ ନା, ମାଟି ଫେଲେ ପରିଖା ଭରାଟ କରାଓ ଛିଲୋ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ।

କୋରାଯଶ ସୈନ୍ୟରା ଖନ୍ଦକର କାହେ ଅବରୋଧ ଆରୋପ କରେ ବିନା ଲାଭେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରବେ, ତା କି କରେ ହୟଃ ଏଟା ତାଦେର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପରିପଥ୍ତୀ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କରେକଜନେର ଏକଟି ଗ୍ରହଣ ଏକଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଯଗା ଦିଯେ ଖନ୍ଦକ ବା ପରିଖା ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଏରପର ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉ କେଉ ଘୋଡ଼ାର ଚଢେ ପରିଖା ଓ ସାଲାଯାର ମଧ୍ୟେ ଘୁରପାକ ଥେତେ ଥାକେ । ଏରା ହଞ୍ଚେ ଆମର ଇବନେ ଆବଦେ ଇକରାମା ଇବନେ ଆବୁ ଜେହେଲ, ଯାରାର ଇବନେ ଖାତାବ ପ୍ରମୁଖ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) କରେକଜନ ମୁସଲମାନ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ବେରୋଲେନ । ସେ ଜାଯଗା ଦିଯେ ତାରା ପ୍ରବେଶ କରେଛିଲୋ ସେଇ ଜାଯଗା ନିଯାନ୍ତ୍ରଣେ ଏନେ ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନେର ପଥ ବନ୍ଦ କରେ ଦିଲେନ । ଏର ଫଳେ ଆମର ଇବନେ ଆବଦେଉଦ ମୁଖୋମୁଖୀ ତର୍କ୍ୟନ୍ଦେର ଜନ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-କେ ହଙ୍କାର ଦିଯେ ଆହ୍ଵାନ ଜାନାଲୋ । ଶେରେ ଖୋଦା ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ଏମନ ଏକ କଥା ବଲଲେନ, ସେ, ଆମର କ୍ରୋଧାଙ୍କ ହୟେ ଘୋଡ଼ା ଥେକେ ଲାଫିଯେ ନାମଲୋ । ପରେ ଘୋଡ଼ାକେ ହତ୍ୟା କରେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-ଏର ମୁଖୋମୁଖୀ ହାୟିର ହଲୋ । ସେ ଛିଲୋ ବଡ଼ ବିର । ଉଭୟର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତିଭାବ ସଂଘର୍ଷ ବେଧେ ଗେଲୋ । ଏକଜନ ଅନ୍ୟଜନକେ କାବୁ କରତେ ହାମଲା ଚାଲାଇଛିଲୋ । ପରିଶେଷେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ତାକେ ଶେଷ କରେ ଦିଲେନ । ଅନ୍ୟ ମୋଶରେକରା ପରିଖାର ଅପର ପ୍ରାଣେ ଛୁଟେ ପାଲାଲୋ । ତାରା ଭୀଷଣ ଭୟ ପେଯେଛିଲୋ । ଆବୁ ଜେହେଲେର ପୁତ୍ର ଇକରାମା ନିଜେର ବର୍ଣ୍ଣ ଫେଲେ ରେଖେଇ ପାଲାଲୋ ।

ମୋଶରେକରା ପରିଖା ଅତିକ୍ରମ ଅଥବା ପରିଖା ଭରାଟ କରେ ରାତ୍ରା ତୈରୀର ସବ ରକମ ଚେଷ୍ଟା କରଲୋ । କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନରା ତାଦେରକେ ପରିଖାର କାହେ ଆସତେ ଦିଛିଲେନ ନା । ତାଦେର ପ୍ରତି ତୀର ନିକ୍ଷେପ ଅଥବା ବର୍ଣ୍ଣ ତାକ କରେ ଏମନଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରଲେନ ଯେ, ତାଦେର ସବ ଚେଷ୍ଟାଇ ସ୍ୟର୍ଥ ହଲୋ ।

এ ধরনের প্রচন্ড মোকাবেলার কারণে সাহাবায়ে কেরামের কয়েক ওয়াজ নামায কায়া হয়ে গিয়েছিলো। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হ্যরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ওমর (রা.) খন্দকের দিনে এলেন এবং কাফেরদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আজ আমি সূর্য ডুবু অবস্থায় নামায আদায় করেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর আমি তো এখনো নামায আদায়ই করিনি। সাহাবারা এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ু করার পর ওয়ু করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামায আদায় করলেন। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। এরপর মাগরেবের নামায আদায় করলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামায কায়া পড়তে বাধ্য হওয়ায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি পৌত্রলিকদের জন্যে বদদোয়া করলেন। সহীহ বোখারী শরীফে হ্যরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের দিনে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, সকল মোশরেকসহ তাদের ঘর এবং কবরকে আগুনে ভরে দিন। ওদের কারণে আমাদের আছরের নামায কায়া করতে হয়েছে, ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে।^{১৩}

মোসনাদে আহমদ এবং মোসনাদে শাফেয়ীতে বর্ণিত রয়েছে যে, মোশরেকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যোহর, আছর, মাগরেব এবং এশার নামায থথাসময়ে আদায় করতে দেয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব নামায একত্রে আদায় করেছিলেন। ইমাম নববী বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহের বর্ণনার বৈপরীত্য সম্পর্কে বলা যায় যে, সবগুলো হাদীসের বক্তব্য যথার্থ। খন্দকের যুদ্ধ কয়েকদিন যাবত চলেছিলো, একদিন হয়েছে এক অবস্থা অন্য দিন অন্য অবস্থা।

এসব হাদীস থেকেই বোধ যায় যে, মোশরেকরা পরিখা অতিক্রম করে মদীনায় হায়লা করতে কয়েকদিন যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো এবং মুসলমানরা সে চেষ্টা প্রতিহত করছিলেন। উভয় দলের মাঝখানে পরিখা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ কারণে মুখোমুখি রক্তাঙ্গ সংঘর্ষের সুযোগ হয়নি। বরং পরম্পরের প্রতি তীর নিষ্কিঞ্চ হয়েছে।

তীর নিষ্কেপে উভয় পক্ষে কয়েকজন নিহত হয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। শাহাদাতপ্রাপ্ত মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ছয়, আর নিহত পৌত্রলিকদের সংখ্যা ছিলো দশ। নিহত পৌত্রলিকদের মধ্যে দুই জন কি একজন তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে।

হ্যরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.)-এর গায়ে একটি তীর বিন্দ হয়েছিলো। এতে তিনি মারাঞ্জকভাবে আহত হন। তাকে হাব্বান ইবনে আরকা নামে একজন পৌত্রলিক তীর নিষ্কেপ করেছিলো। এই লোকটি ছিলো কোরায়শ বংশোদ্ধৃত। আহত হওয়ার পর হ্যরত সা'দ (রা.) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি তো জানো, যে কওমের লোকেরা তোমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করেছে, তাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের সাথে তোমার রাস্তায় জেহাদ করা আমার এতো প্রিয় যে, অন্য কোন কওমের সাথে জেহাদ করা এতো প্রিয় নয়। হে আল্লাহ তায়ালা, আমি মনে করি যে, তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যেকার যুদ্ধকে শেষ পর্যায়ে পৌছে দিয়েছো। হে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শদের সাথে যুদ্ধ যদি বাকি থাকে, তবে সেই যুদ্ধের জন্যে আমাকে বাকি রাখো, যেন, আমি তাদের সাথে জেহাদ করতে পারি। যদি তুমি কাফেরদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শেষ করে দিয়ে থাকো, তবে আমার এই

আহত হওয়ার আঘাতের ঘা যেন না শুকায় এবং এই আঘাতকেই আমার মৃত্যুর কারণ করো।^{১৫} দোয়ার শেষে তিনি বলেন, ‘হে আল্লাহ তায়ালা, বনু কোরায়য়ার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।’^{১৬}

মোটকথা মুসলমানরা একদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্যার সন্তুষ্টীন ছিলো, অন্যদিকে ষড়যন্ত্র ও কুচক্রের ঘণ্য তৎপরতা অব্যাহত ছিলো। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীরা মুসলমানদের দেহে বিষ চুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলো। বনু নাযির গোত্রের দুর্ব্বলনেতা হয়াই ইবনে আখতার বনু কোরায়য়া গোত্রের লোকদের কাছে এসে তাদের সর্দার কা'ব ইবনে আছাদের কাছে হায়ির হলো। এই কা'ব ইবনে আছাদই ছিলো বনু কো'রায়জার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার সম্পাদনের মধ্যস্থতাকারী। এই লোকটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছিলো যে, যুদ্ধের সময় তাঁকে সাহায্য করবে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হয়াই এসে কা'ব-এর দরজায় আওয়ায় দিলো। হয়াইকে দেখায়াত্র কা'ব দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। কিন্তু হয়াই এমন সব কথা বললো যে, শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে দিলো। দরজা খোলার পর হয়াই বললো, হে কা'ব আমি তোমার জন্যে যমানার সম্মান এবং উদ্বেলিত সমুদ্র নিয়ে এসেছি। আমি সব কোরায়শ সর্দারসহ সব কোরায়শকে রুমার মাজমাউল আসয়ালে এনে সমবেত করেছি। বনু গাতফান গোত্রের লোকদেরকে তাদের সব সর্দারসহ ওহদের নিকটবর্তী জামবে নকমিতে একত্রিত করেছি। তারা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের পুরোপুরি নির্মূল না করে তারা সেই স্থান ত্যাগ করবে না।

কা'ব বললো, খোদার কসম, তুমি আমার যুগের অপমান এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘ নিয়ে হায়ির হয়েছ। সেই মেঘ থেকে শুধু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গর্জন বেরোচ্ছে। কিন্তু ওতে ভালো কিছু অবশিষ্ট নেই। হয়াই, তোমার জন্যে আফসোস, আমাকে আমার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আমি মোহাম্মদের মধ্যে সত্য এবং আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছু দেখিনি। কিন্তু হয়াই কা'ব এর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো, ছঁপ আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে তার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করতে লাগলো। এমনি করে এক সময় সে কা'বকে রাজি করিয়েই ফেললো। তবে তাকে এ অঙ্গীকার করতে হলো যে, কোরায়শ যদি মোহাম্মদকে খতম না করেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তবে আমিও তোমার সাথে তোমার দুর্গে প্রবেশ করবো। এরপর তোমার যে পরিণাম হবে আমি সেই পরিণাম মেনে নেব। হয়াই এর এ প্রতিশ্রুতির পর কা'ব ইবনে আছাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তাদের বিরুদ্ধে পক্ষ থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো।^{১৭}

এরপর বনু কোরায়য়ার ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হযরত সাফিয়া বিনতে আবদুল মোত্তালেব, হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের ফারে নামক দুর্গের ভেতর ছিলেন। হযরত হাস্সান মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে সেখানেই ছিলেন। হযরত সাফিয়া (রা.) বলেন, আমাদের কাছে দিয়ে একজন ইহুদী গেলো এবং দুর্গের চারিদিক ঘুরতে লাগলো। এটা সেই সময়ের কথা, যখন বনু কোরায়য়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তাঁর সাথে যুদ্ধে লিঙ্গ হয়েছিলো। সেই সময় আমাদের এবং চুক্তি ভঙ্গকারী ইহুদীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যারা আমাদের নিরাপত্তা

১৫. সহীহ বৌখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৫৯১

১৬. ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ২২৭

১৭. ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ২২০, ২২১

ନିଶ୍ଚିତ କରବେ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାହାବାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ସମ୍ପିଳିତ ଶକ୍ତି ବାହିନୀର ମୋକାବେଲାଯ ବ୍ୟକ୍ତ ରଯେଛେ । ଆମାଦେର ଓପର କେଉ ହାମଲା କରଲେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମାଦେର କାହେ ଆସତେ ପାରିବେ ନା । ଏମନ ସମୟ ଆମି ହାସ୍‌ସାନେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ବଲଲାମ,..ହେ ହାସ୍‌ସାନ, ଏକଜନ ଇହୁଦୀ ଦୁର୍ଗେର ଚାରିଦିକେ ଘୁର ଘୁର କରଛେ । ଆମାର ସନ୍ଦେହ ହଞ୍ଚେ ଯେ, ମେ ଅନ୍ୟ ଇହୁଦୀଦେର ଆମାଦେର ବିରକ୍ତ କ୍ଷେପାବେ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଓ ସାହାବାରା ଅନ୍ୟ କାଜେ ଏତୋ ବ୍ୟକ୍ତ ଯେ, ଏଥାନେ ତୋ ଆମାଦେର କାହେ ଆସତେ ପାରିବେ ନା । କାଜେଇ ଆପନି ଯାନ ଏବଂ ତାକେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତ । ହସରତ ହାସ୍‌ସାନ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆପନି ତୋ ଜାନେନ ଯେ, ଆମି ଓରକମ କାଜେର ମାନୁଷ ନାହିଁ । ହସରତ ସାଫିଯ୍ୟା (ରା.) ଏରପର ସଟନାର ବର୍ଣନା ଦିଯେ ବଲେନ, ଆମି କୋମରେ କାପଡ଼ ବାଧିଲାମ । ଏକଟା କାଠ ନିଯେ ଦୁର୍ଗେର ବାହିରେ ଇହୁଦୀର କାହେ ଗିଯେ ନିର୍ମିତଭାବେ ପ୍ରହାର କରେ ତାକେ ମେରେ ଫେଲଲାମ । ଏରପର ଦୁର୍ଗେ ଫିରେ ଏସେ ହାସ୍‌ସାନକେ ବଲଲାମ, ଯାନ ସେ ଲୋକଟିର ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିସ ଖୁଲେ ନିନ । ଲୋକଟି ପୁରୁଷ, ଏ କାରଣେ ଆମି ତାର ଅନ୍ତର୍ଶ ଖୁଲେ ନିଇନି । ହସରତ ହାସ୍‌ସାନ (ରା.) ବଲଲେନ, ଓର ଅନ୍ତର୍ଶ ଏବଂ ଜିନିସପତ୍ରେ ଆମାର କୋନ ପ୍ରଯୋଜନ ନେଇ । ୧୮

ମୁସଲମାନ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁଦେର ନିରାପତ୍ତାଯ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଫୁଫୁର ଏଇ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜେର ଦାରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ । ଇହୁଦୀରା ମନେ କରଲେ ଯେ, ଦୁର୍ଗେର ଭେତର ମୁସଲମାନଦେର ସହାୟକ ସେନା ଇଉନିଟ ରଯେଛେ । ଇହୁଦୀରା ଏ କାରଣେ ସେଇ ଦୁର୍ଗେର କାହେ ଅନ୍ୟ କାଟିକେ ପାଠାତେ ସାହସୀ ହୁଯନି । ଅର୍ଥକେ ସେଥାନେ କୋନ ସୈନ୍ୟାଇ ଛିଲୋ ନା ।

ତବେ ମୃତ୍ତିପୂର୍ଜକ କୋରାଯଶ ସୈନ୍ୟଦେର ସାଥେ ନିଜେଦେର ଏକାତ୍ମା ପ୍ରକାଶେର ପ୍ରମାଣ ଦେଯାର ଜନ୍ୟ ତାରା ତାଦେରକେ ନିୟମିତଭାବେ ଖାଦ୍ୟସାମର୍ଥୀ ସରବରାହ କରିଛିଲେ । ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ମୁସଲମାନରା ସେଇ ରସଦେର ମଧ୍ୟ ଥେବେ ୨୦ୟି ଟୁଟ କେଡ଼େ ନେଇ ।

ମୋଟକଥା ଇହୁଦୀଦେର ଅସୀକାର ଭଙ୍ଗେର ଖବର ପାଓଯାର ସାଥେ ସାଥେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେ ବାପାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହଲେନ । ତିନି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପାରଟିର ସତ୍ୟତା ଯାଚାଇ କରତେ ଚାଇଲେନ, ଯାତେ ବନୁ କୋରାଯଶର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୟ । ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ତି ଶର୍ତ୍ତ ଲଂଘନେର ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଗେଲେ ସେଇ ଆଲୋକେ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରା ହେବ ।

ଏ ଜନ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହର ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ରସୂଲ କଯେକଜନ ସାହାବାକେ ପ୍ରେରଣ କରିଲେନ । ତାରା ହଞ୍ଚେ ହସରତ ସାଦ ଇବନେ ମାୟା'ୟ (ରା.), ହସରତ ସାଦ ଇବନେ ଓବାଦା (ରା.) ହସରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରୋୟାହା (ରା.) ଏବଂ ହସରତ ଖାୟାତ ଇବନେ ଯୋବାଯେର (ରା.) । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଯାଓ, ବନୁ କୋରାଯଶ ସମ୍ପର୍କେ ଯେସବ କଥା ଶୋନା ଯାଇଁ, ଦେଖେ ଏସୋ, ସେବ ସତ୍ୟ କିନି । ଯଦି ସତ୍ୟ ହୟ ତବେ ଫିରେ ଏସେ ଆମାକେ ସେ ସବ କଥା ଇଶାରାଯ ଜାନାବେ । ଆର ଯଦି ଶୁଣି ହେବେ ଥାକେ, ତବେ ଓଦେର ସାଥେ ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ତିର ଓପର ଓଦେର ଅବିଚଳ ଧାରାକ କଥା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସବାଇକେ ଜାନିଯେ ଦେବେ ।

ସାହାବାରା ବନୁ କୋରାଯଶ ଗୋଟିର ଲୋକଦେର କାହେ ଗିଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେନ ଯେ, ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଉକ୍ତି କରିଛେ । ତାରା ବଲଛେ, ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ଆବାର କେବେ ଆମାଦେର ଏବଂ ମୋହାମ୍ଦଦେର ମଧ୍ୟ କୋନ ତୁଳି ନେଇ । ଏକଥା ଶୁଣେ ସାହାବାରା ଫିରେ ଏଲେନ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଏସେ ଇଶାରାଯ ଶୁଧୁ ବଲଲେନ, ଆଦିଲ ଏବଂ କାରାହ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିଲ ଏବଂ କାରାହ ଗୋଟିର ଲୋକେରା ମୁସଲିମ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲେର ସାଥେ ଯେ ରକମ ବିଶ୍ୱାସମାତକତା କରେଛିଲୋ, ବନୁ କୋରାଯଶାଓ ସେଇ ଧରନେର ବିଶ୍ୱାସମାତକତାଯ ଲିଙ୍ଗ ରଯେଛେ ।

ଇଶାରାୟ ବୋଝାତେ ଚାଇଲେଓ ଅନ୍ୟ ସାହାବାରା ବୁଝେ ଫେଲିଲେନ । ଫଳେ ଏକ ଭୟାବହ ପରିଷ୍ଠିତିର ସମ୍ମୂହୀନ ହଲେନ ସକଳେଇ ।

ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ମୁସଲମାନଦେର ସାମନେ ତଥନ ଜଟିଲ ଅବସ୍ଥା । ପେଛନେ ରଯେଛେ ବନ୍ଦ କୋରାଯାୟ ଗୋତ୍ର । ତାରା ହାମଲା କରଲେ ସେଇ ହାମଲା ଠେକାନୋର ମତୋ କେଉଁ ନେଇ । ସାମନେ ରଯେଛେ କାଫେରଦେର ସମ୍ପିଲିତ ସେନାଦଳ । ଓଦେର ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋୟାରା ଉପାୟ ନେଇ । ମୁସଲମାନ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁଦେର ନିରାପତ୍ତାର କୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛିଲୋ ନା, ତାରା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଇଙ୍ଗଳୀଦେର ନାଗାଲେର ମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇଲେନ । ଏସବ କାରଣେ ମୁସଲମାନଦେର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖୁବି ନାୟକ ହେଁ ପଡ଼େଛିଲୋ । ସେ ଅବସ୍ଥାର କଥାଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଏଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେ, ‘ଯଥନ ତୋମାଦେର ବିରଗ୍ରଦେ ସମାଗତ ହେଁଯାଇଲୋ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଥିକେ, ତୋମାଦେର ଚକ୍ର ବିକଶିତ ହେଁଯାଇଲୋ, ତୋମାଦେର ଥୋଗ ହେଁଯାଇଲୋ କର୍ତ୍ତଗତ ଏବଂ ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ସମ୍ବନ୍ଧେ ନାନାବିଧ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରାଇଲେ । ତଥନ ମୋମେନରା ପରାକ୍ରିତ ଏବଂ ତାରା ଭୀଷଣଭାବେ ପ୍ରକଞ୍ଚିତ ହେଁଯାଇଲୋ ।’ (ସୂରା ଆହ୍ୟାବ, ଆୟାତ ୧୦, ୧୧)

ସେଇ ସମୟ କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ମୋନାଫେକେ ସନ୍ତ୍ରିଯ ହେଁ ଉଠେଛିଲୋ । ତାରା ବଲାବଲି କରାଇଲୋ ଯେ, ମୋହାମ୍ମଦ ଆମାଦେର ସାଥେ ଓୟାଦା କରେଛିଲେନ, ଆମରା କାଯସାର କିସରାର ଧନଭାଭାର ଭୋଗ କରବୋ ଅର୍ଥ ଏଥାନେ ଏମନ ଅବସ୍ଥା ହେଁଯେ, ପେଶାବ ପାୟଥାନାର ଜନ୍ୟେ ବେରୋଲେଓ ଜୀବନେର ବୁକ୍କି ନିଯେ ବେରୋତେ ହୁଏ । କୋନ କୋନ ମୋନାଫେକ ତାଦେର ଦଲେର ନେତାଦେର କାହେ ଗିଯେ ବଲାଇଲୋ ଯେ, ଆମାଦେର ଘର ଶକ୍ତଦେର ସାମନେ ଖୋଲା ପଡ଼େ ଆଛେ । ନିଜେର ଘରେ ଫିରେ ଯାଓଯାର ଜନ୍ୟେ ଆମାଦେର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଆମାଦେର ଘର ତୋ ଶହରେ ବାହିରେ ।

ପରିଷ୍ଠିତି ଏମନ ହେଁଯାଇଲୋ ଯେ, ବନ୍ଦ ସାଲମା ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ମନ ଟଲଟଲାଯାମାନ ହେଁ ଉଠିଲୋ । ତାରା ପଶଚାଦପ୍ରସାରନେର କଥା ଭାବାଇଲୋ । ଏଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ଏବଂ ମୋନାଫେକରା, ଯାଦେର ଅନ୍ତରେ ଛିଲୋ ବ୍ୟଧି, ତାରା ବଲାଇଲୋ, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଓ ତାର ରସ୍ତା ଆମାଦେର ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଯେଛିଲେନ, ତା ପ୍ରତାରଣା ବ୍ୟତୀତ କିଛୁଇ ନଥ ଏବଂ ଓଦେର ଏକ ଦଲ ବଲେଛିଲୋ, ହେ ଇଯାସରେବରାସି, ଏଥାନେ ତୋମାଦେର କୋନ ସ୍ଥାନ ନେଇ, ତୋମରା ଫିରେ ଚଲୋ ଏବଂ ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଦଲ ନବୀର କାହେ ଅବ୍ୟାହତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବଲାଇଲୋ, ଆମାଦେର ବାଢ଼ୀଘର ଅରକ୍ଷିତ । ଆସଲେ ଓଞ୍ଚିଲୋ ଅରକ୍ଷିତ ଛିଲୋ ନା । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ପଲାୟନ କରାଇ ଛିଲୋ ତାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।’ (ସୂରା ଆହ୍ୟାବ ଆୟାତ ୧୨, ୧୨)

ଏକଦିକେ ଏମନି ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟଦିକେ ରସ୍ତା ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଚାଦର ମୁଡ଼ି ଦିଯେ ଶୁଯେ ରଇଲେନ । ତାଙ୍କେ ଏଭାବେ ଦୀର୍ଘକଷ୍ଣ ଶୁଯେ ଥାକତେ ଦେଖେ ସାହାବାଦେର ମାନସିକ ଅନ୍ତିରତା ଆରୋ ବେଢେ ଗେଲୋ । କିଛୁକ୍ଷଣ ପର ରସ୍ତା ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଅନ୍ତରେ ନତୁନ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହଲୋ । ତିନି ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର ବଲେ ଉଠେ ଦାଙ୍ଡିଯେ ବଲାଇଲେନ, ହେ ମୁସଲମାନରା, ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହର ସାହାୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଯେର ସୁଖବର ଶୁଣେ ନାଓ ।

ରସ୍ତା ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏରପର ବିଦ୍ୟମାନ ପରିଷ୍ଠିତି ମୋକାବେଲାର କରମ୍ବୂଚୀ ଗ୍ରହଣ କରାଇଲେନ । ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରତେ ଏକଦଲ ମୁସଲମାନକେ ପ୍ରେରଣ କରାଇଲେନ । ତିନି ଆଶଙ୍କା କରାଇଲେନ ଯେ, ମୁସଲମାନଦେର ଅମନୋଯୋଗୀ ଦେଖେ ଇଙ୍ଗଳୀରା ମୁସଲିମ ନାରୀ ଶିଶୁଦେର ଓପର ହଠାଏ କରେ ହାମଲା ନା କରେ । କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଟି ସିନ୍ଧାତ୍ମମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ଜରୁରୀ ଛିଲୋ, ଯାର ମାଧ୍ୟମେ ଶକ୍ତଦେର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହଣକେ ପରମ୍ପରା ଥିଲେ ଯାଏ । ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାନ୍ଦବାୟନେ ରସ୍ତା ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଚିନ୍ତା କରାଇଲେନ ଯେ, ବନ୍ଦ ଗାତଫାନେର ଉଭୟ ସର୍ଦୀର ଉୟାଇନା ଇବନେ ହାଚନ ଓ ହାରେସ ଇବନେ ଆଓଫେର ସାଥେ ଏକଟି ମୀମାଂସା କରବେନ ।

ସେଇ ମୀମାଂସାର ମାଧ୍ୟମେ ମଦୀନାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଉତ୍ତପାଦିତ ଫସଲ ବନ୍ଦ ଗାତଫାନକେ ଦେଇବ । ଯଦି ଏକପ ସୁବିଧା ଦେଇବ ଯାଏ, ତାହାଲେ ଇଙ୍ଗଳୀରା ଫିରେ ଯାବେ । ପରିଣାମେ ମୁସଲମାନରା କୋରାଯାଶ

ଶକ୍ରଦେର ସାଥେ ଭାଲୋଭାବେ ମୋକାବେଳା କରତେ ପାରବେ । ଏ ଧରନେର ଏକଟି ପ୍ରତାବ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋଚନା ଓ କରା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ରସ୍ମୁ ସାହାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ଯଥନ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ଯ ଏବଂ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା ନାମକ ଦୁଇଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହାବୀର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରଲେନ, ତଥନ ତାରା ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରଲେନ । ତାରା ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁ, ଯଦି ଏହି ଆଦେଶ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆପନାକେ ଦିଯେ ଥାକେନ, ତବେ ଆମରା ନିର୍ବିବାଦେ ମେନେ ନେବୋ । କିନ୍ତୁ ଆପନି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଆମାଦେର କାରଣେ ଏକପ କରତେ ଚାନ ତବେ ବଲଛି, ଆମାଦେର ତାର ପ୍ରୋଜନ ନେଇ । ଆମରା ଏବଂ ଓୟା ଯଥନ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା କରତାମ, ତଥନ ତୋ ଓୟା ଆତିଥେୟତା ଏବଂ ବୋଚକେନା ଛାଡ଼ା ଏକଟା ଶସ୍ୟଦାନା ଓ ଆମାଦେର କାହେ ଆଶା କରତେ ପାରନି । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆପନାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମାଦେର ହେଦ୍ୟାତ ଦାନ କରେଛେ, ଏମତାବଞ୍ଚାୟ ଆମରା ନିଜେରେ ଧନ-ସମ୍ପଦ ତାଦେର ଦେବ ? ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମରା ତୋ ତାଦେର ଦେବୋ ଶୁଦ୍ଧ ଆମାଦେର ତଳୋଯାର । ରସ୍ମୁ ସାହାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ଉତ୍ସ ସାହାବୀର ଅଭିମତ ଯଥାର୍ଥ ବଲେ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରେ ବଲଲେନ, ଆମି ଭେବେଛିଲାମ, ଅନ୍ୟକଥା । ସମ୍ଭବ ଆରବ ଐକ୍ୟବନ୍ଦିଭାବେ ତୋମାଦେର ବିରଳଙ୍କେ ଉଠେ ପଡ଼େ ଲେଗେଛେ । ଏକଥା ଭେବେ ଶୁଦ୍ଧ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେଇ ଆମି ଏକାଜ କରତେ ଚେଯେଛିଲାମ ।

ଏରପରଇ ଆଲ୍ଲାହର ଇଚ୍ଛାୟ ଶକ୍ରଦେଲେ ଭାଙ୍ଗନ ଦେଖା ଦିଲୋ । ତାଦେର ଐକ୍ୟ ଫାଟିଲ ଦେଖା ଦିଲୋ । ତାଦେର ଧାର ଭୋତା ହୟେ ଗେଲୋ । ବନୁ ଗାତଫାନ ଗୋତ୍ରେର ନାଈମ ଇବନେ ମାସୁଦ ଇବନେ ଆମେର ଆଶଜ୍ଞାଇଁ ରସ୍ମୁ ସାହାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମେର କାହେ ଚୁପିସାରେ ଏସେ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୁ, ଆମି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛି କିନ୍ତୁ ଏକଥା କନ୍ଦମେର ଲୋକଦେର କାହେ ପ୍ରକାଶ କରିନି । ଆପନି ଆମାକେ କୋନେ ଆଦେଶ କରନ୍ତି । ରସ୍ମୁ ସାହାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ବଲଲେନ, ଓଦେର ବିରଳଙ୍କେ କୋନ ସାମରିକ ବ୍ୟବହା ତୋ ନିତେ ପାରବେ ନା ତବେ ଯତୋଟା ପାରୋ ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଫାଟିଲ ଧରାଓ ଏବଂ ମନୋବଲ ନଷ୍ଟ କରୋ । ଯୁଦ୍ଧ ତୋ ହଞ୍ଚେ ଚାଲବାଜି ।

ଏକଥା ଶୋନାର ପର ହ୍ୟରତ ନଈମ (ରା.) ଦେରୀ ନା କରେ ବନୁ କୋରାଯଶାର କାହେ ଗେଲେନ । ଏକ ସମୟ ଓଦେର ସାଥେ ତାର ବେଶ ଘନିଷ୍ଠତା ଛିଲୋ । ତାଦେର କାହେ ଗିଯେ ବଲଲେନ, ଆପନାରା ଜାନେନ, ଆପନାଦେର ପ୍ରତି ଆମାର ଭାଲୋବାସା ଆହେ ଏବଂ ଆପନାଦେର ସାଥେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ରଯେଛେ । ତାରା ବଲଲୋ, ଜୀ ହୀ । ନଈମ ବଲଲେନ, ତବେ ଶୁନୁନ, କୋରାଯଶଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଆପନାଦେର ମତାମତ ଆମାର ଚେଯେ ଭିନ୍ନ । ଏ ଏଲାକା ଆପନାଦେର ନିଜସ୍ଵ ଏଲାକା । ଆପନାଦେର ବାଢ଼ୀଘର, ଧନ-ସମ୍ପଦ, ପରିବାର-ପରିଜନ ସବ ଏଥାମେ ରଯେଛେ । ଆପନାରା ଏସବ ଛେଡେ ଯେତେ ପାରବେନ ନା । କୋରାଯଶ ଏବଂ ଗାତଫାନ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଏସେହେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳଙ୍କେ, ଆପନାରା ତାଦେର ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଓ ସଂହତି ପ୍ରକାଶ କରବେନ । ଏଟା ଆପନାରା କି କରଲେନ ? କୋରାଯଶ ଏବଂ ଗାତଫାନ ଗୋତ୍ରେର କି ଆହେ ଏଥାନେ ବାଢ଼ୀଘର ଧନ-ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପରିବାର ପରିଜନ କିଛୁଇ ନେଇ । ଯଦି ତାରା ସୁଯୋଗ ପାଇ ତବେ କୋନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରବେ । ଅନ୍ୟଥାଯେ ବିଛାନା ବେଂଧେ ବିଦାୟ ନେବେ । ଏରପର ଥାକେବେନ ଆପନାରା ଆର ମୋହାମ୍ଦ ସାହାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ । ସେଇ ସମୟ ମୋହାମ୍ଦ ସାହାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମେର ଯେତାବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେତାବେଇ ଆପନାଦେର କାହେ ଥେକେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ କରବେନ । ଏକଥା ଶୁନେ ବନୁ କୋରାଯଶ ଚମକେ ଉଠିଲୋ । ତାରା ବଲଲୋ, ନଈମ ବଲୁନତୋ ଏଥନ କି କରା ଯାଇ ? ନଈମ ବଲଲେନ, କୋରାଯଶଦେର ବଲୁନ ତାରା ଯେନ କିଛୁ ଲୋକକେ ଜାମିନ ହିସାବେ ଆପନାଦେର କାହେ ଦେଯ । ଯଦି ନା ଦେଯ ତବେ କିଛୁତେଇ ତାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରବେନ ନା । କୋରାଯଶ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ବଲଲୋ, ଆପନି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଇ ବଲେଛେ ।

ଏରପର ହ୍ୟରତ ନଈମ (ରା.) ସୋଜା କୋରାଯଶ ନେତାଦେର କାହେ ଗେଲେନ । ତାଦେର ବଲଲେନ, ଆପନାଦେର ପ୍ରତି ଆମାର ଭାଲୋବାସା ଏବଂ ଆପନାଦେର କଲ୍ୟାଣ କାମନାୟ ଆମାର ଆନ୍ତରିକତା

আপনাদের অজানা নয়। নঙ্গমের কথা শুনে তারা বললো, জী হাঁ। হযরত নঙ্গম বললেন, তবে শুনুন, ইহুদীরা মোহাম্মদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে লজ্জিত। বৃত্তমানে তাদের মধ্যে এ মর্মে লিখিত চুক্তি হয়েছে যে, ইহুদীরা আপনাদের কাছ থেকে কিছু লোককে জামিন হিসাবে গ্রহণ করে মোহাম্মদের হাতে তুলে দেবে। এরপর তারা মোহাম্মদের সাথে নিজেদের সম্পর্ক পুনরায় পূর্ণবিন্যাস করে নেবে। কাজেই ইহুদীরা যদি আপনাদের কাছে জামিনস্বরূপ কয়েকজন লোক চায়, তবে কিছুতেই দেবেন না। হযরত নঙ্গম (রা.)-এরপর বনু গাতফান গোত্রের লোকদের কাছে গিয়েও একই রকমের কথা বলে কোরায়শদের প্রতি তাদেরকে সন্দিহান করে তুললেন। ফলে গাতফান গোত্রের লোকেরাও হয়ে সতর্ক গেলো।

এরপর শুক্র ও শনিবার দিনের মাঝামাঝি রাতে কোরায়শের ইহুদীদের খবর পাঠালো যে, আমাদের অবস্থানস্থল তেমন ভালো নয়। ঘোড়া উট মারা যাচ্ছে। কাজেই আসুন একযোগে মোহাম্মদের ওপর হামলা করি। আপনারা ওদিক থেকে হামলা করুন আমরা এদিক থেকে করছি। ইহুদীরা জবাব পাঠালো যে, আজ শনিবার আপনারা জানেন। অতীতে যারা এইদিন সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ লংঘন করেছিলো, তারা কি ধরনের শাস্তি পেয়েছিলো। তাছাড়া আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের কিছু লোক জামিন স্বরূপ আমাদের কাছে না দেবেন, ততক্ষণ আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো না। দৃত ইহুদীদের জবাব শুনে এসে বলার পর কোরায়শ এবং গাতফান বললো, আল্লাহর শপথ, নঙ্গম সত্য কথাই বলেছিলো। এরপর তারা ইহুদীদের খবর পাঠালো যে, খোদার কসম, আমরা জামিন স্বরূপ কোনো লোক পাঠাতে পারব না। আপনারা এখনই আপনাদের অবস্থান থেকে হামলা করুন। আমরা এদিক থেকে হামলা করছি। একথা শুনে কোরায়জা গোত্রের লোকেরা বললো, নঙ্গম তো সত্য কথাই বলেছে। ভাবে উভয় দলের মধ্যে অবিশ্বাস দেখা দিলো। দলের সৈন্যদের মধ্যেও হতাশা দেখা দিলো, জোটভুক্ত সৈন্যদের মধ্যেও ফাটল দেখা দিলো।

সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানরা আল্লাহ রববুল আলামীনের দরবারে দোয়ার জন্যে হাত তুললেন। মুসলমানরা এ দোয়া করছিলেন, ‘হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদের হেফায়ত করো এবং আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত করো।’

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা তুমি কেতাব নায়িল করেছো, তুমি সীম্ম হিসাব নেবে। ওই সৈন্যদের পরাজিত করো, হে আল্লাহ তায়ালা, ওদের পরাজিত করো এবং তাদের প্রকশ্পিত করো। ১৯

আল্লাহ রববুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের দোয়া করুল করলেন। পৌত্রলিঙ্গদের জোটে ভাঙ্গন ধরা এবং তাদের মধ্যে হতাশা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টির পর আল্লাহ তাদের ওপর ঝড়ো বাতাস পাঠিয়ে দিলেন। সেই বাতাস তাদের তাঁবু উল্টে দিলো। জিনিসপত্র তচনছ করে দিলো। তাঁবুর খুঁটি উপড়ে গেলো। কোন জিনিসই যথাস্থানে থাকলো না। সেই সাথে একদল ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়ে দিলেন। এর ফলে কাফেরদের অন্তর থর থর করে কেঁপে উঠলো, তাদের মনে মুসলমানদের প্রবল প্রভাব বেখাপাত করলো।

সেই শীত ও ঝড়ে হাওয়ার রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হোয়ায়ফা ইবনে ইয়ামানকে কাফেরদের খবর নিয়ে আসতে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন যে, মোশরেকরা পলায়নের প্রস্তুতি নিছে। হযরত হোয়ায়ফা (রা.) এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଦେ ଖବର ଜାନାଲେନ । ସକାଳ ବେଳା ଦେଖା ଗେଲୋ ଯେ, ଗୋଟା ମୟଦାନ ଥାଲି । କୋନ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଛାଡ଼ାଇ ଶକ୍ତ ସୈନ୍ୟଦେର ଫିରେ ଯେତେ ଆନ୍ତାହ ତାୟାଳା ବାଧ୍ୟ କରେଛେ । ଏମନି କରେ ଆନ୍ତାହ ତାୟାଳା ତାଁର ପ୍ରିୟ ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ କରା ତାଁର ଓୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଲେନ । ତିନି ତାଁର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଦାଦେର ସମ୍ମାନ ଦିଯେଛେନ, ତାଦେର ସାହାୟ କରେଛେନ ଏବଂ କାଫେର ସୈନ୍ୟଦେର ପରାଜିତ କରେଛେନ । କାଫେରଦେର ଫିରେ ଯାଓୟାର ପର ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଏଲେନ ।

ସଠିକ ବର୍ଣନା ମୋତାବେକ ଖନ୍ଦକେର ଯୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଶଓଯାଲ ମାସେ ସଂଘଟିତ ହେୟଛିଲୋ । ପୌତ୍ରଲିକରା ଏକ ମାସ ବା ଏକ ମାସେର କାହାକାହି ସମୟ ମୁସଲମାନଦେର ଅବରୋଧ କରେ ରେଖେଛିଲୋ । ସବ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କରଲେ ଦେଖା ଯାଇ ଯେ, ଅବରୋଧେର ଶୁରୁ ଶାଓଯାଲ, ଆର ଶେଷ ହେୟଛିଲୋ ଜିଲକଦ ମାସେ । ଇବନେ ସା'ଦ ବଲେନ, ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଯେଦିନ ଖନ୍ଦକ ଥେକେ ଫିରେ ଏସେଛିଲେନ, ସେଦିନ ଛିଲୋ ବୁଧବାର । ଜିଲକଦ ମାସ ଶେଷ ହେତେ ତଥନେ ସାତ ଦିନ ବାକି ।

ଖନ୍ଦକ ବା ପରିଖାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ପରାଜଯେର ଯୁଦ୍ଧ ଛିଲୋ ନା, ବରଂ ମୁସଲମାନରା ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟଲାଭ କରେଛିଲେନ । ଏ ଯୁଦ୍ଧେ କୋନ ରକ୍ତାଙ୍ଗ ସଂଘର୍ଷ ତେମନ ହୟନି । ତବୁଓ ଏଟି ଇସଲାମେର ଇତିହାସେ ଏକଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ଯୁଦ୍ଧ । ଏଇ ଯୁଦ୍ଧେ ପୌତ୍ରଲିକଦେର ମନୋବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଙ୍ଗ ଗିଯେଛିଲୋ ଏବଂ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେୟ ଗିଯେଛିଲୋ ଯେ, ଆରବେର କୋନ ଶକ୍ତିଇ ମଦୀନାୟ ବିକାଶମାନ ଶକ୍ତିକେ ନିଶ୍ଚେଷ କରେ ଦିତେ ପାରବେ ନା । ଖନ୍ଦକେର ଯୁଦ୍ଧେ ମୋଶରେକରା ଯତୋ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରେଛିଲୋ ଏର ଚେଯେ ବେଶୀ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରା ତାଦେର ପକ୍ଷେ ଭବିଷ୍ୟତେ ସନ୍ତ୍ରବ ହବେ ନା ଏବଂ ତଥନେ ସନ୍ତ୍ରବ ଛିଲୋ ନା । ଏ କାରଣେଇ ରସୂଲୁମାହ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଖନ୍ଦକେର ଯୁଦ୍ଧ ଥେକେ ଫିରେ ଏସେ ବଲେଛିଲେନ, ଏବାର ଆମରା ଓଦେର ଓପର ହାମଲା କରବୋ, ଓରା ଆର ଆମାଦେର ଓପର ହାମଲା କରତେ ପାରବେ ନା । ଏବାର ଆମାଦେର ସୈନ୍ୟ ତାଦେର ଦିକେ ଯାବେ । (ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୯୦)

ବନ୍ଦୁ କୋରାଯାର ଯୁଦ୍ଧ

ରସୂଲୁମାହ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଖନ୍ଦକ ଥେକେ ଫିରେ ଆସାର ପର ଯୋହରେର ନାମାୟେର ସମୟ ହସରତ ଉପ୍ରେ ସାଲମାର ଗୃହେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଅବସ୍ଥାନ କରେଛିଲେନ । ସେଇ ସମୟ ହସରତ ଜିବରାଇଲ (ଆ.) ଏସେ ବଲେନ, ହେ ଆନ୍ତାହର ରସୂଳ, ଆପନି ଅନ୍ତର ରେଖେ ଦିଯେଛେନ, ଅର୍ଥଚ ଫେରେଶତାରା ଏଖନୋ ଅନ୍ତର ରାଖେନି । କଉମେର ଅନୁସରଣ କରେ ଆମିଓ ଆପନାର କାହେ ଏସେଛି । ଉଠୁନ, ଆପନାର ବନ୍ଦୁଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ବନ୍ଦୁ କୋରାଯାର କାହେ ଚଲୁନ । ଆମି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଛି । ଓଦେର ଦୁର୍ଗେ କାଁପନ ଏବଂ ମନେ ଭୟ ଓ ଆତମ୍କ ଧରିଯେ ଦେବ । ଏକଥା ବଲେ ହସରତ ଜିବରାଇଲ (ଆ.) ଫେରେଶତାଦେର ସାଥେ ରାତରାନା ହେୟ ଗେଲେନ ।

ଏଦିକେ ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଏକଜନ ସାହାବୀକେ ଦିଯେ ଘୋଷଣା କରାଲେନ ଯେ, ଯାରା ଶୁଣତେ ପାଛେ ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟ କରାର ମନ ଯାଦେର ରଯେଛେ ତାରା ଯେନ ଆଛରେର ନାମାୟ ବନ୍ଦୁ କୋରାଯାର ଗିଯେ ଆଦାୟ କରେ । ପରେ ମଦୀନାର ଦେଖାଶୋନାର ଦାୟିତ୍ୱ ହସରତ ଆବଦ୍ୟାହ ଇବନେ ଉପ୍ରେ ମାକତ୍ରମ (ରା.)-ଏର ଓପର ନୟନ୍ତ କରେ ହସରତ ଆଲୀ (ରା.)-ଏର ହାତେ ପତାକା ଦିଯେ ରସୂଲୁମାହ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବନ୍ଦୁ କୋରାଯାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ରାତରାନା ହେଲେନ । ହସରତ ଆଲୀ (ରା.) ବନ୍ଦୁ କୋରାଯାର ଦୁର୍ଗେର କାହେ ପୌଛାର ପର ସେଇ ଗୋତ୍ରେ ଇଙ୍ଗଲୀରା ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଗାଲାଗାଲ ଦିତେ ଶୁରୁ କରଲେ ।

ରସୂଳ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ କିଛୁକ୍ଷଣ ପରଇ ମୋହାଜେର ଓ ଆନ୍ତାର ସାହାବାଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ସେଥାନେ ହାଯିର ହେଲେନ । ପ୍ରଥମେ ତିନି ଆନା ନାମକ ଏକଟି ଜଳାଶ୍ୟେର କାହେ ଥାମଲେନ । ମୁସଲମାନରା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ଶୁଣେ ବନ୍ଦୁ କୋରାଯା ଗୋତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ରାତରାନା ହେଲେନ । ପଥେ ଆଛରେର ନାମାୟେର ସମୟ ହେଲେ । କେଉ କେଉ ବଲେନ, ଆମାଦେରକେ ବନ୍ଦୁ କୋରାଯା ଗିଯେ ଆଛରେର ନାମାୟ

ଆଦାୟର ନିର୍ଦେଶ ଦେଯା ହେଁଛେ, ଆମରା ସେଥାନେ ଗିଯେଇ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରବୋ । ଏରା ଆହରେର ନାମାୟ ଏଶାର ନାମାୟର ପର ଆଦାୟ କରଲେନ । ଅନ୍ୟ କଥେକଜନ ସାହାବା ପଥେ ଆହରେର ନାମାୟର ସମୟ ହେଁଯାଇ ସେଥାନେଇ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ । ତା'ରା ବଲଲେନ ଯେ, ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆମାଦେର ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପୌଛାର ଉପର ଶୁରୁତ୍ୱ ଦେଯାର ଜନ୍ୟେଇ ବନୁ କୋରାଯାୟ ଗିଯେ ଆହରେର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରତେ ବଲେଛେ । ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାମନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଥାପିତ ହଲେ ତିନି ଉତ୍ୟ ଦଲେର କାଟକେଇ ସମାଲୋଚନ କରେନନି ।

ମୋଟକଥା ବିଭିନ୍ନ ଦଲେ ବିଭିନ୍ନ ହେଁ ସାହାବାୟେ କେରାମ ବନୁ କୋରାଯାୟ ପୌଛେ ଏବଂ ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ ମିଲିତ ହଲେନ । ଏରପର ତା'ରା ବନୁ କୋରାଯାୟ ଦୁର୍ଗସମୂହ ଅବରୋଧ କରଲେନ । ସାହାବାଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ତିନ ହାଜାର । ତା'ଦେର ସଙ୍ଗେ ତ୍ରିଶଟି ଘୋଡ଼ା ଛିଲୋ । ଅବରୋଧ କଠୋରଙ୍ଗପ ଧାରଣ କରଲେ ଇହନ୍ଦୀଦେର ସର୍ଦାର କା'ବ ଇବନେ ଆଛାଦ ସକଳ ଇହନ୍ଦୀର ସାମନେ ତିନଟି ପ୍ରତ୍ତାବ ପେଶ କରଲୋ ।

ଏକ) ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ମାଧ୍ୟମେ ଦ୍ଵୀନେ ମୋହାମ୍ଦିତେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ନିଜେଦେର ଜାନମାଲ ଓ ପରିବାର ପରିଜନ ରକ୍ଷା କରା । ଆଲାହର ଶପଥ, ତୋମାଦେର କାହେ ଏଟାତୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଁଯେ, ମୋହାମ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ନବୀ ଓ ରସୂଲ ଏବଂ ଏହି ତିନି ହଲେନ ସେଇ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଯାର କଥା ତୋମାଦେର କେତାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ।

ଦୁଇ) ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନକେ ଆପନ ହାତେ ହତ୍ୟା କରା ଏବଂ ତଲୋଯାର ନିଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିତେ ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ଝାପିଯେ ପଡ଼ା । ଏରପର ହୟ ତୋ ଜୟ ଅଥବା ପରାଜିତ ହତେ ହବେ । ଏମନ୍ତ ହତେ ପାରେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧେ ସବାଇକେ ନିହତତ୍ୱ ହତେ ହବେ ।

ତିନ) ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏବଂ ସାହାବାଦେର ଧୋକା ଦିଯେ ଶନିବାର ଦିନ ତାଦେର ଓପର ଝାପିଯେ ପଡ଼ା । କାରଣ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଥାକବେନ ଯେ, ଆଜକେର ଦିନେ କୋନ ଲଡ଼ାଇ ହବେ ନା ।

କିଛି ଇହନ୍ଦୀରା ଉଲ୍ଲିଖିତ ତିନଟି ପ୍ରତ୍ଯାବହି ଏକଟିଓ ଗ୍ରହଣ କରଲୋ ନା । ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଁ କା'ବ ଇବନେ ଆଛାଦ ବଲଲେନ, ମାତୃଗର୍ଭ ଥେକେ ଜନ୍ମାନ୍ତେର ପର ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି-ବିବେଚନାର ସାଥେ ଏକଟି ରାତଓ କାଟାଓନି ।

ତିନଟି ପ୍ରତ୍ଯାବହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାର ପର ବନୁ କୋରାଯାୟର ସାମନେ ଏକଟି ମାତ୍ର ପଥଇ ଖୋଲା ଥାକେ, ସେଟି ହଞ୍ଚେ ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାମନେ ଅନ୍ତର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଜେଦେର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣେ ଦାଯିତ୍ୱ ତା'ର ହାତେ ତୁଲେ ଦେଯା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ସମର୍ପଣେର ଆଗେ ଇହନ୍ଦୀରା ତାଦେର କିଛିନ୍ତିଥିବା ମୁସଲମାନ ମିଶ୍ରେର ସାଥେ ଆଲୋଚନାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରଲେ । ତାରା ଭାବଛିଲୋ ଯେ, ଏହି ଆଲୋଚନାର ମାଧ୍ୟମେ ମୁସଲମାନଦେର କାହୁ ଥେକେ ଅନ୍ତର ସମର୍ପଣେର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କେ ହୟତେ ଆଭାସ ପାଓୟା ଯାବେ । ଏଇପରିଚାରିତ କାହାର ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ପ୍ରତ୍ଯାବହି ପାଠାଲୋ ଯେ, ଦୟା କରେ ଆବୁ ଲୋବାବାକେ ଆମାଦେର କାହେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି । ଆମରା ତା'ର ସାଥେ କିଛି ପରାମର୍ଶ କରତେ ଚାଇ । ଆବୁ ଲୋବାବା ହିଲେନ ଇହନ୍ଦୀଦେର ମିତ୍ର । ତା'ର ବାଗାନ ଏବଂ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ଛିଲୋ ଇହନ୍ଦୀଦେର ଏଲାକାଯ । ହୟରତ ଆବୁ ଲୋବାବା (ରା.) ସେଥାନେ ପୌଛାର ପର ଇହନ୍ଦୀ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁରା ତା'ର କାହେ ଛୁଟେ ଏଲୋ ଏବଂ ହାଟ୍ ମାଟ୍ କରେ କାଁଦିତେ ଲାଗଲୋ । ଏ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖେ ତା'ର ଦୁଇ ଚୋଇଓ ଅକ୍ଷମ୍ବଜଳ ହେଁ ଉଠିଲେ । ଇହନ୍ଦୀରା ତା'କେ ବଲଲୋ, ଆବୁ ଲୋବାବା ଆପନି କି ଚାନ ଯେ, ଆମରା ମୋହାମ୍ଦଦେର ଫୟସାଲା ସାପେକ୍ଷେ ଅନ୍ତର ସମର୍ପଣ କରିବି ତିନି ବଲଲେନ, ହାଁ ଚାଇ । ପରକଷେ ନିଜେର ଗଲାର ପ୍ରତି ଇଶାରା କରଲେନ । ଏହି ଇଶାରାର ଅର୍ଥ ହଞ୍ଚେ ଯେ, ଅନ୍ତର ସମର୍ପଣ କରତେ ପାରେ ତବେ ଅନ୍ତର ସମର୍ପଣେର ପର ତୋମାଦେର ଯବାଇ କରେ ଦେଯା ହବେ । ଏହିରପରି ଇଶାରା କରାର ସାଥେ ହୟରତ ଆବୁ ଲୋବାବାର ମନେ ପଡ଼ଲୋ ଯେ, ତିନି ଆଲାହାହ ତାଯାଲା ଏବଂ ତା'ର ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ ଖେଯାନତ କରେଛେ । ଏକଥା ମନେ ହେଁଯାର ସାଥେ ତିନି ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଫିରେ ଆସାର

পরিবর্তে সোজা মসজিদে নববীতে গিয়ে হাফির হলেন। এরপর নিজেকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে কসম করলেন যে, অন্য কেউ নয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই নিজের পবিত্র হাতে আমার এ বাঁধন খুলবেন। এছাড়া তিনি এ মর্মেও প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভবিষ্যতে কখনো বনু কোরায়ার ভূখণ্ডে প্রবেশ করবেন না। এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত দৃত আবু লোবাবার দেরী দেখে নানা কথা ভাবছিলেন। পরে সবকিছু শোনার পর তিনি বললেন, সে যদি আমার কাছে ফিরে আসতো, তবে তার মাগফেরাতের জন্যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম। কিন্তু সে যখন এমন কাজই করেছে, এখন তো আমি তার বাঁধন ততক্ষণ খুলতে পারবো না, যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল না করেন।

এদিকে আবু লোবাবার ইশারা সত্ত্বেও ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে অন্ত্র সমর্পণের সিদ্ধান্ত করলো। তারা ভাবলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সিদ্ধান্ত দেবেন, তারা সেটাই মনে নেবে। অথচ বনু কোরায়া ইচ্ছা করলে দীর্ঘকাল যাবত অবরোধের শান্তি ভোগ করতে পারতো। তাদের ছিলো পর্যাপ্ত খাদ্য-সামগ্রী, পানির কৃপ এবং ময়বুত দুর্গ। পক্ষান্তরে মুসলমানরা খোলা ময়দানে রক্ত জমে বরফ হওয়া শীত এবং ক্ষুধায় কাতর ছিলেন। খন্দকেরও আগে থেকে একাধিক যুদ্ধের কারণে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ছিলেন খুবই ক্লান্ত। কিন্তু বনু কোরায়ার যুদ্ধ ছিলো প্রকৃতপক্ষে একটি স্নায়বিক যুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের মনে মুসলমানদের প্রভাব প্রবল করে দিয়েছিলেন। তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এদিকে হযরত আলী (রা.)-এর এক ঘোষণায় তারা একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম বনু কোরায়া গোত্রের বসতি এলাকার দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর হযরত আলী (রা.) বীর বিক্রমে ঘোষণা করলেন, ঈমানদার মোহাজেরো শোনো, তোমরা শোনো, আর দেরী নয়, আল্লাহর শপথ, এবার আমি ও তাই পান করবো, হযরত হাময়া (রা.) যা পান করেছিলেন অথবা এই দুর্গ জয় করবো।

হযরত আলী (রা.)-এর বীরত্বাঙ্গক এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বনু কোরায়া আর দেরী করলো না। তারা নিজেদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সমর্পণ করে বললো, আপনি যা ভালো মনে হয় তাই করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পুরুষদের বেঁধে ফেলো। মোহাম্মদ ইবনে মোসলিম আনসারীর তত্ত্বাবধানে সকল পুরুষের হাত বেঁধে ফেলা হলো। নারী ও শিশুদের পৃথক করা হলো। আওস গোত্রের লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুয়া বিনয় শুরু করলো যে, বনু কায়নুকার সাথে আপনি যে ব্যবহার করেছেন, সেটাতো আপনার মনে আছে। বনু কায়নুকা ছিলো আমাদের ভাই খায়রাজের মিত্র। এরাও আমাদের মিত্র। কাজেই আপনি এদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনাদেরই একজন লোক আপনাদের ব্যাপারে ফয়সালা দেবে এতে কি আপনারা খুশী হবেন? তারা বললো, হাঁ, হাঁ, অবশ্যই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাঁদ ইবনে মায়া'য এ ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন। আওস গোত্রের লোকেরা বললো, আমরা এতে সন্তুষ্ট।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর হযরত সাঁদ ইবনে মায়া'যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ছিলেন মদীনায়। মুসলিম মোহাজেরদের সাথে তিনি আসতে পারেননি। খন্দকের যুদ্ধের সময় এক শক্ত সৈন্যের তীর নিক্ষেপের ফলে তাঁর হাতের রগ কেটে গিয়েছিলো। একটি গাধার পিঠে করে তাঁকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাফির করা হলো। বনু কোরায়া এলাকায় তাঁর প্রবেশের সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা করলো এবং বলতে লাগলো যে, হে সাঁদ আপনার মিত্রদের প্রতি দয়া করুন, তাদের জন্যে কল্যাণকর ফয়সালা দিন। রসূল

সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকেই বিচারক মনোনীত করেছেন। হযরত সা'দ চূপ করে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। চারিদিক থেকে আবেদন-নিবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে তিনি বললেন, এখন সময় এসেছে যে, সা'দ আল্লাহর ব্যাপারে কোন শক্তিধরের রক্তচক্ষুকে পরোয়া করে না। একথা শুনে কিছু লোক তখনই মদীনায় ছুটে গেলো এবং বন্দীদের মৃত্যুর ঘোষণা প্রচার করলো।

হযরত সা'দ রসূল সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছাকাছি পৌছুলে রসূল সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের বললেন, তোমাদের সর্দারের দিকে অগ্রসর হও। হযরত সা'দ (রা.) রসূল সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হায়ির হলে তিনি বললেন, হে সা'দ, ওরা তোমার ফয়সালা মেনে নিতে রাজি হয়েছে। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, আমার ফয়সালা তাদের ওপর প্রযোজ্য হবে? সবাই বললো হাঁ, তিনি বললেন, মুসলমানদের ওপরও প্রযোজ্য হবে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, যিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাঁর ওপরও প্রযোজ্য হবে? রসূল সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি একথা বলেছিলেন: কিন্তু রসূল সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জৌলুসপূর্ণ চেহারার দিকে সরাসরি তাকাতে তাঁর সাহস হচ্ছিলো না। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে একথা বলেছিলেন, রসূল সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, জী হাঁ। আমার ওপরও প্রযোজ্য হবে। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, তবে বলছি, ওদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা এই যে, পুরুষদের হত্যা করা হবে, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ বন্টন করে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ওদের ব্যাপারে সেই ফয়সালাই দিয়েছ, যে ফয়সালা আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপর করে রেখেছিলেন।

হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য় (রা.) এর এই ফয়সালা ছিলো অত্যন্ত সুর্খ ও ন্যায়ানুগ। কেননা বনু কোরায়া মুসলমানদের জীবন মৃত্যুর ক্লান্তিলগ্নে যে ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, সেটা তো ছিলোই, এছাড়া মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারুক বা না পারুক তারা ছিলো তাতে বন্ধপরিকর। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে তারা দেড় হাজার তলোয়ার দুই হাজার বর্ণ তিনিশত বর্ম এবং পাঁচশত ঢাল মজুদ করেছিলো। বিজয়ের পর মুসলমানরা সেসব অস্ত্র উদ্ধার করেন।

এ ফয়সালার পর রসূল সাল্লাহ্বাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে বনু কোরায়াকে মদীনায় হায়ির করে বনু নাজ্জার গোত্রের হারেয়ের কন্যার বাড়ীতে তাদের আটক করে রাখা হয়। সেই মহিলা ছিলো বনু নাজ্জার গোত্রের হারেস নামক এক ব্যক্তির কন্যা। এরপর মদীনার বাজারে পরিষ্কা খনন করা হয়। গভীর গর্ত বা পরিষ্কা খননের পর হাত বাঁধা ইহুদীদের দলে দলে নিয়ে আসা হয় এবং শিরশেদ করে সেই গর্তে ফেলে দেয়া হয়। পাইকারী হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর কয়েকজন ইহুদী তাদের সর্দার কা'ব ইবনে আছাদকে বললো, আমাদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? তিনি ঝুঁতাবে বললেন, তোমরা কি কিছুই বোঝো না! দেখতে পাচ্ছো না যে যাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে আর ফিরে আসছে না। নতুন করে ডেকে নেয়াও বন্ধ হচ্ছে না। হত্যা করা হচ্ছে, স্বেফ ডেকে নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। মোদকথা সকল হাত বাঁধা ইহুদীকে মদীনায় হত্যা করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিলো ছয় থেকে সাত শয়ের মাঝামাঝি।

এ তৎপরতার ফলে বিশ্বাসঘাতকতার এই বিষাক্ত সাপগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। এর মুসলমানদের সাথে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। মুসলমানদের নির্মূল করতে তারা নায়ুক

সময়ে শক্রদের সাথে সহযোগিতা করে মারাওক যুদ্ধাপরাধ করেছিলো । মৃত্যুদণ্ডই ছিলো এ গুরুতর অপরাধের একমাত্র সাজা । তাদের প্রতি কোনই অবিচার করা হয়নি ।

বনু কোরায়য়ার এই ধর্মসের সাথে সাথে বনু নাফিরের শয়তান এবং খন্দকের যুদ্ধের বড় অপরাধী হয়াই ইবনে আখতাবও নিজের কর্মফলের চূড়ান্তে পৌছে যায় । এই লোকটি ছিলো উচ্চুল মোমেনীন হয়রত সাফিয়ার (রা.) পিতা । কোরায়শ ও বনু গাতফানের ফিরে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা বনু কোরায়য়াকে অবরোধ করেন । তারা অবরুদ্ধ হওয়ার পর হয়াই ইবনে আখতাবও অবরুদ্ধ হয় । কেননা খন্দকের যুদ্ধের সময় এই লোকটি কা'ব ইবনে আছাদকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বৃদ্ধ করার সময়ে কথা দিয়েছিলো যে, তাদের বিপদ্দকালে তাদের সঙ্গেই থাকবে । এখন সে কথা রক্ষা করেছিলো । তাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাফির করা হলে দেখা গেলো যে, তার পরিধানের পোশাক সবদিকে এক আঙ্গুল করে ছেঁড়া ; সে এভাবে একারণেই ছিড়েছিলো যাতে, তার পোশাক গনীমতের মধ্যে রাখা না যায় । মুসলমানরা তার দুই হাত ঘাঁড়ের পেছনে নিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাফির হয়ে সে বললো, শুনুন আপনার বিরুদ্ধে শক্রতা করার কারণে আমি অনুত্ত নই । তবে কথা হলো যে, আল্লাহর সাথে যারা লড়াই করে, তারা পরাজিত হয় । এরপর সবাইকে সংবেদন করে বললো, হে লোক সকল, আল্লাহর ফয়সালায় কোন আক্ষেপ নেই । এটা তো তকদিরের লিখন এবং বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড, যা কিনা আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলের জন্যে লিখে দিয়েছেন । এরপর সেও বসলো এবং তার শিরশেদ করা হলো ।

এই ঘটনায় বনু কোরায়য়ার একজন মহিলাকেও হত্যা করা হয় : এই মহিলা খালাদ ইবনে ছুয়াইদের ওপর গম পেশাইর চাকি ছুঁড়ে তাকে হত্যা করেছিলেন । সেই হত্যাকাণ্ডের বদলে তাকে হত্যা করা হয় ।

রসূল আদেশ দিয়েছিলেন যে, যার নাভির নিচে চুল গজিয়েছে তাকেই যেন হত্যা করা হয় : আতিয়া কারায়ির নাভির নীচে তখনো চুল গজায়নি, এ কারণে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো । পরে তিনি ইসলামের ছায়াতলে এসে জীবন ধন্য করেছিলেন ।

হ্যরত ছাবেত ইবনে কয়েস আবেদন করলেন যে, যোবায়ের ইবনে বাতা এবং তার পরিবার-পরিজনকে তার হাতে হেবা করে দেয়া হোক । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আবেদন মনজুর করেন । এরপর ছাবেত ইবনে কয়েস যোবায়েরকে বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন ! আমি তোমাদের আযাদ করে দিচ্ছি । এখন থেকে তোমরা মুক্ত । যোবায়ের ইবনে বাতা যখন খবর পেলো যে, তার স্বজাতীয়দের হত্যা করা হয়েছে, সে তখন হ্যরত ছাবেত ইবনে কয়েসকে বললো, ছাবেত তোমার প্রতি এক সময় আমি যে অনুগ্রহ করেছিলাম, তার দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকেও আমার বন্ধুদের কাছে পৌছে দাও । এরপর তাকে হত্যা করা হয় । যোবায়ের ইবনে বাতার পুত্র আবদুর রহমানকে হত্যা করা হয়নি, আবদুর রহমান পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । বনু নাজ্জার গোত্রের উচ্চুল মানয়ার সালমা বিনতে কয়েস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন যে, সামোয়াল কারায়ির পুত্র রেফায়াকে যেন তার জন্যে হেবা করে দেয়া হয় ; এই আবেদনও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেন এবং রেফায়াকে তার হাতে তুলে দেন । উচ্চুল মানয়ার রেফায়াকে জীবিত রাখেন । পরবর্তী সময়ে রেফায়া ইসলাম গ্রহণ করেন ।

সেই রাতে অন্ত্র সমর্পণের ঘটনার পূর্বে কয়েকজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এতে তাদের জানমাল এবং পরিবার-পরিজনকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। সেই রাতে আমর নামে একজন লোক বেরিয়ে আসে। এই লোকটি বনু কোরায়ার বিশ্বাসযাত্তকাতায় যোগদান করেনি। প্রহরীদের কমান্ডার হয়রত মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা (রা.) তাকে চিনতে পারেন এবং চেনার পর ছেড়ে দেন। পরে এই লোকটি নিরওদেশ হয়ে যায়, তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বনু কোরায়ার ধন-সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে রেখে বাকি সব কিছু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে বস্টন করে দেন। ঘোড় সওয়ারদের তিন অংশ প্রদান করেন, এক অংশ তার নিজের জন্যে আর বাকি দুই অংশ ঘোড়ার জন্যে। পদব্রজে আগমনকারীদের এক অংশ প্রদান করা হয়। কয়েদী এবং শিশুদের হয়রত সাদ ইবনে যায়েদ আনসারীর নেতৃত্বে নজদে পাঠিয়ে অন্ত্র এবং ঘোড়া ক্রয় করা হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কোরায়ার মহিলাদের মধ্যে রায়হানা বিনতে আমর ইবনে খানাফাকে তাঁর নিজের জন্যে পছন্দ করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক এই মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফকাত পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিলো।^১

কালবি বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রায়হানাকে মুক্ত করে দিয়ে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হয়রত রায়হানা (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জাম্মাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।^২

বনু কোরায়ার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর নেক বাদ্দা হয়রত সাদ ইবনে মায়া'য (রা.) এর দোয়া করুল হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। খন্দকের যুদ্ধের আলোচনার সময় সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হয়রত সাদ এর (রা.) যথম ফেটে যায়। সেই সময় তিনি মসজিদে নববীতে ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই তাঁর জন্যে তাঁবু স্থাপন করেন যাতে করে, কাছে থেকে তাঁর সেবা শুশ্রাৰ্মা করা যায়। হয়রত আয়েশা (রা.) বলেন, যথম ফেটে গিয়েছিলো। মসজিদে বনু শেফারের কয়েকটি তাঁবু ছিলো। তারা হয়রত সাদ এর রক্তপ্রবাহ দেখে চমকে উঠলো। তারা বললো, ওহে তাঁবুবাসীরা, এটা কি ব্যাপার! তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে আসছে। লক্ষ্য করে দেখা গেলো যে, হয়রত সাদ এর রক্ত অবিরল ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। অবশ্যে এই যথমের ফলেই হয়রত সাদ ইবনে মায়া'য (রা.) ইন্তেকাল করেন।^৩

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হয়রত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সাদ ইবনে মায়া'য (রা.)-এর ইন্তেকালে রহমানের আরশ হেলে যায়।^৪

ইমাম তিরমিয়ি হয়রত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করে সেটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হয়রত সাদ এর জানায় ওঠানোর পর

১. ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ২৪৫

২. তাঙ্কিছল ফুহুম, পৃ. ১২

৩. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৫৯১

৪. সহীহ বোখারী, ১ম খন্দ, পৃ. ৫৩৬, মুসলিম, ২য় খন্দ, পৃ. ২৯৪, জামে তিরমিজি, ২য় খন্দ, পৃ. ২২৫

লোকেরা বললো, তার জানায়া কতো হালকা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফেরেশতারা তার জানায়া বহন করছেন।^৫

বনু কোরায়জায় অবরোধের সময় একজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। বনু কোরায়য়ার একজন মহিলা এই সাহাবীর প্রতি গম পেশাইর চাকি বা যাঁতাকল নিষ্কেপ করেছিলো। এছাড়া হযরত আকাশার ভাই আবু ছানান ইবনে মোহসেন অবরোধকালে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু লোবাবা (রা.) ছয় রাত ক্রমাগতভাবে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় অতিবাহিত করে। নামাযের সময় হলে তাঁর স্ত্রী এসে খুলে দিতেন, এরপর নামায শেষে পুনরায় বেঁধে রাখতেন। ছয় দিন পর এক সকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী আসে যে, আবু লোবাবার তওবা করুল হয়েছে। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে সালমাৰ গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু লোবাবা (রা.) বলেন, উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, হে আবু লোবাবা, সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা করুল করেছেন। একথা শুনে সাহাবারা তাঁর বাঁধন খুলে দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু রাজি হননি। তিনি বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আমার বাঁধন কেউ খুলবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায আদায়ের জন্যে যাওয়ার সময় আবু লোবাবার বাঁধন খুলে দেন।

জেলকদ মাসে এই অবরোধের ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ কার্যকর থাকে।^৬

আল্লাহ তায়ালা বনু কোরায়য়া ও খন্দকের যুদ্ধ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে বহু সংখ্যক আয়াত নাফিল করেন। এতে উভয় যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মোমেন ও মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়। শক্রদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ এবং ভীরুতার কথা উল্লেখ করা হয়। আহলে কেতাবদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামও ব্যাখ্যা করা হয়।

^৫ জামে তিরমিয় ২য় খন্দ, পৃ. ২২৫

^৬ ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ২৩৭, ২৩৮। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন, ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ,

২৩৩-২৩৩, সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৫৯০-৫৯১, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্দ, পৃ. ৭২-৭৩, ৭৪, মুখতাছারুজ্জ ছিয়ার, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০

খন্দক ও কোরায়য়ার যুদ্ধের পরের সামরিক অভিযান

এক) সালাম ইবনে আবুল হাকিকের হত্যাকাণ্ড

সালাম ইবনে আবুল হাকিকের কুনিয়ত ছিলো আবু রাফে। এই লোকটি ছিলো ইহুদীদের সেইসব নিকৃষ্ট অপরাধীদের অন্যতম, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ধন-সম্পদ এবং খাদ্য-সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছিলো। এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সে কষ্ট দিয়েছিলো। এসব কারণে মুসলমানরা বনু কোরায়য়া থেকে মুক্ত হওয়ার পরে খায়রাজ গোত্রের কয়েকজন সাহাবা আবু রাফেকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। এর আগে কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ডে আওস গোত্রের কয়েকজন সাহাবা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ কারণে খায়রাজ গোত্রের সাহাবাদের আগ্রহ ছিলো যে, তারাও ওই ধরনের কোন কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন। তাই, তারা আবু রাফেকে হত্যার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি চাইলেন।^১

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের অনুমতি দিলেন বটে তবে তাকিন্দ দিলেন যে, নারী ও শিশুদের হত্যা করো না। এরপর পাঁচজন সাহাবার সমবয়ে গঠিত একটি দল নিজেদের অভিযানে রওয়ানা হলেন। এ সকল সাহাবা খায়রাজ গোত্রের বনু সালমা শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তাদের কমান্ডার নিযুক্ত হলেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক।

এই ক্ষুদ্র দল খয়বর অভিযুক্তে রওয়ানা হলেন। কেননা আবু রাফের দুর্গসন্দৃশ বাসভবন সেখানেই ছিলো। সাহাবারা খয়বর গিয়ে যখন পৌছুলেন, তখন সূর্য ডুবে গেছে। সবাই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ফিরছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতিক তার সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি। দরজার প্রহরীর সাথে কোন বাহানা করে আমি ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছি। এরপর তিনি গেলেন। দরজার কাছাকাছি গিয়ে মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়ে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, দেখে মনে হয় কেউ প্রস্তাব করতে বসেছে। প্রহরী আওয়ায় দিলো, ওহে আল্লাহর বান্দা, ভেতরে যেতে চাইলে যাও, আমি দরজা বন্ধ করছি।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে রইলাম। সব লোক ভেতরে গেছে মনে করে প্রহরী দরজা বন্ধ করে একটি খুঁটির সাথে চাবি ঝুলিয়ে রাখলো। বেশ কিছুক্ষণ পর চারিদিক নীরব নিয়ন্ত্রণ হয়ে এলে আমি উঠে চাবি নিলাম এবং দরজা খুলে দিলাম। আবু রাফে দেতালায় একটি কামরায় থাকতো। সেখানে আমোদ-প্রমোদের মজলিস হতো। মজলিসের লোকেরা চলে গেলে আমি ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। কোন দরজা খুললেই সেটি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতাম। মনে মনে ভাবলাম কেউ যদি আমার আগমন টের পেয়েও যায় তবু তার আসার আগেই আমি আবু রাফেকে হত্যা করবো। এক সময়ে আবু রাফের কাছাকাছি পৌছে গেলাম, কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে একটা ঘরে শয়েছিলো। সে ঘর ছিলো অন্ধকার। আবু রাফে কোন জায়গায় ছিলো সেটা বোঝা যাচ্ছিলো না। আবু রাফেকে

১. ফতহল বারী, সপ্তম খন্দ, পৃ. ৩৪৩

আওয়ায় দিলাম। সে বললো, কে ডাকে? আমি দ্রুত আওয়ায় লক্ষ্য করে অগ্সর হলাম এবং তরবারি দিয়ে আঘাত করলাম। কিন্তু খুব উত্তেজনার মধ্যে থাকায় কিছু করতে পারিনি। আঘাত লক্ষ্যচূর্ণ হলো। এদিকে আবু রাফে চিংকার করে উঠলো। আমি দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে কষ্টস্বর পরিবর্তন করে বললাম, আবু রাফে, কিসের আওয়ায় শুনলাম? সে বললো তোমার মা বরবাদ হোক, একজন লোক এখনই আমাকে এক কামরায় তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন, এবার আমি কাছে গিয়ে আবু রাফেকে পুনরায় আঘাত করলাম। এ আঘাত লক্ষ্যচূর্ণ হলো না। ফলে আবু রাফে রক্তাক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু তখনে তাকে আমি হত্যা করতে পারিনি। এ কারণে তলোয়ারের মাথা তার পেটে চুকিয়ে দিলাম। তলোয়ারের ধারালো মাথা তার পেট ভেদ করে পিঠ পর্যন্ত চুকে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, তাকে হত্যা করতে পেরেছি। এরপ চিন্তার পর বাইরে বেরোতে শুরু করলাম। একটা দরজা খুলছি আর বেরুচ্ছি। একটা দরজা খুলে সিঁড়ির কাছে বাখলাম: ভেবেছিলাম যে, নীচে পৌছে গেছি। কিন্তু সেটা ছিলো ভুল। অতর্কিতে নীচে পড়ে গেলাম। জোৎস্বা রাত ছিলো। পায়ের গোড়ালি মচকে গেলো। পাগড়ি খুলে ভালোভাবে পা বাঁধলাম। এরপর দরজায় এসে বসে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম, আবু রাফেকে প্রকৃতই হত্যা করতে পেরেছি কিনা, এটা না জানা পর্যন্ত এখান থেকে যাবো না।

ভোররাতে মোরগ ডাকার পর একজন লোক বাড়ীর ছাদে উঠে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো যে, হেজায়ের অধিবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি।

আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন, আমি তখন সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললাম, পালাও আল্লাহর ইচ্ছায় আবু রাফে তার কৃতকর্মের ফল লাভের জায়গায় পৌছে গেছে। এরপর আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে আমি সব ঘটনা খুলে বললাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত একটুখানি ছুঁয়ে দিলেন। সাথে সাথে মনে হলো যে, আমার পায়ে কোন ব্যথা ছিলোই না।^২

এটি সহীহ বোখারীর বর্ণনা। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, আবু রাফের ঘরে পাঁচজন সাহাবাই প্রবেশ করেছিলেন এবং সবাই হত্যার কাজে অংশ গ্রহণ করেন। যিনি আবু রাফের দেহে আঘাত করেছিলেন তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। এ বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাত্রিকালে আবু রাফেকে হত্যা করার পর আবদুল্লাহ ইবনে আতিকের গোড়ালির হাড় ভেঙে গিয়েছিলো। অন্য সাহাবারা তাঁকে তুলে নিয়ে এসে দুর্গের দেয়াল সংলগ্ন একটি জলাশয়ের কাছে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে ইহুদীরা আগন জ্বালালো এবং চারিদিক থেকে ছুটে এলো। অনেক খোঝাখুঁজি করেও কাউকে না পেয়ে তারা নিহত লোকটির কাছে ফিরে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম ফিরে আসার সময় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিককে ধরাধরি করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন।^৩

পঞ্চম হিজরীর জিলকদ অথবা জিলহজ্জ মাসে এই সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।^৪

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক ও কোরায়যার যুদ্ধের পর এবং যুদ্ধপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সেইসব গোত্র এবং

২. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৫৭

৩. ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ২৮৪, ২৮৫

৪. রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্দ, পৃ. ২২৩

লোকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন, যারা শাস্তি ও স্থিতিশীলতার পথে বাধা সৃষ্টি করছে : তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত শাস্তির আশা ছিলো সুদূর পরাহত ।

দুই) ছারিয়া মোহাম্মদ ইবনে মোসলামা

খন্দক ও কোরায়য়ার যুদ্ধের পর এটি ছিলো প্রথম সামরিক অভিযান । ত্রিশজন সাহাবার সমন্বয়ে গঠিত একটি দল এই অভিযানে অংশ নেন ।

নজদের অভ্যন্তরে বাকরাত এলাকার রিয়ায় এই সেনাদল প্রেরণ করা হয় । হিজরীর ১০ই মহররম এই সেনাদল প্রেরিত হয় । যারিয়া এবং মদীনার মধ্যে সাত রাতের দূরত্ব । লক্ষ্য ছিলো বনু বকর ইবনে কেলাব গোত্রের একটি শাখা । মুসলমানরা ধাওয়া করলে শক্তরা সকলেই পালিয়ে যায় । মুসলমানরা বকরিসহ বেশ কিছু চতুর্পদ জন্ম অধিকার করে এবং মহররমের একদিন বাকি থাকতেই মদীনায় এসে পৌছেন । এরা বনু হানিফা গোত্রের সর্দার ছামামা ইবনে আছাল হানাফীকেও গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন । ছামামা ভন্ড নবী মোসাইলামা কায়বাবের নির্দেশে ছন্দবেশ ধারণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলো ।^৫

কিন্তু মুসলমানরা ছামামাকে গ্রেফতার করে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাকে জিঞ্জসা করলেন, ছামামা, তোমার কাছে কি আছে? সে বললো, হে মোহাম্মদ, আমার কাছে আছে কল্যাণ । যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে এমন একজন লোককে হত্যা করবেন যার দেহে প্রচুর রক্ত আছে । যদি অনুগ্রহ করেন, তবে এমন একজন লোককেই অনুগ্রহ করবেন যে লোক অকৃতজ্ঞ নয় । যদি ধন-সম্পদ চান, তবে বলুন কি পরিমাণ প্রয়োজন । এসব কথা শোনার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সেই অবস্থাই ফেলে রাখলেন, দ্বিতীয়বার এসে তিনি একই প্রশ্ন করলেন এবং ছামামা একই জবাব দিলো । এরপর তৃতীয়বার এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই প্রশ্ন করলেন এবং সেই একই জবাব দিলো । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর নির্দেশ দিলেন যে, ছামামাকে মুক্ত করে দাও । তাকে মুক্ত করে দেয়া হলো । ছামামা তখন মসজিদে নববীর কাছে একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করে পরিত্ব হলো এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো । ইসলাম গ্রহণের পর সে বললো, আল্লাহর শপথ, সমগ্র পৃথিবীতে কোন মানুষের চেহারা আমার দৃষ্টিতে আপনার চেহারার চেয়ে অপ্রিয় ছিলো না । কিন্তু আজ কোন মানুষের চেহারা আপনার চেহারার চেয়ে প্রিয় নয় । আল্লাহর শপথ, বিশ্ব জগতে আপনার দ্বিনের চেয়ে অপ্রিয় দ্বিন আমার কাছে আর ছিলো না কিন্তু বর্তমানে আপনার দ্বিন আমার কাছে অন্য সকল দ্বিনের চেয়ে প্রিয় । আপনার সওয়ারো আমাকে এমতাবস্থায় গ্রেফতার করেছে যে, আমি ওমরাহ পালনের ইচ্ছা করছিলাম । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং পালনের নির্দেশ দিলেন । কোরায়শদের কাছে পৌছার পর তারা বললো, ছামামা, তুমি বেদ্বীন হয়ে গেছো । তিনি বললেন, না আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মুসলমান হয়েছি । শোনো, তোমাদের কাছে ইয়ামামার কোনো গম আসবে না যতক্ষণ না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি প্রদান করেন । ইয়ামামা হচ্ছে মক্কাবাসীদের কাছে ক্ষেত্রের মতো । হযরত ছামামা (রা.) দেশে পৌছে মক্কায় গম বর্ফতানী বন্ধ করে দিলেন । এতে কোরায়শরা ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেলো ; তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিকটাত্ত্বায়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে লিখলো যেন তিনি

ଛାମାମାକେ ମକ୍କାଯ ଗମ ରଫତାନିର ନିଷେଧାଙ୍ଗ ତୁଲେ ନେଯାର ଅନୁରୋଧ ଜାନାନ । ଦୟାଲ ନବୀ ହ୍ୟରତ ମୋହମ୍ମଦ ମୋସ୍ତଫା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଇ କରଲେନ । ୬

ତିନ) ଗୋଯତ୍ରାଯେ ବନୁ ଲେହଇୟାନ

ବନୁ ଲେହଇୟାନ ଗୋତ୍ରେ ଲୋକେରାଇ ରାଜିଞ୍ଜ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ଦଶଜନ ସାହାବାକେ ଧୌକା ଦିଯେ ନିଯେ ଆଟଜନକେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଇଜନକେ ମକ୍କାବାସୀଦେର ହାତେ ବିକ୍ରି ଛିଲେ । ସେଥାନେ ତାରା ସେଇ ଦୁଇଜନକେ ନିର୍ମଭାବେ ହତ୍ୟା କରେ । କିନ୍ତୁ ବନୁ ଲେହଇୟାନଦେର ଏଲାକା ଯେହେତୁ ମକ୍କାର କାହାକାହି, ଅଥଚ କୋରାଯଶ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ଚରମ ବିରୋଧ ଚଲିଛିଲେ । ତାଇ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଶକ୍ରଦେର ଅତୋ କାହାକାହି ଯାଓୟା ସମୀଚିନ ମନେ କରିଛିଲେନ ନା । ଇତିମଧ୍ୟେ କୋରାଯଶଦେର ବିଭିନ୍ନ ଦଲର ମଧ୍ୟେ ଫାଟିଲ ଧରେଛେ, ମୁସଲମାନଦେର ବିରୋଧିତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଦେର ସନ୍ଧିଷ୍ଠର ଜୋର ଅନେକଟା କମେ ଗେଛେ ଏବଂ ପରିଷ୍ଠିତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଓ ତାରା ମେନେ ନିଯେଛେ । ଏ କାରଣେ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମନେ କରଲେନ ଯେ, ବନୁ ଲେହଇୟାନର କାହି ଥିକେ ରାଜିଞ୍ଜ-ଏର ଶହୀଦଦେର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣେ ସମୟ ଏସେଛେ । ସଞ୍ଚ ହିଜରୀର ରବିଉଲ ଆଉୟାଲ ଅଥବା ଜମାଇଉଲ ଆଉୟାଲ ମାସେ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଦୁଇଶତ ସାହାବାସହ ବନୁ ଲେହଇୟାନ ଗୋତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ରଓୟାନ ହଲେନ । ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାୟ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉମ୍ମେ ମାକତୁମକେ ତାର ଶୁଲାଭିଷିକ୍ତ କରେନ । ଅନ୍ୟଦେର ବଲା ହଲୋ, ତିନି ସିରିଯା ଯାବେନ । ରସୂଳ ପ୍ରଥମେ ଉମାୟ ଏବଂ ଉସଫାନ ଶୁଲଦ୍ୟେର ମଧ୍ୟଥାନେ ଅବସ୍ଥିତ ବାତନେ ଗାରରାନ ନାମକ ଉପତ୍ୟକାଯ ପୌଛେନ । ସାହାବାଦେର ସେଥାନେଇ ହତ୍ୟା କରା ହ୍ୟ । ରସୂଳ ସେଥାନେ ସାହାବାଦେର ଜନ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ଦୋଯା କରେନ । ଏଦିକେ ବନୁ ଲେହଇୟାନ ଗୋତ୍ରେ ଲୋକେରା ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଆଗମନେର ଖବର ଶୁନେ ପାହାଡ଼ି ଏଲାକାଯ ପାଲିଯେ ଗେଲୋ । ତାଇ ତାଦେର କାଉକେଇ ଆଟକ କରା ସଭବ ହଲୋ ନା । ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଥାନେ ଦୁଇଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକାଯ ଖତ ଖତ ଦଲେ ବିଭକ୍ତ କରେ ସାହାବାଦେର ପ୍ରେରଣ କରେନ । କିନ୍ତୁ କାରୋ ହଦିସ ପାଓୟା ଯାଇନି । ପରେ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଉସଫାନ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ଗିଯେ ସେଥାନ ଥିକେ ଦଶଜନ ଘୋଡ଼ ସଂଘାର ସାହାବାକେ କୋରାଉଲ ଗାୟମି ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପ୍ରେରଣ କରେନ । କୋରାଯଶଦେର ତାର ଆଗମନ ସଂବାଦ ଜାନାତେଇ ତାଦେର ପ୍ରେରଣ କରା ହ୍ୟ । ମୋଟ ଚୌଦିନ ବାଇରେ ଅବସ୍ଥାନେର ପର ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଆସେନ ।

ଏ ଅଭିଯାନ ଥିକେ ଫିରେ ଏସେ ରସୂଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତରେ କଥେକଟି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଏଥାନେ ସେବର ସଂକ୍ଷେପେ ତୁଲେ ଧରା ହେବେ ।

ଚାର) ଛ୍ୟାରିଯା ଯୁଲ କେସ୍-ସା (୧)

ସଞ୍ଚ ହିଜରୀର ରବିଉଲ ଆଉୟାଲ ବା ରବିଉସ ସାନିତେ ମୋହମ୍ମଦ ଇବନେ ମୋସଲମାର ନେତୃତ୍ୱେ ଦଶଜନ ସାହାବାର ଏକଟି ସେନାଦଲ ଯୁଲ କେସ୍-ସା ନାମକ ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖେ ରଓୟାନ ହନ । ଏଇ ସ୍ଥାନ ବନୁ ଛାଲାବା ଗୋତ୍ରେ ବସନ୍ତ ଏଲାକାଯ ଅବସ୍ଥିତ । ଶକ୍ରଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲେ ଏକଶତ । ତାରା ପାଲିଯେ ଗିଯେ

আঘাগোপন করে। সাহাবায়ে কেরাম ঘুমিয়ে পড়লে শক্ররা আকশ্মিক হামলা করে তাদের নয় জনকে হত্যা করে। একমাত্র দল নেতা মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা বেঁচে যান। তিনি আহত অবস্থায় মদীনায় ফিরে আসেন।

(ছয়) ছারিয়্যা শুল কেস্সা (২)

মোহাম্মদ ইবনে মোসলমার (রা.) নেতৃত্বে প্রেরিত সেনাদলের শাহাদাতের পর ষষ্ঠি হিজরীর রবিউস সানিতে রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু ওবায়দা (রা.)-কে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে একদল সাহাবাকে যুল কেস্সায় প্রেরণ করেন। চল্লিশ জন সাহাবার এই সেনাদল পূর্বোক্ত নয় জন সাহাবার শাহাদাতের জায়গা অভিমুখে রওয়ানা হন। সারারাত পায়ে হেঁটে তাঁরা যুল কেস্সায় পৌছেন। সেখানে যাওয়ার পরই শক্রদের ঝুঁজতে শুরু করেন। বনু ছালাবা গোত্রের এই শক্র দল খুব দ্রুত পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যায়। মুসলমানরা কিছুতেই তাদের হন্দিস করতে পারেননি। শুধুমাত্র একজন লোককে ঘ্রেফতার করা সম্ভব হয়। সেও ইসলাম গ্রহণ করে। এ অভিযানে বেশ কিছু বকরিসহ পশুপাল মুসলমানদের অধিকারে আসে।

(সাত) ছারিয়্যা জামুম

এই সামরিক অভিযান হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর নেতৃত্বে ষষ্ঠি হিজরীর রবিউস সানিতে জামুম নামক এলাকায় প্রেরণ করা হয়। জামুম মাররাজ জাহরান বর্তমান ফাতেমা প্রাস্তরে বনু ছুলাইম গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম। হ্যরত যায়েদ (রা.) সেখানে পৌছার পর মুজাইনা গোত্রের হালিমা নামের এক মহিলাকে ঘ্রেফতার করেন। সেই মহিলা বনু ছুলাইমের একটি জায়গার নাম মোজাহেদদের জানিয়ে দেন। সেখান থেকে বকরিসহ বহু পশু এবং কয়েদী মুসলমানদের অধিকারে আসে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মেয়েটিকে মুক্ত করে বিয়ে দিয়ে দেন।

(আট) ছারিয়্যা গাইছ

এই অভিযানে সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১১৭। এই অভিযানও হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে ষষ্ঠি হিজরীর জমাদিউল উলায় এই একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। এতে কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার মালামাল মুসলমানদের হাতে আসে। সেই কাফেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা হ্যরত আবুল আসের নেতৃত্বে সফর করছিলো। আবুল আস তখনে ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাঁকে ঘ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তিনি দ্রুত পলায়ন করে মদীনা এসে স্ত্রী হ্যরত যয়নবের (রা.) কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর নিজ স্ত্রীকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁর আবাবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে অধিকৃত কাফেলার মালামালগুলো ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। হ্যরত যয়নব (রা.) আবাবাকে স্বামীর অনুরোধের কথা জানান। হ্যরত যয়নব (রা.)-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মালামাল ফেরত দেয়ার ইঙ্গিত করেন। কোন চাপ সৃষ্টি করেননি। সাহাবায়ে কেরাম সব ধন-সম্পদ ফেরত দেন। এসব মালামালসহ আবুল আস মক্কায় চলে যান এবং কোরায়শদের সব মালামাল তাদের বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিপূর্বেকার বিবাহ অনুযায়ী হ্যরত যয়নবকে (রা.) হ্যরত আবুল আসের হাতে তুলে দেন।^৭

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা-জামাতার বিবাহ নবায়ন করাননি যেহেতু তখনে মুসলমান মহিলাদের জন্যে কাফের স্বামীর সাথে বসবাস করা হারাম হওয়ার আয়ত

⁷. ছুনানে আবু দাউদ, দ্রষ্টব্য

নাযিল হয়নি। তবে একটি হাদীসে আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত যয়নব ও আবুল আস-এর বিবাহ নতুন করে দিয়েছিলেন। এই হাদীসটি অর্থ ও ছন্দের দিক থেকে সঠিক নয়।^৮ উভয় দিক থেকেই দুর্বল। যারা এই যয়ীফ হাদীসের বরাত দেন, তারা আশৰ্য্য রকমের বিপরীতধর্মী কথা বলেন। তারা বলেন যে, আবুল আস অষ্টম হিজরীর শেষদিকে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা এও উল্লেখ করেন যে, অষ্টম হিজরীর প্রথমদিকে হ্যরত যয়নব (রা.) ইন্তেকাল করেন। অথচ বিপরীতধর্মী এ দু'টি বঙ্গব্য মেনে নেয়া যায় না। কারণ, এরপ অবস্থায় আবুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ এবং হ্যজরত করে মদীনায় পৌছার সময় হ্যরত যয়নব তো (রা.) জীবিতই ছিলেন না। এমতাবস্থায় পূর্বতন বিয়ে বা নতুন বিবাহের মাধ্যমে কিভাবে তাঁকে আবুল আস-এর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো?

প্রথ্যাত লেখক হ্যরত মুসা ইবনে ওকবা (রা.) উল্লেখ করেছেন যে, এই ঘটনা সপ্তম হিজরীতে আবুল বাছির এবং তার বন্ধুদের হাতে ঘটেছিলো। কিন্তু এ তথ্য সহীহ বা যদ্বিক কোন হাদীস অনুযায়ীই নির্ভুল নয়।

নয়) ছারিয়্যা তরফ বা তরক

এই অভিযান হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে জমাদিউস সানিতে তরফ বা তরক এলাকায় পাঠানো হয়। এটি বনু ছালাবা এলাকায় অবস্থিত। হ্যরত যায়েদ (রা.)-এর সাথে পনের জন সাহাৰা ছিলেন। বেদুইনৱা খবর পেয়েই পালিয়ে যায়। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন। হ্যরত যায়েদ (রা.) চারটি উট অধিকার করেন এবং চারদিন পর মদীনায় ফিরে আসেন।

দশ) ছারিয়্যা ওয়াদিউল কোরা

এ অভিযানে সৈন্যসংখ্যা ছিলো বারো। এরও নেতা ছিলেন হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)। ষষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে তিনি ওয়াদিউল কোরা অভিমুখে রওয়ানা হন। শক্রদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখাই ছিলো উদ্দেশ্য। কিন্তু ওয়াদিউল কোরার অধিবাসীরা তাঁদের ওপর হামলা করে। এতে নয়জন সাহাৰা শহীদ হন। হ্যরত যায়েদসহ তিনজন সাহাৰা বেঁচে যান।^৯

এগার) ছারিয়্যা খাবাত

অষ্টম হিজরীর রবৰ মাসে এটি পরিচালিত হয়। তবে ঘটনা প্রবাহে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে তা পরিচালিত হয়েছিলো। হ্যরত জাবের (রা.) বলেন, হ্যরত আবু ওবায়দা ইবনে জারাহর নেতৃত্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনশত সওয়ারীকে প্রেরণ করেন। কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্কানই ছিলো এর উদ্দেশ্য। এ অভিযানের সময় আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলাম। এমনকি গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়েছি। এ কারণে এ অভিযানের নামকরণ হয়েছে খাবাত। গাছ থেকে পেড়ে নেয়া পাতাকে বলা হয় খাবাত। এরপর চৰম ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনটি করে পর্যায়ক্রমে নয়টি উট যবাই করা হয়। আবু ওবায়দা (রা.) এরপর আর কোন উট যবাই করতে দেননি। পরে সমুদ্র থেকে আম্বৰ নামক একটি মাছ নদীর কিনারায় এসে ধরা দেয়। সেই মাছ থেকে আমরা পনের দিন যাবত আহার এবং এর তেল ব্যবহার করেছি।

৮. তোহফাতুল আহওয়াজি, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯৫, ১৯৬

৯. রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৬, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, প. ১২০, ১২১, ১২২ এবং তালিকাত্ত

ফুহমি আললিল অঞ্চল-এর হাশিয়া, ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য

এতে আমাদের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। হ্যারত আবু ওবায়দা (রা.) সেই বিশাল মাছের পিঠের একটা কাঁটা তুলে নেন। সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা এবং উটের মধ্যে সবচেয়ে উচু উট একপাশে নেয়া হয়। এরপর লম্বা লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে কাঁটার নিচু দিয়ে যেতে বলা হয়। উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সেই লোক অনায়াসে কাঁটার নিচু দিয়ে পেরিয়ে যায়। আমরা সেই মাছের কিছু অংশ রেখে দিয়েছিলাম। মদীনায় পৌছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর রেখেক। এই রেখেক তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন। এই মাছের অংশ যদি তোমাদের কাছে থাকে তবে আমাকেও খাওয়াও। আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসায় কিছু মাছ পাঠিয়ে দিলাম। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখানেই সমাপ্ত।^{১০}

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘটনাপ্রবাহে বোৰা যায়, এটি হোদায়বিয়ার সন্ধির আগের ঘটনা। কারণ, এই সন্ধির পরে মুসলমানরা কোরায়শদের কোন বাণিজ্য কাফেলা অধিকারের চেষ্টা করেনি।

গোয়ওয়া বনি চুক্তাল্লেক

এ অভিযান সামরিক দৃষ্টিতে বড় কিন্তু ছিলো না। তবে এ অভিযানের প্রাক্কালে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার কারণে ইসলামী সমাজে অস্থিরতা এবং হৈ চৈ পড়ে যায়। এ কারণে একদিকে মোনাফেকদের স্বরূপ উন্নোচিত হয়েছে অন্যদিকে এমন কিছু আইন-কানুন নাযিল হয়েছে যেসব কারণে ইসলামী সমাজ মর্যাদার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র লাভ করে। ইসলামী সমাজ একটি বিশেষ ক্লপরেখা ও অবয়ব অর্জন করে। প্রথমে আমরা গোয়ওয়া বা সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করবো পরে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করবো।

সীরাত রচয়িতাদের বিবরণ অনুযায়ী পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়।^১ ঘটনাক্রমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেন যে, বনু

১০. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৫, ৬২৬, সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড. পৃ.; ১৪৫, ১৪৬

১. যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সামরিক অভিযান থেকে ফেরার পথেই 'ইফ্কের' ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ হ্যারত আয়েশা (রা.)-এর নামে যথিথ্য অপবাদ দেয়া হয়েছিলো। হ্যারত যমনব (রা.)-এর সাথে আল্লাহর রসূলের বিয়ে এবং মুসলিম মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটেছিলো। হ্যারত যমনব (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিলো পঞ্চম হিজরীর শেষদিকে অর্ধাং জিলকদ বা জিলহজ্জ মাসে। একথা সর্বসম্মত যে, এ সামরিক অভিযান শাবান মাসে পরিচালিত হয়েছিলো। কাজেই পঞ্চম হিজরীর শাবান নয় বরং ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস হতে পারে। পক্ষান্তরে যারা এ সামরিক অভিযানের সময়কাল পঞ্চম হিজরীর শাবান মাস বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের যুক্তি এই যে, 'ইফক' বিষয়ক হাদীসে এই ঘটনার বিবরণীতে হ্যারত সাদ ইবনে মায় এবং হ্যারত সাদ ইবনে ওবাদার (রা.) মধ্যে উত্তপ্ত কথাকাটাকাটির উল্লেখ রয়েছে। জানা যায়, হ্যারত সাদ ইবনে মায় (রা.) পঞ্চম হিজরীর শেষদিকে বনু কোরায়ার সামরিক অভিযানের পরে ইস্তেকাল করেন। এ কারণে 'ইফ্কের' ঘটনার সময় তাঁর উপস্থিতি থাকার যুক্তি এই যে, এ ঘটনা এ সামরিক অভিযান ষষ্ঠ হিজরীতে নয় বরং পঞ্চম হিজরীতে পরিচালিত হয়েছিলো।

প্রথম পক্ষ এর জবাবে বলেছেন যে, ইফ্কের হাদীসে হ্যারত সাদ ইবনে মায় এর উল্লেখ রাখীর অর্থাৎ বর্ণনাকারীর ভুল। কেননা এ হাদীসই হ্যারত আয়েশা (রা.) থেকে ইবনে ওতবা বর্ণনা করেছেন। সনদ হচ্ছে হ্যারত আয়েশা (রা.) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা থেকে যুহুরী। এতে সাদ ইবনে মায়-এর পরিবর্তে উচ্চাইদ ইবনে খুয়াইর-এর উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবু মোহাম্মদ ইবনে হায়ম বলেন, নিঃসন্দেহে এটিই সহীহ, সাদ ইবনে মায়-এর উল্লেখ কঠনাপ্রস্তুত। (মুষ্টব্য যাদুল মায়দ, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৫)

ମୋସତାଲିକ ଏଇ ସରଦାର ହାରେସ ବିନ ଆବି ଯାରାର ନିଜ ଗୋତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରବ ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ନିଯେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଙ୍ଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଆସଛେ । ଏ ଖବରେର ସତ୍ୟତା ଯାଚାଇଯେର ଜନ୍ୟେ ହସରତ ବୁରାଇଦା ଇବନେ ହଚାଇବ ଆସଲାମି (ରା.)-କେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ତିନି ଗିଯେ ହାରେଛ ଇବନେ ଆବି ଯେରାରେର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରେନ । ଫିରେ ଆସାର ପର ତିନି ରସୂଲ ସାଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାଲାମକେ ସବକିଛୁ ଅବହିତ କରେନ ।

ରସୂଲ ସବ କିଛୁ ଜେନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ପର ସାହାବାୟେ କେରାମକେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେନ । ଅବିଲଷେ ଏ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଲିତ ହୁଏ । ଶାବାନ ମାସେର ଦୁଇ ତାରିଖେ ସାହାବାରା ରଓୟାନା ହନ । ଏ ଅଭିଯାନେ ରସୂଲ ସାଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାଲାମେର ସାଥେ କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୋନାଫେକେ ଛିଲୋ, ଯାରା ଏଇ ଆଗେ ଅନ୍ୟ କୋନ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେନି । ମଦ୍ଦିନାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାର ଦାୟିତ୍ୱ ରସୂଲ ହସରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ହାରେଛା ମତାତ୍ତରେ ହସରତ ଆବୁ ସର ମତାତ୍ତରେ ନୁମାଇଲ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଲାଇଛି (ରା.)-କେ ଅର୍ପଣ କରେନ । ହାରେଛ ଇବନେ ଆବି ଯେରାର ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀରା ରସୂଲ ସାଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାଲାମେର ରଓୟାନା ହୋଇଥାଏ ଖବର ପେଯେ ଭୀଷଣ ଭୟ ପେଯେ ଗେଲୋ । ତାରା ଏ ଖବରଓ ପେଯେଛିଲୋ ଯେ, ତାଦେର ପ୍ରେରିତ ଗୁଡ଼ଚରକେ ହତ୍ୟା କରା ହେବେ । ହାରେଛେର ସଙ୍ଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଛତ୍ରଭ୍ରମ ହେବେ ଗେଲୋ । ରସୂଲୁଲ୍‌ଲାହ ସାଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାଲାମ ମୋରିସିଞ୍ଚ ଜଳାଶ୍ୟେର² ସାମନେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଲେ ବନୁ ମୁସ୍ତାଲିକ ଗୋତ୍ର ଯୁଦ୍ଧେର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ରସୂଲ ସାଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାଲାମ ଏବଂ ସାହାବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ।

ସମ୍ପଦ ଇଲାମୀ ସୈନ୍ୟେର ଅଧିନାୟକ ଛିଲେନ ହସରତ ଆବୁ ବକର ସିଦିକ (ରା.) । ଆନ୍ସାରଦେର ପତାକା ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦାର (ରା.) ହାତେ ଦେଯା ହୁଏ । କିଛୁକ୍ଷଣ ଯାବତ ତୀର ବିନିମ୍ୟ ହୁଏ । ଏରପର ରସୂଲ ସାଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାଲାମେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ସାହାବାୟେ କେରାମ ଏକଯୋଗେ ହାମଲା କରେ ଜୟଲାଭ କରେନ । ପୌତ୍ରଲିକଦେର କିଛୁକ୍ଷଣ୍ୟକ ନିହତ ହୁଏ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଦେର ବନ୍ଦୀ କରା ହୁଏ । ବକରିସହ ପଶ୍ଚପାଲ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ଅଧିକାରେ ଆସେ । ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଜନ ନିହତ ହୁଏ । ତାଓ ଏକଜନ ଆନ୍ସାର ତାକେ ଭୁଲେ ଶକ୍ରପକ୍ଷେର ଲୋକ ମନେ କରେ ଆଘାତ କରେଛିଲେନ ।

ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ ସୀରାତ ରଚିଯିତାରା ଟ୍ରୁକୁଇ ଲିଖେଛେ । ଆଲାମା ଇବନେ କାଇୟେମ ଏସବ ବିବରଣ କଲ୍ପନାପ୍ରସ୍ତୁତ ବଲେ ବାତିଲ କରେ ଦିଯେଛେନ । ତିନି ଲିଖେଛେ, ଏ ଅଭିଯାନେ ଲଡ଼ାଇ ହୟନି ବରଂ ଶକ୍ରଦେର ଓପର ହାମଲା କରେ ନାରୀ ଶିଶୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚପାଲ ଅଧିକାର କରା ହୁଏ । ସହିହ ବୋଖାରୀତେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ରସୂଲୁଲ୍‌ଲାହ ସାଲାମାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାଲାମ ବନୁ ମୁସ୍ତାଲିକେର ଓପର ଯଥନ ହାମଲା କରେନ, ସେଇ ସମୟ ତାରା ଗାଫେଲ ଛିଲୋ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଧରନେର ହାମଲାର ଜନ୍ୟେ ତାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛିଲୋ ନା । ହାଦୀସ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।³

ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷେର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଜୋରାଲୋ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ମେ କାରଣେ ପ୍ରଥମେ ଆମିଓ ତାର ସାଥେ ଏକମତ ହୟେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ ତିଥି କରଲେ ବୋଧା ଯାଯ ଯେ, ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ମୂଳକଥା ହଛେ, ଆଲାଇହି ରସୂଲେର ସାଥେ ହସରତ ଯମନବେର (ରା.) ବିଯେ ପଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଶେଷଦିନକେ ହୟେଛିଲୋ । ଇନ୍ଦ୍ରିତଧରୀ କିଛୁ କଥା ଛାଡ଼ା ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ସୁମ୍ପଟ କୋନ ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଯାଯ ନା । ଅର୍ଥକୁ ଉତ୍କୁକେର ସଟନାଯ ଏବଂ ପରେ ହସରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମା'ୟ-ଏର (ଇତ୍ତେକାଳ ପଞ୍ଚମ ହିଜରୀ) ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକାର ସଟନା ବିଭିନ୍ନ ସହିହ ବର୍ଣନା ଥେବେ ପ୍ରମାଣିତ ଥାକାର ସଟନା ବିଭିନ୍ନ ସହିହ ବର୍ଣନା ଥେବେ ପ୍ରମାଣିତ । ମେସବ ବର୍ଣନାକେ କଲନାପ୍ରସ୍ତୁତ ବଲେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରା ମୁଶକିଲ । କାଜେଇ ଏଟାଇ ସତ୍ୟ ଯେ, ହସରତ ଯମନବେର (ରା.) ବିଯେ ଚତୁର୍ଥ ହିଜରୀର ଶେଷ ବା ପଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ପ୍ରଥମଦିନକେ ହୟେଛିଲୋ । ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ମେକଥାଇ ବଲା ହୟେଛେ । ଉତ୍କୁକେର ସଟନା ଏବଂ ବନୁ ମୁସ୍ତାଲିକେର ସାମାରିକ ଅଭିଯାନ ପଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଶାବାନ ମାସେ ପରିଚାଲିତ ହୟେଛିଲୋ ।

- ମୋରିସିଞ୍ଚ କାନ୍ଦିନ ଏଲାକାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳେ ବନୀ ମୁସ୍ତାଲିକ ଗୋତ୍ରେର ଏକଟି ଜଳାଶ୍ୟେର ନାମ । ଦେଖୁନ ସହିହ ବୋଖାରୀର କିତାବୁଲ ଆତାକ ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୩୪୫, ଫତହଲ ବାରୀ, ୭ମ ଖଣ୍ଡ ପୃ. ୪୩୧
- ସହିହ ବୋଖାରୀ, କିତାବୁଲ ଆତାକ ୧ମ ଖଣ୍ଡ ୧ମ କନ୍ଡ, ପୃ. ୩୪୫, ଫତହଲ ବାରୀ, ସମ୍ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪୩୧

ବନ୍ଦିଦେର ମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଜୁୟାଇରିଆହୋ (ରା.) ଛିଲେନ । ଇନି ବନି ମୁସ୍ତାଲେକ ଗୋତ୍ରେର ସର୍ଦାର ହାରେସ ଇବନେ ଆବି ଯେରାରେର କନ୍ୟା ଛିଲେନ । ତିନି ଛାବେତ ଇବନେ କମେସେର ମାଲିକାନାଦୀନ ଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଛାବେତ ଜୁୟାଇରିଆହକେ ମାକାତେର କରେ ନେନ ।^୪ ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନିର୍ଧାରିତ ଅର୍ଥେର ବିନିମୟେ ତାକେ ମୁକ୍ତ କରେ ବିଯେ କରେନ । ଏଇ ବିଯେର କାରଣେ ମୁସଲମାନରା ବନୁ ମୁସ୍ତାଲେକ ଗୋତ୍ରେର ଏକଶତ ପରିବାରକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଦେନ । ଏବା ସବାଇ ଇସଲାମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଯେଛିଲେନ । ରସ୍ତ୍ରମୁଖୀହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶ୍ଵଶୁରକୂଳେର ଲୋକ ହିସାବେ ତାଦେର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରା ହୟ ।^୫

ଏହି ହଚ୍ଛେ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମୟେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟନା ଉଲ୍ଲେଖ କରା ପ୍ରୟୋଜନ । ସେଇ ଘଟନାବଳୀର ମଧ୍ୟେ ବିଶେଷଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଉଫୁକେର ଘଟନା । ଏହି ଘଟନାର ଜନ୍ୟେ ମୋନାଫେକ ନେତା ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ ଦାୟୀ । ଏହି ମୋନାଫେକ ଏବଂ ତାର ବଙ୍କୁ-ବାନ୍ଧବରା ଏହି ଘଟନା ରଟିଯେଛିଲୋ । କାଜେଇ ପ୍ରଥମେ ଇସଲାମୀ ସମାଜେ ତାଦେର ନ୍ୟକାରଜନକ ଭୂମିକାର ଓପର ସଂକ୍ଷେପେ ଆଲୋକପାତ କରେ ପରେ ଘଟନାର ବିବରଣ ବିତ୍ତାରିତଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହବେ ।

ବନି ମୁସ୍ତାଲେକେର ଯୁଦ୍ଧର ଆଗେ

ମୋନାଫେକଦେର ଭୂମିକା

ଇତିପୂର୍ବେ ଏକାଧିକବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଯେ ଯେ, ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇଯେର ଇସଲାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରତି ସାଧାରଣଭାବେ ଏବଂ ରସ୍ତ୍ରମୁଖୀହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରତି ବିଶେଷଭାବେ ଶକ୍ତତା ଛିଲୋ । ଆଓସ ଓ ଖାୟରାଜ ଗୋତ୍ର ତାର ନେତୃତ୍ବେର ପ୍ରତି ଆଶ୍ରମିଲ ହେୟ ଏକ୍ୟବନ୍ଦ ହେଯେଛିଲୋ । ତାର ଅଭିଷେକେରେ ଆୟୋଜନ କରା ହେଯେଛିଲୋ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇଯେର ମାଥାଯା ପରାନୋର ଜନ୍ୟେ ମୁୟ-ଏର ମୁକୁଟ ତୈରି କରା ହେଚିଲୋ । ଏମନି ସମୟେ ରସ୍ତ୍ରମୁଖୀହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବିପ୍ଳବୀ ଆଲୋର ଆଭା ନିଯେ ମଦୀନାଯ ଆଗମନ କରେନ । ଏର ଫଳେ ମଦୀନାର ସର୍ବତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣେର ଦୃଷ୍ଟି ଆବଦୁଲ୍ଲାହର ଓପର ଥେକେ ସରେ ଯାଯ । ଏହି ଲୋକଟି ଅତପର ଭାବତେ ଶୁରୁ କରେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ରଇ ତାର ବାଦଶାହୀ କେଡ଼େ ନିଯୋଜନେ ।

ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ-ଏର ଜିଜାଂସା ଓ କ୍ରୋଧେର ପ୍ରକାଶ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ହିଜରତେର ଶୁରୁତେଇ ଘଟେଛିଲୋ । ସେ ତଥନେ ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ବାହିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରଲେଓ ତାର ମନୋଭାବେ କୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେନି । ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ବାହିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶେର ଆଗେ ଏକଦିନ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଗାଧାର ପିଠେ ସତ୍ୟାର ହେୟ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଉବାଇ ବେଦାର ସେବାର ଜନ୍ୟେ ଯାଚିଲେନ ।

ପଥେ ଏକ ଜନସମାବେଶେର କାହେ ଦିଯେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯାଚିଲେନ । ସେଇ ସମାବେଶେ ଭବିଷ୍ୟତେ ମୋନାଫେକ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇଓ ଛିଲୋ । ସେ ଚାଦରେ ନିଜେର ନାକ ଢକେ ବଲଲୋ, ଆମାଦେର ଉପର ଧୁଲୋ ଉଡ଼ିଓ ନା । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସମାବେଶେର ଲୋକଦେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ପାକ କାଳାମ ତେଲାଓୟାତ କରିଛିଲେନ । ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ ବଲଲୋ, ଆପଣି ନିଜେର ଘରେ ବସେ ଥାକୁନ, ଆମାଦେର ମଜଲିସେ ଏସେ ବିରକ୍ତ କରିବେନ ନା ।^୬

୪. 'ମାକାତେର' ସେଇ କ୍ରୀତଦାସ ବା ଦାସୀକେ ବଲା ହୟ, ଯାରା ମାଲିକେର ସାଥେ ଏ ମର୍ମେ ଚତୁର୍ବନ୍ଦ ହୟ ଯେ, ନିର୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରେ ମୁକ୍ତି ଆର୍ଜନ କରବେ ।

୫. ଯାଦୁ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ. ପୃ. ୧୧୨, ୧୧୩, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ., ପୃଷ୍ଠା. ୨୮୯, ୨୯୦, ୨୯୪, ୨୯୫

୬. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ. ପୃ. ୫୮୪, ୫୮୭ ସହିହ ବୋଖାରୀ ୨ୟ ଖତ. ପୃ. ୯୨୪, ସହିହ ମୁସଲିମ, ୨ୟ ଖତ. ପୃ. ୧୦୯

এটা হচ্ছে ইসলামের প্রতি তার বাহ্যিক আনুগত্যের আগের কথা। বদরের যুদ্ধের পর বাতাসের গতিবেগ লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরও এই ঘৃণীত লোকটি ছিলো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর প্রিয় রসূল এবং মুসলমানদের শক্তি। ইসলামী সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ইসলামের আওয়ায় দুর্বল করার কাজে সে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। সে পর্যায়ক্রমে ইসলামবিরোধী কাজ চালিয়ে যায়। ইসলামের শক্তিদের সাথে তার নির্ভেজাল ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। বনু কায়নুকা গোত্রের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে নাক গলিয়েছিলো। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। একইভাবে এই দুর্বল ওহন্দের যুদ্ধেও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা, হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রাপ্তিপদ্ধতি চেষ্টা করেছিলো। এ সম্পর্কেও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই মোনাফেক ইসলাম গ্রহণের পর প্রতি শুক্রবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোতবা দেয়ার আগে মসজিদে নববীতে উঠে দাঁড়িয়ে বলতো, হে লোক সকল, তিনি তোমাদের মাঝে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছেন। কাজেই তাঁকে সাহায্য করো, তাঁর হাতকে শক্তিশালী করো, তাঁর কথা শোনো এবং মানো। এসব কথা বাবে সে বসে পড়তো। এরপর তার বেহায়াপনা এবং হঠকারিতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিলো যে, ওহন্দের যুদ্ধের পর প্রথম জুমার সময়েও সে একই রকম কথা বলতে শুরু করলো। অথচ ওহন্দের যুদ্ধে তার ইসলাম বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই ছিলেন অবহিত। এবার কথা বলার সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে মুসলমানরা তার কাপড় টেনে ধরে বললেন, হে আল্লাহর দুশ্মন বসে যাও। তুমি যে কাজ করেছ এরপর তোমার মুখে এ ধরনের কথা শোভা পায় না। এ ধরনের প্রতিকূলতার মুখে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে উদ্ভুতভাবে বাইরে বেরিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলছিলো, আমি ওদের সহযোগিতার জন্যে দাঁড়ালাম, মনে হয় যেন অপরাধ করে ফেলেছি। আমি কি কোন দোষের কথা বলেছি? দরজায় একজন আনসারের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, তোমার ধৰ্স হোক, ফিরে চলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবেন। সে বললো, খোদর কসম, আমি চাই না যে তিনি আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন।^৭

এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বনু নাফির গোত্রের সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন ঘৃণ্যন্ত করতে থাকে।

একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার বন্ধুরা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তাদেরকে প্রভাবিত করার নানারকম ঘড়্যন্ত করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহ্যাবে এ সম্পর্কে বলেন, ‘এবং ওদের এক দল বলেছিলো, হে ইয়াসরেববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চলো এবং ওদের একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিলো, আমাদের বাড়ীগুলি অরাক্ষিত অথচ সেগুলো অরাক্ষিত ছিলো না। আসলে পলায়ন করাই ছিলো ওদের উদ্দেশ্য। যদি শক্ররা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে ওদের বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করতো, ওরা অবশ্যই তাই করে বসতো। ওরা এতে কালবিলস্ব করত না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না, যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। বল, কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা

করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের ক্ষতি করবে? ওরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সঙ্গে এসো। ওরা অল্লাই যুদ্ধে অংশ নেয়, (নিলেও তা নেয়) তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুভয়ে মৃর্ছাত্তুর ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায়, তখন ওরা ধনের লালসায় তোমাদের তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। ওরা ঈমান আনেনি, এ জন্যে আল্লাহ ওদের কার্যাবলী নিষ্পত্ত করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ। ওরা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী পুনরায় এসে পড়ে, তখন ওরা কামনা করবে যে, ভালো হতো যদি ওরা যায়াবর মরণবাসীদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। ওরা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও ওরা অল্লাই যুদ্ধ করতো।' (সূরা আহ্যাব, আয়াত ১৩-২০)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে মোনাফেকদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, মানসিক অবস্থা, স্বার্থপরতা মোটকথা সুযোগ সন্দানী চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

এসব কিছু সত্ত্বেও ইহুদী, মোনাফেক এবং পৌত্রিক অর্থাৎ ইসলামের সকল শক্রুরা একথা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো যে, ইসলামের বিজয়ের কারণ বস্তুগত শক্তি এবং অন্তর্শস্ত্রের আধিক্য নয়। এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য এবং চারিত্রিক মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। এর দ্বারা সমগ্র ইসলামী সমাজ এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সকল মানুষই সাফল্য লাভ করে। ইসলামের এসব শক্র একথাও জানতো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বই এ সকল সাফল্যের উৎস, যাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তুলনাবিহীন আদর্শ।

ইসলামের এ সকল শক্র পাঁচ বছর যাবত চেষ্টা করার পর বুঝেছিলো যে, এই দ্বিনের অনুসারীদের অন্ত্রে দ্বারা নাস্তানাবুদ করা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা সম্ভবত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলো যে, চারিত্রিক ক্ষেত্রে কলক্ষ আরোপের মাধ্যমে এই দ্বিনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালানো যাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা আল্লাহর রসূলকেই বেছে নিয়েছিলো। মোনাফেকরা যেহেতু মুসলমানদের মধ্যেই থাকতো এবং মদীনায় বসবাস করতো, তাই মুসলমানদের সাথে অন্যায়সে মেলামেশার সুযোগ পেতো। এ কারণে মুসলমানদের অনুভূতিতে তারা সহজেই আঘাত দিতে সক্ষম ছিলো। সুতরাং এ প্রোপাগান্ডার দায়িত্ব মোনাফেকরা নিজেদের ওপরেই নিয়েছিলো। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ প্রোপাগান্ডার দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলো।

এ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র একবার সেই সময় প্রকাশ পেয়েছিলো, যখন হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) হ্যরত যয়নবকে (রা.) তালাক দিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আরবের নিয়ম ছিলো যে, পালক পুত্রকে তারা নিজ সন্তানের মতোই মনে করতো এবং তার স্ত্রীকে ও আপন পুত্র বধূর মতোই হারাম মনে করতো। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত যয়নব (রা.)-কে বিবাহ করার পর মোনাফেকরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত হয়। এতে তারা অপপ্রচারের দুটি মৌক্ষম বিষয় খুঁজে পায়।

প্রথমত হ্যরত যয়নব (রা.) ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঞ্চম স্ত্রী। অর্থচ পবিত্র কোরআনে একজন মুসলমানের জন্যে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিলো না। কাজেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিবাহ কিভাবে বৈধ হতে পারে?

দ্বিতীয়ত হ্যরত যয়নব (রা.) ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র হ্যরত যায়েদ (রা.)-এর স্ত্রী। এ কারণে আরবদের রীতি অনুযায়ী পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা ছিলো গুরুতর অপরাধ এবং মহাপাপ। অপপ্রচারকারীরা এক্ষেত্রে অনেক প্রোপাগান্ডা চালালো

ଏବଂ ନାନାରକମ କଥା ଓ ରଟାଲୋ । ତାରା ଏମନ୍ତ ବଲାବଲି କରଛିଲୋ ଯେ, ମୋହାମ୍ମଦ ଯଯନବକେ ହଠାତ୍ ଦେଖେଛିଲେନ ଏବଂ ତାର ଜ୍ଞାପ୍ନୋଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ ଏତୋଇ ମୁକ୍କ ହେଯେଛିଲେନ ଯେ, ତଥନି ଯଯନବକେ ତାଲୋବେସେ ଫେଲେନ । ତାର ପାଲକପୁତ୍ର ଯାଯେଦ ଏକଥା ଜାନାର ପର ଯଯନବେର ପଥ ମୋହାମ୍ମଦେର ଜନ୍ୟ ପରିଷକାର କରେ ଦେନ ।

ମୋନାଫେକରା ଏ କାହିଁନି ଏମନଭାବେ ପ୍ରଚାର କରେଛିଲୋ ଯେ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ତଥିଲେ ଅବ୍ୟାହତ ରଯେଛେ । ସରଲ ସହଜ ମୁସଲମାନଦେର ମନେ ଏ ପ୍ରଚାରଣା ଏତୋ ପ୍ରଭାବ ବିନ୍ଦୁ କରେଛିଲୋ ଯେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେନ । ତାତେ ଏତଦ ବିଷୟେର ସମୁଚ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେଯା ହେଁ । ବିଷୟାଟିର ଗୁରୁତ୍ବ ଏଟା ଥେକେଇ ବୋବା ଯାଯ ଯେ, ସୂରା ଆହ୍ୟାବେର ଶୁରୁତେଇ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ଏ ବିଷୟେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ବଲେନ, ‘ହେ ନବୀ, ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରୋ ଏବଂ କାଫେର ଓ ମୋନାଫେକଦେର ଆନୁଗତ୍ୟ କରବେ ନା । ଆଲ୍ଲାହତୋ ସର୍ବଜ୍ଞ, ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ ।’ (ସୂରା ଆହ୍ୟାବ, ଆୟାତ ୧)

ମୋନାଫେକଦେର କର୍ମତ୍ୟପରତାର ପ୍ରତି ଏଥାନେ ଇନ୍ଦିତ କରେ ତାଦେର ରନ୍ଧରେଥା ସଂକ୍ଷେପେ ତୁଲେ ଧରା ହେଁବେ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ମୋନାଫେକଦେର ଏସବ କର୍ମତ୍ୟପରତା ଧୈର୍ୟ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ନ୍ତର୍ତାର ସାଥେ ସହ୍ୟ କରେଛିଲେନ । ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନରାଓ ମୋନାଫେକଦେର କର୍ମତ୍ୟପରତା ଥେକେ ଆୟାରଙ୍ଗା କରେ ଧୈର୍ୟରେ ସାଥେ ଦିନ କାଟାଇଲେନ । କେନନା ତାରା ଜାନନେନ ଯେ, ମୋନାଫେକଦେର ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ନାନାଭାବେ ଅପମାନିତ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ କରବେନ । ଯେମନ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ଓରା କି ଦେଖେ ନା ଯେ, ପ୍ରତି ବଚର ଦୁଇ ଏକବାବ ବିପର୍ଯ୍ୟ ହେଁ ଏରପରା ଓରା ତାଓବା ଏବଂ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା । (ସୂରା ତାଓବା, ଆୟାତ ୧୨୬)

ବନ୍ଦ ମୋନାଫେକଦେର ଗୋଯ ଓ ଯାଇ

ମୋନାଫେକଦେର କର୍ମକାଣ୍ଡ

ବନ୍ଦ ମୋନାଫେକଦେର ସାମରିକ ଅଭିଯାନେର ସମୟ ମୋନାଫେକରାଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେଛିଲୋ । ଏ ଅଭିଯାନେର ସମୟ ତାରା ଯା କରେଛିଲୋ, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ପାକ କାଳାମେ ତାର ପରିଚୟ ତୁଲେ ଧରେଛେ, ‘ଓରା ତୋମାଦେର ସାଥେ ବେର ହଲେ ତୋମାଦେର ବିଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରତୋ ଏବଂ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଫେତନା ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଛୁଟୁଛୁଟି କରତୋ ।’ (ସୂରା ତାଓବା, ଆୟାତ ୪୭)

ଏହି ଅଭିଯାନେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରକ୍ତକୁ ମନେର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକାଶେର ଜନ୍ୟ ତାଦେର ଦୁଟି ସୁଯୋଗ ଏସେଛିଲୋ । ତାରା ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତିରତା ଓ ବିଶ୍ଵାଳା ସୃଷ୍ଟି କରେଛିଲୋ ଏବଂ ରସୂଲ ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ବିରକ୍ତକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରଚାର ଚାଲିଯେଛିଲୋ । ଘଟନା ଦୁଟିର ମୋଟାମୁଟି ବିବରଣ ଏହି—

ଏକ) ନିକୁଟିତମ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ବହିକାରେର କଥା

ରସୂଲଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବନ୍ଦ ମୋନାଫେକଦେର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଶେମେ ମୋରିସିନ୍ ଜଲାଶ୍ୟେର ପାଶେ ଅବସ୍ଥାନ କରେଛିଲେନ । ଏମନ ସମୟ କିଛି ଲୋକ ମେହି ଜଲାଶ୍ୟେ ପାନି ତୋଳାର ଜନ୍ୟ ଗେଲୋ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ହେରତ ଓରା (ରା.)-ଏର ଏକଟି କାଜେର ଲୋକ ଓ ଛିଲେ । ତାର ନାମ ଯାହଜା ଗେଫାରୀ । ପାନି ଆନତେ ଗିଯେ ଛେନାନ ଇବନେ ଅବର ଜୁହାନିର ସାଥେ ତାର ପ୍ରଥମେ କଥା କାଟାକାଟି ଏବଂ ପରେ ଉଭୟର ହାତାହାତି ଶୁରୁ କରିଲୋ । ଏରପର ଜୁହାନି ବଲଲୋ, ହେ ଆନସାରରା, ସାହାୟ କରୋ । ଯାହଜାଓ ଚିଢ଼ାର କରେ ବଲଲୋ, ହେ ମୋହାଜେରରା ସାହାୟ କରୋ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଖବର ପାଓଯାର ସାଥେ ସେଥାନେ ଗିଯେ ବଲଲେନ, ଆମି ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟମାନ ରଯେଛି, ଅଥଚ ତୋମରା ଆଇୟାମେ ଜାହେଲିଯାତେର ମତୋ ଆୟାମ୍ୟ ଦିଛୋ । ଓକେ ଛେଡି ଦାଓ, ସେ ଦୁର୍ଗର୍ଭମ୍ୟ ।

এ ঘটনার খবর পেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ক্ষেত্রে ফেটে পড়লো। সে বললো, ওরা বুঝি এমন কাজ করেছে আমাদের এলাকায় এসে আমাদের প্রতিপক্ষ এবং শক্ত হয়ে গেছে! আমাদের এ অবস্থা দেখে তো প্রাচীনকালের প্রবাদের সত্যতাই প্রমাণিত হয়, নিজের কুকুরকে লালন-পালন করে মোটাতাজা করো যাতে, সে তোমাকেই কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন করতে পারে। শোনো, মদীনায় পৌছানোর পর আমাদের মধ্যেকার সম্মানিত ব্যক্তি নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বের করবে। পরে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললো, এ বিপদ তোমরাই ডেকে এনেছে। তোমরা তাকে নিজের শহরে থাকতে এবং নিজেদের ধন-সম্পদের অংশ দিয়েছ। দেখো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সেসব দেয়া যদি বন্ধ করো, তবে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

সেই সময় একজন উঠতি বয়সের সাহাবা হ্যরত যায়েদ ইবনে আরকামও সেখানে ছিলেন। তিনি এসে তার চাচার কাছে সব কথা বললেন। তার চাচা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। সেই সময় হ্যরত ওমরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ওবাদ ইবনে বিশরকে বলুন, ওকে হত্যা করে ফেলুক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওমর এটা কি করে সম্ভব? মোহাম্মদ তার সঙ্গীদের হত্যা করবে। তুমি বরং আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করো। সেই সময় কখনো কোথাও রওয়ানা হওয়ার সময় নয়। এরপ সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও রওয়ানা হতেন না। সাহাবারা যাত্রা শুরু করলে হ্যরত উসাইদ ইবনে খোজাইর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, আজ আপনি অসময়ে রওয়ানা হয়েছেন? তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গী যা কিছু বলেছে, সে সব কি তুমি জানো? হ্যরত উসাইদ বললেন, কি বলেছে? তিনি বললেন, সে বলেছে, মদীনায় যাওয়ার পর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বের করবে। হ্যরত উসাইদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, যদি আপনি চান তবে তাকে মদীনা থেকে বের করে দিন। আল্লাহর শপথ, সে নিকৃষ্ট এবং আপনি সম্মানিত। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ওর সাথে নরম ব্যবহার করছন। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের মধ্যে এমন সময় এনেছিলেন, যখন স্বজাতীয়রা ওর অভিযোগে অনুষ্ঠানের জন্যে মনিমুজ্জার মুকুট তৈরী করেছিলো। এ কারণে সে মনে করে যে, আপনাই তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতপর সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এবং পরদিন সূর্য অনেক ওপরে উঠে আসা পর্যন্ত একাধারে হাঁটতে চলতে লাগলেন। এরপর যাত্রা বিরতি দেয়ার সাথে সাথে সবাই মাটিতে শরীর রাখার পরই বেখবর হয়ে ঘূরিয়ে পড়লেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই চেয়েছিলেন। সাহাবারা আরামে বসে গালগঞ্জ করবেন, এটা তিনি চাননি।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন খবর পেলো যে, যায়েদ ইবনে আরকাম সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাফির হয়ে কসম খেতে লাগলো। সে বলতে লাগলো যে, আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য নয়, ওসব কথা কম্বিনকালেও আমি বলিনি। আমি ওরকম কথা শুখেও আনিনি। সেই সময় উপস্থিত আনসাররা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, যায়েদ এখনো ছেলে মানুষ। মনে হয় সে ভুল শুনেছে। আবদুল্লাহ যা বলেছে, যায়েদ তা ভালোভাবে মনে রাখতে পারেন। তাই আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে যা শুনেছেন, সব বিশ্বাস করেছেন।

ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ଆରକାମ (ରା.) ବଲେନ, ଏରପର ଆମି ଏତୋ ବ୍ୟଥିତ ହେଁଛି ଯେ, ଓରକମ ବ୍ୟଥିତ ଆର କଥିନୋ ହେଇନି । ମନେର ଦୁଃଖେ ଆମି ଘରେ ବସେ ରଇଲାମ । ଏରପର ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ସୂରା ମୋନାଫେକୁଳ ନାଯିଲ କରେନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ସେଇ ସୂରାଯ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଯେଛେନ ଯେ, ‘ଓରା ବଲେ, ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ରେ ସହଚରଦେର ଜଣ୍ୟ ବ୍ୟା କରୋ ନା, ଯତକ୍ଷଣ ନା ଓରା ସରେ ପଡେ ।’

ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ଆରୋ ବଲେନ, ‘ଓରା ବଲେ, ଆମରା ମଦୀନାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରଲେ ମେଖାନେ ଥିକେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳକେ ବିହିଁତ କରବୋ ।’

ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ (ରା.) ବଲେନ, ଏଇ ଆଯାତ ନାଯିଲ ହେଁଯାର ପର ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ଲୋକ ପାଠିଯେ ଆମାକେ ଡେକେ ନିଲେନ ଏବଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଯାତ ପାଠ କରେ ଶୋନାଲେନ, ଏରପର ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ତୋମାର କଥାର ସତ୍ୟତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଯେଛେନ ।^{୧୮}

ଏଇ ମୋନାଫେକେର ଏକ ପୁତ୍ରେର ନାମଓ ଛିଲୋ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ । ତିନି ଛିଲେନ ପିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । ଅତ୍ୟତ ପୁଣ୍ୟଶୀଳ, ସଂସ୍କାର ଏକଜନ ସାହାବା ଛିଲେନ ତିନି । ପିତାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଛିଲ୍ଲ କରେ ମଦୀନାର ଫଟକେ ଏସେ ତିନି ତରବାରି ହାତେ ଦାଁଢିଯେ ରଇଲେନ । ତାର ପିତା ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ ମେଖାନେ ଏଲେ ତିନି ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଯତୋକ୍ଷଣ ନା ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଅନୁମତି ଦେବେନ, ତତକ୍ଷଣ ଆପନି ସାମନେ ଏକ ପାଓ ଏଗୁତେ ପାରବେନ ନା । କେନନା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଆପନି ଅପରାନ୍ତି । ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ମେଖାନେ ଗିଯେ ମୋନାଫେକ ସର୍ଦାରଙ୍କେ ମଦୀନାୟ ପ୍ରବେଶେର ଅନୁମତି ଦାନ । ଏଇ ଆବଦୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ବଲେଛିଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର, ଆପନି ଯଦି ତାକେ ହତ୍ୟା କରତେ ଚାନ ତବେ ଆମାକେ ବଲୁନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମି ତାର ମାଥା କେଟେ ଏନେ ଆପନାର ସାମନେ ହାଯିର କରବୋ ।^{୧୯}

ଦୁଇ) ଇଫ୍କ୍ରକେର ଘଟନା

ଏ ଅଭିଯାନେର ଆରେକଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିକ ହଚ୍ଚେ ‘ଇଫ୍କ୍ର’ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିତ୍ରିକ ଅପବାଦେର ଘଟନା । ଏଇ ଘଟନାର ବିବରଣ ଏଇ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ କୋଥାଓ ସଫରେ ଯାଓଯାର ସମୟ ସହଧରିନୀଦେର ନାମ ଲିଖେ ଲଟାରି କରତେନ । ଯାର ନାମ ଉଠିତୋ, ତାକେ ସଫରସମଗ୍ରୀ କରତେନ । ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ଯାଓଯାର ସମୟ ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରା.) ନାମ ଉଠିଛିଲୋ ।

ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯାନ । ଫେରାର ପଥେ ଏକ ଜାୟଗାୟ ଯାତ୍ରାବିରତି କରା ହ୍ୟ । ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରା.) ପ୍ରକୃତିର ଡାକେ ସାଡା ଦିତେ ଗିଯେ ଗଲାର ଏକଥାନି ହାର ହାରିଯେ ଫେଲେନ । ଏଇ ହାରଥାନି ତିନି ତାର ବୋନେର କାହିଁ ଥିଲେ ଧାର ହିସାବେ ନିଯେଛିଲେନ । ହାର ନେଇ ଦେଖେ ସାଥେ ସାଥେ ଖୁଜିତେ ଯାନ । ଇତିମଧ୍ୟେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏବଂ ସାହାବାର ମଦୀନାର ପଥେ ରଗ୍ୟାନା ହେଁଯା ଯାନ । ହ୍ୟରତ ଆଯେଶାର (ରା.) ହାଓଦାଜ ଯାରା ଉଟେର ପିଠେ ରେଖେ ଦିତେନ, ତାରା ଭେବେଛିଲେନ ଯେ, ତିନି ହାଓଦାଜେର ଭେତରେଇ ରଯେଛେନ । ଏ କାରଣେ ହାଓଦାଜ ଉଟେର ପିଠେ ତୁଳେ ତାରା ବେଂଧେ ଦେନ । ହାଓଦାଜ ଯେ ବେଶୀ ଭାବି ଛିଲୋ ନା, ଏକଥା ତାଁଦେର ମନେ ଆସେନ । କେନନା ଅଞ୍ଚଲବିହାରୀ ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରା.) ଛିଲେନ ହାଲକା ପାତଳା । କଯେକଜନ ଧରେ ହାଓଦାଜ ତୁଲେଛିଲେନ, ଏ କାରଣେ ତାରା ବୁଝିତେ ପାରେନନି ଯେ, ଭେତରେ ମାନୁଷ ନେଇ । ଦୁଇ ଏକଜନ ହାଓଦାଜ ତୁଲିଲେ ହାଲକା ହେଁଯାର ବ୍ୟାପାରଟି ହ୍ୟତେ ବୁଝିତେ ପାରତେନ ।

୮. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨୨ ଖତ୍ତ, ପୃ. ୪୯୯, ୨୨ ଖତ୍ତ, ପୃ. ୨୨୭, ୨୨୮, ୨୨୯, ଇବନେ ହିଶାମ ୨୨ ଖତ୍ତ, ୨୯୦, ୨୯୧, ୨୯୨

୯. ଇବନେ ହିଶାମ, ମୁଖତାଚାରମ ସିରାତ, ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ପୃ. ୨୭୭

ମୋଟକଥା, ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ହାର ଖୁଜେ ଅବସ୍ଥାନ ହୁଲେ ଏସେ ଦେଖେନ ସକଳେଇ ଚଲେ ଗେଛେ, ମୟଦାନ ଥାଲି । ତିନି ତଥନ ଏଇ ଭେବେ ବସେ ପଡ଼ିଲେନ ଯେ, 'ତାକେ ନା ପେଯେ ନିଶ୍ଚଯାଇ କେଉ ଖୁଜିତେ ଆସବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ନିଶ୍ଚଯାଇ ଯା ଇଚ୍ଛା କରେନ ତାଇ ହୟେ ଥାକେ । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲେନ ଏବଂ ଏକ ସମୟ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ିଲେନ । 'ଇନ୍ନାଲିଲାହେ ଓୟା ଇନ୍ନା ଇଲାଇହି ରାଜେଉନ, ରସ୍ତୁ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ସହଧରିନୀ' ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-ଏର ଘୁମ ଭେଙେ ଗେଲୋ । ଏକଥା ବଲେଛିଲେନ, ହ୍ୟରତ ସଫ୍ରୋଯାନ ଇବନେ ମୋଯାତାଲ (ରା.) । ତାର ଘୁମ ଛିଲୋ ବେଶୀ । ଘୁମକାତୁରେ ଏଇ ସାହାବାଓ ପିଛିଯେ ପଡ଼େଛିଲେନ । ତିନି ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-କେ ଦେଖେଇ ଚିନେ ଫେଲିଲେନ । କେନନା ପର୍ଦାର ବିଧାନ ନାଯିଲ ହ୍ୟୋର ଆଗେଇ ତିନି ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-କେ ଦେଖେଛିଲେନ । ତିନି ଇନ୍ନାଲିଲାହେ ପଡ଼େ ନିଜେର ସ୍ଵୋରୀ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-ଏର କାହେ ନିଯେ ବସିଯେ ଦିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ସ୍ଵୋରୀତେ ଆରୋହଣ କରିଲେନ । ହ୍ୟରତ ସଫ୍ରୋଯାନ ଇନ୍ନାଲିଲାହ ବ୍ୟତୀତ ଏକଟି କଥାଓ ବଲେନନି । ତିନି ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-କେ କିଛୁ ଜିଜାସା ଓ କରିଲନି । ଚୁପଚାପ ଉଟେର ରଶ ଧରେ ହେଁଟେ ହେଁଟେ କାଫେଲାର କାହେ ଏସେ ପୌଛେନ ।

ତଥନ ଛିଲୋ ଠିକ ଦୁପୁର । କାଫେଲାର ସକଳେ ସେଇ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ସଫ୍ରୋଯାନକେ ଏଭାବେ ଆସତେ ଦେଖେ ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହତେ ଲାଗିଲୋ । ଆଲ୍ଲାହର ଦୁଶମନ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ ମନେର କ୍ଲେଦ ପ୍ରକାଶେର ଏକଟା ସୁଯୋଗ ପେଯେ ଗେଲୋ । ତାର ଅନ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ଓ ହିଂସା ଯେ ଧିକି-ଧିକି ଆଶ୍ରମ ଜୁଲିଛିଲୋ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଆରୋ ଉକ୍ତେ ଦେଓଯାର ସେ ସୁଯୋଗ ପେଲୋ । ସେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁରେ ସହଧରିନୀର ନାମେ ଅପବାଦ ରଟାତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ । ତାର ସଙ୍ଗୀ-ସାଥୀରାଓ ତାର କାହେ ପ୍ରିୟ ହ୍ୟୋର ଜନ୍ୟେ ନାନା କଥା ରଟନା ଶୁରୁ କରିଲୋ । ମଦୀନାଯ ଆସାର ପର ଫୁଲିଯେ ଫାଁପିଯେ ଅପବାଦେର ପତ୍ରପଲ୍ଲବ ବିଭାଗ କରିବାର କରିଲୋ । ରସ୍ତୁ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ସବ ଶୁଣେ ଚୁପଚାପ ରଇଲେନ । ତିନି କୋନ କଥାଇ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବଲିଲେନ ନା । ବେଶ କିଛୁଦିନ ଯାବତ ଓହି ଓ ଆସିନି । ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ରସ୍ତୁ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-ଏର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରା ସମ୍ପର୍କେ ଘନିଷ୍ଠ ସାହାବାଦେର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ଇଶାରା ଇଞ୍ଜିତେ ବଲିଲେନ ଯେ, ଆପନି ତାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରେ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ବିଯେ କରିବାକୁ । ହ୍ୟରତ ଉସାମା (ରା.) ଏବଂ ଅନ୍ୟ କରେକଜନ ସାହାବା ବଲେନ ଯେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁ, ହ୍ୟରତ ଆୟେଶାକେ ତାଲାକ ଦେବେନ ନା, ଆପନି ଶକ୍ତିଦେର କଥାଯ କାନ ଦେବେନ ନା । ରସ୍ତୁ ସାଲାଲାହୁ-ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତଥନ ମସଜିଦେ ନବବୀର ମିଶ୍ରରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇମେର ଦେୟା ଯତ୍ନା ଥେକେ ମୁକ୍ତି ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟେ ସାହାବାଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଲେନ । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁରେ ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ଯ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇକେ ହତ୍ୟା କରାର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେନ । ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା (ରା.)-ଏର ଏକଥା ଭାଲୋ ଲାଗିଲା ନା । ତିନି ଖାଯାରାଜ ଗୋଟେର ସର୍ଦାର । ଆବଦୁଲ୍ଲାହୁ ଓ ତାର ଗୋଟେର ଲୋକ । ଏ କାରଣେ ତାର ମନେ ଗୋତ୍ରପ୍ରୀତି ଚାଙ୍ଗା ହୟେ ଉଠିଲୋ । ଏତେ ସା'ଦ ଇବନେ ମାୟା'ଯ ଏବଂ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦାର ମଧ୍ୟେ କଥା କାଟାକାଟି ହଲୋ । ଫଳେ ଉତ୍ତର ଗୋଟେର ଲୋକେରା ଗର୍ଜ ଉଠିଲୋ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଅନେକ ବୁଝାଯେ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ କେ ଶାନ୍ତ କରିଲେନ, ଏରପର ନିଜ ଚୁପ ରଇଲେନ ।

ଏଦିକେ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ସଫର ଥେକେ ଏସେଇ ଅସୁନ୍ଦର ହୟେ ପଡ଼ିଲେନ । ତିନି ଏକମାସ ଶଯ୍ୟାଶୀୟ ରଇଲେନ । ତାର ନାମେ ରଟନା କରା ଅପବାଦ ସମ୍ପର୍କେ ତିନି କିଛୁଇ ଜାନତେନ ନା । ତବେ, ମାରେ ମାରେ ଭାବିଛିଲେନ ଯେ, ଇତିପୂର୍ବେ ଅସୁନ୍ଦରା ସମୟେ ରସ୍ତୁ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଯେ

সମବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗହାର କରନେନ, ଏବାର ତା କରନେନ ନା । ରୋଗ ମୁକ୍ତିର ପର ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ଏକ ରାତେ ଉଥେ ମେସତାହେର ସାଥେ ପ୍ରକୃତିର ଡାକେ ସାଡ଼ା ଦିତେ ମସଦାନେ ଗିଯେଛିଲେନ । ଘଟନାକ୍ରମେ ଉଥେ ମେସତାହ ନିଜେର ଚାଦରେ ପା ଜଡ଼ିଯେ ହୋଟ ଖେଳେ ପଡ଼େ ଗେଲେନ । ଏତେ ତିନି ନିଜେର ପୁତ୍ରକେ ବଦଦୋଯା କରଲେନ ।

ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ଏତେ ଉଥେ ମେସତାହର ସମାଲୋଚନା କରଲେ ତିନି ବଲଲେନ, ଆମାର ପୁତ୍ର ପ୍ରୋପାଗାଭାର ଅପରାଧେର ଅଂଶିଦାର । ଏକଥା ବଲେଇ ତିନି ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-କେ ତା'ର ନାମେ ରାଚିତ ଅପରାଧେର ଘଟନା ଶୋନାଲେନ । ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ସବ କିଛୁ ଭାଲୋଭାବେ ଜାନତେ ଆବରା ଆସାର କାହେ ଯାଓୟାର ଜନ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲେର କାହେ ଅନୁମତି ଚାଇଲେନ । ଅନୁମତି ପେଯେ ତିନି ନିଜେର ବାଡ଼ିତେ ଗେଲେନ । ସେଥାନେ ସବ କିଛୁ ଶୋନାର ପର ଅବୋର ଧାରାଯ କାଂଦତେ ଲାଗଲେନ । ଦୁଇ ରାତ ଏକଦିନ କେଂଦେ କାଟାଲେନ । ଏ ସମୟେ ତିନି ଚୋଖେ ମୁଛଲେନ ନା, ଘୁମୁତେଓ ଗେଲେନ ନା । ତିନି ଅନୁଭବ କରିଛିଲେନ ଯେ, କାଂଦତେ ଯେଣ ବୁକ ଫେଟେ ଯାବେ । ସେଇ ଅବସ୍ଥାଯ ରସ୍ତୁଲୁହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓ୍ୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆଗମନ କରଲେନ । ତିନି କାଲେମା ଶାହାଦାତ ପାଠ କରେ ଏକ ଭାଷଣେ ବଲଲେନ, ହେ ଆୟେଶା, ତୋମାର ସମ୍ପର୍କେ ଆମାର କାମେ ଏ ଧରନେର କଥା ଏସେଛେ । ଯଦି ତୁମି ଏସବ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ଥାକୋ ତବେ ଶୀଘ୍ରଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ସେକଥା ପ୍ରକାଶ କରବେନ । ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ନା କରନ୍ତି, ତୁମି କୋନ ପାପ କରେ ଥାକୋ, ତବେ ତୁମି ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ମାଗଫେରାତ ଚାଓ, ତେବେ କରୋ । ବାନ୍ଦା ସଥିନ ନିଜେର ପାପର କଥା ସ୍ଵିକାର କରେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ତେବେ କରେ, ତଥିନ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ସେଇ ତେବେ କବୁଲ କରେନ ।

ଏକଥା ଶୋନାର ସାଥେ ହୟରତ ଆୟେଶାର କାନ୍ଦା ଥେମେ ଗେଲୋ । ଏକଫୋଟା ପାନିଓ ତା'ର ଚୋଖେ ଏଲୋ ନା । ତିନି ତା'ର ଆବରା-ଆସାକେ ଜବାବ ଦିତେ ବଲଲେନ । କିନ୍ତୁ ତା'ର ବୁଝତେ ପାରିଛିଲେନ ନା ଯେ, କି ଜବାବ ଦେବେନ । ପରେ ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ନିଜେଇ ବଲଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମି ଜାନି, ଶୁନତେ ଶୁନତେ ଏକଥା ଆପନାଦେର ମନେ ଗେଁଥେ ଗେଛେ । ଆପନାରା ଏକଥା ସତ୍ୟ ବଲେଇ ମନେ କରନେନ । ଏଥିନ ଯଦି ଆମି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଁଯାର କଥା ବଲି, ତାହଲେଓ ଆପନାରା ବିଶ୍ୱାସ କରବେନ ନା । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯଦି ଆମି ଦୋଷ ସ୍ଵିକାର କରି, ତବେ ଆପନାରା ସେଟାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରବେନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଭାଲୋଇ ଜାନେନ ଯେ, ଆମି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ । କାଜେଇ ଏମତାବସ୍ଥାୟ ଆମାର ଏବଂ ଆପନାଦେର ଅବସ୍ଥା ହଚ୍ଛେ ସେଇ ରକମ, ଯେମନ ହୟରତ ଇଉସୁଫେର (ଆ.) ପିତା ହୟରତ ଇୟାକୁବ (ଆ.) ବଲେଛିଲେନ, ସୁତରାଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେୟ, ତୋମରା ବଲଛୋ, ସେ ବିଷୟେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲାଇ ଆମାର ଏକମାତ୍ର ସାହାୟ୍ୟକୁଳ ।

ଏକଥାର ପର ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ଏକପାଶେ ଗିଯେ ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲେନ । ଠିକ ତଥନାଇ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲେର ଓପର ଓହି ନାଯିଲ ହତେ ଶୁରୁ କରଲେ । ଓହି ନାଯିଲେର କଟକର ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ହେଁଯାର ପର ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓ୍ୟା ସାଲ୍ଲାମ ମିଟିମିଟି ହାସିଲେନ । ତିନି ପ୍ରଥମେଇ ବଲଲେନ, ହେ ଆୟେଶା, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ତୋମାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଁଯାର କଥା ଘୋଷଣା କରଇଲେନ । ତା'ର ଆସା ଖୁଶୀର ସାଥେ ବଲଲେନ, ଆୟେଶା, ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲେର କାହେ ଯାଓ । ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) କୃତିମ ଅଭିମାନେର ସୁରେ ବଲଲେନ, ଆମି ଯାବ ନା, ଆମି ତୋ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରଶଂସା କରିବୋ ।

ଏଇ ଘଟନା ସମ୍ପର୍କେ ଯେବେ ଆୟାତ ନାଯିଲ ହେଁଯାଇଛେ, ସେଗୁଲୋ ସୂରା ନୂର-ଏର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଉକ୍ତ ସୂରାର ଦଶମ ଆୟାତ ଥେକେ ଶୁରୁ ହେଁଯାଇଛେ ।

ଏହିପର ଅପବାଦ ରଟାନୋର ଅଭିଯୋଗେ ମେସତାହ ଇବନେ ଆଛାଜା, ହାସ୍‌ସାନ ଇବନେ ଛାବେତ ଏବଂ ହାମନା ଏହି ତିନଙ୍କଣ ସାହାବାର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ୮୦ଟି କରେ ବେତ୍ରାଘାତ କରା ହ୍ୟ ।¹⁰

ମୋନାଫେକ ନେତା ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇୟେର ପିଠ ସାଜା ଥେକେ ରକ୍ଷା ପାଇ । ଅଥଚ ଏହି ଅପବାଦ ରଟନାୟ ସେ ଛିଲୋ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନେ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସେ ଦୁର୍ବ୍ଲତା ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେଛିଲୋ । ତାକେ କୋନ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଦେଯା କେନ ହ୍ୟନି?

ଏହି କାରଣ ଯାଦେରକେ ଶାନ୍ତି ଦେଯା ହ୍ୟ, ସେଇ ଶାନ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ପରକାଳେ କ୍ଷମା ପେଯେ ଯାଇ । ଏହି ଶାନ୍ତି ତାଦେର ଜନ୍ୟେ କାଫଫାରା ସ୍ଵର୍ଗପ । ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇକେ ଯେହେତୁ ଆଲ୍‌ଲାହ ତାଯାଲା ପରକାଳେ କଠୋର ଶାନ୍ତି ଦେବେନ ବଲେ ଘୋଷଣା କରେଛେ ତାଇ ତାକେ କୋନ ଶାନ୍ତି ଦେଯା ହ୍ୟନି । ଅଥବା ଯେ କାରଣେ ତାକେ ହତ୍ୟା କରା ହ୍ୟନି, ସେ କାରଣେଇ ତାକେ କୋନ ଶାନ୍ତି ଦେଯା ହ୍ୟନି ।¹¹

ଏମନି କରେ ଏକ ମାସ ପର ମଦୀନାର ପରିବେଶ ଥେକେ ସନ୍ଦେହ, ସଂଶୟ ଓ ମାନସିକ ଅନ୍ତିରତାର କାଳୋମେଘ କେଟେ ଗେଲୋ । ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଉବାଇ ଏମନଭାବେ ଅପମାନିତ ହଲୋ ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ବ୍ଲତ ପରେ ଆର କଖନୋ ମାଥା ତୁଳତେ ପାରେନି । ଇବନେ ଇମହାକ ବଲେନ, ସେ ଏହିପର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରଲେ ତାର କଓମେର ଲୋକେରାଇ ତାକେ ନାଜେହାଲ କରତୋ । ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍‌ଲାଲ୍‌ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍‌ଲାମ ଏକଦିନ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-କେ ବଲଲେନ, ଓମର, ତୋମାର କି ମନେ ହ୍ୟଃ ଦେଖୋ, ସେଦିନ ତୁମି ଯଦି ଓକେ ହତ୍ୟା କରତେ, ତବେ ଅନେକ ନାକ ଉଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାଯ ମୁଖର ହତୋ । ଆର ଆଜଃ ଏଥିନ ଯଦି ଓଦେରକେଇ ହତ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯା ହ୍ୟ ତବେ ଓସବ ସମାଲୋଚକରାଇ ତାକେ ହତ୍ୟା କରବେ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲଲେନ, ଆଲ୍‌ଲାହର ଶପଥ, ଆମି ବୁଝେଛି ଯେ, ଆଲ୍‌ଲାହର ରସ୍ତୁଲେର ବିବେଚନା ଆମାର ବିବେଚନାର ଚେଯେ ଉତ୍ସମ ।¹²

୧୦. କାରୋ ଓପର ବ୍ୟଭିଚାରେର ଅଭିଯୋଗ ଦିଯେ ତା ପ୍ରମାଣ କରା ନା ଗେଲେ ତବେ ଅପବାଦ ରଟନାକାରୀକେ ୮୦ଟି ବେତ୍ରାଘାତ କରା ଇସଲାମୀ ଶରୀଯତେର ଆଇନ ।

୧୧. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୩୬୪, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୯୬, ୬୯୭, ୬୯୮ ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୧୩, ୧୧୪, ୧୧୫, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୯୭-୩୦୭

୧୨. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୯୩

মোরিসিঙ্গ যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক অভিযান

এক) ছারিয়্যা দিয়ারে বনি কেলাব (এলাকা দুমাতুল জান্দাল)

হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) নেতৃত্বে ষষ্ঠি হিজরীর শাবান মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়। রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সামনে বসিয়ে নিজ হাতে আবদুর রহমানের মাথায় পাগড়ি বাঁধেন এবং লড়াইয়ের সময় ভালোভাবে কাজ করার ওস্যিয়ত করেন। তিনি বলেন, যদি ওরা তোমার আনুগত্য মেনে নেয়, তবে ওদের বাদশাহৰ মেয়েকে বিয়ে করবে। দুমাতুল জান্দালে পৌছে হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তিনিদিন ক্রমাগতভাবে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) তামাদুর বিনতে আসবাগের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই মহিলা ছিলেন হ্যরত আবদুর রহমানের পুত্র আবু সালমার মাতা। আর এই মহিলার পিতা ছিলেন নিজ কওমের সর্দার এবং বাদশাহ।

দুই) ছ্যারিয়্যা দিয়ারে বনি সা'দ (এলাকা ফেন্দেক)

ষষ্ঠি হিজরীর শাবান মাসে হ্যরত আলীর (রা.) নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। রসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, বনু সা'দ গোত্রের একদল লোক মুসলমানদের বিরুক্ত ইহুদীদের সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর পাওয়ার পর তিনি দুইশত লোকসহ হ্যরত আলীকে (রা.) প্রেরণ করেন। এরা রাত্রিকালে সফর করে এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। অবশেষে একজন গুগচরকে গ্রেফতার করা হয়। সে স্বীকার করে যে, তারা খয়বরের খেজুরের বিনিময়ে ইহুদীদের সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। গুগচর একথাও জানায় যে, বনু সা'দ অমুক জায়গায় দলবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। হ্যরত আলী (রা.) রাত্রিকালে হঠাৎ হামলা চালিয়ে পাঁচশত উট এবং দুই হাজার বকরি অধিকার করেন। বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা তাদের মহিলা ও শিশুদের নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাদের সর্দারের নাম ছিলো অবর ইবনে আলিম।

তিনি) ছারিয়্যা ওয়াদিল কোরা

হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অথবা হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে ষষ্ঠি হিজরীর রম্যান মাসে এটি পরিচালিত হয়। এর কারণ ছিলো এই যে, বনু ফাজারা গোত্রের একটি শাখা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে রসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ঘড়্যন্ত করে। তাই রসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হ্যরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেন, এ অভিযানে আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। ফয়রের নামায আদায়ের পর আমরা হ্যরত আবু বকরের (রা.) নির্দেশে হামলা করলাম।

হ্যরত আবু বকর (রা.) কিছুসংখ্যক লোককে হত্যা করেন। আমি একদল লোককে দেখলাম। তাদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুও ছিলো। আশঙ্কা করছিলাম যে, ওরা পাহাড়ে পালিয়ে

ଯେତେ ପାରେ । ଏକଟ ଚିନ୍ତା କରେ ଆମି ଏଗିଯେ ଗିଯେ ତାଦେର ଓ ପାହାଡ଼େର ମାଝାମାଝି ଜ୍ଞାଯଗାୟ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରଲାମ । ଏତେ ଓରା ଦାଁଡ଼ିଯେ ଗେଲୋ । ତାଦେର ଘର୍ଯ୍ୟ ଉପେ କୁରଫା ନାମେ ଏକଜନ ମହିଳା ଛିଲୋ ।

ତାର ଦେହେ ଏକଟ ପୁରାତନ ପୁଣିତ ଛିଲୋ । ତାର ସଙ୍ଗେ ଛିଲୋ ତାର ଯୁବତୀ ମେଯେ । ସେ ଛିଲୋ ଆରବେର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରୀ ମେଯେଦେର ଅନ୍ୟତମ । ଆମି ତାଦେରକେ ତାଡ଼ିଯେ ହୟରତ ଆବୁ ବକରେର (ରା.) କାହେ ନିଯେ ଏଲାମ । ତିନି ମେଯେଟି ଆମାକେ ଦିଯେ ଦିଲେନ । ଆମି କଥିନୋ ତାର ପୋଶାକ ଉନ୍ନୋଚନ କରିନି । ପରେ ରୁସ୍ଲ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏହି ମେଯେଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଲମା ଇବନେ ଆକ୍ଵୋଯାର କାହୁ ଥେକେ ଚେଯେ ନେନ ଏବଂ ତାକେ ମକ୍କାଯ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଏହି ମେଯେଟିର ବିନିମୟେ ମକ୍କାଯ ଆଟକ କରେକଜନ ମୁସଲମାନକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଆନା ହୟ ।^୧

ଉପେ କାରଫା ଛିଲୋ ଏକଜନ ଶ୍ଯାରତାନୀ ମହିଳା । ଏହି ମହିଳା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତକେ ହତ୍ୟାର ଘର୍ଯ୍ୟକ୍ରେ ଲିଙ୍ଗ ଥାକତୋ । ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ସେ ତାର ଗୋତ୍ରେର ତ୍ରିଶଜନ ସଓୟାରୀକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଛିଲୋ । ଏ ଅଭିଯାନେ ସେ ସଥାର୍ଥ ବଦଲା ପୋଯିଛିଲୋ । ତାର ତ୍ରିଶଜନ ସଓୟାରୀଇ ନିହିତ ହେଯେଛିଲୋ ।

ଚାର) ଛାରିଯ୍ୟା ଉରନାଇରାଇନ

ମଧ୍ୟ ହିଜରୀର ଶ୍ଵୋଯାଲ ମାସେ ହୟରତ କାରଜ ଇବନେ ଜାବେର ଫାହରୀର (ରା)^୨ ନେତୃତ୍ୱେ ଏ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଲିତ ହୟ । ଏର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ଆକଳ ଏବଂ ଉରାଇନା ଗୋତ୍ରେର କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମଦୀନାଯ ଏମେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମଦୀନାତେହି ଅବସ୍ଥାନ କରତେ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ମଦୀନାର ଆବହାଓୟା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ସହନୀୟ ଛିଲୋ ନା । ରସ୍ତା ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତାଦେରକେ କରେକଟି ଉଟସହ ଏକ ଚାରଣ ଭୂମିତେ ପାଠିଯେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେନ ଯେ, ତୋମରା ଉଟେର ଦୁଧ ଏବଂ ପେଶାବ ପାନ କରବେ । ଏରା ସୁନ୍ତ ହୋଯାର ପର ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତାରେ ପ୍ରେରିତ ଉଟେର ରାଖାଲଦେର ହତ୍ୟା କରେ ଉଟଗୁଲୋ ନିଯେ ଉଧାଓ ହେଯେ ଯାଯ । ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ପର ତାରା ପୁନରାୟ କୁଫୁରୀ ଗ୍ରହଣ କରେ । ରସ୍ତାଲୁଲ୍ଲାହୁ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତାଦେର ସନ୍ଧାନେ କାରଯ ଇବନେ ଜାବେର ଫାହରୀର ନେତୃତ୍ୱେ ବିଶଜନ ସାହାବୀର ଏକଟି ଦଲ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ତିନି ଏସବ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ବଦଦୋୟା କରେ ବଲେନ, ‘ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା, ଓଦେର ଓପର ପଥ ଅନ୍ଧ କରେ ଦାଓ, ଏବଂ କଂକନେର ଚେଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦାଓ ।’^୩

ଶାହାବାରା ଧାଓୟା କରେ ତାଦେର ପାକଡ଼ାଓ କରେନ । ମୁସଲମାନ ରାଖାଲଦେର ହତ୍ୟା କରାର ଶାନ୍ତି ହିସାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାନ୍ତିସହ ତାଦେର ହାତ ପା କେଟେ ଦେଯା ହୟ । ଏରପର ତାଦେର ହାରଲା ନାମକ ଏଲାକାଯ ଛେଡ଼େ ଦେଯା ହୟ । ମେଖାନେ ତାରା ମାଟି ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ କୃତକର୍ମେର ଫଳ ଭୋଗ କରେ ।^୪ ବୋଖାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହରୁରେ ଏହି ଘଟନା ହୟରତ ଆନାସ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହେଛେ ।^୫

ମଧ୍ୟ ହିଜରୀର ଶ୍ଵୋଯାଲ ମାସେ ହୟରତ ସାଲମା ଇବନେ ଆବୁ ସାଲମାର ନେତୃତ୍ୱେ ପରିଚାଲିତ ହେଯେଛେ । ଏର ବିବରଣ ଏହି ଯେ, ହୟରତ ଆମର ଇବନେ ଉରାଇଯା ଜାମରି ଆବୁ ସୁଫିଯାନକେ ହତ୍ୟା କରତେ ମକ୍କା ଗମନ କରେନ । କେନନା ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ରସ୍ତାଲୁଲ୍ଲାହୁ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ହତ୍ୟା କରତେ ଏକଜନ ବୈଦୁଇନକେ ମଦୀନାଯ ପ୍ରେରଣ କରେଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଉଭୟେର କେଉଁଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣେ ସକ୍ଷମ ହୟନି ।

୧. ସହିହ ମୁସଲିମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୮୯, ଏ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସନ୍ତମ ହିଜରୀତେ ପରିଚାଲିତ ହେଯେଛେ ବଲେଓ ଉଲ୍ଲେଖ ରହେଛେ ।

୨. ଏହି ମେଖାନେ ତାରା ମାଟି ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ କୃତକର୍ମେର ଫଳ ଭୋଗ କରେ ।

୩. ପଞ୍ଚପାଲେର ଓପର ଖେଳା କରେଛେ । ପରେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ ଏବଂ ମକ୍କା ବିଜ୍ୟେର ସମୟ ଶାହାଦାତ ବରଣ କରେନ ।

୪. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୨୨

୫. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୦୨

সীরাত রচয়িতারা একথাও লিখেছেন যে, এ অভিযানে হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া যামারি তিনজন কাফেরকে হত্যা করেন। তিনি হ্যরত খোবায়েবের (রা.) লাশও উঠিয়ে নিয়ে আসেন। অথচ হ্যরত খোবায়েব (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা রায়ী অভিযানের দিনে অথবা কয়েক মাস পরে ঘটেছিলো। রায়ী এর ঘটনা চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে ঘটে। কাজেই উভয় ঘটনা হচ্ছে পৃথক সফরের সময়ের ঘটনা কিন্তু সীরাত রচয়িতারা কেন এ রকম এলোমেলোভাবে উল্লেখ করে বিভাসির সৃষ্টি করলেন একথা আমি বুঝতে পারছি না। তাঁরা দু'টো ঘটনাকেই একই সফরের সময়ের বলে উল্লেখ করেছেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, ঘটনাক্রমে উভয় ঘটনা একই সফরের সময় ঘটেছিলো। কিন্তু সীরাত রচয়িতারা সাল নির্ধারণে চতুর্থ হিজরীর পরিবর্তে ষষ্ঠ হিজরী বলে ভুল করেছেন।

আল্লামা মনসুরপুরী (র.) ও এ ঘটনাকে সামরিক অভিযান বা ছারিয়া বলে স্বীকার করতে আপত্তি জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু ভালো জানেন।

আহ্যাব ও বনু কোরায়য়ার পর এসকল সামরিক অভিযানই পরিচালিত হয়েছিলো। এসকল অভিযানে মারাত্মক সংঘর্ষ বা যুদ্ধ একটিতেও হয়নি। কয়েকটি অভিযানে সাধারণ হামলা এবং সংঘর্ষ ঘটেছিলো। এসকল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো শক্রদের ভীতসন্ত্বস্ত ও প্রভাবিত করা।

সব কিছু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আহ্যাবের যুদ্ধের পর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ইসলামের শক্রদের মনোবল ডেংগে যায়। ইসলামের দাওয়াত বিনষ্ট করা এবং ইসলামের গৌরব ম্লান করার আশাও শক্রে ছেড়ে দেয়। তবে হোদায়বিয়ার সঙ্গির পর পরিস্থিতির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। এই সঙ্গি প্রকৃতপক্ষে ছিলো ইসলামের শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, আরব জাহানে ইসলামের অগ্রাভিযান বন্ধ করার মতো কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট নেই এবং ইসলামের বিজয় অবধারিত।

হোদায়বিয়ার সঞ্চি

ওমরাহর প্রস্তুতি

আরব জাহানের পরিস্থিতি মুসলমানদের প্রায় অনুকূলে এসে গিয়েছিলো। ইসলামী দাওয়াতের সাফল্য এবং বড়ো ধরনের বিজয়ের লক্ষণ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছিলো। মসজিদে হারামের দরজা পৌত্রিকরা মুসলমানদের জন্যে ছয় বছর যাবত বক্স করে রেখেছিলো। সেই পৰিত্র মসজিদে মুসলমানদের এবাদাতের অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

মদীনা মোনাওয়ারায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্ন দেখানো হলো যে, তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। তিনি এও স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি কাবাঘরের চাবি নিয়েছেন এবং সাহাবারাসহ কাবাঘর তওয়াফ ও ওমরাহ পালন করেন। এরপর কয়েকজন সাহাবা চুল কাটেন। কয়েকজন শুধু নখ কাটেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের এই স্বপ্নের কথা জানান। সাহাবারা শুনে খুব খুশী হলেন। তারা মনে মনে আশা করছিলেন যে, এ বছর মকায় যাওয়া সম্ভব হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের একথা জানালেন যে, তিনি ওমরাহ পালন করবেন। একথা বলার পর সাহাবায়ে কেরাম সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন।

মুসলমানদের রওয়ানা দেয়ার ঘোষণা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গে মকায় যাওয়ার জন্যে মদীনাও আশেপাশে ঘোষণা করে দিলেন। অধিকাংশ আরব ইতস্তত করছিলেন। ইতিমধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জামা-কাপড় পরিষ্কার করলেন। মদীনার দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম মতান্তরে নামিলা লাইসী (রা)-কে প্রদান করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাসওয়া নামক উটনীতে আরোহণ করে ষষ্ঠ হিজরীর পহেলা ফিলকদ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সহধর্মী হযরত উম্মে সালমা (রা) সঙ্গী হলেন। সাহাবাদের মধ্যে চৌদশ, মতান্তরে পনেরশ জন যাত্রা করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোসাফেরসুলভ অন্ত সঙ্গে নিলেন, কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অন্ত নেননি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানরা মক্কাভিমুখে চলছেন। যুল হোলায়ফা নামক জায়গায় পৌছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হোদীকে^১ সজ্জিত করলেন। উটের কোহান চিরে চিহ্ন দিলেন। ওমরাহর জন্যে এহরাম বাঁধলেন। তিনি এসব এ কারণেই করলেন যাতে, সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, তিনি কেবল ওমরাহ পালনের জন্যেই যাচ্ছেন, যুদ্ধের কোন ইচ্ছা নেই। কাফেলার আগে খায়াআ গোত্রের একজন গুণ্ঠচরকে কোরায়শদের

১. 'হোদী' এমন জানোয়ারকে বলা হয়, যে জানোয়ার হজ্জ ও ওমরাহকারীরা মক্কা বা মিনায় যবাই করেন। আইয়ামে জাহেলিয়াতে নিয়ম ছিলো যে, হোদীর পশ্চ ভেড়া বা বকরি হলে চিহ্ন হিসাবে গলায় বস্ত্রখন্দ বেধে দেয়া হতো। তবে উট হলে কোহান চিরে রক্ত চিহ্ন দেয়া হতো। এ পশ্চর কোন ক্ষতি কেউ করতো না। ইসলামী শরীয়তে এই রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

মনোভাব জানতে প্রেরণ করা হলো। আসফান নামক জায়গায় পৌছার পর শুশ্রেষ্ঠ এসে খবর দিলো যে, কাব ইবনে লুয়াইকে দেখে এলাম। সে আপনার সাথে মোকাবেলা করতে তাদের মিত্র গোত্র আহাবিশ-এর লোকদের সমবেত করছে। এছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকেও লোক জড়ো করা হচ্ছে। তারা আপনার সাথে লড়াই করা এবং মক্কায় প্রবেশ” রোধে প্রতিজ্ঞাবন্ধ। এ খবর পেয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন।

তিনি বললেন, তোমাদের কি অভিমত? কোরায়শদের সাহায্য সহায়তা করতে যেসব গোত্র প্রস্তুতি নিয়েছে, আমরা কি তাদের এলাকায় গিয়ে হামলা করবো? এরপর যদি তারা চৃপচাপ থাকে তবুও যুদ্ধের বিভিন্নিকা তাদের মন ঘিরে থাকবে। যদি তারা পলায়নপর হয়, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়তো কারো না কারো গর্দান কাটা যাবে। নাকি তোমরা চাও যে, আমরা কাবাঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো এবং যারা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তাদের সাথে লড়াই করবো? একথা শুনে হ্যারত আবু বকর সিন্দিক (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। কিন্তু আমরা তো ওমরাহর উদ্দেশ্যে এসেছি, কারো সাথে লড়াই করতে আসিনি। তবে আমাদের এবং বাযতুল্লাহর মধ্যে যারা অস্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তাদের সাথে লড়াই করবো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, চলো। পরে সকলে মক্কাতিমুখে এগিয়ে চললেন।

বাযতুল্লাহ থেকে মুসলমানদের ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা

এদিকে কোরায়শ রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে পরামর্শ সভার বৈঠকে বসে এ মর্মে সিন্দান্তে উপনীত হলো যে, যে কোন মূল্যে মুসলমানদের বাযতুল্লাহ থেকে দূরে রাখতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহাবিশ গোত্র পেরিয়ে সফর অব্যাহত রাখলে বনি কাব গোত্রের একজন লোক এসে বললো, কোরায়শরা যী তাওয়া নামক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করেছে। খালেদ ইবনে ওলীদ দু’শো সওয়ারের এক বাহিনী নিয়ে কুরাউল গামিম-এ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এই স্থান মক্কাতিমুখী প্রধান সড়কে অবস্থিত। খালেদ ইবনে ওলীদ মুসলমানদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। সে তার সৈন্যদলকে এমন জায়গায় রাখলো, যে জায়গা থেকে উভয় পক্ষ পরস্পরকে দেখতে পায়।

মুসলমানদের যোহরের নামায আদায়ের সময় খালেদ লক্ষ্য করলেন যে, মুসলমানরা রক্ত সেজদা করছে। খালেদ নামায শেষে মন্তব্য করলো যে, নামাযের সময় ওরা গাফেল ছিলো। এ সময়ে যদি আমরা হামলা করতাম, তবে ওদের কাবু করতে পারতাম। এরপর খালেদ সিন্দান্ত নিলো যে, আচরের নামাযের সময় মুসলমানরা যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন হঠাতে করে তাদের ওপর হামলা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সেই সময়ে সালাতুল খাওফ-এর নির্দেশ দেন। খালেদ ইবনে ওলীদ ইচ্ছা থাকা সন্তোষ মুসলমানদের ওপর হামলা করতে পারেনি।

রক্তান্ত সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাউল গামিমের প্রধান সড়ক ছেড়ে অন্য এক পথ ধরে অগ্রসর হলেন। পাহাড়ী এলাকা দিয়ে ছিলো সেই পথ। অর্ধাং ডান দিকে ঘুরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামশ-এর মাঝখান দিয়ে এমন এক পথে গেলেন, যে পথ সানিয়াতুল মারার নামক জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে। ছানিয়াতুল মারার থেকে তাঁরা গেলেন হোদায়বিয়া। এই স্থান ছিলো মক্কার অদূরে। কুরাউল গামিম থেকে অন্য পথে মুসলমানদের যেতে দেখে অর্ধাং পথ পরিবর্তন করতে দেখে খালেদ কোরায়শদের নয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত মক্কায় গেলো।

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সফর অব্যাহত রাখলেন। সানিয়াতুল মারার নামক জায়গায় পৌছার পর উটনী বসে গেলো। লোকেরা বললো, হল হল। কিন্তু উটনী বসেই রইল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই উটনীর তো এভাবে বসে পড়ার অভ্যাস নেই। তিনি একে থামিয়ে রেখেছেন যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বললেন, সেই সন্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ওরা এমন কিছু দারী করবে না যাতে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজের প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ থাকবে। কিন্তু আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীকে ওঠার জন্যে তাকিদ দিতেই উটনী উঠে দাঁড়ালো। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথের কিঞ্চিং পরিবর্তন করে হোদায়বিয়ায় একটি জলাশয়ের কাছে অবতরণ করলেন। জলাশয়ে পানির পরিমাণ বেশী ছিলো না। অল্প অল্প করে নেয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি শেষ হয়ে গেলো। সাহাবারা আল্লাহর রসূলের কাছে পিপাসার কথা জানালেন। তিনি শরাধার থেকে একটি তীর বের করে সেটি জলাশয়ে নিষ্কেপের নির্দেশ দিলেন। সাহাবারা তাই করলেন। জলাশয় থেকে এরপর আবরণ ধারায় পানি উঠতে শুরু করলো এবং সাহাবাদের পানির কষ্ট দূর হয়ে গেলো।

বুদাইল ইবনে ওরাকার আগমন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত মনে অবস্থানের এক পর্যায়ে খায়াআ গোত্রের বুদাইল ইবনে ওরাকা খাজাআ গোত্রের কয়েকজন লোকসহ আল্লাহর রসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্যে এলেন। তোহামার অধিবাসীদের মধ্যে এই গোত্রের লোকেরা ছিলো আল্লাহর রসূল ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্গী। বুদাইল বললেন, আমি কা'ব ইবনে হওয়ায়কে দেখে এলাম যে হোদায়বিয়ার পর্যাপ্ত পানির জলাশয় নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তার সঙ্গে নারী ও শিশুরা রয়েছে। সে আপনার সাথে লড়াই করতে এবং বায়তুল্লাহ থেকে আপনাদের দূরে রাখার জন্যে সংকল্পবদ্ধ। রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা কারো সাথে লড়াই করতে আসিন। লড়াই কোরায়শদের ভেঙ্গে ফেলেছে এবং মারাত্মক ক্ষতি করেছে। কাজেই তারা যদি চায় তবে আমি তাদের সাথে একটা সময় নির্ধারণ করে নেব এবং তারা আমার ও আমার লোকদের মাঝখান থেকে সরে যাবে। যদি তারা চায় তবে লোকেরা যে বিষয়ে প্রবেশ করেছে, সে সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যাবে, অন্যথায় তারা শান্তি তো লাভ করবে। যদি তারা লড়াই ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় রাজি না হয় তবে সেই সন্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি দ্বিনের ব্যাপারে ততক্ষণ যাবত তাদের সাথে লড়াই করবো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকে অথবা যতক্ষণ যাবত আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন না ঘটে।

বুদাইল বললেন, আপনার বক্তব্য আমি কোরায়শদের কাছে পৌছে দেব। পরে তিনি কোরায়শদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি ওদের কাছ থেকে আসছি। আমি তাদের কাছে একটা কথা শুনেছি, যদি তোমরা শুনতে চাও তবে বলতে পারি। নির্বোধরা বললো, আমাদের শোনার দরকার নেই। আমরা তাদের কোন কথা শুনতে চাই না। বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন কয়েকজন বললো, শুনো তো দেখি, কি বলেছে? বুদাইল সবকথা খুলে বললেন। এরপর কোরায়শেরা মোকরেয ইবনে হাফসকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করলো। তাকে দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই লোকটি বিশ্বাসযাতক। মোকরেয এসে আল্লাহর রসূলের সাথে আলাপ করার পর তিনি এর আগে বুদাইলকে যেসব কথা বলেছিলেন, সেসব কথাই বললেন, মোকরেয ফিরে গিয়ে কোরায়শদের কাছে সব কথা জানালো।

କୋରାଯଶଦେର ଦୃତ ପ୍ରେରଣ

ଏରପର ବନ୍ଦ କେନାନା ଗୋଡ଼େର ହାଲିସ ଇବନେ ଆଲକାମା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଲଲୋ, ଆମାକେ ଓଦେର କାହେ ଯେତେ ଦାଓ । କୋରାଯଶରା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରଲୋ । ଓକେ ଦେଖେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାହାବାଦେର ବଲଲେନ, ଏହି ଲୋକଟି ଅମୁକ । ସେ ଏମନ କଓମେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାରା ହୋଦୀର ପଞ୍ଚର ସଞ୍ଚାନ କରେ । କାଜେଇ ପଞ୍ଚପାଲକେ ଦାଁଡ଼ କରାଓ । ସାହାବାରା ପଞ୍ଚପାଲ ଦାଁଡ଼ କରାଲେନ ଏବଂ ନିଜେରା ଲାବବାୟେକ ବଲେ ତାକେ ଅଭ୍ୟର୍ଣ୍ଣନା ଜାନାଲେନ । ଏହି ଲୋକଟି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ବଲଲୋ, ସୁବହାନାଲ୍ଲାହ, ବାୟତୁଲ୍ଲାହ ଥେକେ ଏଦେର ଫିରିଯେ ରାଖା ମୋଟେଇ ସମୀଚିନ ନଯ । ଅନ୍ୟ କୋନ କଥା ନା ବଲେ ସେ ମୋଜା କୋରାଯଶଦେର କାହେ ଚଲେ ଗେଲୋ ଏବଂ ବଲଲୋ, ଆମି ହୋଦୀର ଅର୍ଥାଏ ଆଲ୍ଲାହର ସ୍ତୁତିର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ସବାଇଯେର ଜନ୍ୟ ଆନିତ ପଞ୍ଚ ଦେଖେଛି । ତାଦେର ଗଲାଯ ବନ୍ଧୁଭନ୍ଦ ବାଧା ରଯେଛେ ଏବଂ ବହ ପଞ୍ଚର କୋହାନ ରଙ୍ଗାଙ୍କ କରେ ଚିହ୍ନ ଦେଯା ହେୟେଛେ । କାଜେଇ ଓଦେରକେ ବାୟତୁଲ୍ଲାହ ଥେକେ ଫିରିଯେ ରାଖା ଆମି ସମୀଚିନ ମନେ କରି ନା । ଏରପର କୋରାଯଶଦେର ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟେ ଏମନ କିଛୁ କଥା ହଲୋ ଯେ, ସେ କ୍ଷେପେ ଗେଲୋ ।

ଓରଓୟା ଇବନେ ମାସଉଦ ଛାକାଫି ଏ ସମୟ ହତ୍କେପ କରେ ବଲଲୋ, ତିନି ତୋମାଦେର କାହେ ଏକଟି ପ୍ରତ୍ନାବ ଦିଯେଛେନ । ଏହି ପ୍ରତ୍ନାବ ଗ୍ରହଣ କରୋ ଏବଂ ଆମାକେ ତାର କାହେ ଯେତେ ଦାଓ । କୋରାଯଶରା ତାକେ ଅନୁମତି ଦିଲୋ । ସେ ଏସେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ସାଥେ କଥା ବଲତେ ଲାଗଲୋ । ବୁଦାଇଲ ଏବଂ ତାର ସମ୍ମିଦ୍ଦିର ସେବା ବଲଲେନ, ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେବକ କଥାଇ ପୁନରାୟ ବଲଲେନ । ସେବକ ଶୁଣେ ଓରଓୟା ବଲଲୋ, ହେ ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ, ବଲୁନ ତୋ ଆପନି ଯଦି ନିଜେର କଓମକେ ନିର୍ମୂଳ କରେ ଦେନ ତବେ ଆପନି କି ଆପନାର ଆଗେ କୋନ ଆରବ ସମ୍ପର୍କେ ଏମନ କଥା ଶୁଣେଛେ ଯେ, ତିନି ନିଜେର କଓମକେ ନିର୍ମୂଳ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦିଯେଛେନ? ଯଦି ଭିନ୍ନରକମ ପରିସ୍ଥିତିର ଉତ୍ତର ହୁଁ, ତବେ ଖୋଦାର କସମ, ଆମି ଏମନ ସବ ଚୋହାରା ଏବଂ ଏମନ ସବ ଉଦ୍ଭାବନ୍ତ ଲୋକଦେର ଦେଖେଛି, ଯାରା ଆପନାକେ ଛେଡ଼େ ପାଲିଯେ ଯାଓୟାର ମତୋଇ ମନେ ହୁଁ । ଏକଥା ଶୋନାର ପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ଲାତ-ଏର ଲଜ୍ଜାହାନେର ଝୁଲନ୍ତ ଚାମଡ଼ା ଚୋଷୋ ଗିଯେ । ଆମରା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲକେ ଛେଡ଼େ ପାଲିଯେ ଯାବି ଓରଓୟା ବଲଲୋ, ଏହି ଲୋକଟି କେବେ ସାହାବାରା ବଲଲେନ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେୟେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) । ଓରଓୟା ତଥମ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ସମୋଧନ କରେ ବଲଲୋ, ଦେଖୋ, ସେଇ ସତ୍ତାର ଶପଥ, ସ୍ଥାର ହାତେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ରଯେଛେ, ତୁମି ଏକ ସମୟ ଆମାକେ ଅନୁହ୍ରାହ କରେଛିଲେ । ଯଦି ତା ନା ହତୋ ଏବଂ ଆମାର ସେଇ ପ୍ରତିଦାନ ନା ଦେଯା ଥାକତୋ, ତବେ ଅବଶ୍ୟାଇ ଆମି ଓକଥାର ଜବାବ ଦିତାମ ।

ଏରପର ଓରଓୟା ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ ବଲତେ ଲାଗଲୋ । ସେ କଥା ବଲାର ସମୟ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦାଡ଼ି ଶ୍ପର୍ଶ କରଛିଲୋ । ମୁଗିରା ଇବନେ ଶୋବା (ରା.) ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶିଯରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଛିଲେନ । ତାର ହାତେ ଛିଲେ ତଳୋଯାର । ଓରଓୟା ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ଦାଁଡ଼ିତେ ହାତ ଦେଯା ମାତ୍ର ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା ତଳୋଯାରେ ବାଁଟ ଦିଯେ ତାର ହାତ ସରିଯେ ଦିତେନ ଏବଂ ବଲତେନ, ନିଜେର ହାତ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ଦାଁଡ଼ି ଥେକେ ଦୂରେ ରାଖୋ । ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଓରଓୟା ମାଥା ତୁଲେ ହ୍ୟରତ ମୁଗିରାର ପରିଚୟ ଜାନତେ ଚାଇଲ । ସାହାବାରା ବଲଲେନ, ମୁଗିରା ଇବନେ ଶୋବା (ରା.) । ଓରଓୟା ବଲଲୋ, ବିଶ୍ୱସଧାତକ । ଆମି କି ତୋର କାଜେ ଛୁଟୋଛୁଟି କରିନି? ଘଟନା ଛିଲେ ଏହି ଯେ, ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା ଇବନେ ଶୋବା କିଛୁ ଲୋକେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲେନ । ଏରପର ତାଦେରକେ ହତ୍ୟା କରେ ତାଦେର ଧନ-ସମ୍ପଦ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ମଦୀନାଯ ଏସେଛିଲେନ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାଲ୍ ଆଲ୍ଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛିଲେ, ତୋମାର ମୁସଲମାନ ହୋଯା ଆମି ମେନେ ନିଛି କିନ୍ତୁ ମେନେ ଧନ-ସମ୍ପଦେର ସାଥେ ଆମାର କୋନ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ । ଏ ଘଟନାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଓରଓୟା ଛୁଟୋଛୁଟି କରେଛିଲେ । ଏଥନ ମେ କଥାଇ ବଲଛେ । ଉତ୍ସ୍ଵେଖ, ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା ଛିଲେନ ଓରଓୟାର ଭାତୁଷ୍ପୁତ୍ର ।

ଏରପର ଓରଓୟା ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ସାଥେ ସାହାବାଦେର ବିଶେଷ ସମ୍ପକ୍ ଦେଖିତେ ଲାଗଲେନ । କିଛିକଷଣ ପର ମଙ୍କାଯ ଫିରେ ଗିଯେ ନିଜେର ସଙ୍ଗୀଦେର ବଲଲେନ, ହେ କଓମ, ଆମି କାୟସାର କିସରା ଏବଂ ନାଜାଶୀର ମତୋ ସଞ୍ଚାଟଦେର କାହେ ଗିଯେଛି । ଆନ୍ତାହର ଶପଥ, ଆମି କୋନ ବାଦଶାହକେ ଦେଖିନି, ଯିନି ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର କାହୁ ଥିଲେ ଏତୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେନ । ଯତୋଟା ସମ୍ଭାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୋହାମ୍ଦକେ ଲାଭ କରତେ ଦେଖେଛି । ଆନ୍ତାହର ଶପଥ, ତିନି ସଥିନ ଥୁଥୁ ଫେଲେନ, ସେଇ ଥୁଥୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ହାତ ବାଡ଼ିଯେ ନିଯେ ନେୟ ଏବଂ ମୁଖେ ଦେହେ ମାଖିଯେ ଦେୟ । ତିନି କୋନ ଆଦେଶ କରଲେ ସେ ଆଦେଶ ପାଲନେ ସବାଇ ବ୍ୟକ୍ତ ହୟ ପଡ଼େ । ତିନି ଓଜୁ କରତେ ଶୁରୁ କରଲେ ତାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାନି ଗ୍ରହଣେ ସଙ୍ଗୀଦେର ମଧ୍ୟେ ହୃଡ଼ୋହଡି ଲେଗେ ଯାଯ । ତିନି କଥା ବଲତେ ଶୁରୁ କରଲେ ତାର ସଙ୍ଗୀରା କଟ୍ଟମ୍ବର ନୀତୁ କରେ ଫେଲେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆତିଶ୍ୟେ ସଙ୍ଗୀରା ତାଁର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକାଯ ନା । ଏମନ ଏକଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋମାଦେର ଏକଟି ଭାଲୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଯେଛେ । ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣେ ଜନ୍ୟେ ଆମି ତୋମାଦେର ଅନୁରୋଧ କରଛି ।

କୋରାଯଶେର ଯୁଦ୍ଧବାଜ ଯୁବକରା ସଥିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲୋ ଯେ, ପ୍ରବୀଗରା ଆପୋସ ନିଷ୍ପତ୍ରିର ଫର୍ମୁଲା ନିଯେ ବ୍ୟକ୍ତ, ତଥିନ ତାରା ଯୁଦ୍ଧ ବାଧାନୋର ପାୟତାରା କରଲୋ । ତାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରଲୋ ଯେ, ରାତ୍ରିକାଳେ ଚୁପିସାରେ ମୁସଲମାନଦେର ଶିବିରେ ଗିଯେ ଏମନ ହାଙ୍ଗମା ଶୁରୁ କରବେ ଯାତେ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶୁନ ଜୁଲେ ଓଠେ । ପରିକଳନୀ ବାନ୍ତବାୟନେର ଜନ୍ୟେ ଏରପର ତାରା ଅହସର ହୟ । ରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ ୭୦ ଅଥବା ୮୦ ଜନ ଯୁବକ ତାନଙ୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଥେକେ ନେମେ ଚୁପିସାରେ ମୁସଲମାନଦେର ଶିବିରେ ପ୍ରବେଶେର ଚେଷ୍ଟା କରେ । କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଦୈନ୍ୟ କମାଭାର ମୋହାମ୍ଦ ଇବନେ ମୋସଲମା (ରା.) ଓଦେର ସବାଇକେ ଗ୍ରେଫତାର କରେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ସାମନେ ହାଧିର କରେନ । ଦୟାଲ ନବୀ ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାନ୍ତବାୟନେର ଜନ୍ୟେ ତାଦେର ସବାଇକେ କ୍ଷମା ଓ ମୁକ୍ତ କରେ ଦେନ । ଏହି ସମ୍ପକ୍ତେ ଆନ୍ତାହ ରବବୁଲ ଆଲାମୀନ ବଲେନ, ‘ତିନି ମଙ୍କା ଉପତ୍ୟକାଯ ଓଦେର ହାତ ତୋମାଦେର ଥେକେ ଏବଂ ତୋମାଦେର ହାତ ଓଦେର ହତେ ନିବାରିତ କରେଛେ, ଓଦେର ଓପର ତୋମାଦେର ବିଜୟୀ କରାର ପର ।’ (ସୂରା ଫାତହ, ଆୟାତ, ୨୪)

ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-ଏର ମଙ୍କାଯ ଗମନ

ରସ୍ତୁନୁଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମଙ୍କାଯ ଏକଜନ ଦୂତ ପାଠିଯେ ତାଁର ଆଗମନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋରାଯଶେରଦେର କାହେ ସୁଠିଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରଲେନ । ଏକାଜେ ତିନି ଓମର ଇବନେ ଖାତାବକେ (ରା.) ଡାକଲେନ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଏଟି ବଲେ ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ କରଲେନ ଯେ, ହେ ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁ, ଯଦି ଅମୁସଲିମରା ଆମାର ଓପର ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କରେ ତବେ ମଙ୍କା ବନି କା'ବ ଗୋତ୍ରେ ଏକଜନ ଲୋକଓ ଆମାର ସମର୍ଥନେ ଏସେ ଦାଁଢାବେ ନା । ହ୍ୟରତ ଓସମାନଇ ଆମାର ବିବେଚନାୟ ଏ କାଜେର ଉପଯୁକ୍ତ । ତାକେ ପ୍ରେରଣେ ଆମି ଆବେଦନ ଜାନାଛି । ତାଁର ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ମଙ୍କାଯ ରଯେଛେ ଏବଂ ତିନି କୋରାଯଶେରଦେର କାହେ ଆମାଦେର ଆଗମନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥାୟଥଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟ କରତେ ପାରବେନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତଥିନ ହ୍ୟରତ ଓସମାନକେ ଡାକଲେନ ଏବଂ କୋରାଯଶେରଦେର କାହେ ଯାଓୟାର ଆଦେଶ ଦିଯେ ବଲଲେନ, ତୁମ ଓଦେର ଗିଯେ ବଲବେ ଯେ, ଆମରା ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଆସିନି, ଓମରାହ ପାଲନେର ଜନ୍ୟେଇ ଆମରା ଏସେଛି । ତାଦେରକେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଯୋ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-କେ ଏକଥାଓ ବଲଲେନ ଯେ, ତିନି ଯେନ ତାଦେର ବଲେନ ଯେ, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲୀ ଜାନ୍ମା ଶାନୁହ ଶୀଘ୍ରଇ ମଙ୍କାଯ ଇସଲାମକେ ବିଜୟୀ ଶକ୍ତି ହିସାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରବେନ । ଇମାନଦାର ହ୍ୟରତ କାରଣେ ତଥିନ କାଉକେ ଚୁପିସାରେ ଆନ୍ତାହର ଏବାଦାତ-ବନ୍ଦେଗୀ କରତେ ହବେ ନା । ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.) ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ପୟଗାମ ନିଯେ ରେଓୟାନା ହଲେନ । ବାଲଦାହ ନାମକ ଜାୟଗାୟ କରେକଜନ କୋରାଯଶୀ ଲୋକେର ସାଥେ ଦେଖା ହଲୋ । ତାରା ବଲଲେ, କୋଥାଯ ଯାଛେନ? ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଆମାକେ ଏହି

ବକ୍ତ୍ବସହ ତୋମାଦେର କାହେ ପାଠିଯେଛେନ । କୋରାଯଶୀ ଲୋକେରା ବଲଲୋ, ଆପନାର ଆନୀତ ବକ୍ତ୍ବ ଆମରା ଆଗେଇ ଥିଲେ । ଆପନି ନିଜେର କାଜେ ଯାନ । ଏହିକେ ସାଙ୍ଗିଦ ଇବନେ ଆସ ଉଠେ ହୟରତ ଓସମାନକେ (ରା.) ବଲଲେନ, ମାରହାବା । ଏରପର ନିଜେର ଘୋଡ଼ାଯ ଜିନ ବେଁଧେ ହୟରତ ଓସମାନକେ (ରା.) ପିଠେ ତୁଲେ ମକ୍କାଯ ବାସଭବନେ ନିଯେ ଗେଲେନ । ସେଥାନେ ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.) କୋରାଯଶ ନେତାଦେର କାହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲେର ବକ୍ତ୍ବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଲେନ । କୋରାଯଶରା ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-କେ କାବାଘର ତେଓଫେର ପ୍ରତ୍ଥାବ ଦିଲୋ, କିନ୍ତୁ ତିନି ତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଲେନ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଆଗେ କାବାଘର ତେଓଫେର କାବାଘର ତେଓଫେର କରଲେନ ନା ।

ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-ଏର ଶାହାଦାତେର

ଶୁଜବ ଓ ବାଇୟାତେ ରେଜୋଯାନ

ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.) ତାଁର ଓପର ଅର୍ପିତ କାଜ ସମ୍ପନ୍ନ କରଲେନ । କିନ୍ତୁ କୋରାଯଶରା ତାଁକେ ତାଦେର କାହେଇ ରେଖେ ଦିଲୋ । ସଭ୍ବତ ତାରା ଚାଞ୍ଚିଲୋ ଯେ, ଉତ୍ସୁତ ପରିଷ୍ଠିତିର ଆଲୋକେ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋନ ସିନ୍ଧାନେ ଉପର୍ଦ୍ଵାତ ହବେ । ଏରପର ତାରା ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-ଏର ଆନୀତ ବକ୍ତ୍ବେର ଜୀବାବ ପାଠାବେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହୟରତ ଓସମାନେର (ରା.) ଫିରେ ନା ଆସାଯ ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଶୁଜବ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ଯେ, ତାକେ ହତ୍ୟା କରା ହେଁଥେବେ । ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲକେ ଏ ଖବର ଜାନାନୋ ହେଲେ ତିନି ବଲଲେନ, କୋରାଯଶଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ ନା କରେ ଆମରା ଏ ଜୀଯଗା ଥେକେ ଯାବ ନା । ଏକଥା ବଲାର ପର ତିନି ସାହାବାଦେର ବାଇୟାତେର ଜନ୍ୟେ ଆହ୍ସାନ ଜାନାଲେନ । ସାହାବାଯେ କେରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଯେ ଏବଂ ଏ ମର୍ମେ ବାଇୟାତ କରଲେନ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧର ମୟଦାନ ଛେଡେ କେଉଁ ପଲାଯନ କରବେ ନା । ସର୍ବାଶ୍ରେ ବାଇୟାତ କରଲେନ ଆବୁ ଛାନାନ ଆଛାନୀ । ହୟରତ ସାଲମା ଇବନେ ଆକୋଯା (ରା.) ତିନିବାର ବାଇୟାତ କରଲେନ । ଶୁରୁ, ମାର୍ବାମାରି ସମୟେ ଏବଂ ଶେଷଦିକେ । ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ନିଜେର ଏକ ହାତ ଅନ୍ୟ ହାତେ ନିଯେ ବଲଲେନ, ଏ ହାତ ଓସମାନେର । ବାଇୟାତ ଗ୍ରହଣ ଶୈଷ ହେଲେ ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.) ଏସେ ହାଯିର ହେଲେ ତିନିଓ ବାଇୟାତ କରଲେନ । ବାଇୟାତେ ଜାଦ ଇବନେ କଯେସ ନାମକ ଏକଜନ ଲୋକ ଅଂଶ ନେଯନି । ସେ ଛିଲୋ ମୋନାଫେକ ।

ରସୂଲୁହ୍ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଟି ଗାଛେର ନୀଚେ ଏହି ବାଇୟାତ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ହୟରତ ଓମର (ରା.) ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ହାତ ଧରେ ରେଖେଛିଲେନ । ହୟରତ ମା'କାଲ ଇବନେ ଇଯାଛାର (ରା.) ଗାଛେର କଯେକଟି ଶାଖା ଧରେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ଥେକେ ସରିଯେ ରାଖିଛିଲେନ । ଏହି ବାଇୟାତ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା କୋରାମାନେ କରିମେ ଏହି ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେନ, ‘ମୋମେନରା ଯଥନ ବୃକ୍ଷତଳେ ତୋମାର କାହେ ବାଇୟାତ ଗ୍ରହଣ କରଲୋ, ତଥନ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ତାଦେର ପ୍ରତି ସତ୍ୱଷ୍ଟ ହେଲେନ’ (ସୂରା ଫାତହ, ଆୟାତ ୧୮)

ଐତିହାସିକ ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତସମୂହ

କୋରାଯଶରା ପରିଷ୍ଠିତିର ନାଜୁକତା ଉପଲବ୍ଧି କରଲୋ । ଏରପର ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ସୋହାଯେଲ ଇବନେ ଆମରକେ ସନ୍ଧି କରତେ ପ୍ରେରଣ କରଲୋ । ସୋହାଯେଲକେ ତାକିଦ ଦିଯେ ବଲେ ଦେଯା ହଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ଯେନ ଏ ବଚର ଫିରେ ଯାନ । କେନନା ଆରବରା ବଲାବଲି କରତେ ପାରେ ଯେ, ତିନି ଆମାଦେର ଶହରେ ଜୋର କରେ ପ୍ରେବେଶ କରେଛେନ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସୋହାଯେଲକେ ଦେଖେ ସାହାବାଦେର ବଲଲେନ, ତୋମାଦେର କାଜ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେ ସହଜ କରେ ଦେଯା ହେଁଥେ । ଏହି ଲୋକଟିକେ ପ୍ରେରଣେର ଅର୍ଥ ହେଁ, କୋରାଯଶରା ସନ୍ଧି ଚାଯ । ସୋହାଯେଲ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଏସେ ବେଶ କିଛକଣ ତାଁର ସାଥେ ଆଲାପ କରଲେନ । ଏରପର ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତବଲୀ ପ୍ରଗମ୍ଯନ କରା ହଲୋ, ଶର୍ତ୍ତବଲୀ ନିମ୍ନରୂପ ।

এক) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলমানরা মক্কায় আসবেন এবং তিনদিন অবস্থান করবেন। তাঁদের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র থাকবে। তলোয়ার থাকবে কোষবদ্ধ। কেউ তাদের উত্যক্ত করবে না।

দুই) উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এই সময়ে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে। কেউ কারো ওপর হাত তুলবে না।

তিনি) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতাদর্শে যারা ইচ্ছা করে, তারা প্রবেশ করতে পারবে কোরায়শদের মতাদর্শে যারা থাকতে চায়, তারা থাকতে পারবে। যে গোত্র অন্য গোত্রে প্রবেশ করবে, সে সেই গোত্রের একাংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। কাজেই এমন কোন গোত্রের ওপর বাড়াবাঢ়ি করা হলে সেই প্রবিষ্ট গোত্রের লোকদের ওপরও বাড়াবাঢ়ি করা হয়েছে মনে করতে হবে।

চার) কোরায়শদের কোন লোক যদি নেতাদের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পালিয়ে মোহাম্মদের কাছে যায় তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু মোহাম্মদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি আশ্রয় লাভের জন্যে কোরায়শদের কাছে যায়, তবে কোরায়শেরা তাকে ফেরত দেবে না।

চূড়ির খসড়া প্রণীত হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেরে খোদা হ্যরত আলী (রা.)-কে ডেকে শর্তাবলী লেখালেন। শুরুতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ লেখার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন। অর্থাৎ পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এতে সোহায়েল বললো, আমরা তো জানি না রহমান কি? আপনি বরং এভাবে লিখতে বলুন, বি-ইসমিকা আল্লাহম্মা। অর্থাৎ আপনার নামে হে আল্লাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আলী (রা.)-কে তাই লিখতে বললেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিষ্ঠোক্ত বক্তব্যসমূহের ওপর আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ সন্ধি করেছেন। এ কথা শুনে সোহায়েল বললো, আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রসূল, তবে কাবাঘরে তওয়াফে আপনাকে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না। আপনি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখতে বলুন। তিনি বললেন, তোমরা স্বীকার না করলেও আমি আল্লাহর রসূল। এরপর হ্যরত আলী (রা.)-কে বললেন, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখো এবং রসূলুল্লাহ শব্দ মুছে দাও। হ্যরত আলী (রা.) রায় হলেন না, আল্লাহর রসূল নিজ হাতে শব্দটি মুছে দিলেন। এরপর সন্ধির শর্তাবলী পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করা হলো।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর বনু খায়াআ গোত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতাদর্শে প্রবেশ করলো। এই গোত্রের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আবদুল মোতালেবের সময়েও বনু হাশেমের মিত্র ছিলো। এছের শুরুতেই এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মতাদর্শে প্রবেশ বা মতাদর্শ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে প্রাচীন মিত্রের মিত্রতার স্বীকারোক্তি এবং মিত্রতা সম্পর্কের সন্দৃঢ়করণ। অন্যদিকে বনু বকর গোত্র কোরায়শদের মতাদর্শে প্রবেশ করে।

আবু জান্দালের প্রত্যাবর্তন

সন্ধির শর্তাবলী লেখা হচ্ছিলো এমন সময় শেকল পরিহিত অবস্থায় শেকল টানতে টানতে সেখানে এসে হায়ির হলেন সোহায়েলের পুত্র আবু জান্দাল। তিনি মক্কা থেকে এসে নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে ফেলে দিলেন। সোহায়েল বললো, ওর সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি আপনার সাথে সন্ধির শর্ত বাস্তবায়ন করছি। আপনি ওকে ফিরিয়ে দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সন্ধির কাজ এখনো তো শেষ হয়নি। সোহায়েল বললো, আবু জান্দালকে ফেরত না দিলে আপনার সাথে আমি সন্ধি করবো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোহায়েলকে বললো, আচ্ছা, তুমি ওকে আমার খাতিরে ছেড়ে দাও। সোহায়েল বললো, আপনার খাতিরেও

ଓକେ ଛେଡ଼େ ଦିତେ ପାରବ ନା । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପୁନରାୟ ଅନୁରୋଧ ଜୀବାଲେନ, ଦାନ୍ତା ଛେଡ଼େ ।

ସୋହାଯେଲ ବଲଲୋ, ନା, ନା, ଦିତେ ପାରବ ନା । ଏରପର ସୋହାଯେଲ ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲେର ମୁଖେ ଥାପ୍ତି ମାରଲୋ ଏବଂ ମକ୍କାଯ ଫିରିଯେ ନେଯାର ଜନ୍ୟେ ଜାମାର କଲାର ଧରେ ଟାନାଟାନି କରତେ ଲାଗଲୋ । ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲ ତଥନ ଚିତ୍କାର କରେ ବଲଲେନ, ହେ ମୁସଲମାନରା, ଆମି କି ପୁନରାୟ ପୌତ୍ତଲିକଦେର କାହେ ଫିରେ ଯାବା? ଓରା ଆମାର ଦୀନେର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାକେ ଫେତନାର ମଧ୍ୟେ ଫେଲେ ଦେବେ । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲ, ତୁମି ଧିର୍ଯ୍ୟଧାରଣ କରୋ ଏବଂ ଏହି ଧିର୍ଯ୍ୟକେଇ ସଓୟାବେର କାରଣ ମନେ କରୋ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତୋମାର ଏବଂ ତୋମାର ସଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମଧୋର ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରଶ୍ନତା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟର ଜାଯଗା କରେ ଦେବେନ । ଆମରା କୋରାଯାଶଦେର ସାଥେ ସନ୍ଧି କରେଛି । ଆମରା ତାଦେର ସାଥେ ଏବଂ ତାରା ଆମାଦେର ସାଥେ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଅଞ୍ଚିକାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଯେଛି । କାଜେଇ ଆମରା ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତ ଲଞ୍ଘନ କରତେ ପାରି ନା ।

ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଦ୍ରବ୍ରତ ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲେର କାହେ ଗେଲେନ । ତିନି ତାର ପାଶେ ହାଁଟିତେ ହାଁଟିତେ ବଲଛିଲେନ, ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲ ଧିର୍ଯ୍ୟଧାରଣ କରୋ, ଓରା ମୋଶରେକ, ପୌତ୍ତଲିକ । ଓଦେର ରଙ୍ଗ କୁକୁରେର ରଙ୍ଗ । ଏକଥା ବଲାର ସାଥେ ସାଥେ ହ୍ୟରତ ଓମର(ରା.) ନିଜେର ତଲୋଯାର ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲେର କାହେ ନିଯେ ଯାଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ପରେ ବଲେଛେନ, ଆମି ଆଶା କରେଛିଲାମ ଯେ, ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲ ଆମାର କାହୁ ଥେକେ ତଲୋଯାର ନିଯେ ତାର ପିତାକେ ଶେଷ କରେ ଦେବେ । କିନ୍ତୁ ଆବୁ ଜାନ୍ଦାଲ ତା କରେନନି । ଅବଶ୍ୟେ ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତ ବାନ୍ତବାୟିତ ହଲୋ ।

ଓମରାହ ଶେଷ ମନେ କରରେ କୋରବାନୀ କରା

ଏବଂ ଚଲକାଟା

ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲେଖାନୋର ପର ବଲଲେନ, ଓଠୋ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପଣ୍ଡ କୋରବାନୀ କରୋ । ସାହାବାଦେର କେଉ ଉଠିଲେନ ନା । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତିନବାର ଏକଇ କଥା ବଲଲେନ, ଏକଇ ଆଦେଶ କରଲେନ । କିନ୍ତୁ କେଉଁ କୋନ ଆହୁର ଦେଖାଲେନ ନା । ଅତପର ତିନି ଉଚ୍ଚୁଳ ମୋମେନୀନ ହ୍ୟରତ ଉଚ୍ଚେ ସାଲମାର (ରା.) କାହେ ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରଲେନ । ନବୀସହଧରମିନୀ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁ, ଆପନି ଯଦି ମନେ କରେ ଥାକେନ ଯେ, ହୋଦୀର ପଣ୍ଡ ଯବାଇ କରା ପ୍ରୋଜନ, ଆପନି ନିଜେଇ ଯାନ, କାଟୁକେ କିଛୁ ନା ବଲେ ନିଜେର ହୋଦୀର ପଣ୍ଡ ଯବାଇ କରନ୍ । ଏରପର ଆପନାର ନାପିତକେ ଡେକେ ମାଥାର ଚଲ କାମିଯେ ଫେଲୁନ । ଉଚ୍ଚୁଳ ମୋମେନୀନେର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନିଜେର ହୋଦୀର ପଣ୍ଡ ଯବାଇ କରଲେନ ଏବଂ ନିଜେର ମାଥାର ଚଲ କାମାନୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲେନ । କିନ୍ତୁ କୁକୁରଙ୍ଗେର ମଧ୍ୟେଇ ସାହାବାରା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁରେ ଦେଖାଦେଖି ନିଜ ନିଜ ହୋଦୀର ପଣ୍ଡ ଯବାଇ କରଲେନ । ଏରପର ଏକେ ଅନ୍ୟେ ମାଥାର ଚଲ କାଟିତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । କେଉଁ ସବ ଚଲ କାମିଯେ ଫେଲଲେନ କେଉଁ ଚଲ ଛାଟାଇ କରିଯେ ଛୋଟ କରାଲେନ । ସବାଇ ଗଣ୍ଡିର ଏବଂ ଦୁଃଖ୍ତାଗ୍ରହଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମନେର ଅବସ୍ଥା ଏତୋ ଖାରାପ ଛିଲୋ ଯେ, ମନେ ହ୍ୟ ତାରା ଚିନ୍ତାର ଆତିଶ୍ୟେ ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଖୁନ କରବେନ । ଏ ସମୟେ ଗାଭୀ ଏବଂ ଉଟ ସାତ ସାତଜନ ଲୋକେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଯବାଇ କରା ହ୍ୟ । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅତପର ଯାରା ମାଥା କାମିଯେଛେ, ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ତିନବାର ଏବଂ ଯାରା ଚଲ କାଢି ଦିଯେ ଛୋଟ କରେଛେ ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ଏକବାର ମାଗଫେରାତେର ଦୋଯା କରେନ । ଏହି ସଫରେ ଆଲ୍ଲାହ ରକ୍ତ ଆଲାମୀନ ହ୍ୟରତ କା'ବ ଇବନେ ଆୟାରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ନିର୍ଦେଶ ନାଫିଲ କରେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କଟେଇ କାରଣେ ଏହାରାମ ଅବସ୍ଥାଯ ନିଜେର ନା ମାଥା କାମାଯ, ମେ ଯେନ ରୋଯା, ସଦକା ବା ପଣ୍ଡ ଯବାଇଯେର ମାଧ୍ୟମେ ଫିଦିଯା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

মোহাজের মহিলাদের ফেরত দিতে অঙ্গীকৃতি

মঙ্কা থেকে কিছুসংখ্যক মোমেন মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তাদের আঘাতীয় স্বজন হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী তাদের ফেরত দাবী করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে, এ বিষয়ে চুক্তিতে লিখিত বক্তব্য হচ্ছে এই চুক্তি এই শর্তের ওপর করা হচ্ছে যে, আমাদের যে পুরুষ আপনাদের কাছে যাবে তারা যে ধর্ম বিশ্বাসের ওপরই থাকুক না কেন তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। এখানে মহিলাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি।^১ কাজেই মহিলারা সন্ধির এ শর্তের আওতা বহির্ভূত। আল্লাহ রবরূল আলামীন এরপর এই আয়াত নাযিল করেন। ‘হে মোমেনরা, তোমাদের কাছে মোমেন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদেরকে পরীক্ষা করিও। আল্লাহ তাদের দ্বিমান সমন্বে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মোমেন, তবে তাদের কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। মোমেন নারীরা কাফেরদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফেররা মোমেন নারীদের জন্যে বৈধ নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা ওদের ফিরিয়ে দিও। তোমরা তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা দাও। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাস্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।’ (সূরা মুমতাহানা, আয়াত ১০)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন মোমেন মহিলা হিজরত করে এলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ রবরূল আলামীন এ সম্পর্কে বলেন, ‘হে নবী, মোমেন নারীরা যখন তোমার কাছে এসে বাইয়াত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরিক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যাপ্তিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা মুমতাহানা, আয়াত ১২)

হিজরত করে আসা মহিলারা উক্ত আয়াতের শর্তাবলী অনুযায়ী অঙ্গীকার করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত নিলাম। এরপর তাদের ফেরত পাঠাতেন না।

এ নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানরা তাদের অমুসলিম অর্থাৎ কাফের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন। সেই সময় হ্যরত ওমরের (রা.) দুইজন স্ত্রী ছিলেন কাফের। তিনি তাদের তালাক দিলেন। এদের একজনকে মুয়াবিয়া, অন্যজনকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিয়ে করেন।

সন্ধির শর্তাবলীর মোদ্দাকথা

এই হচ্ছে হোদায়বিয়ার সন্ধি। এ সন্ধির শর্তাবলী গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা ছিলো মুসলমানদের এক বিরাট বিজয়। কেননা এতাদিন যাবত কোরায়শরা মুসলমানদের অত্িত্বেই স্বীকার করছিলো না। তাদের নাস্তানাবুদ করতে তারা ছিলো সংকল্পবদ্ধ। তারা অপেক্ষায় ছিলো যে, একদিন এ শক্তি নিশেষ হয়ে যাবেই। এছাড়া কোরায়শরা জায়িরাতুল আরবে দ্বিনী ও দুনিয়াবী কাজকর্মে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকায় ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিতে বাধা সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকতো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সন্ধি সম্পর্কে একটুখানি চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এটা ছিলো মুসলমানদের শক্তির স্বীকৃতি এবং একথার ঘোষণা যে, এখন আর কোরায়শদের পক্ষে মুসলমানদের শক্তিকে নস্যাং

କରାର ସାଧ୍ୟ କାରୋ ନେଇ । ସନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ଦଫାର ମନଷାତ୍ମିକ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଏହି ଯେ, କୋରାଯଶରା ଦୀନୀ ଓ ଦୁନିଆବୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେ ଦାଯିତ୍ବ ଲାଭ କରେଛିଲୋ, ସେ ଦାଯିତ୍ବ ପାଲନେ ତାରା ବ୍ୟର୍ଥ ହେୟେଛେ । ତାରା ଏଥିନ ଶୁଦ୍ଧ ନିଜେର ସ୍ଵାର୍ଥ ଚିନ୍ତା ବିଭୋର । ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର ଜନ୍ୟେ ତାଦେର କୋନ ଚିନ୍ତା ବା ମାଥା ବ୍ୟଥ ନେଇ । ଅର୍ଥାଂ ସମୟ ଜ୍ଞାଯିତ୍ବାତୁଳ ଆରବେର ଜନସାଧାରଣଗୁ ଯଦି ଇସଲାମ ପ୍ରହଣ କରେ, ତବୁ କୋରାଯଶଦେର ଓତେ କିଛୁ ଆସେ ଯାଇ ନା । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ତାରା କୋନରକମ ହଞ୍ଚକ୍ଷେପ କରବେ ନା । କୋରାଯଶଦେର ସଙ୍କଳନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଏଟା କି ତାଦେର ସୁମ୍ପଟ୍ ପରାଜ୍ୟ ନୟ? ମୁସଲମାନଦେର ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଏଟା କି ତାଦେର ସୁମ୍ପଟ୍ ବିଜ୍ୟ ନୟ? ଇସଲାମେର ଅନୁସାରୀ ଏବଂ ଇସଲାମେର ଶତ୍ରୁଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ରକ୍ତକ୍ଷମୀ ସଂଘର୍ଷ ହେୟେଛିଲୋ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୋ ଏଟାଇ ଛିଲୋ ଯେ, ଧର୍ମ-ବିଶ୍ୱାସେର କ୍ଷେତ୍ରେ ମାନୁଷ ଯେଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ । ଅର୍ଥାଂ ସାଧୀନ ଇଚ୍ଛାର ମାଧ୍ୟମେ ଯାର ଖୁଶି ମୁସଲମାନ ହେଁ, ଯାର ଖୁଶି କାଫେର ଥେକେ ଯାବେ । କୋନ ଶକ୍ତି ତାଦେର ଏ ଇଚ୍ଛା ବାସ୍ତବାୟନେର ପଥେ ବାଧା ହେୟେ ଦାୟାବେ ନା । ମୁସଲମାନଦେର ତୋ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନୋଇ ଛିଲୋ ନା ଯେ, ତାରା କାଫେରଦେର ଧନ-ସମ୍ପଦ ଛିନିଯେ ନେବେ, ତାଦେର ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖେ ଠେଲେ ଦେବେ ଅଥବା ଜୋର କରେ ତାଦେର ମୁସଲମାନ କରବେ । ମୁସଲମାନଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୋ ଛିଲୋ ସେଟାଇ ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲେର ଭାଷାଯ ଏଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେୟେଛେ,

‘ମୋମେନ ବାନ୍ଦାର ମକସୁଦ—ସେ ତୋ ହଚ୍ଛେ ଶାହାଦାତ

ଚାଯନା ସେ ବାହାଦୁରି ଚାଯ ନା ମାଲେ ଗନୀମତ ।’

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେଇ ବୋରୀ ଯାଇ ଯେ, ହୋଦାଯବିଯାର ସନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମେ ମୁସଲମାନରା ତାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରୋପୁରି ଅର୍ଜନେ ସନ୍ଧମ ହେୟେଛେ । ଯୁଦ୍ଧ ଜୟେର ସାଫଲ୍ୟେର ଚେଯେ ଏ ସାଫଲ୍ୟେର ଗୁର୍ଭତ୍ତ ଓ ତାଂପର୍ୟ ଅନେକ ବେଶୀ । ଏ ସାଧୀନତାର କାରଣେ ମୁସଲମାନରା ଦାଓୟାତ ଓ ତାବଲୀଗେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅସାଧାରଣ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭେ ସନ୍ଧମ ହେୟେଛେ । ଏହି ସନ୍ଦିର ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲମାନଦେର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କଥନୋଇ ତିନ ହାଜାରେର ବେଶୀ ଛିଲୋ ନା, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟେ ଯକ୍ଷମ ବିଜ୍ୟର ପ୍ରାକାଳେ ଦଶ ହାଜାରେ ଉତ୍ତ୍ରାତ ହେୟେଛେ ।

ସନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାଓ ସୁମ୍ପଟ୍ ବିଜ୍ୟେର ଏକଟି ଅଂଶ । କେନନା ଯୁଦ୍ଧେର ସୂଚନା ମୁସଲମାନରା ନୟ ବରଂ କାଫେରାଇ କରେଛିଲୋ । ଯେମନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ବଲେନ, ‘ଓରାଇ ପ୍ରଥମେ ତୋମାଦେର ସାଥେ ଶୁରୁ କରେଛେ ।’

ମୁସଲମାନରା ସାମରିକ ଅଭିଯାନେର ମାଧ୍ୟମେ କୋରାଯଶଦେରକେ ନିର୍ବିଦ୍ଧିତାମୂଳକ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାଂ ଆଲ୍ଲାହର ପଥ ଥେକେ ବିରତ ରାଖାର ପ୍ରଚ୍ଛଟା ଓ ହଠକାରିତା ଥେକେ ଫିରିଯେ ରାଖତେ ଚେଯେଛେନ । ପାରାମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଲାଭିଇ ଛିଲୋ ମୁସଲମାନଦେର ଦାବୀ । ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉତ୍ୟ ପକ୍ଷ ସମଭାବେ କାଜ କରବେ, ସମାନ ଅଧିକାର ଭୋଗ କରବେ ଏବଂ ସାଧୀନଭାବେ ଯତାମତ ପ୍ରକାଶ କରବେ । କିନ୍ତୁ ଅମୁସଲିମରା ତା ଦେଯନି । ଅବଶେଷେ ଦଶ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଧ ରାଖାର ଶର୍ତ ସନ୍ଧିତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ କରେଛେ । ଏର ଅର୍ଥ ହଚ୍ଛେ ଯେ, ତାରା ଆର ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରବେ ନା । ଏର ଅର୍ଥ ହଚ୍ଛେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧେର ସୂଚନାକାରୀରା ଦୂର୍ବଳ, ନିରପାଯ ଏବଂ ଚରମଭାବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେୟେଛେ ।

ହୋଦାଯବିଯାର ସନ୍ଦି ଆରୋ ଭାଲୋଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କରଲେ ବୋରୀ ଯାଇ ଯେ, କୋରାଯଶରା ମୁସଲମାନଦେର ତିନଟି ସୁବିଧା ଦିଯେ ନିଜେରା ଏକଟି ସୁବିଧା ଲାଭ କରେଛେ । ସେ ସୁବିଧାର କଥା ସନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ ଦଫାଯ ଉପ୍ରେଥ ରଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ଖୁବଇ ମାମୁଳି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହିନ । ଏତେ ମୁସଲମାନଦେର

ହୋଦାଯବିଯାର ସନ୍ଦି ଆରୋ ଭାଲୋଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କରଲେ ବୋରୀ ଯାଇ ଯେ, କୋରାଯଶରା ମୁସଲମାନଦେର ତିନଟି ସୁବିଧା ଦିଯେ ନିଜେରା ଏକଟି ସୁବିଧା ଲାଭ କରେଛେ । ସେ ସୁବିଧାର କଥା ସନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ ଦଫାଯ ଉପ୍ରେଥ ରଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ଖୁବଇ ମାମୁଳି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହିନ । ଏତେ ମୁସଲମାନଦେର

କୋନ କ୍ଷତି ଛିଲୋ ନା । କେନନା ଏଟାତୋ ଜାନା କଥା ଯେ, ମୁସଲମାନରା ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲମାନ ଥାକବେ ତତକ୍ଷଣ ତାରା ମଦୀନା ଥିକେ ପାଲିଯେ ମକ୍କାଯ ଯାବେ ନା । ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ବା ମୋରତାଦ ହଲେଇ ତାରା ପାଲିଯେ ଯେତେ ପାରେ । ସେଟୋ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବା ଗୋପନୀୟ ମୋରତାଦ ହେଁଯା ଯେ କୋନ ପ୍ରକାରଇ ହତେ ପାରେ । କୋନ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଁଯାର ପର ମୁସଲମାନଦେର କାହେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଶୈଶ ହୟେ ଯାଯ । ତଥନ ତାର ଇସଲାମୀ ସମାଜେ ଥାକାର ଚେଯେ ବେରିଯେ ଯାଓଯାଇ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ କଲ୍ୟାଣକର । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଦିକେ ଇଞ୍ଜିତ କରେଇ ବଲେଛିଲେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାଦେର ଛେଡେ ମୋଶରେକଦେର କାହେ ପାଲିଯେ ଗେଛେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାକେ ଦୂର କରେ ଦିଯେଛେ । ୨

ମକ୍କାର ଯେସକଳ ମାନୁଷ ମୁସଲମାନ ହୟେଛେ ବା ହବେନ, ତାଦେର ବିଷୟେ ତୋ ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତାବଳୀତେ କୋନ ସୁବିଧା ରାଖୁ ହୟନି । କାଜେଇ ତାଦେର ମଦୀନାୟ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭେର କୋନ ସୁଯୋଗ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ପୃଥିବୀ ତୋ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ । ନାୟକ ସମଯେ ହାବଶାର ଯମିନ କି ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ ଆଶ୍ରୟାଙ୍କୁ ହୟନିଃ ସେଇ ସମୟ ମଦୀନାର ଅଧିବାସୀରାତୋ ଇସଲାମେର ନାମଓ ଜାନତୋ ନା । ଏଥିନୋ ଦୁନିଆର କୋନ ନା କୋନ ଅଂଶ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ ବକ୍ଷ ବିତ୍ତାର କରବେ । ଏଦିକେ ଇଞ୍ଜିତ କରେଇ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେ, ‘ଓଦେର ଯେ ଲୋକ ଆମାଦେର କାହେ ଆସବେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରଶ୍ନତା ଏବଂ ବେରିଯେ ଯାଓଯାର ବନ୍ଦୋବନ୍ତ କରେ ଦେବେନ ।’

ଏ ଧରନେର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାୟ ଦୃଶ୍ୟତ କୋରାଯଶରା ଲାଭବାନ ହୟେଛିଲୋ କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କୋରାଯଶଦେର ମାନସିକ ଭୟ-ଭିତ୍ତି, ପେରେଶାନି, ଆତକ, ଅସ୍ତିରତା ଏବଂ ପରାଜ୍ୟେର ନିର୍ଦର୍ଶନ । ଏତେ ବୋବା ଯାଯ ଯେ, ତାରା ତାଦେର ମୂର୍ତ୍ତିନିର୍ଭର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କେ ଭୟେ ଜେଡ଼ୋସଡ୍ରୋ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲୋ । ତାରା ଅନୁଭବ କରିଛିଲୋ ଯେ, ତାଦେର ଏ ସମାଜଦେହ ଏମନ ଏକ କ୍ଷଣଭକ୍ତୁର ଅନୁସାରଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦାଁଡିଯେ ଆହେ, ଯା ଯେ କୋନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧରେ ପଡ଼ତେ ପାରେ । କାଜେଇ ଏର ହେଫାୟତେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋରଦାର କରା ଅପରିହାର୍ୟ । ଅନ୍ୟଦିକେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯେକଥିପରି ଉଦାରଚିନ୍ତା ଏ ଶର୍ତ୍ତ ମେନେ ନିଯେଛେ ଯେ, କୋରାଯଶଦେର କାହେ ଆଶ୍ରୟଗହଣକାରୀ କୋନ ମୁସଲମାନକେ ଫେରତ ଚାଇବେନ ନା, ଏତେ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯେ, ଇସଲାମୀ ସମାଜେର ପରିପକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ପର୍କେ ତାର ଆଶ୍ରା ଛିଲୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାୟ । ତାଇ ଏରପରି ଧରନେର ଶର୍ତ୍ତେ କୋନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହବେ ନା ।

ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-ଏର ସଂଶୟ

ହୋଦାଯବିଯାର ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଦିକ ଥିକେ ଆଲୋଚନା କରା ହଲୋ । ଏ ଶର୍ତ୍ତାବଳୀର ମଧ୍ୟେ ଦୁଃ୍ଟି ବିଷୟ ଏମନ ଛିଲୋ ଯେ, ତାର କାରଣେ ମୁସଲମାନରା ମାନସିକ ଦିକ ଥିକେ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େ । ପ୍ରଥମତ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛିଲେନ ଯେ, ତିନି ବାଯୁତୁଲ୍ଲାହ ଶରୀଫେ ଯାବେନ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱାକ୍ଷର କରବେନ କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱାକ୍ଷର ନା କରେଇ ତିନି ଫିରେ ଯାଛିଲେନ । ଦ୍ୱିତୀୟତ ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସତ୍ୟର ଓପର ଛିଲେନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତାର ଦୀନକେ ବିଜ୍ୟୀ କରବେନ ବଲେ ଓୟାଦା କରେଛେ । କାଜେଇ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର କେନ ପ୍ରଭାବିତ ହୟେ ଏବଂ ନତି ଦୀକ୍ଷାକାର କରେ ସନ୍ଧି କରଲେନ । ଏ ଦୁଃ୍ଟି ବିଷୟ ନାନା ସଂଶୟ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନେର ଜନ୍ୟେ ଦିଚ୍ଛିଲୋ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ଅନୁଭିତିତେ ଏତୋ ବେଶୀ ଆସାତ ଲେଗେଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ଦୁଃ୍ଖ-ଦୁଃ୍ଖିତ୍ୟାୟ ମୁସଦ୍ଦେ ପଡ଼େଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବାଇ ସଂଭବତ ସବଚେଯେ ବେଶୀ ମାନସିକ ସନ୍ତ୍ରାମାଯ ଭୁଗିଛିଲେନ । ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ରର କାହେ ଗିଯେ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର, ଆମରା କି ହକ ଏବଂ ଓରା କି ବାତିଲେର ଓପର ନେଇଁ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, କେନ ନୟ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମାଦେର ନିହତରା ଜାନାତ ଆର ଓଦେର ନିହତରା କି ଜାହାନାମେର ଅଧିବାସୀ ନୟ । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ କେନ ନୟ । ତିନି ବଲଲେନ ତବେ ଆମରା କେନ ଦୀନେର ବ୍ୟାପାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଲାମ, ଏରପରି ଶର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରଲାମ ଏବଂ

ଏମ ଅବସ୍ଥାଯ ପାଠିତ ହଲାମ? ଅଥଚ ଆଜ୍ଞାହ ତାୟାଳା ଏଥନୋ ଆମାଦେର ଏବଂ ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଫୟସାଲା କରେଣନି । ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ ବଲଲେନ, ଖାତାବେର ପୁତ୍ର ଓମର, ଆମି ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ । କାଜେଇ ଆମି ଆଜ୍ଞାହର ନାଫରମାନି କରତେ ପାରି ନା । ଆଜ୍ଞାହ ତାୟାଳା ଆମାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେନ ଏବଂ କିଛୁତେଇ ଆମାକେ ଧଂସ କରବେନ ନା । ତିନି ବଲଲେନ, ଆପନି କି ଆମାଦେର ବଲେଣନି ଯେ, ବାୟତୁଲ୍ଲାହ ଶରୀଫେ ଯାବେନ ଏବଂ ତଓୟାଫ କରବେନ? ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ କେନ ନୟ? କିନ୍ତୁ ଆମି କି ବଲେଛିଲାମ ଯେ, ଆମରା ଏବାରଇ ସଫଳ ହବୋ? ତିନି ବଲଲେନ ଜୀ ନା । ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଶୋନୋ ତବେ, ଅବଶ୍ୟାଇ ବାୟତୁଲ୍ଲାହର କାହେ ତୋମରା ଯାବେ ଏବଂ ତାର ତଓୟାଫର କରବେ ।

କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-ଏ କାହେ ଗିଯେ ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଯେସବ କଥା ବଲେଛିଲେନ, ତା ତାକେ ବଲଲେନ । ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-କେ ଯେରପ ଜବାବ ଦିଯେଛିଲେନ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ଓ ସେରପ ଜବାବ ଦିଲେନ । ପରେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଆରୋ ବଲଲେନ, ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲେର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚଳ ଥାକୋ ।

ପରେ ଆଜ୍ଞାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ସୂରା ଫତେହ-ଏ ସେସବ ଆୟାତ ନାଯିଲ କରଲେନ, ଯାର ଶୁରୁତେ ରହେଛେ, ‘ନିଶ୍ଚ ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଦିଯେଛି ସୁମ୍ପଟ ବିଜ୍ୟ । ଏହି ସୂରାୟ ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧିକେ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟେ ସୁମ୍ପଟ ବିଜ୍ୟ ବଲେ ଉତ୍ତର୍ଥ କରା ହଯେଛେ । ଏହି ଆୟାତସମ୍ମହ ନାଯିଲ ହେଉଥାର ପର ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଓମରକେ ଡେକେ ଏନେ ଏବଂ ଆୟାତସମ୍ମହ ପାଠ କରେ ଶୋନାଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲଲେନ, ହେ ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ, ଏଟା କି ବିଜ୍ୟ? ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ହଁ ବିଜ୍ୟ । ଏକଥା ଶୁନେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-ଏ ମନ ଶାନ୍ତ ହଲୋ ଏବଂ ତିନି ଫିରେ ଏଲେନ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ନିଜେର ଭୁଲ ବୁଝିତେ ପେରେ ଖୁବଇ ଲଙ୍ଘିତ ହଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ସେଦିନ ଯେ ଭୁଲ କରେଛିଲାମ, ଯେ କଥା ବଲେଛିଲାମ, ସେ ଜନ୍ୟେ ଭୟେ ଆମି ଅନେକ ନେକ ଆମଲ କରେଛି, ନିୟମିତ ସଦକା ଥୟରାତ କରେଛି, ରୋଧୀ ରେଖେଛି, ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେଛି, କ୍ରୀତଦାସ ମୁକ୍ତ କରେଛି । ଏରପର ଏଥନ ଆମି କଲ୍ୟାଣେର ବ୍ୟାପାରେ ଆଶାବାଦୀ ।^୩

ଦୁର୍ବଲ ମୁସଲମାନଦେର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ

ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାୟ ଏସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରଲେନ । ଏ ସମୟ ମଙ୍କା ଥେକେ ଆବୁ ବାହିର ନାମେ ଏକଜନ ମୁସଲମାନ କାଫେରଦେର ଅତ୍ୟାଚାର-ନିର୍ଯ୍ୟାତନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେୟ ମଦୀନାୟ ପାଲିଯେ ଏଲେନ । ଛାକିଫ ଗୋତ୍ରେର ଅଧିବାସୀ ଛିଲେନ ଆବୁ ବାହିର । ଏହି ଗୋତ୍ର ଛିଲେ କୋରାଯଶଦେର ମିତ୍ର । କୋରାଯଶରା ଆବୁ ବାହିରେର ଫେରତେର ଜନ୍ୟେ ଦୁଇଜନ ଲୋକକେ ମଦୀନାୟ ପାଠାଲୋ । ତାଦେର ବଲେ ପାଠାନୋ ହଲୋ ଯେ, ଆମାଦେର ଏବଂ ଆପନାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ସନ୍ଧି ହଯେଛେ ତାର ଶର୍ତ୍ତ ବାନ୍ଧବାୟନ କରନ । ରସୁଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନବାଗତ ଆବୁ ବାହିରକେ ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ମଙ୍କାଯ ପାଠିଯେ ଦିଲେନ । ଓରା ତିନଜନ ଯୁଲ ହୋଲାଯଫା ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛେ ଖେଜୁର ଖେତେ ଲାଗଲୋ । ଏମନ ସମୟ ଆବୁ ବାହିର ଓଦେର ଦୁଇଜନେର ଏକଜନକେ ବଲଲେନ, ଆଜ୍ଞାହର ଶପଥ, ତୋମାର

3. ଫତହଲ ବାରୀ, ସଞ୍ଚ ଖତ. ପୃ. ୩୦୯-୪୩୯, ସହିହ ବୋଥାରୀ, ୧ମ ଖତ, ୩୭୮-୮୮୧, ୨ୟ ଖତ. ପୃ. ୫୯୮-୬୦୦, ୭୧୭, ସହିହ ମୁସଲିମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୦୪, ୧୦୫, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ୩୦୮-୩୨୨ ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ୧୨୨-୧୨୭, ଓ ମୁଖତାକାରସ ସିରାତ, ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ, ପୃ. ୨୦୭-୩୦୫, ତାରୀଖେ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ, ଇବନେ ଜଓଜୀ ପ୍ରଗତ, ପୃ. ୩୯-୪୦

তলোয়ারটা তো দেখতে বেশ সুন্দর। লোকটি খুশীতে গদগদ হয়ে বললো হাঁ, তাই। আমি একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। হ্যরত আবু বাছির বললেন, আমাকে একটু দেখাও, আমিও দেখি। লোকটি আবু বাছিরের হাতে তলোয়ার তুলে দিলো। আবু বাছির সাথে সাথে লোকটিকে হত্যা করলেন।

অন্য লোকটি পালিয়ে মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো। রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে মন্তব্য করলেন যে, এই লোকটি বিপদ দেখেছে। সেই লোক আল্লাহর রসূলের কাছে এসে বললো, আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। আর আমাকেও হত্যা করা হবে। এমন সময় আবু বাছির ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তায়ালা আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে তাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে ওদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওর কোন সাক্ষী মিলে গেলে তো সে যুক্তের আঙ্গন জুলিয়ে দেবে। একথা শুনে আবু বাছির বুবালেন যে, এবার তাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া হবে। এ কারণে তিনি মদীনা থেকে বেরিয়ে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় চলে গেলেন। এদিকে আবু জান্দাল ইবনে সোহায়েল মক্কা থেকে পালিয়ে আবু বাছিরের সঙ্গে মিলিত হলেন। কোরায়শদের মধ্যেকার যারাই ইসলাম গ্রহণ করতো, তারাই আবু বাছিরের সাথে এসে মিলিত হতো। সেখানে একটি দল গড়ে উঠলো। এরপর এরা সিরিয়ায় যাতায়াতকারী কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠন করতো এবং কাফেলার লোকদের নির্মমভাবে প্রহার করতো। কোরায়শরা অতিষ্ঠ হয়ে রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিকটাঞ্চীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন জানালো যে, আপনি ওদেরকে নিজের কাছে ডেকে নিন। এরপর থেকে মক্কার কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আপনার কাছে গেলে তারা নিরাপদ থাকবে। তাদের ব্যাপারে আমরা প্রশং তুলব না। রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর সমুদ্র উপকূলীয় মুসলমানদের মদীনায় ডেকে আনলেন।^৪

কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ

সন্ধির পর সগুম হিজরীর প্রথম দিকে হ্যরত আমর ইবনুল আস, খালেদ ইবনে ওলীদ ও ওসমান ইবনে তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা আল্লাহর রসূলের কাছে হায়ির হলে তিনি বললেন, মক্কা তাদের কলিজার টুকরোদের আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।^৫

হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিলো প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা। ইসলামের প্রতি শক্রতায় কোরায়শরা সবচয়ে মজবুত, হঠকারি এবং যুদ্ধেদেহী ছিলো। যুক্তের ময়দান থেকে শাস্তির ক্ষেত্রে আসার ফলে খন্দকের যুক্তের সময়কালের তিনবাহ অর্থাৎ কোরায়শ, গাতফান এবং ইহুদী এই তিনটির একটি বাহ ভেঙ্গে গেলো। কোরায়শরা ছিলো সমগ্র জায়িরাতুল আরবে মৃত্তিপূজার একচ্ছত্র প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষক। যুক্তের ময়দান থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর তাদের মৃত্তিপূজার উদ্দীপনা ও যেন স্থিমিত হয়ে গেলো। তাদের শক্রতামূলক আচরণের ক্ষেত্রেও

৪. ৩ নং টাকায় উল্লেখ গ্রহ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৫. উল্লিখিত সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আসমায়ে রেজালের বিভিন্ন গ্রন্থে অষ্টম হিজরীর কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আমর ইবনুল আস নাজাশীর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে সবাই জানে। এটা হচ্ছে অষ্টম হিজরীর ঘটনা। আমর হাবশা থেকে ফেরার পথে খালেদ এবং ওসমান ইবনে তালহার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনজন একত্রে আল্লাহর রসূলের কাছে হায়ির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে বোঝা যায় যে, এরা ও সগুম হিজরীর প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাকই সবকিছু তালো জানে।

ଲକ୍ଷ୍ୟଗୀଯ ପାରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚିତ ହଲୋ । ଏ କାରଣେଇ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ, ସଞ୍ଚିର ପର ଗାତଫାନ ଗୋତ୍ରେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ତେମନ କୋନ ଶକ୍ତିମୂଳକ ଆଚରଣ କରା ହୟନି । ତାରା କିଛୁ କରଲେଓ ଇହୁଡ଼ୀଦେର ଉକ୍ତାନିତେଇ କରେଛେ ।

ଇହୁଡ଼ୀରା ମନୀନା ଥେକେ ବହିକାରେର ପର ଖୟବରକେଇ ନିଜେଦେର ସତ୍ୟତା ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତେର ଆଖଡ଼ା ହିସାବେ ଗଡ଼େ ତୋଲେ । ସେଥାମେ ତାଦେର ଶୟତାନ ଆଭାବାଚା ଦିଚ୍ଛିଲୋ । ତାରା ଫେତନାର ଆଣ୍ଟନ ଜ୍ଵାଳାନୋର କାଜେ ନିଯୋଜିତ ଛିଲୋ । ଇହୁଡ଼ୀରା ମନୀନାର ଆଶେପାଶେର ବେଦୁଇନଦେର ଉକ୍ତାନି ଦିଚ୍ଛିଲୋ ଏବଂ ରସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ଧରନ କରେ ଦେଯା ଅଥବା ବଡ଼ ଧରନେର କୋନ କ୍ଷତି କରାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରଛିଲୋ । ଏବଂ କାରଣେ ରସ୍ତୁନ୍ତାହୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହୋଦାଯାବିଯାର ସନ୍ଧିର ପର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇହୁଡ଼ୀଦେର ଦୁଃକ୍ରିତର ଆଖଡ଼ା ସମୂଳେ ଉଂପାଟନେ ମନୋଯୋଗୀ ହନ ।

ମୋଟକଥା ହୋଦାଯାବିଯାର ସନ୍ଧିର ପର ଶାନ୍ତିର ଯେ ନବୟୁଗ ଶୁରୁ ହୟେଛିଲୋ, ଏତେ ମୁସଲମାନରା ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଦୀନେର ତାବଲୀଗ କରାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେଛିଲୋ । ଦାଓୟାତ ଓ ତାବଲୀଗେର ମଯଦାନେ ମୁସଲମାନଦେର ତ୍ରୟିପରତା ଏ ସମୟେ ତାଇ ବହୁଶେ ବୃଦ୍ଧି ପେଯେଛିଲୋ । ଯୁଦ୍ଧର ତ୍ରୟିପରତାକେ ଏଇ ତାବଲୀଗୀ ତ୍ରୟିପରତା ଛାଡ଼ିଯେ ଗିଯେଛିଲୋ । ସେଇ ସମୟକେ ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଯ ।

ଯୁଦ୍ଧର ତ୍ରୟିପରତାଯ ଆଗେ ଦାଓୟାତ ଓ ତାବଲୀଗେର ତ୍ରୟିପରତାର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକପାତ କରାଇ ସମୀଚିନ । କେନନା ତାବଲୀଗୀ କାଜଇ ଅଧାରିକାର ପାଓୟାର ଉପୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଇସଲାମେର ପ୍ରକୃତ କାଜ ଓ ସେଟାଇ । ଏଇ ତାବଲୀଗୀ କାଜେର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରେର ଜନ୍ୟେଇ ମୁସଲମାନରା ଏତୋବେଶୀ ବିପଦ, ମୁସିବତ, ଅଶାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ, ହାଙ୍ଗାମା ଓ ବିଶ୍ଵାଳା ସହ୍ୟ କରେଛିଲେନ ।

বাদশাহ এবং আমীরদের নামে চিঠি

ষষ্ঠি হিজরীর শেষদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন বাদশাহ ও আমীরের নামে চিঠি প্রেরণ করে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব চিঠি প্রেরণের ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হয় যে, চিঠিতে সীলমোহর দেয়া হলেই বাদশাহ তা গ্রহণ করবেন। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপার আংটি তৈরী করেন, এতে মোহাম্মদ, রসূল ও আল্লাহ এইশৰ্দি তিনটি খোদাই করা হয়েছিলো। আল্লাহ ১ম, রসূল ২য় এবং মোহাম্মদ ৩য় লাইনে লেখা হয়।^১

চিঠি লেখানোর পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাহাবাদের কয়েকজনকে চিঠিসহ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। খয়বর রওয়ানা হওয়ার কয়েকদিন আগে সঙ্গম হিজরীর ১লা মহরর তারিখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল দৃত প্রেরণ করেন।^২ নীচে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

এক) হাবশার বাদশাহ নাজাশীর নামে—

নাজাশীর প্রকৃত নাম ছিলো আসহাম ইবনে আলজাবার। আল্লাহর রসূল চিঠি লেখানোর পর আমর ইবনে উলাইয়া জামরির হাতে ষষ্ঠি হিজরীর শেষে বা সঙ্গম হিজরীর শুরুতে এটি প্রেরণ করেন। আল্লামা তিবরি চিঠির বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চিঠির বক্তব্য ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর লেখা চিঠি এটি নয়। মুক্ত অবস্থানকালে আল্লাহর রসূল হ্যরত জাফর তাইয়ারকে হাবশায় হিজরতের সময় যে চিঠি দিয়েছিলেন নাজাশীকে দেয়ার জন্যে এটি মনে হয় সেই চিঠি। কেননা চিঠির শেষে মোহাজেরদের প্রসঙ্গ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আমি আপনার কাছে আমার চাচাতো ভাই জাফরকে মুসলমানদের একটি জামাতের সাথে পাঠিয়েছি। ওরা আপনার কাছে পৌছুলে আপনি ওদের আপনার তত্ত্বাবধানে রাখবেন এবং কোন প্রকার জবরদস্তি করবেন না।

ইমাম বায়হাকী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো একখানি চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন সেটিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। চিঠির বক্তব্য এরূপ: ‘এই চিঠি নবী মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহামের নামে। যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন তাঁর ওপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিছি যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত এবাদাতের উপর্যুক্ত কেউ নেই। তাঁর স্তু পুত্র কিছু নেই। আমি একথা ও সাক্ষ্য দিছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর বাদ্দা ও রসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিছি, কেননা আমি আল্লাহর রসূল। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। হে আহলে কেতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের এবং আপনাদের ঘর্থে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করবো না। যদি কেউ এ বিশ্বাস গ্রহণে অঙ্গীকৃতি জানায়,

১. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ ৮৭২, ৮৭২

২. রহমতুল লিল আলামীন, ১ম খন্দ, পৃ. ১৭১

ତବେ ତାକେ ବଲୁନ ଯେ, ସାଙ୍ଗୀ ଥାକୋ, ଆମି ମୁସଲମାନ । ଯଦି ଆପଣି ଏହି ଦାଓଡ଼ାତ ଗ୍ରହଣ ନା କରେନ, ତବେ ଆପନାର ଓପର ଆପନାର କୁଣ୍ଡରେ ନାହାରାଦେର ସମୁଦୟ ପାପ ବର୍ତ୍ତାବେ ।

ପ୍ୟାରିସେର ଡଟ୍ର ମୋଃ ହାମିଦୁଲ୍ଲାହ ଆରୋ ଏକଥାନି ଚିଠିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ । ସେଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଓଯା ଗେଛେ । ଏ ଚିଠିଥାନି ଏକଟି ଶଦେର ପାର୍ଥକ୍ୟସହ ଆଲ୍ଲାମା ଇବନେ କାହିଁଯେମେର ଲେଖା ଗ୍ରହ୍ୟ ଯାଦୁଳ ମାୟାଦ-ଏ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ । ଡଟ୍ର ସାହେବ ଚିଠିର ବକ୍ତବ୍ୟେର ସତତ୍ୟ ନିରପଣେର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରେଛେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗେ ପ୍ରକାଶିତ ଏ ଚିଠିର ଫଟୋକପି ଡଟ୍ର ହାମିଦୁଲ୍ଲାହ ତା'ର ଗ୍ରହ୍ୟ ସମ୍ବିବେଶିତ କରେଛେ । ଏର ଅନୁବାଦ ନିମିରନ୍ପ । ପରମ କରଣାମୟ ଓ ଅତି ଦୟାଲୁ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଶୁରୁ କରଛି ।

‘ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ମୋହମ୍ମଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ହାବଶାର ନାଜାଶୀ ଆୟମେର ପ୍ରତି । ସାଲାମ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓପର ଯିନି ହେଦ୍ୟାତେର ଅନୁସରଣ କରେନ । ଆମି ଆପନାର କାହେ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରଶଂସା କରଛି ଯିନି ବ୍ୟତୀତ କୋନ ମାରୁଦ ନେଇ । ଯିନି କୁନ୍ଦୁସ, ଯିନି ସାଲାମ, ଯିନି ନିରାପତ୍ତା ଓ ଶାନ୍ତି ଦେନ, ଯିନି ହେଫାୟତକାରୀ ଓ ତତ୍ତ୍ଵବ୍ୟାନକାରୀ । ଆମି ସାଙ୍କ୍ୟ ଦିଛି ଯେ, ଈସା ଇବନେ ମରିଯମ ଆଲ୍ଲାହର ରହ ଏବଂ ତା'ର କଲେମା । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ତା'କେ ପ୍ରବିତ ଓ ସତୀ ମରିଯମେର ଓପର ସ୍ଥାପନ କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହର ରହ ଏବଂ ଫୁଁ-ଏର କାରଣେ ହ୍ୟରତ ମରିଯମ (ଆ.) ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେନ । ଯେମନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ହ୍ୟରତ ଆଦମ ଆଲାଇହିସ ସାଲାମକେ ନିଜେର ହାତେ ତୈରି କରେଛିଲେନ । ଏକ ଓ ଅନ୍ତିମ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ଏବଂ ତା'ର ଆନୁଗତ୍ୟେର ପ୍ରତି ପରମ୍ପରକେ ଦାଓଡ଼ାତ ଦିଛି । ଏହାଡ଼ା ଏକଥାର ପ୍ରତିଓ ଦାଓଡ଼ାତ ଦିଛି ଯେ, ଆପଣି ଆମାର ଆନୁଗତ୍ୟ କରନ୍ତ ଏବଂ ଆମି ଯା କିନ୍ତୁ ନିଯେ ଏସେଛି, ତା'ର ଓପର ବିଶ୍ଵାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତ । କେନନା ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ, ଆମି ଆପନାକେ ଏବଂ ଆପନାର ସେନାଦଲକେ ସରଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନେର ପ୍ରତି ଆହାନ ଜାନାଛି । ଆମି ତାବଲୀଗ ଓ ନସିହତ କରେଛି । କାଜେଇ ଆମାର ତାବଲୀଗ ଓ ନସିହତ କବୁଳ କରନ୍ତ । (ପରିଶେଷ) ସାଲାମ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓପର, ଯିନି ହେଦ୍ୟାତେର ଆନୁଗତ୍ୟ କରେନ ।^୧

ଡଟ୍ର ମୋଃ ହାମିଦୁଲ୍ଲାହ ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ଯେ, ଏହି ଚିଠିଇ ସେଇ ଚିଠି, ଯା ହେଦ୍ୟବିଯାର ସନ୍ଧିର ପର ରସୂଲ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ନାଜାଶୀର କାହେ ପାଠିଯେଛିଲେନ । ଏହି ଚିଠି ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଣନାସ୍ତ୍ରେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟେର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କେ ସନ୍ଦେହେର କୋନ କାରଣ ଥାକେ ନା । କିନ୍ତୁ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ହେଦ୍ୟବିଯାର ସନ୍ଧିର ପର ଏହି ଚିଠିଇ ପାଠିଯେଛିଲେନ, ଏର କୋନ ପ୍ରମାଣ ପାଓୟା ଯାଯା ନା । ବରଂ ଇମାମ ବାଯହକି ଯେ ଚିଠି ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବାସେର (ରା.) ବର୍ଣନାୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ, ତା'ର ସାଥେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦଶାହର ଚିଠିର ବିବରଣ ଅଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହ୍ୟ । କେନନା ଇମାମ ବାଯହକି ସକ୍ଲିତ ଚିଠିପତ୍ରେର ସାଥେ କୋରାଅନେର ‘ହେ ଆହଲେ କେତାବରା’ ସମ୍ବୋଧନ ସମ୍ବଲିତ ଆୟାତ ରଯେଛେ । ଏ ଧରନେର ଆୟାତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇମାମଦେର ସଂକଳିତ ଚିଠିର ମଧ୍ୟେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ । ଇମାମ ବାଯହକି ସକ୍ଲିତ ଚିଠିତେ ହାବଶାର ବାଦଶାହର ନାମ ଆସହାମା ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ । ଡଟ୍ର ସାହେବେର ଚିଠି ପ୍ରକ୍ରିଯକେ ସେଇ ଚିଠି, ଯା ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଆସହାମେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତା'ର ସ୍ତଲାଭିଷିକ୍ତେର ନାମେ ଲିଖେଛିଲେନ । ସନ୍ତବତ ଏ କାରଣେଇ ଚିଠିଟି କାରୋ ନାମ ଛିଲୋ ନା ।

୩. ରସୂଲୁଲ୍ଲାହର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ଡଟ୍ର ମୋଃ ହାମିଦୁଲ୍ଲାହ । ପୃ. ୧୦୮, ୧୦୯, ୧୨୨, ୧୨୩, ୧୨୪, ୧୨୫, ଯାଦୁଳ ମାୟାଦ ଗ୍ରହ୍ୟ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଦ୍ୟାତେର ଆନୁଗତ୍ୟ କରେନ-ଏର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଯେଛେ ‘ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ’ ଦେୟନ ଯାଦୁଳ ମାୟାଦ, ତୃତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୬୦ ।

এ বিষয়ে আমর কাছে কোন প্রমাণ নেই। বরং সেইসব অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই হচ্ছে ভিত্তি, যা চিঠির বক্তব্য থেকে গ্রহণ করা যায়। তবে ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে বিশ্বায় জাগে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা.) বর্ণিত বায়হাকির উদ্বৃত্ত চিঠিতে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে আল্লাহর রসূলের সেই চিঠি বলে উল্লেখ করেছেন যে চিঠি আসহামার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরীর নামে লিখা হয়েছিলো। অথবা আসহামাকে লেখা চিঠিতে সুপ্রস্তুতভাবে তার নাম লেখা রয়েছে।

মোটকথা, আমর ইবনে উমাইয়া জামারি আল্লাহর রসূলের চিঠি নাজাশীর কাছে প্রদান করেন। নাজাশী সেই চিঠি চোখে লাগান এবং সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে আসেন। এরপর তিনি হ্যরত জাফর ইবনে আবু তালেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত চিঠির জবাবে তিনি একখানি চিঠি মদীনায় প্রেরণ করেন। সেই চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ।

পরম কর্মণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের নামে

নাজাশী আসহামার পক্ষ থেকে।

হে আল্লাহর নবী, আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ছালাম, তাঁর রহমত ও বরকত নায়িল হোক। সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ব্যতীত এবাদাতের উপযুক্ত কেউ নেই। অতপর, হে আল্লাহর রসূল, আপনার চিঠি আমার হাতে পৌছেছে। এ চিঠিতে আপনি হ্যরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আসমান ও যমননের মালিক আল্লাহর শপথ, আপনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন হ্যরত ঈসা (আ.) এর চেয়ে বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি সেইরূপ ছিলেন আপনি যেরূপ উল্লেখ করেছেন।^৫ আপনি আমার কাছে যা কিছু লিখে পাঠিয়েছেন, আমি তা জেনেছি এবং আপনার চাচাতো ভাই এবং আপনার সাহাবাদের মেহমানদারী করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য ও খাঁটি রসূল। আমি আপনার কাছে বাইয়াত করছি, আপনার চাচাতো ভাইয়ের বাইয়াত করছি এবং তাঁর হাতে আল্লাহ রসূল আলামীনের জন্যে ইসলাম করুল করেছি।^৬

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজাশীর কাছে একথাও দাবী করেছেন, তিনি যেন হ্যরত জাফর এবং হাবশায় অন্যান্য মোহাজেরদের পাঠিয়ে দেন। সেই অনুযায়ী নাজাশী হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারির সাথে দু'টি কিসতিতে করে সাহাবাদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। একটি কিসতিতে হ্যরত জাফর, হ্যরত আবু মূসা আশয়ী এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খয়বরে পৌছে সেখান থেকে মদীনায় হাফির হন। অন্য একটি কিসতিতে অধিকাংশ ছিলো শিশু-কিশোর, তারা হাবশা থেকে সরাসরি মদীনায় পৌছে।^৭

উল্লেখ্য, নাজাশী তবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর রসূল নাজাশীর ইন্তেকালের তারিখেই তার মৃত্যু সংবাদ সাহাবাদের জানান এবং গায়েবানা জানায়ার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে নাজাশীর স্থলাভিষিক্ত বাদশাহর কাছেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৫. হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নাজাশীর অর্থাৎ আসহামার এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উল্লেখিত চিঠিটি আসহামার নামেই প্রেরিত হয়েছিলো।

৬. যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্দ, পৃ. ৬১

৭. যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্দ, পৃ. ৬১

ওয়া সাল্লাম একখানি চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিনা, সেটা জানা যায়নি।^৮

দুই) মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের নামে—

রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জোরাইজ ইবনে মাতা'র^৯ কাছেও একখানা চিঠি লিখেছিলেন। জুরাইজের উপাধি ছিলো মুকাওকিস। চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ—

‘পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বাদ্দা ও তাঁর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে মুকাওকিস আয়ম কিবতের নামে। তাঁর প্রতি সালাম, যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন।

আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শাস্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দু'টি পুরক্ষার দেবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তবে কিবতের অধিবাসীদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে কিবতিরা, ‘এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্যে সমান। সেটি এই যে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে না মানে।’ যদি কেউ এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান।’^{১০}

এই চিঠি পৌছানোর জন্যে হ্যারত হাতেব ইবনে আবি বালতাআকে মনোনীত করা হয়। তিনি মোকাওকিসের দরবারে পৌছার পর বলেছিলেন, এই যমিনে আপনার আগেও একজন শাসনকর্তা ছিলেন, যে নিজেকে রবের আল্লা মনে করতো। আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত করেছেন। প্রথমে তার দ্বারা অন্য লোকদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে এবং পর তাকে প্রতিশোধের লক্ষ্যস্থল করা হয়েছে। কাজেই অন্যের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এমন যেন না হয় যে, অন্যরা আপনার ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করবে।’

মুকাওকিস জবাবে বললেন, আমাদের একটি ধর্ম-বিশ্বাস রয়েছে সেই ধর্ম বিশ্বাস আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম-বিশ্বাস পাওয়া না যায়।

হ্যারত হাতেব (রা.) বলেন, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। এই দ্বিনকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী সকল দ্বিনের পরিবর্তে যথেষ্ট মনে করেছেন। ইসলামের অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত দ্বিনের নবী মানুষকে দ্বিনের দাওয়াত দেয়ার পর তার বিরুদ্ধে কোরায়শরা প্রধান শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ইহুদীরাও শক্ততা ও ষড়যন্ত্র শুরু করে। নাছারারা ছিলো কাছে কাছে। আল্লাহর শপথ,

৮. একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা,
৯. আল্লামা মনসুরপুরী রহমতুল লিল আলামীন গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠায় তার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ডেট হামিদুল্লাহ তাঁর তিথিত রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন গ্রন্থে এই বাদশাহের নাম বনি ইয়ামিন বলে উল্লেখ করেছেন।
১০. যাদুল মায়াদ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাছে অতীতে এই চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডেট হামিদুল্লাহ মুদ্রিত ফটোকপির বিবরণে এবং যাদুল মায়াদ- এর উল্লিখিত বিধির বিবরণের মধ্যে মাত্র দুটি শব্দের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১৩৬-১৩৭ দেখন,
১০. যাদুল মায়াদ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিকট অতীতে এই চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডেট হামিদুল্লাহ মুদ্রিত ফটোকপির বিবরণে এবং যাদুল মায়াদ- এর উল্লিখিত বিধির বিবরণের মধ্যে মাত্র দুটি শব্দের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১৩৬-১৩৭ দেখন,

হযরত মূসা (আ.) যেমন হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন একই নিয়মে আমরা আপনাকে কোরআনের দাওয়াত দিছি, যেমন আপনারা তওরাতের অনুসারীদের ইঞ্জিলের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যে নবী যে কওমকে পেয়ে যান, সেই কওম সেই নবীর উন্নত হয়ে যায় এরপর সেই নবীর আনুগত্য করা উক্ত কওমের জন্যে অত্যাবশ্যক হয়ে যায়।

আপনারা নবাগত নবীর যমানা পেয়েছেন, কাজেই তাঁর আনুগত্য করুন। আপনাকে আমরা দীনে মসীহ থেকে ফিরে আসতে বলছি না, বরং আমরা মূলত সেই দ্বিনের দাওয়াতই দিছি:

মুকাওকিস বলেন, সেই নবী সম্পর্কে খোজ-খবর নিয়ে আমি শুনেছি যে, তিনি কোন অপছন্দীয় কাজের আদেশ দেন না এবং পছন্দীয় কোন কাজ করতে নিষেধ করেন না। তিনি পথভঙ্গ যাদুকর নন, মিথ্যাবাদী জ্যোতিষী নন। বরং আমি দেখেছি যে, তার সাথে নবুয়াতের এ নিশান রয়েছে যে, তিনি গোপনীয় বিষয়কে প্রকাশ করেন এবং অপ্রকাশ্য জিনিস সম্পর্কে খবর দেন। আমি তার দাওয়াত সম্পর্কে আরো চিন্তা-ভাবনা করবো।

মুকাওকিস আল্লাহর রসূলের চিঠি নিয়ে হাতীর দাঁতের একটি কৌটোয় রাখেন এরপর মুখ বন্ধ করে সীল লাগিয়ে তার এক দাসীর হাতে দেন। এরপর আরবী ভাষার কাতেবকে ডেকে রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিমোক্ত চিঠি লেখেন।

‘পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নাম শুরু করছি। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নামে মুকাওকিস আবিম কিবত-এর পক্ষ থেকে। আপনার প্রতি সালাম। আপনার চিঠি পাঠ করেছি। আপনার চিঠির বক্তব্য এবং দাওয়াত আমি বুঝেছি। আমি জানি যে, এখনো একজন নবী আসার বাকি রয়েছে। আমি ধারণা করেছিলাম যে, তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দৃতের সম্মত করেছি। আপনার খেদমতে দুইজন দাসী পাঠাচ্ছি। কিবিতিদের মধ্যে এদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্যে কিছু পোশাকও পাঠাচ্ছি। আপনার সওয়ারীর জন্যে একটি খচরও হাদিয়া স্বরূপ পাঠাচ্ছি। আপনার প্রতি সালাম।

মুকাওকিস আর কোন কথা লেখেননি। তিনি ইসলামও গ্রহণ করেননি। তাঁর প্রেরিত দাসীদের নাম ছিলো মারিয়া কিবিতিয়া এবং শিরিন। খচরটির নাম ছিলো দুলদুল। এটি হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলো।^{১১} রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারিয়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মারিয়ার গর্ত থেকেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। শিরিনকে কবি হাস্সান ইবনে ছাবেত আনসারীকে দান করা হয়।

তিন) পারস্য সম্রাট খসরাত পারভেয়ের নামে—

রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য সম্রাট কিসরার কাছেও একখানি চিঠি প্রেরণ করেন, সেটি ছিলো নিম্নরূপ—

‘পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি—

আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের পারভেয়ের নামে।’

সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি, যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করেন। তিনি এক ও অদ্বীয়, তাঁর কোন শরিক নেই, মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহবান জানাচ্ছি। কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।

যারা বেঁচে আছে, তাদেরকে পরিগাম সম্পর্কে ডয় দেখানো এবং কাফেরদের ওপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমার কাজ। কাজেই, আপনি ইসলাম ইহুণ করুন, শান্তিতে থাকবেন যদি এতে অঙ্গীকৃতি জানান, তবে সকল অগ্নি উপাসকের পাপও আপনার ওপরই বর্তাবে।

এ চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্যে হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে হোয়াফ ছাহমিকে (রা.) মনোনীত করা হয়। তিনি চিঠিখানি বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা কোন দুর্ভে মাধ্যমে এ চিঠি পাঠিয়েছিলেন নাকি হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে হোয়াফকেই প্রেরণ করেছিলেন, সেটা জানা যায়নি। মোটকথা, চিঠিখানি পারভেয়কে পড়ে শোনানোর পর সে চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলে অহংকারের সাথে বলে, আমার প্রজাদের মধ্যে একজন সাধারণ প্রজা নিজের নাম আমার নামের আগে লিখেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার বাদশাহী ছিন্ন ভিন্ন করে দিন। এরপর তাই হয়েছিলো, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন।

স্মাট তার ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে লিখে পাঠালো যে, তোমার ওখান থেকে তাগড়া দু'জন লোককে পাঠাও, তারা যেন হেজাজ গিয়ে সে লোককে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। বাযান স্মাটের নির্দেশ পালনের জন্যে দু'জন লোককে তার চিঠিসহ আল্লাহর রসূলের কাছে প্রেরণ করে। প্রেরিত দু'জন লোক মদীনায় আল্লাহর রসূলের কাছে গেলো। তাদের একজন বললো, শাহানশাহ একখানি চিঠি লিখে বাযানকে নির্দেশ দিয়েছে আপনাকে যেন তার দরবারে হায়ির করা হয়। বাদশাহ বাযান আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন কাজেই, আপনি আমাদের সঙ্গে পারস্যে চলুন। সাথে সাথে উভয় আগন্তুক হুমকিপূর্ণ কিছু কথাও বললো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তভাবে তাদের বললেন, তোমার আগামীকাল দেখা করো।

এদিকে পারস্যের খসরু পারভেজের পারিবারিক বিদ্রোহ ও কলহ তীব্ররূপ ধারণ করলো। কায়সারের সৈন্যদের হাতে পারস্যের সৈন্যরা একের পর এক পরাজয় স্থাকার করে যাচ্ছিলো। পরিগামে বিরক্ত ও ত্রুট্র হয়ে স্মাটের পুত্র শিরওয়াই নিজের পিতাকে হত্যা করে নিজেই ক্ষমতা দখল করলো। সময় ছিলো মগলবার রাত্রি। সপ্তম হিজরার ১০ই জমাদিউল আউয়াল ১২ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেলেন। পরদিন সকালে দুই প্রতিনিধি আল্লাহর রসূলের দরবারে এলে তিনি তাদের এ খবর জানালেন। তারা বললো, আপনি এসব আবোল-তাবোল কি বলছেন? এর চেয়ে ছোট কথাও আমরা আপনার অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছি। আমরা কি আপনার এ কথা বাদশাহের কাছে লিখে পাঠাব! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, লিখে দাও। সাথে সাথে একথাও লিখে দাও যে, আমার দ্঵ীন এবং আমার হৃকুমত সেখানেও পৌছুবে, যেখানে তোমাদের বাদশাহ পৌছেছে। শুধু তাই নয়, বরং এমন জায়গায়ও পৌছুবে, যার পরে উট বা ঘোড়া যেতে পারবে না। তোমরা তাকে একথাও জানিয়ে দিয়ো যে, যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তবে যা কিছু তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেসব তাকে দিয়ে দেয়া হবে এবং তাকেই আমরা তার কওমের বাদশাহ করে দেবো।

উভয় দৃত এরপর মদীনা থেকে ইয়েমেনে বাযানের কাছে যায় এবং তাকে সবকথা জানায়। কিছুক্ষণ পরই ইয়েমেনে এক চিঠি এসে পৌছায় যে, শিরওয়াই তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। নতুন স্মাট তার চিঠিতে ইয়েমেনের গবর্নর বাযানকে এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, আমার পিতা যার সম্পর্কে লিখেছিলেন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিরক্ত করবেন না।

ଏই ସଟନାର କାରଣେ ବାଯାନ ଏବଂ ତାର ପାରସ୍ୟେର ବଦ୍ଧ-ବାନ୍ଧବ, ଯାରା ସେଇ ସମୟ ଇଯେମେନେ ଉପଶ୍ରିତ ଛିଲେନ, ସକଳେଇ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୁସଲମାନ ହେଁ ଯାନ । ୧୩

ଚାର) ରୋମକ ସମ୍ରାଟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ନାମେ—

ସହୀହ ବୋଖାରୀତେ ଏକଟି ଦୀର୍ଘ ହାଦୀସେ ଏ ଚିଠିର ବିବରଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ । ରସୂଲ ରୋମକ ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସକେ ଯେ ଚିଠି ଲିଖେଛିଲେନ, ସେ ଚିଠିର ବିବରଣ ନିମ୍ନରୂପ—

ପରମ କରଣାମ୍ୟ ଓ ଅତି ଦୟାଲୁ ଆଜ୍ଞାହର ନାମେ ଶୁରୁ କରାଛି ।

ଆଜ୍ଞାହର ବାନ୍ଦା ଓ ତା'ର ରସୂଲ ମୋହାମ୍ମଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ରୋମେର ମହାନ ହିରାକ୍ରିୟାସେର ପ୍ରତି ।

ସାଲାମ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତି, ଯିନି ହେଦୋଯାତେର ଆନୁଗତ୍ୟ କରେନ । ଆପନି ଯଦି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ ତବେ ଶାନ୍ତିତେ ଥାକବେନ । ଯଦି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ, ତବେ ଦୁଇ ରକମେର ପୁରୁଷଙ୍କାର ପାବେନ । ଯଦି ଅସ୍ତିକୃତ ଜାନାନ, ତବେ ଆପନାର ପ୍ରଜାଦେର ପାପଓ ଆପନାର ଓପର ବର୍ତ୍ତାବେ । ହେ ଆହଲେ କିତାବ, ଏମନ ଏକଟି ବିଷୟେର ପ୍ରତି ଆସୁନ, ଯା ଆମାଦେର ଓ ଆପନାଦେର ଜନ୍ୟେ ଏକି ସମାନ । ସେଟି ହଛେ ଯେ, ଆମରା ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଳା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରୋ ଉପାସନା ଆନୁଗତ୍ୟ କରବୋ ନା । ଆଜ୍ଞାହ ବ୍ୟତୀତ ଆମାଦେର କାଉକେ ଶରିକ କରବୋ ନା । ଆଜ୍ଞାହ ବ୍ୟତୀତ ଆମାଦେର କେଉଁ ପରମ୍ପରକେ ପ୍ରତ୍ୱ ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ କରବୋ ନା । ଯଦି ଲୋକେରା ଅମାନ୍ୟ କରେ, ତବେ ତାଦେର ବଲେ ଦିନ ଯେ, ତୋମରା ସାଙ୍କୀ ଥାକେ, ଆମି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରାଇଛି । ୧୪

ଏଇ ଚିଠି ପୌଛାନୋର ଜନ୍ୟେ ରସୂଲ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାନ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ହ୍ୟରତ ଦେହିଯା ଇବନେ ଖଲිଫା କାଲବିକେ ମନୋନୀତ କରେନ । ତାକେ ବଲା ହୁଏ, ତିନି ଯେଣ ଏଇ ଚିଠି ବସରାର ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ହାତେ ଦେନ । ବସରାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେଟି ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସକେ ପୌଛେ ଦେବେନ । ଏରପର ଯା କିଛୁ ହ୍ୟେଛେ, ତାର ବିବରଣ ସହୀହ ବୋଖାରୀତେ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବରାସ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଯେଛେ । ତିନି ବଲେନ, ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଇବନେ ହାବର ତାକେ ବଲେଛେନ ଯେ, ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସ ତାକେ କୋରାଯଶଦେର ଏକଦଲ ଲୋକେର ସାଥେ ତା'ର ଦରବାରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜାନାନ । ହେଦୋଯାବିଯାର ସନ୍ଧିର ଶର୍ତ୍ତନୁୟାୟୀ ଏଇ କାଫେଲା ବ୍ୟବସାୟେର ମାଲାମାଲ ନିଯେ ସିରିଆର ବ୍ୟବସାର ଜନ୍ୟେ ଗିଯେଛିଲେ । କାଫେଲା ଇଲିଆ ଅର୍ଧାଂ ବାୟତୁଲ ମାକଦେସେ ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସେର ଦରବାରେ ହାଥିର ହଲେନ । ୧୫ ସମ୍ରାଟ ତାଦେର କାହେ ଡାକଲେନ । ସେ ସମୟ ଦରବାରେ ଦେଶେର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଶ୍ରିତ ଛିଲେ ।

ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସ ମର୍କାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଦଲକେ ସାମନେ ରେଖେ ତାର ଦୋଭାସୀକେ ତଳବ କରେନ । ଏରପର ଦୋଭାସୀର ମାଧ୍ୟମେ ଜିଜାସା କରେନ ଯେ, ଯିନି ନିଜେକେ ନବୀ ବଲେ ଦାବୀ କରେନ ତାର ସାଥେ ବଂଶଗତ ସମ୍ପର୍କେ ଦିକ ଥେକେ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେ କାହାକାହିଁ? ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ବଲେନ, ଆମି ତଥନ ବାଦଶାହକେ ଜାନାଲାମ ଯେ, ଆମିଇ ତାର କାହାକାହିଁ । ହିରାକ୍ରିୟାସ ତଥନ ବଲେନ, ଓକେ ଆମାର କାହାକାହିଁ ନିଯେ ଏସୋ । ଆର ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ତାର ପେଛନେ ବସାଓ । ଏରପର ହିରାକ୍ରିୟାସ ତାର

୧୩. ମୁହାଦିରାତେ ଖାୟାରି, ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୪୭, ଫତହଲ ବାରୀ, ଅଟ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୨୭, ୧୨୮, ରହମତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମିନ

୧୪. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ୨ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪, ୫

୧୫. ସେଇ ସମୟ ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସ ହାମ୍ସ ଥେକେ ବାୟତୁଲ ମାକଦେସ ଗିଯେଛିଲେ । ପାରସ୍ୟେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ ପାଇଁ ଏହାକାରୀତେ ଜାନାନେ ରହିଥିଲାମ ।

ଆଜ୍ଞାହ ପାଇଁ ଏହାକାରୀତେ ଜାନାନେ ସମ୍ରାଟ ବାୟତୁଲ ମାକଦେସ ଗିଯେଛିଲେ । ଦେଖନୁ ସହୀହ ମୁସଲିମ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪-୫ । ଘଟନାର ବିବରଣେ ପ୍ରକାଶ, ଖସରୁ ପାରଭେଜେର ହତ୍ୟାକାନ୍ତେ ପର ରୋମକରା ତାଦେର ହାରାନୋ ଏଲାକା ପୁନରନ୍ଦାରେ ଶର୍ତ୍ତେ ପାରସ୍ୟ ସମ୍ରାଟେର ସାଥେ ସନ୍ଧି କରେ । ସେଇ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ପାରସ୍ୟ ଫେରତ ଦେଇ ଯାର ସମ୍ପର୍କେ ଖୃଷ୍ଟନଦେର ବିଶ୍ୱାସ ଛିଲେ ଯେ, ଏଇ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ହ୍ୟରତ ଇସାକେ (ଆଶି) ଦ୍ରୁଷ୍ଟିବିନ୍ଦୁ କରା ହ୍ୟେଛିଲେ ଏହି ସନ୍ଧିର ପର ଫିରେ ପାଓୟା ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ସଥାନେ ଥାପନ ଏବଂ ବିରାଟ ବିଜ୍ଯେର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଆଜ୍ଞାହ ପାଇଁ ଶୋକରିଯା ଆଦାୟେର ଜନ୍ୟେ ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସ ୬୨୯ ଈସାଯୀ ସମ୍ରାଟ ହିରାକ୍ରିୟାସ ଅର୍ଧାଂ ବାୟତୁଲ ମାକଦେସ ଗମନ କରେନ ।

দেৰভাষীকে বললেন, এ লোকটিকে আমি সেই নবীৰ দাৰীদাৰ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কৰবো। যদি সে কোন কথাৰ জবাবে মিথ্যা বলে, তবে তাৰ সঙ্গীদেৱ বলে দাও, তাৰা যেন সাথে সাথে প্ৰতিবাদ কৰে। আৰু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহৰ শপথ, যদি মিথ্যা বলাৰ দুর্নাম হওয়াৰ ভয় না থাকতো, তবে আমি তাঁৰ সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম।

আৰু সুফিয়ান বলেন, সামনে এনে বসানোৰ পৰ হিৱাক্সিয়াস সৰ্বপ্ৰথম আমাকে প্ৰশ্ন কৱেন যে, তোমাদেৱ মধ্যে সে লোকটিৰ বৎশ মৰ্যাদা কেমন?

আমি : তিনি উচ্চ বৎশ মৰ্যাদাৰ অধিকাৰী।

হিৱাক্সিয়াস : তিনি যা বলেন, এ রকম কথা কি তাঁৰ আগে তোমাদেৱ মধ্যে অন্য কেউ বলেছিলেন?

আমি : না।

হিৱাক্সিয়াস : তাৰ পিতামহেৰ মধ্যে কেউ কি সন্মাট ছিলেন?

আমি : না।

হিৱাক্সিয়াস : বড়লোকেৱা তাৰ আনুগত্য কৱেছে, না দূৰ্বল লোকেৱা?

আমি : দূৰ্বল লোকেৱা।

হিৱাক্সিয়াস : তাৰেৰ সংখ্যা বাড়ছে না কমছে?

আমি : বেড়েই চলেছে।

হিৱাক্সিয়াস : এই ধৰ্ম বিশ্বাস গ্রহণেৰ পৰ কেউ কি ধৰ্মান্তৰিত হয়েছে?

আমি : না।

হিৱাক্সিয়াস : তিনি যা বলছেন এসব বলাৰ আগে কেউ কি তাকে মিথ্যা বলাৰ জন্যে কখনো অভিযুক্ত কৱেছে?

আমি : না।

হিৱাক্সিয়াস : তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা কৱেন?

আমি : জীৱি না। তবে বৰ্তমানে তাৰ সাথে একটি সন্ধিসূত্ৰে আমৱা আবদ্ধ রয়েছি। এ ব্যাপারে তিনি কি কৱবেন আমৱা জানি না। আৰু সুফিয়ান বলেন, এই একটি কথা ছাড়া আমি কোন কথা নিজে থেকে সংযোজনেৰ সুযোগ পাইনি।

হিৱাক্সিয়াস : তোমৱা কি তাৰ সাথে যুদ্ধ কৱেছো?

আমি : হাঁ।

হিৱাক্সিয়াস : তোমাদেৱ এবং তাৰ যুদ্ধ কেমন ছিলো?

আমি : যুদ্ধ আমাদেৱ এবং তাৰ মধ্যে বালতিৰ মতো। কখনো তিনি আমাদেৱ পৱাজিত কৱেন, কখনো আমৱা তাকে পৱাজিত কৱি।

হিৱাক্সিয়াস : তিনি তোমাদেৱ কি কাজেৰ আদেশ দেন?

আমি : তিনি বলেন, তোমৱা শুধু আল্লাহৰ এবাদাত কৱো, তাঁৰ সাথে কাউকে শৱিক কৱো না। তোমাদেৱ পিতা-পিতামহ যা বলতেন সত্যবাদিতা, পৱহেয়গারি, পাক-পৰিত্বতা পৱিচ্ছন্নতা এবং নিকটালীয়দেৱ সাথে ভালো ব্যবহাৱেৰ আদেশ দিয়ে থাকেন।

এৱপৰ হিৱাক্সিয়াস তাৰ দোভাষীকে বললেন, এই লোকটিকে বলো যে, আমি যখন নবুয়তেৰ দাৰীদাৱেৰ বৎশ মৰ্যাদাৰ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কৱেছি, তখন সে বলেছে, তিনি উচ্চ বৎশ মৰ্যাদা সম্পন্ন। নিয়ম হচ্ছে যে, পয়গাম্বৰ উচ্চ বৎশ মৰ্যাদাৰ সম্পন্ন লোকদেৱ মধ্য থেকেই প্ৰেৰিত হয়ে থাকেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা কৱেছি যে, তাঁৰ আগে তোমাদেৱ মধ্যে অন্য কেউ এ ধৰনেৰ

কথা বলেছিলো কিনা। সে বলেছে যে, বলেনি। যদি অন্য কারো বলা কথারই সে পুনরাবৃত্তি করতো, তবে আমি বলতাম যে এই লোকটি অন্যের বলা কথারই প্রতিধ্বনি করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলো কিনা? তুমি বলেছ না, ছিলো না। যদি তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকতো তবে আমি বলতাম যে, এই লোক বাপ-দাদার বাদশাহী দাবী করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি যা বলছেন, এর আগে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলে কিনাঃ তুমি বলেছো, না, কাজেই মানুষের ব্যাপারে যিনি মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বলবেন এটা হতেই পারে না। আমি একথাও জিজ্ঞাসা করেছি যে, বড়লোকেরা তার আনুগত্য করছে নাকি দূর্বল লোকেরা? তুমি বলেছ দূর্বল লোকেরা। প্রকৃতপক্ষে দূর্বল লোকেরাই পয়গাষ্ঠের আগে আনুগত্য করে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তার ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণের পর কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছে কিনা, তুমি বলেছো, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের সজীবতা অন্তরে প্রবেশের পর এরকমই হয়ে থকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন কিনা। তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে পয়গাষ্ঠের এরকমই হয়ে থাকেন। তারা প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি কি কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন? তুমি বলেছো যে, তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর এবাদাতের আদেশ করেন, তার সাথে কাউকে শরিক না করার আদেশ করেন, মৃত্তিপূজা করতে নিষেধ করেন এবং নামায, সত্যবাদিতা, পরহেয়গারি, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার আদেশ দেন। তুমি যা কিছু বলেছো, যদি এসব সত্য হয়ে থাকে তবে তিনি খুব শীঘ্ৰই আমার দুই পায়ের নীচের জায়গারও মালিক হয়ে যাবেন। আমি জানতাম যে, এই নবী আসবেন কিন্তু আমার ধারণা ছিলো না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই আসবেন। আমি যদি তার কাছে পৌছার কষ্ট স্বীকার করতে সক্ষম হতাম, তবে তাঁর কাছে থেকে তার দুই চৰণ ধুয়ে দিতাম।

এরপর হিরাক্সিয়াস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি চেয়ে নিয়ে পাঠ করলেন। হিরাক্সিয়াস চিঠি পড়া শেষ করার পরই সেখানে শোরগোল শুরু হলো এবং উচ্চস্বরে কথা শোনা গেলো। হিরাক্সিয়াস আমাদের ব্যাপারে আদেশ দিলেন এবং আমাদেরকে বাইরে বের করে দেয়া হলো। বাইরে এসে সঙ্গীদের আমি বললাম, আবু কাবশার ১৬ পুত্রের ঘটনাতো বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। ওকে তো দেখছি বনু আসফারের ১৭ অর্থাৎ রোমায়দের বাদশাহও তয় পায়। এরপর আমি সব সময় এ বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীন বিজয়ী হবেই। আল্লাহ রববুল আলামীন এরপর আমার মাঝে ইসলামের আলো জ্বলে দিয়েছেন।

রোম সন্ত্রাট হিরাক্সিয়াসের প্রতি আল্লাহর রসূলের প্রেরিত চিঠির প্রভাবই ছিলো আবু সুফিয়ানের এই বিবরণী। এ চিঠির একটি প্রভাব এটাও ছিলো যে, সন্ত্রাট হিরাক্সিয়াস রসূল

১৬. আবু কাবশার পুত্র বলতে আল্লাহর রসূলকেই বোঝানো হয়েছে। আবু কাবশা তার দাদা বা নানাদের মধ্যে কারো কুনিয়ত ছিলো। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর দুধ মা হালিমার স্বামীর কুনিয়ত ছিলো আবু কাবশা।

মোটকথা আবু কাবশা নাম তেমন পরিচিত নয়। আরবদের নিয়ম ছিলো যে, তারা কারো সমালোচনা করলে তাকে তার বাপদাদাদের মধ্যেকার অপরিচিত কোন লোকের সাথে সম্পৃক্ত করা হতো।

১৭. বনু আসফার। আসফারের সজ্ঞান। আসফার অর্থ পীত। রোমায়দের বনু আসফার বলা হতো। রোমের যে লোকের সাথে রোমায়দের বংশগত সম্পর্ক ছিলো, সে কোন কারণে আসফার অর্থাৎ পীত উপাধিতে পরিচিত হয়েছেন।

সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর পত্র বাহক হ্যরত দেহইয়া কালবিকে (রা.) বেশ কিছু ধন-সম্পদ ও মালামাল প্রদান করেন। হ্যরত দেহইয়া (রা.) সেসব জিনিস নিয়ে মদীনায় ফেরার পথে হসমা নামক জায়গায় জোযাম গোত্রের কিছু লোক ডাকাতি করে সব কিছু নিয়ে যায়। মদীনায় পৌছে হ্যরত দেহইয়া (রা.) নিজের বাড়ীতে না গিয়ে প্রথমে আল্লাহর রসূলের দরবারে গিয়ে সব কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেন। সব শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে পাঁচশত সাহাবাকে হসমা অভিযানে প্রেরণ করেন। হ্যরত যায়েদ (রা.) জোযাম গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেন। এরপর তাদের পশুপাল ও মহিলাদের মদীনায় হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। পশুপালের মধ্যে এক হাজার উট এবং পাঁচ হাজার বকরি ছিলো। বন্দীদের মধ্যে একশত নারী ও শিশু ছিলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং জোযাম গোত্রের মধ্যে আগে থেকেই সমবোতা চুক্তি চলে আসছিলো। এ কারণে উক্ত গোত্রের একজন সর্দার যায়েদ ইবনে রেফায়া তড়িঘড়ি করে আল্লাহর রসূলের দরবারে গিয়ে প্রতিবাদ ও ফরিয়াদ জানান। যায়েদ ইবনে রেফায়া অনেক আগেই জোযাম গোত্রের বেশ কিছু লোকসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হ্যরত দেহইয়া কালবীর ওপর হামলা হলে তাঁরা তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন: এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিবাদ ও ফরিয়াদ গ্রহণ করেন এবং গনীমতের মাল বন্দীদের ফেরত দেন। সীরাত রচয়িতাদের অনেকেই এ ঘটনা হোদায়বিয়ার সক্ষির আগে ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ভুল। কেননা কায়সার হিরাক্সিয়াসের কাছে হোদায়বিয়ার সক্ষির পরই চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিলো। এ কারণে আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, এ ঘটনা নিঃসন্দেহে হোদায়বিয়ার সক্ষির পরের ঘটনা। ১৮

পাঁচ) মুনয়ের ইবনে ছাদির নামে—

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনয়ের ইবনে ছাদির কাছে একখানি চিঠি লিখে তাকেও ইসলামের দাওয়াত দেন। মুনয়ের ছিলেন বাহরাইনের শাসনকর্তা। এ চিঠি হ্যরত আলা ইবনে হায়রামির হাতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। জবাবে মুনয়ের আল্লাহর রসূলকে লিখেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার চিঠি আমি বাহরাইনের অধিবাসীদের পড়ে শুনিয়েছি। কিছু লোক ইসলামকে পছন্দ করেছেন ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে পছন্দ করেননি। এখানে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকও রয়েছে। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দিন। এর জবাবে রসূল সঃ) যে চিঠি লিখেছেন, তা নিম্নরূপ।

পরম কর্মণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে মুনয়ের ইবনে ছাদির নামে। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত এবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

অতপর আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবেন, তিনি নিজের জন্যেই সেসব করবেন। যে ব্যক্তি আমার দৃতদের আনুগত্য করবে এবং তাদের আদেশ মান্য করবে, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করেছে বলে মনে করা হবে। যারা আমার দৃতদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে। আমার দৃতরা আপনার প্রশংসা করেছেন। আপনার জাতি সম্পর্কে

ଆପନାର ସୁପାରିଶ ଆମି ଗ୍ରହଣ କରେଛି । କାଜେଇ ମୁସଲମାନ ଯେ ଅବସ୍ଥାଯ ଈମାନ ଆନେ, ତାଦେର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଡ଼େ ଦିନ । ଆମି ଦୋଷୀଦେର କ୍ଷମା କରେ ଦିଯେଛି, ଆପନିଓ ଓଦେର କ୍ଷମା କରନ । ଆପନି ଯତଦିନ ସଠିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରବେନ, ତତୋଦିନ ଆପନାକେ ଆମି ବରଖାନ୍ତ କରବୋ ନା । ଯାରା ଇହନ୍ଦି ଧର୍ମ-ବିଶ୍ୱାସର ଓପର ରଯେଛେ ଏବଂ ଯାରା ଅଗ୍ନି ଉପାସନା କରିଛେ, ତାଦେରକେ ଜିଯିଯା ଦିତେ ହବେ । ୧୯

ଛୟ) ଇଯାମାମାର ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ନାମେ—

ରୁଷୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଇଯାମାମାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହାଓଜା ଇବନେ ଆଲୀର କାହେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

ପରମ କରନ୍ତଗମ୍ୟ ଓ ଅତି ଦୟାଲୁ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଶୁରୁ କରାଛି ।

ଆଲ୍ଲାହର ରୁଷୁଲ ମୋହାମ୍ଦଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ହାଓଜା ଇବନେ ଆଲୀର କାହେ ଚିଠି ।

ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓପର ସାଲାମ, ଯିନି ହେଦାୟେତେର ଅନୁସରଣ କରେନ । ଆପନାର ଜାନା ଥାକା ଉଚିତ ଯେ, ଆମାର ଦୀନ ଉଟ ଓ ଘୋଡ଼ାର ଗତ୍ୟବ୍ସ୍ତୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରବେ । କାଜେଇ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରନ, ଶାନ୍ତିତେ ଥାକବେନ । ଆପନାର ଅଧିନେ ଯା କିଛୁ ରଯେଛେ, ଯେ ସବକେ ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଅକ୍ଷୁଫ୍ର ରାଖା ହବେ ।

ଏ ଚିଠି ପୌଛନୋର ଜନ୍ୟେ ଦୃତ ହିସାବେ ସାଲୀତ ଇବନେ ଆମର ଆମେରିକେ ମନୋନୀତ କରା ହୟ । ହୟରତ ଛାଲିତ ସୀଲମୋହର ଲାଗାନୋ ଏହି ଚିଠି ନିୟେ ଇଯାମାମାଯ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହାଓୟାର ଦରବାରେ ପୌଛେନ । ହାଓୟା ତାକେ ନିଜେର ମେହମାନ ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୋବାରକବାଦ ଦେନ । ହୟରତ ଛାଲିତ ଚିଠିଖାନି ଶାସନକର୍ତ୍ତାକେ ପଡ଼େ ଶୋନାନ । ତିନି ମାବାମାବି ଧରନେର ଜବାବ ଦେନ । ଏରପର ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲର କାହେ ଲିଖିତ ଜବାବ ଦେନ । ଜବାବ ନିମ୍ନରାପ ।

‘ଆପନି ଯେ ଜିନିସର ଦାଓ୍ୟାତ ଦିଚ୍ଛେନ, ତାର କଲ୍ୟାଣମ୍ୟତା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିତ । ଆରବଦେର ଓପର ଆମାର ପ୍ରଭାବ ରଯେଛେ । କାଜେଇ ଆପନି ଆମାକେ କିଛୁ କାଜେର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିନ, ଆମି ଆପନାର ଆନୁଗତ୍ୟ କରବୋ ।’

ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହାଓୟା ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲର ଦୂରକେ କିଛୁ ଉପଟୋକନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେନ । ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଶାକ ଓ ସେଇ ଉପଟୋକନେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ । ହୟରତ ଛାଲିତ ସେଇର ସାମର୍ଥୀ ନିୟେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲର ଦରବାରେ ଆସେନ ଏବଂ ତାକେ ସବ କିଛୁ ଅବହିତ କରେନ ।

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ଚିଠି ପାଠ ଶେଷେ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରେନ ଯେ, ମେ ଯଦି ଏକ ଟୁକରୋ ଜମି ଓ ଆମାର କାହେ ଚାଯ, ତବୁ ଆମି ତାକେ ଦେବ ନା । ମେ ନିଜେଓ ଧର୍ମ ହବେ ଏବଂ ଯା କିଛୁ ତାର ହାତେ ରଯେଛେ, ମେସବ ଓ ଧର୍ମ ହବେ ।

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅତପର ସାହାବାଦେର ବଲଲେନ, ଶୋନୋ, ଇଯାମାମାଯ ଏକଜନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବେ ଏବଂ ଆମାର ପରେ ମେ ନିହତ ହବେ । ଏକଜନ ସାହାବୀ ଜିଙ୍ଗସା କରଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲ, ତାକେ କେ ହତ୍ୟା କରବେଂ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୁମ ଏବଂ ତୋମାର ସାଥୀ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲର କଥାଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହଯେଇଲୋ ।

୧୯. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ତୃଯ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬୧-୬୨, ଏ ଚିଠି ନିକଟ ଅତୀତେ ଆବିକୃତ ହଯେଛେ । ଡଟ୍ର ହାମିଦୁଲୁହାହ ଏ ଚିଠିର ଫଟୋକପି ପ୍ରକାଶ କରେଛେ : ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ଏବଂ ଫଟୋକପିର ବିବରଣେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଶଦେର ରଦବଦଳ ରଯେଛେ । ଫଟୋକପିତେ ରଯେଛେ ‘ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲା ହ୍ୟା’ ଏବଂ ଯାଦୁଲ ମାଆଦେ ରଯେଛେ ‘ଲା ଇଲାହା ଗାୟରରୁ’ ।

ସାତ) ଦାମେଶକେର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଗାସସାନିର ନାମେ—

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଦାମେଶକେର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହାରେଛ ଇବନେ ଆବୁ ଶିମାର ଗାସସାନିର କାହେ ନିମୋକ୍ତ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

ପରମ କରଣାମୟ ଓ ଅତି ଦୟାଲୁ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଶୁରୁ କରାଛି ।

ଆଲ୍ଲାହର ରୁସ୍ତି ମୋହାମ୍ଦଦେର ପକ୍ଷ ଥିକେ ହାରେଛ ଇବନେ ଆବୁ ଶିମାରେର ନାମେ ।

ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତି ସାଲାମ, ଯିନି ହେଦାୟାତେର ଅନୁସରଣ କରେନ, ଈମାନ ଆନେନ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ସ୍ଥିକାର କରେନ । ଆପନାକେ ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ଓପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନେର ଦାଓୟାତ ଦିଜ୍ଞି, ଯିନି ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ଯାର କୋନ ଶରିକ ନେଇ । ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ କରୁଣ କରନ । ଆପନାଦେର ଜନ୍ୟେ ଆପନାଦେର ରାଜ୍ଞ୍ଜ୍ଞ ସ୍ଥାୟିଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାକବେ ।

ଏହି ଚିଠି ଆଛାଦ ଇବନେ ଖୋଜାଯମା ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ ସାହାବୀ ହ୍ୟରତ ସୁଜା ଇବନେ ଓୟାହାବେର ହାତେ ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । ହାରେହର ହାତେ ଏ ଚିଠି ଦେଯାର ପର ତିନି ବଲେନ, ଆମାର ବାଦଶାହୀ ଆମାର କାହୁ ଥିକେ କେ ଛିନ୍ଯେ ନିତେ ପାରେ? ଶୀଘ୍ରଇ ଆମି ତାର ବିରଙ୍ଗଦେ ହାମଲା କରନ୍ତେ ଯାଛି । ଏହି ବଦନସୀବ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନ ।

ଆଟ) ଆଚ୍ମାନେର ବାଦଶାହେର ନାମେ

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାଲୁହାହ ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆଶ୍ମାନେର ବାଦଶାହ ଯେଫାର ଏବଂ ତାର ଭାଇ ଆବଦେର ନାମେ ଏକଥାନା ଚିଠି ଲିଖେନ । ତାଦେର ପିତାର ନାମ ଛିଲୋ ଜଲନଦି । ଚିଠିର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିମ୍ନଲିପ—

‘ପରମ କରଣାମୟ ଓ ଅତି ଦୟାଲୁ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଶୁରୁ କରାଛି,

ଆବଦଲୁହାହର ପୁତ୍ର ମୋହାମ୍ଦଦେର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଜଲନଦିର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯେଫାର ଓ ଆବଦେର ନାମେ ।

ସାଲାମ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓପର, ଯିନି ହେଦାୟାତେର ଅନୁସରଣ କରେନ । ଅତପର ଆମି ଆପନାଦେର ଉଭୟକେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଜ୍ଞି । ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରୁଣ, ଶାନ୍ତିତେ ଥାକବେନ । କେନନ ଆମି ସକଳ ମାନୁଷେର ପ୍ରତି ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତ । ଯାରା ଜୀବିତ୍ ଆଛେ, ତାଦେର ପରିଣାମେର ଭୟ ଦେଖାନୋ ଏବଂ କାଫେରଦେର ଜନ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହର କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣେର ଜନ୍ୟେଇ ଆମି କାଜ କରାଛି । ଆପନାରା ଉଭୟେ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିଲେ ଆପନାଦେରକେଇ ଶାସନ କ୍ଷମତାୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରାଖା ହେବେ । ଯଦି ଅଞ୍ଚିକୃତ ଜାନାନ, ତବେ ଆପନାର ବାଦଶାହୀ ଶେଷ ହେଁ ଯାବେ । ଆପନାଦେର ଭୂଖଳାର ଖୁବେର ନିଚେ ଯାବେ । ଆପନାଦେର ବାଦଶାହୀର ଓପର ଆମାର ନବ୍ୟତ ବିଜୟ ହେବେ ।’

ଏ ଚିଠି ପୌଛାନୋର ଜନ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସକେ ମନୋନୀତ କରା ହୁଏ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ରାତ୍ରିଯାନ ହେଁ ଆଶ୍ମାନ ଗୋଲାମ ଏବଂ ଆବଦେର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରିଲାମ । ଦୁଇ ଭାଇଯେର ମଧ୍ୟେ ଆବଦ ଛିଲେନ ନରମ ମେଯାଜେର । ତାକେ ବଲାଲାମ, ଆମି ଆପନାର ଏବଂ ଆପନାର ଭାଇଯେର କାହେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହୁ ଥିକେ ଦୂତ ହିସାବେ ଏସେଛି । ତିନି ବଲାଲେନ, ଆମାର ଭାଇ ବଯସ ଏବଂ ବାଦଶାହୀ ଉଭୟ ଦିକେ ଥିକେଇ ଆମାର ଚେଯେ ବଡ଼ ଏବଂ ଅରଗଣ୍ୟ । କାଜେଇ ଆମି ଆପନାକେ ତାର କାହେ ପୌଛେ ଦିଜ୍ଞି, ତିନି ନିଜେଇ ଆପନାର ଆନୀତ ଚିଠି ପଡ଼ିବେନ । ଏକଥାର ପର ଆବଦ ବଲାଲେନ, ଆଜ୍ଞା ଆପନାରା କିମେର ଦାଓୟାତ ଦିଯେ ଥାକେନ?

ଆମି : ଆମରା ଆଲ୍ଲାହର ଦିକେ ଦାଓୟାତ ଦିଯେ ଥାକି । ତିନି ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ । ତାର କୋନ ଶରୀକ ନେଇ । ଆମରା ବଲେ ଥାକି ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ବ୍ୟାତିତ ଯାର ଏବାଦତ କରା ହୁଏ, ତାକେ ଛେଡ଼େ ଦିନ ଏବଂ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିନ ଯେ, ମୋହାମ୍ଦ ସାଲ୍ଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆଲ୍ଲାହର ବାନ୍ଦୀ ଓ ରସ୍ତ ।

ଆବଦ : ହେ ଆମର, ଆପନି ଆପନାର କଓମେର ସର୍ଦୀରେ ପୁତ୍ର । ବଲୁଣ, ଆପନାର ପିତା କି କରେଛିଲେନ? ଆପନାର ପିତାର କର୍ମପଦ୍ଧତି ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଅନୁସରଣ୍ୟୋଗ୍ୟ ହେବେ?

- আমি : তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আগেই ইন্তেকাল করেছেন। আমার খুবই আফসোস হচ্ছে, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ এবং আল্লাহর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন, কি যে ভালো হতো। আমি নিজেও অবিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ রববুল আলামীন আমাকে ইসলামের হেদায়াত দিয়েছেন।
- আবদ : আপনি কবে থেকে তাঁর অনুসরণ শুরু করেছেন?
- আমি : বেশী দিন হয়নি।
- আবদ : আপনি কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন?
- আমি : নাজাশীর সামনে। নাজাশীও মুসলমান হয়েছিলেন।
- আবদ : তার স্বজাতীয়দের ইসলাম গ্রহণের পর তার বাদশাহীর কি করেছে?
- আমি : অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং তার অনুসরণ করেছে।
- আবদ : গীর্জার পট্টী এবং অন্যরাও অনুসরণ করেছে?
- আমি : হাঁ, সবাই করেছে।
- আবদ : হে আমর, তোবে দেখুন, আপনি কি বলছেন। মনে রাখবেন, মিথ্যার চেয়ে বদগুণ একজন মানুষের জন্যে কিন্তু আর কিছুই হতে পারে না।
- আমি : আমি মিথ্যা বলছি না। মিথ্যা বলা আমরা বৈধও মনে করি না।
- আবদ : আমি মনে করি, স্মার্ট হেরাক্লিয়াস নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা জানেন না।
- আমি : অবশ্যই জানেন।
- আবদ : আপনি বুবলেন কি করে?
- আমি : নাজাশী হেরাক্লিয়াসকে আয়কর পরিশোধ করতেন, কিন্তু ইসলামের মাধ্যমে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা মেনে নেয়ার পর বললেন, আল্লাহর শপথ, এখন থেকে হেরাক্লিয়াস যদি আমার কাছে একটি দিরহামও চান তবু আমি তাকে দেব না। এ খবর হেরাক্লিয়াসের দরবারে পৌছার পর তার ভাই ইয়ানাক তাকে বলেছিলো, আপনি কি খারাজ দিতে নারাজ আপনার এমন একজন ভৃত্যকে ছেড়ে দেবেন? আপনার ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে অন্য একজনের ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করবে, এটাও কি আপনি মেনে নেবেন? হেরাক্লিয়াস বললেন, এই লোক একটি ধর্ম বিশ্বাস পছন্দ করেছে এবং তা গ্রহণ করেছে, আমি তাকে কি করতে পারি? খোদার কসম, রাজত্বের লোভ না হলে আমি নিজেও তাই করতাম, নাজাশী যা করেছেন।
- আবদ : আমর তোবে দেখুন, আপনি কি বলছেন?
- আমি : আল্লাহর শপথ, আমি সত্য কথাই বলছি।
- আবদ : আচ্ছা বলুন, তিনি কি কাজের আদেশ দেন আর কি কাজ করতে নিষেধ করেন?
- আমি : আল্লাহ তায়ালা-এর আনুগত্যের আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁর নাফরমানী করতে নিষেধ করেন। নেকী করার এবং আঙ্গীয় স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ প্রদান করেন। যুলুম, অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, ব্যাপ্তিচার, মদ পান, পাথর, মূর্তি এবং ত্রুশ-এর উপাসনা করতে নিষেধ করেন।
- আবদ : তিনি যেসব কাজের আদেশ করেন এর সবই তো ভালো কাজ। আমার ভাই যদি আমার অনুসরণ করবেন বলে তরসা পেতাম, তবে আমরা সওয়ার হয়ে মদীনায় ছুটে যেতাম এবং মোহাম্মদ (সঃ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতাম।

- কিন্তু আমার ভাই-এর রাজত্বের ওপর প্রবল লোভ, তিনি রাজত্ব হারানোর ভয়ে অন্য কারো আনুগত্য মেনে নেবেন কিনা, সন্দেহ রয়েছে।
- আমি : যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহর রসূল তাকেই তার বাদশাহীতে বহাল রাখবেন। তবে তাকে একটা কাজ করতে হবে যে, ধনীদের কাছ থেকে সদকা আদায় করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।
- আবদ : এটাতো বড় ভালো কথা। আচ্ছা বলুনতো, সদকা কি জিনিস?
- আমি : আমি বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর আল্লাহর রসূলের নির্ধারণ করা সদকার বিবরণ উল্লেখ করলাম। উটের প্রসঙ্গ এলে তিনি বললেন, হে আমর, আমাদের ওসব পশ্চাপাল থেকেও কি সদকা নেয়া হবে, যারা নিজেরাই চারণ ভূমিতে চরে বেড়ায়?
- আমি : হাঁ।
- আবদ : আল্লাহর শপথ আমি জানি না, আমাদের দেশের মানুষ দেশের বিশালতা এবং উটের সংখ্যাধিক্যের কথা ভেবে এটা মেনে নেবে কি না।
- আমি : আমর ইবনুল আস বলেন, আমি রাজ দরবারের দেউড়িতে কয়েক দিন কাটালাম। আবদ তাঁর ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। একদিন আমাকে ডাকলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রহরীরা আমার বাহ আঁকড়ে ধরলো। আবদ বললেন, ছেড়ে দাও, ওরা তখন আমাকে ছেড়ে দিলো। আমি বসতে চাইলে প্রহরীরা আমাকে বসতে দিলো না। আমি বাদশাহের দিকে তাকালে তিনি বললেন, বলুন, কি বলতে চান? আমি মুখবন্ধ খামের চিঠি তার হাতে তুলে দিলাম। তিনি খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়লেন। সব পড়ার পর তাঁর ভাইয়ের হাতে দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, বাদশাহের চেয়ে তার ভাই আবদ অপেক্ষাকৃত নরম মেজাজের মানুষ।
- আমি : বাদশাহ জিঞ্জসা করলেন, কোরায়শ কি ধরনের ব্যবহার করেছিলো, বলুন।
- আবদ : সবাই তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। কেউ দ্বিনের প্রতি ভালোবাসার কারণে, আবার দু'একজন তলোয়ারের ভয়ে।
- বাদশাহ : তাঁর সাথে কি ধরনের লোক রয়েছে?
- আমি : সব ধরনের লোকই রয়েছে। তারা ইসলামকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। ইসলামকে অন্য সকল ধর্ম বিশ্বাসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহর হেদয়াত এবং বিবেকের পথ-নির্দেশনায় তারা বুঝতে পেরেছে যে, এ যাবত তারা ছিলো পথভ্রষ্ট। আমার জানামতে এই এলাকায় আপনিই শধু এখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ না করেন, তবে ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসা লোকেরা আপনাকে তচ্ছন্দ করে দেবে। আপনার সজীবতা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শাস্তিতে থাকবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকেই আপনার কওমের শাসনকর্তা হিসাবে বহাল রাখবেন। আপনার এলাকায় কোন হামলাকারী প্রবেশ করবেন না।
- বাদশাহ বললেন, আপনি, আগামীকাল আমার সাথে দেখা করুন।
- এরপর আমি বাদশাহের কাছে ফিরে এলাম।

আবদ বললেন, আমর, আমার ধারণা, বাদশাহীর লোভ প্রবল না হলে আমার ভাই ইসলাম গ্রহণ করবেন।

পরদিন পুনরায় বাদশাহৰ কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। ফিরে এসে তার ভাইকে সে কথা জানলাম। তার ভাই আমাকে তার কাছে পৌছে দিলো। বাদশাহ বললেন, আপনার উপস্থাপিত দাওয়াত সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। আমি যদি বাদশাহী এমন একজনের কাছে ন্যস্ত করি, যার সেনাদল এখনো পৌছেইনি, তবে আমি আরবে সবচেয়ে দুর্বল এবং ভীরুৎ বলে পরিচিত হবো। যদি তার সৈন্যরা এখানে এসেই পড়ে, তবে আমরা তাদের যুদ্ধের সাথ মিটিয়ে দেব।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি আগামীকাল ফিরে যাচ্ছি।

আমার যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর বাদশাহ তার ভাইয়ের সাথে নির্জনে মতবিনিময় করলেন। বাদশাহ তার ভাইকে বললেন, এই পয়গাঁওয়ার যাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে, তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। তিনি যার কাছেই পয়গাঁও পাঠিয়েছেন তিনিই দাওয়াত করুল করেছেন।

পরদিন সকালে পুনরায় আমাকে বাদশাহের দরবারে ডাকা হলো। বাদশাহ এবং তার ভাই উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। সদকা আদায় এবং বাদী বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা করতে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। এ ব্যাপারে তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করলেন। ২১

এ ঘটনার বিবরণ ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, অন্যান্য বাদশাহের পরে উভয়ের কাছে আল্লাহর রসূল চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পর এ চিঠি প্রেরণ করা হয়।

এ সকল চিঠির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বে অধিকাংশ এলাকায় তাঁর দাওয়াত পৌছে দিয়েছিলেন। জবাবে কেউ ঈমান এনেছে, কেউ কুফুরীর ওপরই অটল থেকেছে। তবে এ সকল চিঠির প্রভাব এটুকু হয়েছে যে, যারা কুফুরী, করেছে তাদের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের কাছে আল্লাহর রসূলের নাম এবং তাঁর প্রচারিত দীন একটি পরিচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর

সামরিক তৎপরতা

গোয়ওয়ায়ে যী কারাদ

এ অভিযান বনু ফাজারার একটি অংশের বিষয়ে পরিচালিত হয়। এরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পশ্চালের ওপর হামলা করেছিলো। এই হামলার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যেই সাহাবাদেরসহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং খ্যবর অভিযানের আগে এটি ছিলো প্রথম ও একমাত্র অভিযান। ইমাম বোখারী (রা.) উল্লেখ করেছেন, খ্যবর অভিযানের মাত্র তিনিদিন আগে এটি পরিচালিত হয়। হ্যরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) থেকে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফেও তার বর্ণনা রয়েছে। সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, এ ঘটনা ঘটেছিলো হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বরং হাদীস সঞ্চলনসমূহে উল্লেখিত বিবরণই যথার্থ।^১

এ অভিযানে হ্যরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার বিবরণ তাঁর বর্ণনায়ই উল্লেখ রয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, হ্যরত সালমা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সওয়ারীর উট তাঁর নওকর রেবাহ-এর হাতে দিয়ে চারণভূমিতে পাঠিয়েছিলেন। আমিও আবু তালহার ঘোড়াসহ তাদের সাথে ছিলাম। হঠাৎ ভোরের দিকে আবদুর রহমান ফাজারি উটগুলোর ওপর হামলা চালায়, রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি রেবাহকে বললাম বেরাহ, এই ঘোড়া নাও, এটি আবু তালহাকে পৌছে দিয়ো এবং ঘটনা আল্লাহর রসূলকে জানিয়ে দিয়ো। অতপর আমি একটি টিলার ওপর উঠে মনীমার দিকে মুখ করে চিংকার করে তিনিবার আওয়ায দিলাম, ইয়া ছবা হাহ অর্থাৎ হায় সকাল বেলার হামলা। এরপরই আমি হামলাকারীদের পিছনে ছুটে চললাম। তাদের উদ্দেশ্যে তীর নিষ্কেপ করছিলাম আর আবৃত্তি করছিলাম,

‘আনা ইবনুল আকওয়ায়ে অলইয়াওমু ইয়াওমুরজ্জয়ে’

আর কেহ নই আমি আকওয়ার সন্তান, আজকে হবে মায়ের দুধ পানের প্রমাণ।

সালমা ইবনে আকওয়া বলেন, আমি তাদের প্রতি ক্রমাগত তীর নিষ্কেপ করতে লাগলাম। কোন সওয়ার আমার দিকে প্রতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসতে থাকলে আমি কোন গাছের আড়ালে আঘাতগোপন করতাম। গাছের আড়াল থেকে তীর নিষ্কেপ করে তাকে আহত করে দিতাম। ওরা পাহাড়ের সরু পথে প্রবেশ করলে আমি পাহাড়ের উপর উঠে পাথর নিষ্কেপ করতে লাগলাম। এমনি করে ক্রমাগত তাদের অনুসরণ করছিলাম। এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১. সহীহ বোখারী, বাবে গোয়ওয়ায়ে জাতে কারদ, ২য় খন্ত, পৃ. ৬০৩, সহীহ মুসলিম, বাবে গোয়ওয়ায়ে যি কারদ.

২য় খন্ত, পৃ. ১১৩, ১১৪, ১১৫, ফতহল বারী, সঙ্গম খন্ত পৃ. ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ত; পৃ.

ଆଲାଇହି ଓযା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସବଗୁଲୋ ଉଟ ନିଜେର ନିୟମଣେ ନିଯେ ଏଲାମ । ଏରପରାତେ ତାଦେର ଧାଓୟା ଅବ୍ୟାହତ ରାଖିଲାମ । ତାରା ତଥନ ବୋରା ହାଲକା କରତେ ୩୦ଟି ଚାଦର ଏବଂ ୩୦ଟିରେ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଫେଲେ ରେଖେ ସାମନେ ଅହସର ହଲୋ । ତାରା ଯା କିଛିଇ ଫେଲେ ରେଖେ ଯେତୋ ଆମି ତାର ପାଶେ ଚିହ୍ନ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ କରେକଟା ପାଥର ଜଡ଼େ କରେ ରାଖିତାମ । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୀ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ଚେନାର ସୁବିଧାରେ ଏରପ କରତାମ । ଏରପର ଓରା ଏକଟି ଘାଁଟିର ସଂକିର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ୍ଡେ ବସେ ଦୁପୁରେର ଖାବାର ଖେତେ ଲାଗଲୋ । ଆମିଓ ଏକ ଜ୍ଞାଯଗାୟ ବସିଲାମ । ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଚାରଜନ ଆମାର ଦିକେ ଆସଛିଲୋ । ଆମି ତାଦେର କଥା ଶୁଣିତେ ପାଛିଲାମ । ଆମି ତାଦେର ବଲଲାମ, ତୋମରା ଆମାକେ ଚେନୋ? ଆମାର ନାମ ସାଲମା ଇବନେ ଆକାଶ୍ୟା । ତୋମାଦେର ଯେ କାଟୁକେ ଧାଓୟା କରତେ ଶୁରୁ କରଲେ ଅନାୟାସେ ଧରେ ଫେଲବୋ । ତୋମରା ଯଦି ଆମାକେ ଧାଓୟା କରୋ କିଛିତେଇ ଧରତେ ପାରବେ ନା । ଆମାର ଏକଥା ଶୁନେ ଓରା ଚାରଜନ ଫିରେ ଚଲେ ଗେଲୋ । ଆମି ନିଜେର ଜ୍ଞାଯଗାୟ ବସେ ରଇଲାମ । କିଛିକଣେର ମଧ୍ୟେଇ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୀର ସଓୟାରଦେର ଗାହେର ଫାଁକ ଦିଯେ ଆସିତେ ଦେଖିଲାମ । ସବାର ଆଗେ ଛିଲେନ ଆଖିରାମ । ତାର ପିଛନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଆବୁ କାତାଦା ଏବଂ ମେକଦାଦ ଇବନେ ଆସିଥାଏ । ହଠାତ୍ କରେ ଆବଦୁର ରହମାନ ଏବଂ ଆଖିରାମେର ମଧ୍ୟେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଲେଗେ ଗେଲୋ । ହସରତ ଆଖିରାମ ଆବଦୁର ରହମାନେର ଘୋଡ଼ାକେ ଆହତ କରେ ଫେଲିଲେନ । ଆବଦୁର ରହମାନ କୁନ୍ଦ ହେଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଯେ ହସରତ ଆଖିରାମକେ ହତ୍ୟା କରିଲେନ । ହିତମଧ୍ୟେ ହସରତ ଆବୁ କାତାଦା ଆବଦୁର ରହମାନେର ମାଥାର କାହେ ଗିଯେ ପୌଛୁଲେନ ଏବଂ ତାକେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଯେ ଆହତ କରିଲେନ । ଅନ୍ୟ ଆତତାୟାରୀ ପାଲିଯେ ଗେଲୋ । ଓଦେର ଦିକେ ଆମି ଦ୍ରୁତ ଦୌଡ଼ାତେ ଲାଗଲାମ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ଯାଓୟାର ଏକଟୁ ଆଗେ ଓରା ଏକଟି ଘାଁଟିର ଦିକେ ମୋଡ୍ଡ ଦିଲୋ । ସେଥାନେ ଯି କାରଦ ନାମକ ଜଳାଶୟ ଛିଲୋ । ଓରା ଛିଲୋ ପିପାସାର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସେଥାନେ ପାନି ପାନ କରତେ ଚାହିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଆମି ତାଦେର ଜଳାଶୟ ଥେକେ ଦୂରେ ରାଖିଲାମ । ଫଳେ ତାର ଏକ ଫୋଟା ପାନିଓ ପାନ କରତେ ସକ୍ଷମ ହଲୋ ନା । ରସ୍ମୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏବଂ ସାହାବାୟେ କେରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟର ପରେ ଆମାର କାହେ ପୌଛୁଲେନ । ଆମି ବଲଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ମୀ, ଓରା ସବାଇ ପିପାସିତ ଛିଲୋ । ଆପଣି ଯଦି ଏକଶତ ଜନ ସାହାବାକେ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଦେନ ତବେ ଆମି ଜିନସହ ଓଦେର ଘୋଡ଼ା କେଡ଼େ ନିତେ ପାରବୋ । ଏହାଡ଼ା ଓଦେର ସବାଇର ଘାଡ଼ ଆପନାର କାହେ ହାଧିର କରବୋ । ରସ୍ମୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଫେରାର ସମୟ ଆମାକେ ସମ୍ମାନିତ କରିଲେନ । ତିନି ତାର ଆଜବା ନାମକ ଉଟନୀର ପେଛନେ ବସିଯେ ଆମାକେ ନିଯେ ମଦୀନାୟ ଏଲେନ ।

ଏ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କେ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ରସ୍ମୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲେଛେନ, ଆଜ ଆମାଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଓୟାର ହଚେ ଆବୁ କାତାଦା, ଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ହଚେ ସାଲମା । ରସ୍ମୀ ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆମାକେ ଦୁଇ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଲେନ, ଏକଟି ପଦାତିକର, ଅନ୍ୟଟି ସଓୟାରୀର । ରସ୍ମୀ ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଫେରାର ସମୟ ଆମାକେ ସମ୍ମାନିତ କରିଲେନ । ତିନି ତାର ଆଜବା ନାମକ ଉଟନୀର ପେଛନେ ବସିଯେ ଆମାକେ ନିଯେ ମଦୀନାୟ ଏଲେନ ।

ଏ ସାମରିକ ଅଭିଯାନେର ସମୟ ରସ୍ମୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ମଦୀନାର ଦାୟିତ୍ୱ ହସରତ ଆବଦୁଲୁହାହ ଇବନେ ଉଷେ ମାକତୁମେର ଓପର ନୟତ କରିଛିଲେନ । ଏ ଅଭିଯାନେର ପତାକା ବହନ କରିଛିଲେନ ହସରତ ମେକଦାଦ ଇବନେ ଆମର (ରା.) ।

ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଗ୍ରେନାଡ଼ିଙ୍ଗ କୁରାର ଯୁଦ୍ଧ

ସମ୍ମ ହିଜରୀର ମହରମ ମାସ । ମଦୀନା ଥେକେ ୬୦ ଅଥବା ୮୦ ମାଇଲ ଦୂରେ ଖୟବର ଶହର ଅବସ୍ଥିତ । ବେଶ ବଡ଼ ଶହର । ଏଥାନେ ଦୁର୍ଘ ଏବଂ ଖେତ ଖାମାରା ହିଲୋ । ଆବହାୟା ତେମନ ସାନ୍ତ୍ଵାମର ନାମକିରଣ ଏବଂ ଏକଟି ଜନପଦ ।

ରସ୍ମୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହୋଦାଯବିଯାର ସନ୍ଧିର ଫଳେ ଖନକେର ଯୁଦ୍ଧର ତ୍ରିମୁଖୀ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ କୋରାଯଶଦେର ବ୍ୟାପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଲେନ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶାଖା

ছিলো শক্তিশালী ইহুদী এবং নজদ-এর কয়েকটি গোত্র। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের সাথেও হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। এতে সব দিক থেকে নিরাপত্তা লাভ সম্ভব হবে। সমগ্র এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ কায়েম হবে। ফলে মুসলমানরা রক্তক্ষৰ্যী সংঘর্ষ বাদ দিয়ে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে এবং তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে আস্ত্রনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

খয়বর ছিলো ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ও চক্রান্তের আখড়া। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সামরিক প্রস্তুতির কেন্দ্রস্থলও ছিলো এই স্থান। এ কারণে সর্বপ্রথম মুসলমানরা এদিকে মনোযোগী হলেন।

খয়বর প্রকৃতই কি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আখড়া ছিলো? এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, খয়বরের অধিবাসীরাই খন্দকের যুদ্ধে মোশারেকদের সকল দলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উক্সানি দিয়ে সমবেত করেছিলো। এরাই বনু কোরায়া গোত্রের লোকদের বিশ্বাসাধাতকতায় উদ্বিগ্নিত করেছিলো। এরাই ইসলামী সমাজের পঞ্চম বাহিনী মোনাফেকদের সাথে এবং খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু গাতফান ও বেদুইনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো। এরা নিজেরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মুসলমানদের তারা নানাভাবে উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত করেছিলো। এরাই রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিলো। এ সকল কারণে বাধ্য হয়েই মুসলমানদের সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছিলো। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে নেতৃত্বান্বকারী সালাম ইবনে আবুল হাকিম এবং উসাইর ইবনে যারেমকে নিশ্চিহ্ন করতে হয়েছিলো। ইহুদীদের ব্যাপারে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো প্রকৃতপক্ষে এর চেয়েও বেশী। কিন্তু এ কর্তব্য পালনে দেরী করা হচ্ছিলো। কেননা কোরায়শরা ছিলো ইহুদীদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, সংগঠিত যুদ্ধবাজ এবং দুর্ধৰ্ষ প্রতিপক্ষ।

কোরায়শদের উপেক্ষা করে ইহুদীদের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলো না। কোরায়শদের সাথে সক্রিয় স্থাপনের পর ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। এবার তাদের হিসাব নিকাশের দিন ঘনিয়ে এলো।

খয়বরের পথে ঘাত্রা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে জিলহজ্জ মাস পূরো এবং মহররম মাসে কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর মহররম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে খয়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

তাফসীরকাররা লিখেছেন, খয়বর বিজয় ছিলো আল্লাহর ওয়াদা। তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যুক্তিলজ্জ বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্যে তুরাবিত করেছিলেন।’ (সূরা ফাতহ, আয়াত ২০)

তা তোমাদের জন্যে তুরাবিত করেছেন বলে হোদায়বিয়ার সন্ধির কথা বোঝানো হয়েছে। আর যুদ্ধলভ্য বিপুল সম্পদ বলতে খয়বরের কথা বোঝানো হয়েছে।

ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা

মোনাফেক এবং দুর্বল ইমানের অধিকারী লোকেরা হোদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে না গিয়ে নিজেদের ঘরে বসে থাকে। এ কারণে আল্লাহ রক্বুল আলামীন তাঁর রসূলকে সে সম্পর্কে আদেশ দিয়ে বলেন, ‘তোমরা যখন যুক্তিলজ্জ সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা ঘরে রয়ে গিয়েছিলো, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। ওরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে

পারবে না। আল্লাহ তায়ালা পূর্বেই এরপ ঘোষণা করেছেন। ওরা বলবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্যে পোষণ করছো। বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য।' (সূরা ফাতহ, আয়াত ১৫)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খ্যবর অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সাথে শুধু ওসকল লোকই যেতে পারবে, যাদের প্রকৃতই জেহাদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। এ ঘোষণার ফলে শুধুমাত্র যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো, যারা হোদায়বিয়ার গাছের নীচে বাইয়াতে রেয়োয়ানে অংশ নিয়েছিলো। এদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশত।

এ অভিযানের সময় মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছাবা ইবনে আরফাতা গেফারীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বলেছেন, নুমাইলা ইবনে আবদুল্লাহ লায়ছীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথমোক্ত কথাই অধিক নির্ভরযোগ্য।^১

এ সময়ে হ্যরত আবু হোরায়রা (রা.)-ও মদীনায় আগমন করেছিলেন। হ্যরত ছাবা ইবনে আরফাতা (রা.) ফয়রের নামায পড়ছিলেন। নামায শেষে আবু হোরায়রা (রা.) তার কাছে যান। তিনি পাথেয় ব্যবস্থা করে দিলেন। হ্যরত আবু হোরায়রা (রা.) প্রিয় নবীর কাছে যাওয়ার জন্যে খ্যবর রওয়ানা হলেন। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলেন যে, খ্যবর মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সাথে আলোচনা করে আবু হোরায়রা এবং তাঁর সঙ্গীদেরও গনীমতের অংশ দিলেন।

ইহুদীদের জন্যে মোনাফেকদের তৎপরতা

এ সময়ে ইহুদীদের সাহায্যার্থে মোনাফেকরা যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে। মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আগেই খ্যবরে খবর পাঠিয়েছিলো যে, মোহাম্মদ তোমাদের ওদিকে যাচ্ছেন, সতর্ক হয়ে যাও। প্রস্তুত হও, ভয় পেয়ো না যেন। তোমাদের সংখ্যা এবং অন্ত শক্তি তো অনেক। মোহাম্মদের সঙ্গীদের সংখ্যা বেশী নয়, তাও তারা নিঃশ্ব, তাদের কাছে যেসব অন্ত রয়েছে, তাও খুব সামান্য। খ্যবরের অধিবাসীরা এ খবর পাওয়ার পর বনু গাতফান গোত্রের কাছে কেনানা ইবনে আবুল হাকিক এবং হাওজা ইবনে কয়েসকে সাহায্য লাভের জন্যে প্রেরণ করলো। বনু গাতফান গোত্র ছিলো খ্যবরের ইহুদীদের মিত্র এবং মুসলমানদের বিহুদের মিত্রদের মদদগার। ইহুদীরা বনু গাতফানকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলো যে, মুসলমানদের ওপর জয়লাভে সক্ষম হলে খ্যবরের মোট উৎপাদনের অর্ধেক বনু গাতফানকে দেয়া হবে।

পথের অবস্থার বিবরণ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খ্যবর যাওয়ার পথে 'এছর' পাহাড় অতিক্রম করলেন। এটি 'আছার' পাহাড় নামেও পরিচিত। এরপর ছাবহা প্রান্তর অতিক্রম করে রাজিঙ্গ প্রান্তরে উপনীত হলেন। কিন্তু এই রাজিঙ্গ সেই রাজিঙ্গ, নয় যেখানে আদল ও কারাহর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বনু লেহইয়ানের হাতে আটজন সাহাবা শাহাদাত বরণ করেন।

রাজিঙ্গ থেকে বনু গাতফান গোত্রের বসতি এলাকা একদিনও এক রাতের পথের দূরত্বে অবস্থিত। বনু গাতফান ইহুদীদের ডাকে সাড়া দিয়ে খ্যবরের পথে রওয়ানাও হয়েছিলো। তারা চলে আসার পর পেছনের দিকে শোরগোল শোনা গেলো। তারা ভেবেছিলো যে, মুসলমানরা তাদের পরিবার-পরিজন এবং পশুপালের ওপর হামলা করেছে। এ কারণে তারা ফিরে যায় এবং খ্যবরকে মুসলমানদের জন্যে খালি রেখে দেয়।

পথ-নির্দেশক দুইজন সাহাবীকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসতে বললেন। এদের একজনের নাম হচ্ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের কাছে এমন সমীচীন

১. ফতহল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪৬৫, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৩

পথের সন্ধান জানতে চাইলেন, যে পথ ধরে খয়বরে মদিনার পরিবর্তে সিরিয়ার দিক থেকে প্রবেশ করা যায়। এতে করে ইহুদীদের সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার পথ বঙ্গ হবে। অন্যদিকে বনু গাতফানের কাছ থেকে সভাব্য সাহায্যও এদিক দিয়েই আসবে। এরপ অবস্থায় বনু গাতফান এবং ইহুদীদের মাঝখানে মুসলমানরা থাকবেন এবং বনু গাতফানের সাহায্য এলেও তা ইহুদীদের কাছে পৌছুতে পারবে না।

একজন পথপ্রদর্শক বললো, হে আল্লাহর রসূল, আপনাকে আমি আপনার দ্রষ্টিত পথেই নিয়ে যাব। সেই পথ প্রদর্শক আগে আগে যেতে লাগলেন। এক চৌরাস্তায় গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এ চারটি পথের প্রত্যেকটিই খয়বরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। যে কোন পথ ধরেই আপনি সেখানে পৌছুতে পারেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথগুলোর নাম জানতে চাইলেন। হচ্ছাইল বললেন, একটি পথের নাম হাজন, দ্বিতীয়টির নাম শাশ, তৃতীয়টির নাম হাতাব এবং চতুর্থটি হলো মারহাব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নাম অর্থাৎ মারহাব পছন্দ করলেন। অন্য তিনটি পথের নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে সেসব পথ বাদ দিলেন। অবশ্যে মারহাব পথেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

পথের কত্তিপয় ঘটনা

(এক) হ্যরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খয়বর রওয়ানা হয়েছি। রাত্রিকালে সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একজন লোক এসে আমেরকে বললেন, আমের, কিছু শোনাও তো। আমের ছিলেন কবি। তিনি সওয়ারী থেকে নীচে নেমে ঐসে নিমোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

‘তুমি যদি না থাকিতে ওগো আল্লাহ
আমরাতো কেউ পেতাম না হেদায়াত
নামায আদায় করতাম না, দিতাম না যাকাত।
তোমার জন্যে এ জীবন কোরবান
ক্ষমা করে দাও তুমি আমাদের
অটল চরণ রাখবে মোকাবেলায় শক্রদের।
তুমি আমাদের শান্তি দাও ওহে আল্লাহ তায়ালা
রণ হৃক্ষার দিলে দুশ্যমন কাঁপে না তো মন
এ বিষয়ে আস্তা আমরা করেছি অর্জন।’

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কবিতা শুনে কবির পরিচয় জানতে চাইলেন। তাকে জানানো হলো যে, তিনি আমের ইবনে আকওয�়া। আল্লাহর রসূল বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে রহমত করবন। একজন সাহাবা মন্তব্য করলেন, এবার তো আমেরের শাহাদাত অনিবার্য। কিন্তু আমরা তো আরো বেশীদিন তার সাহচর্য লাভের জন্যে আগ্রহী।^২ সাহাবায়ে কেরাম জানতেন যে, যুদ্ধের সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সাহাবার জন্যে বিশেষভাবে মাগফেরাতের দোয়া করলে তিনি শহীদ হয়ে যান।^৩ খয়বরের যুদ্ধে হ্যরত আমেরের (রা.) ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। এ কারণেই সাহাবারা বলেছেন, তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্যে দোয়া করলেই তো আমরা আরো বেশীদিন আমাদের মধ্যে পেতাম।

২. সহীহ বোখারী, বাবে গাজওয়ায়ে খয়বর ২য় খন্দ ৬০৩, সহীহ মুসলিম বাবে গোয়ওয়ায়ে যি কারদ, ২য় খন্দ পৃ.

(ଦୁই) ଖୟବରେ ଖୁବ କାହେ ଛାବହା ପ୍ରାନ୍ତରେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ଆଛରେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ । ପରେ ଥାବାର ଚାନ । ଶୁଦ୍ଧ ଛାତୁ ଦେଯା ହସ । ତାର ଆଦେଶେ ଛାତୁ ଥାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ କରା ହସ । ତାରପର ତିନି ନିଜେ ଆହାର କରଲେନ ଏବଂ ସାହାବାଦେରେ ଖେତେ ଦିଲେନ । ଆହାରେ ପର ମାଗରେବେର ନାମାୟେ ଜନ୍ୟ ଉଠିଲେନ । ଦେ ସମୟ ତିନି ନତୁନ କରେ ଓୟ କରଲେନ ନା, ଶୁଦ୍ଧ କୁଳି କରଲେନ । ସାହାବାରାଓ ତାଇ କରଲେନ ।^୫ ଏରପର ତିନି ଏଶାର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ ।

ଖୟବରେ ଉପକର୍ଷେ ଇସଲାମୀ ବାହିନୀ

ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ସକାଳେର ଆଗେର ରାତ ମୁସଲମାନରା ଖୟବରେ ଉପକର୍ଷେ ଯାପନ କରେନ । ଇହଦୀରା ତା ଜାନତେ ଓ ପାରେନି । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମେର ନିୟମ ଛିଲେ, ତିନି ଯଥନ ରାତେର ବେଳା କୋନ କଓମେର କାହେ ପୌଛୁତେନ, ତଥନ ଅପେକ୍ଷା କରତେନ, ସକଳ ହୋଯାର ଆଗେ ତାଦେର କାହେ ଯେତେନ ନା । ସେଦିନ ଖୁବ ଭୋରେ କିଛୁଟା ଅନ୍ଧକାର ଥାକତେ ତିନି ଫଜରେର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ । ଏରପର ମୁସଲମାନରା ସଓୟାର ହୟେ ଖୟବରେ ଦିକେ ଅହସର ହନ । ଖୟବରେ ଅଧିବାସୀଦେର ଅନେକେଇ କାଁଧେ କୋଦାଳ ନିଯେ ଖେତେ ଥାମାରେ କାଜ କରତେ ବେରିଯେଛିଲୋ । ହଠାତ୍ ମୁସଲିମ ସେନାଦେର ଦେଖେ ଚିଢ଼କାର କରେ ପାଲାତେ ଲାଗଲୋ । ଚିଢ଼କାର କରେ କରେ ତାରା ବଲଛିଲୋ, ଖୋଦାର କସମ, ମୋହାମ୍ଦ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ସୈନ୍ୟେ ହାଜିର ହୟେଛେ ।^୬

ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ବଲଲେନ, ଆଲୁହ ଆକବର, ଖୟବର ବରବାଦ ହୟେଛେ, ଆଲୁହ ଆକବର, ଖୟବର ବରବାଦ ହୟେଛେ । ଆମରା ଯଥନ କୋନ କଓମେର ମୟଦାନେ ନେମେ ପଡ଼ି, ତଥନ କଓମେର ଭୟାର୍ତ୍ତ ଲୋକଦେର ସକଳ ମନ୍ଦ ହୟେ ଯାଏ ।^୭

ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ସୈନ୍ୟଦେର ଅବତରଣେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଜାଯଗା ନିର୍ଧାରଣ କରଲେନ । ହାବାବ ଇବନେ ମୁନଜେର ଏସେ ଆରଜ କରଲେନ, ହେ ଆଲୁହର ରସ୍ତୁଲ, ଆଲୁହର ଆଦେଶେ ଆପନି ଏଥାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେଛେ ନାକି ରଣ-କୌଶଳଗତ କାରଣେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେଛେ? ତିନି ବଲଲେନ, ରଣକୌଶଳଗତ କାରଣେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେଛି । ଏକଥା ଶୁନେ ହୟରତ ହାବାବ (ରା.) ବଲଲେନ, ଏଇ ସ୍ଥାନ ନାଜାତ ଦୁର୍ଗେର ଖୁବ କାହେ । ଖୟବରେ ସକଳ ଯୋଦ୍ଧା ଏଇ ଦୁର୍ଗେଇ ଥାକେ । ଓରା ଆମାଦେର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କେ ପୁରୋପୁରି ଜାନତେ ପାରବେ, ଅଥଚ ଆମରା ତାଦେର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ପାରବ ନା । ଫଲେ ତାରା ତାଦେର କୌଶଳ ଆମାଦେର ଓପର ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ପାରବେ, ତାଦେର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ତୀର ଆମାଦେର କାହେ ପୌଛୁବେ ଅଥଚ ଆମାଦେର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ତୀର ତାଦେର କାହେ ପୌଛୁବେ ନା । ରାତେର ବେଳା ତାରା ଆମାଦେର ଓପର ଆକଶିକ ହାମଲା ଚାଲାତେ ପାରେ, ଏ ଆଶକ୍ତା ଓ ପୁରୋପୁରି ଥେକେ ଯାବେ । ଏହାଡ଼ା ଏ ଜାଯଗାର ଚାରିଦିକେ ଖେଜୁର ବାଗାନ, ଜାଯଗାଟା ନିଚୁ । କାଜେଇ ଏସବ ସମସ୍ୟା ଯେଥାନେ ନେଇ, ସେଇ ରକମ ଏକଟା ଜାଯଗାୟ ଅବସ୍ଥାନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲେ ଭାଲୋ ହତେ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ବଲଲେନ, ତୁମି ଯେ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରେଛୁ, ତା ସଠିକ । ଏରପର ରସ୍ତୁଲ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ସାହାବାଦେର ନିଯେ ଅନ୍ୟ ଜାଯଗାୟ ଅବସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ ।

ଶହର ଦେଖେ ଯାଓୟାର କାହାକାହି ଏକ ଜାଯଗାଯ ପୌଛେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାହାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହାମ ସାହାବାଦେର ଥାମତେ ବଲଲେନ । ଏରପର ତିନି ଆଲୁହ ରକ୍ତ ଆଲାମୀନେର ଦରବାରେ ଏ ମୋନାଜାତ କରଲେନ ଯେ ଆଲୁହ ତାୟାଲା, ତୁମି ସାତ ଆସମାନ ଏବଂ ଯେସବ ଜିନିସେର ଓପର ସେଇ ଆକାଶମୂହ ଛାଯା ବିନ୍ଦୁର କରେ ରହେଛେ, ସେସବ କିଛୁର ପ୍ରତିପାଲକ । ସାତ ଯମିନ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ନିଚେ ଯା କିଛୁ ରହେଛେ, ସେସବ କିଛୁର ପ୍ରତିପାଲକ, ଶୟତାନସମୂହ ଏବଂ ଯାଦେରକେ ତାରା ପଥଭ୍ରଟ୍

୫. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ୬୦୩

୬. ମାଗାୟ, ଆଲ ଓୟାକେନୀ, ଖୟବର ଯୁଦ୍ଧ ପୃ. ୧୧୨ ସହିହ ବୋଖାରୀ, ଖୟବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୦୩, ୬୦୪

୭. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ଖୟବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୦୩, ୬୦୪

করেছে তাদের প্রতিপালক, তোমার কাছে আমরা এই জনপদের কল্যাণ এবং জনপদের অধিবাসীদের কল্যাণ এবং এতে যা কিছু রয়েছে সেসব কিছুর কল্যাণের আবেদন জানাচ্ছি। এই জনপদের অকল্যাণ এবং এর অধিবাসীদের অকল্যাণ এবং এতে যা কিছু রয়েছে সেসব কিছুর অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।'

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও।^৭

যুক্তের প্রস্তুতি এবং খ্যবরের দুর্গ

খ্যবরের সীমান্য যে রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করেছিলেন, সে রাতে তিনি বললেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং তার রসূল ও তাকে ভালোবাসেন। সকালে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের সামনে হায়ির হলেন। সবাই পতাকা পাওয়ার জন্যে মনে মনে আকাঞ্চ্ছা করেছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলী ইবনে আবু তালেব কোথায়? সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল তার চোখ উঠেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে নিয়ে এসো। হ্যরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসা হলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চোখে সামান্য থু থু লাগিয়ে দোয়া করে দিলেন। হ্যরত আলী (রা.) এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যে, মনে হয় কখনো তাঁর চোখের অসুখ ছিলোই না। এরপর হ্যরত আলীকে (রা.) পতাকা প্রদান করা হয়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি ওদের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়বো, যতক্ষণ তারা আমাদের মতো হয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চিন্তে যাও, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ময়দানে অবতরণ না করো। এরপর ওদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ো। ইসলামে আল্লাহর যে অধিকার ওদের ওপর ওয়াজিব হয়, সে সম্পর্কে ওদের অবহিত করো। যদি তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ওদের একজনকেও হেদায়াত দেন তবে তোমার জন্যে সেটা হবে বহুসংখ্যক লাল উটের চেয়ে উত্তম।^৮

খ্যবরের জনবসতি ছিলো দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগে নিচে উল্লিখিত পাঁচটি দুর্গ ছিলো। ● হেছনে নায়েম। ● হেছনে ছা'ব ইবনে মায়া'য। ● হেছনে কিল্লা যোবায়ের। ● হেছনে উবাই। এবং ● হেছনে নাজার।

উল্লিখিত পাঁচটি দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটি দুর্গসম্বলিত এলাকাকে 'নাতাত' বলা হয়। অন্য দু'টি দুর্গসম্বলিত এলাকা 'শেক' নামে পরিচিত।

খ্যবরের দ্বিতীয় ভাগের জনবসতি কোতায়রা নামে পরিচিত ছিলো। এর মধ্যে ছিলো তিনটি দুর্গ। এক, হেছনে কামুস। এ দুর্গের অধিবাসীরা বনু নায়ির গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং বনু নায়িরের আবুল হাকিম দুর্গে তারা অবস্থান করতো। দুই, হেছনে অতীহ। তিনি, হেছনে সালালেম।

উল্লিখিত আটটি দুর্গ ছাড়া খ্যবরে অন্যান্য দুর্গ এবং ভবনও ছিলো। কিন্তু সেগুলো ছিলো অপেক্ষাকৃত ছোট। শক্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পূর্বোক্ত দুর্গগুলোর মতো সুরক্ষিত ছিলো না।

৭. এই চোখের অসুখের কারণে তিনি পিছিয়ে পড়েন এবং পরে সকলের সাথে মিলিত হন।

৮. সহীহ বোখারী, খ্যবর যুদ্ধ অধ্যায়, পৃ. ৬০৫, ৬০৬, কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খ্যবরের একটি দুর্গ বিজয়ে একাধিকবারের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এরপর হ্যরত আলীর হাতে পতাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু সেটা সত্ত

ପ୍ରଥମ ଭାଗେ ଦୂର୍ଗଗୁଲୋତେଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଁଯେଛେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂର୍ଗର ତିନଟି ଦୂର୍ଗ ଯୋଦ୍ଧା ଥାକା ସନ୍ତେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ାଇ ମୁସଲମାନଦେର ହାତେ ତୁଲେ ଦେଯା ହେଁଛିଲୋ ।

ସଂଘାତେର ସୁଚନା ଏବଂ ନାୟେମ ଦୂର୍ଗ ବିଜୟ

ଉଦ୍‌ଘାତିତ ଆଟଟି ଦୂର୍ଗର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମେ ନାୟେମ ଦୂର୍ଗର ଓପର ହାମଲା କରା ହ୍ୟ । ଏ ସକଳ ଦୂର୍ଗ ଅବଶ୍ୟନ ଏବଂ କୌଶଳଗତ ଦିକ ଥିକେ ଇହଦୀଦେର ପ୍ରଥମ ଲାଇନେର ପ୍ରତିରକ୍ଷାବ୍ୟୁହ ହିସେବେ ବିବେଚିତ ହତୋ । ଏ ଦୂର୍ଗର ମାଲିକ ଛିଲୋ ମାରହାବ ନାମେ ଏକ ଦୂର୍ବର୍ଷ ଇହଦୀ ତାକେ ଏକ ହାଜାର ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି-ସାମର୍ଥସମ୍ପନ୍ନ ବୀର ମନେ କରା ହତୋ ।

ହୟରତ ଆଲୀ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ (ରା.) ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଏ ଦୂର୍ଗର ସାମନେ ଗିଯେ ଇହଦୀଦେର ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଲେନ । ତାରା ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଲୋ । ନିଜେଦେର ବାଦଶାହ ମାରହାବେର ନେତୃତ୍ବେ ତାରା ମୁସଲମାନଦେର ମୋକାବେଲାୟ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ ।

ରଣାସନେ ଏସେ ମାରହାବ ନାମେର ଏକ ବୀର ଏକକଭାବେ ମୁଖୋମୁଖୀ ଯୁଦ୍ଧର ଆହାନ ଜାନାଲୋ । ସାଲମା ଇବନେ ଆକଓୟାର ବର୍ଣନାୟ ଏଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ, ଆମରା ଖୟବରେ ପୌଛାର ପର ଖୟବରେର ଅଧିବାସୀଦେର ବାଦଶାହ ମାରହାବ ତଲୋଯାର ନିଯେ ଅହଂକାର ପ୍ରକାଶ କରତେ କରତେ ଏଗିଯେ ଏଲୋ । ତାର କଟେ ଛିଲୋ ସ୍ପର୍ଦିତ ଆବୃତ୍ତିସମ୍ବଲିତ ଏ କବିତା,

‘ଖୟବର ଜାନେ ମାରହାବ ଆମି

ଅନ୍ତ୍ର ସାଜେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ୟ ଆମି ବୀର ରଣକୌଶଳେ

ଅଭିଜ୍ଞତା କାଜେ ଲାଗାଇ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶ୍ଵନ ଉଠିଲେ ଜୁଲେ ।’

ତା ମୋକାବେଲାୟ ଆମାର ଚାଚା ହୟରତ ଆମେର (ରା.) ଏଗିଯେ ଗେଲେନ । ତିନି ଆବୃତ୍ତି କରଲେନ,

‘ଖୟବର ଜାନେ ଆମାର ନାମ ଆମେର

ଅନ୍ତ୍ର ସାଜେ ସଜ୍ଜିତ ବୀର ଦେନାନୀ ଯୁଦ୍ଧର ।’

ମୁଖୋମୁଖୀ ହେଁଯାର ପର ଏକଜନ ଅନ୍ୟଜନେର ଓପର ଆଘାତ ହାନଲୋ । ମାରହାବେର ଶାଗିତ ତଲୋଯାର ଆମାର ଚାଚା ଆମେରେର ଢାଲେର ଓପର ଆଘାତ କରଲୋ । ଇହଦୀ ମାରହାବକେଓ ଆମାର ଚାଚା ନୀଚେର ଦିକେ ଆଘାତ କରତେ ଚାଇଲେନ କିନ୍ତୁ ତାର ତଲୋଯାର ଛିଲୋ ଛୋଟ । ତିନି ମାରହାବେର ଉଠିଲେ ଆଘାତ କରତେ ଚାଇଲେ ତଲୋଯାର ଧକ୍କା ଖେଁୟେ ତାଁ ନିଜେର ହାଁଟୁତେ ଲାଗଲୋ । ଅବଶେଷେ ଏହି ଆଘାତେଇ ତିନି ଇଷ୍ଟେକାଳ କରେନ । ରସୂଲୁଷ୍ଠାହ ସାଲାହୁର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତାର ଦୁ'ଟି ପବିତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଳ ତୁଲେ ବଲଲେନ, ଓର ଜନ୍ୟେ ରଯେଛେ ଦୁଇ ରକମେର ପୁରକ୍ଷାର । ହୟରତ ଆମେର (ରା.) ଛିଲେନ ଅନ୍ୟ ରଣକୁଶଳ ମୋଜାହିଦ । ତାର ମତୋ ଆରବ ବୀର ପୃଥିବୀତେ କମଇ ଏସେଛେନ ।¹⁰

ହୟରତ ଆମେର (ରା.) ଆହତ ହେଁଯାର ପର ମାରହାବେର ମୋକାବେଲାୟ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ ହୟରତ ଆଲୀ (ରା.) । ତିନି ଆବୃତ୍ତି କରଛିଲେନ ଏ କବିତା,

‘ଜାନୋ ଆମି କେ, ଆମାର ନାମ ଆମାର ମା

ରେଖେଛେନ ହ୍ୟାଦର

ବନେର ବାଧେର ମତୋଇ ଆମି ଭୟକ୍ଷର

ହାନବୋ ଆମି ଆଘାତ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ।’

10. ସହିହ ମୁସଲିମ, ଖୟବର ଯୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୨୨-ଗାଜଓୟା ଜିକାରଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୧୫, ସହିହ ବୋଖାରୀ,

ଖୟବର ଯୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ୨ୟ ଖତ, ୬୦୩

এরপর হযরত আলী (রা.) মারহাবের ঘাড় লক্ষ্য করে এমন আঘাত করলেন যে, কমিনা ইহুদী সেখানেই শেষ হলো। হযরত আলীর (রা.) হাতেই বিজয় অর্জিত হলো। ১১

যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা.) ইহুদীদের একটি দুর্গের কাছে গেলে একজন ইহুদী দুর্গের ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তুমি কে? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি আলী ইবনে আবু তালেব। ইহুদী বললো, হযরত মুসার ওপর অবতীর্ণ কেতাবের শপথ, তোমরা বুলন্দ হয়েছ। এরপর মারহাবের ভাই ইয়াসের এগিয়ে এসে বললো, কে আছো যে আমার মোকাবেলা করবে? এ চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলেন হযরত যোবায়ের (রা.)।

এ দৃশ্য দেখে হযরত যোবায়ের (রা.) মা হযরত ছফিয়া (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার পুত্র কি নিহত হবে? আল্লাহর রসূল বললেন, না বরং তোমার পুত্র তাকে হত্যা করবে। অবশ্যে হযরত যোবায়ের (রা.) ইয়াসেরকে হত্যা করলেন।

এরপর হেচনে নায়েমের কাছে তুম্বল যুদ্ধ হলো। অন্য ইহুদীরা মুসলমানদের মোকাবেলায় সাহসী হলো না। কোন কোন থাণ্ডে উল্লেখ রয়েছে যে, এ যুদ্ধ কয়েকদিনব্যাপী চলেছিলো এবং মুসলমানদের যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছিলো। তবুও ইহুদীরা মুসলমানদের পরাত্ত করতে ব্যর্থ হলো। ফলে চুপিসারে তারা দুর্গ ছেড়ে ছাঁ'ব দুর্গে পালিয়ে গেলো। মুসলমানরা তখন সহজেই নায়েম দুর্গ অধিকার করলেন।

সায়াব ইবনে মোয়ায় দুর্গ জয়

নায়েম দুর্গ জয়ের পর সায়াব দুর্গ ছিলো নিরাপত্তা ও শক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুসলমানরা হযরত হোবাব ইবনে মুনয়ের আনসারীর (রা.) নেতৃত্বে এ দুর্গে হামলা করেন এবং তিনিদিন যাবত অবরোধ করে রাখেন। তৃতীয় দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুর্গ জয়ের জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, আসলাম গোত্রের শাখা বনু ছাহামের লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাফির হয়ে আরজ করলো যে, আমরা চূর চূর হয়ে গেছি, আমাদের কাছে কিছু নেই। রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরম করণাময়ের কাছে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি ওদের অবস্থা জানো। তুমি জানো যে, ওদের মধ্যে শক্তি নেই, আর আমার কাছে এমন কিছু নেই যে ওদের দেবো। হে আল্লাহ তায়ালা, ইহুদীদের এমন দুর্গ জয় করিয়ে আমাদের সাহায্য করো যে দুর্গ জয় আমাদের জন্যে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়, যে দুর্গে সবচেয়ে বেশী খাদ্য-সামগ্রী ও চর্বি পাওয়া যায়। আল্লাহর রসূলের এই দোয়ার পর সাহাবারা হামলা করলেন। আল্লাহ রক্বুল আলামীন ছাঁ'ব ইবনে মায়া'য দুর্গ জয়ের গৌরব মুসলমানদের দান করলেন। এ দুর্গের চেয়ে অধিক খাদ্য দ্ব্য এবং চর্বি খয়বরের অন্য কোন দুর্গে ছিলো না। ১২

দোয়া করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এই দুর্গের ব্যাপারে নির্দেশ দেন। নির্দেশ পালনে বনু আসলাম গোত্রের লোকেরা ছিলেন অগ্রণী। এখানে

১১. মারহাবের হত্যাকারী সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সে কত তারিখে নিহত হয়েছিলো এবং সে দুর্গ কত তারিখে জয় হয়েছিলো সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনার প্রক্রিয়ায় পার্থক্য বিদ্যমান। উপরোক্তখিত বিবরণ সহীহ বোখারী অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ২০২

দুর্গের সামনে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। তবুও সেদিনই সূর্যাস্তের আগে দুর্গ জয় করা সম্ভব হয়। মুসলমানরা সেই দুর্গে ক্ষেপণাস্ত্র এবং কাঠের তৈরী ট্যাঙ্ক লাভ করেন। ১৩

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এক্ষেত্রে প্রচন্ড লড়াই এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্গ জয়ের পর মুসলমানরা গাধা যবাই করেন এবং উনুনে কড়াই চাপিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

যোবায়ের দুর্গ জয়

নায়েম এবং ছাবা দুর্গ জয়ের পর ইহুদীরা নাজাতের সকল দুর্গ থেকে বেরিয়ে যোবায়ের দুর্গে সমবেত হয়। এটি ছিলো একটি নিরাপদ ও সংরক্ষিত দুর্গ। পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত এই দুর্গে ওঠার পথ ছিলো খুবই বন্ধুর। কোন সওয়ারী নিয়ে ওঠাতো সম্ভবই ছিলো না পায়ে হেঁটে ওঠাও ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনিদিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এরপর একজন হৃদয়বান ইহুদী এসে বললো, হে আবুল কাশেম, আপনি যদি একমাস যাবত দুর্গ অবরোধ করে রাখেন তবুও ইহুদীরা পরোয়া করবে না। তবে তাদের পানির ঝর্ণা নীচে রয়েছে। রাতের বেলা তারা এসে পানি পান করে এবং সারাদিনের প্রয়োজনীয় পানি তুলে নিয়ে যায়। আপনি যদি ওদের পানি বন্ধ করে দিতে পারেন, তবে তারা নত হবে। এ খবর পেয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদের পানি বন্ধ করে দিলেন। ইহুদীদের তখন টনক নড়লো। তারা নীচে নেমে এসে প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এতে কয়েকজন মুসলমানও শাহাদাত বরণ করলেন এবং দশজন ইহুদী দুর্বৃত্ত নিহত হলো। সবশেষে এ দুর্গেরও পতন হলো।

উবাই দুর্গ জয়

যোবায়ের দুর্গের পতনের পর ইহুদীরা উবাই দুর্গে গিয়ে সমবেত হয়। মুসলমানরা সেই দুর্গও অবরোধ করেন। এবার শক্তিগর্বে গর্বিত দুইজন ইহুদী পর্যায়ক্রমে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলার আহবান জানায়। উভয়েই মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। দ্বিতীয় ইহুদীর হত্যাকারী ছিলেন লাল পত্তিধারী বিখ্যাত যোদ্ধা সাহাবী হযরত আবু দোজানা সাম্মাক ইবনে খারশা আনসারী (রা.)। তিনি দ্বিতীয় ইহুদীকে হত্যা করে দ্রুত বেগে দুর্গে প্রবেশ করেন।

তাঁর সাথে সাহাবারাও ডেতে গিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর ইহুদীরা দুর্গ থেকে সরে যেতে শুরু করে। অবশেষে সবাই গিয়ে নেয়ার দুর্গে সমবেত হয়। নেয়ার দুর্গ ছিলো খয়বরের প্রথম ভাগের সর্বশেষ দুর্গ।

নেজার দুর্গ জয়

এ দুর্গও ছিলো সুরক্ষিত ও নিরাপদ। ইহুদীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, মুসলমানরা সর্বাঞ্চক চেষ্টা করেও এ দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই এতে তারা নারী ও শিশুদের সমবেত করেছিলো, অন্য কোন দুর্গে রাখেনি।

মুসলমানরা এ দুর্গে কঠোর অবরোধ আরোপ এবং ইহুদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। একটি উচু পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত এ দুর্গে প্রবেশে মুসলমানরা সুবিধা করতে পারলেন না। ইহুদীরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করতেও সাহস পাচ্ছিলো না। তবে উপর থেকে তীর নিক্ষেপ এবং পাথর নিক্ষেপ করে তীব্র মোকাবেলা করে যাচ্ছিলো।

১৩. এখানে 'দাবাবে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে ট্যাঙ্ক। কাঠের তৈরী নিরাপদ বন্ধ গাড়ীর ডেতের দিয়ে লোক প্রবেশ করে দুর্গের দেয়ালের কাছে পৌঁছতে পারে এবং শক্তির হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এছাড়া দেয়ালে বড় ছিদ্র করারও ব্যবস্থা রয়েছে।

নেজার দুর্গ জয় কঠিন হওয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষেপণাত্মক মোতায়েনের নির্দেশ দেন। কয়েকটি গোলা নিক্ষেপও করা হয়। এতে দুর্গ দেয়ালে ছিদ্র হয়ে যায়। সেই ছিদ্রপথে মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর দুর্গের ভেতরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হয়। অন্যান্য দুর্গের মতোই এ দুর্গ থেকেও ইহুদীরা চুপিসারে সটকে পড়ে। নারী ও শিশুদেরকে মুসলমানদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে।

এ মজবুত দুর্গ জয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা খয়বরের প্রথম অর্ধেক অর্থাৎ নাজাত ও শেক এলাকা জয় করেন। এখানে ছোট ছোট অন্য কয়েকটি দুর্গও ছিলো। কিন্তু এ দুর্গের পতনের পর ইহুদীরা অন্যান্য দুর্গও খালি করে দেয় এবং খয়বরের দ্বিতীয় অংশ কাতীবার দিকে পালিয়ে যায়।

খয়বরের দ্বিতীয় ভাগ জয়

নাতাত এবং শেক এলাকা জয়ের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোতায়বা, অতীহ এবং সালালেম এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হন। সালালেম ছিলো বনু নাজিরের কুখ্যাত ইহুদী আবুল হাকিমের দুর্গ। এদিকে নাতাত এবং শেক এলাকা থেকে পলায়নকারী সকল ইহুদীও এখানে এসে পৌছে দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিলো।

যুদ্ধ বিষয়ক বিবরণ সম্বলিত প্রাত্বাবলীতে মতভেদ রয়েছে যে, এখানের তিনটি দুর্গের কোন দুর্গে যুদ্ধ হয়েছিলো। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় সুম্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কামুস দুর্গ জয় করতে যুদ্ধ হয়েছিলো। বর্ণনা দ্বারাও বোঝা যায় যে, এ দুর্গ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছে। ইহুদীদের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের জন্যে এখানে আলাপ আলোচনাও হয়নি। ১৪

ওয়াকেদী সুম্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, এ এলাকার তিনটি দুর্গই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করা হয়। সম্ভবত কামুস দুর্গ অর্পণের জন্যে কিছুটা যুদ্ধের পর আলাপ-আলোচনা হয়। অবশ্য অন্য দুটি দুর্গ যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানদের হাতে দেয়া হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই এলাকায় অর্থাৎ কোতায়বায় আগমনের পর সেখানের অধিবাসীদের কঠোরভাবে অবরোধ করেন। চৌদ্দিন যাবত এ অবরোধ অব্যাহত থাকে। ইহুদীরা তাদের দুর্গ থেকে বেরোচ্ছিলো না। পরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষেপণাত্মক মোতায়েনের নির্দেশ দেন। ইহুদীরা যখন বুঝতে পারলো যে, ক্ষেপণাত্মক গোলা বর্ষণে তাদের ধৰ্ম অনিবার্য, তখন তারা আল্লাহর রসূলের সাথে সংক্ষির জন্যে আলোচনায় এগিয়ে আসে।

সংক্ষির আলোচনা

প্রথমে ইবনে আবুল হাকিম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পয়গাম পাঠায় যে, আমি কি আপনার কাছে এসে কথা বলতে পারিঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। অনুমতি পাওয়ার পর আবুল হাকিম এই শর্তে সংক্ষি প্রস্তাৱ পেশ করে যে, দুর্গে যেসকল সৈন্য রয়েছে তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে এবং তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও তাদের কাছেই থাকবে। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের দাস-দাসী হিসেবে বন্দী থাকবে না। তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ সোনা-রূপা, জায়গা-জমি, ঘোড়া, বর্ম ইত্যাদি সব কিছু আল্লাহর রসূলের কাছে অর্পণ করবে, শুধু পরিধানের পোশাক নিয়ে বেরিয়ে যাবে। ১৫ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ

১৪. ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ. ৩৩১, ৩৩৬, ৩৩৭

১৫. সুন্মে আবু দাউদে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল এ শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে, ইহুদীরা তাদের সওয়ারীর

ওপর যতোটা সম্ভব অর্থ-সম্পদ নিয়ে যাবে। দেখুন আবু দাউদ, ২য় খন্দ, খয়বর প্রসঙ্গ। পৃ. ৭৬।

প্রস্তাব শুনে বললেন, যদি তোমরা কিছু লুকাও, তবে সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা এবং তার রসূল দায়ী হবেন না। ইহুদীরা এ শর্ত মেনে নেয় এবং সন্ধি হয়ে যায়। এভাবে খয়বর জয় চৃড়ান্তরূপ লাভ করে।

বিশ্বাসঘাতকতা ও তার শাস্তি

সন্ধির শর্ত লংঘন করে আবুল হাকিকের উভয় পুত্র প্রচুর ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখে। একটি চামড়া তারা লুকিয়ে রাখে, সেই চামড়ায় সম্পদ এবং হ্যাই ইবনে আখতারের অলংকারসমূহ ছিলো। হ্যাই ইবনে আখতার মদীনা থেকে বনু নাযিরের বহিষ্কারের সময় এসব অলংকার নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আল্লাহর রসূলের সামনে কেনানা ইবনে আবুল হাকিকে হায়ির করা হয়। তার কাছে ছিলো বনু নাযিরের ধন-ভাস্তু। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সরাসরি অঙ্গীকার করে। ধন-সম্পদ কোথায় লুকানো রয়েছে জানতে চাইলে সে বলে, সে জানে না। পরে একজন ইহুদী এসে জানায় যে, আমি কেনানাকে প্রতিদিন একটি পরিত্যক্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখি। এ খবর পাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেনানাকে বললেন, যদি তোমার কাছে ধন-ভাস্তুর পাওয়া যায়, তবে আমরা তোমাকে হত্যা করবো, বলো, এতে তুমি রাজি কিন। কেনানা বললো, হাঁ রাজি। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট পরিত্যক্ত এলাকা খননের নির্দেশ দিলেন। সেখানে কিছু অর্থ-সম্পদ পাওয়া গেলো। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহর রসূলের জিজ্ঞাসার জবাবে সে কিছু জানে না বলে জানালো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেনানাকে হ্যারত যোবায়ের এর (রা.) হাতে দিয়ে বললেন, ওকে শাস্তি দাও, যাতে করে ওর কাছে যা কিছু রয়েছে, সব আমাদের হাতে আসে। হ্যারত যোবায়ের (রা.) কেনানাকে কঠোর শাস্তি দিলেন। প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো, তবু সে মুখ খুলল না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বৃত্তকে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার হাতে দিলেন। তিনি তাঁর ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামার হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করলেন। উল্লেখ্য মাহমুদ নায়েম দুর্গের কাছে এক গাছের ছায়ায় বসেছিলেন, হঠাৎ এই দুর্বৃত্ত ইহুদী কেনানা ওপর থেকে চাকি ফেলে মাহমুদকে হত্যা করে।

ইবনে কাইয়েম বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল হাকিকের উভয় পুত্রকে হত্যা করিয়েছিলেন। উভয়ের বিরুদ্ধে সম্পদ লুকানোর সাক্ষী দিয়েছিলেন কেনানার চাচাতো ভাই।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাই ইবনে আখতারের কন্যা সাফিয়্যাকে বন্দী করেন। তিনি কেনানা ইবনে আবুল হাকিকের অধীনে ছিলেন। তখনো সে ছিলো নববধূ। সেই অবস্থায় তাকে বিদায় দেয়া হয়েছিলো।^{১৬}

গনীমতের সম্পদ বন্টন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের খয়বর থেকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করেন। চৃক্ষির মধ্যেও এটা অস্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ইহুদীরা বললো, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি আমাদের এই যমিনেই থাকতে দিন আমরা এর তত্ত্বাবধান করবো। এই ভূত্ত সম্পর্কে আমরা আপনাদের চেয়ে বেশী অবগত।

এদিকে আল্লাহর রসূলের কাছে পর্যাপ্তসংখ্যক দাস ছিলো না, যারা এ জমি আবাদ এবং দেখাশোনা করতে পারে। এ কাজ করার মতো সময় সাহাবায়ে কেরামেরও ছিলো না। এসব

କାରଣେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଇହୁଦୀଦେର କାହେ ଖୟବରେର ଜମି ବର୍ଗୀ ହିସେବେ ଦେନ । ଉଂପନ୍ତ ଫସଲେର ଅର୍ଦ୍ଧକ ମୁସଲମାନରା ପାବେନ ଏ ଶର୍ତ୍ତ ଦେଯା ହୟ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଯତୋଦିନ ଚାଇବେନ, ତତୋଦିନ ଇହୁଦୀଦେର ଏ ସୁଯୋଗ ଦେବେନ । ଆବାର ଯଥନ ଇଚ୍ଛା କରବେନ ତାଦେର ବହିକାର କରବେନ । ଏରପର ହୟରତ ଆବଦୁନ୍ତାହ ଇବନେ ରଓୟାହାକେ ଖୟବରେର ଜମିର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାୟକ ନିୟୁକ୍ତ କରା ହୟ ।

ଖୟବରେର ବନ୍ଟନ ଏଭାବେ କରା ହେଁଛିଲୋ ଯେ, ମୋଟ ଜମି ୩୬ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହୟ । ପ୍ରତି ଅଂଶ ଛିଲୋ ଏକଶତ ଭାଗେର ସମ୍ଭାବ୍ୟ । ଏଭାବେ ମୋଟ ଜମି ତିନ ହାଜାର ହୟଶତ ଅଂଶେ ଭାଗ କରା ହୟ । ଏର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଅର୍ଥାଏ ଆଠାରଶ ଭାଗ ଛିଲୋ ମୁସଲମାନଦେର । ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନଦେର ମତୋଇ ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତ୍ରରେ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟିମାତ୍ର ଅଂଶ ଛିଲୋ । ବାକି ଆଠାରଶ ଭାଗ ରସ୍ତ୍ରାନ୍ତାହ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମୁସଲମାନଦେର ଜାତୀୟ ପ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଆକଷିକ କୋନ ସମସ୍ୟା ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ପୃଥିକ କରେ ରେଖେଛିଲେନ । ଆଠାରଶତ ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲୋ ଏଇ ଯେ, ଖୟବରେର ଜମି ଛିଲୋ ହୋଦାଯିବିଯାଯ ଅଂଶଘରଣକାରୀଦେର ଜନ୍ୟେ ଆନ୍ତାହର ଏକଟି ବିଶେଷ ଦାନ ।

ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସକଳେର ଜନ୍ୟେଇ ଏ ଦାନ ଛିଲୋ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ । ହୋଦାଯିବିଯାଯ ଅଂଶଘରଣକାରୀଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ଚୌଦ୍ଦଶତ । ଖୟବର ଆସାର ସମୟ ତାରା ଦୁଇଶତ ଘୋଡ଼ା ସଙ୍ଗେ ନିୟେ ଏସେଛିଲେନ । ସଂଗ୍ୟାର ଛାଡ଼ା ଘୋଡ଼ାର ଜନ୍ୟେଓ ଏକାଂଶ ବରାଦ ଥାକେ । ଘୋଡ଼ାର ଅଂଶ ଏକଜନ ସୈନିକେର ଦିଗ୍ନଦିନ । ଏ କାରଣେ ଖୟବରକେ ଆଠାରଶ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହୟ । ଏର ଫଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୋଡ଼ ସଂଗ୍ୟାର ତିନଭାଗ ହିସେବେ ଛୟଶତ ଭାଗ ପାନ । ଆର ବାରୋଶତ ପଦବ୍ରଜେର ସୈନିକ ବାରୋଶତ ଅଂଶ ପାନ ।^{୧୭}

ଖୟବରେ ପ୍ରାଣ ଗନ୍ମିତର ପ୍ରାଚୂର୍ଯେ ବିବରଣ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେର ଏକଟି ହାଦୀସେ ପାଓୟା ଯାଯ । ମାରାବି ଇବନେ ଓମର (ରା.) ବଲେନ, ଖୟବର ଜଯେର ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରା ପରିତୃପ୍ତ ହତେ ପାରିନି । ହୟରତ ଆୟଶା (ରା.) ବଲେନ, ଖୟବର ବିଜ୍ୟେର ପର ଆମରା ବଲାବଲି କରଲାମ ଯେ, ଏଥନ ଥେକେ ଆମରା ପେଟଭରେ ଖେଜୁର ଥେତେ ପାରବୋ ।^{୧୮}

ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଆସାର ପର ମୋହାଜେରରା ତାଦେରକେ ଆନ୍ତାରଦେର ପ୍ରଦତ୍ତ ଖେଜୁର ଗାଛ ଫିରିଯେ ଦେନ । କେନନା ଖୟବରେ ତାରା ଧନ-ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଖେଜୁର ଗାଛର ମାଲିକାନା ଲାଭ କରେଛିଲୋ ।^{୧୯}

କର୍ତ୍ତିପର୍ଯ୍ୟ ସାହାବାର ଆଗମନ

ଏଇ ଯୁଦ୍ଧେ ହୟରତ ଜାଫର ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଖେଦମତେ ହାୟିର ହମ । ତାର ସାଥେ ଆଶାରାରି ମୁସଲମାନ ଅର୍ଥାଏ ହୟରତ ଆବୁ ମୂସା ଆଶାରାରି (ରା.) ଏବଂ ତାର ବଞ୍ଚୁ-ବାନ୍ଦବ ଓ ଛିଲେନ ।

ହୟରତ ଆବୁ ମୂସା ଆଶାରାରି (ରା.) ବଲେନ, ଇଯେମେନେ ଥାକାର ସମୟେ ଆମି ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବେର ଖବର ପେଯେଛିଲାମ । ଆମି ଏବଂ ଆମାର ଦୁଇ ଭାଇ ଆମାଦେର ଗୋତ୍ରେ ୫୦ ଜନ ସହ ଏକଟି ନୌକା ଆରୋହଣ କରେ ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତ୍ରର କାହେ ହାୟିର ହେଁଯାର ଜନ୍ୟେ ରଓୟାନା ହଲାମ । କିନ୍ତୁ ନୌକା ଆମାଦେରକେ ହାବଶାୟ ନିୟେ ପୌଛାଇ । ସେଥାନେ ହୟରତ ଜାଫର (ରା.) ଏବଂ ତାର ବଞ୍ଚୁଦେର ସାଥେ ଦେଖା ହଲୋ । ତାରା ଜାନାଲେନ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତାଦେର ପାଠିଯେଛେନ ଏବଂ ହାବଶାୟ ଥାକତେ ବଲେଛେନ, ଆପନାରାଓ ଆମାର ସାଥେ ଥାକୁନ । ଆମରା ତଥନ ସେଥାନେ ଥାକଲାମ ।

୧୭. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୩୭-୧୩୮

୧୮. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୩ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୦୯

୧୯. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୨୮ ସହିହ ମୁସଲିମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୯୬

ରସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ଵାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଖୟବର ଜୟ କରାର ପର ତାଁର କାହେ ହାୟିର ହଲାମ । ତିନି ଆମାଦେରକେବେ ଅଂଶ ଦିଲେନ । ଆମରା ବ୍ୟତୀତ ଖୟବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କୋଣ ମୁସଲମାନ ଖୟବରେର ଅଂଶ ପାନନି । ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକରିବାଇ ଶୁଭୁ ଗନ୍ଧିମତେର ମାଲେର ଅଂଶ ପେଯେଛିଲେନ । ହସରତ ଜାଫର ଏବଂ ତାଁର ସଙ୍ଗୀଦେର ସାଥେ ଆମାଦେର ନୌକାର ମାରିରାଓ ଭାଗ ପେଯେଛିଲେନ । ଏଦେର ସକଳେର ମଧ୍ୟେଇ ଗନ୍ଧିମତେର ମାଲ ବନ୍ଟନ କରା ହେବିଲୋ । ୨୦

ହ୍ୟାରେଟ ସଫିଲ୍ୟୁଯାର ସାଥେ ବିବାହ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামীকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে হত্যা করার পর হ্যরত সফিয়্যাবন্দী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হন। বন্দী মহিলাদের একত্রিত করার পর হ্যরত দেহইয়া ইবনে খলিফা কালবী (রা.) আল্লাহর রসূলের কাছে একজন দাসী চান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও একজনকে পছন্দ করো। হ্যরত দেহিয়া হ্যরত সফিয়্যাকে পছন্দ করলেন। এরপর একজন লোক এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি বনু কোরায়ায়া এবং বনু নাফির গোত্রের নেতৃত্বে দেহিয়ার জন্যে মনোনীত করেছেন অথচ তিনি একমাত্র আপনারই উপযুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উভয়কে ডেকে নিয়ে এসো। উভয়ে হায়ির হলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত দেহইয়াকে বললেন, অন্য কোন দাসীকে তুমি পছন্দ করো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত সফিয়্যাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি হষ্ট চিঞ্চে ইসলাম করুল করেন। এরপর তিনি হ্যরত সফিয়্যাকে আযাদ করে দেন এবং তার আযাদীকে মোহরানা নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করেন। মদীনায় পৌছার পথে হ্যরত উম্মে ছুলাইই (রা.) হ্যরত সফিয়্যাকে সজ্জিত করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরদিন সকালে খেজুর, ঘি এবং ছাতু দিয়ে সাহাবাদের মেহমানদারী করেন। ১৩ হ্যরত সফিয়্যার চেহারায় দাগ দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানত চান। হ্যরত সফিয়্যার বলেন, হে আল্লাহর রসূল আপনার খয়বরে যাওয়ার আগে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, চাঁদ আকাশ থেকে আমার কোলে এসে পড়েছে। আমার স্বামীর কাছে সকালে এই স্বপ্নের কথা বললে তিনি আমাকে চড় দিয়ে বললেন, তুমি কি মদীনার বাদশাহকে পেতে চাও? ১৪

বিষ মিশ্রিত গোশতের ঘটনা

খয়বর বিজয়ের পর রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত হলেন। এ সময় সালাম ইবনে মুশকিম এর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ তাঁর কাছে বকরির ভূনা গোশত উপটোকন হিসেবে পাঠায়। সেই মহিলা আগেই খবর নিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল বকরির কোন অংশ বেশী পছন্দ করেন। শোনার পর পছন্দনীয় অংশে বেশী করে বিষ মেশায়। অন্যান্য অংশেও বিষ মেশায়। এরপর আল্লাহর রসূলের সামনে এনে সেই বিষ মিশ্রিত গোশত রেখে দেয়। রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দনীয় অংশের একটুকরো মুখে দেন। কিন্তু তিবিয়েই তিনি ফেলে দেন। তিনি এরপর বললেন, এই যে হাড় দেখছো এই হাড় আমাকে বলছে যে, আমার মধ্যে বিষ মেশানো রয়েছে। যয়নবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে স্বীকার করলো। তিনি বললেন, তুমি কেন একাজ করেছ? মহিলা বললো, আমি ভেবেছিলাম যদি এই ব্যক্তি বাদশাহ হন, তবে আমরা তার শাসন থেকে মন্তি পাবো, আর যদি এই ব্যক্তি নবী হন, তবে আমার বিষ মেশানোর

২০ বোঞ্চাবী ১ম অন্ত ফতেহল বাবী ৪৩ অন্ত।

২৩. সহীত বোখারী, ১ম খন্দ, প. ৫৪, যাদল মায়াদ ৩য় খন্দ, প. ১৩৭

୨୪ ସହିତ ବୋଖାରୀ ଯାଦଳ ମାୟାଦ ଉବାନେ ଛିଶାମ

খবর তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। এ নির্জলা স্বীকারোক্তি শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ ঘটনার সময় আল্লার রসূলের সাথে হয়রত বাশার ইবনে বারা ইবনে মারুরও ছিলেন। তিনি এক লোকমা খেয়েছিলেন। এতে তিনি বিষক্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা না হত্যা করেছিলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একাধিক বর্ণনার সময় এভাবে করা হয়েছে যে, প্রথমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করলেও, হয়রত বাশার-এর ইন্তেকালের পর কেসাসম্বরূপ তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।^{২৫}

খয়বরের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিরা

এ অভিযানে বিভিন্ন সময়ে ১৬জন শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন কোরায়শ, একজন আশজা গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের, একজন খয়বরের অধিবাসী এবং ৯ জন আনসার।

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী এ অভিযানে মোট ১৮জন শহীদ হন। আল্লামা মনসুরপুরী ১৯ জনের কথা লিখেছেন। অবশ্য, তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, সীরাত রচয়িতারা ১৫ জনের কথা লিখেছেন। অনুসন্ধান করে আমি ২৩ জনের নাম পেয়েছি। জানিফ ইবনে ওয়ায়েলার নাম শুধু ওয়াকেনী উল্লেখ করেছেন। আর জানিফ ইবনে হানিফের নাম তিবরি উল্লেখ করেন। বাশার ইবনে বারা ইবনে মারুর এর ইন্তেকাল হয়েছিলো যুদ্ধশেষে বিষ মেশানো গোশত খাওয়ায়। বাশার ইবনে আবদুল মোনয়ের সম্পর্কে দুর্দিটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন, অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি খয়বর যুদ্ধে শহীদ হন। আমার মতে প্রথমোক্ত বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য।^{২৬} আর নিহত ইহুদীদের সংখ্যা ছিলো ৯৩।

ফেদেক

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর পৌছে মোহাইয়াসা ইবনে মাসউদকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে মোহাইয়াসা পাঠান। কিন্তু ফেদেকের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে দেরী করে। খয়বর মুসলমানদের অধিকারে আসার পর ফেদেকের অধিবাসীদের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তার করে, তারা আল্লাহর রসূলের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে খয়বরের মতো উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে সমর্পোত্তর প্রস্তাব পেশ করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণ করেন। এতে করে ফেদেকের জমি বিশেষভাবে আল্লাহর রসূলের জন্যে নির্ধারিত থাকে। কেননা, মুসলমানরা ফেদেক অভিযানের জন্যে যাননি অর্থাৎ তলোয়ারের জোরে ফেদেক জয় করা হয়নি।^{২৭}

ওয়াদিউল কোরা

খয়বর অভিযান শেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াদিউল কোরা অভিযুক্ত রওয়ানা হন। সেখানেও ছিলো একদল ইহুদী। তাদের সাথে একদল আরবও যোগ দেয়। মুসলমানরা সেখানে পৌছার পর ইহুদীরা তীর দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। তারা আগে থেকেই সারিবদ্ধ অবস্থায় ছিলো। ইহুদীদের তীর নিষ্কেপে আল্লাহর রসূলের একজন ভৃত্য মারা যান। সাহাবারা বললেন, তার জন্যে জান্নাত মোবারক হোক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিছুতেই নয়। সেই জাতের শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে ভৃত্য খয়বর যুদ্ধের

২৫. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৯, ফতহল বারী, সঙ্গম খন্ড, পৃ. ৪৯৭ ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩৭

২৬. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৯, ফতহল বারী সঙ্গম খন্ড, পৃ. ৪৯৭ ইবনে হিশাম ২য় খন্ড পৃ. ৩৩৭

২৭. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৭

গনীমতের মাল বট্টন হওয়ার আগে যে চাদর চুরি করেছিলো সেই চাদর আগুন হয়ে তাকে ঘিরে আছে।^{২৮}

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর যুদ্ধের জন্যে সাহাবাদের বিন্যস্ত করেন। হ্যরত সা'দ ইবনে ওবাদাকে সেনাপতি করা হয়। হোবাব ইবনে মানয়ারকে একটি পতাকা এবং ওবাদা ইবনে বাশারকে অপর একটি পতাকা প্রদান করা হয়। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা গ্রহণ করেন। ওদের একজন যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হ্যরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এগিয়ে যান এবং ইহুদীকে হত্যা করেন। অন্য একজন ইহুদী এগিয়ে এলে হ্যরত যোবায়ের তাকেও হত্যা করেন। তৃতীয় একজন ইহুদী এগিয়ে এলে তার সাথে মোকাবেলার জন্যে হ্যরত আলী (রা.) এগিয়ে গিয়ে তাকেও হত্যা করেন। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে ১১ জন ইহুদী নিহত হয়। একজন ইহুদী নিহত হলেই আল্লাহর রসূল অন্য ইহুদীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

নামাযের সময় হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে নামায আদায় করতেন এরপর ইহুদীদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে লড়াই করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। পরদিন সকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের সাথে মোকাবেলার জন্যে পুনরায় হায়ির হন। সূর্য তখনো বেশী ওপরে উঠেনি। এ সময়েই ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করে। গনীমতের মাল দান করেন।

আল্লাহর রসূল ওয়াদিউল কোরায় চারদিন অবস্থান করেন। যুদ্ধলক্ষ অর্থ-সম্পদ সাহাবাদের মধ্যে বট্টন করে দেন। তবে, জমি এবং খেজুর বাগান ইহুদীদের কাছে রেখে দেন। সেই বিষয়ে খয়বরের ইহুদীদের অনুরূপ চুক্তি করা হয়।^{২৯}

তায়মা

তায়মার ইহুদীরা খয়বর ফেদেক ওয়াদিউল কোরা বা কোরা প্রাস্তরে ইহুদীদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের খবর পায়। এরপর তারা নিজেরাই প্রতিনিধি পাঠিয়ে সন্দির প্রস্তাব করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।^{৩০} আল্লাহর রসূল এ সম্পর্কে একটি চুক্তি লেখান। চুক্তির কথা ছিলো এই যে, এই লেখা আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে বনু তায়মার জন্যে। তাদের জন্যে দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে জিয়িয়া কর দিতে হবে। তাদের সাথে বাড়াবাড়ি করা হবে না এবং দেশ থেকে বহিক্ষারও করা হবে না। এ চুক্তি স্থায়ী বলে বিবেচিত হবে। চুক্তিপত্রের কথাগুলো লিখেছিলেন হ্যরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রা.)।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পথে রওয়ানা হন। ফেরার সময়ে এক প্রাস্তরের কাছে পৌছে সাহাবা উচ্চস্থরে তকবির ধ্বনি দেন। তারা বলেন, আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অতো জোরে বলার দরকার নেই। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সন্তাকে ডাকছো না, বরং এমন এক সন্তাকে ডাকছো, যিনি শোনেন এবং কাছেই রয়েছেন।

২৮. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৬০৭

২৯. যাদুল মায়াদ ২য় খন্দ, পৃ. ১৪৬-১৪৭

৩০. একই প্রস্তুত একই পৃষ্ঠা,

ফেরার পথে সারারাত সফর শেষে শেষরাতে একস্থানে বিশ্রাম নেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত বেলালকে বলেছিলেন, তুমি জেগে থাকবে এবং ফজরের নামায়ের সময় আমাদের জাগিয়ে দেবে। হ্যরত বেলাল (রা.) পূর্বদিকে মুখ করে তাঁর সওয়ারীর সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু পথশ্রমের ক্ষতিতে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কেউই নামাযের সময়ে জাগতে পারেননি। সর্বপ্রথম আল্লাহর রসূলের ঘুম ভঙ্গে যায়। তিনি সাহাবাদের জাগিয়ে সেই স্থান থেকে কিছু সামনে এগিয়ে যান। এরপর সাহাবাদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ঘটনা দ্বিতীয় সফরের সময় ঘটেছিলো।^{৩৩}

খ্যাবরের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহর রসূল সপ্তম হিজরীর সফর মাসের শেষ দিকে রবিউল আউয়াল মাসে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ছ্যারিয়্যা আবান ইবনে সাঈদ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা ভালোভাবে জানতেন যে, হারাম মাসসমূহ শেষ হওয়ার পর মদীনাকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা দুরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। কেননা মদীনার আশে পাশে এমন অনেক বেদুইন রয়েছে, যারা লুটতরাজ এবং ডাকাতির জন্যে মুসলমানদের অমনোযোগিতার অপেক্ষায় থাকে। এ কারণে খ্যাবর অভিযানে যাওয়ার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুইনদের ভীত সন্ত্রন্ত রাখার জন্যে আবান ইবনে সাঈদের (রা.) নেতৃত্বে নজদের দিকে এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। আবান ইবনে সাঈদ তার দায়িত্ব পালন শেষে ফেরার সময়ে আল্লাহর রসূলের সাথে খ্যাবরে মোলাকাত হয়। সেই সময় খ্যাবর জয় হয়েছিলো।

ছ্যারিয়্যা বা ছোট ধরনের এ সামরিক অভিযান সপ্তম হিজরীর সফর মাসে পাঠানো হয়েছিলো। সহীহ বোখারীতে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।^{৩৪} অবশ্য, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি লিখেছেন, ‘এই সামরিক অভিযান সম্পর্কে আমি কিছু জানতে পারিনি।’^{৩৫}

৩৩. ইবনে হিশাম, ২য় কভ, পৃ. ৩৪০

৩৪. বোখারী, খ্যাবর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খন্দ, পৃ. ৬০৮, ৬০৯

৩৫. ফতহল বারী, সপ্তম খন্দ, পৃ. ৪৯১

ଯାତ୍ରର ରେକା ଅଭିଯାନ

ରସ୍ତାଲୁହାହ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଖନ୍ଦକେର ତିନଟି ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଦୁ'ଟି ଶକ୍ତି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ଆନାର ପର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଯାର ସୁଯୋଗ ପେଲେନ । ଏରା ଛିଲୋ ବେଦୁଇନ । ନଜଦେର ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାବୁତେ ତାରା ଜୀବନ କାଟାତୋ । ଲୁଟତରାଜଇ ଛିଲୋ ତାଦେର ଜୀବିକାର ଉଂସ ।

ବେଦୁଇନରା କୋନ ଜନପଦ ବା ଶହରର ଅଧିବାସୀ ଛିଲୋ ନା । ବାଡ଼ିଘର ବା ଦୁର୍ଗେର ମଧ୍ୟେ ତାରା ବସବାସ କରତୋ ନା । ଏ କାରଣେ ମଙ୍କା ଏବଂ ଖୟବରେର ଅଧିବାସୀଦେର ମତୋ ତାଦେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦସ୍ୟବୃତ୍ତିର ଆଗନ ପୁରୋପୁରି ନିର୍ବାପିତ କରା ଛିଲୋ କଟ୍ଟସାଧ୍ୟ । ତାଦେର ଶୁଦ୍ଧ ଭୀତ-ସନ୍ତ୍ରଷ୍ଟ କରାର ମତୋ କାଜ କରାଇ ଛିଲୋ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ।

ଏ ସକଳ ବେଦୁଇନକେ ପ୍ରଭାବିତ ମଦୀନାର ଆଶେ ପାଶେ ସମବେତ ବେଦୁଇନଦେର ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ରସ୍ତାଲୁହାହ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନମୂଳକ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରେନ । ଏ ଅଭିଯାନଟି ଯାତ୍ରର ରେକା ଅଭିଯାନ ନାମେ ପରିଚିତ ।

ସୀରାତ ରଚିଯିତାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ଯେ, ଚତୁର୍ଥ ହିଜରୀତେ ଏ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳିତ ହେଯେଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଇମାମ ବୋଖାରୀ (ରା.) ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ଯେ, ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀତେ ଏ ଅଭିଯାନ ଚାଲାନୋ ହୟ । ଏ ଅଭିଯାନେ ହସରତ ଆବୁ ହୋରାଯରା (ରା.) ଏବଂ ହସରତ ଆବୁ ମୂସା ଆଶ୍ୟାରୀ (ରା.) ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ଏ କାରଣେ ସୁମ୍ପଟ୍ଟଭାବେଇ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯେ, ଖୟବର ଯୁଦ୍ଧର ପରଇ ଏ ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ । କେନନା ହସରତ ଆବୁ ହୋରାଯରା (ରା.) ରସ୍ତ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଖୟବର ଅଭିଯାନେ ରଓଯାନା ହୟେ ଯାଓ୍ୟାର ପର ମଦୀନାୟ ଗିଯେ ଇସଲାମ ପ୍ରହଣ କରେନ । ଏରପର ତିନି ଖୟବରେ ଗିଯେ ରସ୍ତ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ସାଥେ ଦେଖା କରେନ । ତତୋଦିନେ ଖୟବର ବିଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୟେ ଗେଛେ । ହସରତ ଆବୁ ମୂସା ଆଶ୍ୟାରୀଓ ହାବଶା ଥେକେ ସେଇ ସମୟ ରସ୍ତ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର କାହେ ଖୟବରେ ପୌଛେଛିଲେନ ଯଥନ ଖୟବର ବିଜିତ ହେଯେଛେ । ଏ କାରଣେ ଯାତ୍ରର ରେକା ଅଭିଯାନେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦୁ'ଜନ ସାହାବୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ଏ ଅଭିଯାନ ଖୟବର ବିଜଯେର ପର କୋନ ଏକ ସମୟ ଘଟେଛିଲୋ ।

ସୀରାତ ରଚିଯିତାରା ଏ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କେ ଯା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ତାର ସାର କଥା ହେଚେ ଏହି ଯେ, ରସ୍ତାଲୁହାହ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଆନସାର ବା ବନୁ ଗାତଫାନେର ଦୁ'ଟି ଶାଖା ବନି ଛାଲାବା ଏବଂ ବନି ମାହାରେବେର ସମବେତ ହୋଯାର ଖବର ପେଯେ ମଦୀନାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥପନାର ଦାୟିତ୍ୱ ହସରତ ଆବୁ ଯର ଗେଫାରୀ (ରା.) ମତାନ୍ତରେ ହସରତ ଓସମାନ ଇବନେ ଆଫଫାନ (ରା.)-ଏର ଓପର ନ୍ୟନ୍ତ କରେନ । ପରେ ଚାରଶତ ମତାନ୍ତରେ ସାତଶତ ସାହାବାକେ ନିଯେ ନଜଦ ଅଭିଯୁକ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରେନ । ମଦୀନା ଥେକେ ଦୁଇଦିନେର ପଥେର ନାଥଲା ନାମକ ଜ୍ଯାଗାୟ ପୌଛାର ପର ତାରା ବନୁ ଗାତଫାନେର ଏକଦଲ ଲୋକେର ଯୁଦ୍ଧୋଯୁଦ୍ଧ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ତାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଯନି । ତବେ, ରସ୍ତ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ମେଖାନେ ଖତମ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ ।

ସହୀହ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେ ହସରତ ଆବୁ ମୂସା ଆଶ୍ୟାରୀ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ତିନି ବଳେନ, ରସ୍ତ ସାଲାଲୁହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ସଙ୍ଗେ ବେଳମାନ । ଆମରା ଛିଲାମ ଛୁଜନ । ମାତ୍ର ଏକଟି ଉଟ ଛିଲୋ । ପାଲାକ୍ରମେ ଆମରା ସେଇ ଉଟେର ପିଠେ ସନ୍ଦୟାର ହିଲାମ । ଫଳେ ହାଁଟିତେ ହାଁଟିତେ ପାଯେ ଫୋକ୍ଷା ପଡ଼େ ଯାଯ । ଆମରା ନିଜେର ଦୁଇ ପା ଯଥମ ହୟେ ଯାଯ, ନଥେ ଆଘାତ ପାଇ । ଫଳେ ଆମରା ପାଯେ ପଣ୍ଡି ବେଁଧେ ରେଖେଛିଲାମ ।

୧. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ଯାତ୍ରର ରେକା ଅଭିଯାନ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୯୨, ସହୀହ ମୁସଲିମ ଯାତ୍ରର ରେକା ଅଧ୍ୟାୟ ୨ୟ ଖତ, ପୃ.

সহିହ ବୋଖାରୀତେ ହସରତ ଜାବେର (ବା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛେ ଯେ, ଆମରା ଯାତୁର ରେକା ଅଭିଯାନେର ସମୟ ରସୂଲାହୁ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲାମ । ନିୟମ ଛିଲୋ ଯଥନ ଆମରା କୋନ ଛାଯାଦାନକାରୀ ଗାଛେର ନୀଚେ ଯେତାମ ତଥନ ସେଇ ଗାଛେର ଛାଯା ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ଜନ୍ୟେ ରାଖତାମ । ଏକବାର ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଏକଟି ଛାଯାଦାନକାରୀ ଗାଛେର ନୀଚେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛିଲେନ, ସାହାବାରା ଏଦିକେ ଓଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ଗିଯେଛିଲେନ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଗାଛେର ଶାଖାଯ ତଳୋଯାର ବୁଲିଯେ ବିଶ୍ରାମ ନେଯାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ିଲେନ । ହସରତ ଯାବେର ବଲେନ, ଆମରା ସକଳେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େଛିଲାମ । ଇତ୍ୟବସରେ ଏକଜନ ପୌତ୍ରିକ ଏସେ ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ତଳୋଯାର ହାତେ ନିୟେ ବଲଲୋ, ତୁମ ଆମାକେ ଡ୍ୟ ପାଓ? ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଅବିଚିଲିତ କଟେ ବଲେନ, ନା, ମୋଟେଇ ନା । ପୌତ୍ରିକ ବଲଲୋ, ତୋମାକେ ଆମାର ହାତ ଥେକେ କେ ରକ୍ଷା କରବେ? ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେନ, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ।

ହସରତ ଜାବେର (ବା.) ବଲେନ, ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଆମାଦେର ଡାକଲେନ । ଆମରା ତୀର କାହେ ଗିଯେ ଦେଖି ଏକଜନ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ତଳୋଯାର ହାତେ ନିୟେ ବସେ ଆଛେ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେନ, ଆମି ଶୁଯେଛିଲାମ, ଏମନ ସମୟ ଏଇ ଲୋକଟି ଆମାର ତଳୋଯାର ହାତେ ନିୟେଛେ ଏରପର ଆମାକେ ବଲେଛେ, ତୋମାକେ ଆମାର ହାତ ଥେକେ କେ ରକ୍ଷା କରବେ? ଆମି ବଲେଛି, ଆନ୍ତାହ ରକ୍ଷା କରବେନ । ଏଇ ସେଇ ଲୋକ । ଏରପର ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତାକେ କୋନ କୁଟୁ କଥା ବଲେନନି ।

ଆବୁ ଆଓସାନାର ବର୍ଣନାୟ ଆରୋ ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଯଥନଇ ବଲେନ ଯେ, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ରକ୍ଷା କରବେନ ତଥନଇ ତାର ହାତ ଥେକେ ତଳୋଯାର ଖ୍ସେ ପଡେ ଯାଯ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତଥନ ତଳୋଯାର ହାତେ ନିୟେ ଲୋକଟିକେ ବଲେନ, ଏବାର ବଲୋ, ତୋମାକେ କେ ରକ୍ଷା କରବେ? ଲୋକଟି ବଲଲୋ, ଆପନାର ଦୟାଇ ଆମାର ଭରସା । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ବଲେନ, ତୁମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାଓ ଯେ, ଆନ୍ତାହ ବ୍ୟତୀତ କୋନ ମାବୁଦ ନେଇ ଏବଂ ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତୀର ରସୂଲ । ଲୋକଟି ବଲଲୋ, ଆମି ଆପନାର ସାଥେ ଅଞ୍ଚିକାର କରାଇ ଯେ, ଆପନାର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରବୋ ନା ଏବଂ ଯାରା ଆପନାର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରେ ତାଦେର କୋନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରବୋ ନା । ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ପରେ ଲୋକଟିକେ ଛେଢେ ଦିଯେଛିଲେନ ବଲେ ହସରତ ଜାବେର (ବା.) ଉତ୍ସେଖ କରାରେନ । ଲୋକଟି ନିଜେର କଞ୍ଚମେର କାହେ ଗିଯେ ବଲଲୋ, ଆମି ସବଚେଯେ ଡାଲୋ ମାନୁଷେର କାହୁ ଥେକେ ତୋମାଦେର କାହେ ଏସେଛି ।²

ସହିହ ବୋଖାରୀର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ନାମାଯେର ଏକମତ ବଳା ହେଯେଛେ ଏବଂ ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଏକଦଳ ସାହାବାକେ ଦୁଇ ରାକାତ ନାମାୟ ପଡ଼ାଲେନ । ଏରପର ତାରା ପେଛନେ ଚଲେ ଯାନ ଏବଂ ତିନି ଅନ୍ୟ ଏକଦଳ ସାହାବାକେ ଦୁଇ ରାକାତ ନାମାୟ ପଡ଼ାନ । ଏତେ ରସୂଲ ସାନ୍ନାଗ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ଚାର ରାକାତ ଏବଂ ସାହାବାଦେର ଦୁଇ ରାକାତ ନାମାୟ ଆଦାୟ ହୟ ।³ ଏହି ବର୍ଣନାର ବର୍ଣନାକ୍ରମ ଥେକେ ବୋକା ଯାଯ ଯେ, ଏହି ନାମାୟ ଉତ୍ସୁଖିତ ଘଟନାର ପରେଇ ଆଦାୟ କରା ହୟ ।

ସହିହ ବୋଖାରୀର ବର୍ଣନାୟ ଉତ୍ସେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ଏ ଲୋକଟିର ନାମ ଗୋଓରେସ ଇବନେ ହାରେଛ । ଉତ୍ସୁଖିତ ବର୍ଣନା ମୋସାଦ୍ଦାଦ ଆବୁ ଆଓସାନା ଥେକେ ଏବଂ ଆବୁ ଆଓସାନା ଆବୁ ବିଶର ଥେକେ ଉତ୍ସେଖ କରାରେନ ।⁴

2. ମୁଖତାଛାରମ୍ଭ ସିରାତ, ଶେଖ ଆବଦନ୍ତାହ ନଜନ୍ଦୀ । ପୃ. 268, ଫତ୍ତହଲ ବାରୀ, ସଞ୍ଚମ ଖତ, ପୃ. 816

3. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. 807, ୪୦୮, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. 593

4. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. 593

ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, ওয়াকেদী এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, সেই বেদুইনের নাম ছিলো দাসুর এবং সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু ওয়াকেদীর কথা থেকে বোঝা যায় যে, ঘটনা দু'টি পৃথক সময়ে ঘটেছিলো। পৃথক পৃথক দু'টি যুদ্ধের সময় এ ঘটনা দু'টি ঘটে। আল্লাহই ভালো জানেন।^৫

এ অভিযান থেকে ফিরে আসার সময় সাহাবায়ে কেরাম একজন মোশরেক নারীকে আটক করেন। এ খবর পেয়ে সেই মহিলার স্বামী প্রতিজ্ঞা করে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে থেকে সে একজনের রক্ত প্রবাহিত করবে। প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যে যে রাত্রিকালে এলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে শক্রদের হাত থেকে হেফায়ত করতে ওবাদ ইবনে বাশার এবং আম্বার ইবনে ইয়াসেরকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। লোকটি আসার সময়ে হ্যারত ওবাদ নামায আদায় করছিলেন। সে অবস্থায় শক্র তাঁকে তীর নিষ্কেপ করে। তিনি নামায না ছেড়ে এক ঝটকায় তীর বের করে ফেলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার তীর নিষ্কেপ করলো এবপর তৃতীয়বার তীর নিষ্কেপ করলো। প্রতিবারই তিনি তীর খুলে ফেলেন। ছালাম ফিরায়ে নামায শেষ করার পর সঙ্গীকে জাগালেন এবং সব কথা জানালেন। সঙ্গী হ্যারত আম্বার ইবনে ইয়াসের বিশ্বিত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে কেন জাগালেন না? তিনি বললেন, আমি একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলোম, সূরাটি শেষ না করে নামায শেষ করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো না।^৬

কঠিন হৃদয় আরব বেদুইনদের অর্থাৎ যায়াবরদের প্রভাবিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করতে এ যুদ্ধ ছিলো খুবই কার্যকর। এই অভিযানের পরবর্তী সময়ের অভিযানসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই অভিযানের পর গাতফানের গোত্রসমূহ মাথা তোলার সাহস পায়নি। তারা ধীরে ধীরে নিষ্ঠেজ এবং হীনবল হয়ে এক সময় ইসলাম গ্রহণ করে। এ সকল আরব গোত্রের কয়েকটিকে মক্কা বিজয় এবং হোনায়েনের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে দেখা গেছে। তাদেরকে গনীমতের মালের অংশও প্রদান করা হয়েছে। মক্কা বিজয় থেকে ফিরে আসার পর তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং তারা যথারীতি যাকাত পরিশোধ করেছিলো। মোটকথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতির ফলে খন্দকের যুদ্ধের সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তিনটি শক্তিই চূণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এর ফলে সমগ্র এলাকায় শাস্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটে। এরপরে বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু গোত্র হৈ চৈ করেছিলো কিন্তু মুসলমানরা সহজেই তাদেরকে কাবু করে ফেলেন। এই অভিযানের পরই বড় বড় শহর ও দেশ জয়ের অভিযানের পথ মুসলমানদের জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করে। কেননা, এ অভিযানের পর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইসলাম ও মুসলমানদের অনুকূলে আসে।

সপ্তম হিজরীর কয়েকটি ছারিয়া

উল্লিখিত অভিযান থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম হিজরীর সওয়াল মাসে মদীনায় অবস্থান করেন এবং এ সময়ে কয়েকটি ছ্যারিয়ায় সাহাবাদের প্রেরণ করেন। ছ্যারিয়া ক'টির বিবরণ নিম্নরূপ।

৫. ফতহল বারী, সপ্তম, খন্দ, পৃ. ৪২৮

৬. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্দ, পৃ. ১১২, এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবনে হিশাম, ২য় খন্দ, পৃ.

২০৩, ২০৯, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্দ, পৃ. ১১০, ১১১, ১১২, ফতহল বারী, সপ্তম খন্দ, পৃ. ৪১৭, ৪২৮

୧. ଛାରିଯ୍ୟା କୋଦାଇଦ

ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ସଫର ବା ରବିଓଲ ଆଉୟାଲ ମାସ

ଗାଲିବ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଲାଇସି (ରା.)-ଏର ନେତୃତ୍ବେ ଏହି ଛାରିଯ୍ୟା କୋଦାଇଦ ଏଲାକାଯ ବନି ମାଲୁହ ଗୋତ୍ରେ ଲୋକଦେର କୃତକର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେୟାର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । ବନି ମାଲୁହ ବିଶର ଇବନେ ଛୁଯାଇଦେର ବନ୍ଧୁଦେର ହତ୍ୟା କରେଛିଲୋ । ଏହି ହତ୍ୟାକାନ୍ତେର ପ୍ରତିଶୋଧେ ଜନ୍ୟେ ଏ ଅଭିୟାନ ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । ପ୍ରେରିତ ସାହାବାରା ରାତରେ ବେଳା ଆକଷିକ ଅଭିୟାନ ଚାଲିଯେ ବେଶ କିଛି ଲୋକକେ ହତ୍ୟା କରେନ । ଶକ୍ରରା ଏକ ବିରାଟ ଦଲ ନିଯେ ମୁସଲମାନଦେର ମୋକାବେଲାଯ ଅନୁସରଣ କରେଛିଲୋ କିନ୍ତୁ ତାରା ମୁସଲମାନଦେର କାହେ ଏଲେ ବୃଣ୍ଟ ଶୁରୁ ହୁଏ । କିଛକଣ ପର ପାନିର ସଯଳାବ ଦେଖା ଦେଯ । ଏହି ସଯଳାବ ଉଭୟ ଦଲେର ମାଝେ ହୋଯାଯ ଶକ୍ରରା କାହେ ଆସତେ ପାରେନି । ଫଳେ ମୁସଲମାନରା ନିରାପଦେ ବାକି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ ।

୨. ଛ୍ୟାରିଯ୍ୟା ହାଛମ୍ବ

ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଜମାଦିଉସ ସାନି ମାସ

ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ବଦେର ନାମେ ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଚିଠି ଶୀଘ୍ରକ ଅଧ୍ୟାୟେ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁବେ ।

୩. ଛାରିଯ୍ୟା ତୋରବା

ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଶାବାନ ମାସ

ଏ ଛାରିଯ୍ୟା ହ୍ୟରତ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ (ରା.)-ଏର ନେତୃତ୍ବେ ପରିଚାଲନା କରା ହୁଏ । ତାର ସାଥେ ଛିଲେନ ତିରିଶ ଜନ ସାହାବା । ତାରା ରାତରେ ବେଳା ସଫର ଏବଂ ଦିନେର ବେଳାଯ ଲୁକିଯେ ଥାକତେନ । ବନୁ ହାୟାଯେନ ଗୋତ୍ରେ ଲୋକେରା ଏ ଖବର ପାଓଯାର ପର ପାଲିଯେ ଯାଏ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀରା ତଥନ ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଆସେନ ।

୪. ଫେଦେକ ଅନ୍ଧଲେ ଛାରିଯ୍ୟା

ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଶାବାନ ମାସ

ହ୍ୟରତ ବଶୀର ଇବନେ ସା'ଦ ଆନସାରୀ (ରା.)-ଏର ନେତୃତ୍ବେ ତିରିଶଜନ ସାହାବାର ଏକଟି ଦଲ ଅଭିୟାନେ ବେର ହୁଏ । ବନୁ ମାରାର ଗୋତ୍ରେ ଲୋକଦେର ଶିକ୍ଷା ଦିତେଇ ଏହି ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ ।

ହ୍ୟରତ ବଶୀର ତାର ଏଲାକାଯ ପୌଛେ ଭେଡ଼ା, ବକରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚପାଲ ତାଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଆସେନ । ରାତେ ଶକ୍ରରା ଏମେ ତାଦେର ଘିରେ ଧରେ । ମୁସଲମାନରା ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରେନ । ଏକପର୍ଯ୍ୟାୟେ ବଶୀର ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ତୀର ଶେଷ ହେଁବେ ଯାଏ । ଫଳେ ନିରନ୍ତ୍ର ମୁସଲମାନଦେର ଶକ୍ରରା ଏକେ ଏକେ ହତ୍ୟା କରେ । ଏକମାତ୍ର ବଶୀର ବେଁଚେଛିଲେନ । ତାକେ ଆହତ ଅବସ୍ଥା ଉଠିଯେ ଫେଦେକେ ନିଯେ ଆସା ହୁଏ ଏବଂ ତିନି ଇଲ୍ଲଦୀଦେର କାହେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଦୁଇ ମାସ ପର କ୍ଷତ ଶୁକାଳେ ତିନି ମଦୀନାଯ ଫିରେ ଆସେନ ।

୫. ଛାରିଯ୍ୟା ମାଇଫାଆ

ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ରମ୍ୟାନ ମାସ

ଗାଲିବ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହର ନେତୃତ୍ବେ ଏହି ଛାରିଯ୍ୟା ବନୁ ଆଉୟାଲ ଏବଂ ବନୁ ଆବଦ ଇବନେ ଛାଲାବା ଗୋତ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦେୟାର ଜନ୍ୟେ ପାଠାନୋ ହୁଏ । ଅପର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ଜୁହାଇନା ଗୋତ୍ରେ ହାରକାତ ଶାଖାର ଲୋକଦେର ଶିକ୍ଷା ଦେୟାର ଜନ୍ୟେ ପାଠାନୋ ହୁଏ ବଲେ ଉତ୍ତରେ ରଯେଛେ । ଏତେ ମୁସଲମାନଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ଏକଶତ ତ୍ରିଶ । ଏରା ଶକ୍ରଦେର ଓପର ଏକମୋଗେ ହାମଲା କରେନ । ଯାରା ମାଥା ତୁଳିଛିଲୋ ତାଦେରଇ ହତ୍ୟା କରା ହିଛିଲୋ । ଏରପର ଭେଡ଼ା ଓ ବକରିସହ ପଞ୍ଚପାଲ ହାଁକିଯେ ନିଯେ ଆସେନ । ଏହି ଅଭିୟାନେଇ ହ୍ୟରତ ଉଛାମା ଇବନେ ଯାଇଦ (ରା.) ନୁହାୟେକ ଇବନେ ମାରଦାସ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଲା-ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାହାତ ବଲା ସତେବ ହତ୍ୟା କରେଛିଲେନ । ଏ ଖବର ଶୁନେ ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛିଲେନ, ତୁମି କେନ ତାର ବୁକ ଚିରେ ଜେନେ ନାଓନି, ମେ ସତ୍ୟ ଛିଲୋ, ନାକି ମିଥ୍ୟା ଛିଲୋ ।

୬. ଛାରିଯ୍ୟା ଅସ୍ଥବର

ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଶୋଯାଲ ମାସ

ତିଶ ସାହାବାର ସମସ୍ତୟେ ଏହି ଛାରିଯ୍ୟା ପ୍ରେରଣ ପରିଚାଳନା କରା ହେଲିଲୋ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ରଓଯାହ (ରା.) ଏ ଅଭିଯାନେର ନେତୃତ୍ବେ ଦେନ । କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ଆସୀର, ମତାନ୍ତରେ ବଶୀର ଇବନେ ଯାରାମ ବନୁ ଗାତଫାନ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେରକେ ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ହାମଲା କରତେ ସମବେତ କରିଛିଲୋ । ମୁସଲମାନରା ଆସୀରକେ ଆଶ୍ଵାସ ଦେନ ଯେ, ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ଧାଲ୍‌ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ତାକେ ଖୟବରେର ଗବର୍ନର ନିୟୁକ୍ତ କରବେନ । ଏ ଆଶ୍ଵାସ ଦେଯାଯାଉଥି ଆସୀର ଏବଂ ତାର ତିରିଶ ଜନ ସଙ୍ଗୀ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ମଦୀନାଯ ଯେତେ ରାଜି ହୁଏ । କାରକାରାନିଯାର ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛେ ଉତ୍ତ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏର ଫଳେ ଆଛିର ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ପ୍ରାଗ ହାରାତେ ହେଲିଲୋ ।

୭. ଛାରିଯ୍ୟା ଇସ୍ଲାମାନ ଅଜାବାର

ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀର ଶୋଯାଲ ମାସ

ଜାବାର ବନୁ ଗାତଫାନ, ମତାନ୍ତରେ ବନୁ ଫାଜାଯା ଏବଂ ବନୁ ଆଜାରାର ଏଲାକାର ନାମ । ହ୍ୟରତ ବଶୀର ଇବନେ କା'ବ ଆନସାରିକେ ତିନଶତ ମୁସଲମାନସହ ସେଖାନେ ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । ମଦୀନାଯ ହାମଲା କରତେ ସମବେତ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ର ସୈନ୍ୟରେ ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ଏଦେର ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । ମୁସଲମାନରା ରାତେ ସଫର କରତେନ ଏବଂ ଦିନେ ଆୟଗୋପନ କରେ ଥାକତେନ । ଶକ୍ରରା ହ୍ୟରତ ବଶୀରର (ରା.) ଆଗମନେର ଥବର ପେଯେ ପାଲିଯେ ଯାଏ । ହ୍ୟରତ ବଶୀର (ରା.) ବହୁ ପଶୁ ମଦୀନାଯ ନିୟେ ଆସେନ । ଏଛାଡ଼ା ଦୁ'ଜନ ଲୋକକେ ବନ୍ଦୀ କରେ ମଦୀନାଯ ଏମେଛିଲେନ । ରସ୍ତୁଲ ସାନ୍ଧାଲ୍‌ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମେର ସାମନେ ନେଯାର ପର ତାରା ଇସ୍ଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

୮. ଛାରିଯ୍ୟା ଗାବା

ଇମାମ ଇବନେ କାଇୟେମ ଓମରାୟେ କାଜାର ଆଗେ ସଞ୍ଚମ ହିଜରୀତେ ସଂଘଟିତ ଛାରିଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର ସାହାବାୟେ କେରାମେର ସମସ୍ତୟେ ପ୍ରେରିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନସମୂହେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଅଭିଯାନକେବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେନ । ଏହି ଅଭିଯାନେର ସାରକଥା ହଞ୍ଚ ଏହି ଯେ, ଜାଶମ ଇବନେ ମାବିଯା ଗୋତ୍ରେର ଏକଜନ ଲୋକ ବହସଂଖ୍ୟକ ଲୋକକେ ସଙ୍ଗେ ନିୟେ ଗାବାୟ ଏସେଛିଲେନ । ସେ ବନୁ କାର୍ଯ୍ୟସକେ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରତେ ସମବେତ କରତେ ଚାଚିଲ । ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ଧାଲ୍‌ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହାଦରାଓକେ ମାତ୍ର ଦୁ'ଇଜନ ଲୋକସହ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ହ୍ୟରତ ହାଦରାଓ ଏମନ ସାମରିକ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରେନ ଯେ, ଶକ୍ରରା ପରାଜୟ ବରଣ କରେ ଏବଂ ବହୁ ଉଟ ବକରି ମୁସଲମାନଦେର ଅଧିକାରେ ଆସେ ।

କାଜା ଓମରାହ ପାଲନ

ଇମାମ ହାକେମ ବଲେଛେ, ଏଟା ସୁମ୍ପଟ୍ଟଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ, ଯିଲକଦ ଏର ଚାଁଦ ଓଠାର ପର ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ଧାଲ୍‌ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ସାହାବାୟେ କେରାମଦେର କାଜା ଓମରାହ ପାଲନେର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେନ । ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧିର ସମୟେ ଯେ ସକଳ ସାହବା ଉପର୍ତ୍ତି ଛିଲେନ, ତାଦେର କେଉଁ ଯେନ ଅନୁପର୍ତ୍ତି ନା ଥାକେନ ରସ୍ତୁଲ ସାନ୍ଧାଲ୍‌ହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ସେ କଥାଓ ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ । ସନ୍ଧିର ପର ଶାହଦାତ ବରଣକାରୀରା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟସବ ସାହବା ଏବଂ ସନ୍ଧିର ସମୟେ ଅନୁପର୍ତ୍ତି ଛିଲେନ ଏମନ ବେଶ କିଛୁ ସାହବାଓ ଓମରାହ ପାଲନେର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେନ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଛାଡ଼ା ସାହବାଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ଦୁଇ ହାଜାର ।²

1. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୪୯, ୧୫୦, ରହତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମୀଲ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୨୯, ୨୩୦, ୨୩୧, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ,

୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୪୮, ୧୪୯, ୧୫୦, ତାଲକିହଳ ଫୁହମ ପୃ. ୩୧, ମୁଖତାଛାରମ୍ଭ ସିଯାର ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ନଜଦୀ, ପୃ. ୩୨୨, ୩୨୩, ୩୨୪

2. ଫତହଲ ବାରୀ, ସଞ୍ଚମ ଖତ, ପୃ. ୫୦୦

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু রেহম গেফারীকে মদীনায় তাঁর স্তুতিষ্ঠিত করেন। ষাটটি উট সঙ্গে নেয়া হয় এবং সেসব উটের দেখাশোনার দায়িত্ব নাজিয়া ইবনে জুন্দুর আসলামির ওপর ন্যস্ত করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যুল হোলাইফা থেকে ওমরাহর এহরাম বাঁধেন এবং লাববায়েক ধনি দেন। কোরায়শদের পক্ষ থেকে বিশ্বসংগ্রামকতার আশঙ্কায় মুসলমানরা অন্তর্শস্ত্র সঙ্গে নেন। এসব অন্ত্রের মধ্যে ছিলো ঢাল, তীর, বর্ণ তলোয়ার। ইয়াজেজ প্রাস্তরে পৌছার পর সকল অন্ত আওস ইবনে খাওলি আনসারীর নেতৃত্বে রেখে মুসলমানরা অগ্রসর হন। মুসলমানরা তাদের তলোয়ার কোষবদ্ধ করে রেখেছিলেন।^৩

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মকাব প্রবেশের সময় তাঁর কাসওয়া নামক উটনীতে আরোহণ করেন। মুসলমানরা কোষবদ্ধ তলোয়ার তুলে ধরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাঝখানে নিয়ে লাববায়ক আল্লাহমা লাববায়ক ধনি দিচ্ছিলো।

মকাব পৌত্তলিকরা তামাশা দেখার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে অবস্থিত কায়াইকায়ান পাহাড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো যে, তোমাদের কাছে এমন এক দল লোক আসছে, যাদের মদীনায় জুর কাবু করে ফেলেছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শনে সাহাবাদের বললেন, তারা যেন তিনিবার খুব জোরে দৌড় দেন। তবে রক্কনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি এলাকায় স্বাভাবিক গতিতে যেতে হবে। সাত সাঁটো মধ্যে পুরো সাতবারই দৌড় না দেয়ার জন্যে বলা হয়নি। আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের প্রত্যাশাই ছিলো এর কারণ। মোশরেকদের মুসলমানদের শক্তি দেখানোই ছিলো এর উদ্দেশ্য।^৪ এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে এজতেবা করারও আদেশ প্রদান করেন। এর অর্থ হচ্ছে ডান কাঁধ খোলা রেখে ঢাদর ডান বগলের নীচে দিয়ে নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে দেয়া। সামনে পিছনে উভয় দিক থেকে ঢাদরের অপর প্রান্ত বাঁ কাঁধের ওপর ফেলে রাখা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মকাব পাহাড়ী ঘাঁটির পথ ধরে অগ্রসর হন। তাঁকে দেখার জন্যে মোশরেকরা লাইন লাগিয়ে রেখেছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রমাগতভাবে লাববায়ক ধনি দিচ্ছিলেন। হারাম শরীফে পৌছে তিনি নিজের ছাড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন। এরপর তওয়াফ করলেন। মুসলমানরাও তওয়াফ করেন। সেই সময় আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) তলোয়ার উঁচু করে ধরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

‘কাফেরের সম্মানরা ছেড়ে দাও তাঁর পথ

তাঁকে ঘিরে রেখেছে আল্লাহর রহমত।

রহমানুর রহীমের কেতাবে রয়েছে তাঁর কথা

সেই সকল সহীফা তেলাওয়াত করা হয় সদা।

হে আল্লাহ, তাঁর এ কথায় করেছি বিশ্বাস

আল্লাহর নির্দেশ মেনে দেবো এমন মার

মাথার খুলি যাবে উড়ে বস্তুর খবর রবে না আর।’

৩. ফতহল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫০০, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ১৫১

৪. সহীহ সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, ২১৮, ২য় খন্ড, ৬১০, ৬১১, সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড, পৃ. ৪১২

ହ୍ୟରତ ଆନାମ (ରା.)-ଏର ବର୍ଣନାଯ ଏକଥାଓ ଉଲ୍ଲେଖ ରଖେଛେ ଯେ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ (ରା.) ବଲେନ, ଓହେ ରଓୟାହାର ପୁତ୍ର, ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାମନେ ହାରାମ ଶରୀଫେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରା ହଚ୍ଛେ । ରସୂଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ, ଓହେ ଓମର, ତାକେ ଆବୃତ୍ତି କରତେ ଦାଓ । ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ଏର ପ୍ରଭାବ ତୀରେର ଚେଯେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର ।^୫

ରସୂଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କା ତିନ ଚକ୍ରର ଦୌଡ୍ ଦିଲେନ । ମୋଶରେକରା ଦେଖେ ବଲଲୋ, ମଦିନାର ଜୁର ଯାଦେର କାବୁ କରେଛେ ମନେ କରେଛିଲାମ, ଓରା ତୋ ଏମନ ଏମନ ଲୋକେର ଚେଯେ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ରାଖେ ଦେଖଛି ।^୬

ତଓୟାଫ ଶୈସ କରେ ରସୂଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାଫା-ମାର୍ଗୋଯାର ମାର୍ଗଥାନେ ସାଙ୍ଗୀ କରଲେନ । ସେଇ ସମୟ ତା'ର ହାଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୋରବାନୀର ପଣ୍ଡ ମାର୍ଗୋଯା ପାହାଡ଼େର କାଛ ଦାଁଢାନୋ ଛିଲୋ । ସାଙ୍ଗୀ ଶୈସ କରେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ, ଏଠି କୋରବାନୀର ଜାୟଗା, ମକ୍କାର ସକଳ ଜାୟଗାଇ କୋରବାନୀର ଜାୟଗା ଏରପର ମାର୍ଗୋଯା ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେ ମବାଇ ପଣ୍ଡ କୋରବାନୀ କରେନ । କୋରବାନୀର ପର ସେଖାନେଇ ମାଥାର ଚଳ କାମିଯେ ଫେଲେନ । ସାହାବାଯେ କେରାମ ପ୍ରିୟ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଅନୁସରଣ କରେନ । ଏରପର ଅନ୍ତର ପାହାରା ଦେଯାର ଜନ୍ୟେ କିଛୁସଂଖ୍ୟକ ସାହାବାକେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଇୟାଜେଜେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ସେଖାନେ ଯାରା ଅନ୍ତର ପାହାରା ଦିଚ୍ଛିଲୋ ଏରା ଯାଓୟାର ପର ତାଦେର ଓମରାହର ଜନ୍ୟେ ପାଠିଯେ ଦିତେ ବଲେ ଦେନ ।

ରସୂଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମକ୍କାଯ ତିନଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଚତୁର୍ଥଦିନ ସକାଳେ ମୋଶରେକରା ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-କେ ବଲଲୋ, ତୋମାଦେର ସାଥୀକେ ଯେତେ ବଲୋ, କାରଣ ସମୟ ଶୈସ ହୟେ ଗେଛେ । ରସୂଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମକ୍କା ଥିକେ ବେରିଯେ ସରଫ ନାମକ ଜାୟଗାଯ ଗିଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରଲେନ ।

ମକ୍କା ଥିକେ ତା'ର ରଓୟାନା ହ୍ୟରତ ମମ୍ଯା (ରା.)-ଏର କନ୍ୟା ଚାଚା ଚାଚା ବଲତେ ବଲତେ ତା'ର ପିଛେ ଯାଚିଲ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ତାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ନିଲେନ । ତାକେ ଲାଲନ-ପାଲନ କରାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଯେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.), ହ୍ୟରତ ଜାଫର (ରା.) ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଯାଯେନ (ରା.)-ଏର ମଧ୍ୟେ ମତବିରୋଧ ଦେଖା ଦେଯ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦାବୀ କରିଛିଲେନ, ତିନି ଲାଲନ-ପାଲନର ଅଧିକ ହକଦାର । ଅବଶେଷେ ଆଲ୍ଲାର ରସୂଲ ହ୍ୟରତ ଜାଫରର ପକ୍ଷେ ଫୟସାଲା ଦେନ । କେନନା, ଏଇ ଶିଶୁର ଖାଲା ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ଜାଫରର ସହସ୍ରମିଣି ।

ଏଇ ଓମରାହ ପାଲନର ସମୟ ରସୂଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ମାୟମୁନା ବିନତେ ହାରେଛ ଆମେରିଯାକେ ବିଯେ କରେନ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମକ୍କା ପୌଛାର ଆଗେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଜାଫର ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବକେ ମାୟମୁନାର କାହେ ପାଠାନ । ମାୟମୁନା ହ୍ୟରତ ଆବାସେର ଓପର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟଷ୍ଟ କରେନ । କେନନା, ତିନି ଛିଲେନ ମାୟମୁନାର ଦୁଲାଭାଇ । ତା'ର ଶ୍ରୀ ଉତ୍ସୁଳ ଫୟଲ ଛିଲେନ ମାୟମୁନାର ବୋନ । ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ ମାୟମୁନାର ବିଯେ ଦେନ । ମାୟମୁନାକେ ଆନତେ ଆବୁ ରାଫେକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଯା ହୟ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଛରଫ ନାମକ ଜାୟଗାଯ ପୌଛାର ପର ମାୟମୁନାକେ ତା'ର କାହେ ପୌଛେ ଦେଯା ହୟ ।^୭

ଏଇ ଓମରାହର ନାମ ଓମରାହେ କାଯା କେନ ରାଖୁ ହୟେଛେ । ଏର କାରଣ ହୈଁ, ଏଇ ଓମରାହ ଛିଲେନ ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧି ସମୟେର କାଜା ଓମରାହ । ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧି ଅନୁୟାୟୀ ଏଇ ଓମରାହ ପାଲନ କରା

୫. ଜାମେ ତିରମିଥି, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୦୭

୬. ସହିହ ମୁସଲିମ, ୧ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୪୧୨

୭. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୫୨

হয়। উল্লেখিত কারণটিই প্রধানযোগ্য।^৮ এছাড়া, এই ওমরাহকে চারটি নামে অভিহিত করা হয়। যথা ওমরায়ে কায়া, ওমরায়ে কায়িয়া, ওমরায়ে কেছাছ এবং ওমরাহে ছোলেহ।^৯

আরো কয়েকটি ছারিয়া

১. ছারিয়া আবুল আওজা

সপ্তম হিজরী জিলহজ মাস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল আওজার নেতৃত্বে ৫০ জন সাহাবাকে ইসলামের দাওয়াতসহ বনু সালিম গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর তারা বললো যে, তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত দিছ, তার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এরপর তারা প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেনাপতি আবুল আওজা এ যুদ্ধে আহত হন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা দুইজন শক্র সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে আসেন।

২. ছারিয়া গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ

অষ্টম হিজরীর সফর মাস

দুইশত সাহাবাকে গালেব ইবনে আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে ফেদেক এলাকায় বশীর ইবনে সাদ-এর সঙ্গীদের হত্যাকাণ্ডের স্থানে প্রেরণ করা হয়। এরা শক্রদের পশ্চাপাল কজা এবং কয়েকজন শক্র সৈন্যকে হত্যা করেন।

৩. ছারিয়া ঘাতে-আতলাহ

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল

এই ছারিয়ার বিবরণ এই যে, বনু কায়াআ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের ওপর হামলা করতে বহুসংখ্যক লোক সমবেত করে রেখেছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর কা'ব ইবনে ওমায়েরের নেতৃত্বে পনেরজন সাহাবাকে প্রেরণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে সাহাবাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। ফলে সাহাবারা শহীদ হয়ে গেলেন। মাত্র একজন সাহাবীকে নিহতদের মধ্য থেকে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়ে আসা হয়।^{১০}

৪. ছারিয়া ঘাতে এরক

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস

এই অভিযানের কারণ এই যে, বনু হাওয়ায়েন গোত্রের লোকেরা বারবার বিরক্ত করছিলো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুজা ইবনে ওয়াহাব আছাদীর নেতৃত্বে ২৫ জন সাহাবাকে প্রেরণ করেন। এরা শক্রদের পশ্চাপাল হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। তবে, কোন সংঘর্ষ হয়নি।^{১১}

৮. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭২, ফতহল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫০০।

৯. ফতহল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫০০।

১০. রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩১।

১১. এ, তালাকিছল ফুহম, পৃ. ৩৩।

মুতার যুদ্ধ

মুতা জর্দানের বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এই জায়গা থেকে বায়তুল মাকদেসের দূরত্ব মাত্র দুই মনফিল। মুতার যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়েছিলো।

রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্ধায় মুসলমানরা যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এ যুদ্ধ ছিলো সেসবের মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী। এই যুদ্ধেই খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশসমূহ জয়ের পথ খুলে দেয়। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল অর্থাৎ ৬২৯ খৃষ্টাব্দ বা সেপ্টেম্বর মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের কারণ

এই অভিযানের কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লামের জীবদ্ধায় মুসলমান হারেছ ইবনে ওয়ায়ের আয়দীকে একখানি চিঠিসহ বসরায় গবর্ণরের কাছে প্রেরণ করেন। রোমের কায়সারের গবর্ণর শরহাবিল ইবনে আমর গাস্সানি সেই সময় বালক এলাকায় নিযুক্ত ছিলো। এই দুর্বল রসূল সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃতকে ফ্রেফতার করে এবং শক্তভাবে বেঁধে হত্যা করে। স্বরণ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রদূত বা সাধারণ দৃতদের হত্যা করা গুরুতর অপরাধ। এটা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, এমনকি এর চেয়েও গুরুতর মনে করা হয়।

এ কারণে রসূল সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত দৃতের হত্যার খবর শোনার পর খুবই মর্মাহত হন। তিনি সেই এলাকায় মোতায়েনের জন্যে সৈন্যদের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী তিনি হাজার সৈন্য তৈরী করা হয়।^১ খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া ইতিপূর্বে অন্য কোন যুদ্ধেই মুসলমানরা তিনি হাজার সৈন্য সমাবেশ করেননি।

সেনানায়কদের প্রতি রসূল সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ

রসূলুল্লাহ সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েন ইবনে হারেছা (রা.)-কে এই সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করেন। এরপর বলেন যে, যায়েন যদি নিহত হন তবে জাফর এবং জাফর যদি নিহত হন, তবে আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) সিপাহসালার নিযুক্ত হবেন।^২

রসূলুল্লাহ সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সেনাদলের জন্যে সাদা পতাকা তৈরী করে তা হ্যরত যায়েন ইবনে হারেছার কাছে দেন।^৩ সৈন্যদলকে তিনি ওসিয়ত করেন যে, হারেছ ইবনে ওয়ায়েরের হত্যকান্তের জায়গায় তারা যেন স্থানীয় লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো তালো যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে, আল্লাহর সাথে কুফুরকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। বিশ্বসংঘাতকা করবে না, খেয়ানত

১. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৫, ফতহল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫১।

২. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬১।

৩. মুখতাচারুজ্জ সিরাত শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ৩২৭।

କରବେ ନା, କୋନ ମାରୀ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୀର୍ଜାଯ ଅବସ୍ଥାନକାରୀ ଦୁନିଆ ପରିତ୍ୟାଗକାରୀକେ ହତ୍ୟା କରବେ ନା । ଖେଜୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋନ ଗାଛ କାଟବେ ନା, କୋନ ଅଟ୍ଟାଲିକା ଧ୍ରୁଷ୍ଟ କରବେ ନା ।⁴

ଇସଲାମୀ ବାହିନୀର ରତ୍ନ୍ୟାନା

ଇସଲାମୀ ବାହିନୀ ରତ୍ନ୍ୟାନା ହେଁଯାର ପ୍ରାକ୍ତଳେ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନରା ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାହର ମନୋନୀତ ସେନାନାୟକଦେର ସାଲାମ ଏବଂ ବିଦାୟ ଜାନାନ । ସେଇ ସମୟ ଅନ୍ୟତମ ସେନାନାୟକ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରତ୍ନ୍ୟାହ (ରା.) କାଂଦିଛିଲେନ । ତାଙ୍କେ ଏ ସମୟେ କାନ୍ନାର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ତିନି ବଲଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଦୁନିଆର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବା ତୋମାଦେର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କେର କାରଣେ ଆମି କାଂଦି ନା । ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ପାକ କୋରାନାନେର ଏକଟି ଆୟାତ ତେଲାଓୟାତ କରତେ ଶୁଣେ ଜାହାନାମେର ଭୟେ ଆମି କାଂଦି । ସେଇ ଆୟାତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ବଲେନ, ‘ଏବଂ ତୋମାଦେର ପ୍ରତେକେଇ ତା ଅତିକ୍ରମ କରବେ, ଏଟା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଲକେର ଅନିବାର୍ୟ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ।’ (ସୂରା ମରିଯମ, ଆୟାତ ୭୧)

ଆମି ଜାନି ନା ଯେ, ଜାହାନାମେ ପେଶ କରାର ପର ଫିରେ ଆସବ କିଭାବେ? ମୁସଲମାନରା ବଲଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ସାଲାମତିର ସାଥେ ଆପନାଦେର ସଙ୍ଗୀ ହୋନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ଆପନାଦେର ହେଫାୟତ କରୁଣ ଏବଂ ଗନ୍ଧିମତେର ମାଲସହ ଆମାଦେର କାହେ ଫିରିଯେ ଆଶୁନ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରତ୍ନ୍ୟାହ (ରା.) ତଥନ ଏଇ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରେନ,

‘ରହମାନେର କାହେ ମାଗଫେରାତେର ଜନ୍ୟେ

ମଗ୍ୟ ବେର କରା ତଳୋଯାରେର ଆଘାତେର ଜନ୍ୟେ

ବର୍ଣ୍ଣା ନିକ୍ଷେପକାରୀର ହାତ, ଅନ୍ତ୍ର କଲିଜା

ଚିରେ ଫେଲା ଆଘାତ କରାର ଶକ୍ତି ଦାନେର ଜନ୍ୟେ

ସାହାୟ ଚାଇ । ଆମାର କବନ୍ଦର ପାଶ ଦିଯେ

ଯାବେ ଯାରା ତାରା ବଲବେ ଏଇ ସେଇ ଗାଜି

ଯାକେ ଆଲ୍ଲାହ ହେଦୋଯାତ ଦିଯେଛେନ ଏବଂ

ଯିନି ହେଦୋଯାତ ପ୍ରାଣ୍ତ ।

ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟରା ଏରପର ରତ୍ନ୍ୟାନା ହେଁୟେ ଯାନ । ରୁସ୍ଲ ଲାଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଛାନିଯାତୁଳ ଅଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାଦଲେର ସଙ୍ଗେ ଗିଯେ ସୈନ୍ୟଦେର ବିଦାୟ ଜାନାନ ।⁵

ମୁସଲିମ ବାହିନୀର ସଙ୍କଟ

ଉତ୍ତର ଦିକେ ଅଗସର ହେଁୟେ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟରା ମାଆନ ନାମକ ଏଲାକାଯ ପୌଛୁଲେନ । ଏ ସ୍ଥାନ ଛିଲୋ ହେଜାଜେର ସାଥେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଜର୍ଦାନୀ ଏଲାକାଯ । ମୁସଲିମ ବାହିନୀ ଏଥାନେ ଏସେ ଅବସ୍ଥାନ ନେନ । ମୁସଲିମ ଗୁଞ୍ଜରରା ଏସେ ଖବର ଦିଲେନ ଯେ, ରୋମେର କାଯସାର ବାଲକା ଅଞ୍ଚଲେର ମାଆବ ଏଲାକାଯ ଏକ ଲାଖ ରୋମକ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ କରେ ରେଖେଛେ । ଏଛାଡ଼ା ତାଦେର ପତାକାତଳେ ଲାଖାମ, ଜାଜାମ, ବଲକିନ, ବାହରା ଏବଂ ବାଲା ପୋଡ଼େର ଆରୋ ଏକ ଲାଖ ସୈନ୍ୟ ସମବେତ ହେଁଯିଛିଲେ । ଉଲ୍ଲିଖିତ ଶେଷୋକ୍ତ ଏକ ଲାଖ ଛିଲୋ ଆରବ ଗୋତ୍ରମୁହେର ସମ୍ବିତ ସେନାଦଲ ।

ଅଜଲିସେ ଶୁରାର ବୈଠକ

ମୁସଲମାନରା ଧାରଣାଇ କରତେ ପାରେନନି ଯେ, ତାରା କୋନ ଦୁର୍ଧର୍ଷ ସେନାଦଲେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବେନ । ଦୂରବତୀ ଏଲାକାଯ ତାରା ସତିଇସି ସଙ୍କଟଜନକ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଲେନ । ତାଦେର ସାମନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୃତ

8. ରହମତୁଳ ଲିଲ ଆଲାଇହିନ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୨୭୧

5. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୩୭୩, ୩୭୪ ଯାଦୁଲ ମାଯାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୫୬, ମୁଖତାଚାରମ୍ ସିରାତ, ପୃ. ୩୨୭

ହୟ ଦେଖା ଦିଲ ଯେ, ତାରା କି ତିନ ହାଜାର ସୈନ୍ୟର ଦୁଇ ଲାଖ ସୈନ୍ୟର ଦୁର୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟର ସାଥେ ମୋକାବେଲା କରବେନ? ବିଶ୍ଵିତ ଚିନ୍ତିତ ମୁସଲମାନରା ଦୁଇରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାମର୍ଶ କରଲେନ । କେଉ କେଉ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରଲେନ ଯେ, ରମ୍ଜନ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମକେ ଚିଠି ଲିଖେ ଉଡ଼ୁତ ପରିଷ୍ଠିତି ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ କରା ହୋକ । ଏରପର ତିନି ହୟତୋ ବାଡ଼ି ସୈନ୍ୟ ପାଠାବେନ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୋନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେନ । ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଥନ ପାଲନ କରା ଯାବେ ।

ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରଓୟାହା (ରା.) ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ଏ ପ୍ରତାବ ପ୍ରତ୍ୟାୟାନ କରଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ‘ହେ ଲୋକ ସକଳ, ଆପନାରା ଯା ଏଡ଼ାତେ ଚାଇଛେ ଏଟାତେ ସେଇ ଶାହାଦାତ, ଯାର ଜନ୍ୟ ଆପନାରା ବେରିଯେଛେ । ଶ୍ରବଣ ରାଖବେନ ଯେ, ଶକ୍ତଦେର ସାଥେ ଆମାଦେର ମୋକାବେଲାର ମାପକାଠି ସୈନ୍ୟଦଳ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟର ନିରିଖେ ବିଚାର୍ୟ ନାହିଁ । ଆମରା ସେଇ ଦୀନେର ଜନ୍ୟେଇ ଲଡ଼ାଇ କରି, ଯେ ଦୀନ ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହ ରକ୍ତବୁଲ ଆଲାମୀନ ଆମାଦେରକେ ଗୌରବାସ୍ତିତ କରେଛେ । କାଜେଇ ସାମନେର ଦିକେ ଚଲୁନ । ଆମରା ଦୁଇଟି କଲ୍ୟାନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଅବଶ୍ୟାଇ ଲାଭ କରବୋ । ହୟତୋ ଆମରା ଜୟଳାଭ କରବୋ ଅଥବା ଶାହାଦାତ ବରଣ କରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବେ । ଅବଶେଷେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରଓୟାହାର ମତାମତେର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୃହୀତ ହଲୋ ।

ମୁସଲିମ ବାହିନୀର ଅଗ୍ରଯାତ୍ରା

ମାଆନ ନାମକ ଏଲାକାଯ ଦୁଇ ରାତ ଅତିବାହିତ କରାର ପର ମୁସଲିମ ବାହିନୀ ଶକ୍ତଦେର ପ୍ରତି ଅରସର ହଲେନ । ବାଲକାର ମାଶାରେଫ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ତାରା ହିରାକ୍ରିୟାସେର ସୈନ୍ୟଦେର ମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ ହଲେନ । ଶକ୍ତରା ଆରୋ ଏଗିଯେ ଏଲେ ମୁସଲମାନରା ମୁତା ନାମକ ଜାୟଗାୟ ଗିଯେ ସମବେତ ହନ । ଏରପର ଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ୟ ସୈନ୍ୟଦେର ବିନ୍ୟୋତ କରା ହୟ । ଡାନଦିକେ କୋତାବା ଇବନେ କାତାଦା ଆଜରିକେ ଏବଂ ବାମଦିକେ ଓବାଦା ଇବନେ ମାଲେକ ଆନସାରୀ (ରା.)-କେ ନିଯୁକ୍ତ କରା ହୟ ।

ସେନା ନାୟକଦେର ଶାହାଦାତ

ମୁତା ନାମକ ଜାୟଗାୟ ଉଭୟ ଦଲେର ମଧ୍ୟେ ସଂଘର୍ଷ ବେଧେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ ଲଡ଼ାଇ ହୟ । ମାତ୍ର ତିନ ହାଜାର ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟ ଦୁଇ ଲାଖ ଅମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟର ସାଥେ ଏକ ଅସମ ଯୁଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗ ହୟେଛିଲେନ । ବିଶ୍ୟକର ଛିଲୋ ଏ ଯୁଦ୍ଧ । ଦୁନିଆର ମାନୁଷ ଅବାକ ବିଶ୍ୟେ ତାକିଯେ ରଇଲୋ । ଈମାନେର ବାହାନ୍ତର ଚଲତେ ଥାକଲେ ଏ ଧରନେର ବିଶ୍ୟକର ଘଟନା ଓ ଘଟେ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମ ରମ୍ଜନ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୟରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ହାରେଛା (ରା.) ପତାକା ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ରେର ପରିଚୟ ଦିଯେ ତିନି ଶାହାଦାତ କରଣ କରେନ । ଏ ଧରନେର ବୀରତ୍ରେର ପରିଚୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟାକୀତ ଅନ୍ୟ କାରୋ କ୍ଷେତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଇନି ।

ହୟରତ ଯାଯେଦ-ଏର ଶାହାଦାତେର ପର ପତାକା ତୁଲେ ମେନ ହୟରତ ଜାଫର ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ । ତିନିଓ ତୁଳନାଇନ ବୀରତ୍ରେର ପରିଚୟ ଦିଯେ ଲଡ଼ାଇ କରତେ ଥାକେନ । ତୀବ୍ର ଲଡ଼ାଇଯେର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ତିନି ନିଜେର ସାଦାକାଳୋ ଘୋଡ଼ାର ପିଠ ଥେକେ ଲାଫିଯେ ପଡ଼େ ଶକ୍ତଦେର ଓପର ଆଘାତ କରତେ ଥାକେନ । ଶକ୍ତଦେର ଆଘାତେ ତା'ର ଡାନହାତ କେଟେ ଗେଲେ ତିନି ବା' ହାତେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ କରେନ । ବା' ହାତ କେଟେ ଗେଲେ ଦୁଇ ବାହୁ ଦିଯେ ଇସଲାମେର ପତାକା ବୁକେର ସାଥେ ଜଡ଼ିଯେ ରାଖେନ । ଶାହାଦାତ ବରଣ କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭାବେ ପତାକା ଧରେ ରାଖେନ ।

ବଲା ହୟ ଥାକେ ଯେ, ଏକଜନ ରୋମକ ସୈନ୍ୟ ତରବାରି ଦିଯେ ତାକେ ଏମନ ଆଘାତ କରେ ଯେ, ତାର ଦେହ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୟ ଯାଯ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତା'କେ ବେହେଶତେ ଦୁଟି ପାଖା ଦାନ କରେଛିଲେନ । ସେଇ ପାଖାର ସାହାଯ୍ୟେ ତିନି ଜାନାତେ ଯେଥାନେ ଇଚ୍ଛା ଉଡ଼େ ବେଢାନ । ଏ କାରଣେ ତା'ର ଉପାଧି ‘ଜାଫର

তাইয়ার' এবং জাফর যুল জানাহাইন। তাইয়ার অর্থ উড়য়নকারী আর যুল জানাহাইন অর্থ দুই পাখাওয়ালা।

ইমাম বোখারী নাফে-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধের দিনে হযরত জাফর শহীদ হওয়ার পর আমি তার দেহে আঘাতের চিহ্নগুলো গুণে দেখেছি। তাঁর দেহে তীর ও তলোয়ারের পঞ্চাশটি আঘাত ছিলো। এসব আঘাতের একটিরও পেছনের দিকে ছিলো না।^৬

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে ছিলাম। জাফর ইবনে আবু তালেবকে সন্দান করে নিহতদের মধ্যে তাদেরকে পেয়ে যাই। তাঁর দেহে বর্ণ ও তীরের ৯০টির বেশী আঘাত দেখেছি।^৭ নাফে থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইবনে ওমরের বর্ণনায় এও আছে যে, আমি এসকল জখম লক্ষ্য করেছি তাঁর দেহের সম্মুখভাগে।^৮

বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) পতাকা গ্রহণ করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সামনে অগ্রসর হন। কিছুটা দ্বিধাদন্ডের পর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন,

'ওরে মন খুশী বেজার যেভাবে হোক
মোকাবেলা কর। যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে ওরা
বর্ণ রেখেছে খাড়া। জান্মাত থেকে
কেনরে তুই থাকতে চাস দূরে?'
(১)

এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) বীর বিজয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর চাচাতো ভাই গোশত লেগে থাকা একটা হাড় তাঁর হাতে দেন। তিনি এক কামড় থেয়ে ছাঁড়ে ফেলেন। এরপর লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহর তলোয়ার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার শাহাদাতের পর বনু আযলান গোত্রের ছাবেত ইবনে আরকাম নামক একজন সাহাবী পতাকা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, হে মুসলমানরা, তোমরা উপযুক্ত একজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দাও। সাহাবারা ছাবেতকেই সেনাপতির দায়িত্ব নিতে বললে তিনি বলেন, আমি একাজের উপযুক্ত নই। এরপর সাহাবারা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি পতাকা গ্রহণের পর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সহীহ বোখারীতে স্বয়ং খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মুতার যুদ্ধের দিনে আমার হাতে ৯০টি তলোয়ার ভেঙেছে। এরপর আমার হাতে একটি ইয়েমেনী ছোট তলোয়ার অবশিষ্ট ছিলো।^৯

৬. ফতহল বারী, ৭ম খত, পৃ. ৫১২, উভয় বর্ণনায় সংখ্যার পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য নিরসন এভাবে করা হয় যে, তীরের আঘাতের সংখ্যাসহ ৯০টি।

৭. একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা,
৮. ফতহল বারী, ৭ম খত, পৃ. ৫১২, উভয় বর্ণনার সংখ্যায় পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এভাবে নিরসন করা হয় যে, তীরের আঘাতের সংখ্যাসহ ৯০টি।

৯. সহীহ বোখারী, মুতা যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খত, পৃ. ৬১১

ଅପର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ତା'ର ସବାନୀତେ ଏଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ଆମାର ହାତେ ମୁତାର ଯୁଦ୍ଧର ଦିନେ ୯୩ଟି ତଳୋଯାର ଭେଙେଛେ ଏବଂ ଏକଟି ଛୋଟ ସାଇଜେର ଇଯେମେନୀ ତଳୋଯାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଛିଲୋ ।^{୧୦}

ଏଦିକେ ରସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ରଗକ୍ଷେତ୍ରେ ଥବର ଲୋକ ମାରଫତ ପୌଛାର ଆଗେଇ ଓହୀର ମାଧ୍ୟମେ ପାନ । ତିନି ବଲେନ, ଯାଯେଦ ପତାକା ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ, ତିନି ଶହୀଦ ହନ । ଏରପର ଜାଫର ପତାକା ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ତିନି ଶହୀଦ ହନ । ଏରପର ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ରଓୟାହ ପତାକା ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ, ତିନିଓ ଶହୀଦ ହନ । ରସ୍ମୁଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଚୋଥ ଏ ସମୟ ଅଞ୍ଚଳ୍‌ଜଳ ହେଁ ଓଠେ । ତିନି ବଲେନ, ଏରପର ପତାକା ଗ୍ରହଣ କରେନ ଆଲ୍ଲାହର ତଳୋଯାର ସମୂହେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ତଳୋଯାର । ତା'ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମାଧ୍ୟମେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା ମୁସଲମାନଦେର ଜୟୟକୁ କରେନ ।^{୧୧}

ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି

ବୀରତ୍, ବାହାଦୁରି ଓ ନିବେଦିତ ଚିନ୍ତତା ସନ୍ତୋଷ ମୁସଲମାନଦେର ମାତ୍ର ତିନ ହାଜାର ସୈନ୍ୟ ଦୁଇ ଲାଖ ଅଯୁମଲିମ ସୈନ୍ୟରେ ସାମନେ ଟିକେ ଥାକା ଛିଲୋ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକର ଘଟନା । ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଲୀଦ ଏ (ରା.) ସମୟେ ଯେ ବୀରତ୍ରେ ପରିଚୟ ଦେନ, ଇତିହାସେ ତାର ତୁଳନା ଖୁବେ ପାଓଯା ଯାଯି ନା ।

ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଣନାସମୂହେ ସଥେଷ୍ଟ ମତଭେଦ ରଯେଛେ । ସକଳ ବର୍ଣନା ପାଠ କରାର ପର ଜାନା ଯାଯି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରୟୟମ ଦିନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ (ରା.) ରୋମକ ସୈନ୍ୟଦେର ମୋକାବେଲାଯ ଅବିଚଳ ଛିଲେନ । ତିନି ସେଇ ସମୟ ଏକ ନତୁନ ଯୁଦ୍ଧକୋଶଲେର କଥା ଭାବଛିଲେନ, ଯାତେ ରୋମକଦେର ପ୍ରଭାବିତ କରା ଯାଯି । ସେଇ କୌଶଲେର ମାଧ୍ୟମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁସଲମାନଦେର ପିଛିଯେ ନେଯାଇ ଛିଲୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତବେ, କୋନ ଅବସ୍ଥାଯାଇ ରୋମକରା ଯେନ ଧାଓଯା କରତେ ନା ପାରେ, ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିତେ ହବେ । କେନନା ରୋମକରା ଧାଓଯା କରଲେ ତାଦେର କବଳ ଥେକେ ରକ୍ଷା ପାଓଯା ହବେ ଖୁବଇ କଟିଲା ।

ପରଦିନ ସକାଳେ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ (ରା.) ସୈନାଦଳ ରଦବଦଳ କରେ ବିନ୍ୟାସ କରଲେନ । ଡାନଦିକେର ସୈନ୍ୟଦେର ବାଁ ଦିକେ ଏବଂ ବାଁଦିକେର ସୈନ୍ୟଦେର ଡାନଦିକେ ମୋତାଯେନ କରଲେନ । ପେଛନେର ସୈନ୍ୟଦେର ସାମନେ ଆର ସାମନେର ସୈନ୍ୟଦେର ପେଛନେ ନିଯେ ଗେଲେନ । ଏକାପ ଅଦଳ ବଦଲେର ଦୃଶ୍ୟ ଥେକେ ଶକ୍ତିରା ବଲାବଳି କରତେ ଲାଗଲୋ ଯେ, ମୁସଲମାନରା ସହାୟକ ସୈନ୍ୟ ପେଯେଛେ, ତାଦେର ଶକ୍ତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପେଯେଛେ ।

ସେନା ବିନ୍ୟାସ ଅଦଳ ବଦଳ କରେ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ (ରା.) ମୁସଲମାନଦେର ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଛିଯେ ନିଲେନ । ରୋମକ ସୈନ୍ୟରା ମୁସଲମାନଦେର ଆକ୍ରମଣ କରତେ ଏଗିଯେ ଗେଲୋ ନା କାରଣ ତାରା ତଥନ ଭାବଛିଲୋ ଯେ, ମୁସଲମାନରା ଧୋକା ଦିଲେ । ତାରା ମର୍ମପ୍ରାପ୍ତରେ ନିଯେ ପାଲ୍ଟା ହାମଲା କରେ ପର୍ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ । ଏକାପ ଚିନ୍ତା କରେ ରୋମକ ସୈନ୍ୟରା ମୁସଲମାନଦେର ଧାଓଯା ନା କରେ ନିଜେଦେର ଏଲାକାଯ ଫିରେ ଗେଲୋ । ଏଦିକେ ମୁସଲମାନରା ପିଛାତେ ମଦୀନାୟ ଗିଯେ ପୌଛାଲେନ ।^{୧୨}

ହତାହତେର ସଂଖ୍ୟା

ମୁତାର ଯୁଦ୍ଧ ୧୨ ଜନ ମୁସଲମାନ ଶାହାଦାତ ବରଣ କରେନ । ରୋମକଦେର ମଧ୍ୟେ କତୋସଂଖ୍ୟକ ହତାହତ ହେଁଥେ ତାର ବିବରଣ ଜାନା ଯାଯାନି । ତବେ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣ ପାଠେ ବୋକା ଯାଯି ଯେ, ତାଦେର ବହ ହତାହତ ହେଁଥେ । କେନନା, ଏକମାତ୍ର ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦେର ହାତେଇ ୯୩ ତଳୋଯାର ଭେଙେଛିଲୋ । ଏତେଇ ଶକ୍ତି ସୈନ୍ୟଦେର ହତାହତେର ସଂଖ୍ୟା ସହଜେଇ ଆନ୍ଦାଜ କରା ଯାଯି ।

୧୦. ଏ ପୃଷ୍ଠା ନେ, ୬୧୨

୧୧. ଏ ପୃ. ୬୧୧

୧୨. ଫତହଲ ବାରୀ, ୭ମ ଖତ, ପୃ. ୫୧୩, ୫୧୪, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୫୬ ।

ମୁତାର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ

ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣେ ମୁତା ଅଭିଯାନ ପରିଚାଲିତ ହେଲେଛିଲୋ, ସେଟା ସନ୍ତ୍ଵନ ନା ହଲେଓ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳେ ମୁସଲମାନଦେର ସୁନାମ ସୁଖ୍ୟାତି ବହୁ ଦୂର ବିନ୍ଦାର ଲାଭ କରେ । ସମ୍ମ ଆରବ ଜଗତ ବିଶ୍ୱୟେ ହତବାକ ହେବେ ଯାଯ । କେନନା, ରୋମକରା ଛିଲୋ ମେ ସମୟେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି । ଆରବରା ମନେ କରତୋ ଯେ, ରୋମକଦେର ସାଥେ ସଂଘାତେ ଲିଙ୍ଗ ହେଯା ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶାମିଲ । କାଜେଇ, ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଛାଡ଼ା ତିନହାଜାର ସୈନ୍ୟ ଦୁଇ ଲାଖ ସୈନ୍ୟରେ ମୋକାବେଲାଯ ସାହସିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଗୌରବ ସହଜ କଥା ନଯ । ଆରବେର ଜନଗଣ ବୁଝିତେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଛିଲୋ ଯେ, ଇତିପୂର୍ବେ ପରିଚିତ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଚେଯେ ମୁସଲମାନରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲାଦା । ଆଲ୍ଲାହର ସାହାୟ୍ୟ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ରାଯେଛେ । ତାଦେର ନେତା ମୋହାମ୍ମଦ ମୋସ୍ତଫା ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନିଃସନ୍ଦେହେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ । ଏ କାରଣେଇ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ, ମୁସଲମାନଦେର ଚିରଶକ୍ତି ଜେଦୀ ଓ ଅହଂକାରୀ ହିସେବେ ପରିଚିତ ବେଶ କିଛୁମିତିକ୍ୟାକ୍ ଗୋତ୍ର ମୁତାର ଯୁଦ୍ଧର ପର ଇସଲାମେର ଛାଯାତଳେ ଆଶ୍ରଯ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ । ଏସବ ଗୋତ୍ରର ମଧ୍ୟେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ କରେକଟି ଗୋତ୍ର ହଞ୍ଚେ, ବନୁ ଛାଲିମ, ଆଶଜା, ଗାତଫାନ, ଜିବାନ ଓ ଫାଜାରାହ ।

ମୁତାର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାକାଳେ ରୋମକଦେର ସାଥେ ଯେ ରକ୍ତକ୍ଷୟ ସଂଘାତ ଶୁରୁ ହେଲେଛିଲୋ ଏର ଫଳେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ମୁସଲମାନଦେର ବିଜୟ ଗୌରବ ଦୂରଦୂରାତ୍ମେ ବିନ୍ଦାର ଲାଭ କରେ ।

ଛ୍ୟାରିଯ୍ୟା ଘାତେ-ଛାଲାଛେଳ

ମୁତାର ଯୁଦ୍ଧ ରୋମକ ସୈନ୍ୟଦେର ସାଥେ ଆରବଦେର ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରର ସହୟୋଗିତାମୂଳକ ଭୂମିକାର କଥା ଜେନେ ରସ୍ତ୍ରୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏମନ ଏକଟି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାପ୍ତ ଜରୁରୀ ମନେ କରେନ ଯାତେ, ରୋମକ ଓ ଆରବଦେର ଗୋତ୍ରଗୁଲୋ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ହାତ ପ୍ରସାରିତ କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଦ୍ଧେ କୋନ ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶେର ଚିନ୍ତା ନା କରେ ।

ରସ୍ତ୍ରୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ (ରା.)-କେ ମନୋନୀତ କରେନ । ତାର ଦାଦୀ ଛିଲେନ ବାଲା ଗୋତ୍ରର ମହିଳା । ମୁତାର ଯୁଦ୍ଧର ପର ଅଷ୍ଟମ ହିଜରୀ ରଜମାଦିଉସ ସାନିତେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ (ରା.)-କେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ବଲା ହେଁ ଥାକେ ଯେ, ଗୁଞ୍ଜରଦେର ମାଧ୍ୟମେ ଖବର ପାଓୟା ଗେଛେ ଯେ, ବନୁ କାଜାଆ ଗୋତ୍ର ହାମଲା କରତେ ମନୀନାର ଉପକଟ୍ଟେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ତୁତ କରେଛେ । ଏସବ କାରଣେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ (ରା.)-କେ ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ (ରା.)-ଏର ଜନ୍ୟେ ସାଦାକାଳୀ ପତାକା ତୈରି କରେନ । ଏରପର ତାର ନେତ୍ରେ ତିନଶତ ସାହାବାକେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲୋ ତିରିଶଟି ଘୋଡ଼ା ।

ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେଛିଲେନ ଯେ, ମୁସଲିମ ସେନାଦଲ ବଲି, ଆଜରା ଏବଂ ବଲକିନ ଏଲାକାର ଲୋକଦେର କାହେ ଦିଯେ ଯାଓୟାର ସମୟ ତାଦେର କାହେ ଯେନ ସାହାୟ୍ୟ ଚାନ । ମୁସଲିମ ସେନାଦଲ ରାତ୍ରିକାଳେ ସଫର କରତେନ ଏବଂ ଦିନେର ବେଳା ଲୁକିଯେ ଥାକତେନ । ଶକ୍ତିଦେର କାହାକାହି ପୌଛାର ପର ଜାନା ଗେଲୋ ଯେ, ଶକ୍ତିରା ଦଲେ ଭାରି । ହ୍ୟରତ ଆମର ତଥନ ରାଫେ ଇବନେ ମାକିହ ଜାହନିକେ ସାହାୟ୍ୟର ଚିଠିସହ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଦୁଇଶତ ସୈନ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଓବାୟଦା ଇବନୁଲ ଜାରରାହ (ରା.)-ଏର ନେତ୍ରେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ହ୍ୟରତ ଓମର ସହ ଆନ୍ସାର ଓ

মোহাজেরদের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতি আবু ওবায়দা (রা.)-কে মির্দেশ দেন, তিনি যেন আমর ইবনুল আস-এর সাথে মিলিত হয়ে উভয়ে মিলেমিশে কাজ করেন। কোন প্রকার মতানৈক্য যেন না করেন। আবু ওবায়দা অকৃত্তলে ধাওয়ার পর পুরো বাহিনীর অধিনায়কত্ব চান। কিন্তু হযরত আমর ইবনুল আস বললেন, অধিনায়ক তো আমি, আপনিতো সহায়ক সৈন্য নিয়ে এসেছেন। আবু ওবায়দা একথা মেনে নেন। এরপর নামায়ের ইমামতিও সেনাদল শ্রদ্ধান্বিত আমর ইবনুল আসই করতে থাকেন।

সহায়ক সেনাদল পৌছার পর কাজাআ এলাকায় পৌছেন এবং সেখান থেকে দূরবর্তী স্থানে যান। একপর্যায়ে শক্রদের সাথে মোকাবেলা হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু মুসলমানদের হামলার উদ্দ্যোগের মুখে তারা দ্রুত পালিয়ে যায়।

এরপর আওফ ইবনে মালেক আশজায়ীকে দৃত হিসাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করা হয়। তিনি মুসলমানদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এবং অভিযানের বিবরণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনান।

যাতে-ছালাছেল ওয়াদিউল কোরা প্রান্তরের সামনের একটি জায়গা। এটি মদীনা থেকে ১০ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক বলেন, মুসলমানরা জাজাম গোত্রের ছালাছেল নামের একটি জলাশয়ের পাশে অবতরণ করেন। তাই এ অভিযানের নাম করা হয় যাতে-ছালাছেল।^{১৩}

ছালিয়া খাজরাহ

অষ্টম হিজরীর শাবান মাস

এ অভিযানের কারণ ছিলো এই যে, নঙ্গদের অভ্যন্তরে মুহারিব গোত্রের এলাকায় খাজরাহ নামের জায়গায় বনু গাতফান গোত্র সৈন্য সমাবেশ করছিলো। এদের দমন করতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পমেরজন সাহাবীকে হযরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল শক্রদের কয়েকজনকে হত্যা, কয়েকজনকে বন্দী এবং গনীমতের মাল লাভ করেন। এই অভিযানে প্রেরিত সেনাদল হযরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে পনের দিন মক্কিনার বাইরে অবস্থান করেন।^{১৪}

১৩. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৩-৬২৬, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৭

১৪. রহমতুল লিল আলামীন ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৩, তালকীহুল ফুহম পৃ. ৩৩

জে বললো, (বিজয় জান্ত করা (সন্তুষ্ট) আজ তোমাদের
 বিরুদ্ধে (আগত)কোনো প্রতিশোধ নেই
 আল্লাহ তামালা(অতীত আচরণের জন্য)
 তোমাদের ঝঁপা করে দিন, (কেননা)
 তিনি সব দ্যুম্নদের
 মধ্যে ত্রুটি
 (সূরা ইউসুফ নং ২)



মহা বিজয়ের দারে প্রাণ্যে

আজ কোনো প্রতিশোধ নয়

ମନ୍ତ୍ରା ବିଜୟ

ଇମାମ ଇବନେ କାଇସେମ ଲିଖେଛେ, ଏଟା ସେଇ ମହାନ ବିଜୟ, ଯାର ମାଧ୍ୟମେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତା'ର ଦୀନ, ରୁସ୍ତମ ତା'ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଦୀନେର ଆମାନତଦାରଦେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାନ କରେଛେ । ଏହାଡ଼ା ତା'ର ଶହର ଓ ସର- ଯେ ସରକେ ଦୁନିଆର ମାନୁଷର ହେଦାୟାତେର ମାଧ୍ୟମ କରେଛିଲେନ, ସେଇ ସରକେ କାଫେର, ମୋଶରେକଦେର ହାତ ଥିକେ ମୁକ୍ତ କରେନ । ଏହି ବିଜୟର ଦରମ୍ନ ଆକାଶେର ଅଧିବାସୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଆନନ୍ଦେର ଚଳ ବୟେ ଯାଯ । ଏହି ବିଜୟର ଫଳେ ଆଲ୍ଲାହର ଦୀନେ ମାନୁଷ ଦଲେ ଦଲେ ପ୍ରବେଶ କରତେ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତେର ଚେହାରା ଖୁଶିତେ ଚକ ଚକ କରେ ଓଠେ ।¹

ଅଭିଯାନେର କାରଣ

ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାଯ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଯେଛେ ଯେ, ଏହି ସନ୍ଧିର ଏକଟି ଧାରା ଏକାପ ଛିଲୋ ଯେ, ଯେ କେଉ ଇଚ୍ଛା କରଲେ ରୁସ୍ତମ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅଥବା କୋରାଯଶଦେର ସାଥେ ମିତ୍ରତାଯ ଆବନ୍ଦ ହତେ ପାରବେ ।

ଯିନି ଯେ ଦଲେ ମୁକ୍ତ ହବେନ ତିନି ସେଇ ଦଲେର ଅଂଶ ବଲେଇ ବିବେଚିତ ହବେନ । କେଉ ଯଦି ହାମଲା ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରେ ତା ସେଇ ଦଲେର ଓପର ହାମଲା ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେ ।

ଏହି ଚୁକ୍ରିର ମାଧ୍ୟମେ ବନୁ ଖୋଯାଆ ଗୋତ୍ର ରୁସ୍ତମ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ ମିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନେ ଆବନ୍ଦ ହେଯେଛିଲୋ । ଆବୁ ବକର ଗୋତ୍ର ଆବନ୍ଦ ହେଯେଛିଲୋ କୋରାଯଶଦେର ମିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନେ । ଏମନି କରେ ଉତ୍ତର ଗୋତ୍ର ପରମ୍ପରା ଥିକେ ନିରାପଦ ହେଯେଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ଆଇୟାମେ ଜାହେଲିଯାତେର ସମୟ ଥେକେଇ ଉତ୍ତର ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ବିବାଦ ବିସର୍ଦ୍ଧ ଚଲେ ଆସିଛିଲୋ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଇସଲାମେର ଆବିର୍ତ୍ତାର ଏବଂ ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧିର ପର ବିବଦ୍ଧମାନ ଉତ୍ତର ଗୋତ୍ର ପରମ୍ପରେର ବ୍ୟାପାରେ ନିରାପଦ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ହେଯେ ଗିଯେଛିଲୋ । ବନୁ ବକର ଗୋତ୍ର ଏହି ଚୁକ୍ରିର ସୁଯୋଗକେ ଗଣୀମତ ମନେ କରେ ବନୁ ଖୋଯାଆ ଗୋତ୍ରେର ଓପର ଥିକେ ପୂରନୋ ଶକ୍ତିତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣେ ପ୍ରତ୍ୱୁତ୍ ହଲୋ । ନ୍ତର୍ଫେଲ ଇବନେ ମାବିଯା ଦଯାଲି ବନୁ ବକରେର ଏକଟି ଦଲେର ସାଥେ ଶାବାନ ମାସେର ୮ ତାରିଖେ ବନୁ ଖୋଯାଆ ଗୋତ୍ରେର ପାଶେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛିଲୋ । ଆକଷିକ ହାମଲାଯ ବନୁ ଖୋଯାଆ ଗୋତ୍ରେର କଯେକଜନ ଲୋକ ମାରା ଯାଯ । ଉତ୍ତରେ ମଧ୍ୟେ ପରେ ସଂଘର୍ଷିତ ହୁଏ । କୋରାଯଶରା ଏହି ହାମଲାଯ ବନୁ ବକର ଗୋତ୍ରକେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଦିଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କୋରାଯଶଦେର କିନ୍ତୁ ଲୋକ ରାତେ ଅନ୍ଧକାରେର ସୁଯୋଗ ନିଯେ ବନୁ ବକର ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ମିଶେ ଗିଯେ ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ଓପର ହାମଲାଓ କରେ । ଆତତାୟୀରା ବନୁ ଖୋଯାଆ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ତାଡ଼ିଯେ ହରମେର କାହାକାହି ନିଯେ ଯାଯ । ସେଥାନେ ବନୁ ବକର ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ବଲଲୋ, ହେ ନ୍ତର୍ଫେଲ, ଏବାର ତୋ ଆମରା ହରମ ଶରୀଫେ ପ୍ରବେଶ କରବୋ । ତୋମାଦେର ମାବୁଦ, ତୋମାଦେର ଏବାଦତ । ଏକଥାର ଜ୍ବାବେ ନ୍ତର୍ଫେଲ ବଲଲୋ, ‘ଆଜ କୋନ ମାବୁଦ ନେଇ । ତୋମାଦେର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଯେ ନାହିଁ । ଆମାର ବୟସେର କମ୍ବ ତୋମରା ହରମ ଶରୀଫେ ଚୁରି କରତେ ପାରୋ, ତବେ କି ନିଜେଦେର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରୋ ନା?’

୧. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ୨ୟ କନ୍ଦ, ପୃ. ୧୬୦

এদিকে বনু খোজাআ গোত্রের লোকেরা মক্কায় পৌছে বুদায়েল ইবনে ওরাকা, খোযায়ী এবং তার একজন মুক্ত করা ক্রীতদাস রাফের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। আমর ইবনে সালেম খায়ায়ী সেখান থেকে বেরিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই সময় তিনি মসজিদে নববীতে সাহাবাদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। আমর ইবনে সালেম বললেন, ‘হে পরওয়ারদেগার, আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর চুক্তি এবং তাঁর পিতার প্রাচীন অঙ্গীকারের ২ দোহাই দিচ্ছি। হে রসূল, আপনারা ছিলেন সন্তান আর আমরা ছিলাম জন্মানকারী।’^৩ এরপর আমরা আনুগত্য গ্রহণ করেছি এবং কখনো অবাধ্যতা প্রদর্শন করিনি। আল্লাহর তায়ালা আপনাকে হেদায়াত দান করছেন। আপনি সর্বাঞ্জক সাহায্য করছন, আল্লাহর বাদ্দাদের ডাকুন, তারা সাহায্যের জন্যে আসবে। এদের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও থাকবেন,, উদিত চতুর্দশীর চাঁদের মতো সুন্দর। যদি তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়, তবে তাঁর চেহারা রক্ষিত থমথমে হয়ে যায়। আপনি এমন এক দুর্ধর্ষ বাহিনীর মধ্যে যাবেন, যারা ফেনিল উচ্ছাস সমুদ্রের মতো তরঙ্গায়িত থাকবে। নিশ্চিত জেনে রাখুন, কোরায়শরা আপনাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বরখেলাফ করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা আমার জন্যে কোনো নামক জায়গায় ফাঁদ পেতেছে এবং ধারণা করেছে যে, আমি কাউকে সাহায্যের জন্যে ডাকব না। অর্থ তারা বড়ই কমিনা এবং সংখ্যায় অল্প। তারা আতর নামক জায়গায় রাতের অক্ষকারে হামলা করেছে এবং আমাদেরকে ঝুঁক সেজদারত অবস্থায় হত্যা করেছে। অর্থাৎ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, অর্থ আমাদের হত্যা করা হয়েছে।’

রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিযোগ শোনার পর বললেন, হে আমর ইবনে সালেম, তোমায় সাহায্য করা হয়েছে। এরপর আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখা গেলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই মেঘ বনু কা'ব এর সাহায্যের সুসংবাদ স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে।

এরপর বুদাইল ইবনে ওরাকা খোযায়ীর নেতৃত্বে বনু খোযাআ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানায়, কারা কারা নিহত হয়েছে। তারা আরো জানায় যে, কিভাবে কোরায়শরা বনু বকর গোত্রকে সাহায্য করেছে। এরপর তারা মক্কায় ফিরে যায়।

সন্ধি নবায়নের চেষ্টা

কোরায়শ এবং তার মিত্ররা যা করেছিলো সেটা ছিলো হোদায়বিয়ায় সন্ধির সুস্পষ্ট লংঘন এবং বিশ্বাসঘাতকতা। এর কোন বৈধতার অজুহাত দেখানো যাবে না। কোরায়শরা ও সন্ধির বরখেলাফ করার কথা খুব শীত্য বুঝতে পেরেছিলো। তারা এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম চিন্তা করে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করলো। সেই সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানকে হোদায়বিয়ার সন্ধির নবায়নের জন্যে মদীনায় পাঠাবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরায়শদের সন্ধি লংঘন পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সাহাবাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, আবু সুফিয়ান সন্ধি পোক্তি এবং মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে মদীনায় এসে পৌছেছে।

২. বনু খোযায়া এবং বনু আবদুল মুতালিবের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে চলে আসা অঙ্গীকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
৩. এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আবদে মাল্লাফের মা অর্থাৎ কুসাইএর জ্ঞী হাবির ছিলেন বনু খোযাআ গোত্রের মেয়ে। এ কারণে সমগ্র নবী পরিবারকে বনু খোযাআ গোত্রের সন্তান বলা হয়েছে।

ଏଦିକେ ଆବୁ ସୁଫିয়ାନ ମଦୀନାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଓସଫାନ ନାମକ ଜାୟଗାୟ ପୌଛାର ପର ବୁଦାଇଲ ଇବନେ ଓରାକାର ସାଥେ ତାର ଦେଖା ହଲୋ । ବୁଦାଇଲ ମଦୀନା ଥିକେ ମଙ୍କା ଯାଚିଲୋ ।

ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଭେବେଛିଲୋ ବୁଦାଇଲ ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର କାହିଁ ଥିକେ ଆସଛେ । ତବୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲୋ, କୋଥା ଥିକେ ଆସଛୋ ବୁଦାଇଲ? ବୁଦାଇଲ ବଲଲେନ, ଆମି ଖୋଯାଆର ସାଥେ ଓଇ ଉପକୂଳେ ଗିଯେଛିଲାମ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲୋ, ‘ତୁମି କି ମୋହାମ୍ଦଦେର କାହେ ଯାଓନି?’ ବୁଦାଇଲ ବଲଲେନ, ‘ନା ତୋ ।’ ବୁଦାଇଲ ମଙ୍କାର ପଥେ ଯାଓଯାର ପର ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲୋ, ବୁଦାଇଲ ଯଦି ମଦୀନାଯ ଗିଯେ ଥାକେ, ତବେ ତୋ ତାର ଉଟକେ ମଦୀନାର ଖେଜୁର ଖାଇଯେଛେ । ଏରପର ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବୁଦାଇଲେର ଉଟ ବସାନୋର ଜାୟଗାୟ ଗିଯେ ଉଟଟେର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମଲ ଭେଙ୍ଗେ ସେଖାନେ ମଦୀନାର ଖେଜୁରେର ବୀଚି ଦେଖିତେ ପେଲୋ । ଏରପର ବଲଲୋ, ଆମି ଆଲାହର କସମ କରେ ବଲଛି ଯେ, ବୁଦାଇଲ ମୋହାମ୍ଦଦେର କାହେ ଗିଯେଛିଲୋ ।

ମୋଟକଥା ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ମଦୀନାଯ ଗେଲୋ ଏବଂ ତାର କନ୍ୟା ଉମ୍ମେ ହାବିବାର ଘରେ ଗିଯେ ଉଠିଲୋ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ବିଛାନାଯ ବସତେ ଯାଚିଲୋ । ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ହ୍ୟରତ ଉମ୍ମେ ହାବିବା (ରା.) ସାଥେ ସାଥେ ବିଛାନା ଶୁଣିଯେ ଫେଲଲେନ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲୋ, ମା, ତୁମି ଆମାକେ ଏ ବିଛାନାର ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୋନି ନା ଏ ବିଛାନାକେ ଆମାର ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୋନି?

ହ୍ୟରତ ଉମ୍ମେ ହାବିବା (ରା.) ବଲଲେନ, ଏଟି ହଚେ ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ବିଛାନା ଆର ଆପନି ହଚେନ ଏକଜନ ନାପାକ ମୋଶରେକ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ଖୋଦାର କସମ, ଆମାର କାହେ ଥିକେ ଆସାର ପର ତୁମି ଖାରାପ ହେଁ ଗେଛୋ ।

ଏରପର ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ସେଖାନ ଥିକେ ବେରିଯେ ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର କାହେ ଗିଯେ ତାର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରିଲୋ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତାକେ କୋନ ଜବାବ ଦିଲେନ ନା । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର କାହେ ଗିଯେ ତାକେ ଅନୁରୋଧ କରିଲୋ, ତିନି ଯେନ ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଅସ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଲେନ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-ଏର କାହେ ଗିଯେ ତାକେ ବର୍ଣଳୀ ତିନି ଯେନ ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ସାଥେ ତାଦେର ବ୍ୟାପାରେ କଥା ବଲେନ । ହ୍ୟରତ ଓମର ବଲଲେନ,(ରା.), ଆମି କେନ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେ ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର କାହେ ସୁପାରିଶ କରିବୋ । ଆଲାହର ଶପଥ, ଯଦି ଆମି କାଠେର ଟୁକରୋ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛୁ ନାଓ ପାଇ ତବୁଓ ସେଇ - କାଟ୍ଟଖତ ଦିଯେ ତୋମାଦେର ସାଥେ ଜେହାଦ କରିବୋ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଏରପର ହ୍ୟରତ ଆଲୀର (ରା.) କାହେ ଗେଲେନ । ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.) ସେଖାନେ ଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ହାସାନ ଓ ଛିଲେନ । ତିନି ଛିଲେନ ତଥନ ଛୋଟ । ହାଟାଚଳା କରିଛିଲେନ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲୀ, ତୋମାର ସାଥେ ଆମାର ବଂଶଗତ ସମ୍ପର୍କ ସବଚେଯେ ଘନିଷ୍ଠ । ଆମି ଏକଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏସେଛି । ହତାଶ ହେଁ ଏସେଛି, ହତାଶ ହେଁ ଫିରେ ଯେତେ ଚାଇ ନା । ତୁମି ଆମାର ଜନ୍ୟେ ମୋହାମ୍ଦଦେର କାହେ ଏକଟୁ ସୁପାରିଶ କରୋ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆବୁ ସୁଫିଯାନ, ତୋମାର ଜନ୍ୟେ ଆଫ୍ସୋସ ହୁଏ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ଏକଟା ବ୍ୟାପାରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ, ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଆମରା ତାର ସାଥେ କୋନ କଥା ବଲତେ ପାରି ନା । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବିବି ଫାତେମାର (ରା.) ପ୍ରତି ତାକିଯେ ବଲଲେନ, ତୁମି କି ତୋମାର ଏ ସନ୍ତାନକେ ଏ ମର୍ମେ ଆଦେଶ କରିତେ ପାରୋ ଯେ, ମେ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଶ୍ରୟଦାନେର ଘୋଷଣା ଦିଯେ ସବ ସମୟେର ଜନ୍ୟେ ଆରବଦେର ସର୍ଦୀର ହେବେ । ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.) ବଲଲେନ, ଆଲାହର ଶପଥ, ଆମାର ସନ୍ତାନ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ନେତା ହୁଏଇର ମତୋ ଘୋଷଣା ଦେଇର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏନି । ତାହାଡ଼ା ରସୂଲ ସାନ୍ନାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ଉପାର୍ଥିତିତେ କେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ଦିତେ ପାରେ ନା ।

ସକଳ ଚଢ଼ୀର ବ୍ୟର୍ଥତାର ପର ଆବୁ ସୁଫିଯାନେ ଦୁ'ଚୋଥେର ସାମନେ ସବ ଅନ୍ଧକାର ହେଁ ଗେଲୋ । ତିନି ସଂଶୟ ଦୋଲାଯିତ ଚିତ୍ରେ କମ୍ପିତ କଟେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀକେ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆବୁଲ ହାସାନ ଆମି

লক্ষ্য করছি যে, বিষয়টা জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই আমাকে একটা উপায় বলে দাও। হ্যারত আলী (রা.) বললেন, আস্ত্রাহর শপথ, আমি তোমার জন্যে কল্যাণকর কিছু জানি না। তুমি বনু কেনানা গোত্রের নেতা। তুমি দাঁড়িয়ে লোকদের মধ্যে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে দাও, এরপর নিজের দেশে ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি কি মনে করো যে, এটা আমার জন্যে কল্যাণকর হবেং হ্যারত আলী (রা.) বললেন না, আমি তা মনে করি না। তবে, এছাড়া অন্য কোন উপায়ও আছে বলে মনে হয় না। এরপর আবু সুফিয়ান মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের মধ্যে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করছি। এরপর নিজের উটের পিঠে চড়ে মকায় চলে গেলেন।

কোরায়শদের কাছে গেলে তারা তাকে ঘিরে ধরে এবং মদীনার খবর জানতে চাইল। আবু সুফিয়ান বললেন, কথা বলেছি কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। আবু কোহাফার পুত্রের কাছে গেছি তার মধ্যে ভালো কিছু পাইনি। ওমর ইবনে খাতাবের কাছে গেছি, তাকে মনে হয়েছে সবচেয়ে কষ্টের দুশ্মন। আলীর কাছে গেলাম, তাকে সবচেয়ে নরম মনে হলো। তিনি আমাকে একটা পরামর্শ দিলেন আমি সে অনুযায়ী কাজ করলাম। জানি না সেটা কল্যাণকর হবে কিনা। লোকেরা জানতে চাইল সেটা কি? আবু সুফিয়ান বললেন, আলী পরামর্শ দিলেন আমি যেন নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করি, অবশ্যে আমি তাই করলাম।

কোরায়শরা বললো, মোহাম্মদ কি তোমার নিরাপত্তার ঘোষণাকে কার্যকর বলে ঘোষণা করেছে? আবু সুফিয়ান বললো, না তা করেনি। কোরায়শরা বললো, তোমার সর্বনাশ হোক। আলী তোমার সাথে স্বেচ্ছ রসিকতা করেছে। আবু সুফিয়ান বললো, আস্ত্রাহর শপথ, এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলো না।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি তিবরানির বর্ণনা থেকে জানা যায়, কোরায়শদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর আসার তিনিদিন আগেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যারত আয়েশা (রা.)-কে তাঁর সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। তবে, বিষয়টি গোপন রাখার জন্যে তিনি পরামর্শ দেন। এরপর হ্যারত আবু বকর (রা.) হ্যারত আয়েশার (রা.) কাছে বললেন, যা এ প্রস্তুতি কিসেরং হ্যারত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি জানি না আবু। হ্যারত আবু বকর বললেন, এটাতো রোমকদের সাথে যুদ্ধের সময় নয়। তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করছেনং হ্যারত আয়েশা বললেন, আমি জানি না আবু। ত্রুটীয় দিন সকালে হ্যারত আমর ইবনে সালেম খায়ায়ী ৪০ জন সওয়ারসহ এসে পৌছুলেন। তিনি কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তি করলেন। এতে শ্রোতারা বুঝতে পারলেন যে, কোরায়শরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরপর বুদাইল এলেন। এরপর এলো আবু সুফিয়ান। এর ফলে সাহাবারা পরিস্থিতি উপলক্ষ্মি করলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, মক্কায় যেতে হবে। সাথে সাথে এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা গোয়েন্দা এবং কোরায়শদের কাছে আমাদের যাওয়ার খবর যেন পৌছাতে না পারে, তুমি তার ব্যবস্থা করো। আমরা যেন মক্কাবাসীদের কাছাকাছি যাওয়ার আগে তারা বুঝতে না পারে, জানতেও না পারে।

গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর রম্যান মাসে হ্যারত আবু কাতাদা ইবনে রাবদ্সির নেতৃত্বে আটজন সাহাবীকে এক ছারিয়্যায় বাতনে আয়াম নামক জায়গায় প্রেরণ করেন। এই জায়গা যি খাশাৰ এবং যিল মারৱার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর দ্রুত মদীনা থেকে ৩৬ মাইল।

এই ক্ষেত্র সেনাদল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, যারা বোঝার তারা বুঝবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত জায়গায় যাবেন। চারিদিকে এই খবরই ছড়িয়ে পড়বে।

ଏ କୃଦ୍ର ସେନାଦଲ ଉପ୍ରିଥିତ ଜାୟଗାୟ ପୌଛାର ପର ଖବର ପେଲୋ ଯେ, ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ମଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ରଗ୍ଯାନା ହେଁ ଗେଛେନ । ଏ ଖବର ପାଓଯାର ପର ତାରାଓ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସଙ୍ଗେ କାଫେଲାର ସାଥେ ଗିଯେ ମିଲିତ ହଲେ ।^୪

ଏଦିକେ ହାତେବ ଇବନେ ଆବୁ ବାଲତାଆ କୋରାଯଶଦେର ଏକ ଖାନି ଚିଠି ଲିଖେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ମଙ୍କା ଅଭିଯାନେର କଥା ଜାନାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରେନ । ସେଇ ଚିଠି ମଙ୍କାଯ କୋରାଯଶଦେର ହାତେ ପୌଛାନୋର ଜନ୍ୟ ଅର୍ଥେ ବିନିମୟେ ଏକଜନ ମହିଳାକେ ନିଯୋଗ କରେନ । ସେଇ ମହିଳା ଖୋପାର ଭେତର ଚିଠିଖାନି ଲୁକିଯେ ମଙ୍କାଯ ରଗ୍ଯାନା ହନ । ଏଦିକେ ଆନ୍ତାହ ତାଯାଳା ତାର ପିଯ ରସ୍ତୁକେ ଏ ଖବର ଜାନିଯେ ଦେନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହୟରତ ଆଲୀ, ହୟରତ ମେକଦାଦ, ହୟରତ ଯୋବାୟେର ଏବଂ ହୟରତ ଆବୁ ମାରଛାଦ ଗୁରୁବିକେ ଡେକେ ବଲେନ, ତୋମରା ଚାରଜନ ରଗ୍ଯା ଖାଖ-ଏ ଯାଓ । ସେଥାନେ ଉଟେର ପିଠେ ଆରୋହଙ୍କାରିନୀ ଏକଜନ ମହିଳାକେ ପାବେ । ତାର କାହେ ଏକଖାନି ଚିଠି ପାବେ । ସେଇ ଚିଠି କୋରାଯଶଦେର କାହେ ପାଠାନୋ ହେଁଛେ । ଚାରଜନ ସାହାବୀ ରଗ୍ଯା ଖାଖ-ଏ ପୌଛେ ସେଇ ମହିଳାକେ ପେଲେନ । ମହିଳାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲୋ ତୋମାର କାହେ କି କୋନ ଚିଠି ଆଛେ ମହିଳା ଅସ୍ତିକାର କରଲୋ । ସାହାବାରା ଉଟେର ହାଓଡାଜେ ଖୁଜେ ଦେଖଲେନ କିନ୍ତୁ ଚିଠି ପେଲେନ ନା । ଏରପର ହୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ଆନ୍ତାହର ନାମେ କସମ କରେ ବଲଛି, ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ-ଓ ମିଥ୍ୟା ବଲେନନି, ଆମରାଓ ମିଥ୍ୟା ବଲଛି ନା । ତୁମି ହୟତୋ ଚିଠି ଦାଓ, ନା ହୟ ଆମରା ତୋମାକେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରବୋ । ଏକଥା ଶୁଣେ ମହିଳା ବଲଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆପନାର ଏକଟୁ ଘୁରେ ଦାଁଢାନ । ସାହାବାରା ଘୁରେ ଦାଁଢାଲେ ମହିଳା ତାର ଖୋପା ଖୁଲେ ଚିଠି ବେର କରେ ସାହାବାଦେର ହାତେ ଦିଲେନ । ତାରା ଚିଠି ନିଯେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଗେଲେନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଚିଠିଖାନା ପଡ଼ିଯେ ଦେଖଲେନ ଯେ, ‘ଓତେ ଲେଖା ରଯେଛେ, ହାତେବ ଇବନେ ଆବୁ ବାଲତାଆର ପକ୍ଷ ଥେକେ କୋରାଯଶଦେର ପ୍ରତି ।’ ଏତେ କୋରାଯଶଦେରକେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ମଙ୍କା ଅଭିଯାନେର ଖବର ଦେଯା ହେଁଛିଲୋ ।^୫

ରସ୍ତୁ ଆନ୍ତାହ ଆନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ହାତେବ, ଏଟା କି? ହାତେବ ବଲେନ, ଆମାର ବ୍ୟାପାରେ ତାଡାହଡୋ କରବେନ ନା । ଆନ୍ତାହର କସମ, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଳା ଏବଂ ତାର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଓପର ଆମାର ଦୈମାନ ରଯେଛେ । ଆମି ମୋରତାଦ ହେଁ ଯାଇନି ବା ଆମାର ମଧ୍ୟେ କୋନ ପରିବର୍ତନ୍ତ ଆସେନି । କଥା ହଚେ ଯେ, ଆମି କୋରାଯଶ ବଂଶେର ଲୋକ ନଇ । ଆମି

୪. ଏଟି ସେଇ ଛାରିଯ୍ୟା ଯାର ସାଥେ ଆମେର ଇବନେ ଆଜବାତେର ସାକ୍ଷାତ ହେଁଛିଲ । ଆମେର ଇସଲାମୀ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଲାମ କରାଇଲେନ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ କୋନ ଶକ୍ତତାର କାରଣେ ମାହଲାମ ଇବନେ ଜାଶାମା ଆମେରକେ ହତ୍ୟ କରେନ ଏବଂ ତାର ଉଟେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିସ ଆସ୍ତାକୁ କରେନ । ଏରପର କୋରାଯଶରେ ଏହି ଆଜାନ ନାମରେ ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁରେ ସାମନେ ମାହଲାମ ହୟିର ହଲେ ତିନି ବଲେନ, ହେ ଆନ୍ତାହ ପାକ, ମାହଲାମ ମେନ କ୍ଷମା ନା ପାଯ । ତିନି ଏ କଥା ତିନିବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେନ । ଏ କଥା ଶୁଣେ ମାହଲାମ କାପଡେ ଚୋଖ ମୁହଁ ଉଠେ ପଡ଼େନ । ଇବନେ ଇସହାକ ବଲେନ, ମାହଲାମର ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ବଲେଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁ ମାହଲାମେର ଜନ୍ୟ ମାଗଫେରାତେର ଦୋଯା କରେଇଲେନ । ଦେଖୁନ, ଯାଦୁଲ ମାଯାଦ, ୨ୟ ଖଦ, ପୃ. ୧୫୧

୫. ଇମାମ ସୋହାଯଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟନାର ବିବରଣ ଉପରେ କରାଇଲେନ । ତିନି ଚିଠିର ବିସ୍ୟବନ୍ତୁ ଉତ୍ସନ୍ତ କରାଇଲେନ । ଚିଠିଟିକେ ଲିଖେଛେ, ହାତେବ ସୋହାଯଳୀ ଇବନେ ଆମର ସଫାଓୟାନ ଇବନେ ଉତ୍ମାଇୟା ଏବଂ ଏକରାମାର କାହେ ଏକଥା ଲିଖେଛେ ଯେ, ଆନ୍ତାହର ରସ୍ତୁ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଘୋଷଣା କରାଇଲେନ । ବୁଝାତେ ପରି ନା ତୋମାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାବେ, ନାକି ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ । ଆମି ଚାଇ ଯେ, ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଏଟା ଆମର ଏହସାନ ହିସାବେ ଗଣ୍ଯ ହବେ ।

ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଉଗୋପନ କରେଛିଲାମ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମାର ପରିବାର ପରିଜନ ତାଦେର କାହେ ରଯେଛେ । କୋରାଯଶଦେର ସାଥେ ଆମାର ଏମନ କୋନ ଆସୀୟତାର ସଂପର୍କ ନେଇ, ଯେ କାରଣେ ତାରା ଆମାର ପରିବାର ପରିଜନେର ତଡ଼ାବଧାନ କରବେ । ତାଇ ଆମି ଚିନ୍ତା କରିଲାମ ଯେ, ତାଦେର ଏକଟା ଉପକାର କରବୋ ଏର ଫଳେ ତାରା ଆମାର ପରିବାର-ପରିଜନେର ହେଫାୟତ କରବେ । ଆମି ଛାଡ଼ା ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଯାରା ରଯେଛେ ମଙ୍କାଯ ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେରେଇ ଆସୀୟ-ସ୍ଵଜନ ରଯେଛେ । ସେବ ଆସୀୟସ୍ଵଜନ ତାଦେର ପରିବାର-ପରିଜନେର ହେଫାୟତ କରବେନ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ହ୍ୟରତ ହାତେବେର କଥା ଶୁଣେ ବଲଲେନ, ହେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ, ଆପନି ଅନୁମତି ଦିନ, ଆମି ତାର ଶିରଚେଦ କରବୋ । ଏହି ଲୋକଟି ଆଲାହ ତାଯାଲା ଏବଂ ତାର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଖେଳନତ କରରେ । ସେ ମୋନାଫେକ ହେଯେ ଗେଛେ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବଲଲେନ, ଦେଖୋ, ମେ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ପ୍ରାହଣ କରରେ । ହେ ଓମର (ରା.), ତୁ ମି କି କରେ ଜାନବେ, ଏମନେ ହତେ ପାରେ ଯେ, ଆଲାହ ତାଯାଲା ବଦର ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶପ୍ରାହଣକାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଏସେ ବଲବେନ, ତୋମରା ଯା ଇଚ୍ଛା କରୋ, ଆମି ତୋମାଦେର ମାଫ କରେ ଦିଯେଛି । ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଓମରର (ରା.) ଦୁ'ଚୋଥ ଅଞ୍ଚସଜଳ ହୟେ ଉଠିଲୋ । ତିନି ବଲଲେନ ଆଲାହ ତାଯାଲା ଏବଂ ତାର ରସ୍ତୁଇ ଭାଲୋ ଜାନେନ ।

ଏମନି କରେ ଆଲାହ ତାଯାଲା ରକ୍ବୁଳ ଆଲାମୀନ ଶୁଣ୍ଠରଦେର ଧରିଯେ ଦିଲେନ । ଫଳେ ମୁସଲମାନଦେର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କୋନ ଖବରଇ କୋରାଯଶଦେର କାହେ ପୌଛୁତେ ପାରେନି ।

ମଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ମୁସଲିମ ବାହିନୀ

ଅଷ୍ଟମ ହିଜରୀର ୧୦ଇ ରମ୍ୟାନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ରଓୟାନା ହଲେନ । ତାର ସଙ୍ଗେ ଛିଲେନ ୧୦ ହାଜାର ସାହାବା । ମଦୀନାର ତଡ଼ାବଧାନେର ଜନ୍ୟେ ଆବୁ ରାହାମ ଗେଫାରୀକେ ନିୟକ୍ତ କରା ହୟ ।

ଜାହାଫା ବା ତାର ଆରୋ କିଛୁ ଏଗିଯେ ଯାଓ୍ୟାର ପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଚାଚା ହ୍ୟରତ ଆବାସେର ସାଥେ ଦେଖା । ତିନି ଇସଲାମ ପ୍ରାହଣ କରେ ସପରିବାରେ ମଦୀନାଯ ହିଜରତ କରେ ଯାଚିଲେନ । ଆବଓୟା ନାମକ ଜାଯଗାଯ ପୌଛେ ତାର ଚାଚାତୋ ଭାଇ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇବନେ ହାରେସ ଏବଂ ଫୁଫାତୋ ଭାଇ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉମାଇୟାର ସାଥେ ଦେଖା ହଲୋ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନିଲେନ । ଏରା ଉଭୟେ ତାଙ୍କେ ନାନାଭାବେ କଟ ଦିଯେଛିଲୋ ଏବଂ କବିତା ରଚନା କରେ ତାର ନିନ୍ଦା କରେ ବେଡ଼ାତୋ । ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ହ୍ୟରତ ଉପେ ସାଲମା (ରା.) ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ବଲଲେନ, ଆପନାର ଚାଚାତୋ ଭାଇ ଫୁଫାତୋ ଭାଇ ଆପନାର କାହେ ସବଚେଯେ ଖାରାପ ହବେ ଏଟା ସମୀଚିନ ନଯ ।

ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇବନେ ହାରେସ ଏବଂ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉମାଇୟାକେ ବଲଲେନ, ତୋମରା ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର କାହେ ଯାଓ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫକେ ତାର ଭାଇୟେରା ଯେ କଥା ବଲେଛିଲେନ ସେକଥା ବଲୋ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ନିଶ୍ଚୟଇ ଏଟା ପଛନ୍ଦ କରିବେନ ନା ଯେ, ଅନ୍ୟ କାରୋ ଜବାବ ତାର ଚେଯେ ଉତ୍ତମ ହବେ । ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫ (ଆ.)-ଏର ଭାଇୟେରା ତାଙ୍କେ ବଲେଛିଲେନ, ‘ଆଲାହର ଶପଥ, ଆଲାହ ତାଯାଲା ନିଶ୍ଚୟଇ ଆପନାକେ ଆମାଦେର ଓପର ପ୍ରାଧ୍ୟାନ ଦିଯେଛେ ଏବଂ ଆମରା ନିଶ୍ଚୟଇ ଅପରାଧୀ ଛିଲାମ ।’ (ସୂରା ଇଉସୁଫ, ଆୟାତ, ୯୧)

ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇବନେ ହାରେସ ତାଇ କରିଲେନ । ଏହି ଆୟାତ ଶୁଣେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ରାଷ୍ଟାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଜବାବେ ବଲଲେନ, ଆଜ ତୋମାଦେର ବିରଳନ୍ତେ କୋନ ଅଭିଯୋଗ ନାଇ । ‘ତିନି ଦୟାଲୁଦେର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟାଲୁ ।’ (ସୂରା ଇଉସୁଫ ଆୟାତ, ୯୨)

ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇବନେ ହାରେସ ଏରପର କଯେକ ଲାଇନ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରଲେନ, ତାର ଅର୍ଥ ହଚ୍ଛେ, ‘ତୋମାର ବୟସେର ଶପଥ, ଆମି ଯଥନ ଲାତ-ଏର ଶାହ ସଓଯାରକେ ମୋହମ୍ମାଦେର ଶାହ ସଓଯାରେ ଓପର ବିଜୟୀ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପତାକା ତୁଳେଛିଲାମ ସେ ସମୟ ଆମାର ଅବହ୍ଵା ଛିଲୋ ରାତେର ପଥହାରା ପଥିକେର ମତ । କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ଆମାକେ ହେଦ୍ୟାତ ଦେଯାର ସମୟ ଏସେହେ, ଏଥିନ ଆମି ହେଦ୍ୟାତ ପାଓୟାର ଉପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଯେଛି । ଆମାର ପ୍ର୍ବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଜନ ହାନୀ ଆମାକେ ହେଦ୍ୟାତ ଦିଯେଛେ ଏବଂ ତିନି ଆମାକେ ଆଲ୍ଲାହର ପଥ ଦେଖିଯେଛେ । ଅର୍ଥଚ ଏଇ ପଥକେ ଆମି ଇତିପୂର୍ବେ ସବ ସମୟ ଉପେକ୍ଷା କରେଛିଲାମ ।’

ଏକଥା ଶୁଣେ ରସ୍ତୁଲ୍‌ଗ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆବେଗେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ବୁକେ ଚାପଡ୍ ମେରେ ବଲଲେନ, ତୁମ ଆମାକେ ସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉପେକ୍ଷା କରେଛିଲେ ।^୭

ଆରଙ୍ଗଜ ଯାହାରାନେ ମୁସଲିମ ସେନାଦଳ

ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର ସଫର ଅବ୍ୟାହତ ରାଖଲେନ । ତିନି ଏବଂ ସାହାବାୟ କେରାମ ସକଳେଇ ରୋଯା ରେଖେଛିଲେନ । ଆସଫାନ ଓ କୋଦାୟେଦେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୋଦାୟେଦ ଜଳାଶ୍ୟେର କାହେ ପୌଛେ ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ରୋଯା ଭେଙେ ଫେଲଲେନ ।^୮ ତାର ଦେଖାଦେଖି ସାହାବାୟ କେରାମଓ ରୋଯା ଭାଙ୍ଗଲେନ ।

ଏରପର ପୁନରାୟ ତାରା ସଫର କରତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । ରାତେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ ତାରା ମାରଙ୍ଗଜ ଜାହାରାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାତେମା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗିଯେ ପୌଛୁଲେନ । ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଆଦେଶେ ସାହାବାର ପୃଥକଭାବେ ଆଗୁନ ଜ୍ଞାଲାଲେନ । ଏତେ ଦଶ ହାଜାର ଚଲାଯ ରାନ୍ନା ହିଛିଲୋ । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲ ପାହାରାର କାଜେ ହ୍ୟରତ ଓମରକେ (ରା.) ନିୟୁକ୍ତ କରଲେନ ।

ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲେର ସମୀକ୍ଷା ଆବୁ ସୁଫିଯାନ

ମରଙ୍ଗଜ ଜାହାରାନ ଅବତରଣେର ପର ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଦା ଖଚରେର ପିଠେ ଆରୋହଣ କରେ ଘୋରାଫେରା କରତେ ବେରୋଲେନ । ତିନି ଚାଞ୍ଚିଲେନ ଯେ, କାଉକେ ପେଲେ ମକ୍କାଯ ଖବର ପାଠାବେନ, ଯାତେ କରେ ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ମକ୍କାଯ ପ୍ରବେଶେର ଆଗେଇ କୋରାଯଶରୀ ତାର କାହେ ଏସେ ନିଜେଦେର ନିରାପତ୍ତାର ଆବେଦନ ଜାନାଯ ।

ଏଦିକେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଳା, କୋରାଯଶଦେର କାହେ କୋନ ପ୍ରକାର ଖବର ପୌଛା ବନ୍ଦ କରେ ଦିଯେଛିଲେନ । ଏ କାରଣେ ମକ୍କାବସୀରା କିଛିନ୍ତି ଜାନତେ ପାରେନି । ତବେ ତାରା ଡିତି-ବିହଳତାର ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଆଶକ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଦିନ କାଟାଚିଲ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବାଇରେ ଏସେ କୋନ ନତୁନ ଖବର ଜାନା ଯାଇ କିନା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛିଲୋ । ସେ ସମୟ ତିନି ହାକିମ ବିନ ହାଜାମ ଏବଂ ବୁଦାଇଲ ବିନ ଓରାକାକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ନତୁନ ଖବର ସଂଗ୍ରହେର ଚେଷ୍ଟାଯ ବେରିଯେଛିଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ହ୍ୟରତ ରସ୍ତୁଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଖଚବେର ପିଠେ ସେତୁର ହ୍ୟେ ଯାଇଛିଲାମ । ହଠାତ୍ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଏବଂ ବୁଦାଇଲ ଇବନେ ଓରାକାର କଥା ଶୁଣତେ ପେଲାମ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲିଛିଲେ, ଆମି ଆଜକେର ମତୋ ଆଗୁନ ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅତିତେ କଥିନେ ଦେଖିନି । ବୁଦାଇଲ ଇବନେ ଓରାକା ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଓରା ହଚ୍ଛେ ବନ୍ଦ ଖୋଯାଆ ।

୭. ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇବନେ ହାରେସ ଏକଜନ ଭାଲୋ ମୁସଲମାନ ହେଯେଛିଲେନ । ବଲା ହ୍ୟେ ଥାକେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ଲଜ୍ଜାର କାରଣେ ତିନି ରସ୍ତୁଲେର ପ୍ରତି ଚୋଖ ତୁଳେ ତାକାନନି । ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଲ ଓ ତାକେ ଭାଲୋବାସତେନ ଏବଂ ତାକେ ବେହେଶେର ସୁନ୍ଦବାଦ ଦିତେନ । ତିନି ବଲାନେ, ଆମି ଆଶା କରି ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ହାମଜାର ମତୋ ହେବ । ଇତେକାଳେ ସମୟ ଉପହିତ ହେଲେ ବଲଲେ, ଆମାର ଜନ୍ୟ କେନ୍ଦୋ ନା । ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ପର ଆମି ପାପ ହେତୁର ମତୋ କୋନ କଥା ବଲିନି । (ଯାଦୁଲ ମାଯାଦ ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୬୨-୧୬୩)

୮. ସହିତ ବୋଥାରୀ, ୨ୟ ଖତ

যুদ্ধ ওদের লভ ভন্দ করে দিয়েছে। আবু সুফিয়ান বললেন, এতো আগুন এবং এতো বিরাট বাহিনী বনু খোয়াআর থাকতেই পারে না।

হ্যরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আবু সুফিয়ানের কঠস্বর শুনে বললাম, আবু হানজালা নাকি? আবু সুফিয়ান আমার কঠস্বর চিনে বললেন, আবুল ফয়ল নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান বললেন, কি ব্যাপার? আমার পিতামাতা তোমার জন্যে কোরবান হোন। আমি বললাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদলবলে এসেছেন। হায়রে কোরায়শদের সর্বনাশ অবস্থা। আবু সুফিয়ান বললেন, এখন কি উপায়? আমার পিতামাতা তোমার জন্যে কোরবান হোক। আমি বললাম, ওরা তোমাকে পেলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবে। তুমি এই খচরের পিছনে উঠে বসো। আমি তোমাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো। তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবো। আবু সুফিয়ান তখন খচরে উঠে আমার পিছনে বসলেন। তার অন্য দু'জন সাথী ফিরে গেলো।

হ্যরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে চললাম, কোন জটলার কাছে গেলে লোকেরা বলতো, কে যায়? কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচরের পিঠে আমাকে দেখে বলতো, ইনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা, তাঁরই খচরের পিঠে রয়েছেন। ওমর ইবনে খাতাবের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, কে? একথা বলেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার পিছনে আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, আবু সুফিয়ান? আল্লাহর দুশ্মন! আল্লাহর প্রশংসা করি, কোন প্রকার সংঘাত ছাড়াই আবু সুফিয়ান আমাদের কব্যায় এসে গেছে। একথা বলেই হ্যরত ওমর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে গেলেন। আমিও খচরকে জোরে তাড়িয়ে নিলাম। খচর থেকে নেমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। ইতিমধ্যে হ্যরত ওমর (রা.) এলেন। তিনি এসেই বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওই দেখুন আবু সুফিয়ান। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। হ্যরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি সুফিয়ানকে নিরাপত্তা দিয়েছি। পরে আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা শ্পর্শ করে বললাম, আল্লাহর শপথ, আজ রাতে আমি ছাড়া আপনার সাথে কেউ গোপন কথা বলতে পারবে না। আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতির জন্যে হ্যরত ওমর বারবার আবেদন জানালে আমি বললাম, থামো ওমর। আবু সুফিয়ান যদি বিনি আদী ইবনে কাব এর লোক হতো, তবে এমন কথা বলতে না। হ্যরত ওমর বললেন, আব্বাস থামো। আল্লাহর শপথ, তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতা খাতাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় এবং এর একমাত্র কারণ এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার পিতা খাতাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আব্বাস, আবু সুফিয়ানকে তোমার ডেরায় নিয়ে যাও। সকালে আমার কাছে নিয়ে এসো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মতো আমি আবু সুফিয়ানকে আমার তাঁরুতে নিয়ে গেলাম। সকাল বেলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আবু সুফিয়ানকে নিয়ে গেলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু সুফিয়ান, তোমার জন্যে আফসোস, তোমার জন্যে কি এখনো একথা বোঝার সময় আসেনি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মারুদ নেই? আবু সুফিয়ান বললো, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোন, আপনি কতো উদার, কতো মহানুভব, কতো দয়ালু। আমি ভালোভাবেই বুবাতে পেরেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মারুদ থাকলে এই সময়ে আমার কিছু কাজে আসতো।

ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ବଲଲେନ, ଆବୁ ସୁଫିଯାନ, ତୋମାର ଜନ୍ୟେ ଆଫସୋସ, ତୋମାର ଜନ୍ୟେ କି ଏଥିନୋ ଏକଥା ବୋକାର ସମୟ ଆସେନି ଯେ, ଆମି ଆଲାହର ରୁସ୍ଲ? ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲୋ, ଆମାର ପିତାମାତା ଆପନାର ଓପର ନିବେଦିତ ହୋନ । ଆପନି କତୋ ମହେ, କତୋ ଦୟାଲୁ, ଆତ୍ମୀୟବ୍ସଜନେର ପ୍ରତି କତୋ ଯେ ସମବେଦନଶୀଳ । ଆପନି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ, ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଏଥାନୋ ଆମାର ମନେ କିଛୁ ନା କିଛୁ ଖଟକା ରଯେଛେ । ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆରେ ଶିରଶେଦ ହ୍ୟଯାର ମତୋ ଅବଶ୍ଯ ହ୍ୟଯାର ଆଗେ ଇସଲାମ କବୁଲ କରୋ । ଏକଥା ସାଙ୍କୀ ଦାଓ ଯେ, ଆଲାହ ବ୍ୟତୀତ ଏବାଦାତେର ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁ ନେଇ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ବଦ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ଆଲାହର ରୁସ୍ଲ । ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.)-ଏର ଏକଥା ବଲାର ପର ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇସଲାମ କବୁଲ କରେ ଏବଂ ସତେର ସାଙ୍କୀ ହଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆବାସ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲାହର ରୁସ୍ଲ, ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ ଲୋକ, କାଜେଇ ତାକେ କୋନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଯାର ଆବେଦନ ଜାନାଛି । ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ବଲଲେନ, ଠିକ ଆଛେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରବେ, ସେ ନିରାପଦ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେର ଘରେ ଦରଜା ଭେତର ଥେକେ ବୁନ୍ଦ କରେ ରାଖବେ ସେ ନିରାପଦ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାୟତୁଲ୍ଲାହ ଶରୀଫେ ପ୍ରବେଶ କରବେ, ସେও ନିରାପଦ ।

ମଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଇସଲାମୀ ବାହିନୀ

ଅଷ୍ଟମ ହିଜରୀର ୧୭ଇ ରମ୍ୟାନ ସକାଳ ବେଳା ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ମାରରୁଙ୍ଜ ଜାହାରାନ ଥେକେ ମଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ରୋଯାନା ହଲେନ । ତାଁର ଚାଚା ହ୍ୟରତ ଆବାସକେ ବଲଲେନ, ଆବୁ ସୁଫିଯାନକେ ଯେନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେ ଦାଁଡ଼ କରିଯେ ରାଖେ । ଏତେ ସେପଥ ଅତିକ୍ରମକାରୀ ଆଲାହର ସୈନିକଦେର ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଦେଖିତେ ପାବେ । ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) ତାଇ କରଲେନ । ଏଦିକେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ତାଦେର ପତାକା ନିଯେ ଅଗସର ହଞ୍ଚିଲ । କୋନ ଗୋତ୍ର ଅତିକ୍ରମେର ସମୟ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେନ, ଆବାସ ଏରା କାରା? ଜବାବେ ହ୍ୟରତ ଆବାସ ଯେମନ ବଲତେନ, ଓରା ବନୁ ସାଲିମ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲତେନ, ବୁନ୍ଦ ସାଲିମେର ସାଥେ ଆମାର କି ସମ୍ପର୍କ? ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସେଇ ପଥ ଅତିକ୍ରମେର ସମୟ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲତେନ, ଏରା କାରା? ହ୍ୟରତ ଆବାସ ଯେମନ ବଲତେନ, ଏରା ମୋଧାଯନା ଗୋତ୍ର । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲତେନ, ମାଜନିଯାହ ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ଆମାର କି ସମ୍ପର୍କ? ଏକେ ଏକେ ସକଳ ଗୋତ୍ର ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ସାମନେ ଦିଯେ ଅତିକ୍ରମ କରଲୋ । ଯେ କୋନ ଗୋତ୍ର ଯାଓୟାର ସମୟ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ତାଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେନ ଏବଂ ପରିଚୟ ଜାନାର ପର ବଲତେନ, ଓଦେର ସାଥେ ଆମାର କି ସମ୍ପର୍କ? ଏରପର ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ମୋହାଜେର ଓ ଆନ୍ସାରଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ଯାଚେନ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ଏଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ଶକ୍ତି କାର ଆଛେ? ଆବୁଲ ଫ୍ୟଲ, ତୋମାର ଭାତିଜାର ବାଦଶାହୀ ତୋ ବଡ଼ୋ ଜବରଦସ୍ତ ହେଁ ଗେଛେ । ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଏଟା ହେଁ ନବୁଯାତ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ହାଁ, ଏଥିନ ତୋ ତାଇ ବଲା ହବେ ।

ଏ ସମୟ ଆରୋ ଏକଟା ଘଟନା ଘଟଲୋ । ଆନ୍ସାରଦେର ପତାକା ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଓବାଦା (ରା.) ବହନ କରଛିଲେ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର ସାମନେ ଦିଯେ ଯାଓୟାର ସମୟ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆଜ ରକ୍ତପାତ ଏବଂ ମାରଧୋର କରାର ଦିନ । ଆଜ ହାରାମକେ ହାଲାଲ କରା ହବେ । ଆଲାହ ତାଯାଲା ଆଜ କୋରାଯଶଦେବ ଜନ୍ୟେ ଅବମାନନା ନିର୍ଧାରଣ କରେ ରେଖେଛେ । ଏରପର ରୁସ୍ଲ ସାନ୍ତାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତାମ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ ଯେ, ସା'ଦ କି ବଲେଛେ? ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ଏହି ଏହି କଥା ବଲେଛେ । ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଓସମାନ

ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆବ୍ଦୁର ରହମାନ ଇବନେ ଆଓଫ ବଲଲେନ, ହେ ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମରା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଯେ, ସା'ଦ କୋରାଯଶଦେର ମଧ୍ୟେ ଖୁନ-ଖାରାବି ଶୁରୁ ନା କରେ? ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଜନ ସାହାବୀକେ ପାଠିଯେ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଏର ହାତ ଥେକେ ପତାକା ନିଯେ ନିଲେନ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର କହେମ ଏର ହାତେ ଦିଲେନ । ଏତେ ମନେ ହଲୋ ପତାକା ଯେନ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ-ଏର ହାତେଇ ରଯେ ଗେଛେ । ଅନ୍ୟ ବର୍ଣନାୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପତାକା ହ୍ୟରତ ଯୋବାଯେର (ରା.) ଏର ହାତେ ଦିଯେଛିଲେ ।

କୋରାଯଶଦେର ଦୋରପୋଡ଼ାୟ

ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ସାମନେ ଦିଯେ ଯାଓ୍ୟାର ପର ହ୍ୟରତ ଆବାସ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆବୁ ସୁଫିୟାନ, ଏବାର ତୁମି କଓମେର କାହେ ଯାଓ । ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଦ୍ରୁତ ମଙ୍କାୟ ଗିଯେ ପୌଛାଲୋ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଟ୍ଟେ ବଲଲୋ, ହେ କୋରାଯଶରା, ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତୋମାଦେର କାହେ ଏତୋ ବୈନ୍ୟ ନିଯେ ଏସେହେନ ଯେ, ମୋକାବେଲା କରା ଅସତ୍ତ୍ଵ ବ୍ୟାପାର । କାଜେଇ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରବେ, ସେ ନିରାପତ୍ତ ପାବେ । ଏକଥା ଶୁନେ ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଶ୍ରୀ ହେନ୍ ବିନତେ ଓତବା ଉଠେ ଦିନ୍ଦିଯେ ସାମନେ ଏସେ ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଗୋଫ ନେଢ଼େ ବଲଲୋ, ତୋମରା ଏହି ବୁଝୋକେ ମେରେ ଫେଲୋ । ଖାରାପ ଖବର ନିଯେ ଆସା ଏହି ବୁଝୋର ଅକଳ୍ୟାଣ ହୋକ ।

ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ବଲଲେନ, ତୋମାଦେର ସର୍ବନାଶ ହୋକ । ଦେଖୋ ତୋମାଦେର ଜୀବନ ବଁଚାନୋର ବ୍ୟାପାରେ ଏହି ମେଯେଲୋକ ତୋମାଦେର ଯେନ ଧୋକାଯ ନା ଫେଲେ । ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏତୋ ବିରାଟ ବାହିନୀ ନିଯେ ଏସେହେନ ଯାର ମୋକାବେଲା କରା କୋନକ୍ରମେଇ ସନ୍ତ୍ଵବ ନଯ । କାଜେଇ, ଯାରା ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରବେ, ତାରା ନିରାପଦ । ଲୋକେରା ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହ ତୋମାକେ ଧଂସ କରନ୍ତି । ଆମରା କଯଜନ ତୋମାର ଘରେ ଯେତେ ପାରବୋ? ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ବଲଲେନ, ଯାରା ନିଜେର ଘରେର ଦରୋଜା ଭେତର ଥେକେ ବନ୍ଧ କରେ ରାଖବେ, ତାରା ଓ ନିରାପତ୍ତ ପାବେ । ଯାରା ମସଜିଦେ ହାରାମେ ପ୍ରବେଶ କରବେ, ତାରା ଓ ନିରାପତ୍ତ ପାବେ । ଏକଥା ଶୁନେ ଲୋକେରା ନିଜେଦେର ଘର ଏବଂ ମସଜିଦେ ହାରାମ ଅର୍ଥାତ୍ କାବାଘରେର ଦିକେ ଦୌଡ଼ାତେ ଲାଗଲୋ । ତବେ ମତଲବବାଜ କୋରାଯଶରା କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ମାସ୍ତାନଜାତୀୟ ଉଚ୍ଛ୍ଵର୍ଷଲ ଲୋକକେ ଲେଲିଯେ ଦିଯେ ବଲଲୋ, ଆମରା ଏଦେର ସାମନେ ଠେଲେ ଦିଲାମ । ଯଦି କୋରାଯଶରା କିଛୁଟା ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ତବେ ଆମରା ଏଦେର ସାଥେ ଗିଯେ ମିଳିତ ହବ । ଯଦି ଏରା ଆହତ ହୟ, ତବେ ଆମାଦେର କାହେ ତାରା ଯା କିଛୁ ଚାଇବେ, ଆମରା ତାହି ଦେବୋ । ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ଲାଭାଇ କରତେ କୋରାଯଶଦେର ଯେବେ ମାସ୍ତାନ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ଵର୍ଷଲ ଲୋକେରା ପ୍ରତ୍ତୁତ ହଲୋ ସେବର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକର ନେତା ମନୋନୀତ କରା ହଲୋ ଏକରାମ ଇବନେ ଆବୁ ଜେହେଲ, ସଫ୍ରଓଯାନ ଇବନେ ଉମାଇଯା ଏବଂ ସୋହାଯେଲ ଇବନେ ଆମରକେ । ଏ ତିନଙ୍କରେ ନେତୃତ୍ବେ ଏକଦିଲ କୋରାଯଶ ଖାନ୍‌ଦାମାୟ ସମବେତ ହଲୋ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦୁ ବକର ଗୋତ୍ରେ ହାମ୍ବାସ ଇବନେ କମେସ ନାମେ ଏକଜନ ଲୋକତ ଛିଲୋ । ଏର ଆଗେ ସେ ଅନ୍ତର ମେରାମତେର କାଜ କରତୋ । ଏକଦିନ ନିଜ ଅନ୍ତର ମେରାମତେର ସମୟ ତାର ଶ୍ରୀ ବଲଲୋ, ତୋମାର ଏ ପ୍ରତ୍ତୁତ କିମେର ଗୋଃ ହାମ୍ବାସ ବଲଲୋ, ମୋହାମ୍ମଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ମୋକାବେଲା କରା କାରୋ ପକ୍ଷେ ସନ୍ତ୍ବବ ନଯ । ହାମ୍ବାସ ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ମୋହାମ୍ମଦ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀଦେର ମୋକାବେଲା କରା କାରୋ ଆମି ତୋମାର ଦାସ ହିସାବେ ହାଯିର କରତେ ପାରବ । ଓରା ଯଦି ଆଜ ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ଆସେ, ତବେ ଓଦେର ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟେ ଆମାର କୋନ ଅଜୁହାତ ଥାକବେ ନା । ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତିଆର ରଯେଛେ । ଧାରାଲୋ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଃଖି ତଳୋଯାର । ଖାନ୍‌ଦାମାର ଯୁଦ୍ଧେ ଏ ଲୋକଟିଓ ଉପାସ୍ତିତ ହଯେଛିଲୋ ।

ঘি-তুবায়

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাররাজ জাহরান থেকে রওয়ানা হয়ে ঘি-তুবায় পৌছলেন। এ সময়ে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মর্যাদার কারণে বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা নীচু করে রেখেছিলেন। ঘি-তুবায় তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। খালেদ ইবনে ওলীদকে নিজের ডানদিকে রাখলেন। এখানে আসলাম, সোলায়েম, গোফর, মোজাইলা এবং কয়েকটি আরব গোত্র ছিলো। খালেদ ইবনে ওলীদকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন মক্কার ঢালু এলাকায় প্রবেশ করেন। খালেদকে বললেন, যদি কোরায়শদের কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে হত্যা করবে। এরপর তুমি সাফায় গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে।

হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামকে বামদিকে রাখলেন। তাঁর হাতে ছিলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন মক্কার উঁচু এলাকা অর্থাৎ কোদায় প্রবেশ করেন এবং হাজুনে তাঁর দেয়া পতাকা স্থাপন করে তাঁর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

পদব্রজে যারা এসেছিলেন তাদের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন হযরত আবু ওবায়দা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন, তিনি যেন প্রান্তরের প্রান্তসীমার পথ ধরে অগ্রসর হন এবং মক্কায় তাঁরা অবতরণ করেন।

ইসলামী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পাওয়ার পর সেনাপতিরা নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেলেন।

হযরত খালেদ এবং তাঁর সঙ্গীদের পথে যেসব পৌত্রিক আসছিলো, তাদের সাথে মোকাবেলা করে তাদের হত্যা করা হলো। হযরত খালেদের সাথী কারায় ইবনে জাবের ফাহরি এবং খুনায়েস ইবনে খালেদ ইবনে রবিয়া শাহাদাত বরণ করেন। এরা দু'জন সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য রাস্তায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাদের হত্যা করা হয়। খান্দামায় হযরত খালেদ এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে উচ্চজ্বল কোরায়শরা মুখোমুখি হলো। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হলো। এতে ১২ জন পৌত্রিক নিহত হলো। এ ঘটনায় কোরায়শদের মনে আতঙ্ক ছেয়ে গেলো। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হাম্মাস ইবনে কয়েস দ্রুত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। তাঁর স্ত্রীকে বললো, দরোজা বন্ধ রাখবে, খুলবে না। তার স্ত্রী বললো, আপনার সেই বাগাড়ুর গেলো কোথায়? হাম্মাস ইবনে কয়েস বললো, হায়রে, তুমি যদি খান্দামায় যুদ্ধের অবস্থা দেখতে, তবে এমন কথা বলতে না। তোমাকে কি আর বলবো, সফওয়ান আর একরামা ছুটে পলায়ন করলো। নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হলো। সেই তলোয়ার গলা এবং মাথা এমনভাবে কাটছিলো যে, নিহতদের হৃদয়বিদ্যায়ক চিংকার এবং হৈহল্লা ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

হযরত খালেদ (রা.) খান্দামায় শক্তদের মোকাবেলার পর মক্কার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাফায় গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হলেন।

এদিকে হযরত যোবায়ের (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে হাজুল-এর মসজিদে ফতেহ-এর কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা স্থাপন করলেন এবং তাঁর অবস্থানের জন্যে একটি কোরবা তৈরী করলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন।

বায়তুল্লাহ প্রবেশ এবং মৃত্তি অপসারণ

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মোহাজেরদের সঙ্গে নিয়ে মসজিদে হারাম— বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি হাজরে আসওয়াদ চূল্পন করলেন। এরপর কাবাঘর তওয়াফ করলেন। সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি ছড়ি ছিলো।

কাবাঘরের আশেপাশে এবং ছাদের ওপর সেই সময় তিনশত ষাটটি মৃত্তি ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে সেসব মৃত্তিকে গুঁতো দিছিলেন আর উচ্চারণ করছিলেন, সত্য এসেছে, অসত্য চলে গেছে, নিশ্চয়ই অসত্য চলে যাওয়ার মতো।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতও তিনি উচ্চারণ করছিলেন, ‘সত্য এসেছে এবং অসত্যের চলাফেরা শেষ হয়ে গেছে।’

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটনীর উপর বসে তওয়াফ করলেন এবং এহরাম অবস্থায় না থাকার কারণে শুধু তওয়াফই করলেন। তওয়াফ শেষ করার পর হ্যরত ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ)-কে ডেকে তাঁর কাছ থেকে কাবা ঘরের চাবি নিলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে কাবাঘর খোলা হলো। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন অনেকগুলো ছবি। এ সব ছবির মধ্যে হ্যরত ইবরাহিম এবং হ্যরত ইসমাইলের ছবিও ছিলো। তাঁদের হাতে ছিলো ভাগ্য গননার তীর। এ দৃশ্য দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা এই সব পৌত্রিককে ধৰ্মস করুন। আল্লাহর শপথ, এই দুইজন পয়গাওয়ার কখনেই গণনায়-এর তীর ব্যবহার করেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের ভেতর কাঠের তৈরী একটি কবুতরও দেখলেন। নিজ হাতে তিনি সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর নির্দেশে ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলা হলো।

কাবাঘরে নামায আদায় এবং কোরায়শদের উদ্দেশ্য ভাষণ

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতর থেকে কাবাঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। হ্যরত উসামা এবং হ্যরত বেলাল ভেতরেই ছিলেন। দরজা বন্ধ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার মুখোমুখি দেয়ালের কাছে গিয়ে দেয়াল থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়ালেন। এ সময় দুটি খাস্তা ছিলো বাম দিকে। একটি খাস্তা ছিলো ডানদিকে। তিনটি খাস্তা ছিলো পেছনে। সেই সময়ে কাবাঘরে ছয়টি খাস্তা বা খুঁটি ছিলো। এরপর তিনি স্থানে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি কাবাঘরের ভেতরের অংশ ঘূরলেন। সকল অংশে তকবীর এবং তওয়ীদের বাণী উচ্চারণ করলেন। এরপর পুনরায় কাবা ঘরের দরজা খুলে দিলেন। কোরায়শরা সামনে অর্থাৎ মসজিদে হারামে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো। তারা অপেক্ষা করছিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করেন। দুহাতে দরজার দুই পাল্লা ধরে তিনি কোরায়শদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি বললেন, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মারুদ নেই।’ তিনি এক ও অবিভায়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে তিনি একাই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করেছেন। শোনো, কাবাঘরের তত্ত্ববিদ্যান এবং হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া অন্য সকল সম্মান বা সাফল্য আমার এই দুই পায়ের নীচে। মনে রেখো, যে কোন রকমের হত্যাকান্তের দায়িত্ব বা ক্ষতিপূরণ একশত উট। এর মধ্যে চালিশটি উট হতে হবে গর্ভবতী।

হে কোরায়শরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে জাহেলিয়াত এবং পিতা ও পিতামহের অহংকার নিঃশেষ করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে তৈরী। এরপর তিনি এই আয়াত তেলোওয়াত করলেন, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে, তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মৌস্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

আজ কোন অভিযোগ নেই

এরপর তিনি বললেন, হে কোরায়শরা, তোমাদের ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? সবাই বললো, ভালো ব্যবহার করবেন, এটাই আমাদের ধারণা। আপনি দয়ালু। দয়ালু ভাইয়ের পুত্র। এরপর তিনি বলেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই কথাই বলছি, যে কথা হ্যারত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, ‘লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওয়া।’ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।

কাবাঘরের চাবি

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর মসজিদে হারামে বসলেন। হ্যারত আলীর হাতে ছিলো কাবাঘরের চাবি। তিনি বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাজীদের পানি পান করানোর মর্যাদার পাশাপাশি কাবাঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও আমাদের ওপর ন্যস্ত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর রহমত করুন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী এই আবেদন হ্যারত আবাস জানিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওসমান ইবনে তালহা কোথায়? তাকে ডাকা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওসমান এই নাও চাবি। আজকের দিন হচ্ছে আনুগত্যের দিন। তবাকতে ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই চাবি সবসময়ের জন্যে নাও। তোমাদের কাছ থেকে এ চাবি সেই কেড়ে নেবে যে যালেম। হে ওসমান (রা.), আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তার ঘরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন। কাজেই বায়তুল্লাহ থেকে যা কিছু পাও, তা ভক্ষণ করবে।

কাবার ছাদে বেলালের আবান

নামায়ের সময় হয়ে গিয়েছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে কাবার ছাদে উঠে আবান দেয়ার আদেশ দিলেন। সে সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, আন্তাব ইবনে আছিদ এবং হাবেছ ইবনে হেশাম কাবার আঙিনায় বসেছিলো। সেখানে অন্য কেউ ছিলো না। আন্তাব বললো, আল্লাহ তায়ালা আছিদকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, তাকে এই আবান শুনতে হ্যানি। নতুবা তাকে এক অপ্রীতিকর জিনিস শুনতে হতো। একথা শুনে হারেস বললো শোনো, আল্লাহর শপথ, যদি আমি শুনতে পারি যে, তিনি সত্য তবে আমি তার আনুগত্যকারী হয়ে যাব। আবু সুফিয়ান বললেন, দেখো, আমি কিছু বলুঁ না। যদি কিছু বলি আল্লাহর শপথ, তবে এই পাথরের টুকরোগুলোও আমার সম্পর্কে থবর দেবে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে হায়ির হয়ে বললেন, এ মাত্র তোমরা যা বলেছ, আমি সব জানি। এরপর তিনি তাদের কথা তাদের শোনালেন। এ বিশ্বায়কর ঘটনায় হারেছ এবং আন্তাব বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহর শপথ, আমাদের কথা শোনার মতো কেউ আমাদের সঙ্গে ছিলো না। আমরা বলছি যে, আপনাকে আমাদের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিজয় বা শোকরানার নামায

সেদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উষ্মে হানি বিনতে আবু তালেবের ঘরে গিয়ে গোসল করলেন। এরপর সেখানে আট রাকাত নামায আদায় করলেন।

তখন ছিলো চাশত-এর সময়। এ কারণে কেউ বললো, এটা চাশত-এর নামায, কেউ বললো, ফতেহ বা বিজয়ের পর শোকরানার নামায। উষ্মে হানি তার দু'জন দেবরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উষ্মে হানি, তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছো, তাদের আমিও আশ্রয় দিলাম। একথা বলার কারণ ছিলো এই যে, উষ্মে হানির দুই দেবরকে হ্যরত আলী (রা.) হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। উষ্মে হানি ছিলেন হ্যরত আলীর বোন। উষ্মে হানি তার দুই দেবরকে লুকিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গেলে উষ্মে হানি তাকে দেবরদের সমস্যা সম্পর্কে বললে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

চিহ্নিত কর্যেকজন শাক্ত

মক্কা বিজয়ের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়জন কুখ্যাত চিহ্নিত অপরাধীকে হত্যা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে এদের ব্যাপারে বলা হয় যে, এরা কাবাঘরের পর্দার নীচে আঞ্চলিক করলেও যেন হত্যা করা হয়। এরা হলো:

১. আবদুল ওজ্জা ইবনে খাতাল
২. আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু ছারাহ
৩. একরামা ইবনে আবু জেহেল
৪. হারেছ ইবনে নুফায়েল ইবনে ওয়াহাব
৫. মাকিছ ইবনে ছাবাবা
৬. হাক্বার ইবনে আসওয়াদ
৭. ইবনে খাতালের দুই দাসী, যারা কবিতার মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদনাম রঁটাতো
৯. সারাহ সে ছিলো আবদুল মোতালেবের সন্তানদের একজনের দাসী। সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃৎসা রঁটনা করতো অধিকস্তু তার কাছেই মক্কায় প্রেরিত হাতেবের চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু ছারাহকে হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষার সুপরিশ করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণভিক্ষা দিয়ে তার ইসলাম গ্রহণ মেনে নিলেন। কিন্তু এর আগে তিনি কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, ইতিমধ্যে কোন একজন সাহাবী আবদুল্লাহকে হত্যা করুক। কেননা এই লোকটি আগেও একবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলো কিন্তু পরে মোরতাদ অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হয়ে মক্কায় পালিয়ে এসেছিলো। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণের পর অবশ্য তিনি ইসলামের ওপর আটল অবিচল ছিলেন।

একরামা ইবনে আবু জেহেল ইয়েমেনের পথে পালিয়ে গিয়েছিলো। তার স্ত্রী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মঙ্গের করলেন। এরপর সেই মহিলা স্বামীর পথের অনুসরণ করে তাকে ফিরিয়ে আনলো। একরামা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম খাঁটি ইসলামই প্রমাণিত হয়েছিলো।

ইবনে খাতাল কাবাঘরের পর্দা ধরে ঝুলিলো। একজন সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন, ওকে হত্যা করো। সেই সাহাবী গিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

মাকিছ ইবনে ছাবাবাকে হযরত নোমাইলা ইবনে আবদুল্লাহ হত্যা করলেন। মাকিছ প্রথমে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু পরে ধর্মান্তরিত হয় এবং একজন আনসার সাহাবীকে হত্যাও করে। এরপর মকায় মোশরেকদের কাছে ফিরে যান।

হারেছ মকায় রসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন।

হাব্বাব ইবনে আসওয়াদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব (রা.)-কে তাঁর হিজরতের সময়ে এমন জোরে ধাক্কা মেরেছিলেন যে, তিনি হাওদায় থেকে শক্ত প্রাপ্তিরে গিয়ে পড়ে যান। এতে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন এ লোকটি পালিয়ে যায়। পরে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তাঁর ইসলামও যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিলো।

ইবনে খাতালের দুইজন দাসীর মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয়। অন্যজনের জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রাগভিক্ষা করা হয় এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে।

হাতেবের পত্রাবাহক সারাহর জন্যেও প্রাগভিক্ষা চাওয়া হয় এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে।

বাকি পাঁচজনের প্রাগভিক্ষা দেয়া হয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

□ ইবনে হাজার লিখেছেন, যাদেরকে হত্যা তালিকায় রাখা হয়েছিলো তাদের প্রসঙ্গে আবু মাশাব আরো একজনের নাম উল্লেখ করেন। সে হচ্ছে হারেস ইবনে তালাল খায়ায়ী। হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন। □ ইমাম হাকেম এই তালিকায় কা'ব ইবনে যুহাইর-এর নামও উল্লেখ করেন। কা'ব এর ঘটনা বিখ্যাত। তিনি পরে এসে ইসলাম গ্রহণ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। □ এই তালিকায় ওয়াহশী ইবনে হারব এবং আবু সুফিয়ানের স্তৰী হেন্দ বিনতে ওতবার নামও ছিলো। তারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। □ ইবনে খাতালের দাসী আরনবকে হত্যা করা হয়। □ উম্মে সাদকেও হত্যা করা হয়। ইবনে ইসহাক এরপ উল্লেখ করেছেন। এই হিসাবে পুরুষদের সংখ্যা আট এবং মহিলাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়। এমনও হতে পারে যে, আরনব এবং উম্মে সাদ একই দাসীর নাম। লকব এবং কুনিয়তের ক্ষেত্রেই শুধু পার্থক্য রয়েছে।

□ সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে যদিও হত্যা তালিকায় রাখা হয় নাই কিন্তু বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা হিসাবে তাঁর মনে নিজের জীবনের আশঙ্কা ছিলো। এ কারণে সে পালিয়ে গিয়েছিলো। ওমায়ের ইবনে ওহাব জুহমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হায়ির হয়ে তাঁর নিরাপত্তার আবেদন জানান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দেন। নিরাপত্তার নির্দর্শন স্বরূপ তিনি ওমায়েরকে নিজের পাগড়ি প্রদান করেন। উল্লেখ্য মকায় প্রবেশের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পাগড়ি মাথায় দিয়েছিলেন। ওমায়ের সফওয়ানের কাছে গেলেন। সে সময় সফওয়ান জেন্দা থেকে ইয়েমেনে সমুদ্রপথে পালিয়ে যেতে লোকায় আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন। ওমায়ের সেখান থেকে সফওয়ানকে নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহর কাছে এসে সফওয়ান দুই মাসের সময় চাইলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চার মাসের সময় দিলেন। এরপর সফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর স্তৰী আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে প্রথম বিয়ের ওপর অটুট রাখলেন।

□ ফোয়ালা ছিলো একজন অপরাধী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তওয়াফ করার সময় সে তাঁকে হত্যার কুমতলবে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ତାକେ ତାର ମନେର ସଡ଼୍ୟାନ୍ତ୍ରେର କଥା ବଲେ ଦିଲେନ । ଏତେ ଫୋୟାଲାର ବିଶ୍ୟେର ସୀମା ରାଇଲ ନା । ସାଥେ ସାଥେ ସେ ପାଠ କରିଲେ ଲା-ଇଲାହା ଇଲାହାହ ମୋହାମ୍ମାଦୁର ରସ୍ମୁଲାହ ।

ମଙ୍କା ବିଜଯେର ପରଦିନ ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଭାଷଣ

ମଙ୍କା ବିଜଯେର ପରଦିନ ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଭାଷଣ ଦେଯାର ଜନ୍ୟେ ଦାଁଡ଼ାଲେନ । ତିନି ଆଲାହାର ସଥାଯଥ ପ୍ରଶ୍ନ୍ସା କରାର ପର ବଲଲେନ, ‘ହେ ଲୋକସକଳ, ଆଲାହ ତାଯାଲା ଯେ ତାରିଥେ ଆସମାନ ଯମିନ ସୃଷ୍ଟି କରେଛିଲେନ ସେଦିନଇ ମଙ୍କାକେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଶହର ହିସେବେ ନିର୍ଧାରଣ କରେନ । ଏକାରଣେ ଏଇ ଶହରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେଯାମତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୁଟ ଥାକବେ । ଆଲାହ ତାଯାଲା ଏବଂ ରୋଯ କେଯାମତେର ଓପର ବିଶ୍ୱାସୀ କୋନ ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟେଇ ଏଇ ଶହରେ ରକ୍ତପାତ କରା ବା କୋନ ଗାଛ କାଟା ବୈଧ ନୟ । ଯଦି କେଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋଲେ ଯେ, ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏଥାନେ ରକ୍ତପାତ କରେଛେ ତବେ ତାକେ ବଲବେ ଯେ, ଆଲାହ ତାଯାଲା ତାଁର ରସ୍ମୁଲକେ ଅନୁମତି ଦିଯେଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ତୋମାଦେର ସେ ଅନୁମତି ଦେଯା ହୟନି । ଆର ଆମାର ଜନ୍ୟେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟେଇ ରକ୍ତପାତ ବୈଧ କରା ହୟେଛିଲୋ । ଅତୀତେ ଯେମନ ଏଥାନେ ରକ୍ତପାତ ଖୁନ ଖାରାବି ନିଷିଦ୍ଧ ଛିଲୋ ଭବିଷ୍ୟତେও ତାଇ ଥାକବେ । ଯାରା ଏଥାନେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ରଯେଛେ ତାରା ଅନୁପର୍ଦ୍ଵିତୀୟର ଏ ଖବର ଜାନିଯେ ଦେବେ ।’

ଏକ ବର୍ଣନାୟ ଆରୋ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ରଯେଛେ ଯେ, ଏଥାନେର କାଟା ଯେନ କାଟା ନା ହୟ, ଶିକାର ଯେନ ତାଡ଼ାନୋ ନା ହୟ, ପଥେ ପଡ଼ା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜିନିସ ଯେନ ତୋଲା ନା ହୟ । ତବେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲତେ ପାରବେ, ଯେ ସେଇ ଜିନିସେର ପରିଚଯ କରାବେ । ଏଥାନେ ଘାସ ଯେନ ତୋଲା ନା ହୟ । ହୟରତ ଆକରାସ (ରା.) ଇଯଥିର ଘାସେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁଲେ ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲଲେନ, ହାଁ ଇଯଥିର ଘାସ ତୋଲା ଯାବେ । ବନୁ ଖାଯାଆ ଗୋଟେର ଲୋକେରା ସେଦିନ ବନୁ ଲାଇସେର ଏକଜନକେ ହତ୍ୟା କରିଲେ । କାରଣ ବନୁ ଲାଇସେର ଲୋକେରା ଆଇୟାମେ ଜାହେଲିଆତେର ସମୟେ ବନୁ ଖାଯାଆ ଗୋଟେର ଏକଜନ ଲୋକକେ ହତ୍ୟା କରେଛିଲୋ । ରସ୍ମୁଲେ ଖୋଦା ଏ ସମ୍ପର୍କେ ବଲଲେନ, ଖାଯାଆ ଗୋଟେର ଲୋକେରା ତୋମରା ହତ୍ୟାକାନ୍ତ ଥେକେ ନିଜେଦେର ବିରତ ରାଖୋ । ହତ୍ୟାକାନ୍ତ ଯଦି କଲ୍ୟାଣକର ପ୍ରମାଣିତ ହତୋ, ତବେ ଆଗେଇ ହତୋ । ଅନେକ ହତ୍ୟାକାନ୍ତ ଘଟେଛେ । ତୋମରା ଏମନ ଏକଜନ ଲୋକକେ ହତ୍ୟା କରେଛୋ, ଯାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଅବଶ୍ୟାଇ ଆମି ଆଦାୟ କରିବୋ । ଏଥନ ଥେକେ କେଉ ଯଦି କାଟୁକେ ହତ୍ୟା କରେ ତବେ ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତୀଯ ସ୍ଵଜନ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ଘାତକଦେର କାଟୁକେ ହତ୍ୟା କରତେ ପାରବେ ଆର ଇଚ୍ଛା କରିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିତେ ପାରବେ ।

ଏକ ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଏଇ ଘୋଷଣାର ପର ଆବୁ ଶାହ ନାମେ ଇଯେମେନେର ଏକଜନ ଲୋକ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ବଲଲୋ, ହେ ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ, ଆପନାର ଏଇ ଘୋଷଣା ଆମାର ଜନ୍ୟେ ଲିଖିଯେ ଦିନ । ତିନି ଲିଖେ ଦେଯାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ ।¹⁰

ଆନ୍ସାରଦେର ସଂଶ୍ରାୟ

ମଙ୍କା ବିଜଯେର ପର ଆନ୍ସାରରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ବଲାବଲି କରେଛିଲେ ଯେ, ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତାଁର ମାତ୍ରଭୂମି ଅଧିକାର କରାର ପର କି ମଙ୍କାଇ ଥାକବେନ? ସେଇ ସମୟ ରସ୍ମୁଲ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ସାଫା ପରିତେ ହାତ ତୁଲେ ଦୋଯା କରେଛିଲେନ । ଦୋଯା ଶେଷ କରେ ତିନି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ‘ତୋମରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ କି କଥା ବଲାବଲି କରେଛିଲେ?’ ଆନ୍ସାରରା ଅସୀକାର କରିଲେନ । ବାର ବାର ଜିଜ୍ଞାସାର

¹⁰. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ, ପୃ. ୨୨, ୨୧୬

ପର ତାରା ନିଜେର ସଂଶୟର କଥା ଜାନାଲେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ଆନ୍ତାହର ପାନାହ, ଏଥନ ଜୀବନ ମରଣ ତୋମାଦେର ସାଥେ ।

ବାଇୟାତ

ଆନ୍ତାହ ରବ୍ବୁଲ ଆଲାମୀନ ତାଁର ପ୍ରିୟ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ମଙ୍କାର ବିଜୟ ଦେୟର ପର ମଙ୍କାର ଅଧିବାସୀଦେର ସାମନେ ସତ୍ୟ ପରିକାର ହୟେ ଗେଲୋ । ତାରା ବୁଝତେ ପାରିଲୋ ଯେ, ଇସଲାମ ବ୍ୟତୀତ ସାଫଲ୍ୟେର କୋନ ପଥ ନେଇ । ଏ କାରଣେ ଇସଲାମେର ଅନୁସାରୀ ହେୟାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାମନେ ବାଇୟାତେର ଜନ୍ୟେ ହାଧିର ହଲୋ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସାଫାର ଓପରେ ବସେ ଲୋକଦେର କାହୁ ଥେକେ ବାଇୟାତ ନିତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । ହୟରତ ଓମର (ରା.) ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ନୀଚେ ଛିଲେନ ଏବଂ ଲୋକଦେର କାହୁ ଥେକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଦାୟ କରାଇଲେନ । ଉପର୍ତ୍ତିତ ଲୋକେରା ଏବଂ ମର୍ମେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବନ୍ଧ ହଲୋ ଯେ, ତାରା ଯତୋଟା ସନ୍ତ୍ଵବ ତାଁର କଥା ଶୁନବେ ଏବଂ ମେନେ ଚଲବେ ।

ତାଫସୀରେ ମାଦାରେକେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ପୁରୁଷଦେର କାହୁ ଥେକେ ବାଇୟାତ ଗ୍ରହଣେର ପର ମହିଳାଦେର କାହୁ ଥେକେଓ ବାଇୟାତ ନେନ । ହୟରତ ଓମର (ରା.) ନୀଚେ ଛିଲେନ ଏବଂ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଆଦେଶେ ବାଇୟାତ ନିଛିଲେନ, ମହିଳାଦେର ତାଁର କଥା ଶୋନାଇଲେନ ।

ସେ ସମୟ ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଶ୍ରୀ ହେନ୍ଡା ଭିନ୍ନ ପୋଶାକେ ହାଧିର ହଲେନ । ଆସଲେ ହୟରତ ହାମ୍ୟାର (ରା.) ଲାଶେର ସାଥେ ତିନି ଯେ ଆଚରଣ କରେଛିଲେନ ସେ କାରଣେ ଭୀତ ଛିଲେନ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତାକେ ଚିନେ ଫେଲେନ କିନା । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏହି ବଲେ ବାଇୟାତ ନିଛିଲେନ ଯେ, ତୋମରା ଆନ୍ତାହର ସାଥେ କାଟକେ ଶରିକ କରବେ ନା । ହୟରତ ଓମର (ରା.) ସେଇ କଥାରଇ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ ବଲଲେନ, ମହିଳାରା ତୋମରା ଆନ୍ତାହର ସାଥେ କାଟକେ ଶରିକ କରବେ ନା । ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ ତୋମରା ଚାରି କରବେ ନା । ଏକଥା ବଲାର ପରଇ ହେନ୍ଡା ବଲଲୋ, ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଆନ୍ତ କୃପଣ, ଆମି ଯଦି ତାର ଧନ-ସମ୍ପଦ ଥେକେ କିଛୁ ନେଇ, ତଥାକି ହେବେ ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ସେଖାନେ ଉପର୍ତ୍ତି ଛିଲେନ, ତିନି ବଲଲେନ, ତୁମି ଯା କିଛୁ ନେବେ ସେବ ତୋମାର ଜନ୍ୟେ ହାଲାଲ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହାସଲେନ । ଏରପର ବଲଲେନ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମି କି ହେନ୍ଡା? ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର ଶ୍ରୀ ବଲଲୋ, ହଁ, ହେ ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ, ଯା କିଛୁ ହୟେ ଗେଛେ, ସେବ ମାଫ କରେ ଦିନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ‘ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ତୋମାକେ ମାର୍ଜନା କରଣ୍ମ ।’

ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଯେନା କରବେ ନା । ଏକଥା ଶୁନେ ହେନ୍ଡା ବଲଲେନ, ସ୍ଵାଧୀନ କୋନ ନାରୀ କି ଯେନା କରତେ ପାରେ? ଏରପର ତିନି ବଲଲେନ, ନିଜେର ସନ୍ତାନକେ ହତ୍ୟା କରବେ ନା । ହେନ୍ଡା ବଲଲେନ, ଶୈଶବେ ଆମି ତାଦେର ଲାଲନ-ପାଲନ କରେଛି, ବଡ଼ ହେୟାର ପର ଆପନାର ଲୋକେରା ତାଦେର ହତ୍ୟା କରେଛେ । କାଜେଇ ତାଦେର ବିଷୟେ ଆପନି ଏବଂ ତାରା ଭାଲୋ ଜାନେନ ।

ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ହେନ୍ଡାର ପୁତ୍ର ହାନ୍ୟାଲା ଇବନେ ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧର ଦିନେ ନିହତ ହୟେଛିଲୋ । ହେନ୍ଡାର କଥା ଶୁନେ ହୟରତ ଓମର (ରା.) ହେସେ କୁଟି କୁଟି ହଲେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ-ଓ ହାସଲେନ ।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারো নামে অপবাদ দেবে না। হেন্দা বললেন, আল্লাহর শপথ, অপবাদ বড় খারাপ জিনিস। আপনি প্রকৃতই হেদায়াত এবং উন্নত চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন স্থিরিকৃত বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানি করবেন না। হেন্দা বললেন, আল্লাহর শপথ, এই মজলিসে আমি মনে এমন ভাব নিয়ে বসিনি যে, আপনার নাফরমানী করবো।

এরপর ফিরে এসে হেন্দা তার বাড়ীর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলল। মূর্তি ভাঙতে ভাঙতে হেন্দা বলছিলেন, ‘তোমাদের ব্যাপারে আমরা ধোঁকার মধ্যে ছিলাম।’^{১১}

মক্কায় নবী (স.)-এর অবস্থান

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে ইসলাম শিক্ষা, তাকওয়া ও হেদায়াত সম্পর্কে পথ নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সেই সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে আবু উচ্চায়েদ খায়ায়ি (রা.) নতুন করে হরম শরীফের খুঁটি স্থাপন করলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত সময়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ছারিয়া অর্ধাং ছোট ধরনের সেনাদল প্রেরণ করলেন। এমনি করে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে একজন ঘোষণা করলেন যে, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের ঘরে মৃত্যি না রাখে, বরং মৃত্যি যেন ভেঙ্গে ফেলে।

সেনাদল এবং প্রতিনিধি দল প্রেরণ

১. মক্কা বিজয়ের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ হিজরীর রম্যানের ২৫ তারিখে খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি ছারিয়া প্রেরণ করেন। ওয়া নির্মূল করতে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। ওয়া ছিলো নাখলায়। কোরায়শ এবং সমগ্র বনু কেনানা গোত্র এ মৃত্যির পূজা করতো। এটি ছিলো তাদের সবচেয়ে বড় মৃত্যি। বনু শায়বান গোত্র এ মৃত্যির তত্ত্বাবধান করতো। হ্যরত খালেদ ত্রিশ জন সওয়ারী সৈন্যসহ নাখলায় গিয়ে এ মৃত্যি ভেঙ্গে ফেলেন। ফিরে আসার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত খালেদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কিছু দেখেছো? তিনি বলেন, কই না তো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তো তুমি মৃত্যি ভাঙতে পারোনি!

হ্যরত খালেদ পুনরায় নামা তলোয়ার উঁচিয়ে গেলেন। এবার তিনি দেখলেন তাঁর দিকে এক কালো নগু মাথা ন্যাড়া মহিলা এগিয়ে আসছে। হ্যরত খালেদ তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। এতে সেই মহিলা দুই টুকরো হয়ে গেলো। হ্যরত খালেদ এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন, হাঁ, সেই ছিলো ওয়া। এবার সে তোমাদের দেশে তার পূজার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।

২. এরপর সেই মাসেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোয়া নামক অন্য একটি মৃত্যি ধূংস করতে আমর ইবনুল আসকে পাঠালেন। এটা ছিলো মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে। রেহাত এলাকায় বনু হোয়াইল গোত্র এর পূজা করতো। হ্যরত আমর সেখানে যাওয়ার পর পুরোহিত বললো, তুমি কি চাও? তিনি বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে এ মৃত্যি

ଧ୍ୱଂସ କରତେ ଏସେଛି । ପୁରୋହିତ ବଲଲୋ, ତୁମି ସେଟା ପାରବେ ନା । ତିନି ବଲଲେନ, କେନ୍ତା ପୁରୋହିତ ବଲଲୋ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଥେକେ ତୋମାକେ ବାଧା ଦେଯା ହବେ । ତିନି ବଲଲେନ, ତୋମାର ଜନ୍ୟେ ଆଫସୋସ । ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଦେଖତେ ପାଯ? ଶୁଣନ୍ତେ ପାଯ? ତୁମି ଏଖଣେ ମିଥ୍ୟାର ଓପର ରହେଛୋ? ଏରପର ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଙେ ସଙ୍ଗୀଦେର ମୂର୍ତ୍ତିଘରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲାତେ ବଲଲେନ । କିନ୍ତୁ କୋନ ଜିନିସ ପାଓୟା ଗେଲୋ ନା । ହ୍ୟରତ ଆମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ମୂର୍ତ୍ତିଘର ଓ ଧ୍ୱଂସ କରେ ଦେଯ ହଲୋ । ଏରପର ତିନି ପୁରୋହିତକେ ଜିଜାସା କରଲେନ କି, କେମନ ବୁଝିଲେ, ପୁରୋହିତ ବଲଲୋ, ଆମି ଲା ଶାରିକ ଆଲ୍ଲାହର ଓପର ବିଷ୍ଵାସ ସ୍ଥାପନ କରଲାମ ।

୩. ସେଇ ମାସେଇ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଇବନେ ଯାଯେଦ ଆଶହାଲିର ନେତ୍ରତ୍ୱେ ବିଶଜନ ମୈନ୍ ପ୍ରେରଣ କରା ହଲୋ । ଏରା ମାନାତ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରତେ ଗେଲେନ । କୋଦାୟେଦେର କାହେ ମାଶାଲ ନାମକ ଏଲାକାଯ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଲୋ । ଗାସସାନ, ଆଓସ ଏବଂ ଖାୟରାଜ ଗୋତ୍ରେ ଏର ପୂଜା କରତୋ । ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ମେଥାନେ ପୌଛାର ପର ପୁରୋହିତ ବଲଲୋ, କି ଚାଓ? ତିନି ବଲଲେନ ମାନାତକେ ଧ୍ୱଂସ କରତେ ଚାଇ ।

ପୁରୋହିତ ବଲଲୋ, ତୁମି ଜାନୋ ଆର ତୋମାର କାଜ ଜାନେ । ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ, ବିଭିନ୍ନ ଚେହାରାର କାଳୋ ନ୍ୟାଡ଼ୀ ମାଥା ଏକ ମହିଳା ବେରିଯେ ଏସେଛେ । ସେ ବୁକ ଚାପଡ଼ାତେ ଚାପଡ଼ାତେ ସେ ହାୟ ହାୟ କରଛିଲୋ । ପୁରୋହିତ ବଲଲୋ, ମାନାତ ତୋମାର କିନ୍ତୁ ନାଫରମାନକେ ଧରୋ । ଇତ୍ୟବସରେ ହ୍ୟରତ ସା'ଦ ତଳୋଯାର ଦିଯେ ମାନାତକେ ଦ୍ଵିଖିତି କରେ ଫେଲଲେନ । ଏରପର ମୂର୍ତ୍ତିଘର ଧ୍ୱଂସ କରା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ମେଥାନେ କୋନ କିନ୍ତୁ ପାଓୟା ଗେଲୋ ନା ।

୪. ଓଜ୍ଜା ଧ୍ୱଂସ କରେ ଫିରେ ଆସାର ପର ସେଇ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ (ରା.)-କେ ବନୁ ଜାଜିମାର କାହେ ପାଠାଲେନ । ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ନିଯେ ତାକେ ପାଠାନୋ ହେଁଛିଲୋ । ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ (ରା.) ମୋହାଜେର ଆନସାର ଏବଂ ବନୁ ସାଲିମ ଗୋତ୍ରେର ସାଡ଼େ ତିନି ଶତ ଲୋକ ନିଯେ ରଗ୍ୟାନା ହଲେନ । ବନୁ ଜାଜିମା ଗୋତ୍ରେର କାହେ ପୌଛେ ତାରା ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିଲେନ । ତାରା 'ଆସଲାମନା' ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଲାମ ବଲାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଲଲୋ, ଛାବାନା ଛାବାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା ନିଜେଦେର ଦ୍ଵୀନ ତ୍ୟାଗ କରଲାମ । ଏତେ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ ତାଦେର ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରେଫତାର ଶୁରୁ କରଲେନ । ତାରପର ଏକଜନ କରେ ବନ୍ଦୀକେ ନିଜେର ପ୍ରତ୍ୟେ ସଙ୍ଗୀର କାହେ ଦିଯେ ତାଦେର ହତ୍ୟା କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଓମର ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀର ସେନାପତିର ଆଦେଶ ପାଲନେ ଅସ୍ଵିକୃତି ଜାନାଲେନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର କାହେ ଏସେ ଏ ଘଟନା ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହଲୋ । ତିନି ଦୁଇହାତ ଆକାଶର ଦିକେ ତୁଲେ ଦୁଇ ବାର ବଲଲେନ, 'ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଖାଲେଦ ଯା କିନ୍ତୁ କରେଛେ, ଆମି ତା ଥେକେ ତୋମାର କାହେ ପାନାହ ଚାଇ ।' ୧୨

ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ବନୁ ସାଲିମ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ନିଜେଦେର ବନ୍ଦୀଦେର ହତ୍ୟା କରେନ । ଆନସାର ଏବଂ ମୋହାଜେରରା ତାଦେର ବନ୍ଦୀଦେର ହତ୍ୟା କରେନନି । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏ ଘଟନାର ପର ହ୍ୟରତ ଆବଦୁର ରହମାନ ଇବନେ ଆଓଫ (ରା.)-ଏର ମଧ୍ୟେ ତୀତ୍ର କଥା କାଟାକାଟି ହେଁଛିଲୋ । ଏ ଖବର ଶୋନାର ପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ଖାଲେଦ, ଥାମୋ, ଆମାର ସାଥୀଦେର କିନ୍ତୁ ବଲା ଥେକେ ବିରତ ହେଁ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଯଦି ଓହ୍ମ ପାହାଡ଼ ସୋନା ହୟେ ଯାଯ ଏବଂ ତାର ସବୁକୁ ତୁମି ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ବ୍ୟୟ

করো তবু আমার সাথীদের মধ্যে কারো এক সকাল বা এক বিকেলের এবাদাতের সমর্মর্যাদাতেও তুমি পৌছুতে পারবে না।^{১৩}

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধই ছিলো প্রকৃত মীমাংসাকারী যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ই ছিলো প্রকৃত বিজয়, যা মোশারেকদের শক্তিমত্তা ও অহংকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। আরব উপনিষদে শেরক বা মূর্তিপূজার আর কোন অবকাশই থাকলো না। কেননা মুসলমান ও মোশারেক ছাড়া সাধারণ শ্রেণীর মানুষরা অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ব্যাপারটি দেখতে চাহিল যে, এই সংযাতের পরিণতিটা কি রূপ নেয়। সাধারণ মানুষ এটা ভালভাবেই জানতো যে, যে শক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কেবলমাত্র সেই শক্তিই কাবার ওপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। তাদের বিশ্বাসকে অধিক বলীয়ান করেছিলো অর্ধশতাদী পূর্বে সংঘটিত আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর ঘটনা। আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান হস্তীবাহিনী কিভাবে ধ্রংস নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো তা তৎকালীন আরববাসীর চাকুয় প্রত্যক্ষ করেছিলো।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিলো মক্কা বিজয়ের সূচনা বা ভূমিকা স্বরূপ। এ সন্ধির ফলে শাস্তি ও নিরাপত্তার ঝর্ণা চারিদিকে প্রবাহিত হচ্ছিলো। মানুষ একে অন্যের সাথে খোলাখুলি আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছিলো। ইসলাম সম্পর্কে তারা মতবিনিময় ও তর্ক বিতর্ক করছিলো। মক্কায় যেসব লোক গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তারাও দ্বীন সম্পর্কে মত বিনিময়ের সুযোগ পেলো। ফলে বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হলো। ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশী ছিলো না। অথচ মক্কা বিজয়ের সময় তাদের সংখ্যা ছিলো ১০ হাজার।

এ সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধে লোকদের দৃষ্টি খুলে গেলো। তাদের চোখের ওপর পড়ে থাকা সর্ব-স্বর্ণ পর্দাও অপসারিত হলো। দ্বীন ইসলাম গ্রহণের পথে আর কোন বাধাই রইল না। মক্কা বিজয়ের পর মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আকাশে মুসলমানদের সূর্য চমকাতে লাগলো। দ্বীনী কর্তৃত দুনিয়ারী আধিপত্য উভয়েই পুরোপুরি মুসলমানদের হাতে এসে গেলো।

হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানদের যে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের পর তা পূর্ণতা লাভ করলো। পরবর্তী অধ্যায় ছিলো শুধু মুসলমানদের জন্যে এবং পরিস্থিতি ছিলো মুসলমানদের একক নিয়ন্ত্রণে। এরপরে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের সামনে একটা পথই খোলা ছিলো তারা প্রতিনিধিদলসহ গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর বাস্তবেপরবর্তী দু'বছর ধরে একাজাই চলেছিলো।

তৃতীয় পর্যায় হোনায়েনের যুদ্ধ

এটা ছিলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তী জীবনের শেষ পর্যায়। প্রায় তেইশ বছরের শ্রম সাধনায় তিনি যে কষ্ট করেছিলেন তাঁর জীবনের এই পর্যায় ছিলো সেই স্বীকৃতি।

এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মক্কা বিজয় ছিলো নবী (সা):-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এ বিজয়ের ফলে পরিস্থিতির যুগান্তকারী পরিবর্তন হয় এবং আরবের পরিবেশ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। এ বিজয় ছিলো পূর্বাপর সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধন। আরব জনগণের দৃষ্টিতে কোরায়শ ছিলো দ্বীনের হেফায়তকারী ও সাহায্যকারী। সমগ্র আরব ছিলো এ ক্ষেত্রে তাদের অধীনস্থ। কোরায়শদের পরাজয়ের অর্থ হচ্ছে এই যে, সমগ্র আরব ভূখণ্ড মৃত্তিপূজা সম্মুলে উৎপাটিত হয়েছে চিরদিনের জন্যে।

উল্লিখিত শেষ পর্যায়টি দুইভাগে বিভক্ত। এক, মোজাহাদা ও যুদ্ধ। দুই, ইসলাম গ্রহণের জন্যে বিভিন্ন কওম ও গোত্রের ছুটে আসা। এ উভয় অবস্থা পরম্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হোনায়েনের যুদ্ধ

আকস্মিক অভিযানে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিলো। এতে আরবের জনগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে এ অপ্রতাপিত অভিযানের মোকাবেলা করার শক্তি ছিলো না। এ কারণে শক্তিশালী অহংকারী উচ্ছ্বেল কিছু গোত্র ছাড়া অন্য সবাই আস্তসমর্পণ করেছিলো। উচ্ছ্বেল গোত্রসমূহের মধ্যে হাওয়ায়েন এবং ছাকিফ ছিলো নেতৃস্থানীয়। তাদের সাথে মুয়ার জোশাম সাদ ইবনে বকর-এর গোত্রসমূহ এবং বনু বেলালের কিছু লোক শামিল হয়েছিলো। এসব গোত্রের সম্পর্ক ছিলো কাইসে আইলানের সাথে। মুসলমানদের কাছে আস্তসমর্পণ করা তারা আস্তম্যাদার পরিপন্থী মনে করছিলো। তাই তারা মালেক ইবনে আওফ নসরীর কাছে গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নিলো।

শক্তিদের রওয়ানা এবং আওতাস-এ উপস্থিতি

সিদ্ধান্তের পর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে মালেক ইবনে আওফের নেতৃত্বে সকল সমবেত সকল অযুসলিম রওয়ানা হলো। তারা তাদের পরিবার-পরিজন এবং পশুপাল নিজেদের সঙ্গে নিয়ে চললো। আওতাস প্রান্তরে তারা উপস্থিত হলো। আওতাস হচ্ছে হোনায়েনের কাছে বনু হাওয়ায়েন এলাকার একটি প্রান্তর। কিন্তু এ প্রান্তর হোনায়েন থেকে পৃথক। হোনায়েন একটি পৃথক প্রান্তর। এটি যুল মাজাজ-এর সন্নিকটে অবস্থিত। সেখান থেকে আরাফাত হয়ে মক্কার দূরত্ব দশ মাইলের বেশী।^১

¹. ফতহল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃ. ২৭, ৪২

ଶକ୍ରଦେର ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ

ଆଓତାସ-ଏର ଅବତରଣେ ପର ଲୋକେରା କମାଭାର ମାଲେକ ଇବନେ ଆଓଫେର ସାମନେ ହାୟିର ହଲୋ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବିନ ସମର ବିଶାରଦ ଦୁରାଇଦ ଇବନେ ଛୋଷାଓ ଛିଲୋ । ଏହି ଲୋକଟି ବୟସେର ଭାବେ ଛିଲୋ ନ୍ୟାଜ । ବହୁ ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଜ୍ଞତା ଛିଲୋ ତାର । ଏକ ସମୟ ମେ ଛିଲୋ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା । ଏଥିନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣନା ଏବଂ ମେ ଆଲୋକେ ପରାମର୍ଶ ଦେଯା ଛାଡ଼ା ତାର କିଛୁ କରାର ନେଇ । ମେ ମାଲେକକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ ଯେ, ତୋମରା କୋନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରଯେଛୋ ? ତାକେ ବଲା ହଲୋ, ଆଓତାସ ପ୍ରାନ୍ତରେ । ମେ ବଲଲୋ, ଏଟା ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶେର ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଯଗା । କିଛୁ ଗାଧା, ଉଟ, ଯୋଡ଼ାର ଡାକାଡାକି, ଶିଶୁ ସନ୍ତାନେର କାନ୍ଦା ମେଯେଦେର ଗଲାର ଆୟାୟ ପାଛି । ତାକେ ଜାନାଲୋ ହଲୋ ଯେ, କମାଭାର ମାଲେକ ଇବନେ ଆଓଫ ସୈନ୍ୟଦେର ସାଥେ ତାଦେର ପରିବାର-ପରିଜନ ଏବଂ ପଶ୍ଚପାଲ ନିଯେ ଏସେହେ । ଦୁରାଇଦ ଏର କାରଣ ଜାନତେ ଚାଇଲେ ତାକେ ବଲା ହଲୋ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା ତାର କାହେ ମଜୁଦ ଶ୍ରୀ-ପୁତ୍ର-କନ୍ୟା ଏବଂ ପଶ୍ଚପାଲେର ଆକର୍ଷଣେ ବୀରତ୍ବେର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରବେ ।

ମାଲେକ ଇବନେ ଆଓଫେର ଏ ଜ୍ଵାବ ଶୁଣେ ଦୁରାଇଦ ବଲଲୋ, ଆଶ୍ରାହର କସମ, ତୁମି ଭେଡ଼ାର ରାଖାଲ । ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ କୋନ କିଛୁ କି ଧରେ ରାଖତେ ପାରେ ? ଦେଖୋ, ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ତୁମି ଜୟି ହୁ, ତବେ ତଳୋଯାର ଏବଂ ବର୍ଣା ଦ୍ୱାରାଇ ଉପକୃତ ହବେ । ଆର ଯଦି ପରାଜିତ ହୁ ତବେ ଅପମାନିତ ହବେ । କାରଣ ପରାଜିତ ଯୋଦ୍ଧାର ଶ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ପରିବାର ଏବଂ ପଶ୍ଚପାଲ କିଛୁଇ ନିରାପଦ ଥାକବେ ନା । ଦୁରାଇଦ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେର ସର୍ଦାରଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲୋ । ସବ କଥା ଶୋନାର ପର କମାଭାରକେ ବଲଲୋ, ହେ ମାଲେକ, ତୁମି ବନ୍ଧୁ ହାୟାୟେନ ଗୋଟେର ପରିବାର-ପରିଜନ ଓ ପଶ୍ଚଦଲ ନିଯେ ଏସେ ଭାଲୋ କାଜ କରୋନି । ତାଦେରକେ ନିଜ ନିଜ ଏଲାକାର ନିରାପଦ ଜାଯଗାଯ ପାଠିଯେ ଦାଓ । ପରେ ଯୋଡ଼ାଯ ସନ୍ତୋଷର ହୟେ ତୋମରା ବେ-ଦୀନଦେର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରୋ । ଯଦି ତୁମି ଜୟଲାଭ କରୋ ତବେ ପେଛନେର ଯାରା ଥାକବେ ତାରା ଏସେ ତୋମାର ସାଥେ ମିଳିତ ହବେ । ଯଦି ପରାଜିତ ହୁ, ତବେ ଓରା ନିରାପଦ ଥାକବେ ।

କମାଭାର ମାଲେକ ଇବନେ ଆଓଫ ଏ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ବଲଲୋ, ଖୋଦାର କସମ, ଆମି ତା କରତେ ପାରି ନା । ତୁମି ବୁଢ଼େ ହୟେଛୋ ତୋମର ବୁଢ଼ିଓ ବୁଢ଼ୋ ହୟେ ଗେଛେ । ହୟତୋ ହାୟାୟେନ ଗୋତ୍ର ଆମାର ଆନୁଗତ୍ୟ କରବେ ଅଥବା ଆମି ତଳୋଯାରେ ଓପର ହେଲାନ ଦିଯ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବୋ । ମୋଟକଥା, ଦୁରାଇଦର ନାମ ବା ତାର ପରାମର୍ଶ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ଶାମିଲ ହୋକ, ଏଟା ମାଲେକ ପଛଦ କରଲୋ ନା । ହାୟାଜେନ ଗୋଟେର ଶୋକେରା ବଲଲୋ, ଆମରା ତୋମାର ଆନୁଗତ୍ୟେ ଅଟଳ ରଯେଛି । ଦୁରାଇଦ ବଲଲୋ, ଆମି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଥେ ନାଇ । ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋନ ଦାୟଦିତ୍ୟ ଆମାର ନାଇ । ହାୟ, ଆଜ ଯଦି ଆମି ଜୟାଯାନ ହତାମ, ଯଦି ଆମାର ଛୁଟୋଛୁଟି କରାର ମତୋ ବୟସ ଥାକତୋ, ତବେ ଆମି ଲଞ୍ଛା ପଶମେର ମାବାରି ସାଇଜେର ବକରିର ମତୋ ଘୋଡ଼ାର ନେତ୍ର କରତାମ ।

ଶକ୍ରଦେର ଶୁଣ୍ଠଚର

ମୁସଲମାନଦେର ଖବର ସଂଘାତେ ମାଲେକ ଇବନେ ଆଓଫ ଦୁଃଜନ ଶୁଣ୍ଠଚର ପାଠାଲୋ । ତାରା ଗନ୍ତବ୍ୟେ ପୌଛାର ଆଗେଇ ଫିରେ ଏଲୋ । ତାରା ଛିଲୋ ଚଲଂଶକ୍ତିହୀନ । କମାଭାରେର କାହେ ତାଦେର ହାୟିର କରାର ପର କମାଭାର ବଲଲୋ, ତୋମାଦେର ସର୍ବନାଶ ହୋକ, ଏ ଅବସ୍ଥା ହଲୋ କେନ ? ତାରା ବଲଲୋ, ଆମରା କରେକଟି ଚିତ୍ର ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ମାନୁଷ ଦେଖେଛି, ଏରପରଇ ଆମାଦେର ଏ ଅବସ୍ଥା ହୟେଛେ ।

ଏକଦିକେ ରମ୍ଭୁଲ୍ଲାହ ସାଙ୍ଗାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଙ୍ଗାମ ଶକ୍ରଦେର ମାନାରକମ ଖବର ପାଞ୍ଚଲେନ । ତିନି ଆବୁ ହାଦରାଦ ଆସଲାମିକେ ବଲଲେନ, ତୁମି ଯାଓ, ଶକ୍ରଦେର ମାଧ୍ୟେ ଗିଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାଦେର ଖବରାଖବର ଏନେ ଦାଓ । ତିନି ତାଇ କରଲେନ ।

ଅକ୍ରା ଥେକେ ହୋନାଯେନେର ପଥେ ଯାତ୍ରା

ଅଷ୍ଟମ ହିଜରି ଥାଇଲ୍ ରୋବରା ଦିନେ ରମ୍ଭୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଙ୍ଗାମ ମକ୍କା ଥେକେ ହୋନାଯେନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୋଯାନା ହଲେନ । ଏଟା ଛିଲୋ ତାଁ ମକ୍କା ଆଗମନେର ଉନିଶତମ ଦିନ । ତାଁର

সঙ୍ଗେ ଛିଲୋ ୧୨ ହାଜାର ସୈନ୍ୟ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ୧୦ ହାଜାର ମଦିନା ଥିକେ ମଙ୍କାର ଏସେଛିଲେନ, ବାକି ୨ ହାଜାର ମଙ୍କା ଥିକେ ରୋଯାନା ହନ । ମଙ୍କାର ୨ ହାଜାରେର ମଧ୍ୟେ ଅଧିକାଂଶଇ ଛିଲେନ ନେ ମୁସଲିମ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସଫ଼୍ଵୋୟାନ ଇବନେ ଉମାଇ୍ୟାର କାହିଁ ଥିକେ ଅନ୍ତସହ ଏକଶତ ବର୍ମ ଧାର ନିଲେନ । ଆତ୍ମାବ ଇବନେ ଆଛିଦକେ ମଙ୍କାର ଗବର୍ନର ନିଯୁକ୍ତ କରଲେନ ।

ଦୁପୁରେର ପରେ ଏକଜନ ସାହାବୀ ଏସେ ବଲଲେନ, ଆମି ଅମୁକ ଅମୁକ ପାହାଡ଼ ଉଠେ ଦେଖେଛି ବନୁ ହାଓୟାଯେନ ସପରିବାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଏସେଛେ । ତାରା ନିଜେଦେର ପଣ୍ଡପାଲ ଓ ସଙ୍ଗେ ଏନେଛେ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହେସେ ବଲଲେନ, ଇନଶାଲ୍ଲାହ ଆଗାମୀକାଳ ଏଗୁଲୋ ମୁସଲମାନଦେର ଗନୀମତେର ମାଲ ହବେ । ରାତର ବେଳା ହ୍ୟାରତ ଆନାସ ଇବନେ ମାରଛାଦ ପ୍ରହରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନ କରଲେନ ।

ପଥେ ସାହାବାରା ଯାତେ ଆନ୍‌ଓୟାତ ନାମେ ଏକଟି କୂଳ ଗାଛ ଦେଖଲେନ । ମଙ୍କାର ମୋଶରେକରା ଏ ଗାହରେ ସାଥେ ନିଜେଦେର ଅନ୍ତର୍ଶତ୍ରୁ ଝୁଲିଯେ ରାଖିତେ । ଏର ପାଶେ ପଣ୍ଡ ଯବାଇ କରତୋ ଏବଂ ଏର ନିଚେ ମେଲା ବସାତେ । କରେକଜନ ସହଯୋଦ୍ରୀ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲେନ, ଓଦେର ଯେମନ ଯାତେ-ଅନ୍‌ଓୟାତ ନାମେ ଗାଛ ରଯେଛେ ଆପଣି ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଓ ଓରକମ ଏକଟି ଗାଛ ତୈରୀ କରେ ଦିନ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆଲ୍‌ହାହ ଆକବର, ସେଇ ସତ୍ତାର ଶପଥ, ଯାର ହାତେ ଆସାର ପ୍ରାଣ ରଯେଛେ ତୋମରାତୋ ସେଇରକମ କଥା ବଲଛୋ, ଯେ ରକମ କଥା ହ୍ୟାରତ ମୂସାର କତ୍ତମ ତାକେ ବଲେଛିଲୋ । ତାରା ବଲେଛିଲୋ, ‘ଏଜାଲ ଲାନା ଏଲାହାନ କାମା ଲାହୁ ଆଲେହାତୁନ ।’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଏକଜନ ମାବୁଦ ବାନିଯେ ଦିନ, ଯେମନ ଓଦେର ଜନ୍ୟେ ମାବୁଦ ରଯେଛେ । ତୋମରା ତୋ ଦେଖି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଦେର ତରିକାର ଓପରଇ ଉଠେ ପଡ଼େଛୋ ।^୩

କିଛି ଲୋକ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖେ ବଲଲେନ, ଆମରା ଆଜ କିଛିତେଇ ପରାଜିତ ହବ ନା । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଥାତିଓ ପଚନ୍ଦ କରଲେନ ନା ।

ମୁସଲମାନଦେର ଆକଷିତକ ହାମଲା

୧୦୨ ଶତାବ୍ଦୀ ମହିନାର ଦିବାଗତ ରାତେ ଇସଲାମୀ ବାହିନୀ ହୋନାଯେନେ ପୌଛୁଲୋ । ମାଲେକ ଇବନେ ଆଓଫ ଆଗେଇ ଏ ଜାଯଗାଯ ପୌଛେ ରାତର ଅନ୍ଧକାରେ ତାର ସୈନ୍ୟଦେର ବିଭିନ୍ନ ହାନେ ଗୋପନଭାବେ ଛଢିଯେ ଛିଟିଯେ ରେଖେଛିଲୋ । ତାଦେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯା ହେଯିଛିଲୋ ଯେ, ମୁସଲମାନରା ଆସା ମାତ୍ର ତାଦେର ଓପର ତୀର ନିଷ୍କ୍ରିପ କରବେ ଏବଂ କିଛୁକ୍ଷଣ ପର ଏକଜୋଟେ ହାମଲା କରବେ ।

ଏଦିକେ ଖୁବ ପ୍ରତ୍ୟେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସୈନ୍ୟଦେର ବିଭିନ୍ନ ହାନେ ମୋତାଯେନ କରଲେନ । ଖୁବ ଭୋରେ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟରା ହୋନାଯେନେ ପାଞ୍ଚମ ପଦାର୍ପଣ କରଲେନ । ଶତ୍ରୁସୈନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ତାରା କିଛୁଇ ଜାନନ୍ତେ ନା । ଶତ୍ରୁରା ଯେ ଓେବେ ପେତ ରଯେଛେ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଅନ୍ବହିତ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟରା ନିଶ୍ଚିତେ ଅବସ୍ଥାନ ନେଯାର ସମୟ ହଠାତ୍ କରେ ତାଦେର ଓପର ତୀରବୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହେଲୋ । କିଛୁକ୍ଷଣ ପରଇ ଶତ୍ରୁରା ଏକଯୋଗେ ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ଝାପିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ମୁସଲମାନରା ଭ୍ୟାବାଚେକା ଖେଯେ ଛତ୍ରଭ୍ୟ ହତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । ଏଟା ଛିଲୋ ସୁମ୍ପଟ ପରାଜୟ । ନେ ମୁସଲିମ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ଓରା ସମୁଦ୍ରପାରେ ନା ଗିଯେ ଥାମବେ ନା । ଜାବାଲା ଅଥବା କାଲଦା ଇବନେ ଜୋନାଯେଦ ବଲଲୋ, ଦେଖୋ ଆଜ ଯାଦୁ ବାତିଲ ହେଁ ଗେହେ । ଇବନେ ଇସହାକ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣା କରଛେ । ବାରା ଇବନେ ଆୟେବ ବଲଲେ, ସହିହ ବୋଖାରୀତେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ବନୁ ହାଓୟାଯେନ ଛିଲୋ ତୀରନ୍ଦାଜ, ଆମରା ହାମଲା କରଲେ ତାରା ପାଲିଯେ ଗେଲୋ । ଏରପର ଆମରା ଗନୀମତେର ମାଲ ସଂତ୍ରହ କରତେ ଲାଗଲାମ । ଇତିମଧ୍ୟେ ଶତ୍ରୁରା ତୀର ବୃଷ୍ଟି ଦିଯେ ଆମାଦେର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜାନାଲୋ ।^୪

୩. ତିରମିଯି, ଫେତାନ, ମୋସନାଦେ ଆହମଦ ୫୮ ଖତ, ୨୮୧

୪. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ଇଯାଓମେ ହୋନାଯେନ ଅଧ୍ୟାୟ

সহীহ মুসলিম শরিফে হ্যরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হ্যরত আনাস বলেন, আমরা মক্কা জয় করেছি। পরে হোনায়েনে অভিযান চালিয়েছি। মোশরেকরা চমৎকার সারিবদ্ধভাবে এসেছিলো। অমন সুশৃঙ্খল অবস্থা আমি কখনো দেখিনি। প্রথমে সওয়ারদের সারি, এরপর পদ্ব্রজীদের সারি, তাদের পেছনে মহিলারা এর পেছনে ভেড়া বকরি, তারপর পশুপাল। আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক। আমাদের সৈন্যদের ডানদিকে ছিলেন হ্যরত খালেদ (রা.)। কিন্তু আমাদের সওয়ার আমাদের পেছনে আঞ্চগোপন করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পর তারা পলায়ন করলেন। আরবরাও পলায়ন করলো, যাদের সম্পর্কে তোমরা জানো।^৫

সাহাবারা ছ্রিভঙ্গ হতে শুরু করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডানদিকে আহবান জানিয়ে বলেন, হে লোক সকল, তোমরা আমার দিকে এসো, আমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন মোহাজের এবং তাঁর বংশের সাহাবারা ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না।^৬

সেই নাযুক সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নথিরবিহীন বীরতু ও সাহিসিকতার পরিচয় দিলেন। তিনি শক্রদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং উচ্চস্থরে বলছিলেন, আনান্নাবিউ লা কায়েব আনা ইবনু আবদুল মোতালেব অর্থাৎ আমি নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি আবদুল মোতালেবের পুত্র।

সেই সময় আবু সুফিয়ান এবং হ্যরত আববাস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচর ধরে রেখেছিলেন যাতে করে খচর সামনের দিকে ছুটে যেতে না পারে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হ্যরত আববাসকে বললেন, লোকদের যেন তিনি উচ্চস্থরে ডাকতে শুরু করেন। হ্যরত আববাসের ছিলো দ্বরাজ গলা। হ্যরত আববাস বলেন, আমি উচ্চ কঠে ডাকলাম, কোথায় তোমরা বৃক্ষওয়ালা, বাইয়তে রেণওয়ানওয়ালা। সাহাবারা আমার কঠ শুনে এমনভাবে ছুটে আসতে শুরু করলেন যেমন গাতীর আওয়ায় শুনে বাচ্চুর ছুটে আসে। সাহাবরা বললেন, আমরা আসছি।^৭

সাহাবারা ছুটে আসতে শুরু করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিদিকে একশত সাহাবী সমবেত হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শক্রের মোকাবেলা করলেন। যুদ্ধ শুরু হলো।

এরপর আনসারদের ডাকা হলো। ত্রিমে বনু হারেস ইবনে খায়রাজের মধ্যে এই ডাক সীমিত হয়ে পড়লো। এদিকে সাহাবারা রণাঙ্গন থেকে যেভাবে দ্রুত চলে গিয়েছিলেন, তেমনি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলেন। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার চুলো গরম হয়েছে। এরপর একমুঠো ধুলো তুলে ‘শাহাতুল উজুহ’ বলে শক্রদের উদ্দেশ্যে নিষ্কেপ করলেন। এর অর্থ হচ্ছে চোহারা বিগড়ে যাক। নিষ্কিঞ্চ ধুলোর ফলে প্রত্যেক শক্রের চোখ ধুলি ধুসরিত হলো। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করলো।

৫. ফতহল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃ. ৮

৬. ইবনে ইসহাকের বর্ণন অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিলো নয় বা দশজন। নববী বলেন, আল্লাহর রসূলের সাথে বারোজন দৃঢ়পদ ছিলেন। ইমাম আহমদ এবং হাকেম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হোনায়েনের দিনে আমি আল্লাহর রসূলের সাথে ছিলাম। সাহাবারা নিরাপদে আশ্রয়ের জন্য চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহর রসূলের সঙ্গে অশিজন দ্রুতভাবে অবস্থান করেন। আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিনি। তিরমিয়ি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, নিজের লোকেরা হোনায়েনের দিনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আল্লাহর রসূলের সাথে একশ জন সাহাবীও ছিলেন না।

৭. সহীহ মুসলিম, যষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১০০

ଶକ୍ତଦେର ପରାଜୟ

ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ଧୂଲୋ ନିକ୍ଷେପେର ପରଇ ଯୁଦ୍ଧେର ଚେହାରା ପାଲେ ଗେଲେ ଶକ୍ତରା ପରାଜିତ ହଲୋ । ଛାକିଫା ଗୋତ୍ରେ ଯେ ଜନ କାଫେର ନିହତ ହଲୋ । ତାଦେର ନିଯେ ଆସା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଧନ-ସମ୍ପଦ, ରସଦ, ସାମଗ୍ରୀ, ନାରୀ, ଶିଶୁ, ପଞ୍ଚପାଲ ସବକିଛୁ ମୁସଲମାନଦେର ହଞ୍ଚଗତ ହଲୋ ।

ଆଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ, 'ଆଲାହ ତାଯାଳା ତୋମାଦେରକେ ସାହାୟ କରେଛେନ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରେ ହୋନାଯେନେର ଯୁଦ୍ଧେର ଦିନେ, ସଖନ ତୋମାଦେରକେ ଉତ୍ସଫୁଲ୍ କରେଛିଲୋ ତୋମାଦେର ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟ ଏବଂ ତା ତୋମାଦେର କୋନ କାଜେ ଆସେନି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ହୋୟା ସତେବେ ପୃଥିବୀ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଁଛିଲୋ ଏବଂ ପରେ ତୋମରା ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ପଲାୟନ କରେଛିଲେ ଅତପର ଆଲାହ ତାଯାଳା ତାଁର କାହିଁ ଥିଲେ ତାଁର ରସୂଲ ଏବଂ ମୋମେନଦେର ଓପର ପ୍ରଶାନ୍ତି ବର୍ଷଣ କରେନ ଏବଂ ଏମନ ଏକ ବୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରେରଣ କରେନ ଯା ତୋମରା ଦେଖିତେ ପାଓନି ଏବଂ ତିନି କାଫେରଦେର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେନ । ଏଟା କାଫେରଦେର କର୍ମଫଳ ।' (ସୂରା ତାଓବା, ଆୟାତ ୨୫-୨୬)

ଶକ୍ତଦେର ଗମନ ପଥେ ଧାଓୟା

ଉତ୍ତଯ ପକ୍ଷେ କିଛୁକ୍ଷଣ ମୋକାବେଲାର ପରଇ ମୋଶରେକରା ପଲାୟନେର ପଥ ଧରିଲେ । ପରାଜୟେର ପଥ ଏକଦଲ ଶକ୍ତ ତାଯେଫେର ପଥେ ଅଗସର ହଲୋ । ଏକଦଲ ନାଥଲାର ଦିକେ ଏବଂ ଏକଦଲ ଆଓତାସେର ପଥେ ଅଗସର ହଲୋ । ଉତ୍ତଯ ପକ୍ଷେର ସଂଘର୍ଷେ ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଆମେର ଆଶାରୀ (ବା) ଶାହାଦାତ ବରଣ କରେନ । ତିନି ଏକଟି ଦଲେର ନେତୃତ୍ବେ ଛିଲେନ ।

ଏକଦଲ ସାହାବୀ ନାଥଲାର ପଥେ ଗମନକାରୀ ଅମୁସଲିମଦେର ଧାଓୟା କରିଲେନ । ଦୁରାଇଦ ଇବନେ ଛୋମାକେ ପାକଡ଼ାଓ କରା ହଲୋ । ହ୍ୟରତ ରାବିଯା ଇବନେ ରଫି ତାକେ ହତ୍ୟା କରିଲେନ ।

ପରାଜିତ ଶକ୍ତଦେର ସବଚେଯେ ବଢ଼ ଦଲ ତାଯେଫେର ଦିକେ ଅଗସର ହଲୋ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଗନ୍ନିମତ୍ତେର ମାଲ ଜମା କରାର ପର ତାଯେଫେର ପଥେ ରଓୟାନା ହଲେନ ।

ଗନ୍ନିମତ୍ତ

ଗନ୍ନିମତ୍ତେର ମାଲେର ବିବରଣ ନିମ୍ନରୂପ । ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ୬ ହାଜାର, ଉଟ୍ ୨୪ ହାଜାର । ବକରି ୪୦ ହାଜାରେର ବେଶୀ । ଚାନ୍ଦି ୪ ହାଜାର ଉକିଯା । ଅର୍ଥାତ୍ ୧ ଲାଖ ୬୦ ହାଜାର ଦିରହାମ । ଏର ଓଜନ ୬ କୁଇଟାଲେର ଚେଯେ କରେକ କିଲୋ କମ । ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ସମୁଦ୍ର ମାଲାମାଲ ଜମା କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ । ଯେବାନା ନାମକ ଜାୟଗାୟ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଏକତ୍ରିତ କରେ ହ୍ୟରତ ମାସଟିଦ ଇବନେ ଆମର ଫେରାରୀ (ରା.)-ଏର ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ରାଖିଲେନ । ତାଯେଫେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ଅବସର ନା ପାଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଲେ ବନ୍ତିନ କରା ହୟନି ।

ବନ୍ଦୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଶାୟମା ବିନତେ ହାରେସ ସାଦିଯାଓ ଛିଲେନ । ଇନି ଛିଲେନ ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର ଦୁଧବୋନ । ତାଁକେ ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମେର କାହିଁ ନିଯେ ଏସେ ତାଁର ପରିଚୟ ଦେଇବା ପର ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଏକଟି ହିନ୍ଦେ ଦ୍ୱାରା ତାକେ ଚିନିତ ପାରେନ । ଏପରି ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତାଁକେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବାନ କରେନ । ନିଜେର ଚାଦର ବିଛିଯେ ତାକେ ବସତେ ଦେନ । ସାଦିଯାର ମତାମତ ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିଯେ ତିନି ତାକେ ନିଜେର ଗୋତ୍ରେ କାହିଁ ଫେରତ ପାଠିଯେ ଦେନ ।

ତାଯେଫେର ଯୁଦ୍ଧ

ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ହୋନାଯେନେର ଯୁଦ୍ଧେରଇ ଅଂଶ । ହାଓୟାଯେନ ଓ ଛାକିଫା ଗୋତ୍ରେର ପରାଜିତ ଲୋକଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ତାଦେର କମାନ୍ଦାର ମାଲେକ ଇବନେ ଆଓଫ ନସରୀର ସାଥେ ତାଯେଫେ ଚଲେ ଗିଯେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେଛିଲୋ ତାଇ ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ତାଯେଫେର ପଥେ ରଓୟାନା ହଲେନ ।

প্রথমে খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য পাঠানো হয়, এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রওয়ানা হন। পথে নাথলা, ইমানিয়া এবং কারণ মন্দিল অতিক্রম করেন। লিয়াহ নামক জায়গায় মালেক ইবনে আওফের একটি দুর্গ ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সেই দুর্গ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এরপর সফর অব্যাহত রেখে তায়েফ পৌছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ দুর্গ অবরোধ করেন।

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত আনাসের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী এই অবরোধ ৪০ দিন স্থায়ী হয়। কোন কোন সীরাত রচয়িতা ২০ দিন বলেও উল্লেখ করেছেন। কেউ ১০ কেউ ১৫ আবার কেউ ১৮ দিন উল্লেখ করেছেন।^৮

অবরোধকালে উভয় পক্ষের মধ্যে তীর ও পাথর নিষ্কেপের ঘটনাও ঘটেছে। মুসলমানদের প্রথম অবরোধকালে তাদের ওপর লাগাতার তীর নিষ্কেপ করা হয়। প্রথম অবস্থায় মুসলমানরা অবরোধ শুরু করলে দূর্ঘের ভেতর থেকে তাদের ওপর এতো বেশী তীর নিষ্কেপ করা হয়েছিলো যে মনে হয়েছিলো পঞ্চাল ছায়া বিস্তার করেছে। এতে কয়েকজন মুসলমান আহত এবং ১২ জন শহীদ হন। ফলে মুসলমানরা তাঁর সরিয়ে কিছুটা দূরে নিয়ে যান।

এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষেপণাত্ম নিষ্কেপ যন্ত্র স্থাপন করেন এবং দুর্গ লক্ষ্য করে কয়েকটি গোলা নিষ্কেপ করেন। এতে দেয়ালে ফাটল ধরে ছিদ্র হয়ে যায়। সাহাবারা সেই ছিদ্র দিয়ে তাদের প্রতি পাথর নিষ্কেপ করেন। কিন্তু শক্রদের পক্ষ থেকে বৃষ্টির মতো তীর নিষ্কেপ করা হয়, এতে কয়েকজন মুসলমান শহীদ হন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শক্রদের কাবু করতে কৌশল হিসাবে আঙ্গুর গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এতে বিচলিত ছকিফ গোত্র আল্লাহ তায়ালা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এ কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানালো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মণ্ডুর করলেন।

অবরোধের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো যে, যে ক্রীতদাস দুর্গ থেকে নেমে আমাদের কাছে আসবে, সে মুক্ত। এতে ত্রিশজন লোক দুর্গ থেকে এসে মুসলমানদের সাথে শামিল হয়।^৯

আগত ক্রীতদাসদের মধ্যে হ্যরত আবু বকরাহও ছিলেন। দুর্গের দেয়ালে উঠে ঘৃণ্যমান চরকার মাধ্যমে তিনি নীচের দিকে ঝুলে পড়েন এবং মুসলমানদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেন। আরবী ভাষায় ঘারাবিকে বকরাহ বলা হয়। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগতুক এ ক্রীতদাসের উপাধি দিলেন আবু বকরাহ। কথা অনুযায়ী মুসলমানের কাছে এসে আত্মসমর্পণকারী ক্রীতদাসদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত করে দিলেন এবং তাদেরকে ত্রিশজন সাহাবীর দায়িত্বে দিয়ে বললেন, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও। এ ঘটনা দুর্গের শক্রদের জন্যে বড়োই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো।

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লো এবং শক্রদের আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। তারা বছরের খাদ্য দুর্ঘের ভেতরে মজুদ করে রেখেছিলো। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নওফেল বিনে মাবিয়া দয়লির সাথে পরামর্শ করেন। নওফেল বললেন, শৃগাল তার গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। যদি আপনি অবরোধ দীর্ঘায়িত করেন, তবে তাদের পাকড়াও করতে পারবেন। আর যদি ফিরে যান, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। একথা শুনে রসূল

^৮. ফতহল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃ. ৪৫

^৯. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৬০

ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଅବରୋଧ ଅବସାନେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଓର (ରା.) ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ ଘୋଷଣା ପ୍ରଚାର କରଲେନ ଯେ, ଇନଶାନ୍ତାହ ଆଗାମୀ କାଳ ଆମରା ଫିରେ ଯାବ ସାହାବାରା ଏ ଘୋଷଣାର ସମାଲୋଚନା କରଲେନ । ତାରା ବଲଲେନ, ଏଟା କେମନ କଥା? ତାଯେଫ ଜୟ ନା କରେ ଆମରା ଫିରେ ଯାବ? ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସାହାବାଦେର ଭିନ୍ନମତ ଶୁଣେ ବଲଲେନ ଆଜ୍ଞା ତାହଲେ କାଳ ସକାଳେ ଯୁଦ୍ଧେ ଚଲେ । ପରଦିନ ସାହାବାରା ଯୁଦ୍ଧେ ଗେଲେନ, କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଥେଯେ ଫିରେ ଆସା ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ ଲାଭ ହଲୋ ନା । ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, ଇନଶାନ୍ତାହ ଆଗାମୀ କାଳ ଆମରା ଫିରେ ଯାବୋ । ସର୍ବସ୍ତରେ ସାହାବାରା ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରଲେନ । ତାରା ଚୂପଚାପ ଜିନିସପତ୍ର ଶୁଣିଯେ ନିତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ମୃଦୁ ହାସତେ ଲାଗଲେନ ।

ସାହାବାୟେ କେରାମ ଫିରେ ଯାଓଯାର ପଥେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଲଲେନ, 'ଆୟେବୁନା ତାୟେବୁନା ଆବେଦୁନା ଲେରାବେନା ହାମେଦୁନ' । ଅର୍ଥାଏ ତୋମରା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକାରୀ, ତଓବାକାରୀ, ଏବାଦାତଙ୍ଗୁର ଏବଂ ତୋମରା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଲକେର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଥାକୋ ।

ସାହାବାରା ବଲଲେନ, ହେ ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ, ଛାକିଫେର ଲୋକଦେର ଜନେ ବଦଦୋଯା କରନୁ । ତିନି ବଲଲେନ, ହେ ଆନ୍ତାହ ତାଯାଳା ଛାକିଫକେ ହେଦ୍ୟାତ କରନୁ ଏବଂ ତାଦେର ନିଯେ ଆସନ ।

ଯେରାନାୟ ଗନ୍ନୀମତେର ମାଲ ବନ୍ଟନ

ତାଯେଫ ଥେକେ ଅବରୋଧ ତୁଲେ ଆସାର ପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଜେରାନାୟ ସଂପତ୍ତ ଗନ୍ନୀମତେର ମାଲ ଭାଗ ବାଟୋଯାରା କରା ଥେକେ ବିରତ ଥାକଲେନ । ଏ ଦେରିର କାରଣ ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ତିନି ଚାଞ୍ଚିଲେନ, ହାଓଯାଧେନ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଫିରେ ଏସେ ତୋବା କରଲେ ତିନି ତାଦେର ସବକିଛୁ ଫିରିଯେ ଦେବେନ । କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରାର ପରା କେଟୁ ଆସଲୋ ନା । ଏରପର ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଗନ୍ନୀମତେର ମାଲ ବନ୍ଟନ କରତେ ଶୁରୁ କରଲେନ । ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ସର୍ଦାର ଏବଂ ମଙ୍କାର ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗନ୍ନୀମତେର ମାଲ ପାଓଯାର ଆଶାୟ ଉନ୍ମୟ ଛିଲେନ । ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏ ସକଳ ନବଦୀକ୍ଷିତ ମୁସଲମାନକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣେ ଗନ୍ନୀମତେର ମାଲ ପ୍ରଦାନ କରଲେନ । ୧୦

ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଇବନେ ହାରବକେ ୪୦ ଉକିଯା ଅର୍ଥାଏ ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋ ରୂପା ଅର୍ଥାଏ ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ଏକଶତ ଉଟ ଦେଯା ହଲୋ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ଆମାର ପୁତ୍ର ଇଯାଯିଦ? ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଇଯାଯିଦେକେଓ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଦାନ କରଲେନ । ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ଆମାର ପୁତ୍ର ମୁୟାବିଯା? ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତାକେଓ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଦାନ କରଲେନ । ମୋଟକଥା ଏକମାତ୍ର ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ଏବଂ ତାର ଦୁଇପୁତ୍ରଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ କରା ହଲୋ ୧୮ କିଲୋ ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ତିନଶତ ଉଟ ।

ହାକିମ ଇବନେ ହାଜାମକେ ଏକଶତ ଉଟ ପ୍ରଦାନ କରା ହଲୋ । ଏରପର ଆରୋ ଚାଇଲେ ଆରୋ ଏକଶତ ଉଟ ଦେଯା ହଲୋ । ସଫାଓଯାନ ଇବନେ ଉମାଇୟାକେ ତିନବାର ଏକଶତ କରେ ଉଟ ଦେଯା ହଲୋ । ଅର୍ଥାଏ ତାକେ ତିନଶତ ଉଟ ଦେଯା ହଲୋ ।

ହାରେଛ ଇବନେ କାଲଦାକେ ଏକଶତ ଉଟ ଦେଯା ହଲୋ । କୋରାଯଶ ଏବଂ କୋରାଯଶ ନୟ ଏମନ ସକଳ ଗୋତ୍ରୀୟ ନେତାକେ କାଉକେ ଏକଶତ, କାଉକେ ପଞ୍ଚଶତ ଏବଂ କାଉକେ ଚଲିଶଟି କରେ ଉଟ ଦେଯା ହଲୋ । ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଏ ଖବର ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ଯେ, ମୋହାମ୍ମଦ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏତୋ ଏତୋ ଦାନ କରେନ ଯେ, ତିନି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଆଶଙ୍କା କରେନ ନା । ଏ ଖବର ଛଢିଯେ ପଡ଼ାର ପର ବେଦୁଇନରା ଏସେ ଆନ୍ତାହ ରସ୍ତୁକେ ଘରେ ଧରିଲୋ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଏକଟି ଗାଛେର କାଛେ ନିଯେ ଗେଲୋ । ତାଦେର ଭିତ୍ତରେ

চোটে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর গাছের মধ্যে থেকে গেলো। তিনি বললেন, হে লোক সকল, আমার চাদর দিয়ে দাও।

সেই সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি তোহামার বৃক্ষরাজির সংখ্যার সমান চতুর্পদ জন্মও আমার কাছে থাকে, তবুও আমি সব বন্টন করে দেবো। এরপর তোমরা দেখবে, আমি কৃপণ নই, ভীত নই, মিথ্যাবাদী নই।^{১১}

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের উটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার কয়েকটি লোম তুলে নিয়ে দেখিয়ে বললেন, হে লোক সকল, তোমাদের ‘ফাঙ্গ’ মালামালের মধ্য থেকে আমার জন্যে কিছু নেই। এমনকি এই যে উটের পশম দেখছো, এই পরিমাণও নেই শুধুমাত্র খুমুস রয়েছে, অর্থাৎ যুদ্ধলক্ষ সম্পদের মাথাপিছু বন্টনে এক পক্ষগামাংশের অংশ বিশেষ। সেই খুমুসও তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

নবদীক্ষিত মুসলমানদের দেয়া হলো, যাদেরকে কোরআনে ‘মোয়াল্লেফাতুল কুলুব’ বলা হয়েছে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বললেন, তিনি যেন গনীমতের মাল এবং সৈন্যদের এক জায়গায় করে বন্টনের হিসাব করেন। তিনি তাই করলেন। এতে প্রত্যেক সৈন্যের ভাগে চারটি উট এবং ৪০টি বকরি পড়লো। বিশিষ্ট যোদ্ধারা প্লেন ১২টি করে উট এবং ১২টি করে বকরি।

এ বন্টনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন; কেননা, পৃথিবীতে বহু লোক এমন রয়েছে যারা নিজের বিবেকের পথে নয় বরং পেটের পথে চলে। পশুর সামনে একমুঠো তাজা ঘাস ঝুলিয়ে পিছনে সরে গিয়ে গিয়ে তাকে যেমন নিরাপদ ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া যায় তেমনি উন্নিখিত সম্পদ বন্টনের দ্বারা নবদীক্ষিত মুসলমানদের মন জয়ের চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে তারা ঈমান শেখার সূযোগ পায় এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জগ্রাত হয়।^{১২}

আনসারদের মানসিক অবস্থা

যুদ্ধলক্ষ সম্পদ বিতরণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাজনৈতিক কৌশল প্রথমে বোঝা যায়নি। এ কারণে কিছু লোক সমালোচনা করছিলেন। বিশেষত আনসারদের মন খারাপ হয়েছিলো। কেননা তাদেরকে কিছুই দেয়া হয়নি। অর্থাৎ সঙ্কটকালে তাদের ডাকা হয়েছিলো এবং তারা দ্রুত হাধির হয়েছিলেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে, দৃশ্যমান পরাজয় বিজয়ে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু গনীমতের মাল বন্টনের ফ্রেন্টে তারা লক্ষ্য করলেন যে, সঙ্কটের সময় পলায়নকারীদের হাত পরিপূর্ণ, অর্থাৎ তাদের হাত খালি।^{১৩}

ইবনে ইসহাক আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোরায়শ এবং আরবের গোত্রীয় নেতাদের অধিক দান করলেন অর্থাৎ আনসারদের কিছুই দিলেন না, তখন তাদের মন খারাপ হয়ে গেলো। তারা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করলেন। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কওমের সাথে মিশে গেছেন। হ্যরত সাদ ইবনে ওবাদা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যুদ্ধলক্ষ সম্পদের ব্যাপারে আপনি যা করেছেন, এতে আনসাররা খুশী হয়নি। তারা সমালোচনা-

^{১১} আশশেফা, কায়ি আয়াম, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৬

^{১২} মোঃ গায়ালী, ফেকহুস সিরাহ, পৃ. ২৯৮-২৯৯

^{১৩} একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা:

করছে। তারা বলছে, আপনি শুধু নিজের কওমের মধ্যেই সম্পদ বন্টন করেছেন। আরব গোত্রদের বিশেষভাবে দান করেছেন। অথচ আনসারদের কিছুই দেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাদ, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমিও তো আমার কওমেরই একজন। প্রিয় নবী বললেন, যা ও তোমার কওমের লোকদের এক জায়গায় একত্রিত করো। সাদ তাই করলেন। কয়েকজন মোহাজের এলেন, তাদেরও বসতে দেয়া হলো। অন্য কিছু লোক এলো, তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরপর জানানো হলো যে, ওরা হাফির হয়েছেন: তিনি তখন তাদের কাছে গেলেন।

আল্লাহর যথোচিত প্রশংসা করার পর প্রিয়নবী বললেন, ‘হে আনসাররা, তোমাদের অসন্তোষ তোমাদের সমালোচনার কারণ কি? আমি কি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় যাইনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? আল্লাহ তায়ালা এরপর তোমাদের হেদায়াত দিলেন। তোমরা ছিলে পরমুখাপেক্ষ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন। তোমাদের পরম্পর অঙ্গের জোড়া লাগিয়ে দিয়েছেন। এসব কি ঠিক নয়? তারা বললেন, হাঁ, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক দয়া। তিনি বললেন, আনসাররা জবাব দিছ না কেন? তারা বললেন আমরা কি জবাব দেবো? আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় দয়া আমাদের ওপর। তিনি বললেন, যদি তোমরা ইচ্ছা করো তবে একথা বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন সময়ে এসেছিলেন যখন আপনাকে অবিশ্বাস করা হয়েছিলো, সে সময় আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনাকে বন্ধুইন নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো সে সময় আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনাকে উপেক্ষা করা হয়েছিলো, আমরা আপনাকে ঠিকানা দিয়েছি। আপনি মোহতাজ ছিলেন, আমরা আপনার দুঃখ লাঘব করেছি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আনসাররা, তোমরা দুনিয়ায় তুচ্ছ একটা জিনিসের জন্যে মনে মনে নাখোশ হয়েছো। সেই জিনিসের মাধ্যমে আমি কিছু লোকের মনে প্রবোধ দিয়েছি, যেন তারা মুসলমান হয়ে যায়। তোমাদেরকে তোমাদের গৃহীত ইসলামের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। হে আনসাররা, তোমরা কি এতে খুশী নও যে, অন্যরা উট বকরি নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তোমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরবে? সেই যাতে-পাকের শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি হিজরতের ঘটনা ঘটতো, তবে আমিও একজন আনসার হতাম। যদি সব লোক এক পথে চলে, আর আনসাররা অন্য পথে চলে, তবে আমি আনসারদের পথেই চলবো। হে আল্লাহ তায়ালা, আনসারদের ওপর, তাদের সন্তানদের ওপর এবং তাদের পৌত্র-পৌত্রীদের প্রতি রহমত করুন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণ শুনে লোকেরা এতোবেশী কানুকাটি করলেন যে, তাদের দাঢ়ি ভিজে গেলো। তারা বলতে লাগলেন, আমাদের অংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকবেন, এতে আমরা সন্তুষ্ট। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গেলেন এবং সাহাবারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেলেন। ১৪

হাওয়ায়েন প্রতিনিধি দলের আগমন

গনীমতের মালামাল বন্টনের পর হাওয়ায়েন গোত্রের একদল প্রতিনিধি মুসলমান হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন: তারা ছিলেন চৌদজন। যোহায়েন ইবনে ছুরাদ

ছিলেন তাদের নেতা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেজায়ী চাচা আবু বারকানও তাদের মধ্যে ছিলেন। তারা এসে যুদ্ধবন্দী এবং মালামাল ফেরত চাইলেন। তারা এমনভাবে কথা বললেন যে, সকলের মন নরম হয়ে গেলো। ১৫ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সাথে যেসব লোক রয়েছে, তোমরা তাদের দেখতে পাচ্ছে। সত্য কথা আমি বেশী পছন্দ করি। সত্যি করে বলো, তোমরা নিজের সন্তান-সন্তুতিকে বেশী ভালোবাসো নাকি ধন-সম্পদ?

তারা বললেন, পারিবারিক র্যাদার মূল্যই আমাদের কাছে বেশী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, আমি যোহরের নামায আদায়ের পর তোমরা উঠে বলবে যে, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোমেনীনদের পক্ষে সুপারিশকারী এবং মোমেনীনদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে সুপারিশকারী বানাচ্ছি। কাজেই আমাদের কয়েদীদের ফিরিয়ে দিন।

যোহরের নামাযের পর তারা সেকথা বললেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নিজের এবং বনু আবদুল মোতালেবের অংশ তোমাদের জন্যে। আমি এখনই অন্য লোকদের জিজ্ঞাসা করে নিছি। সাথে সাথে আনসার এবং মোহাজেররা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের যা কিছু রয়েছে, সেইসবও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে। এরপর আকরা ইবনে হাবেস উঠে দাঁড়িয়ে বললো, যা কিছু আমার এবং বনু তামিমের রয়েছে সেসব আপনার জন্যে নয়। উত্তায়না বিন হিস্ন বললো, যা কিছু আমার এবং বনু ফাজারাদের রয়েছে সেসব আপনার জন্যে নয়। আবাস ইবনে মায়দাস বললো, যা কিছু আমার এবং বনু সালিমের রয়েছে সেসবও আপনার জন্যে নয়। বনু সালিম গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে বললো, জী না; বরং যা কিছু আমাদের রয়েছে, সেসবই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে। একথা শুনে আবাস ইবনে মায়দাস বললো, তোমরা আমাকে অপমান করেছো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখো ওরা মুসলমান হয়ে এসেছে। এ কারণে আমি তাদের বন্দীদের বক্টনে দেরী করেছি। এরপর আমি তাদের মতামত জানতে চেয়েছি তারা যেন ফিরিয়ে দেয়। এটা খুব ভালো হবে। যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য অংশ রাখতে চায়, সেও যেন অন্তত কয়েদীদের ফিরিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে যখন ‘ফাঁক’-এর মাল পাওয়া যাবে, এর বিনিময়ে তাদের ছয়গুণ দেয়া হবে। লোকেরা বললো, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে সব কিছু সানন্দে দিতে রায় আছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি জানতে পারিনি—কারা রায়ি, আর কারা নারায়।

এরপর বললেন, আপনারা বরং ফিরে যান, আপনাদের মেতাকে পাঠিয়ে দিন। এরপর সাহাবারা বন্দী শিশু ও মহিলাদের ফেরত দিলেন। উয়াইনা ইবনে হাসানের ভাগে একজন বৃদ্ধ পড়েছিলেন, তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে রায় হলেন না, পরে তিনিও ফেরত দিলেন। রসূল

১৫ ইবনে ইসহাক বলেন, প্রতিনিধিদলে গোত্রের ৯ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেন, বাইয়াত করেন এবং আল্লাহ রসূলের সাথে কথা বলেন। তারা বলেন, যে, হে আল্লাহর রসূল, আপনি যাদের বন্দী করেছেন, এদের মধ্যে আমাদের মা বোন রয়েছেন, ফুফু খালা রয়েছেন। এটা আমাদের কওমের জন্য অবমাননাকর। (ফতহল বারী ৮ম খন্ড, পৃ. ৩০)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মা বোন ইত্যাদির দ্বারা আল্লাহর রসূলের রেজায়ী মা-খালা-ফুফু-বোন বুঝানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলের পক্ষে কথা বলছিলেন যোবায়ের ইবনে ছুরাদ। আবু বারকানের নামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কেউ কেউ আবু মারওয়ান এবং আবু ছারওয়ান বলে উল্লেখ করেছেন।

ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦୀକେ ଏକଥାନି କରେ କିବାତି ଚାଦର ଉପହାର ଦିଯେ ବିଦାୟ କରିଲେନ ।

ଓମରାହ ଏବଂ ମଦୀନାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ରସୂଲ ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ଗନ୍ଧୀମତେର ମାଲ ବଟେନ ଶେଷେ ଯେବାନା ଥେକେ ଓମରାହର ଜନ୍ୟେ ଏହରାମ ବାଧେନ ଏବଂ ଓମରାହ ଆଦାୟ କରେନ । ଏରପର ଆନ୍ତର ଇବନେ ଆଛିଦିକେ ମଙ୍କାର ଗବର୍ନର ନିୟକ୍ତ କରେ ମଦୀନାୟ ରଙ୍ଗଯାନା ହନ । ଅଷ୍ଟମ ହିଜରୀର ୨୪ ଶେ ଜିଲ୍କଦ ତିନି ମଦୀନାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେନ ।

ମୋହାମ୍ମଦ ଗାୟାଲୀ ବଲେନ, ଏହି ବିଜଯେର ସମୟ ସଥନ ଆଲାହୁ ତାୟାଲା ତାଁର ମାଥାଯ ଫତହେ ଆୟମେର ମୁକୁଟ ପରାଲେନ, ଏହି ସମୟେ ଏବଂ ଆଟ ବହୁ ଆଗେ ଏହି ଶହରେ ଆସାର ସମୟେର ମଧ୍ୟେ କତୋ ବ୍ୟବଧାନ ।

ତିନି ଏହି ଶହରେ ଏମନଭାବେ ଏସେଛିଲେନ ଯେ, ତିନି ଛିଲେନ ନିରାପତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ । ସେଇ ସମୟ ତିନି ଛିଲେନ ଅଚେନା, ଅପରିଚିତ, ସଂଶୟ ଛିଲୋ ତାଁର ମନେ । ସେ ସମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀରା ତାଁକେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଯେଛିଲୋ ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେଛିଲୋ, ସାହାଯ୍ୟ କରେଛିଲୋ, ତିନି ଯେ ନୂର ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଏସେଛିଲେନ ତାରା ସେଇ ନୂରେର ଆନୁଗତ୍ୟ କରେଛିଲୋ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ ତାର ଜନ୍ୟେଇ ତାରା ଅନ୍ୟଦେର ସବ ରକମେର ଶକ୍ରତା ତୁଳ୍ବ ମନେ କରେଛିଲୋ । ଆଟ ବହୁ ଆଗେ ଏହି ମଦୀନାୟ ହିଜରତ କରାର ପର ରସୂଲ ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମକେ ଯେ ସମ୍ବର୍ଧନା ଦେଯା ହେଯେଛିଲୋ ତାରାଇ ଆଜ ତାଁକେ ପୁନରାୟ ସମ୍ବର୍ଧନା ଦିଲ୍ଲେ । ଆଜ ମଙ୍କା ତାଁର କରତଳଗତ, ତାଁର ନିଯମଗ୍ରହଣ । ମଙ୍କାର ଜନଗମ ତାଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଓ ମୂର୍ଖତା ଦୟାଲ ନବୀ ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମେର ପଦତଳେ ବିସର୍ଜନ ଦିଲ୍ଲେଇଛେ । ତିନି ତାଦେର ଅତୀତ ଦିନେର ସକଳ ଅନ୍ୟାଯ କ୍ଷମା କରେ ଦିଯେ ତାଦେରକେ ଇସଲାମେର ମାଧ୍ୟମେ ଗୌରବ ଓ ସାଫଲ୍ୟ ଦାନ କରେଛେ ।

ଆଲାହୁ ତାୟାଲା କୋରାଆନେ ହାକିମେ ବଲେନ, ‘ନିଶ୍ଚଯାଇ ଯେ ବଜି ସତ୍ୟବାଦିତା ଏବଂ ଧୈର୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ତବେ ଆଲାହୁ ତାୟାଲା ପୁନ୍ୟଶୀଳଦେର ବିନିମ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେନ ନା ।’ ୧୬

ମଙ୍କା ବିଜଯେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାରିଯ୍ୟାସମ୍ମୁହ

ଏହି ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସଫଳ ସଫରେର ପର ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଏସେ ରସୂଲ ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ମଦୀନାୟ ବେଶ କିଛିକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଏ ସମୟେ ତିନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲକେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜାମାନ, ପ୍ରଥାସନ ପରିଚାଳନାର ଜନ୍ୟେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରେନ ଏବଂ ଦ୍ୱୀନେର ପ୍ରାଚାରେର ଜନ୍ୟେ ଦାଙ୍ଗ ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

ଏହାଡା, ଯାରା ଇସଲାମେର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ ହେଯାର ପରଓ ତା ମେନେ ନିତେ ପାରେନି, ବରଂ ନାନାଭାବେ ଔନ୍ଦତ୍ୟ ଓ ହଠକାରିତାର ପରିଚୟ ଦିଲ୍ଲେ ରସୂଲ ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ତାଦେର ମୋକାବେଲା କରେନ । ନିଚେ ସେବ ବିବରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଚେ ।

ଯାକାତେର ଜନ୍ୟେ ତହଶିଲଦାର ପ୍ରେରଣ

ଇତିପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନାଯ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଯେଛେ ଯେ, ମଙ୍କା ବିଜଯେର ପର ରସୂଲ ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ଅଷ୍ଟମ ହିଜରୀର ଶେଷଦିକେ ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଆସେନ । ନବମ ହିଜରୀତେ ମହରରମେର ଚାଁଦ ଓଠାର ପର ପରଇ ନବୀ ମୋଷଫା ସାନ୍ଧ୍ଵାଳାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧ୍ଵାମ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ଥେକେ ଯାକାତ ଆଦାୟେର ଜନ୍ୟେ ତହଶିଲଦାର ପ୍ରେରଣ କରେନ । ନିଚେ ତାଦେର ତାଲିକା ଦେଯା ହଲୋ ।

୧୬. ଫେରହସ ସିରାହ ପୃ. ୩୦୬, ମଙ୍କା ବିଜଯେ ଏବଂ ତାଯେଫେର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ ବିଜ୍ଞାରିତ ଜାମାନ ଜନ୍ୟ ଦେଖୁନ, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୧୬୦-୨୦୧, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୩୮୯-୫୦୧, ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୬୧୨-୬୨୩, ଫତହଲ ବାରୀ, ୮ୟ ଖତ, ପୃ. ୩-୮୫

ତତ୍ତ୍ଵଶୀଳଦାରେର ନାମ	ଗୋତ୍ରେର କାଛେ ପାଠାନେ ହୁଏ
୧ ଡ୍ୱୋଇନା ଇବନେ ହାସାନ	ବନୁ ତାମିମ
୨ ଇଯାଯିଦ ଇବନେ ହୋସାଇନ	ଆସଲାମ ଓ ଗେଫାର
୩ ଓବରାଦ ଇବନେ ବଶୀର ଆଶହାଲି	ସୋଲାଇମ ଓ ମୁୟାଇନା
୪ ରାଫେ ଇବନେ ମାକିଛ	ଯୁହାଇନା
୫ ଆମର ଇବନୁଲ ଆସ	ବନୁ ଫାୟାରାହ
୬ ଯାହହାକ ଇବନେ ସୁଫିଯାନ	ବନୁ କେଲାବ
୭ ବଶୀର ଇବନେ ସୁଫିଯାନ	ବନୁ କା'ବ
୮ ଇବନୁଲ ଲୁତବିଯାହ ଆୟଦି	ବନୁ ଯାବିଯାନ
୯ ମୋହାଜେର ଇବନେ ଆବୁ ଉମାଇଯା	ସନଆ ଶହର
୧୦ ଯିଯାଦ ଇବନେ ଲବିଦ	ହାଦରାମାଉତ
୧୧ ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ	ତାଙ୍ଗେ ଏବଂ ବନୁ ଆଛାଦ
୧୨ ମାଲେକ ଇବନେ ନୋଯାଇରାହ	ବନୁ ହାନ୍ୟାଲା
୧୩ ଯବରକାନ ଇବନେ ବଦର	ବନୁ ସା'ଦ ଏର ଏକଟି ଅଂଶ
୧୪ କାଇସ ଇବନେ ଆସେମ	ବନୁ ସା'ଦ ଏର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ
୧୫ ଆଲା ଇବନେ ହାଦରାମି	ବାହରାଇନ
୧୬ ଆଲୀ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ	ନାୟରାନ

ଏ ସକଳ ସାହାବାକେ ତତ୍ତ୍ଵଶୀଳଦାରେର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଯେ ନବମ ହିଜରୀର ମହରରମ ମାସେ ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । ଇତିମଧ୍ୟେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଏଲାକାର ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ମହରରମ ମାସେର ପ୍ରଥମ ଦିକେ ଅନେକେ ଏବଂ ପରେ ଅନେକେ ରୋଯାନା ହେଯେ ଯାନ । ଏର ଦ୍ୱାରା ହୋଦାୟବିଯାର ସନ୍ଧିର ପରେ ଇସଲାମେର ଦାୟାତତେ ସାଫଲ୍ୟେର ବ୍ୟାପକତା ସମ୍ପର୍କେ ଧାରଣା କରା ଯାଯ । ମକ୍କା ବିଜ୍ୟେର ପର ଦଲେ ଦଲେ ଲୋକ ଇସଲାମେର ଛାଯାତଳେ ଆଶ୍ରଯ ନିତେ ଶୁରୁ କରେନ ।

ଏ ସମୟକାର କରେକଟି ଛାରିଯ୍ୟା

ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର କାଛେ ଯାକାତ ଆଦାୟେର ଜନ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ଵଶୀଳଦାର ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଜାଫିରାତୁଲ ଆରବେର ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକାଯ ଶାନ୍ତି-ଶୃଙ୍ଖଳା ସନ୍ତୋଷ କିଛୁ କିଛୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଯ । ସେବ ଦମନେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । ନିଚେ ଏମନ କିଛୁ ଛାରିଯ୍ୟାର ବିବରଣ ଉତ୍ତଳେଖ କରା ଯାଚେ ।

(ଏକ) ଛାରିଯ୍ୟା ଡ୍ୱୋଇନା ଇବନେ ହୋସାନ ଫାଜାରି

ନବମ ହିଜରୀର ମହରରମ ମାସ

ଡ୍ୱୋଇନାକେ ୫୦ଜନ ସାଂୟାରେର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଯେ ବନୁ ତାମିମ ଗୋତ୍ରେର କାଛେ ପ୍ରେରଣ କରା ହୁଏ । କାରଣ ହଜ୍ଜେ ଯେ, ବନୁ ତାମିମ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରକେ ଉକ୍ତାନି ଦିଯେ ଜିଯିଯା ଆଦାୟ ଥେକେ ବିରତ ରେଖେଛିଲୋ । ଏ ଅଭିଯାନେ କୋଣ ମୋହାଜେର ବା ଆନ୍ସାର ଛିଲେନ ନା ।

ଡ୍ୱୋଇନା ଇବନେ ହାନାନ ରାତ୍ରିକାଳେ ପଥ ଚଲତେନ ଏବଂ ଦିନେର ବେଳାଯ ଆସ୍ତାଗୋପନ କରେ ଥାକତେନ । ଏଭାବେ ଚଲାର ପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ପୌଛେ ବନୁ ତାମିମ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ଧାଓୟା କରଲେନ । ତାରା ଉର୍ଧ୍ୱଶାସେ ଛୁଟେ ପାଲାଲୋ । ତବେ, ୧୧ଜନ ପୁରୁଷ ୨୧ ଜନ ନାରୀ ଏବଂ ୩୦ଟି ଶିଶୁକେ ମୁସଲମାନରା ପ୍ରେଫତାର କରଲେନ । ଏଦେର ମଦିନାଯ ନିଯେ ଏନେ ରାମଲା ବିନତେ ହାରେସେର ଘରେ ଆଟିକ ରାଖା ହଲୋ ।

ପରେ ବନ୍ଦୀଦେର ମୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପାରେ ଆଲୋଚନା କରତେ ବନୁ ତାମିମ ଗୋତ୍ରେର ୧୦ ଜନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏଲେନ : ତାରା ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାତ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଘରେର ଦରଜାଯ ଗିଯେ ଏଭାବେ ହାଁକ ଦିଲେନ ହେ ମୋହାମ୍ଦ, ଆମାଦେର କାଛେ ଆସୁନ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାତ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବାଇରେ ଏଲେନ । ତାରା ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାତ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ କଥା ବଲତେ ଲାଗଲେନ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହାତ୍

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে কটালেন। ইতিমধ্যে যোহরের নামাযের সময় হলো। তিনি নামায পড়ালেন। নামায শেষে মসজিদের আস্তিনায় বসলেন। বনু তামিমের সর্দাররা নিজেদের গর্ব অহংকার প্রকাশক বিতর্কের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের বক্তা আতা ইবনে হাজেবকে সামনে এগিয়ে দিলেন। তিনি বক্তৃতা করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মোকাবেলার জন্যে খটীব ইসলাম হ্যরত ছাবেত ইবনে কয়েস শাশ্বাসকে আদেশ দিলেন। তিনি জবাবী বক্তৃতা দিলেন। বনু তামিম সর্দাররা এরপর তাদের গোত্রের কবি জায়কাল ইবনে বদরকে সামনে এগিয়ে দিলেন। তিনি অহংকার প্রকাশক কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। শায়েরে ইসলাম হ্যরত হাস্সান ইবনে ছাবেত তার জবাব দিলেন।

উভয় বক্তা ও কবি বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি শেষ করলে আকরা ইবনে হাবেছ বললেন, ওদের বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে জোরালো বক্তৃতা এবং ওদের কবি আমাদের কবির চেয়ে ভালো কবিতা আবৃত্তি করেছেন। ওদের বক্তা এবং কবির আওয়ায় আমাদের বক্তা ও কবির আওয়ায়ের চেয়ে বুলন্দ। এরপর আগস্তুক বনু তামিম সর্দাররা ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দাসী উপহার প্রদান করেন এবং বন্দি নারী ও শিশুদের ফিরিয়ে দেন।^১

২. ছারিয়্যা কৃতবাহ ইবনে আমের

নবম হিজরীর সফর মাস

এই ছারিয়্যা তোরবার কাছে তাবালা এলাকায় খাশাম গোত্রের একটি শাখার দিকে রওয়ানা হয়েছিলো। কোতবা ২০ জন লোকের সমন্বয়ে যাত্রা করেন। ১০টি ছিলো উট। পর্যায়ক্রমে সেসব উটে এরা সওয়ার হন। মুসলমানরা আকস্মিক হামলা করেন। এতে প্রচন্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয় পক্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। কোতবা অন্য কয়েকজন সঙ্গীসহ নিহত হন। তবুও মুসলমানরা ভেড়া, বকরি এবং শিশুদের মদীনায় নিয়ে আসেন।

৩. ছারিয়্যা যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী

নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস

এই ছারিয়্যা বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রওয়ানা করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণে অব্বীকৃতি জানানোর কারণে যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানরা তাদের পরাজিত করে তাদের একজন লোককে হত্যা করেন।

৪. ছারিয়্যা আলকামা ইবনে মুজবের মাদলায়ি

নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস। আলকামাকে তিনশত সৈন্যের সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে জেদ্দা উপকূলের দিকে প্রেরণ করা হয়। কারণ ছিলো এই যে, কিছুসংখ্যক হাবশী জেদ্দা উপকূলের কাছে সমবেত হয়েছিলো। তারা মক্কার জনগণের ওপর ডাকাতি রাহাজানি করতে চাচ্ছিলো। আলকামা সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে একটি দ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হন। হাবশীরা মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে।^২

১. যুদ্ধ বিশয়ে বিশারদ লেখকরা বর্ণনা করেছেন যে, নবম হিজরীর মহররম মাসে এ ঘটনা ঘটে। এতে বোঝা যায় যে, আকরা ইবনে হাবেছ সে সময়েই মুসলমান হন। কিন্তু সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, আল্লাহর রসূল বনু হাওয়ায়েন গোত্রের বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলেন। তখন আকরা ইবনে হাবেছ বলেন, আমি এবং বনু তামিম ফিরিয়ে দেব না। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আকরা ইবনে হাবেছ নবম হিজরীর মহররম মাসের আগেই মুসলমান হয়েছিলেন।

২. ফতুহল বারী, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৯

୫. ଛାରିଯା ଆଲୀ ଇବନେ ଆର ତାଲେବ

ନବମ ହିଜରୀର ରବିଉଲ ଆଉୟାଲ ମାସ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-କେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କାଳାସ ବା କଲିସା ନାମେର ଏକଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାସାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରା ହେଁଛିଲୋ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀର ନେତୃତ୍ବେ ଏକଶତ ଟୁଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚଶଟି ଘୋଡ଼ାସହ ଦେଡଶତ ସୈନ୍ୟ ରେସାନା ହନ । ତାରା ସାଦା କାଲୋ ପତାକା ବହନ କରେନ । ଫଜରେର ସମୟ ମୁସଲମାନରା ହାତେମ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ହାମଲା ଚାଲିଯେ କାଳାସ ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଦେ ଫେଲେ । ଏରପର ବହୁ ଲୋକ, ଚତୁର୍ପଦ ଜୁତ୍ତ ଏବଂ ଭେଡ଼, ବକରି ଆଟକ କରା ହୟ । ଏବେବ ବନ୍ଦୀର ମଧ୍ୟେ ହାତେମ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଓ ଛିଲେନ । ହାତେମେର ପୁତ୍ର ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ ସିରିଆର ପଥେ ପାଲିଯେ ଯାଯ । ମୁସଲମାନରା କାଳାସ ମୂର୍ତ୍ତିର ଘରେ ତିନଟି ତଳୋଯାର ଏବଂ ତିନଟି ବର୍ମ ପାନ । ଫେରାର ପଥେ ଗନ୍ଧିମତେର ମାଲ ବନ୍ଟନ କରା ହୟ । ବାହାଇ କରା କିଛି ଜିନିସ ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଜନ୍ୟ ପୃଥିକ କରେ ରାଖା ହୟ । ହାତେମ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟାକେ କାରୋ ଭାଗେ ଦେଯା ହୟନି ।

ମଦୀନାଯ ପୌଛାର ପର ହାତେମ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର କାଛେ ଦୟାର ଆବେଦନ ଜାନିଯେ ବଲଲେନ, ହେ ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ, ଏଥାନେ ଯେ ଆସତେ ପାରତୋ, ସେ ଆଜ ନିର୍ବୋଜ । ପିତା ମାରା ଗେଛେନ । ଆମି ବୃଦ୍ଧା । ଖେଦମତ କରାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ଆପଣି ଆମାର ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତି, ଆହାହ ତାଯାଲା ଆପନାକେ ଦୟା କରବେନ । ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ତୋମାର ଜନ୍ୟ କେ ଆସତେ ପାରତୋ? ବଲଲେନ, ଆମାର ଭାଇ ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲଲେନ, ସେ ଲୋକ— ଯେ ଆହାହ ତାଯାଲା ଏବଂ ତାର ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମର କାହି ଥେକେ ପାଲିଯେ ଗେଛେ । ଏକଥା ବଲେ ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଚଲେ ଗେଲେନ । ତିନଦିନ ଏକଇ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହଲେ । ତୃତୀୟ ଦିନ ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଦୟା କରେ ହାତେମେର ମେୟେକେ ଆୟାଦ କରେ ଦିଲେନ । ସେ ସମୟ ସେଥାନେ ଏକଜନ ସାହାବୀ ଛିଲେନ, ସମ୍ଭବତ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ, ତିନି ମହିଳାକେ ବଲଲେନ, ଦୟାଲ ନବୀ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର କାହେ ସେଗ୍ଯାରୀର ଜନ୍ୟ ଓ ଆବେଦନ ଜାନାଓ । ମହିଳା ତାଇ କରଲେନ । ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ହାତେମେର କନ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ସେଗ୍ଯାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ ।

ହାତେମେର କନ୍ୟା ମଦୀନା ଥେକେ ଛାଡ଼ା ପେଯେ ସୋଜା ସିରିଆଯ ଚଲେ ଯାନ । ଭାଇୟେର ସାଥେ ଦେଖା କରେ ତିନି ବଲଲେନ, ଦୟାଲ ନବୀ ଏମନ ଦୟା ଦେଖିଯେଛେନ, ଯେ ଦୟା ତୋମାର ବାବାଓ ଦେଖାତେ ପାରତେନ ନା । ତାର କାହେ ତୁମି ତମ ଏବଂ ଆଶାର ସାଥେ ଯାଓ । ଏରପର ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ ମଦୀନା ଗିଯେ ସରାସରି ରସ୍ତ୍ର ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ସାଥେ ଦେଖା କରଲେନ । ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତାକେ ସାମନେ ବସିଯେ ବଲଲେନ, ତୁମି କୋଥାଯ ପାଲାଛୁ ଆହାହ ତାଯାଲା ଓ ତାର ରସ୍ତ୍ର ଥେକେ ପାଲାଛୁ ଯଦି ତାଇ ହୟେ ଥାକେ ତବେ ବଲେ ଆହାହ ତାଯାଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଉପାସ୍ୟେର କଥା ତୁମି କି ଜାନୋ? ତିନି ବଲଲେନ, ଜାନି ନା । ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲଲେନ, ଆହାହ ଆକବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାହ ମହାନ । ତୁମି ଏ କଥା ଥେକେ ପାଲାଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆହାହର ଚେଯେ ବଡ଼ କାରୋ ସମ୍ପର୍କେ କି ତୋମାର ଜାନା ଆହେ ଆଦୀ ବଲଲେନ, ଜୀ ନା । ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲଲେନ, ଶୋନୋ ଇଲ୍ଲାଦୀରେ ଓପର ଆହାହର ଅଭିଶାପ ରଯେଛେ, ଖୃଷ୍ଟାନରା ହଚ୍ଛେ ପଥଭ୍ରତ । ଆଦୀ ବଲଲେନ, ତବେ ଆମି ଏକଜନ ଏକରୋଥା ମୁସଲମାନ । ଏକଥା ଶୁଣେ ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଚେହାରା ଖୁଶିତ ଚିକଟିକ କରେ ଉଠିଲେ । ତିନି ହାତେମେର ପୁତ୍ରକେ ଏକଜନ ଆନ୍ସାରୀର ବାଡ଼ୀତେ ରାଖଲେନ । ଏରପର ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ ସକାଳ ବିକାଳ ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫାର କାହେ ହାୟିର ହତେନ ।^୩

ଇବନେ ଇସହାକ ହ୍ୟରତ ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ ଥିକେ ବର୍ଣନା କରେଛେ, ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଁ ଘରେ ତାଁ ସାମନେ ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମକେ ବସିଯେ ଜିଜାସା କରଲେନ, ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ, ତୁମି କି ପୁରୋହିତ ଛିଲେ ନା? ଆଦୀ ବଲେନ, ଆମି ବଲେଛିଲାମ ଜୁମ୍ବି ତାଇ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୁମି କି ତୋମାର କଓମେର ଗନ୍ଧିମତେର ମାଲ ଏକ ଚତୁର୍ଥୀଂଶ୍ ଗ୍ରହଣ କରତେ ନା? ଆମି ବଲେଛିଲାମ, ଜୁମ୍ବି ହାଁ ତାଇ । ତିନି ବଲଲେନ, ଅର୍ଥଚ ଏଟା ତୋମାଦେର ଦୀନେ ହାଲାଲ ନଯ । ଆମି ବଲଲାମ, ହାଁ ତାଇ । ସେଇ ସମୟେଇ ଆମି ବୁଝେଛିଲାମ ଯେ, ତିନି ହାଦୀ ବରହକ, ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରେରିତ ରସ୍ତୁମ୍ବଳ । କାରଣ, ତିନି ଏମନ ବିଷୟ ଆମାକେ ବଲେଛେ, ଯା ତାର ପକ୍ଷେ ଜାନା ସ୍ଵାଭାବିକ ଛିଲୋ ନା ।^୪

ମୋସନାଦେ ଆହମଦ-ଏର ବର୍ଣନାଯ ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ ଯେ, ରସ୍ତୁମ୍ବଳ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ, ହେ ଆଦୀ, ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରୋ ଶାନ୍ତିତେ ଥାକବେ । ଆମି ବଲଲାମ, ଆମି ତୋ ଏକଟା ଦୀନ ଅନୁସରଣ କରି । ତିନି ବଲଲେନ, ତୋମାର ଦୀନ ସମ୍ପର୍କେ ଆମି ତୋମାର ଚେଯେ ବେଶୀ ଜାନି । ଆମି ବଲଲାମ, ଆପନି ଆମାର ଦୀନ ସମ୍ପର୍କେ ଆମାର ଚେଯେ ବେଶୀ ଜାନେନ? ତିନି ବଲଲେନ, ହାଁ । ଏଟା କି ଠିକ ନଯ ଯେ, ତୁମି ପୁରୋହିତ? ତୁମି ତୋମାର କଓମେର ଗନ୍ଧିମତେର ମାଲେର ଏକ ଚତୁର୍ଥୀଂଶ୍ ଭୋଗ-ବ୍ୟବହାର କରୋ? ଆମି ବଲଲାମ, ହାଁ, ତାଇ । ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଏଟା ତୋମାଦେର ଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିକୌଣ ଥିକେ ହାଲାଲ ନଯ । ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମର ଏକଥାଯ ଆମାର ମାଥା ନତ ହେଯ ଗେଲୋ ।^୫

ସହୀହ ବୋଖାରୀ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଆଦୀ ଇବନେ ହାତେମ ଥିକେ ବର୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ଆମି ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ-ଏ ସାମନେ ବସେଛିଲାମ । ଏମନ ସମୟ ଏକଜନ ଲୋକ ଏସେ ତାର କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ଅବହ୍ଲାଷ କଥା ଜାନାଲୋ । ଅନ୍ୟ ଏକଜନ ଏସେ ଡାକାତି ରାହାଯାନିର ଅଭିଯୋଗ କରଲୋ । ନବୀ ମୋଷ୍ଟଫା ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ହେ ଆଦୀ, ତୁମି ହୀରା ଶହର ଦେଖେଛୋ? ଯଦି ତୋମାର ଆୟୁ ବେଶୀ ହୟ, ବେଶୀଦିନ ବାଁଚୋ, ତବେ ଦେଖିତେ ପାବେ ଯେ, ଘୋଡ଼ାର ପିଠେ ଚଢ଼େ ଏକଜନ ମହିଳା ହୀରା ଥିକେ ଆସିବେ ଏବଂ କାବାଘର ତଓୟାଫ୍ କରିବେ । ଏ ସମୟେ ଆଲ୍ଲାହର ଡୟ ଛାଡ଼ା ତାର ଅନ୍ୟ କୋନ ଡୟ ଥାକବେ ନା । ଯଦି ତୁମି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋ, ତବେ ତୋମରା କେସରାର ଧନଭାନର ଅଧିକାର କରିବେ । ଯଦି ତୁମି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋ, ତବେ ଦେଖିବେ, ଆଁଚଲ ଭରେ ସୋନା ବିତରଣେର ଜନ୍ୟେ ନେଯା ହବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରାର ଲୋକ ପାଓୟା ଯାବେ ନା । ସେଇ ବର୍ଣନା ଶେଷେ ରଯେଛେ ଯେ, ଆଦୀ ବଲେନ, ଆମି ଦେଖେଛି, ହାଓଦାଜେ ଚଢ଼େ ଆସା ଏକଜନ ମହିଳା ହୀରା ଥିକେ ଏସେ କାବାଘର ତଓୟାଫ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା ତାର ଅନ୍ୟ କାରୋ ଡୟ ଛିଲୋ ନା । କେସରାର ଧନ ଭାନ୍ଦାର ଯାରା ଜୟ କରେଛିଲେନ, ଆମି ନିଜେଇ ଛିଲାମ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ । ତୋମରା ଯଦି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋ, ତବେ ଆବୁଲ କାସେମେର ସେଇ କଥାର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣଓ ପାବେ, ତିନି ଯେ ବଲେଛେ, ଆଁଚଲ ଭରେ ବିତରଣେର ଜନ୍ୟେ ସୋନା ନେଯା ହବେ । କିନ୍ତୁ ତା ଗ୍ରହଣେର ଲୋକ ପାଓୟା ଯାବେ ନା ।^୬

୪. ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୮୧

୫. ମୋସନାଦେ ଆହମଦ, ସଞ୍ଚମ ଖତ, ପୃ. ୨୫୮-୨୭୮

୬. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଭାଗ ପୃ. ୫୦୭

তরুকের যুদ্ধ

মক্কা বিজয় ছিলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এক সিদ্ধান্তমূলক অভিযান। এ অভিযানের পর মক্কাবাসীদের মনে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রেসালাত সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ অবশিষ্ট ছিলো না। তাই পরিস্থিতির বিশ্বাসকর পরিবর্তন ঘটেছিলো। জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। প্রতিনিধিদল প্রেরণ শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করবো। বিদায় হজ্জের সময়ে উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা থেকেও এ বিষয়ে আন্দাজ করা যায়। মোটকথা অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান প্রায় হয়ে গিয়েছিলো বিধায়, মুসলমানরা ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা সার্বজনীন করা এবং ইসলামের প্রচার প্রসারে একান্তিকভাবে মনোযোগী হয়ে পড়েছিলো।

যুদ্ধের কারণ

ওই সময়ে এমন একটি শক্তি মদীনার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলো, যারা কোন প্রকার উক্ফানি ছাড়াই মুসলমানদের গায়ে পড়ে বিবাদ বাধাতে চাচ্ছিলো। এরা ছিলো রোমক শক্তি। সমকালীন বিশ্বে এরা ছিলো সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বিবাদের ভূমিকা তৈরী হয়েছিলো শেরহাবিল ইবনে আমর গাস্সানির হাতে। এই ব্যক্তি নবী মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃত হারেস ইবনে ওমায়ের আয়দিকে হত্যা করেছিলো। বসরার গবর্নরের কাছে সে দৃত পাঠানো হয়েছিলো। এরপর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে নবী মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ফলে রোমক ভূমিতে মৃতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুসলিম বাহিনী শক্তদের কাছ থেকে প্রতিশেধ গ্রহণে সক্ষম হয়নি। তবুও এ অভিযান কাছে ও দূরবর্তী আরব অধিবাসীদের মনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

কায়সারে রোম এ সকল প্রভাব প্রতিক্রিয়া এবং এর পরিগাম উপেক্ষা করতে পারেনি। মুসলিম অভিযানের ফলে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে স্বাধীনতা চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। এটা ছিলো তার জন্যে একটা বিপজ্জনক অবস্থা। অর্থে জনগণের স্বাধীনতার চেতনা সীমান্তবর্তী এলাকায় রোমকদের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। বিশেষ করে সিরিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ কারণে কায়সারে রোম ভাবলো যে, মুসলমানদের শক্তি বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই এদের দমন ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এতে করে রোমের সাথে সংশ্লিষ্ট আরব এলাকাসমূহে ফেতনা এবং হাঙ্গামা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না।

এসব কারণে মৃতার যুদ্ধের পর এক বছর যেতে না যেতেই কায়সারে রোম, রোমের অধিবাসী এবং রোমের অধীনস্ত আরব এলাকাসমূহ থেকে সৈন্য সমাবেশ শুরু করলেন। এটা ছিলো মুসলমানদের সাথে তয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পূর্ব প্রস্তুতি।

রোম ও গাসসানের প্রস্তুতির সাধারণ খবর

এদিকে মদীনায় পর্যায়ক্রমে খবর আসছিলো যে, রোমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এ খবর পেয়ে মুসলমানরা অস্থিতি এবং উৎকর্ষার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাতে কোন শব্দ শুনলেই তারা চমকে উঠতেন। তারা ভাবতেন, রোমকরা বুঝি

ଏସେ ପଡ଼େଛେ । ନବମ ହିଜରୀତେ ଏକଟି ଘଟନା ଘଟଲୋ । ଏ ଘଟନା ଥେକେଇ ମୁସଲମାନଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉତ୍କଷ୍ଟାର ପରିଚୟ ପାଓଯା ଯାଯା । ଏ ସମୟେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତା'ର ତ୍ରୀଦେର ସାଥେ ଟେଲାୟ କରେ ତାନ୍ଦେର ଛେଡେ ଏକଟି ପୃଥିକ ଘରେ ଉଠେଛିଲେନ । ସାହାବାୟେ କେରାମ ପ୍ରଥମ ଦିକେ କିଛି ବୁଝେ ଉଠେ ପାରେନନି । ତାରା ଭେବେଛିଲେନ, ନବୀ ମୋସ୍ତଫା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତ୍ରୀଦେର ତାଲାକ ଦିଯେଛେନ । ଏତେ ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ ଗଭୀର ଚିତ୍ତା ଓ ମନୋବେଦନା ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛିଲୋ । ହୟରତ ଓମର ଇବନେ ଖାତାବ (ରା.) ଏ ଘଟନା ବର୍ଣନ କରତେ ଗିଯେ ବଲେନ, ଆମାର ଏକଜନ ଆନସାର ସଙ୍ଗୀ ଛିଲୋ । ନବୀ ମୋସ୍ତଫା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦରବାରେ ଆମି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାକଲେ ତିନି ଆମାର କାହେ ଖବର ନିଯେ ଆସନ୍ତେନ, ସଥିନ ତିନି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାକତେନ, ତଥିନ ଆମି ତାର କାହେ ଖବର ନିଯେ ଆସନ୍ତମ । ଏରା ଦୁ'ଜନ ମଦୀନାର ଉପକଷ୍ଟେ ବସବାସ କରତେନ । ଏକଜନ ଅନ୍ୟଜନେର ପ୍ରତିବେଶୀ ଛିଲେନ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନବୀ (ଆ.)-ଏର ଖେଦମତେ ହୟରି ହତେନ । ହୟରତ ଓମର ବଲେନ, ସେଇ ସମୟେ ଗାସ୍‌ସାନ ଅଧିପତିର ବ୍ୟାପାରେ ଆମରା ଆଶକ୍ତା କରିଛିଲାମ । ଆମାଦେର ବଲା ହେୟିଛିଲୋ ଯେ, ଗାସ୍‌ସାନ ରାଜ ଆମାଦେର ଓପର ହାମଲା କରତେ ପାରେନ । ଏ କାରଣେ ସବ ସମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍କଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ଦିନ କାଟାତମ । ଆମାର ଆନସାର ସାଥୀ ଏକଦିନ ହଠାତ୍ ଏସେ ଦରଜାଯ କରାଯାତ କରେ ବଲଲେନ, ଖୋଲୋ ଖୋଲେ । ଆମି ବଲଲାମ, ଗାସ୍‌ସାନି କି ଏସେ ପଡ଼େଛେ? ତିନି ବଲଲେନ, ନା, ବରଂ ତାର ଚେଯେ ବଡ଼ ଘଟନା ଘଟେଛେ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତା'ର ତ୍ରୀଦେର ଥେକେ ଆଲାଦା ହୟେ ଗେଛେନ ।^୧

ଅପର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ହୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲେନ, ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏ ମର୍ମେ ଖବର ଛଢ଼ିଯେ ପଡ଼େ ଯେ, ଗାସ୍‌ସାନ ସତ୍ରାଟ ଆମାଦେର ଓପର ହାମଲା କରତେ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଛେନ । ଆମାର ସାଥୀ ନବୀ ମୋସ୍ତଫା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦରବାରେ ଏକଦିନ ଏସେ ଦରଜାଯ ଜୋରେ ଜୋରେ ଆଘାତ କରତେ ଲାଗଲେନ । ତିନି ବାଇରେ ଥେକେ ବଲଲେନ, ଘୁମିଯେ ପଡ଼େଛ ନାକି? ଆମି ଉତ୍କଷ୍ଟିତଭାବେ ବାଇରେ ଏଲାମ । ତିନି ବଲଲେନ, ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟେ ଗେଛେ । ଆମି ବଲଲାମ, କି ହେୟିଛେ ଗାସ୍‌ସାନି କି ଏସେ ପଡ଼େଛେ? ତିନି ବଲଲେନ, ନା ଏର ଚେଡେ ବଡ଼ ଘଟନା ଘଟେଛେ । ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତ୍ରୀଦେର ତାଲାକ ଦିଯେଛେନ ।^୨

ଏ ଘଟନା ଥେକେ ବୋଧା ଯାଯା ଯେ, ସେ ସମୟ ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ରୋମକଦେର ହାମଲାର ହମକି ଛିଲୋ କତୋ ମାରାୟକ । ନବୀ ମୋସ୍ତଫା ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମଦୀନାୟ ପୌଛାର ପର ମୋନାଫେକରା ରୋମକଦେର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅତିରଙ୍ଗିତ ଖବର ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଚାର କରିଛିଲୋ । କିନ୍ତୁ ମୋନାଫେକରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛିଲୋ ଯେ, ସବ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସଫଳ ହଞ୍ଚେନ ଏବଂ ତିନି ବିଶ୍ୱେର କୋନ ଶକ୍ତିକେଇ ଭୟ ପାନ ନା । ତା'ର ସାମନେ ଯେ କୋନ ବାଧା ଏଲେଇ ତା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୟେ ଯାଯା । ଏସବ ସନ୍ତୋଷ ମୋନାଫେକରା ମନେ ମନେ ଆଶା କରିଛିଲୋ ଯେ, ମୁସଲମାନରା ଏବାର ଆର ରଙ୍ଗା ପାବେ ନା, ତାରା ନାକାନି ଚୁବାନି ଥାବେଇ । ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ତାମାଶା ଦେଖାର ଦିନ ଆର ବେଶୀ ଦୂରେ ନଯ । ଏରପରି ଚିତ୍ତା-ଭାବନାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ତାରା ଏକଟି ମସଜିଦ ତୈରି କରିଲୋ, ଯା ‘ମସଜିଦେ ଦେରା’ ନାମେ ପରିଚିତ । ଉତ୍ତର ମସଜିଦେ ମୋନାଫେକରା ବସେ ଆଜଭା ଦିତ ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ବିରଜନେ ନାନା ପ୍ରକାର ସତ୍ୟକ୍ରମ କରତୋ । ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରାଙ୍କ ମୁସଲିମ ଉତ୍ସାହ ଏକିକ୍ରେ ଫାଟିଲ

୧. ନବୀର କାହେ ନା ଯାଓଯାର କସମ କରା । ଏଇ କସମ ଚାର ମାସ ବା ତାର ଚେଯେ କମ ମେଯାଦେର ଜନ୍ୟ ହଲେ ଶରୀଯତ ଅନୁଯାୟୀ ଏର ଜନ୍ୟ କୋନ ବିଧାନ ପ୍ରୋତ୍ୟେ ହବେ ନା । ଆର ଯଦି ଚାର ମାସେର ବେଳୀ ମେଯାଦେର ଜନ୍ୟ କସମ କରା ହଲେ ଚାର ମାସ ପୁରୋ ହେୟାର ସାଥେ ଶରୀଯା ଆଦାଲତେ ବିଷୟାଟି ରଙ୍ଗୁ ହବେ ଏବଂ ଆଦାଲତ ବଲବେ ଯେ, ଆପଣି ହୟ ତ୍ରୀକେ ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିନ ଅଥବା ତାକେ ତାଲାକ ଦିନ । ଅବଶ୍ୟ କୋନ କୋନ ସାହାବାର ମତେ ଚାର ମାସ କେଟେ ଯାଓଯାର ପର ଆପଣା ଆପଣି ତାଲାକ ହୟେ ଯାଯା ।

୨. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୭୩୦

୩. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ୟ ଖତ, ପୃ. ୩୬୪

ধরানো এবং শক্তিদের সাহায্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই এটি তৈরী করা হয়েছিলো। অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদে তারা শুধু ইসলাম বিরোধী কাজে লিঙ্গ থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্যে নবী শ্রেষ্ঠকেও আবেদন জানিয়েছিলো। এর মাধ্যমে মোনাফেকরা সরল প্রাণ মুসলমানদের ধোকা দিতে চাচ্ছিল। নবী শ্রেষ্ঠ যদি একবার নামায আদায় করেন, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা মোনাফেকদের প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদের ঘণ্টা উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। তাঁরা ধারণাও করতে পারবেন না যে, মসজিদ নামের এ ঘরে বসে তাদের বিরুদ্ধে কিরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা হচ্ছে। তাছাড়া এ মসজিদে কারা যাতায়াত করছে মুসলমানরা সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে না। এ মসজিদ এমনি করে মোনাফেক এবং তাদের বাইরের মিত্রদের ষড়যন্ত্রের একটা আখড়ায় পরিণত হবে। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মসজিদে সাথে সাথে নামায আদায় করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেই মসজিদে নামায আদায় করবো। সে সময়ে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মোনাফেকরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নবী শ্রেষ্ঠ সেই মসজিদে নামায আদায়ের পরিবর্তে সেটি ধ্রংস করে দেন।

রোম ও গাস্সানের প্রস্তুতির বিশেষ অবরু

এ সময়ে সিরিয়া থেকে তেল আনতে যাওয়া নাবেতিদের⁸ কাছে হঠাতে জানা গেলো যে, হিরাকিয়াস ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বাহিনী তৈরী করেছেন এবং রোমের এক বিখ্যাত যোদ্ধা সেই বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন। সেই কমান্ডার তার অধীনে খৃষ্টান গোত্র লাখাম জায়াম প্রভৃতিকে সমবেত করেছে এবং অগ্রবর্তী বাহিনী বালকা নামক জায়গায় পৌছে গেছে। এমনিভাবে এক গুরুতর সমস্যা মুসলমানদের সামনে দেখা দিলো।

পরিস্থিতির নায়কতা

সেই সময় প্রচল গরম পড়েছিলো। দেশে অর্থনৈতিক অসচলতা এবং দুর্ভিক্ষপ্রায় অবস্থা বিরাজ করছিলো। উট ঘোড়া প্রভৃতি যানবাহনের সংখ্যা ছিলো কম। গাছের ফল পেকে আসছিলো। এ কারণে অনেকেই ছায়ায় এবং ফলের কাছাকাছি থাকতে চাচ্ছিলো। তারা তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছিলেন না। তদুপরি পথের দ্রুত ছিলো অনেক, পথ ছিলো দুর্গম ও বহুরু। সব কিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিলো বড়োই নায়ক।

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত

আল্লাহর নবী এ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, এমনি সঞ্চিত সময়ে যদি রোমকদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও অলসতার পরিচয় দেয়া হয় তাহলে রোমকরা মুসলিম অধিকৃত ও অধ্যায়িত এলাকাসমূহে প্রবেশ করবে। ফলে ইসলামের দাওয়াত, প্রচার এবং প্রসারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। মুসলমানরা সামরিক শক্তির স্বাতন্ত্র হারাবে। হোনায়েনের যুদ্ধে পর্যুদন্ত, বাতিল ও কুফুরী শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। বাইরের শক্তির সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষাকারী মোনাফেকরা যারা সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করছিলো তারা মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাত করবে। পেছনে থাকবে শক্তিদল মোনাফেক আর সামনে থাকবে বিধর্মী রোমক সৈন্যদল। এতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত শ্রম-সাধনা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে পড়বে। নবী এবং সাহাবাদের

8. এরা নাবেত ইবনে ইসমাইল(আঃ)-এর বংশধর। এক সময় এরা পাটরা এবং হেজামের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু কালক্রমে শক্তিহীন হয়ে ক্ষয়ক ও ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়।

দীঘনিনের কষ্ট বিফলে যাবে। অনেক কষ্টে অর্জিত সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অথচ এই সাফল্যের পেছনে মুসলমানদের ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস বড়োই দীর্ঘ।

ରୁସ୍ଲମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲାଇଇ ଓ ଯା ସାହିତ୍ୟମ ଏବଂ ସନ୍ଧାବନା ତାଳୋଭାବେ ଅନୁଧାବନ କରଛିଲେନ । ତାଇ ତିନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଲେନ ଯେ, ମୁସଲିମ ଅଧିକୃତ ଓ ଅଧ୍ୟୟମିତ ଏଲାକାଯ ବିଧର୍ମୀଦେର ପ୍ରବେଶେର ସୁଯୋଗ ଦେଯାର ତୋ ଦରେ ଥାକ ବରଂ ଉଦେର ଏଲାକାଯ ଗିରେଇ ଆଘାତ କରା ହବେ ।

রোমকদের সাথে যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনার পর নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। মকাবাসী এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রকেও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। অন্য সময়ে নবী শ্রেষ্ঠ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন গন্তব্যের কথা গোপন রাখতেন। কিন্তু এবার তা করলেন না। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, রোমকদের সাথে যুদ্ধ হবে।

মুসলমানরা যেন যুদ্ধের জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারেন এ জন্যেই প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো । যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের প্রস্তুতিতে উত্তুন্ত করতে সূরা তাওবার একাংশও নাযিল হয়েছিলো । সাথে সাথে তিনি সদকা খ্যারাত করার ফয়লত বর্ণনা করেন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ বায়ে মসলিমানদের অনগ্রাগিত করেন ।

যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে মুসলমানদের প্রচেষ্টা

সাহাৰায় কেৱাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিৰ্দেশ পৰই যুদ্ধেৰ জন্যে
প্ৰস্তুতি শু্ৰূ কৰেন। মদীনাৰ চাৰিদিক থেকে আগ্ৰহী মুসলমানৱা আসতে থাকেন। যাদেৱ মনে
মোনাফেকী অৰ্থাৎ নেফাকেৱ অসুখ রয়েছে, তাৱা ছাড়া কেউ এ যুদ্ধ থেকে দূৰে থাকাৰ কথা
ভাবতেই পাৱেননি। তবে তিন শ্ৰেণীৰ মুসলমান ছিলেন পৃথক। তাদেৱ ঈমান ও আমলে কোন
প্ৰকাৰ ত্ৰুটি ছিলো না। গৱৰীৰ ক্ষুধাতুৰ মুসলমানৱা আসছিলেন এবং যানবাহনেৰ ব্যবস্থা কৱাৰ
আবেদন জানাচ্ছিলেন কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অক্ষমতা প্ৰকাশ কৱছিলেন।
সূৱা তাওয়ায় এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘ওদেৱ কোন অপৰাধ নেই, যারা তোমাৰ কাছে
বাহনেৰ জন্যে এলে তুমি বলেছিলে, ‘তোমাদেৱ জন্যে কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। ওৱা অৰ্থ
ব্যাবে অসামৰ্থতাজনিত দণ্ডখে অশ্ব বিগলিত চোখে ফিৰে গেলো।’

মুসলমানরা সদকা-খয়রাতের দিক থেকে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) সিরিয়ায় ব্যবসার জন্যে প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি কাফেলা তৈরী করেছিলেন। এতে সুসজ্জিত দুইশত উট ছিলো। দুশো উকিয়া অর্থাৎ প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য ছিলো। তিনি ইহসবই সদকা করে দিলেন। এরপর পুনরায় একশত উট সুসজ্জিত অবস্থায় দান করলেন। তিনি এক হাজার দীনার অর্থাৎ প্রায় ৫ কিলো সোনা নিয়ে এলেন এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রাখলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব উল্টেপাল্টে দেখছিলেন আর বলছিলেন, আজকের পর থেকে ওসমান যা কিছুই করুক না কেন, তার কোন ক্ষতি হবে না।^৫ এরপরও হযরত ওসমান (রা.) সদকা করেন। সব মিলিয়ে দেখা গেলো যে, তাঁর সদকার পরিমাণ নগদ অর্থ ছাড়াও ছিলো নয়শত উট এবং একশত ঘোড়া।

এদিকে হ্যারত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) দুঃশো উকিয়া অর্থাৎ প্রায় সাড়ে উনক্রিশ কিলো চাঁদি নিয়ে আসেন। হ্যারত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর ঘরের সবকিছু নিয়ে আসেন এবং ঘরে শুধু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বসলকে বেরে আসেন। তাঁর সদকার পরিমণ ছিলো চার

^৫. জামে তিরিমিয় মানাকেবে ওসমান ইবনে আফফান, ২য় খন্দ, প. ১১১

হাজার দিরহাম। তিনিই প্রথমে তার সদকা নিয়ে হায়ির হয়েছিলেন। হয়রত ওমর (রা.) তার অর্দেক ধন-সম্পদ নিয়ে হায়ির হন। হয়রত আব্বাস (রা.) তাঁর বহু ধন-সম্পদ নিয়ে আসেন। হয়রত তালহা হয়রত সাদ'দ ইবনে ওবাদা এবং মোহাম্মদ ইবনে মোসলমাও অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে হায়ির হন। হয়রত আসেম ইবনে আদী নবরই ওয়াসক অর্থাৎ সাড়ে ১৩ হাজার কিলো বা সোয়া তের টন খেজুর নিয়ে আসেন। অন্যান্য সাহাবারাও সাধ্যমত সদকা নিয়ে আসেন। কেউ এক মুঠো কেউ দুই মুঠোও দেন, তাদের এর বেশী দেয়ার সামর্থ ছিলো না।

মহিলারা তাদের হার, বাজুবন্দ, ঝুমকা, পা-জেব, বালি, আংটি ইত্যাদি সাধ্যমাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। কেউ বিরত থাকেননি, কেউ পিছিয়ে থাকেননি। কৃপগতার চিন্তা কারো মনে আসেনি। বেশী বেশী যারা সদকা দিচ্ছিলেন, মোনাফেকরা তাদের খেঁটা দিচ্ছিলো যে, ওরা অহংকারী। যারা সামান্য কিছু দান করছিলেন, তাদের নিয়ে উপহাস করছিলো যে, ওরা একটি দু'টি খেজুর দিয়ে কায়সারের দেশ জয় করতে চলেছে। কোরআনের সূরা তাওবায় এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘মোমেনদের মধ্যে যারা স্বতন্ত্রভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতীত কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিদ্রূপ করেন, ওদের জন্যে আছে মর্মস্তুদ শাস্তি।’

তরুকের পথে মুসলিম সেনাদল

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ইসলামী বাহিনী প্রস্তুত হলো। প্রিয় নবী এরপর মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা মতান্তরে ছাবা ইবনে আরফাতাকে মদীনার গবর্নর নিযুক্ত করেন এবং পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানের জন্যে হয়রত আলীকে (রা.) মদীনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। কিন্তু মোনাফেকরা সমালোচনা করে। এর ফলে হয়রত আলী (রা.) মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হন। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পুনরায় মদীনায় ফেরত পাঠান তিনি বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক মূসা এবং হারুনের সম্পর্কের মতো। অবশ্য, আমার পরে কোন নবী আসবে না।

মুসলিম আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যবস্থাপনার পর উত্তরদিকে রওয়ানা হন। নাসুর্দি-এর বর্ণনা অনুযায়ী সেদিন ছিলো শনিবার। গন্তব্য ছিলো তবুক। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজার। ইতিপূর্বে এতো বড় সেনাদল তৈরী হয়নি। এতো বড় সৈন্যদলের জন্যে মুসলমানদের সর্বাত্মক চেষ্টা সন্তো পুরো সাজ-সজ্জা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। যানবাহন এবং পাথেয় ছিলো অপ্রতুল। প্রতি আঠার জন সৈন্যের জন্যে ছিলো একটি উট, সেই উটে উক্ত আঠারো জন পর্যায়ক্রমে সওয়ার হতেন। খাদ্য সামগ্ৰীৰ অপ্রতুলভাৱে কাৱণে অনেক সময় গাছেৰ পাতা থেতে হচ্ছিলো এবং উটের সংখ্যা কম হওয়া সন্তো কুধার প্ৰয়োজনে উট যবাই করতে হচ্ছিলো। এ সব কাৱণে এ বাহিনীৰ নাম হয়েছিলো ‘জায়শে উচ্চৱত’ অর্থাৎ অভাব অন্টনেৰ বাহিনী।

তবুক যাওয়াৰ পথে ইসলামী বাহিনী ‘হেজ’ অর্থাৎ সামুদ জাতিৰ অবস্থান এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সামুদ জাতি ‘ওয়াদিউল কোৱাৰ’ ভেতৱে পাথৰ খুঁড়ে বাঢ়ী তৈৱী কৰেছিলো। সাহাবায়ে কেৱাম সেখানে কৃপ থেকে পানি উত্তোলন কৰেন। পানি তুলে রওয়ানা হওয়াৰ সময় নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তোমৰা এ জায়গাৰ পানি পান কৰো না এবং সে পানি ওয়ুৱ জন্যেও ব্যবহাৰ কৰো না। এখানে পানি দিয়ে যে আটা মাখিয়েছো সেসৰ পশুদেৱ থেতে দাও, নিজেৱা থেয়ো না। তোমৰা সেই কৃপ থেকে পানি নাও, যে কৃপে হয়ৱত সালেহ (আ.)-এর উটনী পান পান কৰতো।’

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেজর অর্থাৎ দিয়ারে সামুদ অতিক্রমের সময় বললেন, সে যালিমদের অবস্থান স্থলে প্রবেশ করো না, তাদের ওপর যে বিপদ এসেছিলো সে বিপদ তোমাদের ওপর যেন না আসে। তবে হাঁ, কাঁদাঁ কাঁদতে প্রবেশ করতে পারো। এরপর তিনি নিজের মাথা আবৃত করে দ্রুত সেই স্থান অতিক্রম করে গেলেন।^৬

পথে পানির ভীষণ সমস্যা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত সাহাবারা নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন। তিনি দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা মেঘ পাঠিয়ে দিলেন। প্রচুর বৃষ্টি হলো। সাহাবারা তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করলেন।

তবুকের কাছাকাছি পৌছার পর নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল তোমরা তবুকের জলাশয়ের কাছে পৌছে যাবে। তবে চাশত-এর সময়ের আগে পৌছুতে পারবে না। যারা আগে পৌছুবে তারা যেন আমি না যাওয়া পর্যন্ত ওখানের পানিতে হাত না দেয়।

হ্যরত মায়া'য় (রা.) বলেন, তবুকে আমরা পৌছে দেখি আমাদের দু'জন সঙ্গী আগেই সেখানে পৌছেছেন। ঝর্ণা থেকে অল্প অল্প পানি উঠছিলো। নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজসা করলেন, তোমরা এখানের পানিতে হাত লাগিয়েছো? তারা বললো, হাঁ। নবী একথা শুনে আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছিলেন তাই বললেন। এরপর ঝর্ণা থেকে আজলার সামান্য পানি নিলেন। ধীরগতিতে আসা পানি হাতের তালুতে জমা হওয়ার পর তিনি সে পানি দিয়ে হাতমুখ ধুলেন তারপর সেই পানিও ঝর্ণায় ফেলে দিলেন। এরপর ঝর্ণায় প্রচুর পানি উঠতে লাগলো। সাহাবারা তৃপ্তির সাথে সে পানি পান করলেন। এরপর নবী আমাকে বললেন, হে মায়া'য়, যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে দেখতে পাবে যে, এখানে বাগান সজীব হয়ে উঠেছে।^৭

তবুক যাওয়ার পথে, মতান্তরে তবুক পৌছার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ রাতে প্রচন্ড ঝড় হবে, তোমরা কেউ উঠে দাঁড়াবে না। যদের কাছে উট থাকবে, তারা উটের রশি শক্ত করে ধরে রাখবে। রাতে প্রচন্ড ঝড় হলো। একজন সাহাবী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ঝড়ের তাত্ত্ব তাকে উড়িয়ে নিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফেলে দিয়েছিলো।^৮

এই সফরের সময় নবী যোহর ও আছরের নামায একত্রে এবং মাগরেবের ও এশার নামায একত্রে আদায় করতেন। জমে তাকদিম জমে তাথির দু'টোই করেছিলেন। জমে তাকদিম অর্থাৎ কখনো যোহর ও আছরের নামায যোহরের সময়েই আদায় করতেন এবং মাগরেব এশার নামায মাগরেবের সময়েই আদায় করতেন। জমে তাথির অর্থ কখনো যোহর ও আছরের নামায আছরের সময় আদায় করতেন। কখনো মাগরেব ও এশার নামায এশার সময়ে আদায় করতেন।

তবুকে ইসলামী বাহিনী

ইসলামী বাহিনী তবুকে অবতরণের পর তাঁর স্থাপন করলেন। তারা রোমক সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন। নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেজস্বিনী ভাষায় সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে তিনি দুনিয়া ও আখরাতের কল্যাণের জন্যে সাহাবাদের অনুপ্রাণিত করলেন, সুসংবাদ দিলেন। এই ভাষণে সৈন্যদের মনোবল বেড়ে গেলো।

৬. সহীহ বোখারী, ২য় খন্দ, পৃ. ৬৩৭

৭. মুসলিম শরীফ, ২য় খন্দ, পৃ. ২৪৬

১. ত্রি

কোন কিছুর অভাবই তাদের মুখ্য মনে হলো না। অন্যদিকে রোম এবং তাদের বাহিনীর অবস্থা এমন হলো যে, তারা বিশাল মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে ভীত হয়ে পড়লো, সামনে এগিয়ে মোকাবেলা করার সাহস করতে পারল না। তারা নিজেদের শহরে ছ্রত্বঙ্গ হয়ে পড়লো। বিধৰ্মীদের এ পিচুটান মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হলো। আরব এবং আরবের বাইরে মুসলমানদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা হতে লাগলো। এ অভিযানে মুসলমানরা যে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করে রোমকদের সাথে যুদ্ধ করলে সেই সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না।

বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আয়েলার শাসনকর্তা ইয়াহনা ইবনে রওবা নবী আল আমিনের কাছে এসে জিজিয়া আদায়ের শর্ত মেনে নিয়ে সক্ষী চুক্তি করলেন। জাররা এবং আজরহ-এর অধিবাসীরাও হাধির হয়ে জিজিয়া দেয়ার শর্ত মেনে নিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি চুক্তিপত্র লিখে দিলেন, তারা সেটি কাছে রাখলো। আয়েলার শাসনকর্তাকে লিখে দেয়া চুক্তি বা সক্রিপ্ট ছিলো নিম্নরূপ, ‘পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ শাস্তি পরওয়ানা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ইয়াহনা ইবনে রওবা এবং আয়েলার অধিবাসীদের জন্যে লেখা হচ্ছে। জলেস্তলে তাদের কিশতি এবং কাফেলার জন্যে আল্লাহর জিম্মা এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিম্মা এবং এই জিম্মা সেইসব সিরীয় ও সমুদ্রের বাসিন্দাদের জন্যে যারা ইয়াহনার সাথে থাকবে। তবে হাঁ, এদের মধ্যে যদি কেউ গোলমাল পাকায়, তবে তার অর্থ-সম্পদ তার জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে মোহাম্মদ পারবে না। এ ধরনের ব্যক্তির ধন-সম্পদ যে কেউ গ্রহণ করবে, সেটা গৃহীতার জন্যে বৈধ হবে। ওদের কোন কৃপে অবতরণ এবং জলেস্তলে কোন পথে চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধ করা যাবে না।’

এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদকে ৪২০ জন সৈন্যের একটি দল দিয়ে দওমাতুল জন্দলের শাসনকর্তা আকিদের-এর কাছে পাঠালেন। খালেদকে বলে দেয়া হলো যে, তুমি দেখবে যে, সে মীল গাড়ী শিকার করছে। হযরত খালেদ গেলেন। শাসনকর্তার দুর্ঘ যখন দেখা যাচ্ছিলো হঠাৎ একটি মীল গাড়ী বের হলো এবং দুর্ঘের দরজায় গুঁতো মারতে লাগলো। আকিদের সেই গাড়ী শিকারে বের হলেন। হযরত খালেদ (রা.) তাঁর সৈন্যসহ আকিদেরকে ঘ্রেফতার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিয়ে এলেন। তিনি আকিদের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন এবং দুই হাজার উট, আটশত ঝীতদাস, চারশত বর্ম এবং চারশত বশি পাওয়ার শর্তে চুক্তি করলেন।

আকিদের জিজিয়া দেয়ার কথা ও স্বীকার করলেন। নবী আকিদের-এর সাথে ইয়াহনাসহ দওমা, তবুক, আয়লা এবং তায়মার শর্তে সক্ষী স্থাপন করলেন।

এ অবস্থা দেখে রোমকদের ঝীড়নক গোত্রসমূহ বুঝতে পারলো যে, রোমকদের পায়ের তলায় আর মাটি নেই। এবার প্রভু বদল হয়ে গেছে। রোমকদের আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, তাদের কর্তৃত্বের দিন শেষ। এ কারণে তারাও মুসলমানদের মিত্র হয়ে গেলো। এমনি করে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত হয়ে রোমক সীমান্তের সাথে মিলিত হলো এবং রোমকদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বহুলাংশে লোপ পেয়ে গেলো।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইসলামী বাহিনী তবুক থেকে সফল ও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে। কোন সংঘর্ষ হয়নি। যদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ছিলেন মোমেনানদের জন্যে যথেষ্ট। পথে এক জায়গায় একটি ঘাঁটিতে ১২ জন মোনাফেক নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার

ଚେଷ୍ଟା କରେ । ରସ୍ତୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସାଥେ ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ଆଶାର (ରା.) । ତିନି ଉଟ୍ଟେର ରଣ ଧରେ ଏଣ୍ଟିଛିଲେନ । ପେଛନେ ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ହୋୟାଯଫା ଇବନେ ଇଯାମାନ (ରା.) । ତିନି ଉଟ୍ଟ ହାଁକିଯେ ନିଯେ ଯାଚିଲେନ । ଅନ୍ୟ ସାହାବାରା ତଥନ ଛିଲେନ ଦୂରେ । ମୋନାଫେକ କୁଚକ୍ରୀରା ଏ ସମୟକେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମନେ କରେ ନାପାକ ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ କରତେ ସାମନେ ଅଗସର ହଲୋ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ସଫରସଙ୍ଗୀ ଦୁଇଜନ ସାହାବୀ ମୋନାଫେକଦେର ପାଯେର ଆୟାୟ ଶୁନିତେ ପେଲେନ । ୧୨ୱମ ମୋନାଫେକ ନିଜେଦେର ଚେହରା ଢକେ ଅଗସର ହଞ୍ଚିଲ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ବ୍ୟାପାରଟା ବୁଝିତେ ପାରଲେନ । ତିନି ହ୍ୟରତ ହୋୟାଯଫାକେ ପାଠାଲେନ । ହ୍ୟରତ ହୋୟାଯଫା ପେଛନେର ଦିକେ ଗିଯେ ମୋନାଫେକଦେର ବାହନ ଉଟ୍ଟଗୁଲୋକେ ଏଲୋପାତାଡ଼ି ଆଧାତ କରତେ ଲାଗଲେନ । ଏହି ଆଧାତର ମାଧ୍ୟମେ ଆଲାହ ତାୟାଲା ତାଦେର ପ୍ରତାବିତ କରଲେନ । ତାରା ଦ୍ରୁତ ପେଛନେର ଦିକେ ଗିଯେ ସାହାବାୟେ କେରାମେର ସାଥେ ମିଶେ ଗେଲୋ । ଏରପର ରସ୍ତୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତାଦେର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫାସ କରେ ଦିଲେନ । ଏ କାରଣ ହ୍ୟରତ ହୋୟାଯଫାକେ ବଲା ହ୍ୟ ‘ରାୟଦାନ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷାକାରୀ । ଏ ଘଟନା ସମ୍ପର୍କେ ଆଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, ‘ଅ ହାସୁ ବେମା ଲାମ ଇଯା ନାଲୁ’ ଅର୍ଥାତ୍ ତାରା ଏ କାଜେର ଜନ୍ୟେ ଇଚ୍ଛା କରେଛିଲୋ କିନ୍ତୁ ତାରା ତା କରତେ ପାରେନ ।

ସଫରେର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ନବୀ ଆଲ ଆମିନ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଦୂର ଥିକେ ମଦୀନା ଦେଖେ ବଲେନ, ଓଇ ହଛେ ତାବା ଓଇ ହଛେ ଓହ୍ଦ । ଏଟି ମେଇ ପାହାଡ଼ ଯେ ପାହାଡ଼ ଆମାକେ ଭାଲୋବାସି ଏବଂ ଯେ ପାହାଡ଼କେ ଆମିଓ ଭାଲୋବାସି । ଏଦିକେ ତାର ଆଗମନ ସଂବାଦ ମଦୀନାୟ ଛଡିଯେ ପଡ଼ିଲେ ଆବାଲ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବେରିଯେ ପଡ଼େ ବିପୁଲ ଉଷ୍ଣତାଯ ତାକେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜାନାଲୋ । ତାରା ତଥନ ଗାଇଛିଲୋ^୧ ‘ଆମାଦେର ଓପର ଛାନିଯାତୁଲ ବେଦା ଥିକେ ଚତୁର୍ଦ୍ଶୀର ଚାଁଦେର ଉଦୟ ହେଁବେ । ଯତୋକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାହକେ ଯାରା ଡାକାର ତାରା ଡାକବେ, ତତୋକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକର କରା ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଓୟାଜେବ ।’

ରସ୍ତୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତବୁକେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଜବ ମାସେ ରତ୍ନ୍ୟାନା ହେଁବିଲେନ ଏବଂ ରମ୍ୟାନ ମାସେ ଫିରେ ଏସେଛିଲେନ । ଏହି ସଫରେ ପୁରୋ ୫୦ ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଁବିଲେ । ତବ୍ୟଧେ ୨୦ ଦିନ ତିନି ତବୁକେ ଛିଲେନ ଆର ୩୦ ଦିନ ଲେଗେଛିଲୋ ଯାଓୟା ଆସାୟ । ଜୀବଦ୍ଧଶାୟ ସଶୀରୀରେ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ଥିକେ ଏଟାଇ ଛିଲୋ ନବୀ ମୋହାମ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଶେଷ ଜେହାଦ ।

ବିରୋଧୀଦେର ବିବରଣ

ତବୁକେର ଯୁଦ୍ଧ ଛିଲୋ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାର କାରଣେ ଆଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନେର ପକ୍ଷ ଥିକେ କଠିନ ପରିକ୍ଷା । ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଈମାନଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଁବିଲେ । ଏ ଧରନେର କଠିନ ସମୟେ ଆଲାହ ତାୟାଲା ଈମାନଦାରଦେର ପରିକ୍ଷା କରେନ । ଯେମନ ଆଲାହ ତାୟାଲା ସୂରୀ ଆଲ ଇମରାନେ ବଲେନ, ‘ଅସଂକ୍ରମିତ ସଂ ଥିକେ ପୃଥିକ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମରା ଯେ ଅବସ୍ଥାଯ ରଯେଛେ ଆଲାହ ତାୟାଲା ମୋମନ୍ଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ମନୋନୀତ କରେନ ।’

ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ସକଳ ମୋନେନୀନ ସାଦେକିନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧେ ଅନୁପର୍ଦ୍ଧିତ ନେଫାକେର ନିଦର୍ଶନରୁପେ ବିବେଚିତ ହ୍ୟ । କେଉଁ ପେଛନେ ଥିକେ ଗେଲେ ତାର ସମ୍ପର୍କେ ନବୀ ଆଲ ଆମିନେର କାହେ ଉତ୍ସ୍ଲେଷ କରା ହଲେ ତିନି ବଲେଛିଲେ, ଓର କଥା ଛାଡ଼େ । ଯଦି ତାର ମଧ୍ୟେ କଲ୍ୟାଣ ଥାକେ ତବେ ଆଲାହ ଶୀଘ୍ର ତାକେ ତୋମାଦେର କାହେ ପୌଛେ ଦେବେନ ଆର ଯଦି ନା ଥାକେ ତବେ, ଅଚିରେଇ ତାର ଥିକେ ତୋମାଦେର ନାଜାତ ଦେବେନ । ମୋଟକଥା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିକେ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଦୂରେ ଛିଲୋ । ଏକ ଶ୍ରେଣୀର

^୧. ଏହି ଇବନେ କାଇୟେମେ କଥା । ଇତିପୂର୍ବେ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁବେ ।

লোক মাঝুর বা অক্ষম, অন্য শ্ৰেণী মোনাফেক। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার দাবীতে ছিলো মিথ্যা, তাৱাই ছিলো মোনাফেক, তাৱা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে না যাওয়াৰ জন্যে ওয়ৱ খাড়া কৱেছিলো। এদেৱ কেউ কেউ যুদ্ধে না যাওয়াৰ জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৱ অনুমতিও নেয়নি। তবে এদেৱ মধ্যে তিনজন ছিলেন পাকা মোমেন এবং ঈমানদার। তাৱা যুক্তিসঙ্গত কোন কাৱণ ছাড়াই যুদ্ধ থেকে দূৰে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেৱকে কঠিন পৰীক্ষায় ফেলেন এবং শেষ পৰ্যন্ত তাদেৱ তওবা কৰুল কৱেন।

এ ঘটনাৰ বিবৱণ এই যে, যুদ্ধ থেকে নবী মুৰসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভ্যাস মোতাবেক প্ৰথমে মসজিদে নবীতে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় কৱলেন। এৱপৰ তিনি সেখানে বসলেন। মোনাফেকদেৱ সংখ্যা ছিলো ৮০ বা এৱ চেয়ে কিছু বেশী। ১০ তাৱা মসজিদে নবীতে এসে যুদ্ধে যেতে না পাৱাৰ নানা ওয়ৱ বৰ্ণনা এবং কসমেৱ পৱ কসম কৱেছিলো।

নবী মুৰসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেৱ বাইৱেৱ অভিব্যক্তি গ্ৰহণ কৱে বাইয়াত গ্ৰহণ কৱলেন, তাদেৱ জন্যে মাগফেৱাতেৱ দোয়া কৱেন এবং তাদেৱ ভেতৱেৱ অবস্থা আল্লাহৰ হাতে ছেড়ে দিলেন।

তিনজন মোমেনীন সাদেকীনেৱ প্ৰসঙ্গ বাকি থাকলো। এৱা হচ্ছেন কা'ব ইবনে মালেক মারাবা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া। তাৱা সত্যতাৰ সাথে বললেন, আমাদেৱ যুদ্ধে না যাওয়াৰ মতো কোন কাৱণ ছিলো না। এ কথা শুনে নবী মুৰসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেৱ বললেন, তাৱা যেন ওদেৱ সাথে বাক্যালাপ না কৱেন। ফলে তাদেৱ বিৱৰণকে সৰ্বাঞ্চক বয়কট কৱা হলো। চেনা মানুষ অচেনা হয়ে গেলেন, যমিন ভয়ানক হয়ে উঠলো, পৃথিবী তাৱ প্ৰশংসন সত্ত্বেও সংকীৰ্ণ হয়ে গেলো। তাদেৱ জীবন মাৰাঞ্চক সংকটেৱ সম্মুখীন হলো। কঠোৱতা এমন বেড়ে গেলো যে, ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়াৰ পৱ নিৰ্দেশ দেয়া হলো তাৱা যেন তাদেৱ স্ত্ৰীদেৱ থেকেও আলাদা থাকে। ৫০ দিন অতিবাহিত হওয়াৰ পৱ আল্লাহ তায়ালা তাদেৱ তওবা কৰুল কৱলেন। সূৱা তাওবাৰ এই আয়াত নাযিল হলো ‘এবং তিনি ক্ষমা কৱলেন, অপৱ তিনিজনকেও তাদেৱ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিলো, যে পৰ্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও যাদেৱ জন্যে সঞ্চৰ্চিত হয়েছিলো এবং তাৱা উপলব্ধি কৱেছিলো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। পৱে তিনি ওদেৱ প্ৰতি অনুগ্ৰহ পৱায়ণ হলেন, যাতে ওৱা তওবা কৱে। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পৱম দয়ালু।’

আল্লাহৰ পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণায় সাধাৱণভাৱে সকল মুসলমান এবং বিশেষভাৱে উক্ত তিনজন সাহাবা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সাহাবাৰা ছুটোছুটি কৱে পৱশ্চায়ৱকে এ খবৱ দিতে লাগলেন। একে অন্যকে মিষ্টি খাওয়াতে লাগলেন, দানা খয়ৱাত কৱতে লাগলেন। প্ৰকৃতপক্ষে এই আয়াত নাযিলেৱ দিন ছিলো তাদেৱ জীবনেৱ সবচেয়ে আনন্দ এবং সৌভাগ্যেৱ দিন।

যেসব লোক অক্ষমতা ও অপাৱগতাহেতু যুদ্ধে অংশগ্ৰহণ কৱতে পাৱেনি, তাদেৱ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যারা দুৰ্বল যারা পীড়িত তাদেৱ কোন অপৱাধ নেই, যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁৰ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৱ প্ৰতি তাদেৱ অবিমিশ্র আনুগত্য থাকে। যারা সৎ কৰ্মপৱায়ণ, তাদেৱ বিৱৰণকে অভিযোগেৱ কোন কাৱণ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পৱম দয়ালু।’

এদেৱ সম্পর্কে নবী মুৰসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনানার কাছে পৌছে বলেছিলেন, ‘মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমৱা যেখানেই সফৱ কৱেছো এবং যেখানেই

১০. ওয়াকেন্দি লিখেছেন, এই সংখ্যা মদীনানার মোনাফেকদেৱ। এছাড়া বনু গেফাৱ এবং অন্যান্য গোত্ৰেৱ মোনাফেকদেৱ সংখ্যা ছিল ৮২। আবদুর্রাহ ইবনে উবাই এবং তাৱ অনুসৰীদেৱ হিসাব এৱ মধ্যে ধৰা হয়নি। তাদেৱ সংখ্যা ও ছিল অনেক। দেখুন ফতুহল বারী, ৮ম খন্দ, পৃ. ১১৯

ଗିଯେଛେ ତାରା ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲୋ । ଅପରାଗତାର କାରଣ ଅର୍ଥାଏ ସଙ୍ଗତ ଓସରେ କାରଣେ ତାରା ଯୁଦ୍ଧେ ଯେତେ ପାରେନି ।' ସାହାବାରା ବଲଲେନ, ହେ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ, ତାରା ମଦୀନାଯ ଥେକେ ବୁଝି ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲେନ? ନବୀ ମୁରସାଲିନ ବଲଲେନ, 'ହଁ, ମଦୀନାଯ ଥେକେ ତାରା ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲେନ ।'

ଏ ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରଭାବ

ତବୁକ ଯୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାଯିରାତୁଳ ଆରବେର ଓପର ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରଭାବ ବିଷ୍ଟାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିତେ ଶୁରୁତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେଛିଲୋ । ଜନସାଧାରଣ ଭାଲୋଭାବେଇ ବୁଝିତେ ପେରେଛିଲୋ ଯେ, ଏଥିନ ଥେକେ ଜ୍ଞାଯିରାତୁଳ ଆରବେ ଇସଲାମ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତିତ୍ବ ଥାକବେ ନା । ପୌତ୍ରିକ ଏବଂ ମୋନାଫେକରା ମୁସଲମାନଦେର ବିରଳଦେ ଅବ୍ୟାହତ ସତ୍ୟକୁ ଚାଲିଯେ ନିଜେଦେର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯେ ସ୍ମୂଗେଗର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିଛିଲୋ ସେ ସ୍ଵପ୍ନ ଭେଙେ ଥାନ ଥାନ ହେଁ ଗିଯେଛିଲୋ । କେନନା ତାଦେର ଆଶା-ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଛିଲୋ ରୋମକ ଶକ୍ତି । ଏ ଯୁଦ୍ଧେର ଫଳେ ସେ ଆଶାଓ ଧୂଲିସାଂ ହେଁ ଗେଲୋ । ଏତେ କାଫେର ଓ ମୋନାଫେକଦେର ମନୋବଳ ଭେଙେ ଯୋଇ । ତାରା ସୁମ୍ପଟ୍ଟଭାବେ ବୁଝିତେ ପେରେଛିଲୋ ଯେ, ଇସଲାମ ଥେକେ ପଲାଯନ ବା ନିଷ୍ଠିତ ପାଓୟାର କୋନ ଉପାୟ ନେଇ ।

ଏମତାବସ୍ଥାୟ ମୋନାଫେକଦେର ସାଥେ ନରମ ବ୍ୟବହାର କରାର କୋନ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ମୁସଲମାନଦେର ଛିଲୋ ନା । ମୋନାଫେକଦେର ସାଥେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ । ଏମନକି ତାଦେର ଦେୟା ଦାନ-ଖ୍ୟରାତ ଗ୍ରହଣ, ତାଦେର ଜାନାଯାର ନାମାୟ ଆଦାୟ, ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ମାଗଫେରାତେର ଦୋଯା ଏବଂ ତାଦେର କବର ଯେଯାରତ କରତେ ଓ ନିଷେଧ କରା ହଲୋ । ମସଜିଦେର ନାମେ ତାରା ସତ୍ୟକ୍ରେତର ଯେ ଆଖଡ଼ା ତୈରି କରେଛିଲୋ, ସେଟିଓ ଧ୍ରୁଷ୍ଟ କରେ ଦେୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେୟା ହଲୋ । ମୋନାଫେକଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଏମନ ଆଯାତ ନାଯିଲ ହଲୋ ଯେ, ଏତେ ତାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନ ହେଁ ପଡ଼ିଲୋ । ତାଦେର ଚିନତେ ଆର କୋନ ଅସୁରିଧାଇ ରଇଲୋ ନା । କୋରଆନେର ଆଯାତେର ଦ୍ୱାରା ମୋନାଫେକଦେର ଯେଣ ଅସୁଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଚିନିଯେ ଦେୟା ହଲୋ ।

ତବୁକେର ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରଭାବ ଏ ଥେକେଓ ବୋଝା ଯାଯ ଯେ, ମର୍କା ବିଜଯେର ପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶେର ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ ମଦୀନାୟ ଆସତେ ଶୁରୁ କରଲେଓ ଏ ଯୁଦ୍ଧେର ପର ସେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଣ ବେଡ଼େ ଗେଲୋ ।¹¹

ଏଇ ସମ୍ପର୍କେ କୋରଆନେର ଆଯାତ

ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ ସୂରା ତାଓବାୟ ବହୁଂଖ୍ୟକ ଆଯାତ ନାଯିଲ ହେଁ ଯେଇଲୋ । କିଛି ହେଁ ଯୁଦ୍ଧେ ରଓଯାନା ହେଁ ଯେଇଲୋ ଆଗେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଆସାର ପରେ । ଏସବ ଆଯାତେ ଯୁଦ୍ଧେର ଅବସ୍ଥା ବିଷ୍ଟାରିତ ପ୍ରକାଶ କରା ହେଁ ଯେଇଲୋ । ମୋନାଫେକଦେର ପର୍ଦା ଉନ୍ନୋଚନ କରେ ଦେୟା ହେଁ ଯେଇଲୋ । ସରଲପ୍ରାଣ ମୋଜାହେଦଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣନା କରେ ତାଦେର ପ୍ରକଶ୍ସନ୍ତା କରା ହେଁ ଯେଇଲୋ । ମୋମେନୀନ ଏବଂ ସାଦେକୀନ ଯାରା ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ଏବଂ ଯାରା କରେନନି, ତାଦେର ତୋବା କବୁଲ କରାର କଥା ବଲା ହେଁ ।

ଏଇ ସମୟେର କିଛି ଉତ୍ସେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଘଟନା

ନବମ ହିଜରୀତେ ଐତିହାସିକ ଶୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବେଶ କିଛି ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ ।

(୧) ତବୁକ ଥେକେ ରସୂଲ ସାଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଫିରେ ଆସାର ପର ଉତ୍ସାହମେର ଆଜଳାନି ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟେ 'ଲେଆନ' ହେଁ ଯେଇଲୋ । ଉତ୍ସେଖ୍ୟ ସ୍ଵାମୀ କର୍ତ୍ତକ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତି ବ୍ୟାଭିଚାରେର ଅପବାଦ ଦେୟା ହୁଏ ଅର୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ନେଇ, ତାକେ ଲେଆନ ବଲେ ।

11. ଏ ଯୁଦ୍ଧେର ବିଷ୍ଟାରିତ ବିବରଣ ଯେସବ ଶବ୍ଦ ଥେକେ ନେୟା ହେଁ ଯେଇଲେ ନାମ, ଇବନେ ହିଶାମ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୫୧୫-୫୩୭, ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ ତ୍ୟ ଖତ, ପୃ. ୨-୧୩, ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃ. ୩୧୩-୩୩୭, ଫତହଲ ବାରୀ, ୮ମ ଖତ, ପୃ. ୧୧୦-୧୨୬ ଓ ତାଫ୍ସିର ଫୀ ଯିଲାଲିଲ କୋରଆନ, ସୂରା ତାଓବାୟ ।

(২) যেনাকারিনী একজন মহিলা নবী মুরসালিনের দরবারে এসে নিজের পাপের কথা অঙ্গীকার করে শাস্তির আবেদন জানিয়েছিলেন। তাকে সন্তান প্রসবের পর আসতে বলা হয়েছিলো। সন্তানের দুধ ছাড়ানোর পর তাকে পাথর নিষ্কেপে হত্যা অর্থাৎ রজম করা হয়।

(৩) হাবশার সম্মাট আসহামা নাজাশী ইন্তেকাল করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়েবানা জানায় আদায় করেন।

(৪) নবী নব্দিনী উষ্ণে কুলসুম (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে প্রিয় নবী শোকে কাতর হয়ে পড়েন। তিনি হ্যরত ওসমানকে (রা.) বলেছিলেন, যদি আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তবে তাকেও আমি তোমার সাথে বিয়ে দিতাম।

(৫) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরুক থেকে ফিরে আসার পর মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নবী তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেন এবং হ্যরত ওমর (রা.)-এর নিষেধ সন্তেও তার জানায়ার নামায আদায় করেন। এরপর কোরআনের আয়াত নাযিল হয় তাতে এবং হ্যরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্যের সমর্থনে মোনাফেকদের জানায় করতে নিষেধ করা হয়।

হ্যরত আবু বকরের (রা.) নেতৃত্বে হজ্জ পালন

নবম হিজরীতে যিলকদ বা যিলহজ্জ মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্দিকে আকবর হ্যরত আবু বকরকে (রা.) আমিরুল হজ্জ করে মক্কায় প্রেরণ করেন।

এরপর সূরা তাওবার প্রথমাংশ নাযিল হয়। এতে মোশরেকদের সাথে কৃত অঙ্গীকার সমতার ভিত্তিতে শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশ আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আলীকে (রা.) এ ঘোষণা প্রকাশের জন্যে প্রেরণ করেন। আরবদের মধ্যে অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো বীতি। হ্যরত আবু বকরের সাথে হ্যরত আলীর সাক্ষাৎ হয়েছিলো দাজনান মতান্তরে আরজ প্রাপ্তরে। হ্যরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আমীর নাকি মামুর? হ্যরত আলী বললেন, মামুর। এরপর উভয়ে সামনে অগ্রসর হন। হ্যরত আবু বকর লোকদের হজ্জ করান। ১০ই যিলহজ্জ অর্থাৎ কোরবানীর দিনে হ্যরত আলী (রা.) হাজীদের পাশে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ অনুযায়ী ঘোষণা দেন। অর্থাৎ সকল প্রকার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রূতির সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। চার মাসের সময় দেয়া হয় তবে মুসলমানদের সাথে যেসব মোশরেক অঙ্গীকার পালনে ঝটি করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তিপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়।

হ্যরত আবু বকর (রা.) কয়েকজন সাহাবাকে পাঠিয়ে এ ঘোষণা করান যে, ভবিষ্যতে কোন মোশরেক হজ্জ করতে এবং নগ্নাবস্থায় কেউ কাবাঘর তওয়াফ করতে পারবে না।

এ ঘোষণা ছিলো প্রকৃতপক্ষে জাফিরাতুল আরব থেকে মূর্তি পূজার অবসানের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। অর্থাৎ এ বছরের পর থেকে মূর্তি পূজার উদ্দেশ্য আসার জন্যে কোন সুযোগই আর থাকলো না।

যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

রসূলে করিম হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে যে কেউ একথা স্থীকার করতে নৈতিকভাবে বাধ্য হবে যে, তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল সামরিক কমান্ডার। পরিবেশ পরিস্থিতি, পটভূমি প্রাসঙ্গিক লক্ষণসমূহ এবং পরিণতি ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় মেধার অধিকারী। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা ছিলো নির্ভুল এবং বিবেকের জাগ্রতাবস্থা ছিলো গভীর তাৎপর্যমন্তিত। নবুয়ত ও রেসালাতের গুণে তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালিন বা প্রেরিত সকল নবীর নেতা অন্যদিকে সামরিক নেতৃত্বের গুণবৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ এবং অদ্বিতীয়। যে সকল যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বা অন্যদের প্রেরণ করেছিলেন সব ক্ষেত্রেই তিনি কার্যকারণ পরিবেশ পরিস্থিতি ও পর্যালোচনা করে সঠিক কৌশল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন। তাঁর দক্ষতা সমর কুশলতা, সাহসিকতা ছিলো অনন্য। সৈন্য সমাবেশ, যুদ্ধ পরিকল্পনা, অবস্থান নির্গত ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ ডিঙিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর সমরকুশলতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বের সেরা যুদ্ধ বিশারদের চেয়েও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনায় পরাজয় বরণের কোন সম্ভাবনাই ছিলো না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওহুদ এবং হোনায়েনের যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছিলো এর কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনার ফল বা ভুল নয়। কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের ব্যক্তিগত দুর্বলতাই দায়ী। আর ওহুদের যুদ্ধে তো তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা হয়েছিলো।

উভয় যুদ্ধেই মুসলমানরা পরাজয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলো। সে সময়ে তিনি যে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তার উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি শক্ত বেষ্টনীতেও ছিলেন অটল অবিচল এবং তুলনাইন সমর কুশলতায় শক্তদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিলো। এ ছাড়া হোনায়েনের যুদ্ধে তাঁর সমর কুশলতায় মুসলমানদের পরাজয় চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হয়েছিলো। অথচ ওহুদের মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং হোনায়েনের মতো লাগামহীন ভয়কাতরতা ও অস্থিরতা সেনানায়কদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি লোপ করে দেয়। তাঁদের স্নায়ুর ওপর এতো বেশী চাপ সৃষ্টি হয় যে, তখন আত্মরক্ষার চেষ্টাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

এটা তো হচ্ছে উল্লিখিত যুদ্ধের সামরিক দিক। অন্য একটি দিক আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল যুদ্ধের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। ফেতনা ফাসাদের আগুন নিভিয়ে দেন। ইসলাম ও পৌত্রলিঙ্গতার সংঘর্ষে শক্তের শক্তি-সামর্থ্য ও অহংকার নস্যাত করে দেন। ইসলামের দাওয়াত ও তাৰলীগ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে তাদের বাধ্য করেন। এছাড়া এসব যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি শক্ত মিত্র চিনেছেন। প্রকৃত মুসলমান এবং মোনাফেকদের পার্থক্য নির্ণিত হয়।

সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সেনানায়কদের এক অপরাজেয় শক্তি গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টি সেনাদল ইরাক, সিরিয়ায়, পারস্য ও রোমে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে বড় বড় যুদ্ধবায়দের হার মানিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় শক্রদের তাদের ভূখন্ড, ধন-সম্পদ, ক্ষেত-খামার, বাগান, জলাশয় ইত্যাদি থেকেও বহিকার করে। এইসব যুদ্ধের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্যে বাসস্থান, ক্ষেত-খামার এবং কর্মসংস্থানের মতো প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করেন। বাস্তুহীন ও ঠিকানাহীন উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান করেন। অন্ত, ঘোড়া, সামরিক সরঞ্জামের ব্যবহীর উপকরণের ব্যবস্থা করেন। অর্থ প্রতিপক্ষের ওপর কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন এবং বাড়াবাড়ি না করেই তিনি এসব কিছু করেছিলেন।

অন্ধকার যুগে যেসব কারণে যুদ্ধের আগুন জুলে উঠতো, প্রিয় নবী সেসব কারণও পরিবর্তন করেন। আইয়ামে জাহেলিয়াতে যুদ্ধ মানে ছিলো লুট-তরায়, হত্যা-ধ্বংস, যুলুম-অত্যাচার, অবিশ্বাস্য রকমের বাড়াবাড়ি, প্রতিশোধ গ্রহণ, দুর্বলের ওপর অত্যাচার, জনপদ বিরান করা, বাড়ীঘর, অট্টালিকা ভেঙ্গে ফেলা, মহিলাদের সম্মান নষ্ট করা, শিশু ও বৃক্ষদের সাথে নিষ্ঠুর নৃশংস ব্যবহার করা। এছাড়া ক্ষেত-খামারের ফসল নষ্ট এবং পশুপাল হত্যা করা মোটকথা সর্বাত্মক ক্ষতিও ধ্বংস ছিলো সেসব যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইসলাম যুদ্ধের এসব ঘৃণ্য কারণে এ যুদ্ধ শুরু করা হয় এবং তার ফলাফল হয় সকল কালের মানুষের জন্যে কল্যাণকর। পরবর্তী সকল কালেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এসব জেহাদের পরে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, জেহাদ হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া, যুলুম-অত্যাচার নির্যাতন থেকে বের করে এনে ন্যায় ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার সশন্ত্র প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এমন একটা ব্যবস্থা করা যাতে শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার না করতে পারে বরং সেসব সৈরাচারী ও অত্যাচারীদের দুর্বল করে উৎপীড়িত ও দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এমনি করে ইসলামের জেহাদের অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, সেইসব দুর্বল নারী-পুরুষ শিশুকে রক্ষা করতে হবে যারা এই বলে দোয়া করেন, হে প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করো, যেখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। তুমি তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে নেতো ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রেরণ করো এবং নেতো এবং তার মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করো। এছাড়া মুসলমানদের যুদ্ধের অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহর যমিনকে খেয়ানত, যুলুম-অত্যাচার, পাপাচার থেকে মুক্ত করে তার স্থলে শান্তি-নিরাপত্তা, দয়াশীলতাও মানবতা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্যে উন্নত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। মুসলিম সৈন্য এবং সেনাপ্রতিদেরকে সেই নীতিমালার বাইরে যেতে দেননি। হ্যরত সালমান ইবনে যোয়াইদা বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে সেনাপতির দায়িত্ব দিতেন তখন তাকে তাকওয়া পরহেজগারি এবং মুসলমান সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। এরপর বলতেন আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। লড়াই করো, খেয়ানত করো না, অঙ্গীকার লংঘন বা বিশ্বাসঘাতকতা করো না, কারো নাক, কান ইত্যাদি কেটো না, কোন শিশুকে হত্যা করো না।

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମନୋନୀତ ସେନାପତିକେ ଆରୋ ଉପଦେଶ ଦିତେନ ଯେ, ସହଜ ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରବେ, କଠୋରତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ନା, ମାନୁଷକେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, କାଉକେ ଘୃଣା କରବେ ନା ।^୧

ରାତ୍ରିକାଳେ କୋନ ଏଲାକାୟ ପୌଛାର ପର ଥିଯ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସକାଳ ହେଁଯାର ଆଗେ ହାମଲା କରତେନ ନା । ତାଛାଡ଼ା ତିନି ଆଗୁନ ଲାଗାନୋ ଅର୍ଧାଂ କୋନ ଜିନିସେ ଅଗ୍ରିମ୍ସଂଯୋଗ କରତେ କଠୋରଭାବେ ନିଷେଧ କରତେନ । କାଉକେ ବୈଧ ହତ୍ୟା କରା, ମହିଳାଦେର ପ୍ରହାର କରା ଏବଂ ତାଦେର ହତ୍ୟା କରତେ ଓ ତିନି ନିଷେଧ କରେନ । ଲୁଟ୍-ତରାୟ କରତେ ନିଷେଧ କରେନ । ତିନି ବଲେଛେନ, ଲୁଟ୍ରେର ମାଲ ମୃତଜ୍ଞର ଚେଯେ ବେଶୀ ହାଲାଲ ନୟ, କ୍ଷେତ୍ର-ଖାମାର ଧଂସ କରା, ଚତୁର୍ପଦ ଜତ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରା ଏବଂ ଗାଛପାଳା କେଟେ ଫେଲତେ ଓ ତିନି ନିଷେଧ କରେନ । ତବେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖା ଦିଲେ ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା ।

ମଙ୍କା ବିଜୟର ସମୟ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛିଲେନ, କୋନ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓପର ହାମଲା କରବେ ନା, କୋନ ପଲାଯନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଧାଓୟା କରବେ ନା, କୋନ ବନ୍ଦୀକେ ହତ୍ୟା କରବେ ନା । ତିନି ଏ ରୀତିଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେନ ଯେ, କୋନ ଦୂତକେ ହତ୍ୟା କରା ଯାବେ ନା, ତିନି ଏକଥାଓ ବଲେଛେନ ଯେ, କୋନ ଅମୁସଲିମ ନାଗରିକକେ ହତ୍ୟା କରା ଯାବେ ନା । ଏମନକି ତିନି ବଲେଛେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋନ ଅମୁସଲିମ ନାଗରିକକେ ବିନା କାରଣେ ହତ୍ୟା କରବେ, ମେ ବେହେଶତେର ସୁଗନ୍ଧଓ ପାବେ ନା । ଅର୍ଥାତ୍ ବେହେଶତେର ସୁବାସ ଚଞ୍ଚିଶ ବହୁରେ ପଥେର ଦୂରତ୍ତ ଥେକେ ଓ ପାଓୟା ଯାଯା ।

ଉତ୍ୱେଖିତ କାରଣସମ୍ଭୂତ ଏବଂ ଆରୋ ଅନେକ ଉନ୍ନତତର ରୀତିନୀତି ଛିଲୋ ଯାର କାରଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହେଲିଯାତ ଯୁଗେର ଲୋଂରାମୀ ଥେକେ ପାକସାଫ ହୟେ ପରିବର୍ତ୍ତି ଜେହାଦେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହରେଛେ ।

দলে দলে মানুষদের আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে চিরতরে যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনা ছিলো একটি সিদ্ধান্তমূলক অভিযান। এর ফলে মৃত্তি পূজার অসারতা আরববাসীদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং মৃত্তিপূজার অবসান ঘটে। সমগ্র আরবের জন্যে সত্য ও মিথ্যা চিহ্নিত হয়ে যায়। তারা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। হ্যরত আমর ইবনে সালমা (রা.) বলেন, আমরা একটি জলাশয়ের ধারে বাস করতাম। সেই জলাশয়ের পাশ দিয়ে লোক চলাচল করতো। পথচারীদের আমরা সেই ব্যক্তির অর্থাৎ নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজাসা করতাম। পথচারীরা বলতো, তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পয়গাষ্ঠের করে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ওহী পাঠানো হয় এবং সেই ওহীতে আল্লাহ তায়ালা একপ একপ বলেছেন। হ্যরত আমর ইবনে সালমা (রা.) বলেন, আমি সেসব কথা শুনতাম এবং ওহীতে বর্ণিত কথাগুলো মনে রাখতাম। আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা বলতো, ওকে এবং তার কওমকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি নিজের কওমের ওপর জয়লাভ করেন তাহলে বোঝা যাবে যে, তিনি সত্য নবী। অতপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটলো।

সকল কওম ইসলাম গ্রহণের জন্যে অগ্রসর হলো। আমার পিতাও আমার কওমের কাছে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমি সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। নবী বলেছেন, অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক নামায আদায় করো। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয়। এরপর তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণ কোরআন জানেন তিনি যেন ইমামতি করেন।

এই হাদীস থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনা পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইসলামকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে, আরববাসীদের ভূমিকা নির্ধারণে এবং ইসলামের সামনে তাদেরকে উৎসর্গীকৃত করার ব্যাপারে কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তরুকের যুদ্ধের পর এ অবস্থা আরো চরম রূপ নেয়। এ কারণে আমরা দেখতে পাই যে, সেই দুই বছরে অর্থাৎ নবম ও দশম হিজরাতে মদীনায় বহু প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিলো। সেই সময়ে মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। ফলে মক্কা বিজয়ের সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার, অর্থ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তরুকের যুদ্ধের সময় সেই সংখ্যা ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়।

বিদায় হজ্জের সময় দেখা যায় যে, মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার মতান্তরে ১ লাখ ৪৪ হাজার। রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে তাঁরা লাববায়েক ধ্বনি দিচ্ছিলেন। আল্লাহ রববুল আলামীনের প্রশংসাধনিতে তারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছিলেন। পাহাড়-পর্বতে মাঠে-প্রান্তরে তওহীদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

প্রতিনিধি দলের আগমন

প্রতিহাসিকগণ ৭০টির বেশী প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে আমরা শুধু প্রতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদল সম্পর্কে আলোকপাত করছি। পাঠকদের এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, মক্কা বিজয়ের পরই যদিও বিভিন্ন প্রতিনিধিদল নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে আসতে শুরু করেছিলো কিন্তু কিছু কিছু গোত্রের প্রতিনিধিদল মক্কা বিজয়ের আগেও মদীনায় নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কচে হায়ির হয়েছিলেন। নীচে আমরা সেসব গোত্রের পরিচয় ও আগমনের ঘটনা উল্লেখ করছি।

(১) আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল, এ গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছিলো, প্রথমবার পঞ্চম হিজরীতে এবং দ্বিতীয়বার নবম হিজরীতে। প্রথমবার উক্ত গোত্রের মুনক্কেজ ইবনে হাবুকান নামক এক ব্যক্তি বাণিজ্যিক সরঞ্জাম নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন। এরপরও তিনি কয়েকবার মদীনায় যাওয়া আসা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর তিনি মদীনায় আসেন এবং ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন ইসলাম গ্রহণের পর নবী করিমের (রা.) তরফ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে তিনি নিজ গোত্রের লোকদের কাছে যান। ইসলামের সৌন্দর্য মুঝ হয়ে তার গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরপর উক্ত গোত্রের তেরো-চৌদজনের একটি প্রতিনিধিদল নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেদমতে হায়ির হন। এই প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দৈমান এবং পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন আল আশাজ্জ আল আসির।^২ এই ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেছিলেন, তোমার মধ্যে দু'টি এমন গুণ রয়েছে যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। একটি হচ্ছে দূরদর্শিতা ও আন্যটি সহিষ্ণুতা।

দ্বিতীয়বার এই গোত্রের প্রতিনিধিদল নবম হিজরীতে মদীনায় এসেছিলেন। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন চাল্লিশজন। এদের মধ্যে আলা ইবনে জারাদ আবদী নামে একজন খৃষ্টানও এসেছিলেন। তিনি মদীনায় এসে মুসলমান হন এবং পরে ইসলামের বিশেষ খেদমত করেন।^৩

(২) দাওস প্রতিনিধিদল, সপ্তম হিজরীর শুরুতে এই প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে। সেই সময় নবী (সা:) খ্যাবরে ছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রা.) মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কওমের প্রতি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর কওম টালবাহানা করতে থাকে। হতাশ হয়ে তিনি নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে এসে আবেদন করেন যে, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার কওমের জন্যে বদদোয়া করুন। নবী (সা:) বদদোয়া না করে বললেন, হে

২. মারাআতুল মাফাতিহ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১

৩. সরহে সহীহ মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩, ফতহন করী অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬

আল্লাহ তায়ালা দাওস কওমকে হেদয়াত দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দোয়ার পরই দাওস কওমের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর হ্যরত তোফায়েল (রা.) তাঁর কওমের সন্তর অথবা আশিটি পরিবারের লোকদের নিয়ে সগুম হিজরীর শুরুতে মদীনায় হিজরত করেন। সেই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খ্যবরে ছিলেন। হ্যরত তোফায়েল (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খ্যবরে সাক্ষাৎ করেন।

(৩) ফারওয়াহ ইবনে আমর জোয়ামির পয়গাম প্রেরণ, ফারওয়াহ রোমক সৈন্যদের মধ্যে একজন আরব কমান্ডার ছিলেন। রোমক সম্রাট তাকে অধিকৃত আরব এলাকায় গবর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিলো জর্দানের দক্ষিণাঞ্চলে মাঝান নামক জায়গায়। অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত মৃতার মুক্তে মুসলমানদের অসাধারণ বীরত্ব দেখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। একজন দৃত পার্থিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের ইসলাম গ্রহণের খবর জানান এবং সেই সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে একটি সাদা খচর উপহার হিসাবে প্রেরণ করেন। রোমক সম্রাটের উর্ধতন প্রতি তারা তাদের নিযুক্ত গর্বনরের ইসলাম গ্রহণের খবরে ক্রুক্ষ হয়। তারা হ্যরত ফারওয়াহকে ঘোফতার করে পরে ইসলাম ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে বলে হৃষিকি দেয়। হ্যরত ফারওয়াহ ইসলাম ত্যাগ করার চেয়ে শহীদ হওয়া সমীচীন মনে করেন। অতপর ফিলিস্তিনের আফরা নামক জায়গায় একটি ঝর্ণার তীরে শূলীকাঠে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।^৪

(৪) ছাদা প্রতিনিধি দল, অষ্টম হিজরীতে এই প্রতিনিধিদল জেরানা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার পর তাঁর কাছে হায়ির হন। তাঁর আসার কারণ ছিলো এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারশত মুসলমানের একটি বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন ইয়েমেনের সেই এলাকায় গিয়ে অভিযান চালায় যেখানে ছাদা গোত্র বসবাস করে। মুসলিম বাহিনী কানাত প্রাস্তরে পৌছে তাঁর স্থাপন করেছিলো, সেই সময় হ্যরত যিয়াদ ইবনে হারেছ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে এসে বললেন, আমার পেছনে যারা আসছে আমি তাদের নেতা হিসাবে হায়ির হয়েছি কাজেই আপনি মুসলিম বাহিনীকে ফিরিয়ে আনুন। আমার কওমের লোকদের জন্যে আমি যামিন হচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে মদীনায় ফিরিয়ে আনলেন। এরপর হ্যরত যিয়াদ (রা.) তাঁর কওমের কাছে হায়ির হয়ে বললেন, আপনারা কয়েকজন আমার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলুন। অতপর সব কথা তাদের খুলে বললেন। হ্যরত যিয়াদের (রা.) কথা শোনার পর তাঁর কওমের পনের জন লোকের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হায়ির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তারা নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে দ্বীনের তাবলীগ করলেন এবং ইসলাম প্রচার করলেন। বিদায় হজ্জের সময় এই কওমের একশত জন মুসলমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হায়ির হন।

(পাঁচ) কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবি সালমার আগমন, কা'ব ছিলো কবি পরিবারের সন্তান এবং আরবের বিশিষ্ট কবি। সে ছিলো কাফের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃৎসা রটনা করতো। ইমাম হাকেম -এর বর্ণনা মতে কা'ব সেইসব অপরাধীদের তালিকাভুক্ত ছিলো, যাদের সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের সময় নির্দেশ ছিলো যে, যদি তারা কাবাঘরের পর্দা আঁকড়ে দ্বরা অবস্থায়ও থাকে তবু তাদের হত্যা করতে হবে। কিন্তু কা'ব পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম

হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের যুদ্ধ থেকে 'ফরে' আসার পর কা'ব এর ভাই বুজাইর ইবনে যুহাইর এক চিঠি লিখলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কৃৎস্না রটনাকারী কয়েক ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। কোরায়শ বংশের স্বল্পসংখ্যক কবি এদিকে সেদিক পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। যদি জীবনের জন্যে তোমার মায়া থাকে, তবে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে আসো, কেননা তিনি তওবাকারীদের হত্যা করেন না। যদি আমার এই প্রস্তাৱ তোমার পছন্দ না হয়, তবে যেখানে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে মনে করো সেখানে পালিয়ে যাও। এ চিঠির পর উভয় ভাইয়ের মধ্যে একাধিক পত্র বিনিময় হয়েছে। মোটকথা কা'ব নিজের জীবনশঙ্কা উপলক্ষ্মি করে মদীনায় এসে পৌছুলেন এবং জুহাইনা নামক এক ব্যক্তির মেহমান হলেন। পরদিন সকালে সেই ব্যক্তির সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে জুহাইনা কা'বকে ইশারায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চিনিয়ে দিলেন কা'ব তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বসে তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বকে চিনেতেন না। কা'ব বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'ব ইবনে যুহাইর যদি তওবা করে মুসলমান হয়, নিরাপত্তার আবেদন জানায় এবং আমি যদি তাকে আপনার কাছে হায়ির করি তবে কি আপনি তাকে গ্রহণ করবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হঁ। কা'ব বললেন, আমিই কা'ব ইবনে যুহাইর। একথা শুনে একজন আনসারী ছুটে এসে কা'বকে ঝাপটে ধরে তাকে হত্যা করতে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সাহাবীকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। সে তওবা করেছে এবং অতীতের কৃতকর্মের জন্যে অনুত্পন্ন হয়েছে।

এরপর সে জায়গাতেই কা'ব ইবনে যুহাইর তাঁর বিখ্যাত কাসীদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করে শোনান। সেই কাসীদায় কা'ব নিজের অতীতের কৃতকর্মের জন্যে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করেন। কবিতার অর্থ নিম্নরূপ।

‘ছোয়াদ দূর হয়ে গেছে, কাজেই এখন আমার মনে অস্ত্রিতা বিদ্যমান। মনের পেছনে শিকল বাঁধা। এর ফিদিয়া দেয়া হয়নি। আমাকে বলা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হমকি দিয়েছেন। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ক্ষমার প্রত্যাশা রয়েছে। আপনি স্থির থাকুন, চোগলখোরদের কথা কানে তুলবেন না। সেই সত্তা আপনাকে পথ প্রদর্শন করুন, যিনি আপনাকে উপদেশপূর্ণ এবং বিস্তারিত বিবরণসম্পত্তি কোরআন দিয়েছেন। যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমি অপরাধ করিনি। আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এবং এমন সব কথা শুনতে পাছি এবং এমন অবস্থা দেখছি যে, যদি আমার জায়গায় একটা হাতী দাঁড়ানো থাকতো তবে সেই হাতী থমকে দাঁড়াতো। অবশ্য যদি আল্লাহর অনুগ্রহে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি হতো সেটা ছিলো ভিন্ন কথা। আমি নিজের হাত অকপটে সেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বের হাতে রেখেছি যাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ শক্তি রয়েছে এবং যাঁর কথাই সবার ওপরে। অথচ আমাকে বলা হয়েছে তোমার নামে একুপ একুপ নালিশ রয়েছে এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। নিশ্চয়ই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি নূর, যে নূর থেকে আলো পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি তলোয়ার।’

এরপর কা'ব ইবনে যুহাইর কোরায়শ মোহাজেরদের প্রশংসা করেন। কেননা কা'ব-এর আসার পর কোন মোহাজের তাঁকে বিরক্ত করেননি। মোহাজেরদের প্রশংসা করার সময় কা'ব

ଆନସାରଦେର ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରେନ । କେନନା ଏକଜନ ଆନସାର କା'ବକେ ହତ୍ୟା କରାର ଅନୁମତି ଚେଯେଛିଲେନ । କା'ବ ତା'ର କବିତାଯ ବଲଲେନ, କୋରାଯଶରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମଭିତ୍ତି ଉଟେର ମତୋ ଚଲାଚଲ କରେନ ଏବଂ ଧାରାଲୋ ତଳୋଯାର ତାଦେରକେ ସେଇ ସମୟ ରଙ୍ଗା କରେ, ସଥିନ ବେଟେ-ଖାଟୋ କାଳୋ କୁଂସିତ ଲୋକ ପଥ ଛେଡେ ପାଲାଯ ।

କା'ବ ମୁସଲମାନ ହେୟାର ପର ଏକଟି କବିତାଯ ଆନସାରଦେର ପ୍ରଶଂସାଓ କରେଛିଲେନ । ତିନି ସେଇ କବିତାଯ ଲିଖିଲେନ, ‘ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ପଢ଼ନ କରେ, ମେ ଯେଣ ସବ ସମୟ ଆନସାରଦେର କୋନ ବାହିବୀର ମଧ୍ୟେ ଥାକେ । ଆନସାରରା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରେଛେ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତାରାଇ ଭାଲୋ ଲୋକ, ଯାରା ଭାଲୋ ଲୋକେର ସନ୍ତାନ ।’

(୬) ଆଜରା ପ୍ରତିନିଧିଦଲ, ନବମ ହିଜରୀତେ ଏଇ ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ମଦୀନାୟ ଆସେନ । ତାରା ୧୨ ଜନ ଛିଲେନ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ହାମ୍ଯା ଇବନେ ନୋମାନ ଓ ଛିଲେନ । ପରିଚୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ତାରା ବଲଲେନ, ଆମରା ବନୁ ଆଜରା, କୁସାଇଦେର ସାଥେ ଆମାଦେର ସମ୍ପର୍କ ରଯେଛେ । ଆମରା କୁସାଇଦେର ସାହାୟ କରେଛି ଏବଂ ଖାୟାଆ ବନୁ ବକରକେ ମଙ୍କା ଥେକେ ବେର କରେଛିଲାମ । ଏଥାନେ ଆମାଦେର ଆୟୋଜନ ରଯେଛେନ । ଏହି ପରିଚୟ ଜାନାର ପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସ୍ଵାଗତ ଜାନାନ ଏବଂ ସିରିଯା ବିଜିତ ହେୟାର ସୁସଂବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେନ । ତାଦେରକେ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ମହିଳାଦେର କାଛ ଥେକେ କୋନ ତଥ୍ ଜାନତେ ନିମେଧ କରେନ । ଏହାଡ଼ା ଶେରେକ କରାର ସମୟେ ଓରା ଯେ ସକଳ ପଣ୍ଡ ସବାଇ କରେ ଥେତୋ ସେଇ ସବ ପଣ୍ଡ ସବାଇ କରତେ ନିମେଧ କରେନ । ଏହି ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ ଏବଂ କ୍ୟାମିନିନ ମଦୀନାୟ ଅବସ୍ଥାନେର ପର ମକ୍କା ଫିରେ ଯାନ ।

(୭) ବିଲି ପ୍ରତିନିଧିଦଲ, ନବମ ହିଜରୀର ରବିଟୁଲ ଆଉୟାଲ ମାସେ ଏଇ ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ମଦୀନାୟ ଆସେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ପର ତିନଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । ଏହି ସମୟେ ପ୍ରତିନିଧିଦଲେର ନେତା ଆବୁ ଜାବିର ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ ଯେ, ଯେଯାଫତେର ମଧ୍ୟେ କି ସଓଯାବ ରଯେଛେ? ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ହାଁ । କୋନ ବିଭବାନ ବା ଗରୀବେର ସାଥେ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରା ହଲେ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ସଦକା ହିସାବେ ଗଣ୍ୟ କରା ହବେ । ତିନି ପୁନରାୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ ଯେ, ଯେଯାଫତେର ମେୟାଦ କତୋଦିନେର ହତେ ହବେ? ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତିନଦିନ । ତିନି ବଲଲେନ, କୋନ ଲୋକ ଯଦି ନିରଦେଶ କୋନ ବକରି ପାଯ ତଥନ ସେଇ ବକରିର ବ୍ୟାପାରେ କି ନିର୍ଦେଶ ରଯେଛେ? ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ସେଇ ବକରି ତୋମାର, ତୋମାର ଭାଇଦେର ବା ନେକଡେର ଜନ୍ୟେ । ଏରପର ସେଇ ଲୋକ ହାରାନୋ ଉଟ ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ସେଇ ଉଟେର ସାଥେ ତୋମାର କି ସମ୍ପର୍କ? ଓକେ ଛେଡେ ଦାଓ, ମାଲିକ ତାକେ ପେଯେ ଯାବେ ।

(୮) ସାକୀଫ ପ୍ରତିନିଧି ଦଲ, ନବମ ହିଜରୀର ରମଯାନ ମାସେ ଏଇ ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ତବୁକ ଥେକେ ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନେର ପର ହାୟିର ହନ । ରସ୍ତୁ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅଷ୍ଟମ ହିଜରୀତେ ଯିଲକଦ ମାସେ ତାଯେଫ ଯୁଦ୍ଧ ଥେକେ ଫିରେ ଆସାର ସମୟେ ତା'ର ମଦୀନାୟ ପୌଛାର ଆଗେଇ ଏଇ ପ୍ରତିନିଧିଦଲେର ସର୍ଦାର ଓରଓୟା ଇବନେ ମାସଟୁଡ ନବୀ କରିମେର ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସାଥେ ଦେଖା କରେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏରପର ତାରା ନିଜ ଗୋତ୍ରେ ଫିରେ ଗିଯେ ଲୋକଦେର ଇସଲାମେର ଦାଓଯାତ ଦେନ । ଗୋତ୍ରେ ଲୋକେରା ତାକେ ଗଭୀରଭାବେ ଭାଲୋବାସତୋ । ଶୋନା ଯାଯ ତାରା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପରିବାର-ପରିଜନେର ଚେଯେ ଓରଓୟାକେ ବେଶୀ ପଢ଼ନ କରତୋ । ଓରଓୟା ଧାରଣା କରେଛିଲେନ ଯେ, ତାର ଦେଇବ ଇସଲାମେର ଦାଓଯାତ ସବାଇ ଗ୍ରହଣ କରବେ ଏବଂ ତାର କଥା ମେନେ ନେବେ । କିନ୍ତୁ ତାର ଏ ଧାରଣା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହଲେ । ଇସଲାମେର ଦାଓଯାତ ଦେଇବ ପରଇ ତାର ଗୋତ୍ରେ ଲୋକେରା ଚାରିଦିକେ ଥେକେ ତାର ପ୍ରତି ତୀର ନିଷ୍କେପ କରଲୋ ଏବଂ ମାରାୟକଭାବେ ସଥିମ କରାର ପର ତାକେ ହତ୍ୟା କରଲୋ । କଯେକ ମାସ କେଟେ ଯାଓୟାର ପର ଗୋତ୍ରେ ଲୋକେରା ଉପଲବ୍ଧି କରଲୋ ଯେ, ଚାରିଦିକେ ମୁସଲମାନଦେର ପ୍ରଭାବ ଯେଭାବେ ବାଢ଼ିଛେ ଏତେ ତାଦେର ନିରାପଦ ଥାକା ସମ୍ଭବ ହବେ ନା ।

ମୁସଲମାନଦେର ମୋକାବେଲା କରାଓ ତାଦେର ସତ୍ତବ ନୟ । ତାରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ପରାମର୍ଶ କରଲୋ ଯେ, ନବୀ କରିମେର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କାହେ ଏକଜନ ଲୋକ ପାଠାବେ । ସିନ୍ଧାତ ଅନୁୟାୟୀ ଆବଦେ ଇଯାଲିଲ ଇବନେ ଆମରକେ ମଦୀନାଯ ଯାଓଯାର ପ୍ରତ୍ତାବ ଦେୟା ହଲୋ କିନ୍ତୁ ଓରଓୟାର ପରିଗାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯ ଆବଦେ ଇଯାଲିଲ ମଦୀନାଯ ଯାଓଯାର ଜନ୍ୟେ ଶର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମାର ସାଥେ ଆରୋ କମେକଜନକେ ଦିତେ ହବେ, ଆମି ଏକ ଯେତେ ରାଯି ନଇ । ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ପ୍ରତ୍ତାବ ଅନୁୟାୟୀ ପାଂଚଜନକେ ସଙ୍ଗେ ଦିଲେନ । ଅବଶେଷେ ଛୟ ସଦସ୍ୟେର ଏକଟି ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ମଦୀନାଯ ରାଓୟାନା ହଲେନ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଓସମାନ ଇବନେ ଆବୁଲ ଆସ ସାକାଫୀ ଛିଲେନ ସବଚେଯେ ବଯୋକନିଷ୍ଠ । ଏଇ ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ମଦୀନାଯ ପୌଛାର ପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମସଜିଦେ ନବବୀର ଏକ କୋଣେ ତାଦେର ଥାକତେ ଦିଲେନ ଯାତେ କରେ ତାରା ସାହବାଦେର କୋରାଅନ ପାଠ ଶୁନତେ ପାରେ ଏବଂ ନାମାୟ ଆଦାୟ ଦେଖତେ ପାରେ । ମସଜିଦେ ଅବସ୍ଥାନେର ସମୟ ତାରା ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମରେ କାହେ ଯାଓଯା ଆସା ଶୁରୁ କରଲୋ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଦେର ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିତେ ଲାଗଲେନ । ଏକଦିନ ତାଦେର ନେତା ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲେନ, ଆପଣି ସାକିଫ ଏବଂ ଆପନାର ମଧ୍ୟେ ଏ ମର୍ମେ ଏକଟି ଚୁକିପତ୍ର ଲିଖେ ଦିନ ଯାତେ ବ୍ୟାଭିଚାର, ମଦପାନ, ସୁଦ ଖାଓଯା, ତାଦେର ମାବୁଦ ଲାତକେ ପୂଜାର ଅଧିକାର, ନାମାୟ ଥେକେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ତାଦେର ମୂର୍ତ୍ତିକେ ତାଦେର ହାତେ ନା ଭାଙ୍ଗାର କଥା ଉପ୍ରେସ ଥାକବେ । ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଦେର ଉପ୍ରକାଶିତ ଶର୍ତ୍ତାବଳୀର ଏକଟିଓ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ ନା । ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ଏରପର ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଲୋଚନା କରଲୋ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ୟାୟ ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମରେ କଥା ମେନେ ନେଯା ଛାଡ଼ା ତାଦେର କୋମ ଉପାୟ ଛିଲୋ ନା । ତାରା ତାଇ କରଲୋ ଏବଂ ଇସଲାମେର ଛାୟାୟ ଆଶ୍ରୟ ନିଲୋ । ତବେ ପୁନରାୟ ଶର୍ତ୍ତରୋପ କରଲୋ ଯେ, ତାଦେର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାତକେ ତାରା ନିଜେର ହାତେ ଭାଙ୍ଗତେ ପାରବେ ନା । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ଶର୍ତ୍ତ ମେନେ ନିଲେନ ଏବଂ ଏ ମର୍ମେ ଲିଖେ ଦିଲେନ । ତିନି ଓସମାନ ଇବନେ ଆବୁଲ ଆସ ସାକାଫୀକେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଲେର ନେତା ନିୟୁକ୍ତ କରଲେନ । କେନନା ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହୀ ଛିଲୋ ସବାର ଚାଇତେ ବେଶୀ । ପ୍ରତିନିଧିଦଲେର ସଦସ୍ୟରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମରେ ଦରବାରେ ଯେତୋ କିନ୍ତୁ ଓସମାନକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯେତୋ ନା । ଦୁପୁରେ ଅନ୍ୟରା ଯଥନ ବିଶ୍ଵାମ କରତୋ ମେଇ ସମୟ ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.) ନବୀ କରିମେର ଦରବାରେ ଯେତେନ ଏବଂ ଇସଲାମ ସମ୍ପକେ ଖୁଟିନାଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଘୁମେ ଯଦି ଦେଖତେନ ତଥନ ହ୍ୟରତ ଓସମାନ (ରା.) ଦୀନ ସମ୍ପର୍କେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୟରତ ଆବୁବକର (ରା.)-କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେନ । ହ୍ୟରତ ଓସମାନେର (ରା.) ଗରନ୍ର ହିସାବେ ଦାଯିତ୍ବ ପାଲନ ଛିଲୋ ଖୁବ ବକରତପୂର୍ଣ୍ଣ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର (ରା.) ଖେଳାଫତେର ସମୟ କିଛୁ ଲୋକ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୟେ ଯାଏ, ମେଇ ସମୟ ଛକିଫ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହ୍ୟାୟାର ଜନ୍ୟେ ପରିକଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରେ । ହ୍ୟରତ ଓସମାନ ଇବନେ ଆବୁଲ ଆସ (ରା.) ମେଇ ନାୟକ ସମୟେ ତାଦେର ସମ୍ବେଦନ କରେ ବଲଲେନ, ଛକିଫ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଶୋନୋ, ତୋମରା ସକଳେର ଶେଷେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛ କାଜେଇ ସବାର ଆଗେ ମୁରତାଦ ହ୍ୟୋ ନା । ଏକଥା ଶୁନେ ଛକିଫ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରା ଥେକେ ବିରତ ଥାକେ ଏବଂ ଇସଲାମେର ଓପର ଅବିଚଳ ଥାକେ ।

ମୋଟକଥା ପ୍ରତିନିଧିଦଲ ନିଜ କଓମେର କାହେ ଫିରେ ଏସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଗୋପନ କରେ ରାଖେ । ତାରା ଦୁଃଖ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତଭାବେ ବଲେ ଯେ, ରସ୍ତ୍ର ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଦେର ପ୍ରତି ଦାବୀ କରେଛେନ ତାରା ଯେନ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଭିଚାର କରା, ମଦ ପାନ କରା, ସୁଦ ଖାଓଯା ଛେଡ଼େ ଦେଯ । ଯଦି ତା ନା କରେ ତବେ ତାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ହବେ । ଛକିଫ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକ ଏକଥା ଶୁନେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର କଥା ଦୁତିନ ଦିନ ଯାବାତ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରଲୋ । ପରେ ଆଲାହ୍ ତାଯାଳା ତାଦେର ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଦିଲେନ, ତାରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ୟେ ମାନସିକଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରଲୋ । ପ୍ରତିନିଧିଦଲକେ ତାରା

ବଲଲୋ ଯେ, ତୋମରା ମଦୀନାୟ ଫିରେ ଯାଓ ଏବଂ ରସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନକେ ବଲୋ ଯେ, ଆମରା ତା'ର ଶର୍ତ୍ତାବଳୀ ମେନେ ନିଯେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରତେ ରାଜି ଆଛି ! ପ୍ରତିନିଧିଦିଲେର ସଦସ୍ୟରା ତଥନ ନିଜେଦେର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର କଥା ଜାନାଲେନ ଏବଂ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ଦାଓୟାତ ଦିଲେନ । ଛକିଫ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ତଥନଇ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରଲୋ ।

ଏଦିକେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ 'ଲାତ' ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗାର ଜନ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଲୀଦେର (ରା.) ନେତୃତ୍ବେ କଯେକଜନ ସାହାବୀକେ ସାକ୍ଷିକ ଗୋତ୍ରେ ପ୍ରେରଣ କରଲେନ । ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା ଇବନେ ଶୋବା (ରା.) ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗାର ଜନ୍ୟେ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଗଦା ତୁଳେ ସଙ୍ଗୀଦେର ବଲଲେନ, ଆମି ଏକଟୁ ରସିକତା କରେ ଆପନାଦେର ହାସାବୋ । ଏକଥା ବଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଆଘାତ କରେଇ ତିନି ହାଁଟୁ ଧରେ ବସେ ପଡ଼ଲେନ । କୃତିମ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ତାଯେଫେର ସାକ୍ଷିକ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ପ୍ରତିବିତ ହଲୋ । ତାରା ବଲଲୋ, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ମୁଗିରାକେ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତ, 'ଲାତ' ଦେବୀ ତାକେ ମେରେ ଫେଲେଛେ । ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା (ରା.) ଗା-ଝାଡ଼ା ଦିଯେ ଉଠେ ଦାଁଡିଯେ ବଲଲେନ, ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ତୋମାଦେର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତ, ଓୈ ମୂର୍ତ୍ତିତେ ପାଥର ଆର ମାଟି ଦିଯେ ତୈରି । ଏରପର ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା (ରା.) ଦରଜାଯ ଆଘାତ କରଲେନ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଦେ ଫେଲଲେନ । ହ୍ୟରତ ମୁଗିରା (ରା.) ଏରପର ଉଚ୍ଚ ଦେୟାଲେ ଆରୋହଣ କରଲେନ । କଯେକଜନ ସାହାବୀଓ ଉଚ୍ଚ ଦେୟାଲେ ଆରୋହଣ କରଲେନ । ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଦେ ମାଟିତେ ମିଶିଯେ ଦିଲେନ ଏରପର ମାଟି ଖୁଦେ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ଦେଯା ଅଲକ୍ଷାର ଏବଂ ପୋଶାକ ବେର କରଲେନ । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ସାକ୍ଷିକ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ବିଶ୍ଵିତ ଏବଂ ବିଚଲିତ ହଲୋ । ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ (ରା.) ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଲକ୍ଷାର ଓ ପୋଶାକ ମଦୀନାୟ ନିଯେ ନବୀ କରିମେର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ସାମନେ ହ୍ୟାରି କରଲେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ସବକିଛୁ ସେଇଦିନଇ ବଟନ କରେ ଆନ୍ତାହର ଦରବାରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରଲେନ ।^୫

(୯) ସାକ୍ଷିକ ଇୟେମେନେର ବାଦଶାହଦେର ଚିଠି, ତବୁକ ଥେକେ ନବୀ କରିମେର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ଫିରେ ଆସାର ପର ଇୟେମେନେର ବାଦଶାହରା ଚିଠି ଲିଖଲେନ । ହାରେସ ଇବନେ ଆବଦେ କାଲାଳ, ନଈମ ଇବନେ ଆବଦେ କାଲାଳ, ରାଷ୍ଟନ ଏବଂ ହାମଦାନ ଓ ମାଆଫେରଏର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନୋମାନ ଇବନେ କାଇଲେର ଚିଠି ଏଲୋ । ସକଳେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ମାଲେକ ଇବନେ ମାରଯା ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଏ ସକଳ ବାଦଶାହ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଶେରେକ ଓ କୁରୁକୀ ପରିତ୍ୟାଗେର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ଏକଟି ଜୀବାର ପାଠିଯେ ଇୟେମେନବାସୀଦେର ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଦେର ଦାଯିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ । ଯାରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରବେ ଆନ୍ତାହ ତାଯାଲା ଏବଂ ତାର ରସ୍ତେ ତାଦେର ଯିମାଦାର ହେବେ ବଲେତେ ତିନି ପତ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ । ତବେ ଶର୍ତ୍ତ ଏଇ ଯେ, ତାଦେରକେ ଜିଜିଯା ପରିଶୋଧ କରତେ ହେବେ । ଏହାଡ଼ା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ହ୍ୟରତ ମାୟା'ଯ ଇବନେ ଜାବାଲେର (ରା.) ନେତୃତ୍ବେ କଯେକଜନ ସାହାବାକେ ଇୟେମେନେ ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

(୧୦) ହାମଦାନ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ, ଏହି ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ ତବୁକ ଥେକେ ନବୀ କରିମେର ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ଫିରେ ଆସାର ପର ତା'ର ଖେଦମତେ ହ୍ୟାରି ହନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲେର କଓମେର ଜନ୍ୟେ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ବଲିତ ପତ୍ର ଲିଖେ ତାରା ଯା କିଛୁ ଚେଯେଛିଲୋ ତା ପ୍ରଦାନ କରେନ । ମାଲେକ ଇବନେ ନାମତକେ ଆୟୀର ନିୟୁକ୍ତ କରା ହୟ ଏବଂ ତାକେ ତାର କଓମେର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣକାରୀଦେର ଗର୍ବନର ନିୟୁକ୍ତ କରା ହୟ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଦେର କାହେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ପୌଛାନୋର ଜନ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଲୀଦକେ (ରା.) ପ୍ରେରଣ କରେନ । ତିନି ଛୟମାସ ହାମଦାନେ ଅବଶ୍ଥାନ କରେ ଇସଲାମେର ଦାଓୟାତ ଦିତେ ଥାକେନ । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେନି । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାନ ଏରପର ହ୍ୟରତ ଆଲୀକେ (ରା.) ହାମଦାନେ ପ୍ରେରଣ କରେନ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦକେ (ରା.) ଫେରତ ପାଠାତେ ବଲେ ଦେନ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ହାମଦାନ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର କାହେ

୫. ଯାଦୁଲ ମାୟାଦ, ତୃତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୨୬, ୨୭, ୨୮ । ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୩୭

গিয়ে রসূলসাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি পড়ে শোনান এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে সবাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হ্যরত আলী (রা.) রসূল (রা.)-এর দরবারে এই খবর পাঠিয়ে দেন। নবী সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুসংবাদ সম্পর্কে চিঠি পড়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং বলেন হামদানের উপর সালাম, হামদানের উপর সালাম।

(১১) বনি ফাজারা প্রতিনিধিদল, নবম হিজরীতে নবী সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্বক থেকে ফেরার পর এই প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে। এই প্রতিনিধিদলে দশজন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তারা তাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। নবী সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসরে উঠে উভয় হাত উপরে তুলে মোনাজাত করেন যে, হে আল্লাহ তায়ালা নিজের সৃষ্টি যমিন এবং চতুর্পদ প্রাণীদের পরিত্নক করো। তোমার রহমত প্রসারিত করো। তোমার মৃত শহরকে জীবিত করো। হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদের ওপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করো, যে বৃষ্টি আমাদের কাম্য। সেই বৃষ্টি যেন আমাদের শান্তি দান করো আরাম দান করো। প্রসারিত কালোমেঘ যেন তাড়াতাড়ি আসে—দেরী না করে। সেই বৃষ্টি যেন কল্যাণকর হয়, ক্ষতিকর না হয়। হে আল্লাহ তায়ালা, রহমতের বৃষ্টি—যেন আয়াবের বৃষ্টি না হয়। ধৰ্ষসকর যেন না হয়। হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা পরিত্নক করো এবং শক্রদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।^৬

(১২) নাজরান প্রতিনিধিদল, মক্কা থেকে ইয়েমেনে যাওয়ার পথে এই এলাকার অধিবাসীরা বসবাস করে। ৭৩টি জনপদ অর্থাৎ বসতি নিয়ে এই নাজরান সম্প্রদায়। একজন দ্রুতগামী ঘোড়া সওয়ার পুরো একদিন সময়ে সমগ্র জনপদ প্রদক্ষিণ করতে পারে।^৭ এই এলাকায় একলাখ যোদ্ধা পুরুষ ছিলো। এরা সবাই ছিলো খ্টান ধর্মের অনুসারী।

নাজরান প্রতিনিধিদল ও নবম হিজরীতে আসে। এতে ষাট ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এদের মধ্যে চবিশজন ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। তিনজন ছিলেন নাজরানবাসীদের সর্বজন শৰ্দেয় নেতা। আবদুল মসীহ নামে এক ব্যক্তি সরকার প্রধান, শারহাবিল নামে এক ব্যক্তি রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং আবু হারেসা ইবনে আলকামা নামে এক ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন।

প্রতিনিধিদল মদীনায় পৌছে নবী করিমের সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাক্ষাৎ করে। নবী সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তারাও নবী করিমের সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। এরপর নবী (সঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনান। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তারা জিজ্ঞাসা করলো, আপনি মসীহ (আ.) সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন? তার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? নবী সাল্লাহুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আল্লাহ রববুল আলামীন ওহী নায়িল করলেন।

‘অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ঈসা (আ.)-এর দ্রষ্টান্ত আদমের দ্রষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন অতঃপর তাকে বলেছিলেন হও, ফলে সে হয়ে গেলো। এই সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছে হতে সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার কাছে জ্ঞান আসবার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এসো আমরা আহ্বান করি আমাদের

৬. যাদু-উল মাদ, তৃতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৪০

৭. ফতহল বারী, অষ্টম খন্দ, পৃষ্ঠা ৯৪

পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের। অতপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লানত।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ৫৯-৬০,৬১)।

সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত আয়াতে কারিমার আলোকে আগস্তুকদের হ্যরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতপর এ ব্যাপারে সারাদিন চিঞ্চা-ভাবনা করতে বললেন। কিন্তু তারা হ্যরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তব্য মেনে নিতে অঙ্গীকৃতি জানালো। তারা তাদের এ অঙ্গীকৃতির ওপর অটল থাকলো। পরদিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদেরকে মোবাহালার অর্থাৎ দুই পক্ষের পরম্পরের জন্যে বদদোয়ার প্রস্তাব জানালেন। এই আহ্বান জানানোর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত হাসান হোসেন (রা.) সহ একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে আগমন করলেন। হ্যরত ফাতেমা (রা.) তাদের পেছনে ছিলেন। প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোবাহালার জন্যে প্রস্তুত দেখে নিভতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো। নিজেদের মধ্যে পরামর্শের একপর্যায়ে এক পক্ষ বললো, মোবাহালার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আল্লাহর শপথ এই হচ্ছেন নবী। যদি আমরা তাঁর সাথে মোবাহালা করি তবে আমরা এবং আমাদের সন্তানরা কিছুতেই সফল হতে পারবে না। আমরা সবৎশে নির্মূল হয়ে যাব। পরামর্শক্রমে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের ব্যাপারে সালিস মানলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে তারা বললো, আপনার দাবী মেনে নিতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এ প্রস্তাবের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে জিয়য়া গ্রহণ করতে রায় হলেন। দু'হাজার জোড়া কাপড়ের ওপর সমরোতা হলো। এক হাজার জোড়া রজব মাসে এবং অন্য এক হাজার সফর মাসে তারা দিতে রায় হলো। এছাড়া প্রতি জোড়া কাপড়ের সাথে এক উকিয়া অর্থাৎ ১৫২ গ্রাম রূপা দিতেও সম্মত হলো। এর বিনিময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিচ্ছায় গ্রহণ করলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তারা ছিলো স্বাধীন। উল্লিখিত বিষয়ে তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন। প্রতিনিধিদল দাবী করলো যে, তাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যেন প্রেরণ করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহের জন্যে বিশিষ্ট সাহাবী হ্যরত আবু ওবায়দা ইবনে জারাহকে প্রেরণ করলেন।

অতপর নাজরান গোত্রে ইসলামের বিস্তার ঘটতে থাকে। সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন প্রতিনিধিদলের নেতা এবং তার অনুসারীর নাজরান যাওয়ার পর ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকাত এবং জিয়য়া গ্রহণ করতে হ্যরত আলীকে (রা.) প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য যে, সাদাকা মুসলমানদের থেকেই উসুল করা হয়।^৮

৮. ফতহল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা, ১৪-১৫। যাদুল মায়াদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮ থেকে ৪১। নাজরান প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নাজরান প্রতিনিধিদল এ দ্বিতীয়বার মদীনায় গমন করেন কেউ কেউ এ ব্যাপারে গ্রীক্মত্য পোষণ করেননি।

(୧୩) ବନି ହାନିଫା ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ, ଏ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ ନବମ ହିଜରୀତେ ମଦୀନାୟ ଆଗମନ କରେ । ଏତେ ମୋସାଯଲାମା କାଯ୍ୟାବସହ ସତେର ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଲେ ।^{୧୦} ମୋସାଯଲାମାର ବଂଶଧାରା ଏକପର ମୋସାଯଲାମା ଇବନେ ହୁମାମା ଇବନେ କାରିବ ଇବନେ ହାବିବ ଇବନେ ହାରେସ ।

ଏ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲ ଏକଜନ ଆନ୍ସାର ସାହାବୀର ବାସଭବନେ ଗିଯେ ଓଠେନ । ଅତପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦରବାରେ ହାୟିର ହୟେ ଇସଲାମ ଧର୍ମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହନ । ତବେ ମୋସାଯଲାମା କାଯ୍ୟାବ ସମ୍ପର୍କେ ଡିନ୍ କଥା ଜାନା ଯାଯ । ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେ ଦେଖା ଯାଯ ମୋସାଯଲାମା ହଠକାରିତା ଓ ଅହ୍କାର ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଓୟାର ଲୋଭ ପ୍ରକାଶ କରେ । ପ୍ରତିନିଧିଦିଲେର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଦେର ସାଥେ ସେ ପ୍ରିୟନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦରବାରେ ହାୟିର ହୟନି । ପରେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦରବାରେ ଗେଲେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାକେ ଶାନ୍ତ ମଧୁର ସ୍ଵରେ ଇସଲାମେର ଦାଓ୍ୟାତ ଦେନ । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେନ ଯେ, ତାର ମଧୁର ବ୍ୟବହାରେ କୋନ ଶୁଭ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଇ ଦେଖା ଯାଚେ ନା । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତଥନ ବୁଝାତେ ପାରଲେନ ଯେ, ଏ ଲୋକଟିର କୋନ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନା । ତାର ମନେର ଭେତର ପକ୍ଷିଲତା ଓ କଲିମା ରଯେଛେ ।

ଏର ଆଗେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକ ରାତେ ସ୍ଵପ୍ନେ ଦେଖେନ ଯେ, ସମ୍ରଥ ବିଶ୍ୱେ ଧନଭାନର ତାର ଦରବାରେ ଏନେ ରାଖା ହୟିଛେ । ହଠାତ୍ ସେ ଧନ ଭାଭାର ଥେକେ ଦୁଟି ସୋନାର କାଁକନ ତାର ହାତେ ଉଡ଼େ ଏସେ ପଡ଼ିଲୋ । କାଁକନ ଦୁ'ଖାନି ଛିଲୋ ବେଶ ଭାରି, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବିବ୍ରତ ବୋଧ କରଛିଲେ । ଏମୟ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଙ୍ଗିଲେର (ଆ.) ମାଧ୍ୟମେ ଓହି ଏଲୋ ଯେ, କାଁକନ ଦୁଖାନିତେ ଫୁଁ ଦିନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଫୁଁ ଦିଲେନ । ସାଥେ ସାଥେ କାଁକନ ଦୁ'ଖାନି ଉଡ଼େ ଚଲେ ଗେଲୋ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏହି ସ୍ଵପ୍ନେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଲେନ ଯେ, ତାର ପରେ ଦୁଜନ ଲୋକ ନବ୍ୟତରେ ମିଥ୍ୟ ଦାବୀଦାର ହବେ । ମୋସାଯଲାମା କାଯ୍ୟାବେର ଦୁର୍ବିନୀତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବିରକ୍ତ ହଲେନ । ସେ ଦୁର୍ବିତ ବଲଛିଲୋ, ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯଦି ଶାସନ କ୍ଷମତା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଆମାକେ ନ୍ୟାତ କରେନ ତବେ ଆମି ତାର ଆନୁଗତୀ କରତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଯେଛି । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମୋସାଯଲାମାର କାହେ ଗେଲେନ । ସେ ସମୟ ତାର ହାତେ ଏକଟି ଖେଜୁର ଗାଛେର ଶାଖା ଛିଲୋ ଏବଂ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ମୁଖପାତ୍ର ହ୍ୟରତ ଛାବେତ ଇବନେ କଯେସ ଇବନେ ଶାମାସ (ରା.) ତାର ସାଥେ ଛିଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାର ଶିଯରେ କାହେ ଗିଯେ ହାୟିର ହଲେନ । ମୋସାଯଲାମା ବଲଲୋ, ଯଦି ଆପନି ରାଜି ଥାକେନ, ତବେ ଶାସନକ୍ଷମତାର ବ୍ୟାପାରେ ଆମି ଆପନାକେ ଛାଡ଼ ଦିତେ ରାଜି ଆଛି । କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟାପାରେ ଆପନାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମାକେ ମନୋନୀତ କରତେ ହବେ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହାତେର ଖେଜୁର ଶାଖାର ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚିତ କରେ ବଲଲେନ, ଯଦି ତୁମି ଆମାର କାହେ ଏଟି ଚାଓ ଏଟିଓ ଆମି ତୋମାକେ ଦେବୋ ନା, ତୋମାର ବ୍ୟାପାରେ ଆଲ୍ଲାହର ଯେ ଫୟାସାଲା ରଯେଛେ ତୁମି ତାର ବାଇରେ ଯେତେ ପାରବେ ନା । ଯଦି ତୁମି ପୃଷ୍ଠପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଚଲେ ଯାଓ ତବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତୋମାକେ ଧ୍ୟାନ କରେ ଦେବେନ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଆମାର ମନେ ହୟ ତୁମିହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାକେ ସ୍ଵପ୍ନେ ଦେଖାନୋ ହୟିଛେ । ଛାବେତ ଇବନେ କଯେସ ଏକାନେ ରଇଲୋ ସେ ତୋମାକେ ଆମାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଜବାବ ଦେବେ । ଏକଥା ବଲେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଫିରେ ଏଲେନ ।^{୧୦}

୧୦. ଫତହଲ ବାରୀ, ଅଟ୍ଟମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୮୭

୧୦. ମୁହିସ ବୋଖାରୀ, ବନି ହାନିଫା ଏବଂ ଆସଗାଦ ଆନାସିର କିସମା ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟାୟ । ହିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୬୨୭, ୬୨୮

ଏବଂ ଫତହଲ ବାରୀ ଅଟ୍ଟମ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୮୭ ଥେକେ ୯୩

অবশেষে রসূল সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই সত্য প্রমাণিত হলো। মোসায়লামা কায়্যাব ইয়ামামা ফিরে গিয়ে প্রথমে কয়েকদিন নিজের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলো। তারপর হঠাৎ দাবী করলো যে, নবুয়তের ক্ষেত্রে মোহাম্মদের সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। অতপর সে প্রকাশ্যে নবুয়তের দাবী প্রচার করতে লাগলো। স্বজাতির লোকদের জন্যে সে ব্যভিচার এবং মদ্যপান বৈধ বলে প্রচার করলো।

মোসায়লামা কায়্যাব দশম হিজরীতে নবুয়ত দাবী করেছিলো। দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হ্যরত আবু বকর সিন্দিকের (রা.) খেলাফতের সময়ে ইয়ামামায় সে নিহত হয়। হ্যরত হাম্যার (রা.) হত্যাকারী হ্যরত ওয়াহশী (রা.) মোসায়লামা কায়্যাবকে হত্যা করেন।

নবুয়তের একজন দাবীদারের পরিণাম জানা গেলো। অন্য একজন দাবীদার আসওয়াদ আনাসী ইয়েমেনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিলো। নবী সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের একরাত একদিন আগে হ্যরত ফিরোজ (রা.) এই ভণ্ড নবীকে হত্যা করেন। নবী সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এ হত্যাকান্ডের খবর জেনে সাহাবাদের তা জানিয়ে দেন। এরপর ইয়েমেন থেকে হ্যরত আবু বকরের (রা.) কাছে যথারীতি খবর এসে পৌছায়। ১৩

(১৪) বনি আমের ইবনে সা'সাআ প্রতিনিধিদল, এই প্রতিনিধিদলে আল্লাহর দুশ্মন আমের ইবনে তোফায়েল হ্যরত লাবিদের বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ ইবনে কয়েস, খালেদ ইবনে জাফর এবং জব্বার ইবনে আসলাম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরা নিজ নিজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং শয়তান স্বভাব সম্পন্ন ছিলো। আমের ইবনে তোফায়েল নামক এক ব্যক্তি বে'র মাউন্যায় সন্তোজন সাহাবীকে শহীদ করিয়েছিলো। এই প্রতিনিধিদল মদীনা আসার ইচ্ছা করার সময়ে আমের ইবনে তোফায়েল এবং আরবাদ ঘৃত্যন্ত করেছিলো যে, তারা ধোকা দিয়ে নবী সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকস্মিকভাবে হত্যা করবে।

এ প্রতিনিধিদল মীনায় পৌছার পর আমের নবী সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ করছিলো। এ সময়ে আরবাদ ঘুরে নবী সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে গেলো এবং তলোয়ার বের করতে লাগলো। কিন্তু তলোয়ার এক বিঘতের বেশী বের করতে সক্ষম হলো না, আল্লাহ তায়ালা তার হাত অসাড় করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে হেফায়ত করলেন। নবী সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় দুর্বলের জন্যে বদদোয়া করলেন। ফলে ফেরার পথে আরবাদের উপর বজ্জপাত হলো। সাথে সাথে উটসহ এই কাফের মৃত্যুবরণ করলো এদিকে আমের একজন সেলুলিয়া মহিলার ঘরে আশ্রয় নিলো। সেখানে তার ঘাড়ে গলগান্ড রোগ দেখা দিলো। এ রোগেই সেখানে তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর সময় আমের বলছিলো হায় উটের ঘাড়ের মতো গলগান্ড রোগ আর সেলুলিয়া মহিলার ঘরে মৃত্যুবরণঃ

সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, নবী সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আমের বললো, আপনাকে আমি তিনটি শর্ত দিছি, এর যে কোন একটি মেনে নিন।

(১) উপত্যকার অধিবাসীরা আপনার উৎপন্ন দ্রব্য আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। (২) আমি আপনার পরে খলীফা হবো। (৩) বনি গাতফান গোত্রের এক হাজার নর এবং এক হাজার মাদী মোড়াসহ আপনার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবো।

অতপর সে এক মহিলার ঘরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলো। সে সময় গভীর হতাশায় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে সে বললো, হায় উটের উঁচু ঘাড়ের মতো গলগত রোগ। তাও অমুক গোত্রের মহিলার ঘরে? তারপর বললো, আমার কাছে আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। ঘোড়া নিয়ে আসা হলো। ঘোড়ার পিঠে অতপর আল্লাহর এ দুশ্মন মৃত্যুবরণ করলো।

(১৫) তাজিব প্রতিনিধিদল, এই প্রতিনিধিদল নিজেদের গরীব লোকদের মধ্যে বন্টনের পর অবশিষ্ট সাদাকা নিয়ে মদীনায় হায়ির হলো। এ প্রতিনিধিদলে মোট তেরো ব্যক্তি ছিলেন। এরা কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং শিক্ষা করতেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব কথা তাদের লিখে দিলেন। এরা বেশীদিন মদীনায় অবস্থান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কিছু জিনিস উপটোকন হিসাবে প্রদান করেন। যাওয়ার পর ওরা পেছনে পড়ে থাকা একজন সঙ্গী যুবককে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করলো। যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হায়ির হয়ে বললো, হজুর আল্লাহর শপথ, আমি নিজের এলাকা থেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি, শুধু এ উদ্দেশ্যে এসেছি যে, আপনি আমাকে রহমত এবং তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল থাকার শক্তি দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকের জন্যে দোয়া করলেন। পরবর্তীকালে বহু নও মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলেও এ যুবক ইসলামের ওপর ছিলো অটল অবিচল। নিজ কওমের লোকদের কাছে সে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে ওয়ায় নসিহত করলো। ফলে তার কওমের লোকেরাও ইসলামের ওপর অবিচল থাকলো। দশম হিজরীতে বিদায় হজের সময় এই প্রতিনিধিদল পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলো।

(১৬) তাঁই প্রতিনিধিদল, এই প্রতিনিধিদলে আরবের বিখ্যাত বীর যায়েদ আল-খায়েলও ছিলেন। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনায় মিলিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে খুব ভালো মুসলমান হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ আল খায়েল এর প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, আরববের যে কোন লোকের প্রশংসাই আমার কাছে করা হয়েছে, তারা আমার সামনে আসার পর বাস্তবে আমি তাদের খ্যাতির চেয়ে কমই পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু যায়েদ তার বাতিক্রম : তার গুণ বৈশিষ্ট্য তার খ্যাতির চেয়ে অধিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামকরণ করলেন যায়েদ আল খায়েল :

একই নিয়মে নবম এবং দশম হিজরীতে বহুসংখ্যে প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করে : সীরাত রচয়িতারা ইয়ামান, আয়াদ, কোয়াআর বনু সাদ, হেয়াইম বনু আমের ইবনে কয়েস, বনু আসাদ, বাহরা, খাওলান, মাহারেব, বনু হারেস ইবনে কাব, গামেদ, বনু মোনতাফেক, সালমান, বনি আবাস, মাজিনা, মোরাদ, জোবায়েদ, কুদাহ, জি-মারবাহ, গাসসান, বু আয়েশ এবং নাখ প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করেছেন। নাখ-এর প্রতিনিধিদল এসেছিলো সর্বশেষে। একাদশ হিজরীর মহররম মাসে এ প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে

এতে দু'শো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্য প্রায় সকল প্রতিনিধিদল নবম এবং দশম হিজরীতে আগমন করেন। অন্ত কয়েকটি প্রতিনিধি দল একাদশ হিজরীতে আগমন করে।

উল্লিখিত প্রতিনিধিদলসমূহের মদীনায় আগমনের ঘটনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রচার প্রসার কতোটা হয়েছিলো। এছাড়া এটাও বোধা যায় যে, আরবের জনগণের দৃষ্টিতে মদীনার গুরুত্ব ছিলো কতো বেশী। মদীনায় গিয়ে আস্তসম্পর্ণ ব্যক্তিত তারা অন্য কোন উপায় দেখতে পায়নি। প্রকৃতপক্ষে মদীনা জায়িরাতুল আরবের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিলো। মদীনাকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। তবে, আমরা এমন কথা বলতে পারব না যে, আগস্তুকদের সকলের মনেই ইসলামের প্রভাব পড়েছিলো এবং বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিলো। কেননা উল্লিখিত প্রতিনিধিদলসমূহের সদস্যদের মধ্যে বহু আরব বেদুইন এমনও ছিলো যারা নিজেদের গোত্র সর্দারের আনুগত্য করতে মুসলমান হয়েছিলো। হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি অভ্যাস তারা তখনো পুরোপুরি ত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। এবং ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের কারণে তারা সভ্য মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতেও পারেনি। সূরা তওবায় এ ধরনের লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘কুফুরী ও কপটতায় মুক্তাবাসীরা কঠোরতর এবং আল্লাহ তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। মরুবাসীদের কেউ কেউ যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ওদেরই হোক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।’

তবে কিছুসংখ্যক লোকের প্রশংসাও করা হয়েছে। সূরা তওবায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

মুক্তা, মদীনা, ছাকিফ, ইয়েমেন এবং বাহরাইনের বহু নাগরিকের অন্তকরণে ইসলাম দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিলো। তাদের অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবা এবং পুণ্যশীল মুসলমান।^{১৪}

১৪. খায়রাম তাঁর মোহায়েরাত গ্রন্থের প্রথম খন্দের ১৪৪ পৃষ্ঠায় একথা লিখেছেন। যেসব প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব প্রতিনিধিদল সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সেসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন সহীহ বোখারী, প্রথম খন্দ, পৃষ্ঠা ১২ দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৬২৬ থেকে ৬৩০। ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্দ পৃষ্ঠা ৫০১ থেকে ৫০৩। ৫৩৭ থেকে ৫৪২, ৫৬০ থেকে ৬০১। যাদুল মায়াদ তৃতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ২৬ থেকে ৬০। ফতহল বারী, অষ্টম খন্দ, পৃষ্ঠা ৮৩ থেকে ১০৩। রহমতুল লিল আলামীন প্রথম খন্দ, পৃষ্ঠা ১৮৪ থেকে ২১৭।

রসূলের দাওয়াতের ব্যাপক সফলতা

এবার আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের শেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো। কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হওয়ার আগে নবী জীবনের অন্য সাধারণ কার্যাবলীর প্রতি একটুখানি আলোকপাত করা দরকার। মূলত সেটাই হচ্ছে নবী জীবনের সারকথা। সেই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি সকল নবী-পয়গাস্তরের মধ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ এর অনন্য মর্যাদার মুকুট দান করেছেন। নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘হে বক্রাবৃত, রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত’। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, ‘হে বক্রাচ্ছাদিত, উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর।’

এরপর কি হয়েছে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন, নিজ কাঁধে বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় আমানতের বোৰা তুলে নিলেন এবং একাধারে দাঁড়িয়ে বইলেন। সমগ্র মানবতার বোৰা সকল আকিদার বোৰা এবং বিভিন্ন ময়দানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার বোৰা।

তিনি মানুষের বিবেকের ময়দানে জেহাদের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন এসব বিবেক ছিলো অজ্ঞতার যুগের কল্পনা এবং নানাবিধি উদ্ভিট ধারণায় নিয়মিত।

মানুষের বিবেক সে সময় পৃথিবীর নানা আকর্ষণীয় বস্তুর কারণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিলো। মানুষের বিবেক খাহেশাতে নফসানীর শেকল ও ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কতিপয় নিবেদিত প্রাণ সাহাবার সহযোগিতায় জাহেলিয়াত এবং বিশ্বজগতের আকর্ষণ থেকে মানুষের বিবেককে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করার পর অন্য একটি সংগ্রাম শুরু করলেন। বরং একটির পর আরকেটি সংগ্রাম শুরু হলো। অর্থাৎ দাওয়াতে এলাহীর সেসব শক্ত যারা দাওয়াত এবং তার প্রতি বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, দাওয়াতের পবিত্র চারাগাছকে মাটির নিচে শেকড় বিস্তারের আগে শূন্যে শাখা প্রশাখা বিস্তারের এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হবার আগেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলো। দাওয়াতের এ সকল শক্তির সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগ্রাম শুরু করলেন। জায়িরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতেই রোমক সাম্রাজ্য এ নয়া জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সীমান্তে প্রস্তুতি শুরু করে।

অবশ্যে সকল সংগ্রাম শেষ হলো কিন্তু বিবেকের সংগ্রাম সংঘাত শেষ হয়নি। কারণ এটি হচ্ছে চিরস্থায়ী সংঘাতের বিষয়। এতে শয়তানের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। শয়তান মানব মনের গভীরে প্রবেশ করে তার তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং মৃত্যুর জন্যেও তা বক্ষ করে না। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন

য়যদানে যথোচিত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুনিয়া তাঁর চরণে এসে লুটিয়ে পড়েছিলো কিন্তু তিনি দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলেন। ঈমানদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিপাশে শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের পথে সাধনা অব্যাহত রাখেন। যে কোন অবস্থায় দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি অভূতপূর্ব দৈর্ঘ্যারণ করছিলেন। রাত্রিকালে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন। প্রিয় প্রতিপালকের এবাদাত এবং পবিত্র কোরআন ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। সমগ্র বিশ্ব থেকে সম্পর্ক ছিল করে আল্লাহর প্রতি তিনি মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তাঁকে এ রকম করতে নির্দেশও প্রদান করা হয়েছিলো।^১

এমনিভাবে সুদীর্ঘ বিশ বছরের বেশী সময় যাবত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই সময়ের মধ্যে একটি কাজে আঞ্চনিয়োগ করে অন্য কাজ তিনি ভুলে থাকেননি। পরিশেষে ইসলামী দাওয়াত এমন ব্যাপক সাফল্য লাভ করলো যে, সবাইকে অবাক হতে হলো। সমগ্র জাফিরাতুল আরব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হলো। আরবের দিগন্ত থেকে জাহেলিয়াতের মেঘ কেটে গেলো। অসুস্থ বিবেকসমূহ সুস্থ হয়ে গেলো। এমনকি মৃত্তিসমূহকে তারা ছেড়ে দিল বরং ভেঙ্গে ফেলল। তওহীদের আওয়ায়ে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। ঈমানের তেজে নতুন জীবনীশক্তি লাভ করে মরু বিয়াবান আয়ানের সুমধুর ধৰনিতে প্রকল্পিত হলো। দিক দিগন্তে আল্লাহ আকবর ধৰনি প্রতিধ্বনিত হলো। কোরআনের কৃতীরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর হৃকুম আহকাম কায়েম করতে উন্নত দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লেন।

বিচ্ছিন্ন গোত্রসমূহ একত্রিত হলো, মানুষ মানুষের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহর দাসত্বে আঞ্চনিয়োগ করলো। এখন আর কেউ শোষক নয়, কেউ শোষিত নয়, কারো রক্তচক্ষু কাউকে এখন আর ভীতসন্ত্রিত করে না, কেউ যালেম নয়, কেউ যমলুম নয়, কেউ মালিক নয়, কেউ গোলাম নয়, কেউ শাসক নয়, কেউ শাসিত নয় বরং সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা এবং পরম্পর ভাই ভাই। তারা একে অন্যকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর হৃকুম আহকাম পালন করে। আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে জাহেলিয়াতের সময়ের গর্ব অহঙ্কার এবং পিতা পিতামহের নামে আঞ্চলিক অবসান ঘটালেন। এখন আর অনারবদের ওপর আরবদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর ষেতাঙ্গদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। অন্যথায় সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম হচ্ছে মাটির তৈরী।

মোটকথা এই দাওয়াতের ফলে আরব ঐক্য মানবীয় ঐক্য সম্প্রিলিত ন্যায়নীতি ও সুবিচার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। মানব জাতি দুনিয়ার বিভিন্ন সমস্যা এবং আখেরাতের বিভিন্ন কাজে সৌভাগ্যের পথের সঙ্কান পেলো। অন্য কথায় ইতিহাসের ধারাই পাল্টে গেলো।

এই দাওয়াতের আগে প্রথিবীতে জাহেলিয়াতের জয়-জয়াকার চলছিলো। মানুষের বিবেক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আস্তা দুর্গঞ্জময় হয়ে পড়েছিলো। মূল্যবোধে চরম অবক্ষয় ঘটেছিলো।

অত্যাচার এবং দাসত্বের প্রবল প্রতাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। উচ্জ্ঞলতাপূর্ণ এবং লজ্জাকর সাহস্র্য এবং ধৰ্মসাম্মত বখনার চেতু বিশ্বকে অবনতির অভলে পৌছে দিয়েছিলো। এর ওপর কুফুরী এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে মোটা পর্দা হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। অথচ সে সময়ও আসমানী মাযহাব এবং ধৰ্ম বিশ্বাস বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু মানুষ সেসবকে বিকৃত করে দিয়েছিলো। ফলে ধৰ্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দূর্বলতা চরমে পৌছে গিয়েছিলো। ধৰ্মের বন্ধন ছিলো শিথিল। ধৰ্ম হয়ে পড়েছিলো প্রাণহীন দেহের মতো দূর্বল এবং অল্পকিছু আচার অনুষ্ঠানসর্বত্ব।

উল্লিখিত দাওয়াত যখন মানব জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো, তখন মানবাঞ্চা অলীক ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তির দাসত্ব নোংরামি, অন্যায়, অত্যাচার, নৈরাজ্য এবং অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভ করলো। মানব সমাজকে যুলুম, অত্যাচার, হঠকারিতা, ওন্দ্রত্য, ধৰ্মস, শ্রেণী বৈষম্য, শাসকদের অত্যাচার, জ্যোতিষীদের অবমাননাকর ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি দান করলো। বিশ্ব তখন দয়া, ক্ষমা, বিনয়, ন্যৰ্তা, আবিষ্কার, নির্মাণ, স্বাধীনতা, সংস্কার, মারেফাত, সেমান, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার এবং আমলের ভিস্তিতে জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি এবং হকদারের অধিকার লাভের নিশ্চয়তার কেন্দ্ৰস্থিতে পরিণত হলো।^২

এসকল পরিবৰ্তনের কারণে জায়িরাতুল আরব এমন একটি বৰকতপূর্ণ জনবসতিতে পরিণত হলো যার উদাহরণ মানব ইতিহাসের কোন যুগে অথবা কোন দেশে দেখা যায়নি এবং যাবেও না। জায়িরাতুল আরব তার ইতিহাসে এমন জৌলুসপূর্ণ এবং ঝলমলে হয়ে উঠলো যে, এর আগে কখনোই, কোথাও ওরকম দেখা যায়নি।

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী মিলালিল কোরআন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪

বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহর রবুবিয়ত এবং অন্য সকল মতাদর্শের বিলোপ সাধন করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠন করা হয়েছে। এরপর যেন এর অদৃশ্য ঘোষক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তা ও চেতনায় এ ধারণা বন্ধমূল করেছিলো যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত মায়া'য (রা.)-কে ইয়েমেনের গবর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথার পর বললেন, হে মায়া'য সম্বৰত এই বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। হ্যতো এরপর তুমি আমার মসজিদ এবং কবরের কাছে দিয়ে অতিক্রম করবে। হ্যরত মায়া'য (রা.) একথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিরবিদায়ের কথা ভেবে কাঁদতে শুরু করলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা চাঞ্চিলেন যে, তাঁর রসূলকে দীর্ঘ বিশ বছরের দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনের সুফল প্রত্যক্ষ করাবেন। হজ্জের সময় মকার বিভিন্ন এলাকা থেকে জনসাধারণ এবং জন প্রতিনিধিদল মকায় সমবেত হবেন এরপর তারা নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে এ মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, আমি আমার ওপর অর্পিত আমানত পূর্ণ করেছি, আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছি এবং উম্মতের কল্যাণের হক আদায় করেছি। আল্লাহর এইরূপ ইচ্ছা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐতিহাসিক হজ্জের তারিখ ঘোষণা করলেন তখন নিদিষ্ট দিনে দলে দলে মুসলমান মকায় পৌছুতে শুরু করলেন। সমবেত সকলেই মনে-প্রাণে চাঞ্চিলেন যে, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য মেনে নেবেন।^১

অতপর শনিবার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মকার পথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। যিলকদ মাসের তখনো চারদিন বাকি ছিলো।^২ তিনি মাথায় তেল দিলেন, চুল আঁচড়ালেন, তহবল পরলেন, চাদর গায়ে জড়ালেন, কোরবানীর পশ্চকে সজ্জিত করলেন এবং যোহরের পর রওয়ানা হলেন। আছরের আগেই তিনি যুল হুলাইফা নামক জায়গায় পৌছুলেন। সেখানে আছরের দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। রাত যাপনের জন্যে তাঁর স্থাপন করলেন। সেখানে রাত কাটালেন। সকালে তিনি সাহাবাদের বললেন, রাতে আমার পরওয়াদেগারের কাছ থেকে একজন আগস্তুক এসে বলেছে, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পবিত্র প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন যে, হজ্জের মধ্যে ওমরাহ রয়েছে।^৩

১. এই হাদীস সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। দ্রষ্টব্য প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৪, হজ্জাতুল নবী অধ্যায়।
২. হাফেজ ইবনে হাজর এ ব্যাপারে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় জিলকদ মাসের ৫ দিন বাকি থাকার যে কথা রয়েছে তা সংশোধন করেছেন। দ্রষ্টব্য ফতহল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৮
৩. বোখারী শরীফে হ্যরত ওমর (রাঃ) থেকে এই বর্ণনা সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৭।

এরপর যোহর নামায়ের আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এহরামের জন্যে গোসল করলেন। হ্যরত আয়েশা (রা.) নিজ হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহে জারিরা ও মেশক মিশ্রিত খুশুর লাগালেন। খুশুর চমক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিংথি এবং পবিত্র দাঢ়িতে দেখা যাচ্ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই খুশুর ধৌত করেননি। যেমন ছিলো তেমনই রেখে দিলেন। এরপর তিনি তহবন্দ চাদর পরিধান করলেন। যোহরের দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। পরে মোসাল্লায় বসেই হজ্জ এবং ওমরাহর একত্রে এহরাম বেঁধে লাবায়েক আওয়ায় দিয়ে বাইরে এলেন। পরে উটনীতে আরোহণ করে দু'বার লাবায়েক বললেন। উটনীতে চড়ে খোলা ময়দানে গিয়ে সেখানেও লাবায়েক ধূনি দিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর তাঁর সফর অব্যাহত রাখলেন। এক সপ্তাহ পর তিনি এক বিকেলে মক্কার কাছে পৌছে যি তুবা নামক জায়গায় অবস্থান করলেন এবং ফজরের নামায আদায়ের পর গোসল করলেন। এরপর মক্কায় প্রবেশ করলেন। সেদিন ছিলো দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ রোববার। মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর পথে আট রাত অতিবাহিত হয়েছিলো। স্বাভাবিক গতিতে পথ চললে এরপ সময়ই প্রয়োজন হয়। মসজিদে হারামে পৌছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে কাবাঘর তওয়াফ করেন। এরপর সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় সাঁই করেন। কিন্তু এহরাম খোলেননি। কেননা তিনি হজ্জ ও ওমরাহর এহরাম একত্রে বেঁধেছিলেন।

নিজের সাথে কোরবানীর পশ্চও নিয়ে এনেছিলেন। তওয়াফ এবং সাঁই শেষে তিনি মক্কার হাজ্জন নামক স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় হজ্জের তওয়াফ ছাড়া কোন তওয়াফ করেননি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আসা যে সকল সাহাবা কোরবানীর পশ সঙ্গে নিয়ে আসেননি তিনি তাদের আদেশ দিলেন, তারা যেন নিজেদের এহরাম ওমরায় পরিবর্তিত করে দেয় এবং কাবাঘর তওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঁই শেষ করে পুরোপুরি হালাল হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে হালাল হননি, এ কারণে সাহাবারা সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যা পরে জেনেছি, সেটা যদি আগে জানতাম, তবে আমি কোরবানীর পশ সঙ্গে নিয়ে আসতাম না। যদি আমার সাথে কোরবানীর পশ না থাকতো, তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা শোনার পর সাহাবারা আনুগত্যের মাথা নত করলেন। যাদের কাছে কোরবানীর পশ ছিলো না তারা হালাল হয়ে গেলেন।

যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় গমন করলেন। সেখানে ৯ই যিলহজ্জ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করলেন। যোহর, আছর, মাগরেব, এশা এবং ফয়র এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সেখানে আদায় করে সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। পরে আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌছে দেখেন নেমরাহ প্রান্তরে তাঁর প্রস্তুত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপবেশন করলেন। সূর্য চলে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে উটনীর পিঠে আসন লাগানো হলো। তিনি প্রান্তরের মাঝামাঝি স্থানে গমন করলেন। সেই সময় নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিদিকে এক লাখ চরিবশ হাজার মতান্তরে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষের সমূদ্র বিদ্যমান ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশে এক

প্রতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘হে লোক সকল, আমার কথা শোনো, আমি জানি না, এবারের পর তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর মিলিত হতে পারবো কি না।’^৪

তোমাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ পরম্পরের জন্যে আজকের দিন, বর্তমান মাস এবং বর্তমান শহরের মতোই নিষিদ্ধ। শোনো, জাহেলিয়াতের সময়ের সবকিছু আমার পদতলে পিট করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের খুনও খতম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যকার যে প্রথম রক্ত আমি শেষ করছি তা হচ্ছে, রবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের রক্ত। এই শিশু বনি সাঁদ গোত্রে দুধ পান করছিলো সেই সময়ে হোয়াইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদ খতম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যকার প্রথম যে সুদ আমি খতম করছি তা হচ্ছে আবাস ইবনে আবদুল মোতালেবের সুদ। এখন থেকে সকল প্রকার সুদ শেষ করে দেয়া হলো।

মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহকে ডয় করো, কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ র আমামতের সাথে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করেছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না যাদের তোমরা পছন্দ করো না। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমরা তাদের প্রহার করতে পারো। কিন্তু বেশী কঠোরভাবে প্রহার করো না। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের ভালোভাবে পানাহার করাবে এবং পোশাক দেবে।

তোমাদের কাছে আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো তবে এরপর কখনো পথচার হবে না। সেই জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কেতাব।^৫ হে লোক সকল, মনে রেখো আমার পরে কোন নবী নেই। তোমাদের পরে কোন উচ্চত নেই। কাজেই নিজ প্রতিপালকের এবাদাত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। রম্যান মাসে রোয়া রাখবে। সান্দ চিত্তে নিজের ধন-সম্পদের যাকাত দেবে। নিজ পরওয়ারদেগারের ঘরে হজ্জ করবে। নিজের শাসকদের আনুগত্য করবে। যদি এরূপ করো তবে তোমাদের পরওয়ারদেগারের জামাতে প্রবেশ করতে পারবে।^৬

তোমাদের সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা তখন কি বলবে? সাহাবারা বললেন, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি তাবলীগ করেছেন, পয়গাম পৌছে দিয়েছেন। কল্যাণকারিতার ব্যাপারে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এরপর লোকদের দিকে ঝুঁকিয়ে তিনবার বললেন, ইয়া রাব্বুল আলামীন, তুমি সাক্ষী থেকো।^৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ রবিয়া ইবনে উমাইয়া ইবনে খালফ উচ্চকর্ত্ত মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছিলেন।^৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ শেষ করার পর আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাফিল করেন। ‘আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ

৪. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৬০৩

৫. সহী মুসলিম, হজ্জাতুল নবী অধ্যায়। প্রথম খন্দ, পৃ. ৩৯৭

৬. ইবনে মাজা, ইবনে আসাকের, রহমতুল লিল আলামিন, প্রথম খন্দ, পৃ. ২৬৩

৭. সহী মুসলিম, প্রথম খন্দ, পৃ. ৩৯৭

৮. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্দ, পৃ. ৬০৫

କରଲାମ ଓ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଆମାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଲାମ ଏବଂ ଇସଲାମକେ ତୋମାଦେର ଧୀନ ମନୋନୀତ କରଲାମ ।' (ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଯେଦା, ଆୟାତ ୩)

ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଏହି ଆୟାତ ଶୁଣେ କାନ୍ଦତେ ଶୁରୁ କରେନ । ତାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲୋ, ଆପଣି କାନ୍ଦହେନ କେନ୍ତି ବଲେନ, କାନ୍ଦିଛି ଏ ଜନ୍ୟେ ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପର ତୋ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଇ ଶୁଦ୍ଧ ବାକି ଥାକେ ।^୧

ନବୀ କରିମେର ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଭାଷଣେର ପର ହ୍ୟରତ ବେଲାଲ (ରା.) ଆୟାନ ଓ ଏକାମତ ଦିଲେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଯୋହରେର ନାମାୟ ପଡ଼ାଲେନ । ଏରପର ହ୍ୟରତ ବେଲାଲ ଏକାମତ ଦିଲେନ ଏବଂ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଆହରେର ନାମାୟ ପଡ଼ାଲେନ । ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ତଯ ନାମାୟେର ମାଝାମାଝି ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଅନ୍ୟ କୋନ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନନି । ଏରପର ସଓୟାରୀତେ ଆରୋହଣ କରେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ତାର ଅବଶ୍ଵନ୍ତୁଲେ ଗମନ କରଲେନ । ମେଖାନେ ତିନି ଉଟନୀର ପିଠେଟି ଅପେକ୍ଷା କରଲେନ । କିଛିକଣ ପର ସ୍ଥାନ୍ତ ହଲୋ । ଏରପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହ୍ୟରତ ଉସାମାକେ (ରା.) ପେଛେନ ବସାଲେନ ଏବଂ ମେଖାନେ ଥେକେ ରଓୟାନା ହୟେ ମୋୟଦାଲେଫା ଗମନ କରଲେନ । ମେଖାନେ ମାଗରେବ ଓ ଏଶାର ନାମାୟ ଏକ ଆୟାନେ ଦୁଇ ଏକାମତେ ଆଦାୟ କରଲେନ । ମାଝାଖାନେ କୋନ ନଫଳ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନନି । ଏରପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଶୟନ କରଲେନ । ଫଜରେର ନାମାୟେର ସମୟ ହେଁଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଶାୟିତ ଥାକଲେନ । ଫଯରେର ସମୟ ହେଁଯାର ପର ଆୟାନ ଓ ଏକାମତେର ସାଥେ ଫଜରେର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ । ଏରପର ଉଟନୀତେ ସଓୟାର ହୟେ 'ମାଶାରେ ହାରାମେ' ଗମନ କରେ କେବଳାର ଦିକେ ଫିରେ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ଦୋଯା କରଲେନ । ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ତାକବିର ଧନି ଦିଲେନ ଏବଂ ତୁମିହିଦେର କାଲେମା ଉଚ୍ଚାରଣ କରଲେନ । ମେଖାନେ ସକାଳେ ଚାରିଦିକ ଭାଲୋଭାବେ ଫର୍ସା ହେଁଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରଲେନ । ଏରପର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓଠାର ଆଗେ ଆଗେଇ ମିନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ରଓୟାନା ହଲେନ । ଏବାର ହ୍ୟରତ ଫୟଲ ଇବନେ ଆବାସକେ (ରା.) ନିଜେର ପେଛେନ ବସାଲେନ । 'ବୀଣନେ ମୋହାଚ୍ଚାରେ' (ଆବରାହାର ସୈନ୍ୟଦେର ଓପର ଗୟବ ଆସାର ଜାଯଗା) ପୌଛେ ସଓୟାରୀକେ ଜୋର ଛୋଟାଲେନ । ଜାମରାଯେ କୋବରାର ପଥେ ରଓୟାନା ହୟେ ମେଖାନେ ପୌଛୁଲେନ । ମେଇ ଆମଲେ ମେଖାନେ ଏକଟି ଗାଛ ଛିଲୋ । ମେଇ ଗାଛେର ପରିଚିଯେ ଜାମରାଯେ କୋବରାର ପରିଚିତି ଛିଲୋ । ଜାମରାଯେ କୋବରାକେ ଜାମରାଯେ ଆକାବା ଏବଂ ଜାମରାଯେ ଉଲାଓ ବଲା ହୟେ ଥାକେ । ଏରପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ମେଖାନେ ସାତଟି ପାଥର ନିକ୍ଷେପ କରେନ । ପ୍ରତିବାରେର ପାଥର ନିକ୍ଷେପେର ସମୟ ତିନି ତକବିର ଧନି ଦିଛିଲେନ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଥରେର ଟୁକରୋ ଛିଲୋ ମେଗୁଲୋ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେ ଦାଢ଼ିଯେ ଏସବ ପାଥର ନିକ୍ଷେପ କରେନ ।

ଏରପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଧ୍ୟଭ୍ୟମିତେ ଗମନ କରେ ତାର ପବିତ୍ର ହାତେ ୬୩୩ ଟୁଟ ଯବାଇ କରେନ । ଏରପର ବାକି ୩୭୩ ଟୁଟ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-କେ ଯବାଇ କରତେ ଦେଯା ହୟ । ଏଭାବେ ଏକଶତ ଟୁଟ କୋରବାନୀ କରା ହୟ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ହ୍ୟରତ ଆଲୀକେ ଓ ତାର କୋରବାନୀର ମଧ୍ୟେ ଶାମିଲ କରେ ନେନ । ଏରପର ତାର ଆଦେଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁଟ ଥେକେ ଏକ ଟୁକରୋ କରେ ଗୋଶତ ନିଯେ ଏକଟି ହାଡ଼ିତେ ରାନ୍ନା କରା ହୟ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ମେଇ ଗୋଶତ ଥେକେ କିଛି ଆହାର କରେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ କିଛି ମୁରଳ୍ୟାଓ ପାନ କରେନ ।

ଏରପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ସଓୟାରୀତେ ଆରୋହଣ କରେ ମଙ୍କା ମୋୟାଯାମାଯା ଗମନ କରଲେନ । ବାୟତୁଲ୍‌ଲାହ ଶରୀଫ ତୁମାଫକେ କରଲେନ । ଏହି ତୁମାଫକେ ବଲା ହୁଏ ତୁମାଫକେ ଏଫାୟା ।

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ମକାଯ ଯୋହରେର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରଲେନ । ଯମୟମ କୃପେର କାହେ ବନୁ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର କାହେ ଗମନ କରଲେନ । ତାରା ହାଜୀଦେର ଯମୟମେର ପାନି ପାନ କରାଛିଲେନ ।

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବଲଲେନ, ହେ ବନୁ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବ ତୋମରା ପାନି ଉତୋଲନ କରୋ । ସଦି ଏ ଆଶଙ୍କା ପୋଷଣ ନା କରତାମ ଯେ ପାନି ଉତୋଲନେର କାଜେ ଅନ୍ୟ ଲୋକେରା ତୋମାଦେର ପରାଜିତ କରେ ଦେବେ ତବେ ଆମିଓ ତୋମାଦେର ସାଥେ ପାନି ଉତୋଲନ କରତାମ । ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାବାରା ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ପାନି ତୁଳତେ ଦେଖିଲେ ତାରା ସବାଇ ପାନି ତୋଲାର ଜନ୍ୟେ ଚେଷ୍ଟା କରବେନ । ଏର ଫଳେ ହାଜୀଦେର ପାନି ପାନ କରାନୋର ଯେ ଗୌରବ ଏକକତାବେ ବନୁ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ରମେହେ ତା ଆର ଥାକବେ ନା । ଅତପର ବନୁ ଆବଦୁଲ ମୋତାଲେବେର ଲୋକେରା ନବୀ (ରା.)-କେ ଏକ ବାଲତି ପାନି ଦିଲ ଏବଂ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ସେଇ ପାନି ପ୍ରୟୋଜନ ମତୋ ପାନ କରଲେନ ।¹⁰

ଆଜ କୋରବାନୀର ଦିନ । ଯିଲହଞ୍ଜ ମାସେର ଦଶ ତାରିଖ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଆଜଓ ଚାଶ୍ତ ଏର ସମଯେ ଏକଟି ଖେତବା ଧ୍ୟାନ କରେନ । ସେଇ ସମୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଖଚରେର ପିଠିୟେ ଆରୋହଣ କରେଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ବକ୍ତ୍ଵୟ ସମବେତ ସାହାବାଦେର ଶୋନାଛିଲେନ । ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉ ବସେଛିଲେନ କେଉ ଦାଁଡ଼ିଯେଛିଲେନ ।¹¹ ଆଜକେର ଭାଷଣେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଆଗେର ଦିନେର ବକ୍ତ୍ବ୍ୟେର କିଛୁ କିଛୁ ପୁନରମ୍ଭେଖ କରେନ । ସହିହ ବୋଖାରୀ ଏବଂ ସହିହ ମୁସଲିମ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର (ରା.) ଏହି ବର୍ଣନା ସଙ୍କଳିତ ରମେହେ ଯେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଇଯାଓମେ ନହର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ଇ ଯିଲହଞ୍ଜ ତାରିଖେ ଆମାଦେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ଭାଷଣ ଦେନ । ସେଇ ଭାଷଣେ ତିନି ବଲେନ, ‘ୟୁଗେର ଆବର୍ତ୍ତନେର ଫଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏସେ ପୌଛେ ଗେଛେ । ଏ ଦିନେଇ ଆନ୍ତାହୁ ତାଯାଳା ଆସମାନ ଯମିନ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ବାରୋ ମାସେ ଏକ ବହର । ଏର ମଧ୍ୟେ ଚାର ମାସ ହଜ୍ଜେ ମାହେ ହାରାମ । ତିନଟି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟାଯକ୍ରମେ ଆସେ । ସଥା ଯିଲକଦ, ଯିଲହଞ୍ଜ ଏବଂ ମହରମ । ଅନ୍ୟ ଏକଟି ମାସ ହଜ୍ଜେ ଜମାଦିଉସ ସାନି ଏବଂ ଶାବାନ ମାସେର ମାର୍ବାମାର୍ବି । ସେଇ ମାସେର ନାମ ରଥବ ।’

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଏକଥାଓ ବଲଲେନ ଯେ, ଏଟି କୋନ ମାସ? ଆମରା ବଲଲାମ, ଆନ୍ତାହୁ ତାଯାଳା ଏବଂ ତା'ର ରସ୍ତ୍ରୀଇ ଭାଲୋ ଜାନେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ନୀରବ ରଇଲେନ । ଆମରା ତଥବା ବୁଝିଲାମ ଯେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଏହି ମାସେର ଅନ୍ୟ କୋନ ନାମ ରାଖିବେନ । କିନ୍ତୁ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଏହି ଶହରେର ଅନ୍ୟ କୋନ ନାମ ରାଖିବେନ । କିନ୍ତୁ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବଲଲେନ, ଏହି ଶହର ନାମ? ଆମରା ତଥବା ବଲଲାମ, କେନ ନାମ? ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବଲଲେନ, ଏହି ଦିନେର ପରିଚୟ କି? ଆମରା ବଲଲାମ, ଆନ୍ତାହୁ ତାଯାଳା ଏବଂ ତା'ର ରସ୍ତ୍ରୀଇ ଭାଲୋ ଜାନେନ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଏହି ଦିନେର ଅନ୍ୟ କୋନ ନାମ ରାଖିବେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି ବଲଲେନ, ଏହି ଦିନ କି ଇଯାଓମୁନ ନହର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ଇ ଯିଲହଞ୍ଜ ନାମ? ଆମରା

୧୦. ମୁସଲିମ ଶରୀଫେ ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରା.) ଥିକେ ଏ ହାଦିସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରମେହେ । ଛଜାତୁନ ନବୀ ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୩୯୭-୮୦୦

୧୧. ଆବୁ ଦୁଇଦ, ଇଯାଓମେ ନହର ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଖତ ପୃ. ୨୭୦ ।

ବଲାମ, କେନ ନୟ? ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ଆଜ୍ଞା ତବେ ଶୋନୋ, ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ, ତୋମାଦେର ଅର୍ଥ-ସମ୍ପଦ ଏବଂ ତୋମାଦେର ଇୟେତ ଆବରମ ପରମ୍ପରେର ଜନ୍ୟେ ଏକମ ନିଷିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ, ଯେମନ ତୋମାଦେର ଏ ଶହର ତୋମାଦେର ଏ ମାସ ଏବଂ ତୋମାଦେର ଆଜକେର ଦିନ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେ ସମ୍ମାନୀୟ । ତୋମରା ତୋମାଦେର ପରଓୟାରଦେଗାରେର ସାଥେ ଶୀଘ୍ରଇ ମିଲିତ ହେ ଏବଂ ତୋମାଦେରକେ ତୋମାଦେର ଆମଳ ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜାସା କରା ହେବ । କାଜେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଖୋ, ଆମାର ପରେ ତୋମରା ପଥଭର୍ତ୍ତ ହେଯୋ ନା ।'

'ଏମନ ପଥଭର୍ତ୍ତ ହେଯୋ ନା ଯେ, ଏକେ ଅନ୍ୟେର ଘାଡ଼ ମଟକାତେ ଶୁରୁ କରବେ । ବଲୋ, ଆମି କି ତାବଳିଗ କରେଛି? ସାହାବାରା ବଲଲେନ, ହା । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା, ତୁମ ସାକ୍ଷୀ ଥେକୋ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥାନେ ଉପଚ୍ଛିତ ରଯେଛେ ତାରା ଅନୁପଚ୍ଛିତଦେର କାହେ ଆମାର ବାଣୀ ପୋଛେ ଦେବେ । କେନନା ଉପଚ୍ଛିତ ଅନେକେର ଚେଯେ ଅନେକ ଅନୁପଚ୍ଛିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟେର ଅଧିକ ଶୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବଲେ ମନେ କରବେ ।^{୧୨}

ଏକ ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସେଇ ଭାଷଣେ ଏକଥାଓ ବଲେଛେନ ଯେ, 'ସ୍ଵରଗ ରେଖୋ ଅପରାଧ ଯାରା କରେ ତାରା ନିଜେର ଓପରାଇ ଅପରାଧ କରେ । ଅର୍ଥାଂ ସେ ନିଜେଇ ସେ ଜନ୍ୟେ ଦୟାଯି ହେବ । ସ୍ଵରଗ ରେଖୋ, କୋନ ଅପରାଧୀ ପୁତ୍ର ନିଜେର ପିତାର ଓପର ବା କୋନ ଅପରାଧୀ ପିତା ନିଜେର ପୁତ୍ରେର ଓପର ଅପରାଧ କରତେ ପାରେ ନା । ଅର୍ଥାଂ ପିତାର ଅପରାଧେର ଜନ୍ୟେ ପୁତ୍ରକେ ଏବଂ ପୁତ୍ରେର ଅପରାଧେର ଜନ୍ୟେ ପିତାକେ ପାକଢାଓ କରା ହେବ ନା । ସ୍ଵରଗ ରେଖୋ, ଶୟତାନ ଏ ମର୍ମେ ହତାଶ ହେଯେ ଗେଛେ ଯେ, ଏଇ ଶହରେ ଆର କଥନୋ ତାର ଉପାସନା କରା ହେବ ନା । ତବେ ନିଜେଦେର ସେବ କାଜକେ ତୋମରା ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରବେ ସେଇ ସବ ଧାରଗାର ମାଧ୍ୟମେ ଶୟତାନେର ଆନୁଗତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱାରାଇ ଶୟତାନ ସତ୍ତ୍ୱି ଲାଭ କରବେ ।^{୧୩}

ଏରପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆଇଯାମେ ତାଶରୀକ ଅର୍ଥାଂ ୧୧, ୧୨ ଓ ୧୩ଇ ଯିଲହଜ୍ ତାରିଖେ ମିନାୟ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଏହି ସମୟେ ତିନି ହଜ୍ଜର ରୀତିସମୂହର ପାଲନ କରଛିଲେନ । ସେଇ ସାଥେ ଜନସାଧାରଣକେ ଶରୀଯତରେ ହୃକୁମ-ଆହକାମର ଶିକ୍ଷା ଦିଛିଲେନ । ଆଲ୍ଲାହର ଯେକେରଓ କରଛିଲେନ । ମିଲାତେ ଇବରାହିମେର ସୁନ୍ନତୁମ୍ବୁହର କାଯେମ କରଛିଲେନ । ଶେରେକେର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନସମୂହ ନିର୍ମଳ କରଛିଲେନ । ଆଇଯାମେ ତାଶରୀକେ ଅର୍ଥାଂ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ତିନଦିନେର ଏକଦିନେ ଏକଟି ଭାଷଣ ଦେନ । ଆବୁ ଦ୍ୱାର୍ଦ୍ଦେ 'ହାତାନ' ସନଦସହ ଏହି ବର୍ଣନ ରଯେଛେ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଛାରା ବିନତେ ବିନହାନ (ରା.) ବଲେନ, ରସଳ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ରଟ୍ସେର ଦିନେ ୧୪ ଆମାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେନ ଏବଂ ବଲେନ, ଏହି ଦିନ ଆଇଯାମେ ତାଶରୀକେର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନ ନୟ ।^{୧୪} ନବୀ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଆଜକେର ଭାଷଣର ଛିଲୋ ଗତକାଳେର ଅର୍ଥାଂ କୋରବାନୀର ଦିନେର ଭାଷଣର ଅନୁରପ । ଏହି ଭାଷଣ ସୂରା ନସର ନାଯିଲ ହ୍ୟାତାର ପର ଦେଯା ହେଯେଛିଲୋ ।

ସର୍ବଶେଷ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ

ସୁବିଶ୍ଵତ୍ ରୋମକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟେର ଶାସକବର୍ଗ ଇସଲାମ ଏବଂ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣକାରୀଦେର ବେଁଚେ ଥାକାର ଅଧିକାର ମେନେ ନିତେ ପ୍ରାସ୍ତୁତ ଛିଲୋ ନା । ଏ କାରଣେ ରୋମକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟେର ନିୟମିତ ଏଲାକାଯ କାରୋ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରା ଛିଲୋ ବିପଞ୍ଜନକ । ରୋମକ ଗର୍ବନର ହ୍ୟରତ ଫାରଓୟାହ ଇବନେ ଆମର ଜୋଯାମୀର ଘଟନାର ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଆଶକ୍ତା ଛିଲୋ ଅନ୍ୟଦେର ଜନ୍ୟେଓ ପ୍ରବଳ ।

୧୨. ସହୀହ ବୋଥାରୀ, ଖୋତବାତେ ଆଇଯାମେ ମିନା ଅଧ୍ୟାୟ । ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୨୩୪ ।

୧୩. ତିରମିଯ, ୬୮ ଖତ, ପୃ. ୩୮, ୧୩୫ । ଇବନେ ମାଜା କିତାବୁଲ ରଜ୍ଜମ, ମେଶକାତ ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୨୩୮ ।

୧୪. ଅର୍ଥାଂ ୧୨୨୯ ହିଲହଜ୍ । ଆଉନୁଲ ମା'ବୁଦ୍ ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୧୪୩ ।

୧୫. ଆବୁ ଦ୍ୱାର୍ଦ୍ଦେ ଇଯାଓମ୍ ଇଯାଖତାର ବେ ମିନା ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୨୬୯ ।

ରୋମକ ସାତ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକଦେର ଏ ଧରନେର ଉନ୍ନତ୍ୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣେର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଲ୍ଲାମ ଏକାଦଶ ହିଜରୀର ସଫର ମାସେ ଏକ ବିରାଟ ବାହିନୀ ତୈରୀର କାଜ ଶୁରୁ କରଲେନ । ହ୍ୟରତ ଉସାମା ଇବନେ ଯାଯେଦ (ରା.)-କେ ସେଇ ବାହିନୀର ସିପାହିସାଲାର ନିୟୁକ୍ତ କରେ ତିନି ଆଦେଶ ଦିଲେନ ଯେ, ବାଲକା ଏଲାକା ଏବଂ ଦାରୁମେର ଫିଲିସ୍ତିନୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ସଓୟାରଦେର ମାଧ୍ୟମେ ନାତ୍ତାନାବୁଦ୍ଧ କରେ ଏସୋ । ରୋମକଦେର ଭୀତ-ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ କରେ ତାଦେର ନିୟାନ୍ତ୍ରିତ ଏଲାକାଯ ବସିବାସକାରୀ ଆରବ ଗୋତ୍ରସୂହେର ମନେ ସାହସ ସମ୍ଭାର କରାଇ ଛିଲୋ ଏ ପଦକ୍ଷେପେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏର ଫଳେ କେଉ ଏକଥା ଭାବତେ ପାରବେ ନା ଯେ, ଗୀର୍ଜାର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଓ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରିତାର ସାମନେ କଥା ବଲାର କେଉ ନେଇ । ତାହାଡ଼ା ଏକଥାଓ କେଉ ମନେ କରତେ ପାରବେ ନା ଯେ, ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରାର ଅର୍ଥ ହଞ୍ଚେ ନିଜେର ମୃତ୍ୟୁକେ ଆମଦ୍ରଣ ଜାନାନୋ ।

ହ୍ୟରତ ଉସାମା (ରା.)-କେ ସେନାପତି ନିୟୁକ୍ତ କରାର କାରଣେ କେଉ କେଉ ସମାଲୋଚନା କରେ ଏ ଅଭିଯାନେର ପ୍ରସ୍ତୁତିଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣେ ଇତ୍ତତ କରଲେନ । ଏ ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ରସ୍ତୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଯଦି ଉସାମାର ସେନାପତିତ୍ତେର ପ୍ରଶ୍ନେ ସମାଲୋଚନା ମୁଖର ହେ ତବେ ତୋ ବଲତେଇ ହୟ ଯେ, ଇତିପୂର୍ବେ ତାର ପିତାକେ ସେନାପତି ନିୟୁକ୍ତ କରାଯ ତୋମରା ସମାଲୋଚନା ମୁଖର ହେଯିଲେ । ଅର୍ଥ ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ଯାଯେଦ ଛିଲୋ ସେନାପତି ହେଯାର ମତୋ ଯୋଗ୍ୟତାସମ୍ପନ୍ନ । ଏହାଡ଼ା ସେ ଛିଲୋ ଆମାର ପ୍ରିୟ ଭାଜନଦେର ଅନ୍ୟତମ । ଉସାମାଓ ଯାଯେଦେର ପର ଆମାର ପ୍ରିୟ ଭାଜନଦେର ଅନ୍ୟତମ ।^୧

ତଥିନ ସାହାବାୟେ କେରାମ (ରା.) ହ୍ୟରତ ଉସାମା (ରା.)-ଏର ଆଶପାଶେ ସମବେତ ହେଁ ତାର ସେନାବାହିନୀତେ ଶାମିଲ ହଲେନ । ଏଇ ସେନାବାହିନୀ ରୋଯାନା ହେଁ ମଦିନା ଥେକେ ତିନ ମାଇଲ ଦୂରେ ମାକାମେ ଯରଫ ନାମକ ସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାଲ୍ଲାମେର ଅସୁଖ ସମ୍ପର୍କେ ଉଦେଗଜନକ ଖବର ପେତେ ଥାକାଯ ତାରା ସାମନେ ଅର୍ଥସର ହନନି । ଆଲ୍ଲାହର ଫ୍ୟାରସାଲା ଛିଲୋ ଏହି ଯେ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.)-ଏର ଖେଳାଫତେର ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ହିସାବେ ଏହି ଆଖ୍ୟାୟିତ ହବେ ।^୨

୧. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ଉସାମାକେ ପ୍ରେରଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଉସାମା ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬୧୨

୨. ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ଏବଂ ଇବନେ ହିଶାମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬୦୬-୬୫୦ ।

ମୋହନ୍ତୀଦ ତୋ ରଜୁଳ ଛାଡ଼ୀ କିଛିଁ ନୟ, ତାର ଆଗେଞ୍ଚ ବହୁ ରଜୁଳ
ଗତ ହୟେ ଶେଷି ପରେ ଯାଯେ ଅଥବା ତାକେ ଯଦି କେବେ
ଘରେ ଫେଲେ, ତାହଲ ତୋମରୀ କି (ତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ)
ମୁଖ ଫିରିଯେ ଲେବେ (ଜେଣେ ରେଖୋ) ଯେ
ବ୍ୟକ୍ତିଇ (ଏଭାବେ) ମୁଖ ଫିରିଯେ ଲେଯେ
ଯେ ଆଜ୍ଞାତର କୋଣେ ରକମ ଝକି
ଆଧନ କରଣ୍ଠ ପାରବେ ନା।
(ଶୂରା ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାନୀ ୧୪୪)

୭

ବିଦୟା ହେ ଆମାର ବକ୍ଷୁ

ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ପଥେ ମହାନବୀ

বিদায় ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে, আরব জাহান এখন ইসলামের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তা-চেতনা, অনুভব-অনুভূতি, বাহ্যিক আচার-আচারণ ও কথা বার্তায় এমনসব নির্দর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো যা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যাছিলো যে, তিনি এ পৃথিবীর অধিবাসীদের শৈত্রই বিদায় জানাবেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দশম হিজরীর রম্যান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ দিন এ'তেকাফ পালন করেন অথচ অন্যান্য রম্যানে পালন করতেন দশদিন। হ্যরত জিবরান্তিল (আ.) এ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র কোরআন শরীফ দু'বার পাঠ করে শোনালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর এই জায়গায় তোমাদের সাথে আমি আর কখনো মিলিত হতে পারব না। জামরায়ে আকাবার কাছে তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে হজ্জ এর নিয়মাবলী শিখে নাও, কেননা আমি এ বছরের পর সম্ভবত আর কখনো হজ্জ করতে পারব না। আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ই যিলহজ্জের সময়ে সূরা নসর নাফিল হয়েছিলো। এরপর তিনি বুঝে ফেলেছিলেন যে, এবার এ দুনিয়া থেকে তার বিদায় নেয়ার পালা। এই সূরা নাফিল হওয়া মানে হচ্ছে তার মৃত্যুবরণের একটা আগাম ইঙ্গেল (সংবাদ) দেয়া।

একাদশ হিজরীর সফর মাসের শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ প্রান্তরে গমন করেন। সেখানে তিনি শহীদানদের জন্যে এমনভাবে দোয়া করলেন যেন জীবিতরা মৃতদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছে। এরপর ফিরে এসে তিনি মিস্বরে বসে বললেন, আমি তোমাদের কর্মতৎপরতার আমীর এবং তোমাদের জন্যে সাক্ষী। আল্লাহর শপথ এখন আমি আমার হাউয় অর্থাৎ হাউয়ে কাওছার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে সমগ্র বিশ্ব জাহান এবং এর ধন-ভাস্তুরের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি এ আশঙ্কা পোষণ করি না যে, তোমরা আমার পরে শেরেক করবে এবং এ আশঙ্কা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে বাড়াবাঢ়ি করবে।

একদিন মধ্য রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকির কবরস্থানে যান এবং সেখানে মুর্দাদের জন্যে দোয়া করেন। সে দোয়ায় তিনি বলেন, হে কবরবাসীরা, তোমাদের প্রতি সালাম। মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে তার চেয়ে তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো তা তোমাদের জন্যে শুভ হোক। ফেতনা আঁধার রাতের অংশের মতো একের পর এক চলে আসছে। পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে মন্দ। এরপর কবরবাসীদের এ সুখবর প্রদান করেন যে, আমি ও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো।'

ଅସୁଖେର ଶୁରୁ

ଏକାଦଶ ହିଜରୀର ୨୯ଶେ ସଫର, ରୋବବାର ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଜାନ୍ମାତୁଳ ବାକିତେ ଏକଟି ଜାନ୍ମାୟୟ ଅଂଶ୍ଵର୍ହଣ କରେନ । ଫେରାର ପଥେ ମାଥାବ୍ୟଥା ଶୁରୁ ହୟ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଏତୋ ବେଡ଼େ ଯାଯ ଯେ, ମାଥାଯ ବଁଧା ପତ୍ରି ଓପର ଦିଯେଓ ତାପ ଅନୁଭବ କରା ଗେଛେ । ଏଟା ଛିଲୋ ମରଣ ଅସୁଖେର ଶୁରୁ । ତିନି ସେଇ ଅସୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାଯ ଏଗାର ଦିନ ନାମାୟ ପଡ଼ାନ । ଅସୁଖେର ମୋଟ ମେଯାଦ ଛିଲୋ ତେର ଅଥବା ଚୌଦ୍ଦ ଦିନ ।

ଜୀବନେର ଶେଷ ସଙ୍ଗାତ୍

ରମ୍ଜନ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କ୍ରମେଇ ଦୁର୍ବଳ ହୟେ ପଢ଼ିଛିଲେନ । ଏ ସମୟେ ତିନି ପବିତ୍ର ସହଧର୍ମନୀଦେର କାହେ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେନ ଯେ, ଆମି ଆଗାମୀକାଳ କୋଥାଯ ଥାକବୋଃ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଏ ଜିଜ୍ଞାସାର ତାତ୍ପର୍ୟ ତାର ସହଧର୍ମନୀରା ବୁଝେ ଫେଲେନ ତାଇ ତାରୀ ବଲଲେନ, ଆପନି ଯେଥାନେ ଥାକତେ ଇଚ୍ଛା କରେନ ହେ ରମ୍ଜନ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ, ସେଥାନେଇ ଥାକବେନ । ଏରପର ତିନି ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.)-ଏର ଘରେ ଥ୍ରାନାତ୍ତରିତ ହଲେନ । ଥ୍ରାନାତ୍ତରରେ ସମୟ ହ୍ୟରତ ଫ୍ରମ୍ ଇବନେ ଆବସ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ (ରା.) ପ୍ରିୟ ନବୀକେ ଭର ଦିଯେ ନିଯେ ଗେଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ମାଥାୟ ପତ୍ର ବଁଧା, ପବିତ୍ର ଚରଣୟୁଗଳ ମାଟିତେ ହେଚ୍ଛେ ଯାଛେ । ଏ ଅବସ୍ଥାଯ ତିନି ହୈରିତ ଆୟେଶା (ରା.)-ଏର ଘରେ ଥ୍ରାନାତ୍ତରିତ ହଲେନ ଏବଂ ଜୀବନେର ଶେଷ ସଙ୍ଗାତ୍ ସେଥାନେଇ କାଟାଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ରମ୍ଜନ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହୁ ଥିକେ ଶିକ୍ଷା କରା ଦେଯାସମ୍ଭବ ପାଠ କରେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପବିତ୍ର ଦେହେ ଫୁଁ ଦିତେନ ଏବଂ ବରକତେର ଆଶାୟ ତାର ପବିତ୍ର ହାତ ନିଜେର ଦେହେ ଫେରାତେନ ।

ମୃତ୍ୟୁର ପାଚଦିନ ଆଗେ

ମୃତ୍ୟୁର ପାଚଦିନ ଆଗେ ଚାହାର ଶୋଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦେହେ ଉତ୍ତାପ ଅସ୍ତାଭାବିକ ବେଡ଼େ ଗେଲେ । ଏତେ ତାର କଟ୍ଟି ବାଡ଼ଲୋ । ତିନି ଜ୍ଞାନ ହାରିଯେ ଫେଲେଛିଲେନ । ଏ ସମୟ ବଲଲେନ, ବିଭିନ୍ନ କୁପେର ସାତ ମଶକ ପାନି ଆମାର ଓପର ଢାଲୋ, ଆମି ଯେନ ଲୋକଦେର କାହେ ଗିଯେ ଓସିଯତ କରତେ ପାରି । ଏ ଜନ୍ୟେ ବସିଯେ ଦେଯା ହଲୋ ଏବଂ ଦେହେ ଏତୋ ପରିମାଣ ପାନି ଢାଲା କରା ହଲୋ ଯେ, ତିନି ବଲଲେନ, ବ୍ୟସ, ବ୍ୟସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ପ୍ରଯୋଜନ ନେଇ ।

ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏରପର କିଛୁଟା ସୁଷ୍ଠ ବୋଧ କରଲେନ ଏବଂ ମସଜିଦେ ଗେଲେନ । ମାଥାୟ ପତ୍ର ବଁଧା ଛିଲୋ । ଯିବରେ ଆରୋହଣ କରେ ବସେ କିଛୁ ଭାଷଣ ଦିଲେନ । ସାହାବାୟେ କେନାମ ଆଶେପାଶେ ସମବେତ ଛିଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ଇହନୀ ନାହାରାଦେର ଓପର ଆଲ୍ଲାହର ଲାନତ, କେନନା ତାରା ତାଦେର ନବୀଦେର କବରକେ ମସଜିଦେ ପରିଣତ କରେଛେ । ଅପର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ଇହନୀ ନାହାରାଦେର ଓପର ଆଲ୍ଲାହର ମାର, କେନନା ତାରା ତାଦେର ନବୀଦେର କବରକେ ମସଜିଦେ ପରିଣତ କରେଛେ ।^୨ ତିନି ଆରୋ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଆମାର କବରକେ ପୂଜା କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିତେ ପରିଣତ କରୋ ନା ।^୩

୨. ସହି ବୋଧାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୫୨, ମୁଯାତ୍ତା ଇମାମ ମାଲେକ, ପୃ. ୩୬୦

୩. ମୁଯାତ୍ତା ଇମାମ ମାଲେକ, ପୃ. ୬୫ ।

ଏରପର ନବୀ ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ବଦଲାର ଜନ୍ୟ ନିଜେକେ ପେଶ କରେ ବଲଲେନ, ଆମି ଯଦି କାରୋ ପିଠେ ଚାବୁକେର ଦ୍ୱାରା ଆସାତ କରେ ଥାକି ତବେ ଏହି ହଚ୍ଛେ ଆମାର ପିଠ ସେ ଯେଣ ବଦଲା ନିଯେ ନେୟ । ଯଦି କାଉକେ ଅସମାନ କରେ ଥାକି ତବେ ସେ ଯେଣ ଆମାର କାହିଁ ଥେକେ ବଦଲା ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ଏରପର ନବୀ ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ମିଶ୍ରରେ ଓପର ଥେକେ ନୀଚେ ନେମେ ଏଲେନ ଏବଂ ଯାହରେ ନାମାୟ ପଡ଼ାଲେନ । ଏରପର ତିନି ପୁନରାୟ ମିଶ୍ରରେ ଉପବେଶନ କରଲେନ ଏବଂ ଶକ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କେ ଇତିପୂର୍ବେ ବଲା କଥା ପୁନରାୟ ବଲଲେନ । ଏକଜନ ଲୋକ ବଲଲେନ, ଆପନାର କାହେ ଆମି ତିନି ଦେରହାମ ପାଞ୍ଚାନା ରଯେଛି । ନବୀ ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ଫ୍ୟଲ ଇବନେ ଆବାସ (ରା.)-କେ ସେଇ ଝଣ ପରିଶୋଧେର ଆଦେଶ ଦିଲେନ ।

ଏରପର ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ଆନସାରଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଓସିଯାତ କରଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଆନସାରଦେର ବ୍ୟାପାରେ ଓସିଯାତ କରଛି, କେନନା ତାରା ଆମାର ଅନ୍ତର ଓ କଲିଜା । ତାରା ନିଜେଦେର ଯିମ୍ବାଦାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ କିନ୍ତୁ ତାଦେର ଅଧିକାରସମ୍ମୂହ ବାକି ରଯେ ଗେଛେ । କାଜେଇ ତାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ନେକକାରଦେର ଗ୍ରହଣ କରବେ ଏବଂ ବଦକାରଦେର କ୍ଷମା କରବେ । ଅପର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ, ତିନି ବଲେନ, ମାନୁଷ ବାଢ଼ିତେ ଥାକବେ କିନ୍ତୁ ଆନସାରଦେର ସଂଖ୍ୟା କମତେ ଥାକବେ, ଏମନକି ତାରା ଖାବାରେ ଲବଗେର ପରିମାଣେର ମତ ହେଁ ପଡ଼ିବେ । କାଜେଇ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ଯାରା କୋନ ଲାଭଜନକ ବା କ୍ଷତିକର କାଜେର ଦୟିତ୍ତ ପାରେ ତାରା ଆନସାରଦେର ମଧ୍ୟେକାର ନେକକାରଦେର ଗ୍ରହଣ କରବେ ଏବଂ ବଦକାରଦେର କ୍ଷମା କରବେ ।⁸

ନବୀ ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ଏରପର ବଲଲେନ, ଏକଜନ ବାନ୍ଦାକେ ଆହ୍ଲାହ ତାଯାଲା ଏ ଏଖତିଯାର ଦିଯେଛେନ ଯେ, ବାନ୍ଦାହ ଇଚ୍ଛେ କରଲେ ଦୁନିଯାର ଶାନ ଶତ୍ରୁକତ ଥେକେ ଯା ଚାଇବୋ ଆହ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାକେ ଦେବେନ ଅଥବା ଆହ୍ଲାହର କାହେ ଯା ରଯେଛେ ତା ଥେକେ ଯା କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନିତେ ପାରବେ । ସେଇ ବାନ୍ଦା ଆହ୍ଲାହର କାହେ ଯା ରଯେଛେ ତା ଗ୍ରହଣ କରାର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ସାନ୍ଦିଦ ଖୁଦରୀ (ରା.) ବର୍ଣନା କରେନ ଯେ, ଏକଥା ଶୋନାର ପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ ରା ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ କାନ୍ଦତେ ଶୁରୁ କରଲେନ ଏବଂ ବଲଲେନ, ଆମି ନିଜେର ମା'ବାପସହ ଆପନାର ଓପର କୋରବାନ ହାଚି । ଏକଥା ତାନେ ଆମରା ଅବାକ ହଲାମ । ଲୋକେରା ବଲଲୋ, ଏହି ବୁଡ୍ଡୋକେ ଦେଖୋ, ରସ୍ତ୍ର ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ତୋ ଏକଜନ ବାନ୍ଦା ସମ୍ପର୍କେ ବଲଛିଲେନ ଯେ, ଆହ୍ଲାହ ତାଯାଲା ତାକେ ଏଖତିଯାର ଦିଯେଛେ ତିନି ଛିଲେନ ସ୍ଵୟଂ ରସ୍ତ୍ର ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ । ସେଦିନ ଏଟାଓ କାରୋ ବୁଝିତେ ବାକି ଥାକେନି ଯେ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ହଚ୍ଛେ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ସବଚେଯେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ।⁵

ଏରପର ରସ୍ତ୍ର ସାହ୍ଲାହ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାହ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ବନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦେର ତ୍ୟାଗ-ସ୍ଵିକାରେ ଆମାର ପ୍ରତି ସବଚେଯେ ବେଶୀ ଏହସାନ ରଯେଛେ ଆବୁ ବକରେ । ଯଦି ଆମି ଆମାର ପ୍ରତିପାଲକ-

⁸. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ଅଥମ ଖତ. ପୃ. ୫୨୬

⁵. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ଅଥମ ଖତ, ପୃ. ୫୩୬

ବ୍ୟତିତ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଖଲିଲ/ବଞ୍ଚୁ ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ କରତାମ, ତବେ ଆବୁ ବକରକେ ଗ୍ରହଣ କରତାମ । କିନ୍ତୁ ତାର ସାଥେ ଇସଲାମୀ ଭାବୁତ୍ୱ ଓ ଭାଲୋବାସାର ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ । ମସଜିଦେ କୋନ ଦରଜା ଯେନ ଖୋଲା ରାଖୁ ନା ହୁଏ, କଲ ଦରଜା ଯେନ ବନ୍ଧ କରା ହୁଏ ଆବୁ ବକରେର ଦରଜା ବନ୍ଧ କରା ଯାବେ ନା ।^୬

ମୃତ୍ୟୁର ଚାର ଦିନ ଆଗେ

ରୁସ୍ଲମାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମେର ଓଫାତେର ଚାରଦିନ ଆଗେ ବୃହମ୍ପତିବାର, ତିନି ଖୁବଇ କଟ ପାଛିଲେନ । ସେଇ ସମୟ ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ତୋମାଦେର ଏକଟି ଲିଖନ ଲିଖେ ଦିଛି, ଏରପର ତୋମରା କଥିନେ ଗୋମରାହ ହବେ ନା । ସେଇ ସମୟ ଘରେ କମେକଜନ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଛିଲେନ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.)-ଓ ଛିଲେନ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆପଣି ଅସୁଖେ ଖୁବଇ କଟ ପାଛେନ ଏବଂ ଆମାଦେର କାହେ ପବିତ୍ର କୋରାଅନ ରଯେଛେ । ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଏହି କେତୋବାହି ଯଥେଷ୍ଟ । ଏକଥା ଶୁଣେ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦିଲୋ । କେଉ କେଉ ବଲଲେନ ନବୀ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଯା ଲିଖେ ଦିତେ ଚାଷିଲେନ, ତା ଲିଖିଯେ ନେଯା ହେବ । କେଉ କେଉ ବଲଛିଲେନ, ନା ଦରକାର ନେଇ । ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଯା ବଲଛେନ, ସେଟାଇ ଠିକ । ମତଭେଦ ଏକ ସମୟେ କଥା କାଟାକାଟିତେ ପରିଣତ ହଲୋ ଏବଂ ଶୋରଗୋଲ ବେଡ଼େ ଗେଲୋ । ରୁସ୍ଲ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବିରକ୍ତ ହେୟ ବଲଲେନ, ତୋମରା ଆମାର କାହ ଥେକେ ଉଠେ ଯାଓ ।^୭

ସେଦିନଇ ନବୀ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତିନଟି ବ୍ୟାପାରେ ଓସିଯାତ କରଲେନ । ପ୍ରଥମତ ଇହଦୀ, ନାହାରା ଏବଂ ମୋଶରେକଦେର ଜ୍ଞାଯିରାତୁଳ ଆରବ ଥେକେ ବେର କରେ ଦେବେ । ଦ୍ୱିତୀୟତ ଆଗଭ୍ରତକ ପ୍ରତିନିଧିଦିଲେର ସାଥେ ଆମି ଯେ ରକମ ବ୍ୟବହାର କରତାମ ସେଇ ରକମ ବ୍ୟବହାର କରବେ । ତୃତୀୟ କଥାଟି ବର୍ଣନାକାରୀ ଭୁଲେ ଗେଛେନ, ସମ୍ଭବତ ନବୀ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ କୋରାଅନ ସୁନ୍ନାହ ଦୃଢ଼ଭାବେ ଆଁକଡ଼େ ଧରା ଅଥବା ଉସାମା ବାହିନୀକେ ପ୍ରେରଣ କରାର କଥା ବଲେଛେନ, ଅଥବା ତିନି ବଲେଛିଲେନ, ନାମାୟ ଏବଂ ତୋମାଦେର ଅଧିନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାଂ ଦାସଦାସୀଦେର ପ୍ରତି ଖେଳ ରାଖବେ ।

ରୁସ୍ଲ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଅସୁଖେ ତୈତା ସତ୍ତେଓ ଓଫାତେର ଚାରଦିନ ଆଗେ ଅର୍ଥାଂ ବୃହମ୍ପତିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ନାମାୟେ ନିଜେଇ ଇମାମତି କରେନ । ସେଦିନେର ମାଗରେବେର ନାମାୟେ ତିନିଇ ଇମାମତି କରେଛିଲେନ । ସେଇ ନାମାୟେ ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁରସାଲାତ ପାଠ କରେନ ।^୮

ଏଶାର ସମୟ ରୋଗ ଏତୋ ବେଡ଼େ ଗେଲୋ ଯେ, ମସଜିଦେ ଯାଓ୍ୟାର ଶକ୍ତି ରଇଲ ନା । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ଲୋକେରା କି ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେ ଫେଲେଛେ? ଆମରା ବଲଲାମ, ଜୀ ନା ହେ ରୁସ୍ଲ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ । ଓରା ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷା କରଛେ । ରୁସ୍ଲ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ବଲଲେନ, ଆମରା ଜନ୍ୟେ ପାତ୍ରେ ପାନି ଲାଗି । ଆମରା ତାଇ କରଲାମ । ତିନି ଗୋସଲ କରଲେନ । ଏରପର ଉଠିଲେନ କିନ୍ତୁ ବେହଁଶ ହେୟ ଗେଲେନ । ଜ୍ଞାନ ଫିରେ ଏଲେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ଲୋକେରା କି ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେ ଫେଲେଛେ? ତାଙ୍କେ ଜାନାନ୍ତେ ହଲୋ ଯେ, ଜୀ ନା, ହେ ରୁସ୍ଲ ସାଲାଜ୍ଞାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ । ଓରା ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷା କରଛେ । ଏରପର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟବାର ଏକଇ ଅବସ୍ଥା ହଲୋ । ତିନି ଗୋସଲ କରଲେନ ଏରପର ଉଠିଲେନ, କିନ୍ତୁ ବେହଁଶ ହେୟ ଗେଲେନ । ଏରପର ତିନି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ଖବର

୬. ମୋଖାରୀ, ମୁସଲିମ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୫୧୬, ମେଶକାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ ପୃ. ୫୪୬-୫୫୮

୭. ମୋଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ । ମୋଖାରୀ ପ୍ରଥମ ଖତ ପୃ. ୨୨୭, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୬୩୮

୮. ମୋଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ । ମେଶକାତ ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୧୦୨

ପାଠାଲେନ, ତିନି ଯେନ ନାମାୟ ପଡ଼ିଯେ ଦେନ । ଏରପର ନବୀ କରିମେର ଅସୁସ୍ଥତାର ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଲୋତେଓ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦିକ (ରା.) ନାମାୟ ପଡ଼ାଲେନ । ୯ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଜୀବନ୍ଦଶାୟ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦିକ (ରା.) ସତେର ଓୟାକୁ ନାମାୟେ ଇମାମତି କରେଛିଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରା.) ତିନ ଅଥବା ଚାରବାର ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଏ ମର୍ମେ ଆରଯ କରେନ ଯେ, ଇମାମତିର ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଦେଯା ହୋକ । ତିନି ଭାବାଛିଲେନ, ଲୋକେରା ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦିକ (ରା.) ବ୍ୟାପାରେ ମନ୍ଦ ଧାରଣା ପୋଷଣ ନା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପ୍ରତିବାରଇ ସହଧରିନୀର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ବଲେନ, ତୋମରା ସବାଇ ଇଉସୁଫ (ଆ.)-ଏର ସାଥୀଦେର ମତ ହୟେ ଗିଯେଛେ । ୧୦ ଆବୁ ବକରକେ ଆଦେଶ ଦାଓ, ତିନି ଯେନ ନାମାୟ ପଡ଼ାନ ।

ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଦିନ ଆଗେ

ଶିନି ଅଥବା ରୋବବାର ଦିନ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କିଛୁଟା ସୁନ୍ଦର ବୋଧ କରଲେନ । ଦୁଃଜନ ଲୋକେର କାଂଧେ ଭର ଦିଯେ ଯୋହରେର ନାମାୟେ ଜନ୍ୟ ମସଜିଦେ ଗେଲେନ । ସେ ସମୟ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦିକ (ରା.) ସାହାବାଦେର ନାମାୟ ପଡ଼ାଇଛିଲେନ । ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦେଖେ ତିନି ପେଛନେ ସରେ ଆସତେ ଲାଗଲେନ । ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଇଶାରା କରଲେନ ଯେ ପେଛନେ ସରେ ଆସାର ଦରକାର ନେଇ । ଯାଦେର କାଂଧେ ଭର ଦିଯେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ମସଜିଦେ ଏସେଛିଲେନ ତାଦେର ବଲଲେନ, ଆମାକେ ଆବୁ ବକରେର ପାଶେ ବସିଯେ ଦାଓ । ଏରପର ତାଙ୍କେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ଡାନପାଶେ ବସିଯେ ଦେଯା ହଲୋ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦିକ (ରା.) ତଥନ ନାମାୟ ନବୀ କରିମେର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଏକତ୍ଵେ କରାମକେ ତାକବିର ଶୋନାଇଛିଲେନ । ୧୨

ମୃତ୍ୟୁର ଆର ମାତ୍ର ଏକଦିନ ଆଗେ

ଓଫାତେର ଏକଦିନ ଆଗେ ରୋବବାର ଦିନ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଁର ସବ ଦାସ ଦାସୀକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଦିଲେନ । ତାଁର କାହେ ସେ ସମୟ ସାତ ଦିନାର ଛିଲୋ, ସଦକା କରଲେନ । ତାଁର ଅନ୍ତର ଶତ୍ରୁ ମୁସଲମାନଦେର ହେବା କରେ ଦିଲେନ । ରାତରେ ବେଳା ଚେରାଗ ଜ୍ଞାଲାନୋର ଜନ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରା.) ଏକ ପ୍ରତିବେଶୀର କାହୁ ଥେକେ ତେଲ ଧାର ଆନଲେନ । ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଏକଟି ବର୍ମ ଏକଜନ ଇହୁଦୀର କାହେ ତିରିଶ ସାତା ଅର୍ଥାତ ୭୫ କିଲୋ ଯବେର ବିନିମୟେ ବନ୍ଧକ ଛିଲୋ ।

୯. ବୋଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ । ମେଶକାତ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୦୨

୧୦. ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫ (ଆ.)-ଏର ଘଟନାଯ ଯେ ସକଳ ମହିଳା ଆଜିଜ ମେଛରେର ଶ୍ରୀକେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରଛିଲ ତାରା ଦୃଶ୍ୟତ ଏରପ କରଛିଲ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫକେ ଦେଖେ ଯଥନ ତାରା ଆଶ୍ରୁ କେଟେ ଫେଲିଲ ତଥନ ବୋକା ଗେଲ ଯେ, ଓରା ସବାଇ ହ୍ୟରତ ଇଉସୁଫ (ଆ.)-ଏର ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣ । ଅର୍ଥାତ ତାଦେର ମୁଖେ ଏକ ମନେ ଏକ । ଏଥାନେଓ ଅବସ୍ଥା ସେରକମ । ଦୃଶ୍ୟତ ବଲା ହାହିଲ ଯେ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦିକେର ମନ ନରମ, ଆପନାର ଜ୍ଞାଗାୟ ଦାୟିତ୍ୱେ ନାମାୟ ପଡ଼ାତେ ଶୁରୁ କରଲେ କାନ୍ତାର ପ୍ରକୋପେ କେବାତ ପାଠ କରତେ ପାରବେନ ନା । କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଟିକଇ ଏକଥା ଛିଲ ଯେ, ଯଦି ଖୋଦା ନା କରନ୍ତି ରୁସ୍ଲେ କରିମ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଯାହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର କାହେ ଏକଟି ଆବେଦନ ଜାନାନ । ଏ କାରଣେ ନବୀ (ଶଃ) ବଲେନ ଯେ, ତୋମରା ସବାଇ ହଜ୍ଜେ ନବୀ ଇଉସୁଫେର ଭାଇଦେର ମତୋ ।

୧୧. ସହିତ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୯୮-୯୯

ମହା ଜୀବନେର ଶେଷ ଦିନ

ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ବଲେନ, ସେଦିନ ଛିଲୋ ସୋମବାର ମୁସଲମାନରା ଫ୍ୟରେର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରିଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ଇମାମତିର ଦାୟିତ୍ୱେ ଛିଲେନ । ହଠାତ୍ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଧିକାର ହଜରାର ପଦ୍ଦି ସରାଲେନ ଏବଂ ସାହାବାଦେର କାତାରବାଧୀ ଅବସ୍ଥାୟ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରତେ ଦେଖେ ମୃଦୁ ହାସଲେନ । ଏଦିକେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) କିଛୁଟା ପେଛନେ ସରେ ଗେଲେନ ଯେନ ନାମାୟେର କାତାରେ ରସ୍ତେ ଶାମିଲ ହତେ ପାରେ । ତିନି ଭେବେଛିଲେନ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଶାମିଲ ହତେ ପାରେନ ଏବଂ ହ୍ୟତୋ ନାମାୟେ ଆସତେ ଚାନ । ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ବଲେନ, ହଠାତ୍ କରେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦେଖେ ସାହାବାର ଏତୋ ଆନନ୍ଦିତ ହଲେନ ଯେ, ନାମାୟେର ମଧ୍ୟେଇ ଫେତନାୟ ପଡ଼େ ଯାଓୟାର ମତୋ ଅବସ୍ଥା ହଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ତାରା ନାମାୟ ଛେଢ଼େ ଦିଯେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାର ଖବର ନିତେ ଚାଚିଲେନ । କିନ୍ତୁ ରସ୍ତେ ମକବୁଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହାତ ଦିଯେ ସାହାବାଦେର ଇଶାରା କରଲେନ, ତାରା ଯେନ ନାମାୟ ପୂରା କରେନ । ଏରପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହଜରାର ଭେତର ଚଲେ ଗିଯେ ପର୍ଦା ଫେଲେ ଦିଲେନ ।

ଏରପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓପର ଅନ୍ୟ କୋନ ନାମାୟେର ସମୟ ଆସେନ । ଦିନେର ଶୁରୁତେ ଚାଶତ ଏର ନାମାୟେର ସମୟେ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଁର ପ୍ରିୟ କଣ୍ୟା ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.)-କେ କାହେ ଡେକେ କାନେ କାନେ କିଛୁ କଥା ବଲଲେନ । ତା ଶୁନେ ହ୍ୟରତ ଫାତେମା ଯୋହରା କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ । ଏରପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପୁନରାୟ ଫାତେମାର କାନେ କିଛୁ କଥା ବଲଲେନ, ଏବାରେ ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.) ହାସତେ ଲାଗଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଧିକା (ରା.) ବଲେନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଆମି ହ୍ୟରତ ଫାତେମାକେ ତାଁର କାନ୍ନା ଓ ହାସିର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେ ତିନି ବଲଲେନ, ପ୍ରଥମବାର ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମାକେ ବଲଲେନ, ଏଇ ଅସୁଖେଇ ଆମାର ମୃତ୍ୟୁ ହବେ । ଏକଥା ଶୁନେ ଆମି କାନ୍ଦଲାମ । ଏରପର ତିନି ଆମାକେ କାନେ କାନେ ବଲଲେନ, ଆମାର ପରିବାର-ପରିଜନେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ତୁମିଇ ଆମାର ଅନୁସାରୀ ହୟେ ପରଲୋକେ ଯାବେ । ଏକଥା ଶୁନେ ଆମି ହାସଲାମ । ୧୫

ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.)-କେ ଏ ସୁସଂବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେନ ଯେ, ତିନି ହଲେନ ବିଶେର ସକଳ ମହିଳାଦେର ନେତ୍ରୀ । ୧୫

ସେଇ ସମୟ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଯତ୍ନଗାର ତୀର୍ତ୍ତତା ଦେଖେ ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.) ହଠାତ୍ ବଲେ ଫେଲଲେନ, ହାୟ ଆବାଜାନେର କଷ୍ଟ । ଏକଥା ଶୁନେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ, ତୋମାର ଆବାର ଆଜକେର ପରେ ଆର କୋନ କଷ୍ଟ ନେଇ । ୧୬

ନବୀ (ସାଃ) ହ୍ୟରତ ହାସନ ଓ ହୋସେନ (ରା.)-କେ ଡେକେ ଚୁବ୍ନ କରଲେନ ଏବଂ ତାଦେର ବ୍ୟାପାରେ କଲ୍ୟାଣେର ଓସିଯତ କରଲେନ । ସହଧରିନିଦୀର ଡାକଲେନ ଏବଂ ତାଦେରକେଓ ଓୟାୟ-ନସିଯତ କରଲେନ ।

୧୪. ବୋଖାରୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୬୩୮

୧୫. କୋନ କୋନ ବର୍ଣନା ଥେକେ ଜାନା ଯାଯେ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସୁସଂବାଦ ଦେୟାର ଏ ଘଟନା ନବୀ ଜୀବନେର ଶେଷ ଦିନେ ନୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ସଙ୍ଗାତେ ଘେଟାଇଲା । ଦେୟନ, ରହମତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମୀନ ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୨୮୨

୧୬. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୬୪୧

এদিকে কষ্ট ক্রমেই বাড়ছিলো। বিষ-এর প্রভাবও প্রকাশ পাচ্ছিলো। খয়বরে তাঁকে এই বিষ খাওয়ানো হয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলতেন, হে আয়েশা খয়বরে আমি যে বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়ার কষ্ট সব সময় অনুভব করছি। এখন মনে হচ্ছে, সেই বিষের প্রভাবে যেন আমার প্রাণের শিরা কাটা যাচ্ছে।^{১৭}

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যেও ওসিয়ত করেন। তাদের তিনি বলেন, ‘আস সালাত, আস্ সালাত অমা মালাকাত আইমানুকুম। অর্থাৎ নামায নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা কয়েকবার উচ্চারণ করলেন।^{১৮}

মৃত্যুকালীন অবস্থা

ওফাতকালীন অবস্থা শুরু হলো। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেহে ঠেস দিয়ে ধরে রাখলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর একটি নেয়ামত আমার ওপর এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে, আমার হিসেবের দিনে, আমার কোলের ওপর শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের সময়ে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমার থুথু একত্রিত করেন। ঘটনা ছিলো এই যে, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) এসেছিলেন, সে সময় তার হাতে ছিলো মেসওয়াক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গায়ের ওপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেসওয়াকের প্রতি তাকিয়ে আছেন। আমি বুঝলাম যে, তিনি মেসওয়াক চান। বললাম আপনার জন্যে নেব কি? তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন। আমি মেসওয়াক এনে তাঁকে দিলাম। কিন্তু শক্ত অনুভূত হলো। বললাম, আপনার জন্যে নরম করে দেবো? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমি দাঁত দিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি বেশ ভালোভাবে মেসওয়াক করলেন। তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি ছিলো। তিনি হাত ভিজিয়ে চেহারা মুছছিলেন এবং বলছিলেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিত কোন মারুদ নেই। মৃত্য বড় কঠিন।^{১৯}

মেসওয়াক শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত অথবা আঙুল তুললেন। এ সময় তাঁর দৃষ্টি ছিলো ছাদের দিকে। উভয় ঠোঁট তখনো নড়ছিলো। তিনি বিড় বিড় করে কি যেন বলছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) মুখের কাছে কান পাতলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা! নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তি যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের দলবুর্ক কর, আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ তায়ালা! আমাকে মার্জনা করো, আমার ওপর রহম করো এবং আমাকে ‘রফিকে আলায়’ পৌছে দাও। হে আল্লাহ তায়ালা! রফিকে আলা।^{২০}

১৭. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্দ, পৃ. ৬৩৭

১৮. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্দ, পৃ. ৬৩৭

১৯. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্দ, পৃ. ৬৪০

২০. সহীহ বোখারী, মরয়ে নবী অধ্যায় এবং নবী জীবনের শেষ কথা অধ্যায়, দ্বিতীয় খন্দ পৃ. ৬৩৮-৬৪১

ନବী ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଶେଷ କଥାଟି ତିନବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେନ । ଏର ପରପରାରୁ ତାର ହାତ ଝୁକେ ପଡ଼ିଲୋ ଏବଂ ତିନି ପରମ ପ୍ରିୟେର ସରିଦେବ ଚଲେ ଗେଲେନ । 'ଇନ୍ନାଲିଲ୍ଲାହେ ଓୟା ଇନ୍ନା ଇଲାଇହେ ରାଜେନ୍' । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା ସବାଇ ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ତାର କାହେଇ ଆମାଦେରକେ ଫିରେ ଯେତେ ହବେ ।

ଏ ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ ଏକାଦଶ ହିଜରୀର ୧୨୬ ରବିଟୁଲ ଆଉୟାଲ ସୋମବାର ଚାଶତ ଏର ନାମାଯେର ଶେଷ ସମୟେ । ନବී ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବସ ଛିଲୋ ତଥନ ତେଷଟି ବହୁର ଚାରଦିନ ।

ଚାରଦିକେ ଶୋକେର ଛାଯା

ହଦ୍ୟବିଦାରକ ଏ ଶୋକ ସଂବାଦ ଅଭିନନ୍ଦନର ମଧ୍ୟେ ଚାରିଦିକେ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲୋ । ମଦୀନାର ଜନଗଣ ଶୋକେ ଅଭିଭୂତ ହେଁ ଗେଲେନ । ଚାରଦିକେ ଛେଯେ ଗେଲୋ ଶୋକେର କାଳୋ ଛାଯା । ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ବଲେନ, ନବී ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯେଦିନ ଆମାଦେର ମାଝେ ଆଗମନ କରେଛିଲେନ ସେଦିନେର ଚେଯେ ସମୁଜ୍ଜଳ ଦିନ ଆମି ଆର କଥନୋ ଦେଖିନି । ଆର ଯେଦିନ ତିନି ଆମାଦେର ଛେଡେ ଚଲେ ଗେଲେନ, ତାର ଚେଯେ ଦୁର୍ଭଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଦିନ ଆମି ଆର କଥନୋ ଦେଖିନି । ୨୧ ପ୍ରିୟ ନବී ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓଫାତେର ପର ହ୍ୟରତ ଫାତେମା (ରା.) ଶୋକେ କାତର ହେଁ ବଲେନ, 'ହାଁ ଆବାଜାନ, ଯିନି ପରଓୟାରଦେଗାରେର ଡାକେ ଲାବାୟକ ବଲେଛିଲେନ । ହାଁ ଆବାଜାନ, ଯାର ଠିକାନା ହଞ୍ଚେ ଜାମାତୁଲ ଫେରଦାଉସ । ହାଁ ଆବାଜାନ, ଆମି ଜିବରାଈଲ (ଆ.)-କେ ଆପନାର ଓଫାତେର ଥବର ଜାନାଛି ।' ୨୨

ହ୍ୟରତ ଓ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନବී ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓଫାତେର ଥବର ଶୁନେ ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ଜ୍ଞାନହାରା ହେଁ ପଡ଼ିଲେନ । ତିନି ଦାଢ଼ିଯେ ବଲତେ ଲାଗଲେନ, କିଛୁ କିଛୁ ମୋନାଫେକ ମନେ କରେ ଯେ, ରସ୍ତା ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓଫାତ ହେଁଥେ, କିନ୍ତୁ ଆସଲେ ତାର ଓଫାତ ହୁଏନି । ତିନି ତାର ପ୍ରତିପାଲକେର କାହେ ଠିକ ସେଇଭାବେ ଗେହେନ ଯେତାବେ ହ୍ୟରତ ମୂସା ଇବନେ ଏମରାନ (ଆ.) ଗିଯେଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆ.) ତାର କଓମେର କାହୁ ଥେକେ ଚଞ୍ଚିଶ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାକାର ପର ପୁନରାୟ ଫିରେ ଏସେଛିଲେନ ଅର୍ଥଚ ତାର ଫିରେ ଆସାର ଆଗେ ତାର ସ୍ଵଜାତୀୟରା ବଲାବଲି କରିଛିଲୋ ଯେ, ମୂସା (ଆ.)-ଏର ଓଫାତ ହେଁଥେ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ରସ୍ତାଲ୍ଲାହ୍ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମଓ ଫିରେ ଆସବେନ ଏବଂ ଯାରା ମନେ କରଛେ ତିନି ତାଦେର ହାତ ପା କେଟେ ଫେଲିବେନ । ୨୩

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ସାନହା ନାମକ ଜାୟଗାୟ ନିଜେର ବାଡ଼ୀତେ ଛିଲେନ । ନବී ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓଫାତେର ଥବର ଶୁନେ ଘୋଡ଼ାଯ ଚଢେ ଦ୍ରୁତ ଛୁଟେ ଏଲେନ ଏବଂ ମସଜିଦେ ନବବୀତେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ । ଏରପର କାଟୁକେ କୋନ କଥା ନା ବଲେ ସୋଜା ହ୍ୟରତ ଆସେଶା (ରା.)-ଏର ଘରେ ଗେଲେନ । ରସ୍ତା ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଦେହ ମୋବାରକ ତଥନ ଡୋରାକାଟା ଇଯେମେନୀ ଚାଦରେ ଢାକା ଛିଲୋ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ପବିତ୍ର ଚେହାରା ଥେକେ ଚାଦର ସରାଲେନ, ଚୁମ୍ବନ କରିଲେନ ଏବଂ କାନ୍ଦିଲେନ । ଏରପର ବଲାଲେନ, ଆମାର ମା ବାବା ଆପନାର ଓପର କୋରବାନ

୨୧. ଦାରେମୀ, ମେଶକାତ, ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୫୪୭

୨୨. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ମରଯେ ନବୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୬୪୧

୨୩. ଇବନେ ହିଶାମ, ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃ. ୬୫୫

ହୋକ, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଆପନାର ଜନ୍ୟ ଦୁଃଟି ମୃତ୍ୟୁ ଏକତ୍ରିତ କରବେନ ନା । ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆପନାର ଜନ୍ୟ ଲେଖା ଛିଲୋ ତା ଆପନାର ହୟେଛେ ।

ଏରପର ହୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ବାଇରେ ଏଲେନ । ହୟରତ ଓମର (ରା.) ସମବେତ ଲୋକେଦେର ସାଥେ କଥା ବଲଛିଲେନ । ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ତାଙ୍କେ ବଲଲେନ, ଓମର ବସେ ପଡ଼େ । ହୟରତ ଓମର (ରା.) ବସତେ ଅଞ୍ଚିକୃତି ଜାନାଲେନ । ଏଦିକେ ସାହାବାରା ହୟରତ ଓମରକେ ଛେଡ଼େ ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-ଏର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହଲେନ । ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପୂଜା କରତୋ ମେ ଯେଣ ଜେନେ ରାଖେ ଯେ ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଓଫାତ ହୟନି । ଆର ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହର ଏବାଦାତ କରତୋ ତାରା ଯେଣ ଜେନେ ରାଖେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଚିରଜ୍ଞୀବ, ତିନି କଥନୋ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରବେନ ନା । ପରିତ୍ର କୋରାନେ ଆଲ୍ଲାହ ରବୁଲ ଆଲାମୀନ ବଲେଛେନ, ‘ମୋହାମ୍ମଦ କେବଳ ରସୂଲ ମାତ୍ର, ତାଁର ପୂର୍ବେ ବହୁ ରସୂଲ ଗତ ହୟ ଗେଛେ । ସୁତରାଂ ସଦି ତିନି ମାରା ଯାନ ବା ନିହତ ହନ ତବେ କି ତୋମରା ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବେ? ଏବଂ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରଲେ ମେ କଥନୋ ଆଲ୍ଲାହର କ୍ଷତି କରବେ ନା ବରଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଶୈସ୍ରେଇ କୃତଜ୍ଞଦେର ପୁରସ୍କୃତ କରବେନ ।’ (ସୂରା ଆଲେ ଏମରାନ, ଆୟାତ ୧୪୪)

ମାନସିକ ସନ୍ତ୍ରଣାୟ ଦିଶେହାରା ଏବଂ ଅନ୍ତିର ସାହାବାରା ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.)-ଏର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରଲେନ ଯେ, ରସୂଲେ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ପ୍ରକୃତି ଇଣ୍ଡେକାଲ କରେଛେନ ।

ଇବନେ ଆବରାସ (ରା.) ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, କେଉଁ ଯେଣ ଜାନତୋଇ ନା ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ପରିତ୍ର କୋରାନେ ଏଇ ଆୟାତ ନାଖିଲ କରେ ରେଖେଛେ । ଆବୁ ବକର (ରା.)-ଏର ତେଲାଓୟାତେର ପର ସବାଇ ଏହି ଆୟାତ ମୁଖ୍ସ କରଲେନ । ସବାର ମୁଖେ ମୁଖେ ତଥନ ଏହି ଆୟାତ ଫିରଛିଲୋ ।

ହୟରତ ସାଈଦ ଇବନେ ମୁସାଇୟେବ (ରା.) ବଲେନ, ହୟରତ ଓମର (ରା.) ବଲେଛେନ, ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ପରିତ୍ର କୋରାନେର ଏହି ଆୟାତ ତେଲାଓୟାତ କରତେ ଶୁଣେ ଆମି ଯେଣ ମାଟି ହୟ ଗେଲାମ । ଆମି ଦାଁଢାତେ ପାରଛିଲାମ ନା । ହୟରତ ଆବୁ ବକରକେ ଏହି ଆୟାତ ତେଲାଓୟାତ କରତେ ଶୁଣେ ଆମି ମାଟିତେ ଚଲେ ପଡ଼େ ଯାଛିଲାମ । କେନନା ତଥନ ସ୍ପଷ୍ଟତାଇ ବୁଝତେ ପାରଛିଲାମ ଯେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ସତି ସତିଇ ଇଣ୍ଡେକାଲ କରେଛେନ । ୨୫

ଦାଫନେର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମକେ ଦାଫନେର ଜନ୍ୟ କାଫନ ପରାନୋର ଆଗେଇ ତାଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୟନେର ପ୍ରଶ୍ନେ ସାହାବାଦେର ମଧ୍ୟେ କିଛୁଟା ମତବିରୋଧ ଦେଖା ଦିଲୋ । ଛାକିଫା ବନି ସାଆଦାୟ ମୋହାଜେର ଓ ଆନସାରଦେର ମଧ୍ୟେ ବାଦାନ୍ବାଦ ହଲୋ । ଅବଶ୍ୟେ ହୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.)-ଏର ଖେଳାଫତେର ବ୍ୟାପାରେ ସବାଇ ଏକମତ ହଲେନ । ଏକାଜେ ସୋମବାରେର ବାକି ଦିନ କେଟେ ଗେଲୋ । ରାତ ଏସେ ଗେଲୋ । ସବାଇ କାଜେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୟ ପଡ଼ିଲେନ । ପରଦିନ ସକାଳ ହଲୋ, ସେଦିନ ଛିଲୋ ମଙ୍ଗଲବାର । ତଥନେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପରିତ୍ର ଦେହ ସେଇ ଇୟେମେନୀ ଚାଦରେ ଆବୃତ ଛିଲୋ । ଘରେର ଲୋକେରା ଭେତର ଥେକେ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରେ ଦିଲେନ ।

ପରଦିନ ମଙ୍ଗଲବାର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ଦେହ ଅନାବୃତ ନା କରେଇ ତାକେ ଗୋସଲ ଦେଯା ହଲୋ । ଯାରା ଗୋସଲ କରିଯେଛିଲେନ ତାରା ହଲେନ ହ୍ୟରତ ଆବାସ, ହ୍ୟରତ ଆଲୀ, ହ୍ୟରତ ଆବାସେର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଫ୍ୟଲ ଏବଂ ଛାକାମ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଦେଯା ଦାସ ଶାକରାନ, ହ୍ୟରତ ଉସାମା ଇବନେ ଯାଯେଦ ଏବଂ ଆଓସ ଇବନେ ଖାଓଲା (ରା.) । ହ୍ୟରତ ଆବାସ ଓ ତାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ପାଶ ଫେରାଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଉସାମା ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଶାକରାନ ପାନି ଢେଲେ ଦିଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ନିଜେର ବୁକେର ସାଥେ ଚେପେ ରାଖିଲେନ ।

ଗୋସଲ ଦେଯାର ପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ତିନିଥାନି ଇଯେମେନୀ ସାଦା ଚାଦର ଦିଯେ କାଫନ ଦେଯା ହୟ । ଏତେ କୋର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପାଗଡ଼ି ଛିଲୋ ନା ।^{୨୫} ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ଶୁଧୁ ଚାଦର ଦିଯେଇ ଜଡ଼ିଯେ ଦେଯା ହେଯେଛିଲୋ ।

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ କୋଥାଯ ଦାଫନ କରା ହବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଓ ସାହାବାୟ କେରାମେର ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଯ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ବଲାତେ ଶୁନେଛି ଯେ, ସକଳ ନବୀକେଇ ଯେଥାନ ଥେକେ ତୁଲେ ନେଯା ହେୟଛେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନଗାୟ ଦାଫନ କରା ହେୟଛେ । ଏ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ହ୍ୟରତ ପର ହ୍ୟରତ ଆବୁ ତାଲହା (ରା.) ସେଇ ବିଚାନା ଓଠାଲେନ, ଯେ ବିଚାନାଯ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଇନ୍ଦ୍ରକାଳ କରେନ । ସେଇ ବିଚାନାର ନୀଚେ କବର ଖନନ କରା ହୟ ।

ଏରପର ଦଶଜନ ଦଶଜନ କରେ ସାହାବା ହ୍ୟରାୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଜାନାୟାର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ । ଏ ନାମାୟ କେଉ ଇମାମ ହନନି । ସର୍ବପ୍ରଥମ ବନ୍ଦ ହାଶେମ ଗୋତ୍ରେର ଲୋକେରା ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ । ଏରପର ମୋହାଜେର ଏରପର ଆନସାରା, ଏରପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରଷ ଏରପର ମହିଳା, ଏବଂ ସବଶେଷେ ଶିଶୁରା ଜାନାୟାର ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ ।

ଜାନାୟାର ନାମାୟ ଆଦାୟେ ମଙ୍ଗଲବାର ପୁରୋ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୟ । ମଙ୍ଗଲବାର ଦିବାଗତ ରାତେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ହ୍ୟରତ ମୋହାମ୍ଦ ମୋନ୍ତଫା ଆହମଦ ମୁଜତବା ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ଦାଫନ କରା ହୟ । ତାର ପବିତ୍ର ଦେହ କବରେର ଭେତର ରାଖା ହୟ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶ ସିନ୍ଦିକା (ରା) ବଲେନ, ରୁସି ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ଠିକ କଥନ ଦାଫନ କରା ହୟ ଆମରା ଜାନତେ ପାରିନି । ତବେ ବୁଧବାର ରାତରେ ମାଝାମାବି ସମୟେ କିଛୁ ଶବ୍ଦ ପେଯେଛିଲାମ ।^{୨୬}

୨୫. ସହିତ ବୋଥାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୧୬୯, ସହିତ ମୁସଲିମ ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୩୦୬

୨୬. ଶେଷ ଆବଦନ୍ତାହୁ ରଚିତ ମୁଖତାହର ସୀରାତେ ରାତ୍ରି ପୃ. ୪୭୧ ଏ ଘଟନା ସମ୍ପର୍କେ ବିସ୍ତାରିତ ଜାନତେ ଦେଖନ ବୋଥାରୀ ଶିରିଫେର ମରଜୁନ ନବୀ ଅଧ୍ୟାୟ । ଆରୋ ଦେଖୁନ ଫତତ୍ତଵ ବାରୀ, ସହିତ ମୁସଲିମ, ମେଶକାତ । ଏହାହା ଇବନେ ହିଶାମ ଶିତୀଯ ଖତ, ପୃ. ୬୪୯-୬୬୫, ତାଲକୀତ, ପୃ. ୩୮-୩୯, ରହମତୁଲ ଲିଲ ଆଲାମୀନ ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃ. ୨୭୭-୨୮୬

ନବୀ ପରିବାରେର ସଂକଷିପ୍ତ ପରିଚିତି

(୧) ହୟରତ ଖାଦିଜା (ରା.)

ହିଜରତେ ଆଗେ ମକାଯ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପରିବାର ଛିଲୋ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏବଂ ତାଁ ଦ୍ୱୀ ହୟରତ ଖାଦିଜା (ରା.)-ଏର ସମସ୍ତୟେ ଗଠିତ । ଏଇ ବିଯେର ସମୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବୟସ ଛିଲୋ ପୌତ୍ର ଏବଂ ବିବି ଖାଦିଜାର ବୟସ ଛିଲୋ ଚାଲ୍ଲିଶ ବର୍ଷର । ହୟରତ ଖାଦିଜା (ରା.) ଛିଲେନ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱୀ । ତାଁ ଜୀବନଦଶାୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅନ୍ୟ କୋନ ବିଯେ କରେନନି । ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସନ୍ତାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକମାତ୍ର ହୟରତ ଇତ୍ରାହୀମ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବାଇ ଛିଲେନ ବିବି ଖାଦିଜାର ଗର୍ଭଜାତ । ପୁତ୍ରଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁଇ ଜୀବିତ ଛିଲେନ ନା । ତବେ କନ୍ୟାରା ଜୀବିତ ଛିଲେନ । ତାଁଦେର ନାମ ହଚ୍ଛେ ହୟରତ ଯଯନବ, ହୟରତ ରୋକାଇୟା, ହୟରତ ଉମ୍ମେ କୁଳସୁମ ଏବଂ ହୟରତ ଫାତେମା (ରା.) । ଯଯନବେର ବିଯେ ହିଜରତେ ଆଗେ ତାଁର ଫୁଫାତ ଭାଇ ହୟରତ ଆବୁଲ ଆସ ଇବନେ ରବିର ସାଥେ ହେୟିଛିଲୋ । ରୋକାଇୟା ଏବଂ ଉମ୍ମେ କୁଳସୁମେର ବିଯେ ପର୍ଯ୍ୟାଯକ୍ରମେ ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-ଏର ସାଥେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୈ । ହୟରତ ଫାତେମା (ରା.)-ଏର ବିଯେ ବଦର ଏବଂ ଓହ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାବାମାରୀ ସମୟେ ହୟରତ ଆଲୀ ଇବନେ ଆବୁ ତାଲେବ (ରା.)-ଏର ସାଥେ ହୁଏ । ତାଁଦେର ଚାର ସନ୍ତାନ ହେୟିଲେ ହୟରତ ହାସାନ, ହୟରତ ହୋସାଇନ, ହୟରତ ଯଯନବ ଏବଂ ହୟରତ ଉମ୍ମେ କୁଳସୁମ (ରା.) ।

ରୂପୁ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଁର ଉତ୍ସତେର ଚେଯେ ଏକଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଛିଲେନ । ତିନି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଚାରଟିର ବେଶୀ ବିଯେ କରାର ଅନୁମତି ପାନ, ଏକଥା ସକଳେଇ ଜାନା ଆଛେ । ଯେ ସକଳ ମହିଳାର ସାଥେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବିଯେ ବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ ତାଁଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲୋ ଏଗାରୋ । ନବୀ (ସ)-ଏର ଇନ୍ତେକାଲେର ସମୟ ତାଦେର ନୟାଜନ ଜୀବିତ ଛିଲେନ । ଦୁ'ଜନ ତାଁର ଜୀବନଦଶାୟ ଇନ୍ତେକାଲ କରେନ । ଏହା ହଚ୍ଛେ ହୟରତ ଖାଦିଜା ଏବଂ ଉମ୍ମୁଲ ମାସାକିନ ହୟରତ ଯଯନବ (ରା.) । ଏହାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦୁ'ଜନ ମହିଳାର ସାଥେଓ ତିନି ବିଯେ ବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହେୟିଛିଲୋ ବଲେ ବଲା ହେୟେ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ତାଦେର ସାଥେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବିଯେ ହେୟିଛିଲୋ କିନା ସେ ବ୍ୟାପାରେ ମତଭେଦ ରଯେଛେ । ତବେ ସମ୍ମିଳିତ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ହଚ୍ଛେ ଯେ, ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦୁ'ଜନ ମହିଳାକେ ତାଁର କାହେ ରୋଖ୍ସତ କରା ହୟାନି । ନୀଚେ ଆମରା ହୟରତ ଖାଦିଜାର ପର ନବୀ ସହଧରିନୀଦେର ନାମ ଏବଂ ସଂକଷିପ୍ତ ପରିଚିତି ପର୍ଯ୍ୟାଯକ୍ରମେ ତୁଳେ ଧରଛି ।

(୨) ହୟରତ ସଞ୍ଚଦା ବିନତେ ଜାମଆ

ବିବି ଖାଦିଜା (ରା.)-ଏର ଇନ୍ତେକାଲେର କରେକ ଦିନ ପର ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ନବୁଯତେର ଦଶମ ବର୍ଷରେ ଶଓଯାଲ ମାସେ ଏ ବିଧିବାର ସାଥେ ବିଯେ ବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଏର ଆଗେ ହୟରତ ସଞ୍ଚଦା ତାଁର ଚାଚାତୋ ଭାଇ ସାକରାନ ଇବନେ ଆମବେର ସାଥେ ବିଯେ ବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହେୟିଛିଲେନ ।

(୩) ହୟରତ ଆୟେଶା ବିନତେ ଆବୁ ବକର (ରା.)

ନବୁଯତେର ଏକାଦଶ ବର୍ଷେର ଶଓଯାଲ ମାସେ ତାଁର ସାଥେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହ୍ର ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବିଯେ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ହୟରତ ଆୟେଶାର ସାଥେ ବିଯେର ଏକ ବର୍ଷ ପର ଏବଂ ହିଜରତେ ସାତ ମାସ ପରେ ଶଓଯାଲ ମାସେର ପଯଳା ତାରିଖେ ହୟରତ ଆୟେଶାକେ ଦ୍ୱାରୀ ବାଡ଼ୀତେ ପାଠାନୋ ହୁଏ । ସେ ସମୟ ତାଁର ନୟ ବର୍ଷ ଏବଂ ତିନି ଛିଲେନ କୁମାରୀ । ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ କୁମାରୀ ମେଯେକେ ନବୀ

ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବିଯେ କରେନନି । ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ଛିଲେନ ତାଁର ସବଚେଯେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ । ଉଚ୍ଚତେ ମୋହାମ୍ମଦୀର ମଧ୍ୟେ ତିନି ଛିଲେନ ସର୍ବଧିକ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ଫକୀହ ।

(୪) ହ୍ୟରତ ହାଫ୍ସା ବିନତେ ଓମର (ରା.)

ତାଁର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାମୀ ଛିଲେନ ଖୁନାୟେସ ଇବନେ ହାୟାଫା ସାହମି (ରା.) । ବଦର ଓ ଓହ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧର ମାବାମାବି ସମୟେ ତାର ସ୍ଵାମୀ ଇଣ୍ଡେକାଲ କରେନ । ଏରପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତେସରା ହିଜ୍ରୀ ସାଲେ ତାଁର ସାଥେ ବିଯେର ବନ୍ଦନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ ।

(୫) ହ୍ୟରତ ସୟନବ ବିନତେ ଖୋୟାଯମା (ରା.)

ତିନି ଛିଲେନ ବନୁ ହେଲାଲ ଇବନେ ଆମେର ଇବନେ ସାଆସାଆର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ । ଗରୀବ ମିସକିନଦେର ପ୍ରତି ତାଁର ଅସାମାନ୍ୟ ମମତ୍ରବୋଧ ଏବଂ ଭାଲୋବାସାର କାରଣେ ତାଁକେ ଉୟୁଲ ମାସକିନ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରା ହୟ । ତିନି ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁନ୍ହାହ୍ ଇବନେ ଜାହାଶ (ରା.)-ଏର ଶ୍ରୀ । ଜଙ୍ଗେ ଓହ୍ଦେ ଉକ୍ତ ସାହାବୀ ଶାହାଦାତ ବରଣ କରେନ । ଏରପର ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଚତୁର୍ଥ ହିଜ୍ରୀତେ ତାଁର ସାଥେ ବିଯେ ବନ୍ଦନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ । ଆଟ ମାସ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଶ୍ରୀ ହିସାବେ ଥାକାର ପର ତିନି ଇଣ୍ଡେକାଲ କରେନ ।

(୬) ଉଚ୍ଚେ ସାଲମା ହିନ୍ଦ ବିନତେ ଆବି ଉମାଇୟା (ରା.)

ତିନି ଆବୁ ସାଲମା (ରା.)-ଏର ଶ୍ରୀ ଛିଲେନ । ଚତୁର୍ଥ ହିଜ୍ରୀର ଜମାଦିଉସ ସାନିତେ ତିନି ବିଧବୀ ହନ । ଏକଇ ହିଜ୍ରୀ ସାଲେର ଶେଷାବ୍ଦୀ ମାସେ ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ତାଁର ସାଥେ ବିଯେ ବନ୍ଦନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ ।

(୭) ସୟନବ ବିନତେ ଜାହାଶ ଇବନେ ରିଯାବ (ରା.)

ତିନି ଛିଲେନ ବନୁ ଆଛାଦ ଇବନେ ଖୋୟାଯମା ଗୋତ୍ରେ ମହିଳା ଏବଂ ରସୂଲେ ଖୋଦାର ଫୁଫାତୋ ବୋନ । ତାଁର ବିଯେ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟରତ ଯାଯେନ ଇବନେ ହାରେସା (ରା.)-ଏର ସାଥେ ହେଲେଛିଲୋ । ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦେକେ ମନେ କରା ହତୋ ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଛେଲେ । କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦେର ସାଥେ ସୟନବେର ବନିବନା ହେଲି, ଫଳେ ହ୍ୟରତ ଯାଯେନ ତାଁକେ ତାଲାକ ଦେନ । ସୟନବେର ଇନ୍ଦିତ ଶୈଷ ହେଁଯାର ପର ଆଲାହ୍ଵ ତାଯାଳା ରକ୍ବୁଲ ଆଲାମୀନ ଏଇ ଆୟାତ ନାଫିଲ କରେନ । ‘ଅତପର ଯାଯେନ ସଥିନ ସୟନବେର ସାଥେ ବିଯେର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଲୋ, ତଥିନ ଆମି ତାଁକେ ଆପନାର ସାଥେ ପରିଣଯ ସୂତ୍ରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଲାମ । (ସୂରା ଆହ୍ୟାବ, ଆୟାତ, ୭)

ଏ ସମ୍ପର୍କେ ସୂରା ଆହ୍ୟାବେ ଆରୋ କରେକଟି ଆୟାତ ନାଫିଲ ହେଲେଛେ । ଏବଂ ଆୟାତେ ପାଲକ ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ବିତର୍କେ ସୁରୁ ଫ୍ୟସାଲା କରେ ଦେଯା ହେଲେ । ବିନ୍ଦାରିତ ଆଲୋଚନା ପରେ କରା ହବେ । ହ୍ୟରତ ସୟନବେର ସାଥେ ପଞ୍ଚମ ହିଜ୍ରୀର ଜିଲକଦ ମାସେ ବା ଏଇ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ରସୂଲେର ବିଯେ ହୟ ।

(୮) ଝୁର୍ରାଇରିଯା ବିନତେ ହାରେସ (ରା.)

ତାର ପିତା ଛିଲେନ ଖୋୟାତା ଗୋତ୍ରେ ଶାଖା ବନୁ ମୁନ୍ତାଲିକେର ସର୍ଦାର । ବନୁ ମୁନ୍ତାଲିକେର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଦେର ସାଥେ ହ୍ୟରତ ଜୁଯାଇରିଯାକେ ହାଫିର କରା ହୟ । ତିନି ହ୍ୟରତ ଛାବେତ ଇବନେ କହେସ ଇବନେ ଶାମ୍ବାସ (ରା.)-ଏର ଭାଗେ ପଡ଼େଛିଲେ । ହ୍ୟରତ ଛାବେତ (ରା.) ଶର୍ତ୍ତ ସାପେକ୍ଷେ ତାଁକେ ମୁକ୍ତି ଦେଯାର କଥା ଜାନାନ । ଶର୍ତ୍ତ ହିସାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନେର କଥା ବଲା ହୟ । ରସୂଲ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଏ ଖବର ଜାନାର ପର ହ୍ୟରତ ଜୁଯାଇରିଯାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ନିର୍ଧାରିତ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରେ ତାର ମୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ତାଁକେ ବିଯେ କରେନ । ଏଟା ପଞ୍ଚମ ହିଜ୍ରୀର ଶାବାନ ମାସେର ଘଟନା ।

(୯) ଉଚ୍ଚେ ହାବିବା ବିନତେ ଆବୁ ଝୁଫିରାନ (ରା.)

ତିନି ଛିଲେନ ଉବାୟଦୁନ୍ହାହ୍ ଇବନେ ଜାହାଶେ ଶ୍ରୀ । ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ ହିଜରତ କରେ ତିନି ହାବଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବିସିନ୍ନିଯା ଗମନ କରେନ । ସେଥାନେ ଯାଓଯାର ପର ଉବାୟଦୁନ୍ହାହ୍ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଖୁଟାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ପରେ ସେଥାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୟ । କିନ୍ତୁ ଉମ୍ରେ ହାବିବା ନିଜେର ଧର୍ମ ବିଶ୍වାସ ଏବଂ ହିଜରତେର ଓପର ଅଟିଲ ଥାକେନ । ସଞ୍ଚମ ହିଜ୍ରୀର ମହରମ ମାସେ ରସୂଲେ ଖୋଦା ଆମର ଇବନେ ଉମାଇୟା ଜାମିରିକେ ଏକଥାନି ଚିଠିସହ ଆବିସିନ୍ନିଯାର ବାଦଶାହ ନାଜାଶିର କାହେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ସେ ଚିଠିତେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାହ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଉଚ୍ଚେ ହାବିବାକେ ବିଯେ କରାର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରେନ । ନାଜାଶି ଉଚ୍ଚେ

হাবিবার সম্মতি সাপেক্ষে রসূলে খোদার সাথে তার বিয়ে দেন এবং তাকে শরহাবিল ইবনে হাসানার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন।

(১০) হ্যরত সফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)

তিনি ছিলেন বনু ইসরাইল সম্প্রদায়ের এবং তিনি খয়বরে বস্তী হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের জন্যে পছন্দ করায় মুক্ত করে বিয়ে করেন। সপ্তম হিজরীতে খয়বর বিজয়ের পর এ ঘটনা ঘটে।

(১১) হ্যরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.)

তিনি ছিলেন উম্মুল ফয়ল লোবাবা বিনতে হারেসের বোন। সপ্তম হিজরীর ফিলকদ মাসে ‘ওমরায়ে কায়া’ শেষ করে এবং সঠিক কথা অনুযায়ী এহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত ১১ জন মহিলাকে বিয়ে করেন। অন্য দু'জন মহিলা যাদেরকে তাঁর কাছে রোখসত করা হয়নি তাদের একজন বনু কেলাব গোত্রের এবং অন্যজন কেন্দাহ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। কেন্দাহ গোত্রের এ মহিলার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়েছিলো কিনা এবং তাঁর প্রকৃত নাম ও বৎস পরিচয় কি সে সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। সেসব উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

দাসীদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন দাসী ছিলেন। এদের একজন হচ্ছেন মারিয়া কিবতিয়া। মিসরের শাসনকর্তা মোকাওকিস তাকে উপটোকন হিসাবে প্রেরণ করেন। তার গর্ভ থেকে রসূলে খোদার সন্তান হ্যরত ইব্রাহীম জন্ম নেন। তিনি দশম হিজরীর ২৮ অথবা ২৯ শে শওয়াল মোতাবেক ৬৩২ ঈসায়ী সালের ২৭ শে জানুয়ারী ইঙ্গেকাল করেন।

অন্য একজন দাসীর নাম ছিলো রায়হানা, তিনি বনু নাধির বা বনু কোরায়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বনু কোরায়া গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের সাথে তিনি মদীনায় আসেন। রসূলে খোদা রায়হানাকে পছন্দ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাঁর সম্পর্কে গবেষকদের ধারণা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন যে, রায়হানাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসী হিসাবেই রেখেছিলেন। আবু ওবায়দা লিখেছেন, উল্লিখিত দু'জন দাসী ছাড়াও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো দুজন দাসীও ছিলো, এদের এক জনের নাম ছিলো জামিলা। তিনি একটি যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসাবে প্রে�তার হন। অন্য একজন দাসীকে নবী সহধর্মীনী হ্যরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেবা করে দেন।^১

এখানে আমরা রসূলে খোদার জীবনের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা খুবই প্রয়োজন মনে করছি। যৌবনের এক বিরাট অংশ অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছরকাল তিনি মাত্র একজন স্ত্রীর সাথে অতিবাহিত করেন। তাও তিনি ছিলেন এমন এক স্ত্রী, যাকে বলা যায় প্রায় বৃদ্ধ। তার মৃত্যুর পর আরেকজন বৃদ্ধা মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন। প্রথমে হ্যরত খাদিজা এরপর হ্যরত সওদা (রা.)। এভাবে জীবন কাটানোর পর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর হঠাৎ করে কি তার মধ্যে যৌনশক্তি এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাকে এতোগুলো বিয়ে করতে হলোঁ নায়ুবিল্লাহ তা নয়। নবী জীবনের উল্লিখিত দু'টি অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কান্তজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষই এমন অপবাদ দিতে পারবে না। আসলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই এতোগুলো বিয়ে করেছিলেন। সাধারণ বিয়ের নির্দিষ্ট সংখ্যার উদ্দেশ্যের চাইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো অনেক মহৎ।

১. দেখুন যাদুল মায়াদ, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৯

ଏଇ ଯେ, ରସ୍ତେ ଖୋଦା ହୟରତ ଆଯେଶା ଏବଂ ହୟରତ ହାଫସାକେ ବିଯେ କରେ ହୟରତ ଆବୁ ବକର ଏବଂ ହୟରତ ଓମରର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ କରେଛିଲେନ । ଏକଇ ଭାବେ ହୟରତ ଓସମାନ (ରା.)-ଏଇ ହାତେ ପରପର ଦୁଇ କନ୍ୟାକେ ତୁଳେ ଦିଯେ ଏବଂ ହୟରତ ଆଲୀର ସାଥେ ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ହୟରତ ଫାତୋର ବିଯେ ଦିଯେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଚାରଜନ ସାହାବୀର ସମ୍ପର୍କେ ଘନିଷ୍ଠ ଆସ୍ତାଯତାର ବନ୍ଧନେ ଆବଦ୍ଧ ହନ । କେନନା ଉତ୍କ ଚାରଜନ ସାହାବୀ ଇସଲାମେର ଝାଣ୍ଟିକାଳେ ଇସଲାମେର ସୈନିକ ହିସାବେ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷାର ପରିଚଯ ଦିଯେଛିଲେନ । ଇସଲାମେର ଜନ୍ୟ ତାଁଦେର ସେବା ଓ ଆସ୍ତାଯାଗେର ଘଟନା ତୋ ସବାର ଜାନା ।

ଆରବେର ନିୟମ ଛିଲୋ ଯେ, ତାରା ଆସ୍ତାଯତାର ସମ୍ପର୍କକେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଯ । ଜାମାତା ସମ୍ପର୍କ ଆରବଦେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ । ଜାମାତାର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରାକେ ତାରା ମନେ କରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ । ଏଇ ନିୟମେର କାରଣେ ରସ୍ତେ ଖୋଦା ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଶକ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଖର୍ବ କରତେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରେର ମହିଳାଦେର ସାଥେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେନ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ବଲା ଯାଯ ଯେ, ହୟରତ ଉମ୍ମେ ସାଲମା ଛିଲେନ ବନୁ ମାଖ୍ୟମ ଗୋତ୍ରେର ଅଧିବାସୀ । ଏଇ ଗୋତ୍ରେର ଅଧିବାସୀ ଛିଲୋ ଆବୁ ଜେହେଲ ଏବଂ ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଲୀଦ । ଏଇ ଗୋତ୍ରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନେର ପର ଖାଲେଦ ଇବନେ ଓଲୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ତେମନ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଯାନି । ବରଂ କିଛକାଳ ପର ତିନି ସ୍ଵେଚ୍ଛାୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରାହଣ କରେନ । ଏମନିଭାବେ ରସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆବୁ ସୁଫିୟାନେର କନ୍ୟା ଉମ୍ମେ ହାବିବାକେ ବିଯେ କରାର ପର ଆବୁ ସୁଫିୟାନ ଇସଲାମେର ଶକ୍ରତା କରଲେଓ କଥନେ ରସ୍ତେ ଖୋଦାର ସାମନେ ଆସେନନି । ହୟରତ ଯୋଯାଇରିଯା ଏବଂ ହୟରତ ସଫିୟା ନବୀ ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାଥେ ବିଯେ ହେୟାର ପର ବନୁ ମୁସ୍ତାଲେକ ଏବଂ ବନୁ ନାୟିର ଗୋତ୍ର ଇସଲାମେର ବିରଳଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ଛେଡେ ଦେୟ । ଏଇ ଦୁଟି ଗୋତ୍ରେ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନେର ପର ଏରା ଇସଲାମେର ବିରଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଛେ ଏମନ ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଯାଯ ନା ।

ହୟରତ ଯୋଯାଇରିଯା ତୋ ତାଁର ଗୋତ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ଗୋତ୍ରେର ସକଳ ମହିଳାର ଚେଯେ ଅଧିକ ବରକତସମ୍ପନ୍ନା ବଲେ ବିବେଚିତ ହନ । ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ତାଁକେ ବିଯେ କରାର ପର ସାହାବାୟେ କେରାମ ଉତ୍କ ଗୋତ୍ରେର ଏକଶତ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ପରିବାରକେ ବିନାଶରେ ମୁକ୍ତି ଦେନ । ତାରା ବଲଛିଲେନ ଯେ, ଏରା ତୋ ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶ୍ଵଶ୍ର ପକ୍ଷେର ଲୋକ । ଗୋତ୍ରେର ଲୋକଦେର ମନେ ଏଇ ଦୟାର ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େଛିଲୋ ।

ସବଚେଯେ ବୃଦ୍ଧ କଥା ହେଁ ଏଇ ଯେ, ରସ୍ତେ ଖୋଦା ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏକଟି ଉଚ୍ଚଞ୍ଚଳ ଜାତିକେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଯେ ତାଦେର ମାନସିକ ପରିଶୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ସଭ୍ୟତା-ସଂକୃତିର ଆଲୋଯ ଆଲୋକିତ କରାର ଦାୟିତ୍ବେ ନିୟୁକ୍ତ ଛିଲେନ । ଓରା ଛିଲୋ ସଭ୍ୟତା-ସଂକୃତିର ସକଳ ଉପାୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ସମାଜ ବିକାଶରେ ଯାବତୀୟ ଦାୟ-ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ପର୍କେ ଅନିଭିତ୍ତ । ଯେ ସକଳ ନୀତିର ଭିତ୍ତିରେ ଇସଲାମୀ ସମାଜ ଗଡ଼େ ତୋଳା ଦରକାର ଛିଲୋ ତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ନାରୀ-ପୁରୁଷ ଭେଦାବେଦ କରାର କୋନ ସୁଧୋଗ ଛିଲୋ ନା । କିନ୍ତୁ ଭେଦାବେଦମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଲୋକେ ମହିଳାଦେର ସରାସରି ଶିକ୍ଷା ଦେବନ ସଭବ ଛିଲୋ ନା । ଅର୍ଥ ତାଦେରକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବନ ଥ୍ରୋଜନୀୟତା କୋନ ଅଂଶେଇ ପୁରୁଷଦେର ଚେଯେ କମ ଛିଲୋ ନା ବରଂ ବଲା ଯାଯ ବୈଶୀଇ ଛିଲୋ ।

ରସ୍ତେ ସାଲ୍ଲାହା ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାମନେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେର ଏକଟି ପଥେଇ ଖୋଲା ଛିଲୋ, ତା ହେଁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ମହିଳାଦେର ମନୋନୀତ କରା ଏବଂ ତାଦେର ମେଧା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ଭିତ୍ତିତେ ବୃଦ୍ଧତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେର ବାସ୍ତବାଯାନ କରା । ମନୋନୀତ ମହିଳାଦେରକେ ତିନି ଶିକ୍ଷା ଦିତେ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିଶୁଦ୍ଧି ଘଟାତେ ପାରବେନ । ତାଦେର ଶରୀଯତେର ହକୁମ-ଆହକାମ ଶେଖାବେନ । ତାହାରୁ ତାଦେରକେ ଇସଲାମୀ ସଭ୍ୟତା-ସଂକୃତି ଏମନିଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେବନ ଯାତେ କରେ ତାରା ଗ୍ରାମ ଓ ଶହରେର ଯୁବତୀ ବୃଦ୍ଧ ନିର୍ବିଶେଷ ସକଳ ମହିଳାକେ ଶରୀଯତେର ବିଧି-ବିଧାନ ଶେଖାତେ ପାରେନ । ଫଳେ ମହିଳାଦେର ମଧ୍ୟ ତାବଲୀଗେ ଦୀନେର ଦାୟିତ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରବେ ।

এ কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে, দাপ্তরিক জীবন তথা পারিবারিক জীবনের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে উশুল মোমেনীনরা বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষত যাঁরা দীর্ঘায় হয়েছিলেন তারা এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ বেশী পেয়েছিলেন। যেমন হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি নবী জীবনের কথা ও কাজের বর্ণনা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিষয় জাহেলী যুগের রীতি-নীতি নস্যাত করে দিয়েছিলো। আরব সমাজে এই কুসংস্কার যুগ যুগ ধরে চলে আসছিলো। নিয়ম ছিলো যে, পালকপুত্র হিসাবে কাউকে গ্রহণ করলে সে আসল পুত্রের মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে। এই নিয়ম আরব সমাজে এমন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে বসেছিলো যে, তা বিলোপ করা মোটেই সহজ ছিলো না। অথচ এই নিয়ম ইসলামের বিয়ে, তালাক, সম্পত্তি আইন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে ছিলো মারাত্কভাবে সংঘাতপূর্ণ। এছাড়া জাহেলী যুগের এই কুসংস্কার এমন সব নির্লজ্জ কার্যকলাপ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলো যে, সেসব থেকে সমাজেদেহকে মুক্ত করা ইসলামের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। জাহেলী যুগের এই কুসংস্কার নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই স্বয়ং আল্লাহ রববুল আলামীন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হ্যনৰ যন্ননব বিনতে জাহাশের বিয়ে করান।

উল্লেখ্য হয়রত যায়নব প্রথমে হয়রত যায়দের স্তু ছিলেন। আর যায়েদ ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালকপুত্র। স্বার্য-স্তুর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় হয়রত যায়েদ স্তুকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটো ছিলো সে সময়ের কথা যখন সকল কাফের ছিলো আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। কাফেররা সেই সময় খন্দকের মুদ্কের জন্যে প্রস্তুতি নিছিলো। এদিকে পালকপুত্র বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি যায়েদ তার স্তুকে তালাক দেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি যায়েদের পরিত্যক্ত স্তুকে বিয়ে করতে হয়, তাহলে বিধীরা সুযোগ পাবে। মোনাফেক মোশরেক এবং ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রবল প্রোপাগান্ডা শুরু করবে ও সরল প্রাণ মুসলমানদের মন বিষয়ে তোলার চেষ্টা করবে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চেষ্টাই করলেন যেন হয়রত যায়েদ তার স্তুকে তালাক না দেন। এতে যায়েদের স্তুকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে করার প্রশ্নও উঠে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এটা পছন্দ করলেন না। আল্লাহ তায়ালা তার রসূলের প্রতি ঝুঁঢ় বঙ্গব্য সহিলিত এই আয়াত নাযিল করলেন, ‘‘মরণ কর, আল্লাহ তায়ালা যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো তুমি তাকে বলছিলে, তুমি তোমার স্তুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অস্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে দিছেন, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।’’ (সরা আহ্যাব, আয়াত ৩৭)

অবশ্যে হয়রত যায়েদ হয়রত যয়নবকে তালাক দেন। এরপরে ইন্দতকাল শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তখন হয়রত যয়নবকে বিয়ে করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর প্রতি নিজ ফয়সালা জানিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে এই বিয়ে অত্যাবশ্যকীয় করেন। দেরী করার কোন অবকাশও রাখা হয়নি। পবিত্র কোরআনের বক্তব্য এরূপ, ‘অতপর যায়েদ যখন তার সাথে বিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিগণ্য সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে মোমেনদের পোষ্যপুত্ররা নিজ জ্ঞীর সাথে বিয়ে ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করা মোমেনদের কোন বিষ্ণ না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।’ (সরা আহ্যাব, আয়াত ৩৭)

এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, পালিতপুত্রের ব্যাপারে জাহেলী যুগের রীতি নীতি তথা বহুমূল কসংক্ষরের মলোৎপাটন। এর আগেই কেরানানের আয়তে এই কসংক্ষরের মলোৎপাটন

করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা ওদের ডাকো ওদের পিতৃ পরিচয়ে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই ন্যায়সঙ্গত।’ (সূরা আহ্যাব, আয়াত ৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন, ‘মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যেকার পুরুষদের কারো পিতা নন, বরং তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খাতামুন নবী।’

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সমাজ জীবনে কোন রেওয়ায় বদ্ধমূল হয়ে গেলে তখন শুধুমাত্র কথা দিয়ে তার মূলোউৎপাটন করা যায় না। সেই রেওয়াজের পরিবর্তন সাধনের জন্যে শুধু কথাই যথেষ্ট নয় বরং যিনি পরিবর্তন চান তাকে কাজের মাধ্যমে বাস্তব দ্রষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হয়। এপর্যায়ে একটা উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছিলো তার দ্বারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা যায়। সেই সময়ে মুসলমানদের নিবেদিত চিন্তা ছিলো বিশ্বাসকর। ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফি লক্ষ্য করেছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের থুথু কফ মুসলমানরা মাটিতে পড়তে দিচ্ছিলেন না। কেউ না কেউ হাত পেতে নিছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ু করার সময়ে পরিত্যক্ত পানি গ্রহণের জন্যে সাহাবাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেতো। এই সাহাবারাই বাইয়াতে রেদোয়ানের সময় গাছের ছায়ায় মৃত্যুবরণ করা এবং পলায়ন না করার জন্যে বাইয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছিলেন, এসব সাহাবাদের মধ্যে হ্যরত আবু বকর এবং হ্যরত ওমরের মতো বিশিষ্ট সাহাবাও ছিলেন। এসব সাহাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে জীবন দেয়াও তার জন্যে বেঁচে থাকাকে সৌভাগ্য এবং সাফল্য মনে করছিলেন। অর্থাত হোদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবাদের বললেন তাদের নিজ নিজ কোরবানীর পশু যবাই করতে, তখন কেউ সাড়া দিলেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ভীষণ মনোকষ্টে ভুগছিলেন। নবীপত্নী হ্যরত উম্মে সালমা (রা.) তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি নিজের কোরবানীর পশু চূপচাপ যবাই করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করলেন। সাহাবারা তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। তারা ছুটে গিয়ে নিজেদের কোরবানীর পশু যবাই করলেন। এ ঘটনা থেকে স্পষ্টতই একথা বোঝা যায় যে, প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে কথা ও কাজের পার্থক্য কতো বেশী। আর জাহেলী যুগের প্রচলিত পালিতপুত্র বিষয়ক জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তায়ালা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালিত পুত্রের তালাকপ্রাণী স্তীর সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে দেন।

এ বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর মোনাফেকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করে। তারা নানা ধরনের গুজব রটাতে থাকে। এর কিছুটা প্রভাব সরলপ্রাণ মুসলমানদের ওপরও এসে পড়ে। এ প্রোপাগান্ডকে শক্তিশালী করতে মোনাফেকরা শরীয়াতের একটি যুক্তিও খুঁজে নেয়। তারা প্রচার করে যে, ইসলাম চারটি বিয়ে বৈধ করেছে অর্থ রসূল তার পালিত পুত্র যায়েদের তালাকপ্রাণী স্তীকে পঞ্চম স্তী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন মুসলমানের জন্যে চারের বেশী স্তী গ্রহণ তো ইসলামেই বৈধ নয়। প্রচার-প্রোপাগান্ডার মূল বিষয় ছিলো এই যে, হ্যরত যায়েদ তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালিতপুত্র, নিজের পালিতপুত্রের স্তীকে নিজের স্তী হিসেবে গ্রহণ করাতো নির্লজ্জতাপূর্ণ ঘণ্য কাজ। অবশ্যে আল্লাহ তায়ালা সূরা আহ্যাবে উল্লিখিত উভয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে আয়াত নাযিল করেন। সাহাবারা তখন বুঝতে পারেন যে, ইসলামে পালিতপুত্রের কোন মূল্য নেই। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা মহৎ কোন উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই নিজ রসূলকে বিয়ের সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা দিয়েছেন। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট অন্য কাউকে দেয়া হয়নি।

উম্মাহাতুল মোমেনীনদের সাথে প্রিয় নবী অত্যন্ত অভিজ্ঞাত্যপূর্ণ, সম্মানজনক উচ্চ পর্যায়ের এবং উন্নত জীবন যাপন করেন। নবীসহস্রমুণীরা নস্তুতা, অদ্রতা, শালীনতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা,

ସେବା ପରାଯଣତା, ସ୍ଵାମୀର ଅଧିକାର ପୂରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ବିଷୟେই ଛିଲେନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭୂମିକା ପାଲନକାରୀଙ୍ଗି । ଅଥଚ ରସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ବଡ଼ି ଜୀବନ ଯାପନ କରତେନ । ସେ ଜୀବନେର ସାଥେ ତାଳ ମିଲିଯେ ଚଳା ଅନ୍ୟଦେର ଜନ୍ୟେ ଘୋଟେଇ ସହଜ ଛିଲୋ ନା ।

ହ୍ୟରତ ଆନାମ (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ଜାନିନା ଯେ, ରସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ କଥନୋ ମୟଦାର ନରମ ରୁଟି ଖେଯେଛେନ । ଏମନ କରେଇ ତିନି ଆନ୍ତ୍ରାହର ସାଥେ ମିଲିତ ହେଯେଛେନ । ଏହାଡ଼ା ତିନି କଥନୋ ଭୂନା କରା ବକରି ଚୋଥେ ଦେଖେନନି ।²

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଧିକା (ରା.) ବଲେନ, ଦୁଇ ଦୁଇ ମାସ କେଟେ ଯେତୋ, ତୃତୀୟ ମାସେର ଚାଁଦ ଦେଖା ଯେତୋ ଅଥଚ ରସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ଘରେର ଚୁଲୋଯ ଆଶୁନ ଜୁଲତୋ ନା । ହ୍ୟରତ ଓରଓୟା ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ତାହଲେ ଆପନାରା କି ଖେତେନ? ତିନି ବଲଲେନ ବ୍ୟସ, ଦୁଟି କାଳୋ ଜିନିମ । ଖେଜୁର ଏବଂ ପାନି ।³

ଏ ବିଷୟେର ହାଦୀସ ବହୁ ରଯେଛେ । ଏମନ କଠୋର ଦାରିଦ୍ରତା ସନ୍ତୋଷ ନବୀସହଧର୍ମିନୀଦେର କୋନ ଆପଣିକର ଆଚରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଯନି ।

ସହଜାତ ସ୍ଵଭାବ ଦୂରଳତାର କାରଣେ ଏକବାର କିଛି ଝଟି ହେଁ ପଡ଼େଛିଲୋ । ତାହାଡ଼ା ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଶରୀଯତର ବିଧାନ ଜାନିଯେ ଦେବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଛିଲୋ । ଏକାରଣେ ଏହି ଆଯାତ ନାଯିଲ ହୟ, ‘ହେ ନବୀ, ତୁମ ତୋମାର ତ୍ରୀଦେର ବଲେ ଦାଓ, ତୋମରା ଯଦି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଓ ତାର ଭୂଷଣ କାମନା କରୋ ତବେ ଏମୋ ଆମି ତୋମାଦେର ଭୋଗ୍ୟ ସାମର୍ଥୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଦିଇ ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟେର ସାଥେ ତୋମାଦେର ବିଦାୟ ଦିଇ । ଆର ଯଦି ତୋମରା ଆନ୍ତ୍ରାହ ତାଯାଳା, ତାଁର ରସ୍ମୁଳ ଓ ଆଖେରାତ କାମନା କରୋ ତବେ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ସଂକରମଣିଲ, ଆନ୍ତ୍ରାହ ତାଯାଳା ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ମହା ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଖେଛେ ।’ (ସୂରା ଆହ୍ୟାବ, ଆୟାତ ୨୮-୨୯)

ନବୀ ସହଧର୍ମିନୀରା ସକଳେଇ ଆନ୍ତ୍ରାହ ତାଯାଳା ଏବଂ ତାଁର ରସ୍ମୁଳକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଯେଛେ । ତାଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏ ଥେକେଇ, ଅନୁମାନ କରା ଯାଯ, ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ ଦୁନିଆର ପ୍ରତି ଝୁଁକେ ପଡ଼େନନି ।

ସତୀନଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେସବ ଘଟନା ସଚରାଚର ପ୍ରକାଶ ପାଯ, ନବୀସହଧର୍ମିନୀରା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହେୟା ସନ୍ତୋଷ ଓ ଓହି ଧରନେର ଘଟନା ଖୁବ କମିଇ ଘଟେଛେ । ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଘଟେ ଥାକଲେବେ ସଥିନ ସାବଧାନ କରେ ଦେଯା ହେୟାହେ ତଥିନ କାରୋ ପକ୍ଷ ଥେକେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋଲାର ମତୋ କୋନ ଘଟନା ପ୍ରକାଶ ପାଯନି । ସୂରା ତାହାମୀରେ ପ୍ରଥମ ପାଂଚଟି ଆୟାତେ ଏସମ୍ପର୍କେ ଉପ୍ଲବ୍ଦିତ ରଯେଛେ ।

ପରିଶେଷେ ଏକଥା ବଲା ଅସମୀଚିନ ହବେ ନା ଯେ, ଏଥାନେ ଆମରା ରସ୍ମୁଳ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ତ୍ରୀଦେର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରାର ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରି ନା । କେବଳ ଏ ବିଷୟେ ସବଚୟେ ବେଶୀ ସୋଚାର ହଚେ ପାଶତ୍ୟେର ଅଧିବାସୀରା । ତାରା କି ଧରନେର ଜୀବନ ଯାପନ ଏବଂ ଅପରାଧେର ମଧ୍ୟେ ତାରା ଆଗାଗୋଡ଼ା ଡୁବେ ଆଛେ । ତ୍ରୀଦେର ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟେର ନୀତି ଥେକେ ମୁୟ ଫିରିଯେ ଓ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସମାଲୋଚନାଯ ସୋଚାର ହେଁ ତାରା ଯେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ହତାଶାୟ ନିମିଜ୍ଜିତ ହେଁ ରଯେଛେ, ସେ ବ୍ୟାପାରେ କି ଆଲୋଚନାର କୋନ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଛେ?⁴ ତାଦେର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଜୀବନ ଯାପନ ପଦ୍ଧତି ଦେଖେଇ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯେ, ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟେର ଇସଲାମୀ ନୀତି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୀବନୀ ଗାର୍ଦନକୁ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବାରେ ଏତେ ରଯେଛେ ଚମତ୍କାର ମୀମାଂସା ।

୨. ସହିହ ବୋଖାରୀ, ଦିତୀୟ ଖତ, ପୃଃ ୧୫୬

୩ ଏକଇ ପ୍ରତ୍ୟେ ଏକଇ ପୃଷ୍ଠା,

୪. ଏକାଧିକ ତ୍ରୀର ତୁଳନାଯ ଏକାଧିକ ଗାର୍ଦନକୁ ପଦ୍ଧତି କି ଅଧିକ ରମଚିସମ୍ଭବ?

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও শারীরিক সৌন্দর্য

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন, যা বলে শেষ করা যাবে না। এসব কারণে তাঁর প্রতি মন আপনা থেকেই নিবেদিত হয়ে যেতো। ফলে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মর্যাদা বিধানে মানুষ এমন নিবেদিত চিন্তার পরিচয় দিতো যার উদাহরণ দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই পেশ করা সম্ভব নয়। তাঁর বন্ধু ও সহচররা তাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তারা চাইতেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তবে নিজের মাথা কাটিয়ে দেবেন তবু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মোরারকে একটি আঁচড়ও যেন না লাগে। এ ধরনের ভালোবাসার কারণ ছিলো এই যে, স্বভাবসম্মত যেসব গুণের প্রতি মনপ্রাণ উজাড় করে দেয়ার ইচ্ছে জাগে সেসব গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, অন্য কারো মধ্যেই সে রকম ছিলো না। নিচে আমরা বিনয়ের সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের সারকথা উল্লেখ করছি।

প্রিয় নবীর দৈহিক গঠনপ্রকৃতি

হিজরতের সময়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উষ্মে মাবাদ খোয়াইয়ার তাঁরুতে কিছুক্ষণ অবস্থানের পরে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। তাঁর চলে যাওয়ার পর উষ্মে মাবাদ স্থামীর কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে পরিচয় তুলে ধরেন তা ছিলো একপ। চমকানো রং, উজ্জ্বল চেহারা, সুন্দর গঠন, স্টান সোজাও নয়, আবার ঝুঁকে পড়াও নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক দৈহিক গঠন, সুর্যারঙ্গ চোখ, লম্বা পলক, ঝঞ্জু কর্তৃস্বর, লম্বা ঘাড়, সাদা কালো চোখ, সুর্যাকালো তার পলক, সূক্ষ্ম এবং পরম্পর সম্পৃক্ত ঝুঁক, চমকানো কালো চুল, চূপচাপ ব্যক্তিসম্পন্ন, কথা বলার সময়ে আকর্ষণীয়, দূর থেকে দেখে মনে হয় সবার চেয়ে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যপূর্ণ, কাছে থেকে দেখে মনে হয় তিনি সুমহান এবং প্রিয় সুন্দর, কথায় মিষ্টিতা, প্রকাশভঙ্গি সুস্পষ্ট, কথা খুব সংক্ষিঙ্গত ও নয় আবার দীর্ঘায়িতও নয়, কথা বলার সময় মনে হয় যেন মুঁজো ঝরছে, মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন, বেঁটেও নয় লম্বা ও নয় যে, দেখে খারাপ মনে হবে। সহচররা তাঁকে ঘিরে যদি কিছু বলে, তবে তিনি সেকথা গভীর মনযোগের সাথে শোনেন। তিনি কোন আদেশ করলে সাথে সাথে তারা সে আদেশ পালন করেন, সহচররা তাঁর অত্যন্ত অনুগত এবং তাঁর প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন, কেউ উদ্ধৃত ও দুর্বিনীত নয়, কেউ বাহুল্য কথাও বলেন না।^১

হযরত আলী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, তিনি অস্বাভাবিক লম্বা ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাঝারি ধরনের গঠন বৈশিষ্টসম্পন্ন। তাঁর চুল কোকড়ানোও ছিলো না, আবার খাড়া খাড়াও ছিলো না—

¹ যাদুল মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৪।

ଛିଲୋ ଉତ୍ତରେ ମାଝାମାଝି ଧରନେର । ତା'ର କପୋଳ ମାଂସଲେ ଛିଲୋ ନା ଆବାର ଶୁକନୋଓ ଛିଲୋ ନା; ବରଂ ଉତ୍ତରେ ମାଝାମାଝି ଧରନେର ଛିଲୋ । ତା'ର କପୋଳ ଛିଲୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାୟେର ରଂ ଛିଲୋ ଗୋଲାପୀ ଗୌର-ଏର ମିଶ୍ରଙ୍ଗ । ଚୋଖ ସୁର୍ମାରାଙ୍ଗ ଲାଲଚେ, ସନ ପଞ୍ଚବ ବିଶିଷ୍ଟ । ବୁକେର ଓପର ନାଭି ଥେକେ ହାଲକା ଚାଲେର ରେଖା, ଦେହେର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଲୋମଶ୍ନ୍ୟ । ହାତ ପା ମାଂସଲ । ଚଲାର ସମୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଭଞ୍ଜିତେ ପା ତୁଳତେନ । ତା'କେ ହେଟେ ଯେତେ ଦେଖେ ମନେ ହତୋ ତିନି ଯେଣ ଓପର ଥେକେ ନୀଚେର ଦିକେ ଯାଚେନ । କୋନ ଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଲେ ପୁରୋ ମନୋଯୋଗେର ସାଥେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରତେନ । ଉତ୍ତର କାଁଧେର ମାଝାଖାନେ ତା'ର ମୋହରେ ନବୁଯତ ଛିଲୋ । ତିନି ଛିଲେନ ସକଳ ନବୀର ଶେଷ ନବୀ । ତିନି ଛିଲେନ ସର୍ବାଧିକ ଦାନଶୀଳ, ସର୍ବାଧିକ ସାହସୀ, ସର୍ବାଧିକ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସର୍ବାଧିକ ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଲନକାରୀ । ସର୍ବାଧିକ କୋମଳ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଆଭିଜାତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ । ହଠାତ୍ କରେ କେଉଁ ତା'କେ ଦେଖଲେ ଭୀତି-ବିହବଳ ହୟେ ପଡ଼ତୋ, ପରିଚିତ କେଉଁ ତା'ର ସାମନେ ଗେଲେ ଭାଲୋବାସାୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହତୋ । ତା'ର ଶୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣନାକାରୀକେ ବଲତେ ହତୋ ଯେ, ଆମି ତା'ର ଆଗେ ଏବଂ ତା'ର ପରେ ତା'ର ମତୋ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଦେଖିନି ।^୨

ହୟରତ ଆଲୀ (ରା.)-ଏର ଅପର ଏକ ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ ଯେ, ତା'ର ମାଥା ଛିଲୋ ବଡ଼, ଜୋଡ଼ାର ହାଡ଼ ଛିଲୋ ଭାରି, ବୁକେର ମାଝାଖାନେ ଲୋମେର ହାଲକା ରେଖା ଛିଲୋ । ତିନି ଚଲାର ସମୟେ ଏମନଭାବେ ଚଲତେନ, ତଥନ ମନେ ହତୋ କେଉଁ ଯେଣ ଉଚ୍ଚ ଥେକେ ନୀଚୁତେ ଅବତରଣ କରଛେ ।^୩

ହୟରତ ଜାବେର ଇବନେ ଛାମୁରା (ରା.) ବର୍ଣନା କରେନ ଯେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ପେଶୀ ଛିଲୋ ଚାତ୍ରା, ଚୋଖ ଛିଲୋ ଲାଲଚେ, ପାଯେର ଗୋଡ଼ାଳୀ ଛିଲୋ ସରମ ଧରନେର ।^୪

ହୟରତ ଆବୁ ତୋଫାୟେଲ ବଲେନ, ତିନି ଛିଲେନ ଗୌର ରଂ-ଏର, ଚେହାରା ଛିଲୋ ମୋଲାଯେମ । ତା'ର ଉଚ୍କତା ଛିଲୋ ମାଝାମାଝି ଧରନେର ।^୫

ହୟରତ ଆନାସ ଇବନେ ମାଲେକ ବଲେନ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ହାତେର ତାଲୁ ଛିଲୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଂ ଛିଲୋ ଚମକଦାର, ଏକେବାରେ ସାଦାଓ ଛିଲୋ ନା, ଏକେବାରେ ଗମ-ଏର ରଂ ଓ ଛିଲୋ ନା । ଓଫାତେର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମାଥା ଏବଂ ଚେହାରାର ବିଶିଷ୍ଟି ଚଲୁଥ ସାଦା ହୟନି ।^୬ ଶୁଦ୍ଧ କାନେର କଯେକଟି ଲୋମ ସାଦା ହୟେଛିଲୋ, ଏହାଡ଼ା ମାଥାର କଯେକଟି ଚଲୁଥ ସାଦା ହୟେ ଗିଯେଛିଲୋ ।^୭

ହୟରତ ଆବୁ ହୋଷ୍ୟାଯକା ବଲେନ, ଆମି ରସ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ନୀଚେର ଠୋଟ ସଂଲ୍ଘୟ ଦାଡ଼ି ସାଦା ଦେଖେଛି ।^୮

ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ବାହାର (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମେର ନୀଚେର ଠୋଟେର ସଂଲ୍ଘୟ ଦାଡ଼ିତେ କଯେକଟି ସାଦା ହୟେ ଗିଯେଛିଲୋ ।^୯

ହୟରତ ବାରା (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ଵାମ ଛିଲେନ ମାଝାରି ଧରନେର ଉଚ୍କତାସମ୍ପନ୍ନ । ଉତ୍ତର କାଁଧେର ମାଝାଖାନେ ଦୂରତ୍ତ ଛିଲୋ । ମାଥାର ଚଲ ଛିଲୋ ଉତ୍ତର କାନେର ଲତିକା

^୨ ଇବନେ ହିଶାମ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୪୦୧, ୪୦୨ ତିରମିଯି ଶରହେ ତୋହଫାତୁଲ ଆହୋୟାଖି, ଚତୁର୍ଥ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୩୦୩

^୩ ତିରମିଯି, ଶରହେ ତୋହଫାତୁଲ ଆହୋୟାଖି, ଚତୁର୍ଥ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୩୦୩

^୪ ସହିହ ମୁସଲିମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୨୫୮

^୫ ସହିହ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୫୦୨

^୬ ସହିହ ବୋଖାରୀ ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୫୦୨

^୭ ସହିହ ବୋଖାରୀ ପ୍ରଥମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୫୦୧, ୫୦୨

^୮ ଏ ପୃଷ୍ଠା ୫୦୨

পর্যন্ত। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। কখনো কোন জিনিস তাঁর চেয়ে অধিক সৌন্দর্যসম্পন্ন দেখিনি।^{১০}

তিনি প্রথমে আহলে কেতাবদের মতো চুল আঁচড়াতে পছন্দ করতেন। একারণে আঁচড়ালে সিংথি করতেন না, কিন্তু পরবর্তীতে সিংথি করতেন।^{১১}

হ্যরত বারা ইবনে আজেব (রা.) বলেন, তাঁর চেহারা ছিলো সবচেয়ে সুন্দর এবং তাঁর চেহারা ছিলো সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।^{১২}

হ্যরত বারা ইবনে আয়েব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা কি তলোয়ারের মতো ছিলো? তিনি বললেন, না বরং তাঁর চেহারা ছিলো চাঁদের মতো। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা ছিলো গোলাকার।^{১৩}

রবি বিনতে মোয়াওয়েয় (রা.) বলেন, তোমরা যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে, তখন মনে হতো যে, যেন উদিত সূর্যকে দেখছো।^{১৪}

হ্যরত জাবের ইবনে ছামুরা (রা.) বলেন, এক চাঁদনী রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলাম। সেই সময় তাঁর পরিধানে ছিলো লাল পোশাক। আমি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং একবার চাঁদের প্রতি তাকাছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর।^{১৫}

হ্যরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর কোন মানুষ কিন্তু আমি দেখিনি। মনে হতো, সূর্য যেন তাঁর চেহারায় জুলজুল করছে। আমি তাঁর চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি হাঁটতে শুরু করলে যমিন যেন তাঁর পায়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসতো। হাঁটার সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, কিন্তু তিনি থাকতেন নির্বিকার।^{১৬}

হ্যরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশী হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। দেখে মনে হতো যেন, এক টুকরো চাঁদ।^{১৭}

একবার তিনি হ্যরত আয়েশার (রা.) কাছে অবস্থান করছিলেন। ঘর্মাঙ্গ হয়ে ওঠার পর তাঁর চেহারা আরো উজ্জ্বল সুন্দর দেখাছিলো। এ অবস্থা দেখে হ্যরত আয়েশা (রা.) আবু কোবায়ের হাজলির এই কবিতা আবৃত্তি করলেন,^{১৮}

‘তাঁর চেহারায় তাকিয়ে দেখতে পেলাম

চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম।’

১০ ঐ পৃষ্ঠা ৫০২

১১ ঐ পৃষ্ঠা ৫০২

১২ ঐ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৫০২, সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮

১৩ সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০২, সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯

১৪ মোসনাদে দারেমী, মেশকাত দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭

১৫ শামায়েনে তিরমিয়ি, দারেমী, মেলকাত দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭

১৬ জামে তিরমিয়ি, শরহে তোহফাতুল আহওয়ায়ি, চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৬, মেশকাত দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৮

১৭ সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০২

১৮ রহমতুল লিল আলামীন দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭২

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିନ୍ଦିକ (ରା.) ତାଙ୍କେ ଦେଖେ ଏହି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରତେନ । ୧୯

‘ଭାଲୋର ପଥେ ଦେନ ଦାଓଯାତ ପୂରଣ କରେନ ଅଙ୍ଗିକାର

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଚାଦ, ଲୁକୋଚୁରି ଖେଳେ ଯେନ ଅନ୍ଧକାର ।’

ହ୍ୟରତ ଓମର (ରା.) ତାର ସମ୍ପର୍କେ ଯୋହାଇର-ଏର ଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରତେନ । ଏ କବିତା ହରମ ଇବନେ ଛିନାଲ ସମ୍ପର୍କେ ଲେଖା ହୟେଛିଲୋ । ୨୦

‘ମାନୁଷ ଯଦି ନା ହତେନ ଏହି ଆଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟଜନ

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ରାତ ତିନି କରତେନ ତବେ ରାଗନ ।’

ତିନି ଯଥନ କ୍ରୋଧାବ୍ଧିତ ହତେନ, ତଥନ ତାର ଚେହାରା ଲାଲ ହୟେ ଯେତୋ, ମନେ ହତୋ ଉତ୍ୟ କପାଳେ ଆସୁରେର ଦାନା ଯେନ ନିଂଡ଼େ ଦେଯା ହୟେଛେ । ୨୧

ହ୍ୟରତ ଜାବେର ଇବନେ ଛାମୁରା ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଯଥନ ହାସତେନ ମୃଦୁ ହାସତେନ, ତାର ଚୋଥ ଦେଖେ ମନେ ହତୋ ଯେନ ସୁର୍ମା ଲାଗାନୋ, ଅଥଚ ସୁର୍ମା ଲାଗାନୋ ଛିଲୋ ନା । ୨୨

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବାସ (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସାମନେର ଦୁଟି ଦାତ ପୃଥକ ପୃଥକ ଛିଲୋ । ତାର କଥା ବଲାର ସମୟ ଉତ୍ୟ ଦାତର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଆଲୋକଆଭା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହତୋ । ୨୩

ତାର ଶ୍ରୀବା ଛିଲୋ ରୌପ୍ୟେର ନିର୍ମିତ ପାତ୍ରେର ମତ ପରିଚନ୍ନ, ଚୋଥେର ପଲକ ଛିଲୋ ଦୀର୍ଘ, ଦାଡ଼ି ଛିଲୋ ଘନ, ଲଳାଟ ଛିଲୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝୁଲୁ ପୃଥକ, ନାସିକା ଉନ୍ନତ, ନାଭି ଥେକେ ବକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଲୋମେର ରେଖା, ବାହୁତେ କିଛୁ ଲୋମ ଛିଲୋ । ପେଟ ଏବଂ ବୁକ ଛିଲୋ ସମାନରାଂଳ, ବୁକ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତେର ତାଲୁ ପ୍ରଶ୍ନ । ପଥ ଚଲାର ସମୟ ତିନି କିଛୁଟା ଝୁକେ ପଥ ଚଲତେନ । ମଧ୍ୟମ ଗତିତେ ତିନି ପଥ ଚଲତେନ । ୨୪

ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ଏମନ କୋନ ରେଶମ ଦେଖିନି, ଯା ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ହାତେର ତାଲୁର ଚେହାରା ଓପର ରେଖେଛିଲାମ । ସେଇ ସମୟ ଆମି ଅନୁଭବ କରିଲାମ ଯେ, ସେଇ ହାତ ବରଫେର ଚେଯେ ବେଶୀ ଠାନ୍ତ ଏବଂ ମେଶକେର ଚେଯେ ବେଶୀ ଖୁଶବୁଦ୍ଧାର । ୨୫

କିଶୋର ବୟକ୍ତ ହ୍ୟରତ ଜାବେର ଇବନେ ଛାମୁରା (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମାର କପୋଳେ ହାତ ରେଖେଛିଲେନ, ଏତେ ଆମି ଏମନ ଶୀତଳତା ଓ ସୁବାସ ଅନୁଭବ କରିଲାମ ଯେ, ମନେ ହଲୋ, ତିନି ତାର ପବିତ୍ର ହାତ ଆତାରେର ଆତର ଦାନ ଥେକେ ବେର କରେଛେ । ୨୬

କିଶୋର ବୟକ୍ତ ହ୍ୟରତ ଜାବେର ଇବନେ ଛାମୁରା (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଆମାର କପୋଳେ ହାତ ରେଖେଛିଲେନ, ଏତେ ଆମି ଏମନ ଶୀତଳତା ଓ ସୁବାସ ଅନୁଭବ କରିଲାମ ଯେ, ମନେ ହଲୋ, ତିନି ତାର ପବିତ୍ର ହାତ ଆତାରେର ଆତର ଦାନ ଥେକେ ବେର କରେଛେ । ୨୭

୧୯ ଖୋଲାସାତୁସ ସିଯାର ପୃଷ୍ଠା ୨୦

୨୦ ଖୋଲାସାତୁସ ସିଯାର ପୃଷ୍ଠା ୨୦

୨୧ ମେଶକାତ ୧ମ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୨୨, ତିରମିଯ ଆରଓୟାବୁଲ କନର, ୨ୟ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୩୫

୨୨ ଜାମେ ତିରମିଯ ଶରହେ ତୋହଫାତୁଲ ଆହଓୟାଯି, ୪ର୍ଥ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୩୦୬

୨୩ ତିରମିଯ, ମେଶକାତ, ୨ୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୫୧୮

୨୪ ଖୋଲାସାତୁସ ସିଯାର, ପୃଷ୍ଠା ୧୯-୨୦

୨୫ ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ ୫୦୩, ସହୀହ ମୁସଲିମ ୨ୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୨୫୮

୨୬ ସହୀହ ବୋଖାରୀ, ୧ମ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୫୦୨

୨୭ ସହୀହ ମୁସଲିମ, ୨ୟ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୨୫୬

ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ବଲେନ, ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଘାମ ଛିଲୋ ମୁଜ୍କୋର ମତୋ । ହ୍ୟରତ ଉଥେ ସୁଲାଇମ (ରା.) ବଲେନ, ଏହି ଘାମେଇ ଛିଲୋ ସବଚେଯେ ଉତ୍ତମ ଖୁଶବୁ ।^{୧୮}

ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ କୋନ ରାଷ୍ଟା ଦିଯେ ପଥ ଚଲାର ପର ଅନ୍ୟ କେଉ ସେଇ ପଥେ, ସେଇ ରାଷ୍ଟା ଦିଯେ ଗେଲେ ବୁଝାତେ ପାରତୋ ଯେ, ତିନି ଏ ପଥେ ଦିଯେ ଗମନ କରେଛିଲେ ।^{୧୯}

ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଉଭୟ କାଂଧେର ମାବାମାବି ଜାୟଗାୟ ଛିଲୋ ମୋହରେ ନବୁଯତ । କବୁତରେ ଡିମେର ମତୋ ଦେଖାତେ ଏହି ମୋହରେ ନବୁଯତେର ରଂ ଛିଲୋ ତାଁର ଦେହ ବର୍ଣେର ମତୋ । ଏଠି ବାମ କାଂଧେର ନରମ ହାଡ଼େର ପାଶେ ଅବସ୍ଥିତ ଛିଲୋ ।^{୨୦}

ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ

ରୁସ୍ଲ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆରବୀ ଭାଷାଯ କଥା ବଲତେନ । ଅସଙ୍କୋଚ, ଅନାଡିଷ୍ଟ, ଦ୍ୟର୍ବୋଧକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ତିନି ଦୂର୍ଲଭ ବୈଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆରବେର ସକଳ ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେଛିଲେ । ଏ କାରଣେ ତିନି ଯେ କୋନ ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ସେଇ ଗୋତ୍ରେର ଭାଷା ଓ ପରିଭାଷାଯ କଥା ବଲତେନ । ବେଦୁଇନଦେର ମତୋ ଦୃଢ଼ତାବ୍ୟଞ୍ଜକ ବାକଭଞ୍ଜି, ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶହରେର ନାଗରିକ ଜୀବନେର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଛିଲୋ ତାଁର ଆୟତ୍ତାଧୀନ । ଉପରଭୁ ଛିଲୋ ଓହିଭିତ୍ତିକ ଆଲ୍ଲାହର ସାହାଯ୍ୟ ।

ସହିଷ୍ଣୁତା, ଧୈର୍ୟ ଓ କ୍ଷମାଶୀଲତାର ଶୁଣବୈଶିଷ୍ଟ ତାର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ । ଏସବଇ ଛିଲୋ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଆଲ୍ଲାହ ପାକ ଥେକେ ପାଓ୍ୟା । ସାଧାରଣତ ସକଳ ଧୈର୍ୟଶୀଲ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅଧିକାରୀ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେଇ କୋନ ନା କୋନ କ୍ରଟି ଦେଖା ଯାଯ, କିନ୍ତୁ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ତାଁର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ ଏମନ ଉନ୍ନତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଛିଲୋ ଯେ, ତାଁର ବିରଦ୍ଧେ ଶକ୍ତିଦେର ଉଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ତାଁକେ କଟ୍ ଦେଯାର ଜନ୍ୟେ ଦୁର୍ବ୍ଲଦେର ତ୍ରେପରତା ଯତୋ ବେଡ଼େଛେ, ତାଁର ଧୈର୍ୟ ଓ ତତୋ ବେଡ଼େଛେ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶା (ରା.) ବଲେନ, ପ୍ରିୟ ନବୀକେ ଦୁଃଖି କାଜେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ବେହେ ନିତେ ବଲା ହଲେ ତିନି ସହଜ କାଜଟିଇ ନିତେନ । ପାପେର ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ ଥେକେ ତିନି ଦୂରେ ଥାକତେନ । ତିନି କଥନେ ନିଜେର ଜନ୍ୟେ କାରୋ କାହିଁ ଥେକେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ କରେନନି । ତବେ, ଆଲ୍ଲାହର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରା ହଲେ ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ କରତେନ ।^{୨୧}

ତିନି କ୍ରୋଧ ଓ ଦୂରିନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥେକେ ଦୂରେ ଛିଲେନ । ସକଳେର ପ୍ରତି ସହଜେଇ ତିନି ରାଯି ହୟେ ଯେତେନ । ତାଁର ଦାନ ଓ ଦଯାଶୀଲତା ପରିମାପ କରା ଛିଲୋ ଅସତ୍ତବ । ଦାରିଦ୍ରେର ଆଶକ୍ତା ଥେକେ ମୁକ୍ତ ମାନସିକତା ନିଯେ ତିନି ଦାନ ଖ୍ୟାରାତ କରତେନ । ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ୍ ଇବନେ ଆବରାସ (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଛିଲେନ ସବାର ଚେଯେ ବେଶୀ ଦାନଶୀଲ । ତାଁର ଦାନଶୀଲତା ରମ୍ୟାନ ମାସେ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଇଲ (ଆ.)-ଏର ସାଥେ ସାଥେ ସମୟ ଅଧିକ ବେଡ଼େ ଯେତୋ । ରମ୍ୟାନ ମାସେ ପ୍ରତି ରାତେ ହ୍ୟରତ ଜିବରାଇଲ (ଆ.) ତାର ସାଥେ ସାଙ୍କାଳ କରେ କୋରାଅନ ତେଲାଓୟାତ କରେ ଶୋନାତେନ । ତିନି କଲ୍ୟାଣ ଓ ଦାନଶୀଲତାଯ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାସେର ଚେଯେ ଅନ୍ଧଗୀ ଛିଲେନ ।^{୨୨}

୧୮ ସହିହ ମୁସଲିମ, ୨ୟ ଖତ ପୃଷ୍ଠା ୨୫୬

୧୯ ଦାରେମୀ ମେଶକାତ, ୨ୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୧୭

୨୦ ସହିହ ମୁସଲିମ ୨ୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୨୫୯-୨୬୦

୨୧ ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧୩ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୫୦୩

୨୨ ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ, ପୃଷ୍ଠା ୫୧୭

ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରା.) ବଲେନ, କଥନୋଇ ଏମନ ହ୍ୟନି ଯେ, କେଉ ତାଁର କାହେ କିଛୁ ଚେଯେଛେ ଅଥଚ ତିନି ତା ଦିତେ ଅସମ୍ଭବି ଜାନିଯେଛେନ ।^{୩୩}

ବୀରତୁ ଓ ବାହାଦୁରିର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ସ୍ଥାନ ଛିଲୋ ସବାର ଓପରେ । ତିନି ଛିଲେନ ସକଳେର ଚେଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର । କଠିନ ପରିଷ୍ଠିତିତେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀର ପୁରୁଷଦେର ଯଥନ ପଦସ୍ଥଳନ ହୟେ ଯେତୋ, ସେଇ ସମୟେ ଓ ରସୂଲ ମକବୁଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଅଟଲ ଦୃଢ଼ତାୟ ଟିକେ ଥାକତେନ । ତିନି ସେଇ ସୁକଠିନ ସମୟେ ଓ ପଞ୍ଚାଦପସାରଣ ନା କରେ ସାମନେ ଏଗିଯେ ଯେତେନ । ତାଁର ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତତାୟ ଏତୁକୁ ବିଚଲିତ ଭାବ ଆସତ ନା । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ବଲେନ, ଯେ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନିକା ଦେଖା ଯେତୋ ଏବଂ ସୁକଠିନ ପରିଷ୍ଠିତି ସୃଷ୍ଟି ହେତୋ ସେ ସମୟେ ଆମରା ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ହତ୍ତେ ଛାଯାଯ ଆଶ୍ରଯ ଗ୍ରହଣ କରତାମ । ତାଁର ଚେଯେ ବେଶୀ ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ ଅନ୍ୟ କେଉ ଶକ୍ତର ମୋକାବେଲା କରତେ ସକ୍ଷମ ହେତୋ ନା ।^{୩୪}

ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା.) ବଲେନ, ଏକରାତେ ମଦିନାବାସୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଆତଙ୍କ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ; ସବାଇ ଆସ୍ୟାଯ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଛୁଟିତେ ଶୁରୁ କରଲୋ । ପଥେ ନବୀଜୀର ସାଥେ ଦେଖା ହଲୋ । ତିନି କୋଲାହଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ । ସେଇ ସମୟ ତିନି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ତାଲହାର (ରା.) ଏକଟି ଘୋଡ଼ାର ଖାଲି ପିଠେ ସମ୍ମାର ହେଲେନ । ତାଁର ଗଲାଯ ତରବାରି ଝୁଲାନୋ ଛିଲୋ । ତିନି ଲୋକଦେର ବଲଛିଲେନ, ଭୟ ପେଯୋ ନା, ଭୟ ପେଯୋ ନା ।^{୩୫}

ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଛିଲେନ ସର୍ବାଧିକ ଲାଜୁକ ପ୍ରକରିତି । ତିନି ସାଧାରଣତ ମାଟିର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖତେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଛିଲେନ ପର୍ଦାନୀନ କୁମାରୀ ମେଯେର ଚେଯେ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ । କୋନ କିଛୁ ତାଁର ପଚନ୍ଦ ନା ହଲେ ଚେହରା ଦେଖେଇ ବୋଝା ଯେତୋ ।^{୩୬} କାରୋ ଚେହରାର ପ୍ରତି ତିନି ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକିଯେ ଥାକତେନ ନା । ଦୃଷ୍ଟି ନିଚୁ ରାଖତେନ ଏବଂ ଓପରେ ଦିକେର ଚେଯେ ନୀଚେର ଦିକେଇ ବେଶୀ ସମୟ ତାକିଯେ ଥାକତେନ । ସାଧାରଣତ ତାକାନୋର ସମୟେ ନିଚୁ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକାତେନ । ଲଜ୍ଜାଶୀଳତା ଓ ଆସ୍ତରିତା ବୋଧ ଏତୋ ପ୍ରବଳ ଛିଲୋ ଯେ, କାରୋ ମୁଖେର ଓପର ସରାସରି ଅପ୍ରିୟ କଥା ବଲତେନ ନା । କାରୋ ବ୍ୟାପାରେ କୋନ ଅପ୍ରିୟ କଥା ତାଁର କାହେ ପୌଛୁଲେ ସେଇ ଲୋକେର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ତାକେ ବିତ୍ରତ କରତେନ ନା । ବରଂ ଏଭାବେ ବଲତେନ ଯେ, କିଛୁ ଲୋକ ଏଭାବେ ବଲାବଳି କରଛେ । ବିର୍ଯ୍ୟାତ ଆରବ କବି ଫାରାଯଦାକ-ଏର କବିତାୟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାଗ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଚମ୍ବକାରଭାବେ ତୁଲେ ଧରା ହେଯେ ।

‘ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ତିନି ତାଇ ଦୃଷ୍ଟି ନତ ତାଁର

ତାଁକେ ଦେଖେ ଚୋଥେର ନୟର ନତ ଯେ ସବାର’

ତାଁର ସାଥେ କଥା ବଲା ସନ୍ତର ହୟ ତଥନ

ଅଧରେ ତାଁର ମୃଦୁ ହାସି ଫୋଟେ ଯଥନ ।’

ତିନି ଛିଲେନ ସବଚେଯେ ବେଶୀ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ପାକ ପରିତ୍ର, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମାନତଦାର । ବକ୍ତୁ ଶକ୍ତ ସକଳେଇ ଏଟା ସ୍ଵିକାର କରତେନ । ନବୁଯତ ଲାଭେର ଆଗେ ତାଁକେ ‘ଆଲ ଆମିନ’ ଉପାଧି ଦେଯା ହେଲେନ । ଆଇୟାମେ ଜାହେଲିଯାତେ ତାଁର କାହେ ବିଚାର-ଫାୟସାଲାର ଜନ୍ୟ ବାଦୀ ବିବାଦୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ

୩୩ ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୨ୟ ଖତ୍, ପୃଷ୍ଠା ୫୧୭

୩୪ ଶାଫ୍ତି, କାଜି ଆସ୍ୟାଯ ପ୍ରଥମ ଖତ୍, ପୃଷ୍ଠା ୮୯, ଛେହାହ

୩୫ ସହିହ ମୁସଲିମ, ଦିତୀୟ ଖତ୍, ପୃଷ୍ଠା ୨୫୨, ସହିହ ବୋଖାରୀ, ପ୍ରଥମ ଖତ୍, ପୃଷ୍ଠା ୪୦୭

୩୬ ସହିହ ବୋଖାରୀ, ୧ୟ ଖତ୍, ପୃଷ୍ଠା ୫୦୮

ହାଯିର ହତୋ । ତିରମିଯି ଶରୀକେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ଏକବାର ଆବୁ ଜେହେଲ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମକେ ବଲଲେ, ଆମରା ତୋ ଆପନାକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଲି ନା, କିନ୍ତୁ ଆପନି ଯା କିଛୁ ପ୍ରଚାର କରଛେନ, ତାକେ ମିଥ୍ୟା ବଲି । ଏକଥାର ପର ଆଲାହୁ ତାଯାଲା ଏଇ ଆୟାତ ନାଖିଲ କରେନ । ‘ତାରା ତୋମାକେ ତୋ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଲେ ନା, ବରଂ ସୀମା ଲଂଘନକାରୀଗଣ ଆଲାହୁର ଆୟାତକେ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରେ ।’^{୩୭} (ଆନାମ, ଆୟାତ ୩୦)

ସ୍ମାର୍ଟ ହିରାକ୍ଲିଯାସ ଆବୁ ସୁଫିଯାନକେ ଜିଜାସା କରେଛିଲେନ ଯେ, ସେଇ ନବୀ ଯେସବ କଥା ବଲେନ, ସେଇ ସବ କଥା ବଲାର ଆଗେ ତାକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଲେ ଅଭିହିତ କରାର ମତ କୋନ ଘଟନା ଘଟେଛିଲୋ କି? ଆବୁ ସୁଫିଯାନ ବଲଲେନ, ‘ନା’ ।

ନବୀସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଛିଲେନ ଅତି ବିନୟୀ ଓ ନିରହଂକାର । ବାଦଶାହଦେର ସମ୍ମାନେ ତାଦେର ସେବକ ଓ ଶୁଣଗ୍ରାହୀରା ଯେ ରକମ ବିନୟାବନନ୍ତ ଭଙ୍ଗିତେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକେ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ତାଁର ସମ୍ମାନେ ସାହାବାଦେର ସେଭାବେ ଦାଁଡ଼ାତେ ନିମେଧ କରତେନ । ତିନି ମିସକିନ ଗରୀବଦେର ସେବା ଏବଂ ଫକିରଦେର ସାଥେ ଉଠାବସା କରତେନ । କ୍ରୀତଦାସଦେର ଓ ନିମ୍ନଣ ପ୍ରହଳଣ କରତେନ । ସାହାବାଯେ କେରାମଦେର ମଧ୍ୟେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ମତୋଇ ବସାନ୍ତେ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟଶା (ରା.) ବଲେନ, ତିନି ନିଜେର ଜୁତୋ ନିଜେଇ ସେଲାଇ କରତେନ । ନିଜେର କାପଡ଼ ନିଜେଇ ସେଲାଇ କରତେନ । ଘରେ ସାଧାରଣ କାଜ କର୍ମ ନିଜେର ହାତେ କରତେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଅନ୍ୟ ସବ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ମତୋଇ ଏକଜନ ମାନୁଷ । ନିଜେର ବ୍ୟବହତ କାପଡ଼େ ଉକୁନ ଥାକଲେ ତିନି ନିଜେ ତା ବେର କରତେନ, ନିଜ ହାତେ ବକରି ଦୋହନ କରତେନ, ନିଜେର କାଜ ନିଜେଇ କରତେନ ।^{୩୮}

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଅঙ୍ଗୀକାର ପାଲନେ ଛିଲେନ ଅଧିନୀ । ତିନି ଆସ୍ତୀୟବ୍ସଜନେର ପ୍ରତି ଅତିମାତ୍ରାୟ ଖେଲାଲ ରାଖତେନ । ମାନୁଷେର ସାଥେ ସହଦ୍ୟତା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସାଥେ ମେଲାମେଶା କରତେନ । ବିନୟ ଓ ନୟତାଯ ତିନି ଛିଲେନ ଅତୁଳନୀୟ । ତାଁର ଚରିତ୍ର ଛିଲୋ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର । ଅସଂକ୍ରିତତାର ଏକ ବିଦ୍ୱୁତ ତାଁର ମଧ୍ୟେ ଛିଲୋ ନା । ସ୍ଵଭାବଗତଭାବେଇ ତିନି କଥନେ ଅଶାଳୀନ କଥା ବଲନେନ ନା । ଅନିଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ଓ ତିନି କଥନେ ଅଶାଳୀନ କଥା ବଲନେନି । କାଉକେ କଥନେ ଅଭିଶାପ ଦିତେନ ନା । ବାଜାରେ ଗେଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଚିଲ୍ପାଚିଲ୍ପି କରତେନ ନା । ମନ୍ଦେର ବଦଳା ତିନି ମନ୍ଦ ଦିଯେ ଦିତେନ ନା । ବରଂ ତିନି ମନ୍ଦେର ଜନ୍ୟେ ଦୟାତ୍ମି ଲୋକକେଣ୍ଠ କ୍ଷମା କରେ ଦିତେନ । କେଉ ତାର ପେଛନେ ଆସତେ ଶୁରୁ କରଲେ ତାକେ ପେଛନେ ଫେଲେ ଚଲେ ଆସତେନ ନା । ପାନାହାରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦୟାବାଦୀଦେର ଚୟେ ନିଜେକେ ପୃଥକ ମନେ କରତେନ ନା । ତାଁର ଖାଦେମେର କାଜଙ୍ଗ ତିନି କରେ ଦିତେନ । ଖାଦେମେର ପ୍ରତି ତିନି କଥନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେନନି । କୋନ କାଜ କରା ନା କରା ପ୍ରସଙ୍ଗେ କଥନେ ତାଁର ଖାଦେମେର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେନନି । ତିନି ଗରୀବ ମିସକିନଦେର ଭାଲୋବାସତେନ । ତାଦେର ସାଥେ ଉଠାବସା କରତେନ ଏବଂ ଜାନାଯାଯ ହାଯିର ହତେନ । କୋନ ଗରୀବକେ ତାର ଦାରିଦ୍ରେ କାରଣେ ତୁର୍ତ୍ତାଚିଲ୍ୟ କରତେନ ନା । ଏକବାର ତିନି ସଫରେ ଛିଲେନ । ସେଇ ସମୟ ଏକଟି ବକରି ଯବାଇ କରାର ପରାମର୍ଶ ହୟ । ଏକଜନ ବଲଲେନ, ଯବାଇ କରାର ଦାଯିତ୍ବ ଆମାର, ଅନ୍ୟଜନ ବଲଲେନ, ଚାମଡ଼ା ଛାଡ଼ାନୋର ଦାଯିତ୍ବ ଆମାର । ତୃତୀୟ ଜନ ବଲଲେନ, ରାନ୍ଧାର ଦାଯିତ୍ବ ଆମି ପାଲନ କରବୋ । ଏସବ କଥା ଶୁନେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ବଲଲେନ, କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାର ଦାଯିତ୍ବ ଆମି ପାଲନ କରବୋ । ସାହାବାରା ବଲଲେନ, ହେ ରୂପ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ଆମାର ଆପନାର କାଜ କରେ ଦେବୋ । କିନ୍ତୁ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାନ୍ତାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ରାଯି

ହଲେନ ନା । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ଜାନି, ତୋମରା ଆମାର କାଜ କରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମି ଚାଇ ନା ଯେ, ଆମି ତୋମାଦେର ଚାଇତେ ନିଜେକେ ପୃଥକ ଅବସ୍ଥାନେ ରେଖେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରବୋ । କେବଳା ଆଲ୍ଲାହ
ତାୟାର ବାନ୍ଦାଦେର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦୁଦେର ନିଜେକେ ପୃଥକ କରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଯାର ଚେଷ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତ କରେନ ନା । ଏରପର
ତିନି ଉଠେ ଲାକଡ଼ି ଜମା କରତେ ଚଲେ ଗେଲେନ । ୩୯

ଆସୁନ, ଏବାର ହେବ ଇବନେ ଆବୁ ହାଲାର ଯବାନୀତେ ରସୂଲ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମେର ଶୁଣ
ବୈଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରବଣ କରି । ହେବ ତାଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣନାୟ ବଲେନ, ପ୍ରିୟ ନବୀ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାୟ ଚିନ୍ତିତ ଛିଲେନ ।
ସବ ସମୟ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା କରତେନ । ଆରାମ ଆଯେଶେର ଚିନ୍ତା କରତେନ ନା । ଅଥ୍ୟୋଜନେ କଥା ବଲତେନ
ନା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାବତ ନୀରବ ଥାକତେନ । କଥାର ଶୁରୁ ଓ ଶେଷେ ସୁମ୍ପଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରତେନ । ଅସ୍ପଟ
ଉଚ୍ଚାରଣେ କୋନ କଥା ବଲତେନ ନା । ଅର୍ଥବହ ଦୟର୍ଥହୀନ କଥା ବଲତେନ, ସେଇ କଥାଯ କୋନ ବାହୁଳ୍ୟ ଥାକତ
ନା । ତିନି ଛିଲେନ ନରମ ମେଯାଜେର ଅଧିକାରୀ । ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣ ନେଯାମତ ହଲେଓ ତାର ଅର୍ମର୍ୟାଦା
କରତେନ ନା । କୋନ କିଛିର ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରତେନ ନା । ପାନାହାରେର ଜିନିସେର ସମାଲୋଚନା
କରତେନ ନା । ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟେର ପରିପାତ୍ତି କୋନ ଆଚରଣ କାରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଲେ ତାର ପ୍ରତି ତିନି
ବିରଙ୍ଗ ହତେନ । ସେଇ ଲୋକେର କାହିଁ ଥେକେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବୃତ୍ତ ହତେନ ନା । ତବେ,
ତାଁ ମନ ଛିଲୋ ଉଦ୍ଦାର । ନିଜେର ଜନ୍ୟେ କାରୋ ଓପର ଦ୍ରୁଦ୍ଧ ହତେନ ନା ଏବଂ କାରୋ କାହିଁ ଥେକେ
ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ କରତେନ ନା । କାରୋ ପ୍ରତି ଇଶାରା କରତେ ହାତେର ପୁରୋ ତାଲୁ ବ୍ୟବହାର କରତେନ ।
ବିଷୟେର ସମୟ ହାତ ଓଲ୍ଟାତେନ । ଦ୍ରୁଦ୍ଧ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଦିକେ ମୁଖ ଫେରାତେନ ଏବଂ ଖୁଶୀ ହଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନିଚୁ
କରତେନ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟେଇ ତିନି ମୃଦୁ ହାସତେନ । ମୃଦୁ ହାସିର ସମୟ ଦାଁତରେ କିଯଦିଂଶ ଘକମକ
କରତୋ ।

ଅର୍ଥହୀନ କଥା ଥେକେ ବିରତ ଥାକତେନ । ସାଥୀଦେର ଏକତ୍ରିତ କରେ ରାଖାର ଚେଷ୍ଟା କରତେନ, ପୃଥକ
କରାର ଚେଷ୍ଟା କରତେନ ନା । ସକଳ ସମ୍ପଦାୟେର ସମ୍ମାନିତ ଲୋକଦେର ସମ୍ମାନ କରତେନ । ସମ୍ମାନିତ
ଲୋକକେଇ ନେତା ନିୟୁକ୍ତ କରତେନ । ମାନୁଷେର କ୍ଷତି କରା ଥେକେ ବିରତ ଥାକତେନ ।

ସାହାବାଦେର ଖବରାଖବର ନିତେନ । ତାଦେର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କରତେନ । ଭାଲୋ ଜିନିସେର ପ୍ରଶଂସା
ଏବଂ ଖାରାପ ଜିନିସେର ସମାଲୋଚନା କରତେନ । ସବ ବିଷୟେଇ ମଧ୍ୟମପଦ୍ଧା ପଢ଼ନ୍ତ କରତେନ । କୋନ
ବିଷୟେ ଅମନୋଯୋଗୀ ଥାକା ଛିଲୋ ତାଁ ଅପଛନ୍ଦ । ଯେ କୋନ ଅବସ୍ଥାର ଜନ୍ୟେ ମାନସିକଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଥାକତେନ । ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକା ପଢ଼ନ୍ତ କରତେନ ନା । ଅସତ୍ୟ ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକତେନ । ତାର
ସମ୍ମିକଟେ ଯାରା ଥାକତେନ, ତାରା ଛିଲେନ ସବଚେଯେ ଭାଲୋ ମାନୁଷ । ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ତାରାଇ ଛିଲେନ ତାର
ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାରାଇ ଛିଲେନ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଯାରା ଛିଲେନ ଅନ୍ୟେର ଦୁଃଖେ କାତର, ସ୍ଵଭାବତହି ଗଭୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟେର
ସାହ୍ୟକାରୀ ।

ତିନି ଉଠିତେ ବସତେ ସର୍ବଦାଇ ଆଲ୍ଲାହକେ ଶ୍ରବଣ କରତେନ । ତାଁ ବସାର ଜନ୍ୟେ ନିର୍ଧାରିତ କୋନ
ଜାୟଗା ଛିଲୋ ନା । କୋନ ଜନସମାବେଶେ ଗେଲେ ଯେଥାନେ ଜାୟଗା ଖାଲି ପେତେନ ସେଥାନେଇ ବସତେନ ।
ଉପର୍ତ୍ତି ସବାଇକେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେଖତେନ । କାରୋ ମନେ ଏକଥା ଜାଗତ ନା ଯେ, ଅମୁକକେ ଆମାର
ଚେଯେ ବେଶୀ ମର୍ୟାଦା ଦେଯା ହଚେ ଏବଂ ଏଜନ୍ୟେ ତାର ମନେ କୋନ ଫ୍ରୋଡ ବା ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହତୋ ନା । କେଉଁ
କୋନ ଅଥ୍ୟୋଜନେ ତାଁ କାହେ ବସଲେ ବା ଦାଁଡାଲେ ସେଇ ଲୋକେର ଅଥ୍ୟୋଜନ ପୂରଣ ନା ହେଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି
ଅପେକ୍ଷା କରତେନ । ତାର ଧୈର୍ୟେର କୋନ ବିଚୁତି ଦେଖା ଯେତ ନା । କେଉଁ ତାଁ କାହେ କୋନ କିଛି ଚାଇଲେ

ତିନି ଅକାତରେ ଦାନ କରତେନ । ପ୍ରାର୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ ଅଥବା ଭାଲୋ କଥା ବଲେ ତାକେ ଖୁଶି ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କେ ବିଦାୟ କରତେନ ନା । ତିନି ନିଜେର ଉନ୍ନତ ଚରିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ରେ ମାଧ୍ୟମେ ସବାଇକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରତେନ । ତିନି ଛିଲେନ ସକଳେର ଜନ୍ୟେ ପିତୃତୂଳ୍ୟ । ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିତେ ସବାଇ ଛିଲୋ ସମାନ । କାରୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆଧିକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ସେଟୋ ତାକୁ ଓୟାର ଭିନ୍ତିତେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହତୋ । ତା'ର ମଜଲିସ ବା ସମାବେଶ ଛିଲୋ ଜ୍ଞାନ, ଧୈର୍ୟ, ଲଜ୍ଜାଶିଳତା ଓ ଆମାନତଦାରୀର ମଜଲିସ । ସେଥାନେ କେଉ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ କଥା ବଲତେନ ନା, କାରୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କୁଣ୍ଡ କରା ହତୋ ନା । ତାକୁ ଓୟାର ଭିନ୍ତିତେ ସକଳେର ପ୍ରତି ସହମର୍ମିତା ପ୍ରକାଶ କରତୋ । ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଟକେ ସବାଇ ସମାନ ଏବଂ ଛୋଟକେ ମେହେ କରତୋ । କାରୋ କୋନ ଅପ୍ରୋଜନ ଦେଖା ଦିଲେ ସେଇ ଅପ୍ରୋଜନ ପୂରଣ କରା ହତୋ । ଅପରିଚିତ ଲୋକକେ ଅବଜ୍ଞା ବା ଉପେକ୍ଷା କରା ହତୋ ନା, ବରଂ ତାର ସାଥେ ପରିଚିତ ହୟେ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରା ହତୋ ।

ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହାର୍ତ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ଚେହାରାୟ ସବସମୟ ଶିତଭାବ ବିରାଜ କରତୋ । ତିନି ଛିଲେନ ନରମ ମେଜାଯେର । ରକ୍ତକୁଳତା ଛିଲୋ ତା'ର ସ୍ଵଭାବ ବିରକ୍ତ । ବେଶୀ ଜୋରେ କଥା ବଲତେନ ନା । ଅଶାଲୀନ କୋନ କଥା ତା'ର ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହତୋ ନା । କାରୋ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ହେଲେ ଓ ତାକେ ଧରିବ ଦିଯେ କଥା ବଲତେନ ନା । କାରୋ ପ୍ରଶଂସା କରାର ସମୟେ ଅତି ମାତ୍ରାୟ ପ୍ରଶଂସା କରତେନ ନା । ଯେ ଜିନିସେର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନା ହତେନ, ସେଟୋ ସହଜେଇ ଭୁଲେ ଥାକତେନ । କୋନ ବ୍ୟାପାରେଇ କେଉ ତା'ର କାହେ ହତାଶ ହତେନ ନା । ତିନଟି ବିଷୟ ଥେକେ ତିନି ନିଜେକେ ମୁକ୍ତ ରାଖତେନ । ଏଗୁଲୋ ହଚ୍ଛେ । (୧) ଅହଙ୍କାର । (୨) କୋନ ଜିନିସେର ବାହ୍ୟ ଏବଂ (୩) ଅର୍ଥଧୀନ କଥା । ଆର ତିନଟି ବିଷୟ ଥେକେ ଲୋକଦେର ନିରାପଦ ରାଖତେନ । ଏଗୁଲୋ ହଚ୍ଛେ, (୧) ପରେର ନିନ୍ଦା (୨) କାଉକେ ଲଜ୍ଜା ଦେଯା ଏବଂ (୩) ଅନ୍ୟେର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରା ।

ତିନି ଏମନ କଥାଇ ଶୁଣ ମୁଖେ ଆନତେନ ଯେ କଥାଯ ସଓୟାବ ଲାଭେର ଆଶା ଥାକତୋ । ତିନି ଯଥନ କଥା ବଲତେନ, ତଥନ ତାର ସାହାବୀରା ଏମନଭାବେ ମାଥା ନିଚୁ କରେ ବସତେନ ଯେ, ଦେଖେ ମନେ ହତୋ ତାଦେର ମାଥାର ଓପର ଚଢୁଇ ପାର୍ଥି ବସେ ଆଛେ । ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହାର୍ତ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ କଥା ଶେଷ କରେ ନୀରବ ହେଲେ ସାହାବାରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ କଥା ବଲତେନ । କୋନ ସାହାବୀ ପ୍ରିୟ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହାର୍ତ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର ସାଥେ ବାହ୍ୟ କୋନ କଥା ବଲତେନ ନା । କୋନ ସାହାବୀ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହାର୍ତ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମେର କାହେ କୋନ କଥା ବଲତେ ଶୁରୁ କରଲେ ଉପାସ୍ତିତ ଅନ୍ୟ ସବାଇ ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ସେକଥା ଶୁନିବାରେ । କଥା ଶେଷ ହେଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା ବଜାୟ ଥାକତୋ । ଯେ କଥା ଶୁନେ ସାହାବାରା ହାସତେନ, ସେ କଥା ଶୁନେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହାର୍ତ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ-ଓ ଅବାକ ହତେନ । ଅପରିଚିତ ଲୋକ କଥା ବଲାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅସଂ୍ଘମୀ ହେଲେ ନବୀ ଧୈର୍ୟ ହାରାତେନ ନା । ତିନି ବଲତେନ, କାଉକେ ପରମୁଖାପେକ୍ଷକୀ ଦେଖିଲେ ତାର ଅପ୍ରୋଜନ ପୂରଣ କରେ ଦାଓ । ଇହସାନେର ପାରିଶ୍ରମିକ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ ପ୍ରଶଂସା କୋନ ବ୍ୟାପାରେଇ ତା'ର ପର୍ବନ୍ଦନୀୟ ଛିଲୋ ନା ।^{୪୦}

ହ୍ୟରତ ଖାରେଜା ଇବନେ ମାୟେଦ (ରା.) ବଲେନ, ନବୀ ସାନ୍ତ୍ବାହାର୍ତ୍ତ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ବାମ ତା'ର ମଜଲିସେ ସବଚେଯେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଶିଳ ଛିଲେନ । ପୋଶାକ ପରିଧାନେ ତିନି ଛିଲେନ ଶାଲୀନ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟେ ନୀରବତା ପାଲନ କରତେନ । ବିନା ଅପ୍ରୋଜନେ କଥା ବଲତେନ ନା । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରୋଜନନୀୟ ଓ ଅପ୍ରାସଂଗିକ କଥା ବଲତୋ, ତାର ଦିକ ଥେକେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନିତେନ । ତିନି ଯଥନ ହାସତେନ, ମୃଦୁ ହାସତେନ, ସୁମ୍ପଟଭାବେ କଥା ବଲତେନ, ଫାଲତୁ ଓ ଅପ୍ରୋଜନନୀୟ କଥା ବଲତେନ ନା ।

সাহাবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উচ্চ স্বরে হাসতেন না, তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে হাসি সংযত রাখতেন এবং মৃদু হাসতেন।^{৪১}

মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনাহীন গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছিলেন। রক্তুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর সম্মানে বলেছেন, ‘ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম’, অর্থাৎ নিসদেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

এটি ছিলো এমন তুলনাহীন গুণ যার কারণে মানুষ তার প্রতি ছুটে আসতো। তাঁর প্রতি মানুষের মনে ভালোবাসা ছিলো বন্ধমূল। তাঁর নেতৃত্ব এমন অবিসম্বাদিত ছিলো যে, মানুষ ছিলো তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ।

মানবীয় গুণবলীর সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর স্বজাতির রক্ষ্যতা, একেবারে নমনীয়তায় পরিবর্তিত হয়েছিলো। পরিশেষে মানুষ দলে দলে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলো।

স্বরূপ রাখতে হবে যে, ইতিপূর্বে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সকল গুণবলী আলোচনা করেছিলাম সেসব ছিলো তার অসাধারণ ও অতুলনীয় গুণবলীর সামান্য রেখাচিত্র। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর গুণবলী এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিলো যে, সেসব গুণবলীর আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয় এবং তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা নিরূপণ করাও সম্ভব নয়।

মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতমী আদর্শ এ মহান মানুষের পরিচয় এই যে, তিনি মানবতার সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাপ্তীন ছিলেন। তিনি মহান রক্তুল আলামীনের পরিত্র আলোক আভায় এমনভাবে আলোকিত ছিলেন যে, কোরআনে করিমকেই তাঁর চরিত্রের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিলো পরিত্র কোরআনেরই বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন।

‘হে আল্লাহ তাঃ .। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর তুমি শান্তি ও বরকত নায়িল করো, যেমন শান্তি ও বরকত নায়িল করেছিলে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংস্য ও মর্যাদার অধিকারী।’

১৬ই রম্যান ১৪০৪ হিজরী মোতাবেক ১৭ই রম্যান ১৯৮৪ ইং

ଜେ ବୃକ୍ଷିର ଜନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵକୁ^(ପୁରଙ୍ଗାର) ରହେଛ ଯତ୍ତ୍ଵକୁ ଜେ
 (ଏ ଦ୍ୱାନିଯାମ) କରେ ଅଶେଷ ଆବାର (ଶାସ୍ତ୍ରିତ) ତାର
 ଜନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ରହେଛ ଯତ୍ତ୍ଵକୁ ଅନ୍ୟାମ ଜେ
 କରେଛ (ଅତ୍ୟବ) ହେଆମାଦର ମାଲିକ,
 ସଦିଆମରା କିଛି ତୁଲେ ଥାଇଁ କୋଆୟାନ୍ତ
 ସଦିଆମରା କୋନୋ ତୁଳ କରେ ବସି,
 ତାର ଜନ୍ୟ ତୁମିଆମାଦର
 ପାକଡ଼ାନ୍ତ କରୋ ନା
 (ଶୂରା ବାକାରା ୨୮୮)

୮

— ସହାଯକ ଏହ୍ସମୂହ —

ଯେ ଫୁଲ ଦିଯେ ଗେଥେଛି ମାଲା

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

নাম্বার	গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যুর সাল	প্রকাশনা সংযোগ	প্রকাশ কাল
১.	আখবারুল কেরাম বা আখবারুল মাসজিদিল হারাম	শেহাবউদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল আছাদি আল মক্কী	১০৬৬ ইং	আল মাতো সালাফিয়া বেনারস	১৩৯৬ ইং
২.	আল আদাবুল মুফরাদ	মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বোখারী	৩৫৬ ইং	ইত্তাসুল	১৩০৪ ইং
৩.	আল আলাম	খায়রুদ্দিন আয় যারকালি		কায়রো	১৯৫৪ খঃ
৪.	আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া	ইসমাইল ইবনে কাছির দামেশকী		আস সায়দা, মিশ্র	১৩৩০ খঃ
৫.	বুলুণ্ড মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম	আহমদ ইবনে হাজার আসকালানি	৮৫৬ ইং	কাইউমি প্রেস, কামপুর ভারত	১৩২৩ ইং
৬.	তারীখে আরদিল কোরআন	সাইয়েদ সোলায়মান নদভী	১৩৭৩ ইং	মা আরেফ প্রেস, আয়মগড়	১৯৫৫ খঃ
৭.	তারীখে ইসলাম	আকবর খান শাহ নয়িরাবাদী		মাকতাবে রহমত, দেওবন্দ	
৮.	তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক	ইবনে জবির আত তাবারী		আল হাসিনাতু মিসরিয়া	
৯.	তারীখে ওমর ইবনে খাতাব	আবুল ফারাহ আবদুর রহমান ইবনে জওয়ি		আত তওঁকীক আল আদিবা, মিশ্র	
১০.	তোহফাতুন আহওয়ামি	আবুল আলা আবদুর রহমান মোবারকপুরী	১৩৫৩ ইং	বার্কি প্রেস দিল্লী, ভারত	১৩৪৬ ইং
১১.	তাফসীরে ইবনে কাছির	ইসমাইল ইবনে কাছির দামেশকী		দারুল আন্দালুস বৈরমত	
১২.	তাফহীমুল কোরআন	ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রাঃ)		মারকায়ি মাকতাবা জামায়াতে ইসলামী	
১৩.	তালকীহে ফুল্লমে আহলিল আছার	আবুল ফারায় আবদুর রহমান ইবনে জওয়ি	৫৯৭ ইং	জাইয়েদ বারকি প্রেস, দিল্লী ভারত	
১৪.	জামে তিরমিযি	আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযি	২৭৯ ইং	মাকতাবায়ে রশীদিয়া দিল্লী, ভারত	
১৫.	আল জেহাদু ফিল ইসলাম	ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রাঃ)		ইসলামিক পাবলিকেশন	১৯৬৭ খঃ
১৬.	খোলাচাতুস সিয়ার	ইবনে আবদুল্লাহ আত তাবারী	৬৭৪ ইং	দিল্লী প্রিন্টি দিল্লী, ভারত	

ମାତ୍ରାର	ପ୍ରାଚୀର ମାତ୍ର	ଲେଖକରେଇ ମାତ୍ର	ମୃତ୍ୟୁ ମାତ୍ର	ଜୀବନକାଳୀମ୍ବନ୍ଦୀ	ଶବ୍ଦକାଳ
୧୭. ରହମତୁଳ ଲିଲ ଆଲାମୀନ	ମୋହର୍ରଦ ସୋଲାରମାନ ମନଭୂର୍ପୁଣୀ	୧୯୩୦ ଖୁବି	ହାଲିକ ବୃକ୍ଷ ଡିପ୍ଲୋ, ନିଜୀ, ଭାରତ		
୧୮. ବସ୍ତୁଲେ କରିଯ କି ସିଯାମି ବିଦେଶୀ	ଡକ୍ଟର ହାମିଦୁଲ୍ଲାହ, ପ୍ରୟାରିସ		ସାଲେଯ କୋମ୍ପାନୀ, ଦେଉଦ୍ଦମ୍	୧୯୬୩ ଖୁବି	
୧୯. ଆର ରାଧିକୁଳ ଉତ୍ତମ	ଆବୁଦ କାଲେଯ ଆବୁଦୁଲ ରାଧାମ ଇବନେ ଆବୁଦୁଲାହ ଲୋହର୍ମଣୀ	୫୮୧ ହିଃ	ଆଲ ଆମାଲିଆ, ମିଶର	୧୭୦୨ ହିଃ	
୨୦. ଶାନ୍ତିଲ ମାହାମ	ବାହେଜ ଇବନେ କାଇରେମ	୭୧୧ ହିଃ	ଆଲ ହିଲାରିଆ		୧୭୪୭ ହିଃ
୨୧. ସମ୍ବନ୍ଧତ ଡାକତୀଳ					
୨୨. ସୁମନେ ଇବନେ ମାହାମ	ଇବନେ ଇଲାମିଲ ଇବନେ ମାଜା	୨୭୦ ହିଃ			
୨୩. ସୁମନେ ଆବି ଲାଟିକ	ଆବୁ ଲାଟିକ ସୋଲାରମାନ ଆଲ ଆମାଲାଜେଲାମୀ	୨୭୫ ହିଃ	ଆଲ ମାକତାବା ରାଧିକି, ଦେଉଦ୍ଦମ୍		୧୭୭୫ ହିଃ
୨୪. ସୁମନେ ମାହାମ	ଆବୁଦ ଇବନେ ପୋରାରେମ ମାହାମ	୩୦୦ ହିଃ	ଆଲ ମାକତାବା ମାଲାକିଆ, ଶିହେର		
୨୫. ସିରାତୁଳ ହାଲିମିଆ	ଇବନେ ବୋରହାମ ଉଦ୍ଦୀପ				
୨୬. ଶୀରାତୁଳ ମୁବିରାହ	ଆବୁ ମୋହାମ ଆବୁଦୁଲ ମାଲେକ ଇବନେ ହିଶାମ	୨୧୮ ହିଃ			୧୭୭୫ ହିଃ
୨୭. ଶରହେ ତୃତୀୟ ଯାହାବ	ଆମାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଇବନେ ଆଲ ମାକତାବା ଇବନେ ହିଶାମ ଆମାଲାମୀ	୭୬୧ ହିଃ	ମାକତାବା ଆମାଲାମୀ, ହିନ୍ଦୀ		
୨୮. ଶରହେ ସହୀହ ମୁସଲିମ	ଆବୁ ମାକତାବା ଯାହୀଟୁଦୀୟ ଇଲାହିଆ ଇବନେ ଶହୀହ ଆମାଲାମୀ	୬୭୬ ହିଃ	ମାକତାବା ରାଧିମିଆ, ହିନ୍ଦୀ		୧୩୭୬ ହିଃ
୨୯. ଶରହେ ଯାଓରାହେବେ ଲାତୁଲିଆ	ଆବ ଯାରକନି		ମୁଗ୍ରାମ		୧୩୧୨ ହିଃ
୩୦. ଆଶ ଶାକ ବେତାରିକେ ହରୁକିଲ ମୋହାମ	କାଣୀ ଆହାମ			ମାକତାବାରେ ଶେଜାଲିଆ ଲାତୁଲ	୧୩୧୨ ହିଃ
୩୧. ସହୀହ ବୋଖାରୀ	ମୋହର୍ରଦ ଇବନେ ଇସମାଇଲ ବୋଖାରୀ	୨୫୬ ହିଃ	ମାକତାବାରେ ରାଧିମିଆ, ଦେଉଦ୍ଦମ୍		୧୩୮୭ ହିଃ
୩୨. ସହୀହ ମୁସଲିମ	ମୁସଲିମ ଇବନେ ହାଙ୍କାଜ ଆଲ କୁଶାଇରି			ମାକତାବାରେ ରାଧିମିଆ, ନିଜୀ, ଭାରତ	୧୩୭୬ ହିଃ

নথার	এছের নথ	দেখকের নথ	মৃত্যু নথ	বেসনা নথ	অকাল কাল
৩৪. সহিকাতুল হাব্দুক					
৩৪. সোলহে-হোসাইয়িয়া	মোহাম্মদ আহমদ বা- শামিল		দাক্কল ফেকের, মিশর		১৩৯১ হিঃ
৩৫. আত তবাকাতুল কোব্রা	মোহাম্মদ ইবনে সাদ		মাতাবাআ খোরল		১৩২২ হিঃ
৩৬. আওমুল মাঝুল শরহে আবু সাউদ	আবু তৈরব শামলুল হক আবিদআবাবী		প্রথম মুদ্রণ		
৩৭. গোয়ওয়ায়ে ওহল	মোহাম্মদ আহমদ বা - শামিল		বিতীয় মুদ্রণ		
৩৮. গোয়ওয়ায়ে ষদুর আল কোব্রা	মোহাম্মদ আহমদ বা- শামিল				১৩৭৬ হিঃ
৩৯. গোয়ওয়ায়ে খামবুর	মোহাম্মদ আহমদ বা- শামিল		দাক্কল ফেকের		১৩৯১ হিঃ
৪০. গোয়ওয়ায়ে বনি কোরায়া	মোহাম্মদ আহমদ বা- শামিল				১৩৭৬ হিঃ
৪১. ফতহল বারী	আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজুর আসকালাবী	৮৫২ হিঃ	মাতবায়ে সালাহিয়া		
৪২. ফেকহস সিয়াত	মোহাম্মদ আল গাজাবী		দাক্কল কেতাব আল আরাবী		১৩৭০ হিঃ
৪৩. তাফসীর ফী যিলালিল	সাইয়েদ কুতুব শহীদ কোরআন		দাক্ক এহইয়ায়ুত তুমাতুল আরাবী		
এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন আল কোরআন একাডেমী সত্ত্বে					
৪৪. আল কোরআনুল করিম					
৪৫. কালবে জায়িরাতুল আরব	ফুয়াদ হাময়া		আল মাকতবা সালাফিয়া, মিসর		১৩৫২ হিঃ
৪৬. মায়া খাছেরাল আলমু বে এনহেতাতিল মুসলেমিন	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী		মাকতাবা দারুল আরবা, কায়রো		১৩৮১ হিঃ
৪৭. মাহদেরাতে তারিখে আল উমায়ুল ইসলামিয়া	শায়খ মোহাম্মদ আল খায়রামি		আল মাকতাবাতু তুজারিয়া, মিসর		১৩৮২ হিঃ

ପରେଣ୍ୟ	ପରେଣ୍ୟର ନାମ	ଲେଖକେର ନାମ	ମୃତ୍ୟୁ ସାଲ	ପ୍ରକାଶନା ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକାଶ କାଳ
୪୮.ମୋଖି ହାର ସୀରାତେ ରାସ୍ତ୍ର	ଶାୟଦୁଲ ଇସଲାମ ମୋହାମ୍ମଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓୟାହାବ ନଜଦୀ	୧୨୦୬ ହିଁ	ମାତବା ସୁନ୍ନାତ ଆଲ ମୋହାମ୍ମଦୀଆ		୧୩୭୫ ହିଁ
୪୯.ମୋଖତାଚାର ସୀରାତେ ରାସ୍ତ୍ର	ଶେଖ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ମୋହାମ୍ମଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ ଓୟାହାବ ନଜଦୀ	୧୨୪୨ ହିଁ	ମାତବାୟେ ସାଲାଫିୟା ମିସର		୧୬୭୯ ହିଁ
୫୦.ମାଦାରେକୁତ ତାନଯିଲ ଲିଲନାସାଫି					୧୩୭୮ ହିଁ
୫୧.ମେରଆତୁଲ ମାଫାତେହ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଖତ)	ଶେଖ ଓବାୟଦୁଲ୍ଲାହ ରହମାନୀ ମୋବାରକପୁରୀ			ନାମୀ ପ୍ରେସ, ଲାଖନୌ	୧୩୭୮ ହିଁ
୫୨.ମରଜ୍ଜୁୟ ଯାହାବ	ଆବୁଲ ହାସାନ ଆଲୀ ମାସଉଡ଼ନୀ			ଆଶ ଶାରକାତୁଲ ଇସଲାମିୟା	
୫୩.ଆଲ ମୋଷ୍ଟାରା	ଆବୁ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ମୋହାମ୍ମଦ ଆଲ ହାକେମ ନିଶାପୁରୀ			ଦାୟେରାତୁଲ ମାଆରେଫ ଆଲ ଓସମାନିୟା, ହ୍ୟାଦରାବାଦ	
୫୪.ମୁସନାଦେ ଆହମଦ	ଇମାମ ଆହମଦ ଇବନେ ମୋହାମ୍ମଦ ଇବନେ ହାସଲ	୨୬୪ ହିଁ			
୫୫.ମୁସନାଦେ ଦାରେମୀ	ଇବନେ ଆବଦୁର ରହମାନ ଦାରେମୀ	୨୫୫ ହିଁ			
୫୬ . ମେଶକାତୁଲ ମାସାବିହ	ଓଲୀଉଡିନ ମୋହାମ୍ମଦ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଆତ ତାତ୍ରୀୟୀ			ମାକତାବାୟେ ରାହିମିୟା ଦେଓବନ୍ଦ	
୫୭.ମାଆଜେମୁଲ ବୋଲଦାନ	ଇୟାକୁତ ଆଲ ହାୟୁତି				
୫୮.ଆଲ ମାଓୟାହେବୁ ଲାଦୁଗିଯା	ଆଲ କାସତାଲାନୀ			ଆଲ ମାତବାୟାତୁଶ ଶାରଫିୟା	୧୩୩୬ ହିଁ
୫୯.ମୁୟାତା ଇମାମ ମାଲେକ	ଇମାମ ମାଲେକ ଇବନେ ଆମାସ ଆଲ ଆସବାହି	୬୯ ହିଁ		ମାକତାବାୟେ ରାହିମିୟା ଦେଓବନ୍ଦ	
୬୦. ଓଫାଟୁଲ ଓଫା	ଆଲୀ ଇବନେ ଆହମଦ ଆମ ସାମଜଦୀ				

পরিবেশনায়
আল কোরআন একাডেমী লস্টন
বাংলাদেশ কার্যালয়